ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্রিকা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯ সাল। বৈশাখ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
বৈরাগ্য ও সভ্যতাবিবেক	শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ	১।
বিশ্বনাথ রামায়ণ	শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি	৪।
শ্যামাপূজা	শ্রীরামচন্দ্র ন্যাসরত্ন	৬।
পতির প্রতি পত্নীর ব্যবহার	... ...	৯।
ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি ?	... ...	১১।
বেদান্তসম্প্রদায়	শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী	১২।
সদাচারোপদেশ	শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৫।
সম্পাদকের নিবেদন	... ...	১৮।

কলিকাতা।

৯৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
৪৭নং পাথুরিয়া ঘাটা ষ্ট্রীট্।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়। কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
৮২১

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, বৈশাখ। { ১ম সংখ্যা

বৈরাগ্য।
ও
সভ্যতা-বিবেক।

২য় প্রস্তাব।

বর্ত্তমান শতাব্দীয় সভ্যতার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া সভ্যতার অধিকারী মানবগণ কি পরিমাণে সভ্যতার প্রকৃত ফলের আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন বা হইবেন এই প্রস্তাবে সেই বিষয়েরই বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে। পূর্ব্বপ্রস্তাবে স্পষ্টরূপে দেখান গিয়াছে যে পার্থিব দুঃখমিশ্রিত সুখ, বর্ত্তমান সভ্যতার সাহায্যে মানবজাতির সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত হইতে পারে, এ প্রকার কথা দৃঢ়তার সহিত স্থাপন করিতে পারে, এরূপ সভ্যতাধিকারী জীব এজগতে একালে বিদ্যমান নাই।

জ্ঞানজগতের সর্ব্বপ্রথম সোপানে পদবিন্যাস করিয়া মানবজীবের অন্তিম জ্ঞানোন্মেষ পর্য্যন্ত প্রতিক্ষণ যে সুখের কল্পনাময় মূর্ত্তি মনে মনে গড়িতে গড়িতে মৃত্যুরূপ মহা বিস্মৃতি সাগরে ডুবিয়া যায়; যে সুখের প্রাপ্তির আশায় সৃষ্টিকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত জীবনিবহ শত শত কর্ত্তব্য উল্লঙ্ঘন করিতেছে; অনন্ত অকার্য্যের স্রোতে অনন্ত কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিয়ত-লক্ষ্যহীন জীবন, অকাতরে ভাসাইয়া দিতেছে—সেই জীব জগতের দুরপনেয় অনাদি ইন্দ্রজালময় সুখ, যে সভ্যতার সাহায্যে মানব লাভ করিতে পারিবে এরূপ আশাও সুদূরপরাহত। এখন বিবেচনা করিয়া বলদেখি সে অন্তঃসার হীন বাহ্য সৌন্দর্য্যময় সভ্যতা লইয়া মনুষ্যের কি লাভ?

সভ্যতার প্রতি এইপ্রকার দোষারোপকারীগণকে নিরস্ত করিবার জন্য সভ্যতারস্তাবকগণ এইপ্রকারেই উত্তর প্রদান করিয়া থাকেন, যে বাহ্য সৌন্দর্য্যের উন্নতির সাধন দ্বারা বৈষয়িক সুখ বা স্বাচ্ছন্দের বিধান বর্ত্তমান সভ্যতার সাহায্যে সংশয়িত হইলেও সভ্যতাই মনুষ্যের আন্তরিক বলসাধনের একটি সুদৃঢ় উপায় তাহার কোন সংশয় নাই। যে আন্তরিক বলের সাহায্যে মানবজাতি নিজে জীবজগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়াও পরিদৃশ্যমান জীবনিবহের উপর সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে, যে আন্তরিক বলের একমাত্র অধিকারী বলিয়া, বর্ত্তমান সময়ের সভ্য মানবগণ, বিজ্ঞানশাস্ত্রের কণ্টকাবৃত বর্ত্মনিচয়কে সুপরিস্কৃত করিয়া স্বজাতিগণের অজ্ঞানান্ধকারাবৃত হৃদয়ের নিরুচ্ছ্বাসময় তীব্র ব্যাকুলতাকে অপসারিত করত যথার্থ জ্ঞানসুধাকরের বিমল চন্দ্রিকায় প্রাসাদময় দিগন্তব্যাপি পয়োনিধির অবতারণা করিয়াছে, যে আন্তরিক বল না থাকিলে জড়প্রকৃতি মানবজাতিকে পশুজাতি অপেক্ষা অধিকতর অজ্ঞানময়, অবসাদময়, দুঃখময়, না জানি কি দুরন্ত অবস্থায় লইয়া যাইত তাহা কল্পনা করিলেও হৃদয় সিহরিয়া উঠে। যে আন্তরিক বলের সাহায্যে মনুষ্যজাতির অকুতোভয় ধীরে ধীরে জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে করিতে কালে সম্পূর্ণ জড়ের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক জড় নিয়ন্তৃত্ব লাভ করিতে স্বজাতীয়গণকে প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, এক কথায় বলিলে চলে যে, যে আন্তরিক বলের অভাবে মনুষ্য মনুষ্য ভাব ধারণ করিতেই অসমর্থ হয় বা সামান্য পশুনিবহের ধর্ম্ম পালন করিতে প্রস্তুত হয়, সেই আন্তরিক বল মনুষ্য কোথা হইতে অর্জ্জন করিয়াছে? বর্ত্তমান সভ্যতা মানবজাতির সেই আন্তরিক বল প্রদান করিয়াছে! সভ্যতার উপাসনা মানব যত অধিক করিবে ততই তাহার আন্তরিক শক্তিনিচয় বৃদ্ধি পাইবে, কালে সভ্যতারই প্রসাদে মনুষ্য পূর্ণ মনুষ্যতা লাভ করিতে পারিবে; সুতরাং এই বর্ত্তমান সভ্যতা মানবজাতির একমাত্র রক্ষনীয় মহারত্ন। ইহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ যে কেবলমাত্র এই সভ্যতাবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানাভাবের ফল তাহার আর সংশয় নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতাস্তাবকগণের এই প্রকার স্তুতিবাক্যগুলি শুনিতেই ভাল, প্রকৃত পর্য্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত এই প্রকার বাক্যের সম্বন্ধ যে অত্যল্প ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে, এই উজ্জ্বল সত্যটী স্বয়ংই প্রকাশ হইয়া পড়িবে তাহার সন্দেহ নাই। কেন? তাহা বলি!

কথা হইতেছে—মানবজাতির আন্তরিক সারবত্তা সম্পাদন করিবে বলিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতার এত আদর দিন দিন মনুষ্য সমাজে বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাই পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রাধান্য স্থাপনের সর্ব্বপ্রধান হেতু; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা মানবজাতির আন্তরিক সার সাধনে সক্ষম কি না তাহা একবার বিচারপূর্ব্বক জানা উচিত হইয়াছে।

এ বিষয়ে আলোচনা করিতে যাঁহার প্রবৃত্তি আছে সর্ব্বপ্রথমেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে যে মানবজাতির প্রকৃত আন্তরিক সার কাহাকে বলে ও তাহা কোন কোন উপায়

সাধিত হয় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সেই অন্যতম উপায়ের মধ্যে স্থান পাইতে পারে কিনা?

পারলৌকিকসুখাশা বা নির্ব্বাণ সম্পত্তির বলবতীপ্রত্যাশা যে সভ্যতার মূলভিত্তি নহে সে সভ্যতার দ্বারা মানসিক বল মানবজাতির বাড়িতে পারে ইহা সম্ভবপর নহে। কারণ যাহার নাম আন্তরিক সামর্থ্য, যাহার সাহায্যে মনুষ্য মনুষ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে থাকিয়া ও দেবতার বরণীয় সিংহাসনে অনায়াসে সমুপবিষ্ট হইতে পারে, যাহার প্রসাদে সংসারে দ্বেষ্ট দ্বেষকভাব একেবারে বিলীন হইয়া যায়! যে সম্পদের অধিকারী ইহলোকে প্রকৃত স্বাধীনতার সুখানুভব করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারে, তাহারই নাম যদি আন্তরিক বল হয় তাহা হইলে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় এই দৃশ্যমান পাশ্চাত্য সভ্যতা সে আন্তরিক বল সাধন করিতে একান্ত অক্ষম বরং সে আন্তরিক বলের একটী দুরপনেয় অন্তরায়, এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! কথাটা একটু বিশদভাবে বুঝাইতে হইল। পাশ্চাত্য সভ্যতাধনের অধিকারীগণ অদ্য মনুষ্যজাতির নিকট যে ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছেন, তাহাতে সাধারণ লোকের মনে এই বিশ্বাসটী দিন দিন প্রগাঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে, "যে মনুষ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যগ্রহণ না করিয়া কোন রূপেই স্বীয় স্বাধীনতার রক্ষা বা পরিচালনা করিতে একান্ত অক্ষম! কিন্তু জড়জগতের কতকগুলি পদার্থের কতকগুলি বিমিশ্রশক্তির উদ্ভাবনা দ্বারা ইচ্ছানুসারে সেই সকল শক্তির যথাস্থানে প্রয়োগ দ্বারা জীবজগতের ও জড়জগতের উপর আংশিক প্রভুতা লাভই বুঝি বিজ্ঞানানুগৃহীত সভ্যতার সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য ও সেই প্রভুতার-পরিচালনা দ্বারা নিজের বা স্বজাতীয়গণের স্বাধীনতা রক্ষাই বুঝি পূর্ণতা লাভোন্মুখ মানবজাতির চরম কৃতকৃত্যতা!"

উপরে লোকসাধারণের পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি যে ধারণার কথা উল্লেখ করা গেল তাহা কেবল কল্পনার ফল নহে। বেশীদিনের কথা নহে দুই শত বৎসরের মধ্যে মনুষ্যজাতির মধ্যে সঙ্ঘটিত ঘটনাবলীর প্রতি একটু প্রণিধানপূর্ব্বক দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এই বিষয়টী সকলের নিকটই প্রতিভাসিত হইয়া যাইবে। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইয়ুরোপ, মানসিক যে জাতীয় ধারণায় যে জাতীয় কার্য্য করিতে অগ্রসর হইত অদ্যকার ইয়ুরোপীয় জাতির জাতীয় কার্য্যের দ্বারা অনুমিত মানসিক ধারণাগুলি সেই পূর্ব্বকালের কার্য্যের দ্বারা অনুমিত পূর্ব্বকালের ধারণাগুলির সহিত কত বিসদৃশতাধারণ করিয়াছে তাহা বিবেচনা পূর্ব্বক দেখিলেই পূর্ব্বোক্ত কথাটী আরও বিশদভাবে বুঝা যাইবে। দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে ইয়ুরোপে যে কার্য্যটী সৎসাহসে সদবলম্বনে ও সদধ্যবসায়ে অনায়াসে সাধিত হইত, অদ্য সেই কার্য্যটীই সাধন করিতে গিয়া সভ্যতার অধিকারী মানবগণ সভ্যতারূপ লোকবিমোহকর যন্ত্রটী সম্মুখে রাখিয়া কি পরিমাণে সৎসাহস সদবলম্বন ও সদধ্যবসায়ের পরিচয় দিতেছেন, তাহা দেখিলেই প্রবীণ ঐতিহাসিক বুঝিয়া লইতে পারেন যে পূর্ব্বোক্ত মানসিক ধারণা না ঘটিল ইয়ুরোপ অদ্য এই প্রকার পূর্ব্ববিশ্বাসের বিরুদ্ধ বৃত্তির পরিচালনা কখনও করিত না।

মনুষ্যজাতির ন্যায় লব্ধপ্রকৃতস্বাধীনতা রক্ষা ও সময়ক্রমে পরিচালনার একটি মহত্তম উপায় বলিয়াই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সমাজের বরণীয় সিংহাসনে বসাইতে হইবে; কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা মনুষ্যজাতির আন্তরিক সামর্থ্যকে বর্দ্ধিত করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার দ্বার সুপ্রশস্ত করিয়া দেয়!!

কিন্তু বল দেখি ভাই পাশ্চাত্য সভ্যতার অধিকারী জগতের উৎকৃষ্ট জীব! প্রকৃত মানবজাতির স্বাধীনতা কাহাকে বলে! সভ্যতার প্রসাদে স্বাধীনতাধন যাহাঁরা লাভ করিয়াছেন, সত্য কথায় সরল ভাষায় তাহাঁরা বলুন দেখি এ জগতে তাহাঁরা কি পূর্ণ স্বাধীন! এ সংসারে তাহাঁরা কি কোন কার্য্যে কাহারও মুখাপেক্ষা করেন না?! বিজ্ঞানের বলে বশীভূত জড়প্রকৃতিকে সময়ক্রমে স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য তাহাঁকে কি আবার প্রকারান্তরে সেই জড়প্রকৃতির সাহায্যগ্রহণ করিতে হয় না? নিজের অভিলষিত বিষয়ের চরিতার্থতা সাধনা করিতে তাহাঁকে কি আপনা হইতে অন্যভিন্নপ্রকৃতি-ব্যক্তি-বিশেষের প্রসাদভিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না? পারিবারিক সামাজিক ও ব্যবহারিক বিষম বিশৃঙ্খলতায় ব্যাকুল হইয়া প্রতিনিয়ত জড়সমষ্টি বা জীবসমষ্টির দাসত্বে কিছু কালের জন্য কি তাহাঁকে জীবন বিক্রয় করিতে হয় না? তিনি কি বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারেন যে প্রাণিজগতে বা জড়জগতে তাহার ইচ্ছা অনন্তকালের জন্য অনিবারিত রহিয়াছে বা থাকিবে?।

ইহাই যদি হইল না, তবে আমি স্বাধীন! আমি সংসারে পথপ্রদর্শক! আমি জগতের আদর্শ জীব! এ কথা প্রকাশ করিয়া সংসারে নিজের অল্পজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করা কি সভ্য মানবের প্রকৃত কর্ত্তব্য?

যে সভ্যতার সুখে প্রিয়ত্ব বুদ্ধি প্রতিদিন বাড়ীতে থাকে! দুঃখের প্রতি উত্তরোত্তর দ্বেষ বৃদ্ধি যাহার অব্যভিচরিত ফল, বিষয়ের আসক্তি যে সভ্যতার সাহায্যে বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়া মনুষ্য জাতিকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইতেছে, কেবলমাত্র কএকটী জড় বস্তুর সাহায্যেই জনসাধারনের মধ্যে শত্রুভাব ও মিত্রভাব রাখিয়াছে এ ভ্রান্তিময় বিশ্বাস অপনয়ন করিতে যে সভ্যতা প্রকৃতপ্রস্তাবে প্রস্তুত নহে! সেই সভ্যতা মনুষ্যজাতির প্রকৃত স্বাধীনতার দ্বার উন্মুক্ত করিবে! হায়! এ বিশ্বাসকে হৃদয়ের ধন করিয়া মনুষ্যজাতির কি অধঃপতনের পথ প্রতিদিন প্রশস্ততর হইতেছে তাহা কি অদ্য কেহ একবার দেখিতে চাহে!!

অনন্ত বৎসরের অনন্ত অধ্যবসায়ের সাহায্যে যুগযুগান্তর ব্যাপি কঠোর ক্লেশে সংসারের সকল জীবের প্রিয়সুহৃদ, সংসারে দুঃখব্যাকুলহৃদয় সেই সকল পবিত্র ও স্পৃহণীয় চরিত্র আর্য্য ঋষিগণ এই অজ্ঞান সমুদ্রের দুঃখময় তরঙ্গাবলীতে ব্যাকুলিতপ্রাণ মানব জাতির প্রকৃত লক্ষ্য ও বাস্তব স্বাধীনতা দেখাইয়া, সেই ধনে প্রকৃত অধিকারী হইবার জন্য যে সকল অব্যভিচরিত উপায় রাশির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, উৎপ্লাবক যুগধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাবে সেই সকল উপায় বিষয়ের অনুসন্ধিৎসাও আজ সভ্য জগতে উন্মত্তের বুদ্ধি বলিয়া উপহসিত হইতেছে। মানব জাতির প্রকৃত স্বাধীনতার পথে কণ্টক প্রদানকারী আসুরিক ভাবোন্মত্ত সভ্য নাম মাত্রধারী বিপ্লাবক মনুষ্যগণের

মধ্যে, সেই যুগসহস্রব্যাপি নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণা প্রযুক্ত তীব্রতপস্যার ফলে আবিষ্কৃত মানবের যথার্থ স্বাধীনতারক্ষিণী সভ্যতা প্রতি, বিদ্বেষবুদ্ধি দিন দিন অধিক ভাবে বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া প্রকৃত চিন্তাশীল মানবের হৃদয়ে বিষময়ী জ্বালা উৎপন্ন হউক বা না হউক তাহাতে আমরা তত ক্লেশ অনুভব করি না! কিন্তু যখন দেখি, সেই সভ্যতার জন্মভূমি। সেই আর্য্য সভ্যতার পরম পবিত্র লীলাক্ষেত্র, সেই আর্য্যসভ্যতার আবিষ্কারক আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়ের ধন এই পবিত্র ভূমি ভারতবর্ষে—বলিতে লজ্জা করে সেই আর্য্য জাতির পবিত্র শোণিত এখনও যাহাদের শিরায় বহিতেছে সেই আর্য্যজাতিরই আবিষ্কৃত সভ্যতারই অবলম্বনে আজও যাহারা জগতে সমাজবন্ধনে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইতেছে, সেই আর্য্যজাতির সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয় বলিয়াই যাহারা অদ্য সভ্য সমাজে বন্য জাতির মধ্যে পরিগণিত হয়না; তাহারাই সেই জগৎপূজ্য কুলে জন্মগ্রহণকারী অথচ নিজ কুলমাহাত্ম্যানভিজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষদ্বেষী অধম অজ্ঞান অকৃতী ভারতীয় আর্য্য সন্তানগণ আজ উন্মত্তপ্রায় হইয়া প্রকৃত কুলাঙ্গারের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে, পিতৃপুরুষগণের অনন্ত তপস্যা সঞ্চিত সভ্যতার উচ্ছেদে সর্ব্বাপেক্ষা নিজেই অগ্রসর হইতেছে! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আর্য্য সভ্যতা কাহাকে বলে, তাহা না বুঝিয়া, আর্য্য সভ্যতা বুঝিতে হইলে কোন উপায়ের অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহারও অনুসন্ধান না করিয়া, আর্য্য সভ্যতার অধিকারী প্রাচীন মানবগণের কার্য্য স্রোত, উৎসাহ, প্রবাহ চিন্তার বেগ কোন পথে কিরূপ ভাবে প্রধাবিত হইত, অল্প মাত্রায়ও তাহা না জানিয়া, অকাতর ভাবে সাধারণ সমক্ষে নির্লজ্জ হইয়া আর্য্য সন্তান, অদ্য পিতৃপুরুষগণের রীতি নীতি ও ব্যবহার নিচয়ের প্রতি অজস্রগালিবর্ষণ করিয়া বিদেশীয়গণের নিকটে নিজের সুপুত্রতা প্রকটিত করিতে যত্নবান হইতেছে! তখন সত্য সত্যই ইচ্ছা হয়, পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও জ্ঞানালোকের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি ভূমি এই পবিত্র ভারতবর্ষে পিশাচগণের এ বিকট ব্যবহার আর দেখিতে পারা যায় না!

এক্ষণে একবার দেখিতে হইবে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যে মনুষ্য আন্তরিক বল লাভ করত তাহার দ্বারা প্রকৃত মানবীয় স্বাধীনতার পরিচালনা করিয়া স্বীয় সমাজকে পশুভাব হইতে কেন রক্ষা করিতে পারে না? কেন পারে না তাহা বলিতেছি।

পশুগণের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নিচয়ের সহিত মানব জাতির যে সকল প্রবৃত্তি নিচয় সমান ভাবে মানব জাতির মধ্যে উৎপন্ন হইয়া মানবীয় আত্মাকে দুঃখের আধার করিয়া তুলে, সেই সকল প্রবৃত্তির দমন যতক্ষণ মনুষ্যজাতি না করিতে পারিবে সে পর্য্যন্ত মানব, প্রকৃত পশুভাব দূর করিয়া যথার্থ মানবীয় স্বাধীনতার সুখাস্বাদন করিতে পারিবে না। একথা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। এইক্ষণে দেখিতে হইবে মনুষ্যজাতির মধ্যে সেই সকল পশুভাবব্যঞ্জক প্রবৃত্তি গুলি কি কি কারণে উৎপত্তি লাভ করিয়া থাকে ও কাহার সাহায্য গ্রহণ করিলে ঐ সকল প্রবৃত্তি গুলিকে দমন করা যাইতে পারে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই কয়েকটী বৃত্তির উদয় হইলেই জীবের আত্মা দুঃখভারে ব্যাকুল হইয়া উঠে, এবং এই সকল বৃত্তিই প্রকৃত পশুভাবব্যঞ্জক। অধিক বাক্য প্রয়োগ করিয়া আশা করি এ কথাটা সভ্য সমাজকে বুঝাইতে হইবে না, যে হেতু সকলেই প্রতিনিয়ত নিজ নিজ অন্তঃকরণে এই সকল বৃত্তির উদয় প্রযুক্ত দুঃখ ভোগ প্রায় সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। ইহার মধ্যে কাম (বিষয়াভিলাষ) নামক বৃত্তিটীই সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিগণিত। কারণ সর্ব্বপ্রথমেই জীবের এই কাম নামক বৃত্তিটী উৎপন্ন হয়, পরে কোন কারণে সেই বৃত্তিটী নিজ বিষয় লাভে অসমর্থ হইয়া ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দুঃখহেতু বৃত্তিনিচয়ের উৎপত্তির প্রতি হেতুভাব ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং মনুষ্যকে প্রকৃত দুঃখাবিমিশ্র সুখের আস্বাদন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে এই কাম বৃত্তিটীর দমন করিতে হয়।

দুঃখের হেতুভূত এই কাম বৃত্তিটীর এক মাত্র উৎপাদক বাহ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধে একান্ত আসক্তি (অর্থাৎ এই সকল বিষয়ে একান্ত ইষ্টতা জ্ঞান) বা প্রিয়তা বুদ্ধি।

তমোগুণ লেশ মিশ্রিত রজগুণ যাহাদের অন্তঃকরণে সর্ব্বদা আধিপত্য করিয়া থাকে, বাহ্য শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ প্রিয়তাজ্ঞান সেই সকল ব্যক্তির অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। সুতরাং এই জাতীয় জীবগণই কাম নামক বৃত্তির অত্যন্ত বশীভূত হয়। এবং শব্দাদি অভিলষিত পদার্থ নিবহের নিরন্তর লাভাশায় ব্যাকুল হইয়া তাহারা সর্ব্বদা নানাপ্রকার দুঃসাধ্য কার্য্যাবলীতে প্রবৃত্ত হয় ও অবস্থা এবং অদৃষ্টানুসারে দুঃখভোগ করিয়া থাকে। অশান্তির বৃশ্চিক দংশনের বিষময়ী জ্বালায় এই জাতীয় মনুষ্যের হৃদয় সর্ব্বদা গাঢ় কালিমাঙ্কিত থাকে, শান্তি সুখ ইহাদের পক্ষে মরুভূমির নৈদাঘমরীচিকা?

তবেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে তামস প্রবৃত্তির সহচরী রাজসপ্রবৃত্তির পূর্ণ দমন করিতে না পারিলে জীবনে শান্তিলাভ একান্ত অসম্ভব। বিশুদ্ধ আহার, পবিত্র সংসর্গ, পারলৌকিক চিন্তা, অনিন্দিত আলাপ, নিয়মিত ইন্দ্রিয়সেবা ও মানসিক বেগদমন এই সকল ব্যাপারের সাহায্য ব্যতিরেকে সকল প্রকার বৃত্তি নিচয়ের দমন কিছুতেই হইতে পারে না। এবং এই রাজস বৃত্তি পূর্ণ রূপে দলিত না হইলে অনন্ত দুঃখপ্রদ অশান্তিময় অবস্থা হইতে মনুষ্য জাতির পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তসত্ত্বে যাঁহাদের বুদ্ধি বিশেষ প্রবিষ্ট, আদি হইতে অন্তপর্য্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার ক্রমিক অবস্থা প্রণালী যাঁহাদের মানসপথ সর্ব্বদা অঙ্কিত রহিয়াছে, পবিত্রসত্যের অবিসম্বাদি সম্মান রক্ষা করিয়া সভ্যতার প্রকাশ্য বাজারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলুন দেখি পাশ্চাত্য সভ্যতার সাহায্যে এই দুঃখদায়ক রাজস প্রবৃত্তির দমন কি হইতে পারে? কাম ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক দুর্জ্জয় শত্রুনিচয়কে দমন করিবার জন্য পাশ্চাত্য সভ্যতা অদ্য পর্য্যন্ত জগতে কোন নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে কি? যদি তাহা না হইল জীবনের প্রথম শ্বাস হইতে শেষ শ্বাস পর্য্যন্ত যদি অশান্তির তীব্র যন্ত্রণা হইতে ক্ষণকালের জন্য উদ্ধার পাইবার কোন আশাই পাইলাম না, সাংসারিক দুঃখমিশ্রিত তুচ্ছ সুখ লাভের জন্যই যদি জীবনের সমস্ত সময় দুঃসহ কার্য্য করিতে করিতেই অতিবাহিত

হইল, সামান্য পশুর ন্যায় কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য বৃত্তির দাস হইয়া সমগ্র জীবন যদি হাহাকার করিয়াই কাটিয়া গেল, তবে বল দেখি এ বাহ্যচটকমাখা পাশ্চাত্য সভ্যতা লইয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বাভিলাষী মানবের কি উপকার লাভ হইবে?! অনন্তযন্ত্রণাময় কার্য্যভার বহন করিতে করিতেই যদি মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে হইল, নিস্বার্থপরোপকারিতা, নিরবচ্ছিন্নশমসুখানুভব, পরলোকের পবিত্র বিশ্বাস জন্য সুখময় উৎসাহ যদি এক দিনের জন্যও হৃদয়ে স্থান পাইল না! তবে বল দেখি পাশ্চাত্য সভ্যতায় চিরোপাসকগণ! তোমাদের এ সভ্যতায় এত প্রশংসাধ্বনি শান্তিপ্রয়াসী প্রকৃতসভ্যসন্তানগণের কর্ণে তীব্রজ্বালা কেন উৎপাদন না করিবে? তোমাদের ঐ সভ্যতার নামে কেন তাহাদের হৃদয়, কাঁপিয়া না উঠিবে!!!

শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা (তর্কভূষণ)।

বিশ্বনাথ রামায়ণ। †

যে কোন কার্য্যই হউক প্রথমে তাহার উপক্রমণিকা না করিলে কার্য্যটি সুসম্পন্ন হয় না। তাই আমার বক্তব্যবিষয়েও একটি উপক্রমণিকা করিতে হইতেছে! উপক্রমণিকাটি যদিও বিরক্তিকর তথাপি ভরসা করি পাঠকগণ তাহা সহ্য করিবেন। গান শুনিতে গেলেই যন্ত্রাদি মিল করার বিরক্তি সহ্য করিতে হয়।

বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসুন্দরের চোরপঞ্চাশিকা পর্য্যন্ত বহুকাব্যের প্রত্যেকেরই অনেক অর্থ আছে এ কথা পণ্ডিতগণ প্রায়ই জানেন। তাহার একটি অর্থ প্রকাশ্য এবং অপর গুলি রহস্য। আলঙ্কারিকগণ সেই প্রকাশ্য অর্থটিকে বাচ্যার্থ আর রহস্য বা গূঢ় অর্থগুলিকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলিয়া থাকেন। একটি উদাহরণ দেখাই

চত্বারি শৃঙ্গাত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্তহস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্যানাবিবেশ।

ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫ম অধ্যায়ের ৫৮ সূক্তের ৩য় ঋক্।

এই ঋকের প্রকাশ্য অর্থ যে, একটী বড় ও দিব্য ষাঁড় মনুষ্যদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছে, ইহার চারিটি শৃঙ্গ, তিনটি পা, দুইটী মস্তক আর পরিমাণ সাত হাত।

সায়নাচার্য্য নিজ কৃত ভাষ্যে বলিয়াছেন যে "এই ঋকের পাঁচটী অর্থ আছে। তাহার একটি অগ্নিপক্ষে, একটি সূর্য্যপক্ষে একটি অপ্‌পক্ষে একটি গোপক্ষে একটি ঘৃতপক্ষে। এতদ্ভিন্ন শাব্দিকগণ শব্দ ব্রহ্মপক্ষেও ইহার ব্যাখ্যা করেন। অন্যে অন্য প্রকারেও করেন"। সেই পাঁচটি অর্থ বলিতে হইলে প্রস্তাব দীর্ঘতর হয়, তাই একটি মাত্র অর্থ বলিতেছি। এই যে যজ্ঞাত্মক অগ্নি, চারিটি বেদ ইহার চারিটি শৃঙ্গ, ত্রিসবন তিনটি পা, ব্রহ্মৌদন ও প্রবর্গ্য দুইটি মস্তক, সাতটি ছন্দ সাত হস্ত, এই অগ্নি, বৃষভ অর্থাৎ কর্ম্মফলের বর্ষণকারী, এই বৃষভ, মন্ত্র, কল্প, ও ব্রাহ্মণ তিন প্রকারে বদ্ধ আছে এবং ঋক, যজুঃ, সাম উকেথর শব্দে বারম্বার রব করিতেছে এই মহতী দেবতা যজমান রূপে মর্ত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এই ঋকের অন্য প্রকার অর্থও হয়। ধর্ম্মপক্ষেও ইহা লাগাইতে পারা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি ফল ধর্ম্মের শৃঙ্গ। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটী গুণ তিনটী পা। প্রবৃত্তি পথ ও নিবৃত্তি পথ এই দুইটি মস্তক, ছয়টি বসন্তাদি ঋতু ও সম্বৎসর এই সাতটি কাল হস্ত। ঋক যজুঃ সাম এই তিন বেদ দ্বারা ইহা তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতেছে পুরুষার্থ বর্ষণকর্ত্তা এই মহাদেব মর্ত্ত্যমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

এই রূপে এই ঋকের অর্থ নানাদিকে লইয়া যাওয়া যায়। তাই আচার্য্য দণ্ডী কাব্যাদর্শে বলিয়াছেন যে—

গৌর্গৌঃ কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্য্যতে বুধৈঃ।
দুষ্প্রযুক্তা পুনর্গৌত্বং প্রয়োক্তুঃ সৈব শংসতি॥

যে ভাষা সুন্দর রূপে প্রযুক্তা হয় বোদ্ধারা তাহাকে কামদুঘা ধেনু বলেন। কেন না কামদুঘা গোর ন্যায় সে ভাষাও ইচ্ছানুরূপ নানা অর্থ দোহন করে। আর যে ভাষা দুষ্টরূপে প্রযুক্তা হয় সে ভাষা প্রয়োগকর্ত্তার গোত্বই (মূর্খত্ব) প্রকাশ করিয়া দেয়।

বেদের ভাষা কামদুঘা ধেনু। যাহা চাহিবে দুহিলে তাহাই পাইবে। হায় আমরা সেই বেদকে দুহিতে জানি না বলিয়া আমরা আজ তাহাকে কৃষকের গান ভাবিয়া উড়াইয়া দিতে বসিয়াছি। লোকে যে বলে "খোঁট আখুরে গোরাঘা" তা আমরাই। সমুদ্রের মধ্যে মুক্তা প্রবালাদি নানা রত্ন জন্মে একথা যে না জানে তাহার পক্ষে সমুদ্র ভয়ঙ্কর, আর যাহারা তাহার মধ্যে ডুবিয়া মুক্তা প্রবালাদি রত্ন তুলে তাহাদের পক্ষে রত্নাকর।

আর্য্য কবিগণ ও আর্য্য সহৃদয়গণ ঐ রূপে অন্ততঃ দুইটি অর্থেরও বোধক কাব্য নির্ম্মাণ করেন এবং পছন্দ করেন। ঐ দুইটি অর্থের মধ্যে প্রকাশ্য (বাচ্য) অর্থ অপেক্ষায় রহস্য (ব্যঙ্গ্য) অর্থ যদি অধিক চমৎকারক হয় তবে আর্য্যগণের মতে তাহা উত্তম কাব্য বলিয়া ধ্বনি নামে কথিত হইয়া থাকে।

প্রকাশতঃ কোন লৌকিক পদার্থের বর্ণনা দ্বারা অলৌকিক কোন পদার্থ সূচনা করিতে আর্য্য কবিগণের অলৌকিকী শক্তি ছিল বা আছে, সেই জন্য অন্যান্য দেশীয় কবিগণের অপেক্ষায় আর্য্য কবিগণ আমাদের মতে শ্রেষ্ঠ। নতুবা অন্যান্যদেশীয় কবিগণ লৌকিক পদার্থ বর্ণন বিষয়ে আর্য্য কবিগণের অপেক্ষায় কম সৌভাগ্যশালী নহে, সেক্ষপীয়রের লোকচরিত্র, বস্তু স্বরূপ সাংসারিক ঘটনা বৈচিত্র্যাদি বর্ণন অতি চমৎকার। কিন্তু তাঁহাদের কাব্যে ঐরূপ দুই তিনটি ভাব প্রায়ই আইসে না। তাই আমাদের মতে তাঁহারা আর্য্য কবিগণের অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ ন্যূন।

হিন্দুদিগের ঐরূপ দ্বিভাব বোধক গাণ শুনিয়া মহম্মদীয়ান বাদসাহগণও চমৎকৃত হইতেন। তাই তাঁহারা দ্বিভাব বোধক রাধা কৃষ্ণ বিষয়ক গাণ (দূষ্য হইলেও) আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করিতেন। দিল্লীদরবারস্থ হাফেজ কবি হিন্দু গণের অনুকরণে

† স্বর্গগত ৺বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রণীত বাল্মীকি রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। চুঁচুড়া বিশ্বনাথ চতুষ্পাটী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অথবা বিশ্বনাথ প্রতিপাদক অর্থাৎ পরমেশ্বর ব্যঞ্জক রামায়ণ॥

ঐরূপ দ্বিভাববোধক গাণ বা কাব্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সে গুলির একভাব লৌকিক প্রেম পক্ষে, আর এক ভাব ঐশ্বরিক প্রেম পক্ষে তাই হাফেজ কবি এত প্রশংসিত হইয়াছেন।

বেদের মন্ত্রের এক একটি লৌকিক অর্থ এবং এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, তাই মাঘ কবি বলিয়াছেন "গূঢ়ার্থমেষ নিধিমন্ত্রগণং বিভর্ত্তি" যেমন প্রত্যেক মন্ত্রের এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, তেমনি প্রত্যেক সূক্তের প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক বেদেরও এক একটি গূঢ় অর্থ আছে, সে অর্থ গুলি এতই গূঢ় যে বিনা উপদেশে বোধগম্যই হয় না। আবার তাহার উপদেশকও এক্ষণে পাওয়া যায় না। রহস্যার্থের কথা দূরে থাকুক, প্রকাশ্য অর্থের উপদেশকও পাওয়া দুষ্কর। সে যাহা হউক বেদের যেমন প্রকাশ্য ও রহস্য দ্বিবিধ অর্থ আছে, রামায়ণ মহাভারতাদিরও তেমনি প্রকাশ্য ও রহস্য দ্বিবিধ অর্থ আছে। তাহার প্রকাশ্য অর্থটি লৌকিক আচারাদির উপদেশদ্বারা প্রবৃত্তি পথপ্রদর্শক, আর রহস্য অর্থটি ব্রহ্ম প্রতিপাদনদ্বারা নিবৃত্তিপথ প্রদর্শক। রামায়ণের উত্তর কাণ্ডে কবিগুরু নিজেই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা—

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো লভতে ধনম্।
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ॥

এই শ্লোক দ্বারা গৃহস্থের উপযোগী ফল বলিয়াছেন, আর

আদিকাব্যমিদং সর্ব্বং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্।
যঃ শৃণোতি সদা ভক্ত্যা স গচ্ছেদ্বৈষ্ণবীং গতিম্॥

এই শ্লোকদ্বারা মুমুক্ষুর উপযোগী ফল বলিয়াছেন।

বাল্মীকি মুনি স্নানার্থ তমসা নদীতীরে গিয়া যখন ব্যাধবিদ্ধ ক্রৌঞ্চপক্ষীর কষ্ট দেখিয়া শোক করেন, তখন তাঁহার মুখ হইতে

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাস্ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

এই কবিতাটি নির্গত হইয়াছিল।

এই কবিতাটির বাচ্য অর্থ এই যে, হে ব্যাধ! তুমি অনন্ত বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে না, যে হেতু ক্রৌঞ্চ ও ক্রৌঞ্চীর মধ্যে কামবিহ্বল ক্রৌঞ্চটিকে তুমি মারিলে, মুনিচূড়ামণি ক্রৌঞ্চীর কষ্ট দর্শনে ব্যাধকে ঐরূপ শাপ দিয়াই আবার তজ্জন্যও শোক করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিলেন ক্রৌঞ্চ তো মরিলই, আবার ব্যাধকেও কেন চিরকালের জন্য কষ্ট দিতে ইচ্ছা করিলাম, এই ভাবিতে ভাবিতে মুনির মনে সত্ত্বগুণের উদয় হইল, সেই সত্ত্বগুণেরই নাম বিশ্বনাথ রামায়ণে নারদ বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণ শুভ্র নারদও শুভ্র। সত্ত্বগুণ কামক্রোধাদিরহিত, নারদও কামক্রোধাদিশূন্য, সেই নারদনামক সত্ত্বগুণের উপদেশানুসারেই বাল্মীকি কবি ঐ কবিতার অর্থ নিষাদের অনিষ্টাকাঙ্ক্ষা হইতে ব্যাবর্ত্তিত করিয়া ভগবৎপক্ষেই লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিলেন তাই তিনি বলিলেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্ত্তস্য প্রবৃত্তো যে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

সমসঙ্খ্যক অক্ষরদ্বারা গ্রথিত, চারিপাদে বদ্ধ এবং বীণার লয়ের সহিত গানযোগ্য আমার এই বিলাপ, যাহা আমি শোকার্ত্ত হওয়াতে আমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, তাহা শ্লোক হউক, অর্থাৎ পরমেশ্বরের যশো গানরূপে পরিণত হউক, তদ্ভিন্ন উহা যেন অন্যথা, অর্থাৎ নিষাদের অনিষ্টজনক না হয়। মহা কবির উক্ত ইচ্ছা ব্রহ্মার, অর্থাৎ জীব সমষ্টির আশীর্ব্বাদে সফল হইয়াছিল, অর্থাৎ তিনি সেই বিলাপ বাক্যের অর্থ ভগবদ্‌গুণ পক্ষেও লইয়া যাইতে পারিয়াছিলেন। তাই কালিদাস রঘুবংশ মহাকাব্যে বলিয়াছেন

"নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ"

ব্যাধবিদ্ধ পক্ষী দর্শনে যে মহাকবির শোক উত্থিত হইয়া—শ্লোকরূপে পরিণত হইয়াছিল।

রামায়ণের "পাদবদ্ধোঽক্ষরসমঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি আর কালিদাসের কবিতাটি সমানার্থক। এই দুটি কবিতারও দুটি অর্থ আছে, একটি প্রকাশ্য ও অপরটি গূঢ়। তন্মধ্যে প্রকাশ্য অর্থ এই যে, মুনির শোক প্রকাশক বাক্যটি শ্লোক নামক ছন্দো বিশেষ রূপে পরিণত হউক বা হইয়াছিল। আর গূঢ় অর্থ এই যে, তমোগুণাত্মক মুনির শোক পরমেশ্বরের যশোবর্ণন রূপে সাত্ত্বিকভাবে পরিণত হউক বা হইয়াছিল।

পদ্যে যশসি চ শ্লোকঃ ইত্যমরঃ॥

কালিদাসাদি মহা কবিগণও যে "মা নিষাদ" কবিতাটির এত প্রশংসা করিয়াছেন, তাহা কি উহার প্রকাশ্য অর্থে চমৎকৃত হইয়া? কখনই নহে। উহার গূঢ় অর্থে মুগ্ধ হইয়াই তত দূর প্রশংসা করিয়াছেন এবং সেই গূঢ় অর্থ থাকাতেই উহা আদিকাব্য রামায়ণের বীজ রূপে রামায়ণেই উক্ত হইয়াছে।

যখন ছেলেদিগকে শ্লোক শিখান পদ্ধতি প্রচলিত ছিল যে, সর্ব্বাগ্রে "মা নিষাদ" শ্লোকটিই শিখান হইত, তাহারও কারণ এই যে, উক্ত শ্লোকের গূঢ়ার্থ অতীব চমৎকার এবং নানাবিধ।

তন্মধ্যে বিশ্বনাথ রামায়ণোক্ত অর্থ এই যে, হে মা নিষাদ! লক্ষ্মীর আশ্রয়! অর্থাৎ রামরূপে অবতীর্ণ বিষ্ণু! তুমি অনন্ত বৎসর পর্য্যন্ত, লোকের চিত্তে দৃঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিবে, কেন না মন্দোদরীও রাবণ নামক কুটিল স্ত্রীপুরুষ দ্বয়ের মধ্যে কামমোহিত অর্থাৎ পরদারকামুক একটিকে অর্থাৎ রাবণকে বধ করিলে এই এক অর্থ।

দ্বিতীয় তাৎপর্য্যার্থ। হে মানিষাদ! যে বিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে সেই বিদ্যাশক্তির আশ্রয়! তুমি অনন্ত বৎসর পর্য্যন্ত যোগীদিগের চিত্তে দৃঢ়তর রূপে অবস্থান করিতেছ, কেন না আমার অন্তঃকরণ বৃত্তি ও কাম এই দুইটি কুটিলতাকারক স্ত্রীপুরুষের মধ্যে আমার কামমোহাত্মক শোকটিকে একেবারে বিনষ্ট করিলে।

এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ গুলিই অত্যন্ত চমৎকারজনক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে কাব্যের বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থ অধিক চমৎকারক হয় তাহাই উত্তম কাব্য। এক্ষনে দেখুন মা নিষাদ কবিতার বাচ্যার্থ কেবল অভিশাপ প্রদান, আর তাহার ব্যঙ্গ্যার্থ দুইটি ক্রমে ক্রমে কত দূর উন্নতি পথে ধাবিত হইয়াছে। প্রথম সোপানে সাকার পরমেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের মহিমা বর্ণনে এবং দ্বিতীয় সোপানে একেবারে নিরাকার ব্রহ্মের মহিমায় উঠিয়াছে। রামায়ণ কাব্য গ্রন্থনের মূলসূত্র "মা নিষাদ" কবিতাটির যেমন সাকার ঈশ্বর পক্ষে একটি অর্থ এবং নিরাকার ব্রহ্ম

পক্ষে আর একটি অর্থ আছে, সমুদয় রামায়ণ সন্দর্ভেরও তেমনি দুই পক্ষে দুটি অর্থ আছে, তন্মধ্যে যে প্রকার অধিকারী যে অর্থ বুঝিতে পারে, সে প্রকার অধিকারী সেই অর্থ ধরিয়াই সৎপথে গমনোন্মুখ হউক, ইহাই রামায়ণাদি কাব্য নির্ম্মাণের উদ্দেশ্য।

বিশ্বনাথ রামায়ণ হইতে আর একটি তাৎপর্য্যার্থ উদ্ধৃত হইতেছে। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠের সহিত বিবাদ করিয়া পরাজিত হইলে ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন এ প্রস্তাব বোধ হয় সকলেই জানেন সেই জন্য প্রস্তাবটি সবিশেষ লিখিলাম না। তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে—

বিশ্বামিত্র শব্দে কর্ম্মকাণ্ড প্রতিপাদক বেদ বুঝিতে হইবে, আর বশিষ্ঠ শব্দে তত্ত্বজ্ঞানপ্রদ উপনিষদ্ ভাগ বুঝিতে হইবে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে ও উপনিষদ্‌ভাগে বিরোধ আছে। কেন না কর্ম্মকাণ্ড প্রবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশক আর উপনিষদ্ গুলি নিবৃত্তি ধর্ম্মের উপদেশক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ, তাই বিশ্বামিত্রে আর বশিষ্ঠে বিবাদ। সেই কর্ম্মকাণ্ড গুলি ক্রমে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগোক্ত ফলাভিসন্ধি শূন্যতা প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, তাহাতেই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইল, তখন বশিষ্ঠের সহিত অর্থাৎ উপনিষদের সহিত তাহার সামঞ্জস্যও হইল। এইরূপে তাৎপর্য্যার্থ গুলি অতি চমৎকার ও অতি মনোরম হইয়াছে। আবার তাৎপর্য্যার্থ গুলির দৃঢ়তা সাধনার্থ শব্দগুলির যে যোগার্থ করা হইয়াছে তাহাও অতি সুন্দর। পাঠকগণের দর্শনার্থ দুই তিনটি বলিতেছি।

দশরথঃ। দশ ইন্দ্রিয়ানি রথাঃ গমনসাধনানি যস্য স দশরথঃ মনঃ।

লোমপাদঃ। লোমানি শ্মশ্রুপ্রভৃতীনি পদ্যতে প্রাপ্নোতীতি লোমপাদঃ কৈশোরান্তো দেহঃ।

বিভাণ্ডকঃ। বিগতং ভাণ্ডং প্রয়োজনং যস্মাৎ স বিভাণ্ডকঃ নিরপেক্ষতাভাবঃ। ইত্যাদি।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় একজন যথার্থ কাব্যরসজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, আবার তাঁহার যেমন কবিত্ব বিচারের শক্তি ছিল, তেমনি কবিতানির্ম্মাণেরও অসাধারণী শক্তি ছিল, তিনি ঐ গ্রন্থের প্রথমে যে কএকটি কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার ভাব ও শব্দবিন্যাস দুই মনোরম।

বিশ্বনাথ রামায়ণের অনুবাদাংশও অবিকল এবং বিশদ হইয়াছে রামায়ণের ঐরূপ অনুবাদ প্রায়ই দেখা যায় না।

রামায়ণের তাৎর্য্যার্থ যদিও অনেক প্রকার হইতে পারে, একপ্রকার তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করাই বুদ্ধিমানের পক্ষেও দুষ্কর। যিনি অন্ততঃ একটি তাৎপর্য্যার্থও সর্ব্বত্র সঙ্গত রূপে বাহির করিতে পারেন, তিনিই আমাদের মতে সহৃদয় শিরোমণি ও শত শত ধন্যবাদের পাত্র। তর্কভূষণ মহাশয় সমস্ত রামায়ণ সন্দর্ভের যে ঐরূপ তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতে পারিতেন তাঁহার প্রকাশিত বালকাণ্ডের তাৎপর্য্যার্থ দেখিয়া আমরা তাহা অনুমান করিতে পারি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি সমস্ত সন্দর্ভের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া যাইতে সময় পান নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, উক্ত রামায়ণ শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই মহাশয় বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন একখানি পত্র লিখিয়া তাঁহাকে জানাইলেই উহা অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। অতএব যাঁহার ঐ তাৎপর্য্যার্থ দেখিতে ইচ্ছা হয় তিনি ঐরূপে পুস্তক খানি আনাইয়া কৌতূহল পূর্ণ করুন এবং গ্রন্থকারের সহৃদয়তা দেখুন ইতি—

শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণিঃ
রাজারামপুর। দিনাজপুর।

শ্যামাপূজা।

কোন একটী বিষয় নিয়া তর্ক উপস্থিত হইলে মধ্যস্থ ব্যতীত তাহার মীমাংসা দুষ্কর। মধ্যস্থ উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করিয়া যে পক্ষের যুক্তি প্রমাণ ভ্রমমূলক মনে করেন, সেই পক্ষেরই তর্কে পরাজয় হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান সময় অতীত ৺শ্যামাপূজা নিয়া নানাবিধ তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এই বিচারে এক পক্ষ যাঁহারা ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন, অপর পক্ষ যাঁহারা ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার ঐ পূজা শাস্ত্রসম্মত বলেন। আমাদের নিকট বঙ্গবাসীর পাঠকবর্গই মধ্যস্থ রূপে মাননীয়। এইক্ষণ পাঠকবর্গকে দেখাইব, শিবচন্দ্র শর্ম্মা ভ্রমে পতিত হইয়া ২৯শে তারিখের বঙ্গবাসীতে ঐরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন "১৫ই কার্ত্তিক তারিখে বঙ্গবাসীতে ঐরূপ ব্যবস্থা বাহির হইয়াছে বলিয়া বঙ্গবাসীর অনুরাগী অনেক হিন্দু ১৬ই তারিখে পূজা করিয়াছেন।" আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, বঙ্গবাসী ঐরূপ ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়া সাধারনের উপকারই করিয়াছেন; যেহেতু শাস্ত্রালোচনায় দেখিতে পাই পরদিন অর্থাৎ ১৬ ই তারিখে পূজা করাই শাস্ত্রানুমোদিত। শিবচন্দ্র শর্ম্মা যে প্রমাণবলে শ্যামাপূজা পূর্ব্ব দিন কর্ত্তব্য বলিতে চাহেন, আমাদের বক্ষ্যমান প্রমাণদ্বারা তাহা খণ্ডিত হইবে; সুতরাং বলিতে পারি শিবচন্দ্র শর্ম্মা ভ্রমবশতঃই বলিয়াছেন, বঙ্গবাসী সাধারণের হিত করিতে গিয়া দায়ী হইয়াছেন।

পরে বলিয়াছেন ৺ তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতি ব্যবস্থাপক পণ্ডিতগণের বাক্যাপেক্ষা শিববাক্য প্রমাণ, অতএব এ বিষয়ে শিববাক্যই প্রমাণরূপে অনুসন্ধেয়। একথার রহস্য কত দূর তাহা শিক্ষিত পাঠক বিবেচনা করুন। শিববাক্য প্রমাণরূপে সন্নিবেশিত করিয়াই ঐ ব্যবস্থা প্রচারিত হইয়াছে, স্বকীয় বাক্য কোন স্থলে প্রমাণ বলিয়া উল্লিখিত নাই; এই স্থলে শিবচন্দ্রের ভ্রম ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না, দেখা যাক্ প্রস্তাবিত বিষয়ে শিবচন্দ্র কি বলিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ বচনদ্বারা চতুর্দ্দশীযুক্ত অমাবস্যার নিশার্দ্ধে দ্বীপান্বিতা পূজা বিধেয় বলিয়া নির্ণয় করেন। ভগবানের বাক্য বিধি বলিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি বুঝিতে হইবে বিধি চতুর্ব্বিধ—সামান্য বিধি, বিশেষ বিধি, নিয়োগ বিধি ও নিষেধ বিধি। শাস্ত্রকারেরা স্বীকার করিয়াছেন, বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্য বিধি সঙ্কোচিত হয়, যথা "মা হিংস্যা সর্ব্বভূতেষু" এই হইল সামান্য বিধি, আবার "তস্মাজ্জজ্ঞে বধো-

হবধঃ" এই বিশেষ বিধিদ্বারা আমরা দেবার্চ্চনায় বলিদান দিয়া থাকি। নিয়োগ বিধি যথা "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" এই নিয়োগ বিধিকে নিষেধ বিধিদ্বারা সঙ্কোচিত করিয়া দ্বাদশী প্রভৃতি তিথিতে সন্ধ্যা বাদ করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য যে ভূতযুক্ত অমাবস্যায় নিশার্দ্ধে পূজার বিধান যে সকল বচন দ্বারা শিবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত বচনই নিয়োগ বিধি ও সামান্য বিধির জ্ঞাপক, বিশেষ বিধি এবং নিষেধ বিধিদ্বারা উহাকে সঙ্কোচিত করিতে হইবে। নিরুত্তরতন্ত্রে—

"দ্বিজাতিনাঞ্চ সর্ব্বেষাং দ্বিবিধা বিধিরুচ্যতে।
দিবা চ পাশবং কর্ম্ম রাত্রৌ কর্ম্ম চ কৌলিকং॥"
ন দিবা পূজয়েদ্বীরঃ পশূরাত্রৌ ন পূজয়েৎ।
বিপরীতং মহেশানি অভিচারায় কল্পতে॥"

গুপ্তসাধনতন্ত্রে চ—শিব উবাচ—

"কালীতন্ত্রাদিতন্ত্রেষু পূজাজাগাদি পার্ব্বতি।
লিখিতঞ্চ ময়া পূর্ব্বং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥"

দেব্যুবাচ—

"আচারঃ কীদৃশস্তত্র কো বা তত্র প্রপূজয়েৎ।
কথং বা কালিকা দেবী শ্মশানালয়বাসিনী॥
নিশা বা কীদৃশী নাথ কীদৃশ্যথ মহানিশা।
ভাবভেদে মহাদেব তদ্বদস্ব দয়ানিধে॥"

শিব উবাচ—

পূজায়াঃ পূর্ব্বদিবসে আদৌ ক্ষৌরাদিকঞ্চরেৎ।
হবিষ্যান্নং ভোজনঞ্চ অথবাপি নিরামিষং॥
অতঃ পরস্মিন্ দিবসে প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাধকঃ।
নিত্যং পূজা সমাপ্যাদৌ দেববৎ শুদ্ধমানসঃ॥
গুরুর্ব্বা গুরুপুত্রো বা গুরুপত্নী চ সুব্রতে।
আগমোক্তবিধানেন অধিকারী গুরুঃ স্বয়ং॥
গুরুপত্নী মহেশানি যদি পূজাদিকঞ্চরেৎ।
বলিদানাদিকং সর্ব্বং তত্র হোমং বিবর্জ্জয়েৎ॥
নিশা তু পরমেশানি সূর্য্যে চাস্তমুপাগতে।
প্রহরে চ গতে রাত্রৌ ঘটিকে দ্বে পরে চ যে॥
মহানিশা সমাখ্যাতা ততশ্চাপি মহানিশা।
অর্দ্ধরাত্রগতে দেবি পশুভাবে ন পূজয়েৎ॥
দশদণ্ডে তু যা পূজা তৎসর্ব্বমক্ষয়ং ভবেৎ।
ষষ্ঠক্রোশে মহেশানি তৎসর্ব্বমমৃতোপমম্॥
সপ্তমক্রোশকে দেবি সর্ব্বং ক্ষীরোপমং ভবেৎ।
অষ্টমক্রোশকে দেবি দ্রব্যতুল্যং ন সংশয়ঃ॥
অতঃপরং মহেশানি বিষতুল্যং ন সংশয়ঃ।
এতৎ সর্ব্বং মহেশানি পশুভাবে ময়োদিতম্॥
দিব্যবীরমতে দেবি অর্দ্ধরাত্রে প্রপূজয়েৎ।
পঞ্চতত্ত্বং সমানীয় যদি পূজাপরো ভবেৎ॥

ইত্যাদি—

এবিষয় আরও বলিয়াছেন, যথা তন্ত্রান্তরে বীরাচারক্রমে—

দিবা ন পূজয়েৎ দেবীং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ।
সর্ব্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবারাত্রবিবর্জ্জিতঃ॥

প্রদর্শিত প্রমাণ সমূহের মধ্যে ২টী বচনে পাঠকের আশঙ্কা হইতে পারে। একটী বচনে পশুকে রাত্রপূজা নিষেধ করা হইয়াছে, অপর বচনে বীরকে দিবারাত্র উভয় সময় পূজা নিষেধ করিয়া সর্ব্বদা পূজা করিতে বলিয়াছেন। ভরসা করি ভূতভাবন ভবানীপতি জগদম্বার প্রশ্নের যে উত্তর করিয়াছেন তাহা দেখিলেই সংশয় বিদূরীত হইবে, যথা—দেব্যুবাচ

"কা দিবা কথিতা নাথ কা বা রাত্রিরুদাহৃতা।
সর্ব্বদা কা সমাখ্যাতা তদ্বদস্ব দয়ানিধে॥"

শিব উবাচ—

দিবা চার্দ্ধপ্রহরিকা আদ্যন্তে পরমেশ্বরি।
* * * রাত্রিরুক্তা তদন্তিকা॥
ততস্তু দশনাভ্যশ্চ সা নিশা চ মহানিশা।
সর্ব্বদা সা সমাখ্যাতা দিব্যবীরপ্রপূজনী।

তথাচ মহালক্ষ্মীতন্ত্রে—

বেদৈঃ রসৈঃ সমাযুক্তং দিবা প্রোক্তা মহেশ্বরি।

ইত্যাদি—

শিব শিবার এই প্রশ্নোত্তরদ্বারা নির্ণীত হইল, যে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব চারিদণ্ড ও সূর্য্যাস্তের পর চারি দণ্ড দিবা নামে অভিহিত, তৎ সময়ের পূর্ব্বাপর ছয় দণ্ডের নাম রাত্র। পরন্তু মহালক্ষ্মীতন্ত্রের বচন দ্বারা সূর্য্যাস্ত হইতে দশ দণ্ড পর্য্যন্ত দিবা সংজ্ঞা প্রমাণ করা হইয়াছে। নিরুত্তর তন্ত্রে বীরকে দিবাপূজা নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতেই দশ দণ্ডের মধ্যে পূজা নিষেধ করা হইয়াছে, এবং পশুকে রাত্র পূজা নিষেধ করিয়াছেন; তদ্দ্বারা দশ দণ্ডের সময় পূজা বিধি অভিহিত হইয়াছে। সে বচনদ্বারা দিবা রাত্র উভয় সময়ে বীরপূজা নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং সর্ব্বদা সময় পূজাবিধি উক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে তদ্দ্বারা সূর্য্যের উদয় অস্তের পূর্ব্বাপর দশ দণ্ড বাদে মধ্যের দশ দণ্ড যাহাকে গুপ্ত সাধন তন্ত্রে অতি মহানিশা, তন্ত্রান্তরে মধ্যরাত্র-মহানিশা নামে নির্দ্দেশ করেন, এই সময়ই বুঝাইয়াছে। পরন্তু

অমাবস্যামর্দ্ধরাত্রে দক্ষিণাং পূজয়েৎ পরাং।
বধৈশ্চতুর্ভির্যৎ পুণ্যং বিধিবৎ পূজ্য চণ্ডিকাং॥
তৎ ফলং লভতে বীর অমাবস্যানিশার্দ্ধকে।
* * * * * *
কার্ত্তিকস্যাপ্যমাবস্যা তস্যাং কালীপ্রপূজনং।
কুলবৃক্ষেষু যঃ কুর্য্যাৎ স গচ্ছেচ্ছিবসন্নিধিং॥
অথবা পূজয়েৎ কালীং কৃত্বা মূর্ত্তিং মহীময়ীং।
পূজয়িত্বা মহারাত্রৌ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ॥

ইত্যাদি শিব চন্দ্রোদিত বচনদ্বারা ও বীর পক্ষে অর্দ্ধরাত্রে পূজা বিধি উক্ত হইয়াছে। এতাবৎ বাক্যের ফল শিবচন্দ্র শর্ম্মা যে সকল বচন প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন আচার বিশেষ উল্লেখ নাই, যে স্থানে উল্লেখ আছে সেখানে বীরের নামই দেখিতে পাই। আমাদের উদ্ধৃত বচনসমূহে আচার বিশেষ লক্ষ্য করিয়া কৌলাচার মতে দিব্য বীর প্রভৃতিকে অর্দ্ধরাত্রে বা অতি মহানিশায় বা সর্ব্বদা সময়ে পূজা করিতে বলা হইয়াছে। পশ্বাচারিদিগের পক্ষেও রাত্র দশ দণ্ডে পূজার প্রশস্ত কাল নির্ণীত হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সামান্যবিধি ও নিয়োগ বিধি অপেক্ষা নিষেধ বিধি এবং

বিশেষ বিধির প্রধান্যতা শাস্ত্রকারেরা একবাক্যে স্বীকার করেন। যেরূপ সাধারণের পক্ষে মহাষ্টমীর উপবাস বিধি উক্ত হইয়া বিশেষ বিধি দ্বারা পুত্রবান গৃহীকে উপবাস করিতে নিষেধ আছে, এস্থানেও ভূতভাবন ভবানীপতি সামান্যবিধি দ্বারা সাধারণকে অর্দ্ধরাত্রে পূজা করিতে বলিয়া পশুকে বিশেষ বিধি দ্বারা দশ দণ্ডে পূজা করিতে বলিয়া নিষেধ বিধি দ্বারা অর্দ্ধরাত্র অতি মহানিশায় পূজা নিষেধ করিয়াছেন। ১৫ই কার্ত্তিক রাত্রে দশ দণ্ডে অমাবস্যা ছিল না, ১৬ই কার্ত্তিক অমাবস্যা ঘটিক দশ দণ্ডই সম্ভব হইয়াছিল; সুতরাং ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার ৺ শ্যামাপূজা করাই পশুর পক্ষে কর্ত্তব্য। বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন, শিবচন্দ্র শর্ম্মা ভ্রমে পতিত হইয়াই সামান্য বিধিকে বিশেষ বিধি বলিয়া বিশেষ বিধিকে সামান্য বিধি বলিয়া অনর্থক চীৎকার করিয়াছেন। বিপক্ষ আশঙ্কা করিতে পারেন যে বিশেষ বিধি বলে পশ্বাচার মতে রাত্র দশ দণ্ডে পূজা প্রশস্ত হইলেও জন্ম নিমিত্তক ৺ শ্যামাপূজা সকল মতেই অর্দ্ধরাত্রে কর্ত্তব্য; যেহেতু তান্ত্রিক মীমাংসক বলিয়াছেন, যেরূপ বিষ্ণু পূজা রাত্রে নিষেধ থাকিলেও জন্মাষ্টমী পূজা রাত্রে করা হয়। এখানেও কৌলাচার অতিরিক্তের অর্দ্ধ রাত্রে পূজা গর্হিত হইলেও দ্বীপান্বিতা পূজা অর্দ্ধ রাত্রে করিবার বাধা নাই। ভরসা করি সহজেই এ আশঙ্কা পাঠকবর্গের ভ্রমমূলক বলিয়া অনুমিত হইবে। জন্মাষ্টমীর সহিত দ্বীপান্বিতা অমাবস্যার দৃষ্টান্ত কোন মতেই সম্ভব হয় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপে বসুদেবের ঘরে জন্ম গ্রহণ করিলেন, তাহাতেই বাসুদেব নামে বিখ্যাত; তিনি একটী অবতার বিশেষ, এ বিষয়ে বহুল শাস্ত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহামায়া আদ্যা কখনও জন্ম গ্রহণ করেন নাই। পাঠক বিবেচনা করুন—জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্ব্বিধ জন্ম, মায়ের ইহার কোন জন্ম সম্ভব হইতে পারে? যিনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর হইতে কীট পতঙ্গ, অধিক কি চেতন অচেতন সমস্ত জগতের জনয়িত্রী, যিনি ব্রহ্মাণ্ড উদরে ধারণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডোদরী নামে পরিচিতা তাঁহার আবার জন্ম হইয়াছে বলিয়া জন্মাষ্টমীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত করা অজ্ঞতা সুলভ বিড়ম্বনা ভিন্ন কি বলা যাইতে পারে? এ বিষয়ে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, তাহা হইতেই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, পরন্তু তন্ত্রশাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে,

যথা নির্ব্বাণতন্ত্রে প্রমাণপটল—

"প্রকৃত্যা জায়তে পুংযাং প্রকৃত্যা সৃজ্যতে জগৎ।
তোয়াত্তু বুদ্বুদং দেবি যথা তোয়ে বিলীয়তে॥
প্রকৃত্যা জায়তে সর্ব্বং পুনস্তস্যাং প্রলীয়তে।
তস্মাৎ প্রকৃতিযোগেন জায়তে নান্যথা ক্বচিৎ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ শিবো দেবি প্রকৃত্যা জায়তে ধ্রুবম্।

সমুদ্র মথন সময়ে ইন্দ্রের সহিত মহাদেব ও অসুরবর্গ বিপাকে পড়িয়া জগদম্বার পূজা করিয়াছিলেন, সেই দৃষ্টান্তে আমাদের আদি পুরুষ ভগবান্ মনু পৃথিবীতে পূজা করেন (এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ শোভাবাজার রাজবাটীর ব্যবস্থাতেই প্রকটিত হইয়াছে, তাই পৃথক্ লিখিলাম না)। যে সময় ভগবান্ মনুর পূজা গ্রহণ করিতে মহামায়া যোগিনী সঙ্গে মর্ত্ত্যে আসিয়াছিলেন, যদি সেই সময় ধরিয়া জন্মাষ্টমীর সঙ্গে ভ্রমমূলক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় তাহাতেও ১৫ ই কার্ত্তিক পূজা সম্ভাবিত হয় না; কারণ জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থায় নক্ষত্রেরই প্রধান্যতা যথা—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে—

"সপ্তমীসর্হিতাষ্টম্যাং ভূত্বা রিক্ষং দ্বিজোত্তম।
প্রজাপত্যং দ্বিতীয়েহহ্নি মুহূর্ত্তার্দ্ধং ভবেদ্যদি॥
তদাষ্টয়ামিকং জ্ঞেয়ং প্রোক্তং ব্যাসাদিভিঃ পুরা।"

অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনে পূর্ণ তিথি পর দিনে অল্প থাকিয়াও যদি রোহিনী নক্ষত্র যুক্ত হয় এরূপ স্থলে পর দিবসেই জন্মাষ্টমী ব্যবস্থা ব্যাসাদি সম্মত। প্রস্তাবিত বিষয়েও বুঝিতে হইবে মহামায়া দক্ষিণা মনু পূজোপলক্ষে মর্ত্ত্যে আগমন করেন, তখন স্বাতি নক্ষত্র, এবার ১৬ ই কার্ত্তিক রবিবার স্বাতি নক্ষত্র ছিল, পূর্ব্ব দিনে ছিল না, সুতরাং কৃষ্ণের জন্ম নক্ষত্র যে দিনেতে থাকে সেই দিনই জন্মাষ্টমীর ব্যবস্থার ন্যায় দ্বীপান্বিতা শ্যামাপূজাও পর দিন রবিবারে সর্ব্ববাদি সম্মত তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয় বিশ্বতন্ত্রে যথা—

কুহুঃ কার্ত্তিকমাসীয়া স্বাতিনক্ষত্রসংযুতা।
নিশীথব্যাপিনী যা তু কালিকা কলিদর্পহা॥
তস্যাং পৃথ্যাং সমায়াতা অতস্তামত্র পূজয়েৎ।
মৎস্যমাংসাদিভির্বীরশ্চতুবর্গফলাপ্তয়ে॥

শিবচন্দ্র শর্ম্মা প্রথমত বলিয়াছেন, এ বিষয়ে শিব শিবার বাক্যই প্রমাণ রূপে গ্রহণীয়। তান্ত্রিক মীমাংসক গোস্বামি কুলোদ্ভব একটী সামান্য ব্যক্তি, তাঁহার বাক্য আবার প্রমাণ স্থলে উপস্থিত করা শিবচন্দ্রের পক্ষে কতদূর সঙ্গত হইয়াছে পাঠক বিবেচনা করুন। বিপক্ষ বলিতে পারেন চতুর্দ্দশী শনিবার যুক্ত অমাবস্যাতে পূজাবিধি যখন উক্ত হইয়াছে, তখন সকল আচারীর পক্ষেই ইহাকে বিশেষ বিধি বলিয়া স্বীকার করা উচিত। এ আশঙ্কা সঙ্গত নহে; কারণ কৌলাচার পক্ষেই চতুর্দ্দশী শনিবার মঙ্গলবার প্রভৃতি আচারোক্ত ক্রিয়ায় প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা সময়াতন্ত্রে

"চতুর্দ্দশ্যাং ভৌমবারে তথা শনিশ্চরদিনে।
বিনা মৎস্যৈর্ব্বিনামাংসৈর্নার্চ্চয়েৎ পরদেবতাং॥
নিরামিষার্চ্চনাৎ দেব্যা বীরোপি পশুতাং ব্রজেৎ।

ইত্যাদি বহুল শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, শনিবার চতুর্দ্দশী প্রভৃতি তিথি কৌলাচারোক্ত ক্রিয়ায়ই প্রশস্ত। বলা বাহুল্য যে ১৫ই কার্ত্তিক শনিবারযুক্ত অর্দ্ধ নিশাব্যাপিনী অমাবস্যা সম্ভব হইয়াছিল, সুতরাং সেই দিন কৌলাচারিদিগেরই পূজা করা কর্ত্তব্য, পশ্বাচারির পক্ষে নহে। পাঠক যদি বলেন, আমরা যে ভাবে মায়ের অর্চ্চনা করি ইহাকেই কৌলিক পূজা বলিব একথা অতীব অসঙ্গত, কারণ প্রকৃত কৌল না হইলে কৌলাচারোক্ত পূজা করা যাইতে পারে না। কৌল জগতে অতীব দুষ্প্রাপ্য। শাস্ত্রে কৌলের বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যথা—নিরুত্তরতন্ত্রে—

"শুদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরঃ ন বীরো মদ্যপানতঃ।"

তথাচ কালিকুলার্ণবে—

"সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরং।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাৎ দক্ষিণমুত্তমম্॥
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥"

তথাচ উড্ডীশে—

"শৃণু পুত্র! পরং জ্ঞেয়ং সর্ব্বজ্ঞানান্তরস্থিতঃ।
বৈষ্ণবে গাণপত্যে বা শৈবে বা শাম্ভবে তথা॥
যোগিসন্ন্যাসধর্ম্মে বা কৌলধর্ম্মঃ প্রশংস্যতে।"

তথাচ কুলাগমে—শ্রীশিব উবাচ—

"কুলধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো নাস্তি জ্ঞানে তু মামকে।
ন কৌলেন সমো ধর্ম্মঃ সত্যমেতৎ বদামি তে॥"

তথাচ কুলার্ণবে

কৌলজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানং তদুচ্যতে।
কৌলজ্ঞানং পরং জ্ঞানং যস্য চিত্তে বিরাজতে॥
ন তস্য পাপপুণ্যাদি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।
অশ্বমেধশতেনাপি ব্রহ্মহত্যাশতেন চ।
পুণ্যপাপৈর্ন লিপ্যন্তে তেষাং ব্রহ্ম হৃদি স্থিতং॥

নীলতন্ত্রে চ—

বহুভির্জ্জন্মভির্নানাতপোভির্মুনিসত্তমাঃ।
মোক্ষং লভন্তে মরণাদ্জীবন্মুক্তাশ্চ কৌলিকাঃ॥
কৌলিকো হি গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌলিকঃ শিব এব সঃ।

বোধ হয় এ সকল শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা পাঠক বুঝিতে পারিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানী সাধক না পাইলে কৌলাচারোক্ত শ্যামাপূজা সিদ্ধ হয় না। আমরা যে ভাবে মহামায়া দক্ষিণার অর্চ্চনা করি, তাহা পশ্বাচার সম্মত। কৌলাচার দিব্যাচার ও বীরাচারোক্ত পূজা করিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের আবশ্যকতা, যে হেতু ঐ সকল আচারে মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্ব ব্যতীত পূজা করিতে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, যথা কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে—

"মধুমাংসং বিনা যস্তু কুলপূজাং সমাচরেৎ।
জন্মান্তরসহস্রস্য সুকৃতিস্তস্য নশ্যতি॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মকারপঞ্চকৈর্যজেৎ।"

তথাচ বৃহন্নীলতন্ত্রে—

"পঞ্চতত্ত্ববিহীনানাং নিন্দনং পরমেশ্বরি।
তন্মধ্যে কালিকাতারাসাধকানাং কুলেশ্বরি॥
মদ্যং বিনা সাধনঞ্চ মহাহাস্যায় কল্পতে।"

পরন্তু আমরা অজ্ঞানী পশু, আমাদের প্রকৃত কৌলিক সাধক প্রাপ্ত হইলেও স্বীয় আশ্রমে ঐ আচারোক্ত পূজা করা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে শাস্ত্র যথা—

"দিব্যভাবযুতানাঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানং সদা ভবেৎ।
বীরভাবযুতানাং বৈ তত্ত্বং সেব্যং সদাহনঘে।
ন পশোরালয়ে কুর্য্যান্ন পশোর্জ্ঞানগোচরে।"

যদি অজ্ঞানী সাধকদ্বারা (যাহাকে শাস্ত্রে পশু বলিয়া উল্লেখ করেন) কৌলাচারোক্ত পূজা করাইতে ইচ্ছা করা যায়, তাহাও সঙ্গত নহে, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি মদ্যাদি ব্যতীত কৌলাচারোক্ত পূজা হয় না। পশু সেই সকল তত্ত্বদ্বারা পূজা করিলে অবশ্য নীরয়গামী হইবেন, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, এ বিষয়ে শাস্ত্র, যথা—

আগমকল্পদ্রুমে—

"ব্রাহ্মণো মদিরাং দদ্যাৎ যথাবিধিবিধানতঃ।
বিশেষবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যশ্চরেৎ স তু পাতকী॥
যেনৈব নরকং যাতি তেনৈব মুক্তিসাধনম্।
তস্মাৎ সাবহিতো বিপ্রঃ কুলধর্ম্মং সমাচরেৎ॥"

তথাচ রুদ্রযামলে—

"বেদত্যাগাৎ মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবনাৎ।
তৎক্ষণং জায়তে বিপ্রশ্চাণ্ডালাদপি গর্হিতঃ॥"

এতাবৎ বাক্যপ্রমাণদ্বারা প্রমিত হইল যে, ১৫ই কার্ত্তিক শনিবার কৌলাচার বা দিব্যাচার বা বীরাচার মতে ৺শ্যামাপূজা করা বিধেয়, কিন্তু পশ্বাচার মতে তৎপর দিন ১৬ই কার্ত্তিক রবিবার পূজা করাই শাস্ত্রানুমোদিত, অতএব আমরা যে উপকরণে যে সাধকদ্বারা মহামায়ার অর্চ্চনা করি, তাহা পর দিনে অর্থাৎ ১৬ই কার্ত্তিক রবিবারে করাই বিধেয়, তবে যাহারা অজ্ঞানী হইয়া আলখেল্লা ধারণ পূর্ব্বক ভালে সীন্দুর লেপন করিয়া জ্ঞানী বলিয়া সমাজে পরিচিত হইতে চাহেন, এবং এই সকল ধূর্ত্তকে যাঁহারা জ্ঞানী সাধক মনে করেন, তাঁহারা কৌলাচারোক্ত পূজা মনে করিয়া পূর্ব্বদিনে পূজা করিতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে আমাদের সকলেরই পর দিনে পূজা করা নিশ্চিত মত। ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। *

পতির প্রতি পত্নীর ব্যবহার।

ব্যভিচারাত্তু ভর্ত্তুঃ স্ত্রী লোকে প্রাপ্নোতি নিন্দ্যতাম্।
শৃগালযোনিং প্রাপ্নোতি পাপরোগৈশ্চ পীড্যতে॥

যে স্ত্রী ব্যভিচারদোষের দ্বারায় পতিকে ক্লিষ্ট করে, সেই স্ত্রী ইহ লোকে নিন্দা প্রাপ্ত হয় এবং জন্মান্তরে শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয় ও নানাবিধ পাপ এবং কুষ্ঠাদিরোগের দ্বারা পীড়িত হয়।

ম, স, ৫। ১৬৪।

ক্রীড়াং শরীরসংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্ত্তিকা॥

স্বামী বিদেশগামী হইলে যাবৎ পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, তাবৎ পর্য্যন্ত স্ত্রী ক্রীড়া, দেহের মার্জ্জনাদি সংস্কার, বহুজনের মধ্যে যাইয়া উৎসব দর্শন, হাস্য, পরগৃহে গমন, এই সমস্ত কার্য্য ত্যাগ করিবে।

যা, সং ১। ৮৪।

---

* সকলেই জ্ঞাত আছেন, বিগত ১২৯৮ সনে ৺দীপান্বিতা পূজোপলক্ষে ব্যবস্থা-সম্বন্ধে বড়ই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন নানা প্রকার ব্যবস্থা বাহির হইয়া গত বৎসরের কার্য্য একরূপ নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গত বৎসর শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় বঙ্গবাসীতে এক ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ করেন, তাহার অব্যবহিত পরেই শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহার এক প্রতিবাদ প্রবন্ধ বেদব্যাসে প্রকাশের নিমিত্ত আমাদের নিকট পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু যথা সময়ে আমরা প্রবন্ধ না পাওয়ায় প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত ছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরের (১২৯৯ সালে) পঞ্জিকায় দেখিতে পাইলাম, ঠিক গত বৎসরের ন্যায় বর্ত্তমান সালেও পূজাসম্বন্ধে গোলযোগ হইয়াছে, তাই আমরা ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ আগে থাকিতেই প্রকাশিত করিলাম। আমরা আশা করি, এই প্রতিবাদ বিষয়ে বিদ্যার্ণব মহাশয়ের কি মত, তাহা তিনি অবশ্যই সকলকে জানাইবেন। বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই ইহার একটা বিশেষ মীমাংসা হইয়া থাকা আবশ্যক।

নান্যবক্ত্রং নিরীক্ষেত নান্যৈঃ সম্ভাষণং চরেৎ।
ন চাঙ্গং দর্শয়েদন্যান্ ভর্ত্তুরাজ্ঞানুসারিণী॥

স্ত্রী স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে এবং অন্য পুরুষের মুখ নিরীক্ষণ করিবে না, অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিবে না ও অন্য পুরুষকে নিজের অঙ্গ দেখাইবে না।

স, নি, ৩৮। ১০৫।

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্ব্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহমাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেণ স্ত্রী গর্হ্যে কুর্য্যাদুভে কুলে॥

স্ত্রীগণ পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রগণের সহিত নিজের বিচ্ছেদ কামনা করিবে না, যে স্ত্রী ইহাদের সহিত পৃথক্‌ভাবে অন্যত্র বাস করে, সেই স্ত্রী পিতৃকুল এবং স্বামিকুলকে নিন্দনীয় করে।

ম, সং ৫। ১৪৯।

রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ পুত্রাশ্চ বার্দ্ধকে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ন ক্বচিৎ স্ত্রিয়াঃ॥

অবিবাহিতা কন্যাকে পিতা রক্ষা করিবেন, যৌবনাবস্থায় ভর্ত্তা রক্ষা করিবেন এবং বৃদ্ধাবস্থাতে পুত্রগণ রক্ষা করিবেন, যে স্ত্রীর পুত্রাদি না থাকে, তাহাকে জ্ঞাতিগণ রক্ষা করিবেন, কিন্তু স্ত্রীলোকের কদাচ স্বাতন্ত্র্যভাব অবলম্বন বিধেয় নহে।

যা, সং ১। ৮৫।

স্ত্রীজাতিরবলা শশ্বদ্রক্ষণীয়া স্ববন্ধুভিঃ।
জনকস্বামিপুত্রৈশ্চ গর্হিতান্যৈশ্চ নিশ্চিতম্॥

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অবলা, সুতরাং পিতা, ভর্ত্তা ও পুত্রাদি-স্ববন্ধুগণ ইহাদিগকে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোক অন্যকর্ত্তৃক রক্ষিতা হইলেই নিন্দা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্র, বৈ, পু ৪। ১৮।

স্বাতন্ত্র্যং পিতৃমন্দিরে নিবসতির্যাত্রোৎসবে সঙ্গতি-
র্গোষ্ঠী পুরুষসন্নিধাবনিয়মো বাসো বিদেশে তথা।
সংসর্গঃ সহ পুংশ্চলীভিরসকৃদ্‌বৃত্তের্নিজায়াঃ ক্ষতিঃ
পত্যুর্ব্বার্দ্ধকমীর্ষিতং পরবশো নাশস্য হেতুঃ স্ত্রিয়াঃ॥

স্বাধীনতা, পিতৃগৃহে সর্ব্বদা বাস, যাত্রা ও উৎসব কার্য্যে গমন, সভা, পুরুষসন্নিধানে অনিয়ম, বিদেশে বাস, অসতী স্ত্রীলোকের সহিত সংসর্গ, পুনঃ পুনঃ আপন বৃত্তির উচ্ছেদ, পতির বার্দ্ধক্য, ঈর্ষা, এবং আত্মীয় স্বজন পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের অধীনে বাস, এই সকল রমণীগণের সতীত্বনাশের কারণ।

হি, উ।

পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যা চ বিরহোঽটনম্।
স্বপ্নশ্চান্যগৃহে বাসো নারীণাং দূষণানি ষট্॥

মদিরাদি মাদকদ্রব্য পান, দুর্জ্জন সংসর্গ, পতির সহিত বিরহ, স্থানে স্থানে ভ্রমণ, অসতর্কভাবে নিদ্রা এবং পরগৃহে বাস, এই ছয়টী নারীগণের দোষ জানিবে।

হি, উ।

বিধবা স্ত্রীর অবস্থা বর্ণন।

দুঃখার্ত্তো বন্ধুবিচ্ছেদে পুত্রাণাঞ্চ ততোঽধিকঃ।
সুদারুণঃ স্বামিনশ্চ দুঃখং নাতঃ পরং স্ত্রিয়াঃ॥

বন্ধুলোকের বিচ্ছেদ হইলে লোক দুঃখার্ত্ত হয়, এবং পুত্রের বিরহে মনুষ্যের বন্ধুবিচ্ছেদ অপেক্ষায় অধিক দুঃখ জন্মে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ভর্ত্তৃবিরহে যাদৃশ সুদারুণ দুঃখ জন্মে, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখ আর কিছুতেই হয় না।

ব্র, বৈ, পু ৪। ১৭ ৮৮।

নাগ্নিং ভুঙ্‌ক্তে জলে তৃষ্ণা সাধ্বীনাং স্বামিনা বিনা।
বিরহাগ্নৌ মনো দগ্ধং বহ্নৌ শুষ্কতৃণং যথা॥

বহ্নিতে যেমন শুষ্ক তৃণরাশি দগ্ধ করে, তেমনি ভর্ত্তৃবিরহিণী সাধ্বী রমণীর চিত্ত বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়। যেমন জলের তৃষ্ণা অন্ন ভোজনে নিবৃত্তি হয় না, তেমনি সাধ্বী স্ত্রীর রমণীয় বসন ভূষণাদির দ্বারা পরিতৃপ্তি হয় না।

ঐ—৯০।

নহি কান্তাৎ পরো বন্ধুর্নহি কান্তাৎ পরঃ প্রিয়ঃ।
নহি কান্তাৎ পরো দেবো নহি কান্তাৎ পরো গুরুঃ॥
নহি কান্তাৎ পরো ধর্ম্মো নহি কান্তাৎ পরং ধনম্।
নহি কান্তাৎ পরাঃ প্রাণা নহি কান্তাৎ পরঃ স্ত্রিয়াঃ॥

স্ত্রী লোকের কান্ত হইতে শ্রেষ্ঠ বন্ধু, ভর্ত্তার তুল্য অধিক প্রিয়পাত্র, কান্তের তুল্য পরম দেব, পতির তুল্য পরম গুরু, পতি হইতে পরম ধর্ম্ম, স্বামী অপেক্ষায় পরম ধন এবং পতির তুল্য পরম প্রাণ আর কিছুই নাই। (একমাত্র পতিই পতিব্রতার সর্ব্বস্ব, পতি ব্যতীত আর কোন রত্নাদিই সাধ্বীর আদরের বস্তু নহে)।

ব্র—বৈ—পু—৪। ১৭। ৯১। ৯২।

মরণং জীবনং তাসাং জীবনং মরণাধিকম্।
সদ্ভর্ত্তৃরহিতানাঞ্চ শোকেন হতচেতসাম্॥

যে রমণীগণের সাধু পতি বিরহিত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদাই শোকের দ্বারা আহতচিত্তে কাল যাপন করেন, এমন কি পতিব্রতাগণ ভর্ত্তৃবিরহিত হইয়া আপন মৃত্যুকেও জীবন বলিয়া জ্ঞান করেন এবং প্রাণধারণকে মরণাপেক্ষায় অশেষ ক্লেশদায়ক বিবেচনা করেন।

ঐ—৯৬।

শোকো নিমগ্নশ্চান্যেষাং কালে চ পানভোজনাৎ।
বিপরীতঃ কান্তশোকো বর্দ্ধতে ভক্ষণাদহো॥

কিছু কালাতিপাত হইলে ক্রমশঃ পান ভোজনের দ্বারা অন্যান্য শোক শান্তি পায়, কিন্তু পতির বিরহজনিত শোকে উহার বিপরীত, কেননা ঐ শোক ভোজনাদি সুখ-সম্ভোগ কালেই আর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে।

ঐ—৯৭।

জীবহীনো যথা দেহো ক্ষণাদশুচিতাং ব্রজেৎ।
ভর্ত্তৃহীনা তথা যোষিৎ সুস্নাতাপ্যশুচিঃ সদা॥

কা—খ—৪। ৪৯।

চৈতন্যরহিত দেহ যেমন ক্ষণকাল মধ্যেই অশুচি হয়, তেমনি ভর্ত্তৃহীনা রমণী সুন্দররূপে স্নান করিলেও যেন সর্ব্বদাই অশুচি থাকে।

ক্রমশঃ।

ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্দেশ্য কি?

যে ভারতবর্ষকে লোকে পুণ্য ক্ষেত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিত, যে ভারতবর্ষ স্বর্গ হইতেও গরীয়সী কীর্ত্তিভূমি, যে ভারতবর্ষ একমাত্র ধর্ম্ম-বলে সমস্ত অবনীমণ্ডলকে তিরস্কৃত করিয়াছিল, সেই ভারত আজ সমস্ত সম্পদ্ হইতে বঞ্চিত হইয়া দীনবেশে কালাতিপাত করিতেছে। ভারতে আর সেই ধর্ম্ম বল নাই, যাগ নাই, যজ্ঞ নাই, অতিথি-সৎকার নাই, সেই প্রগাঢ় জ্ঞান চর্চ্চা নাই, ভারত প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত, যেন মৃতপ্রায়। যে ভারত একদিন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত পৃথিবীকে মুগ্ধ, চমৎকৃত ও সর্ব্বোচ্চ করিয়াছিল, সেই ভারত আজ অধ্যাত্ম বিজ্ঞান বলিলে কি বুঝিতে হয়, তাহাও ভুলিয়া গিয়াছে, ইহা অপেক্ষায় অনুতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশ সকল বিবিধ গুণে গুণান্বিত হইলে ও বৈষয়িক এবং আধ্যাত্মিক এই দুইটী বিরুদ্ধ ভাব একমাত্র ভারত রাজ্য ব্যতীত আর কুত্রাপি একাধারে পরিলক্ষিত হয় না। ভারতের এক দিকে যেমন প্রজ্জ্বলিত ধর্ম্মবল, অপর দিকে তেমনি যুদ্ধ বিগ্রহাদি বৈষয়িক বল। এতাদৃশ বিরুদ্ধ বিষয়ের একত্র সমাবেশ এক ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই কারণেই জনক প্রভৃতি রাজন্যগণকে "রাজর্ষি" রাজ্যাশ্রম মুনি" ইত্যাদি নামের দ্বারা অভিহিত করিয়াছেন। ইহারা একাধারেই ধর্ম্মবল ও বৈষয়িক বলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে ও এই দৃষ্টান্তের অসদ্‌ভাব নাই। ভগবান্ পরশুরাম নিঃসহায়, নিঃসম্বল অবস্থায় শত সহস্র ক্ষেত্রিয় ধুরন্ধরকে সংহার করিয়াছিলেন, যাঁহাদের তেজঃ-প্রভাবে ধরামণ্ডল বিকম্পিত, যাহারা ইচ্ছা মাত্রেই স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিলোক বিজয় করিতে পারিতেন, যাঁহারা শত শত সেনানিচয়ের অধীশ্বর, যাঁহাদের তেজঃ-প্রতাপ প্রজ্জ্বলৎ হুতাশনের ন্যায় ত্রিজগৎ পরিব্যাপ্ত, তাদৃশ ক্ষত্রিয়চূড়া-মণিগণকে একমাত্র পরশুরাম এক বিংশতি বার সংহার করিয়াছিলেন, ইহার বৈষয়িক বল, বৈষয়িক বুদ্ধি, বৈষয়িক কৌশল অতুলনীয় নয় কি? আর অন্য ভাবে দেখিলে ইহাকেই দেখিতে পাইবেন, ধীর, গম্ভীর, অতীব শান্তমূর্ত্তি, ব্রহ্মময় তেজের দ্বারা যেন সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতিত হইয়া রহিয়াছেন। সংসারের সহিত কোনই সংস্রব নাই, সমস্ত বিষয়ে নির্লিপ্ত। পদ্মপত্রস্থ সলিল যেমন পদ্ম পাতায় থাকিয়া ও নির্লিপ্ত, নিঃসঙ্গ, তেমনি এই মহাত্মা বিষয়ে থাকিয়া ও বিষয় হইতে সম্পূর্ণ আলাগ। এই মহাত্মা পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষেত্রিয় করিয়া একুশ বারই অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপনান্তে মহর্ষি কশ্যপকে পৃথিবী দক্ষিণা প্রদান করেন। ক্ষেত্রিয় কুলকে বিনষ্ট করিয়া আমি পৃথিবী ভোগ করিব, এইরূপ ইচ্ছা মহাত্মা পরশুরামের কখনই ছিল না, তিনি অধ্যাত্ম জগতের লোক, সর্ব্বদা সেই জগতেই বিহার করিতেন। তবে অবশ্যই পিতৃ নিহন্তার সমুচিত দণ্ড বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াই তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ব্রাহ্মণ্য তেজের বা ব্রাহ্মণ্য প্রকৃতির কিছুমাত্র বিস্খলন হইয়া ছিল না। আমরা ঋষিকুলাগ্রণী পরশুরামের যে প্রকার প্রকৃতি বর্ণন করিলাম এই প্রকার ভারত ভূমে শত শত মুনি ঋষি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ভারতবর্ষ ব্যতীত কুত্রাপি একাধারে আধ্যাত্মিক এবং বৈষয়িক উভয় বিধ উন্নতি দেখিতে পাইবে না। আমি স্বীকার করি অন্যান্য দেশে শত শত যোগী, শত শত সাধু মহাত্মা থাকিতে পারেন, কিন্তু উভয়বিধ ভাব একেতে কদাচ লক্ষিত হইবে না, বিষয়ের ভিতরে থাকিয়া ও যে বিষয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ভাবে অধ্যাত্ম জগতে অবস্থান করা, এইটী একমাত্র ভারতেই দেখিতে পাইবে। কিন্তু আর ভারতের সেই সৌভাগ্য নাই। ভারতের ভাগ্যালোক দুরদৃষ্ট-বাত্যায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ভারত আজ নিরালোকে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। হায়! ভারত বর্ষের কি এই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে না? ভারত! একবার জাগ, জাগিয়া দেখ তোমার এই পাঁচ শত বৎসরেয় নিদ্রায় গৃহ শূন্য হইয়াছে। যাহারা তোমার প্রবল শত্রু, তাহারা তোমার পরম ধন হরণ করিয়া লইয়াছে; যাহা নিয়া তুমি সর্ব্বদা গর্ব্ব করিতে, আর সে ধন নাই, আর সে ধর্ম্ম-সম্পত্তি নাই, আজ ভারত শ্মশান ভূমিবৎ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। জানি না ভারতের সে স্পৃহনীয়তা কোথায় লুক্কায়িত হইয়াছে? আজ ভারত নির্জ্জীব, ভারতের আর হৃদয়ের সম্বল নাই।

বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে ভারত যে স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে, এই স্রোত যদি আর কিছু কাল প্রবহমান হইয়া চলে, তবে আর ভারতের অস্তিত্ব থাকিবে না।

ধর্ম্মই ভারতের প্রাণ, ধর্ম্মই ভারতের অবলম্বন ভিত্তি, সুতরাং ধর্ম্ম বিহীন হইয়া ক্ষণকালও ভারত তিষ্ঠিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়ের কল কারখানার উন্নতি, পোষাক পরিচ্ছদের পারিপাট্য, ইটামারত বিল্‌ডীং বালাখানার উৎকর্ষ, ভাল ভাল রাস্তা ঘাটের নির্ম্মাণ, রেল গাড়ির বিস্তার, শিল্প কার্য্যের প্রাচুর্য্য, ইহারা কেহই ভারতের জীবন দিতে পারিবে না, ইহারা কেহই ভারতের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না। যেমন অগ্নির ধর্ম্ম—তাপ বিমোক্ষণ করিয়া ফেলিলে, অথবা জলের ধর্ম্ম—শৈত্য বাহির করিয়া নিলে উহাদিগকে অতি উৎকৃষ্ট কাচের পাত্রেই রাখ, স্বর্ণ পাত্রেই রাখ, উহাদিগকে যতই সাজাও, যতই বাহ্য পরিচ্ছদ দাওনা কেন, আর অগ্নি থাকিবে না, অঙ্গার হইয়া যাইবে, আর জল থাকিবে না, বরফ হইয়া যাইবে, কেননা, উহাদের যাহা প্রাণ, উহাদের যাহা অবলম্বন ভিত্তি, যাহা উহাদের অস্তিত্বের সহায়, সেই তাপ ও শৈত্যের অভাব হইয়াছে, সুতরাং উহারা কেবলমাত্র বাহ্য অবলম্বনে থাকিতে পারে বা, তেমনি ধর্ম্ম-প্রাণ ভারত ধর্ম্ম বিহীন হইয়া—প্রাণ হারাইয়া থাকিতে পারে না। যতই বাহ্য আড়ম্বর কর না কেন ধর্ম্ম পদার্থটী ভারতের অন্তরে অন্তরে প্রত্যেক অণুতে অণুতে অনুস্যূত না থাকিলে ভারতের অস্তিত্ব বজায় থাকিতে পারে না। তাই সমস্ত বাহ্য উন্নতির অপেক্ষায় ভারতের সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মোন্নতির প্রতি যত্ন করা কর্ত্তব্য, একমাত্র ধর্ম্ম রক্ষিত হইলেই আমাদের সমস্ত রক্ষা হইতে পারে, আমরা অস্তিত্ববান্ হইতে পারি, পরে যতই বাহ্য সাজে সাজিনা কেন কিছুতেই আমাদিগকে

অধঃপতিত করিতে পারিবে না। একথা আর আমরা এখানে অধিক বিস্তার করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠকগণ আমাদের গুরুদেব পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের ধর্ম্মব্যাখ্যা পড়িলেই ধর্ম্ম না থাকিলে আমাদের অস্তিত্ব থাকিবে না কেন, এ রহস্য অতি বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

ধর্ম্ম যখন আমাদের অস্তিত্বের সহায়, ধর্ম্ম বিহীনে যখন আমাদের অধঃপতিত হইবার আশঙ্কা, এমন কি ধর্ম্ম না থাকিলে যখন সমাজবিপ্লবাদি সমস্ত প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা, তখন সর্ব্বাগ্রে সেই ধর্ম্মের সংস্থাপন করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর্থিক চিন্তা, বৈষয়িক চিন্তা, সাংসারিক চিন্তা অপেক্ষায়ও আমাদের সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মের উন্নতি বিষয়ে চিন্তা করা একান্ত বিধেয়, কেননা আমার যদি আমিত্ব রক্ষিত হয়, তবেই আমার সমস্ত বিষয়ের চিন্তার আবশ্যক হয়, যদি আমার অস্তিত্বই বিধ্বস্ত হইয়া যায়, আমি যদি পশুরূপে পরিণত হইয়া যাই, তাহা হইলে আমার কোন চিন্তারই আর দরকার থাকে না, সুতরাং আমাদের ধর্ম্ম যাহাতে রক্ষিত হয়, যাহাতে তাহার পরিপুষ্টি হইতে পারে, তাহাই প্রথমে করা নিতান্ত প্রয়োজন। এই নিমিত্ত সেই ধর্ম্মভিত্তি সংস্থাপনের উদ্দেশে, ভারতবাসীর প্রত্যেকের হৃদয়-ক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিবার নিমিত্ত, সমস্ত ভারতবাসীকে ধর্ম্মভাব শিক্ষা দিবার জন্য এই কলিকাতা মহানগরীতে ধর্ম্মমণ্ডলী নামে এক মহাসভা সংস্থাপিত করা হইয়াছে। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য, ভারতবাসীকে পূর্ব্ববৎ ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করা, কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলী কেবলমাত্র ধর্ম্মশিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, যাহাতে আমাদের সমাজের মলিনতা বিদূরিত হয়, সমাজ আবার নূতন কলেবর ধারণ করিয়া বিশুদ্ধ রূপে শাস্ত্র অনুযায়ী আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি শিক্ষা করিতে পারে, ইহাই ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্দেশ্য। আজ কাল বিজাতীয় শিক্ষার দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়েই দিন দিন শাস্ত্র-বিশ্বাস লুপ্ত হইতেছে, সমাজ শাস্ত্রের প্রকৃত গূঢ় রহস্য বুঝিতে না পারিয়া কেহ বা উন্মার্গগামী হইতেছেন, কেহ বা শাস্ত্রকে অসার পদার্থ বোধে উপেক্ষা করিতেছেন, ফল পক্ষে কেহই শাস্ত্রের প্রতি গাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, আবার যাঁহাদের শাস্ত্রের উপরে কথঞ্চিৎ বিশ্বাস আছে, তাঁহাদেরও নানা প্রকার বিরুদ্ধ তর্ক বিতর্কাদি শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রের সম্বন্ধে নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হইতেছে। যাহাতে কাহারও অন্তঃকরণে শাস্ত্র বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ না থাকিতে পারে, এই প্রকারে শাস্ত্রীয় সমস্ত বিষয়গুলিকে ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়া দেওয়ার নিমিত্তই ধর্ম্মমণ্ডলীর আবির্ভাব হইয়াছে। যে স্থানে শাস্ত্রীয় রহস্য বুঝানের নিমিত্ত যে প্রকার উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, ধর্ম্ম মণ্ডলী সেই স্থানে সেইরূপ উপায়ই অবলম্বন করিবেন। আমরা স্থানাভাব বশতঃ ধর্ম্মমণ্ডলীর সমস্ত উদ্দেশ্যগুলি পাঠকগণকে জানাইতে পারিলাম না, কিন্তু সংক্ষেপে কএকটী মাত্র নিম্নে নিবেদন করিতেছি।

(১) হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা।

(২) হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম ও হিন্দুর প্রকৃত আচার ব্যবহার কি, তাহা সর্ব্ব সাধারণকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য পুস্তকাদি প্রচার ও স্থানে স্থানে ধর্ম্মব্যাখ্যার ব্যবস্থা।

(৩) সংস্কৃত বিদ্যার যাহাতে বিশেষ অনুশীলন হয়, তাহার ব্যবস্থা।

(৪) সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান। এদেশের সংস্কৃত শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত অধ্যাপকগণ সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ অনুশীলন করিতে সমর্থ হন না, এবং তাঁহারা অনেক সময়ে আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক, এই উভয়বিধ বিষয়ে স্বাধীন ভাবে উপদেশ ও আদেশ করিতে পারেন না। আজ কালিকার ভীষণ জীবনসংগ্রামে, অন্ন চিন্তায় ও অর্থের অভাবে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয় বলিয়াই তাঁহাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও স্বাবলম্বন সকলেরই বিঘ্ন হইতেছে। তাঁহাদিগের আর্থিক আনুকূল্য করিতে পারিলেই তাঁহারা রীতিমত অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও স্বাধীনভাবে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে ও ধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান্ হইতে পারিবেন।

(৫) সকলে একত্রে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম মণ্ডলীর অধিবেশন ও শাস্ত্র বিচার ইত্যাদির জন্য কলিকাতা রাজধানীতে একটী দেবালয় স্থাপনা।

(৬) প্রস্তাবিত দেবালয় গৃহে হিন্দু-ধর্ম্মের যে যে পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে এবং হস্তলিখিত পুঁথি যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহার সমাবেশ করণের ব্যবস্থা। ইত্যাদি।

এখন আমরা ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্দেশ্য কতকটা বুঝিতে পারিলাম। যাহাতে ধর্ম্মমণ্ডলী সুচারু রূপে আপন কার্য্য করিতে পারেন, সে বিষয় আমাদের প্রত্যেক ভারতবাসী, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সকলকারই প্রাণপণে চেষ্টা করা আবশ্যক, নতুবা এক জন, দুই জন বা দশ জনের যত্নে হইবার জিনিষ নহে, যদিও ধর্ম্মমণ্ডলী কলিকাতায় সংস্থাপিতা হইয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক নগর, প্রত্যেক নগরী, প্রত্যেক গ্রামের সাহায্য ব্যতীত এই মহৎ উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট সানুনয় প্রার্থনা যে, তাঁহারা একবার মোহ নিদ্রা পরিত্যাগ করুন, একবার আপন ঘরে আপন সম্পত্তির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, আলস্য পরিত্যাগ করুন, যাহাতে পুনরায় আপন সম্পত্তি সেই ধর্ম্ম-রত্ন লাভ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা করুন।

আর একটী নিবেদন এই,—আমরা বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বেদব্যাস পত্রিকা খানি ধর্ম্মমণ্ডলীকে সমর্পণ করিলাম। এখন হইতে ধর্ম্মমণ্ডলী হইতেই যথা সাধ্য বেদব্যাসের অর্চ্চনা হইবে। বেদব্যাসই ধর্ম্মমণ্ডলীর মুখ পত্র রূপে গৃহীত হইবেন, এবং ধর্ম্মমণ্ডলী সম্বন্ধীয় যাহা মন্তব্য, সে সমস্তই ইহাতে প্রকাশিত হইবে এবং শাস্ত্রের গূঢ় রহস্যাদি সমস্ত বিষয়ই ক্রমে ক্রমে ইহাতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। অতএব বেদব্যাস যাহাতে দেশে বিদেশে পবিত্র, সনাতন সেই আর্য্য ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারেন, সেই বিষয়ে সমস্ত ভারতবাসীর তীব্র অধ্যবসায় থাকা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বেদান্ত-সম্প্রদায়।

ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষার জন্য মরীচি প্রভৃতি ঋষিদিগকে বেদোক্ত প্রবৃত্তিলক্ষণ ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন। পরম্পরা সম্বন্ধে বেদের প্রবৃত্তিপথ প্রসারিত হইয়াছিল, উহাতেই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়। আবার সনক সনন্দনাদিদ্বারা বেদোক্ত নিবৃত্তি পথ পরিস্ফুত হইয়া ভগবত্তত্ত্ব বিকীর্ণ হইতে থাকে। নিবৃত্তি পথের পথিকগণ সিদ্ধকাম হইয়া জগতের উদ্ধার করেন, উহারাই বেদান্তকৃৎ ভগবানের বেদান্ত-সম্প্রদায়। যুগভেদে জ্ঞান-বিকাশের অন্তরায় উপস্থিত হইয়া মোহান্ধকার বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, মোক্ষপথ তিমির সমাচ্ছন্ন হইলেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া বেদান্তের প্রধান আচার্য্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বথা ত্যাগধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন-পূর্ব্বক লোকশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। দূরদর্শিজনগণ একান্ত-মনে ব্রহ্মামৃত পান করিয়া, জগতে ব্রহ্ম রসের প্রস্রবণ উদ্ভাবিত করিয়াছেন। জগৎ পুলকে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এবম্প্রকারে বেদান্ত সম্প্রদায় সংস্কার পরিহার করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্মের বিস্তার করিয়াছেন।

প্রতিকল্পের আদিতে ভগবান্ ব্রহ্মাই তপোবলে জ্ঞানময় দেহে বেদ প্রকাশ করিয়া, তন্মানস-সম্ভূত প্রজাপতিগণদ্বারা বেদধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মা হইতে বেদান্ত সম্প্রদায়েরও আবির্ভাব।

অতএব—

১। ব্রহ্মা।		
২। বিষ্ণু।	}	ইহারা সত্য যুগে বেদান্তাচার্য্য।
৩। রুদ্র।		
৪। বশিষ্ঠ।		
৫। শক্তি।	}	ইহারা ত্রেতাযুগে বেদান্তাচার্য্য।
৬। পরাশর।		
৭। ব্যাস।	}	দ্বাপর যুগের বেদান্তাচার্য্য।
৮। শুক।		
৯। গৌড়পাদ।		
১০। গোবিন্দ।	}	কলিযুগে বেদান্তাচার্য্য।
১১। শঙ্কর।		

উল্লিখিত মোক্ষোপদেষ্টৃগণ বেদান্তাচার্য্য।

দারুণ গ্রীষ্মে জীবগণ তপ্ত, পৃথিবী যেন বায়ু বিহীন, সমস্ত স্তব্ধীভূত, ক্ষণকাল প্রবল বাত্যা উপস্থিত হইয়া, প্রখর তাপের কারণ উন্মূলিত করিয়া ফেলিল, জগৎ শান্তভাব ধারণ করিল, প্রকৃতির যে শক্তি যেখানে স্তৈমিত্য ধারণ করে, তখন সেই অভাব পরিপূরণ জন্য প্রকৃতির চেষ্টা জন্মে। শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইল সেই কণ্টক অপসারণ জন্য প্রকৃতির প্রয়াস জন্মে, ইহা প্রকৃতির নিয়ম। জগৎ যখন অধর্ম্ম ও অত্যাচারে সম্পূর্ণ হয়, তখন তাহার নিরাকরণ জন্য ভগবদবতারের প্রয়োজন হয়, সেই জন্য ভগবান্ "সম্ভবামি যুগে যুগে" এরূপ আশ্বাস বাক্য প্রদান করিয়াছেন। তদানীন্তন দুরবস্থা অপনোদন জন্য ভগবানের উপযুক্ত অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকে, এজন্য কদাপি ভয়ানক নৃসিংহমূর্ত্তি, কখন সৌম্য বামনমূর্ত্তি। জগৎ যখন বৌদ্ধাধিকারে পরিপূর্ণ হইয়া নাস্তিক্যের প্রসার হইল। মোহান্ধকারে জগৎ সমাচ্ছন্ন। সনাতন ধর্ম্ম প্রচারে ও অনুষ্ঠানে একান্ত সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, আভাস, উপমা ও ছলে * জগতে অশেষ বঞ্চনা উপস্থিত হইল, তখন সেই ধর্ম্মগ্লানি অপনয়ন জন্য, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞান-সূর্য্য-বিভা বিকাশার্থ ভগবান্ জ্ঞানমূর্ত্তি শঙ্কর, শঙ্করাচার্য্য রূপে অবতীর্ণ হইলেন। রাত্রিঞ্চর যেমন দিবাকর দর্শনে, ধ্বান্তময় স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে, ক্রমে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া দূরাদ্দুরে ধাবমান হয়, তেমন ভগবান্ শঙ্করাবতারে অধর্ম্মাচার-নাস্তিকদল দলে দলে নাস্তিক্য পরিহার করিতে লাগিল। অথবা দূরে প্রস্থানপর হইল।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্ত্তি। তিনি দুষ্টাচার বিনাশের জন্য মহীতলে প্রাদুর্ভূত হইয়া ছিলেন। তিনি অষ্টম বর্ষে চারিবেদ, দ্বাদশবর্ষে, সর্ব্বশাস্ত্র পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করেন, ষোল বৎসর বয়সে জগৎ বিখ্যাত বেদান্ত ভাষ্য সুমধুর ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন।

"দুষ্টাচারবিনাশায় প্রাদুর্ভূতোমহীতলে।
সএব শঙ্করাচার্য্যঃ সাক্ষাৎ কৈবল্যদায়কঃ॥
অষ্টবর্ষে চতুর্ব্বেদান্ দ্বাদশে সর্ব্বশাস্ত্রকৃৎ।
ষোড়শে কৃতবান্ ভাষ্যং দ্বাত্রিংশে মুনিরভ্যগাৎ।"

তখন বৌদ্ধাধিকারের প্রাবল্য ছিল। ভারতের প্রায় অল্প-স্থলে ধর্ম্মানুষ্ঠান ছিল। শঙ্করাচার্য্য দক্ষিণাপথের চিদম্বর † নামক স্থান জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া ভারতের নাস্তিক্যান্ধকার নিরস্ত করিয়াছিলেন। অধুনা বেদান্তশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে ভগবান শঙ্করাচার্য্য ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মরসে রসিক হইয়া, ভারতে তাহার প্লাবন-বিস্তার করিয়াছিলেন এবং রসস্বরূপ অমৃত প্রদানের অভিলাষে, জগন্নাথ ক্ষেত্রে শৃঙ্গগিরিতে, দ্বারিকায় ও বদরিকাশ্রমে চারিটী মঠ স্থাপন করিয়া, প্রধান চারি শিষ্যকে উহার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য

ইঁহার শিষ্য প্রধান—

১ স্বরূপাচার্য্য।	২ পদ্মপাদাচার্য্য।
৩ ত্রোটকাচার্য্য।	৪ পৃথ্বীধরাচার্য্য।
১ তীর্থ। ২ আশ্রম।	৩ বন। ৪ অরণ্য।
৫ গিরি ৬ পর্ব্বত ৭ সাগর।	৮ সরস্বতী ৯ ভারতী ১০ পুরী।

"তীর্থাশ্রমবনারণ্যগিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশকীর্ত্তিতাঃ॥"

উপরোক্ত প্রধান শিষ্য চতুষ্টয়ের শিষ্যগণ তীর্থাশ্রম প্রভৃতি দশ নাম সন্ন্যাসী নামে বিখ্যাত হইয়া পবিত্র পাণিতে ব্রহ্মা-

* "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবৎ ত্যজেৎ॥ ১২॥
৭ অঙ্ক, ১৫ অ, ভাগবত।

† বর্ত্তমান আর্কট জেলায় অবস্থিত।

মৃত বিতরণ করিতে লাগিলেন। উক্ত উপাধিগুলি সন্ন্যাসীর। ‡ অধুনা কলিপ্রভাবে অনেকে সন্ন্যাসে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসব্রত রক্ষা করিতে পারেন না। কেহ ধারণা শক্তির অভাবে ভক্তি-পথের পথিক হইয়াও উদ্ধার পাইয়াছেন। শচীনন্দন চৈতন্য-দেব ও কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষিত হইয়া, শেষে ভক্তিপথের পথ-প্রদর্শক হইয়া উঠেন। অনেকের ইন্দ্রিয় স্খলিত হইয়া পাতিত্য লাভ হইয়াছে। কেহ বা ঘোর বিষয়ের কিঙ্কর হইয়া, বিলাস-পরবশ হইয়াছেন। তারকেশ্বরের মাধবগিরি ও রঙ্গ-পুরের সুমেরু গিরিকে দেখিলে, সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য অবগত হওয়া যায়। কলিকালে কতই হইবে!!!

পূর্ব্বোক্ত দশ নাম সন্ন্যাসিগণের প্রত্যেক নামের বিভিন্ন তাৎপর্য্য আছে, তাহা পরে লিখিত হইতেছে। ফলতঃ শঙ্করাচার্য্য জ্ঞান বিস্তারের জন্য, বহুবিধ সুগম গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ অতি মধুর ভাষায় লিখিত। ৺ কাশীধামে যেমন ব্যাসাসন চিরবিরাজিত। এক এক জন করিয়া ব্যাস উহাতে সমাসীন, তেমন দক্ষিণাপথের শৃঙ্গগিরিমঠে অদ্যাপি শঙ্করাসন বর্ত্তমান আছে, এবং উক্ত মঠের অধিনায়ক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হন। শঙ্করজয়, শঙ্করদিগ্বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে উহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। যাহা হউক, বেদান্ত সম্প্রদায়দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে প্রকৃত পরমহংসগণ বেদান্ত সম্প্রদায়গত। যুগমাহাত্ম্যে যদিও এখন বিষয়-বাসনা বলবতী। বৈরাগ্যলাভকারী অসভ্য বলিয়া পরিগণিত। তথাপি তাঁহারাই প্রকৃত পূর্ণ মনুষ্য।

জগতে ত্যাগ-শিক্ষার শিক্ষক সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিমণ্ডলের অধিস্বামী ভগবান শঙ্করাচার্য্য ধর্ম্ম রক্ষা ও অধর্ম্ম-প্রভাব অপসারণ জন্য অশেষ উপায় বিন্যাস করিয়া গিয়াছেন, যেমন দশনাম সন্ন্যাসীর দ্বারা বৈরাগ্য বিস্তারের সৌকর্য্য সাধন করিয়াছেন, তেমন সুললিত সরল ভাষায় বহুভাষ্য ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ সমস্ত রচনা এতই সুমধুর যে, অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও তাহাতে একান্ত মুগ্ধ হইয়া থাকে।

বঙ্গদেশে তন্ত্রনামে প্রচারিত বহু আগম শাস্ত্রের বিস্তার। তন্ত্রে বহুবিধ সাধন প্রণালীর উপদেশ আছে এবং তান্ত্রিক ঔষধাবলী অনেক রোগেরই মহৌষধ। শ্যামারহস্যাদি গ্রন্থ-নিচয় শঙ্করাচার্য্য প্রণীত। কিন্তু তত্তৎ গ্রন্থ প্রণেতা শঙ্কর কদাপি বেদান্তাচার্য্য ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য নহে, শঙ্করাচার্য্যের কোন শিষ্য তদীয় জীবন-ব্যাপার বর্ণনা পূর্ণ কোন গ্রন্থে উহার উল্লেখ নাই। ধারাবাহিক শঙ্কর-সম্প্রদায় অদ্যাপি বর্ত্তমান। যদি শঙ্করাচার্য্য, শৈবশাস্ত্রে বা তন্ত্রশাস্ত্রে মুগ্ধ হইতেন, তবে বেদান্ত দর্শনে "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" ইত্যাদি বেদান্ত সূত্রে আগম শাস্ত্রাদির তটস্থে ঈশ্বর-কারণবাদনিরসন করিয়া আবার তাহাতে মুগ্ধ হইবেন, ইহা অসম্ভব। যদি ঐ স্থলে তাঁহার ভ্রম হইয়া থাকিত, তবে তিনি তাহার উদ্ধার করিতেন, এবং তৎ সম্প্রদায় ভুক্ত শিষ্যগণ পরিবর্ত্তিত হইতেন তত্ত্বপথে বিচরণ করিতে অশক্ত বলিয়া কোন কোন শিষ্য বর্জ্জিত হইতেন না। পদ্মপাদাচার্য্য ভগবান শঙ্করের একজন প্রধান শিষ্য এবং বিষ্ণুর অবতার, এরূপ অন্যান্য কোন শিষ্যই বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক কিম্বদন্তীর প্রচারে লেশমাত্র সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন না। নব্য বেদান্তকার কদাপি শঙ্কর পথ ভ্রষ্ট হন নাই। মাধবাচার্য্য, (বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর) ও বেদান্তসার-কারাদি ও বঙ্গদেশীয় কথাদিতে অজ্ঞ থাকিয়া শঙ্কর পথে সিদ্ধ হইয়াছিলেন। বঙ্গ দেশীয় তন্ত্রভক্তগণ বলিয়া থাকেন, শঙ্করাচার্য্য শক্তি মানিতেন না পরে ভ্রম বিদূরিত হইয়া শাক্ত হইয়াছিলেন। আমরা সনির্ব্বন্ধে বলিতেছি জ্ঞান গুরু শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে এরূপ বাক্-বিতণ্ডা সম্পূর্ণ অমূলক। অধিক কথা বলার প্রয়োজন নাই। যে রামানুজ সম্প্রদায় দ্বৈতবাদে নির্ভর করিয়া শাঙ্করভাষ্যের দোষ প্রদর্শনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন, তাঁহারা অন্ততঃ এই বলে শঙ্করভাষ্যের পূর্ণ দুর্ব্বলতা প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু তাহারা তাহা করিয়াছেন কি? যাহা শত্রুগণ পর্য্যন্ত জানিয়াছিল না। তাহা জানিলেন বঙ্গ দেশের তন্ত্রভক্তগণ। ইহা অতি আশ্চর্য্য। বঙ্গদেশে কোনরূপে বেদবেদান্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত না হউক, ইহাই যাহাদের ইচ্ছা তাহারাই শঙ্করাচার্য্যের নামে এরূপ বর্ণনা করিতে প্রস্তুত। শ্যামারহস্যাদি কদাপি বেদান্তাচার্য্য জ্ঞানগুরু শঙ্করাচার্য্যের নহে। ইহা নিশ্চয়। উহা শঙ্করাচার্য্যের হইলে অধস্তন অপর কোন মঠস্বামী শঙ্করের হইতে পারে। অধুনা নামে নামে মিল হইলেই একটা সিদ্ধান্ত করার প্রথা প্রচলিত হইতেছে। তান্ত্রিক কিম্বদন্তী ও তাহাই। তা বলিয়া আমরা তন্ত্রকে অমান্য করিতেছি, তাহা নহে। আবার অনেকে "তন্ত্রশব্দ" শুনিয়াই একটা সিদ্ধান্ত করিতে উপনীত হন, ইহাও দিক্ দর্শনের ফল। জ্যোতিষ শাস্ত্রের গ্রন্থ তিন প্রকার-সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও কারণ। এই তন্ত্র কি, আগমনামক তন্ত্র? মীমাংসাকে ও তন্ত্র বলে এবং মীমাংসার অনেক গ্রন্থ ও তন্ত্র নামে প্রচারিত, উহাও আগমনামক তন্ত্র নহে। আমরা দেখিতেছি নাম শুনিয়াই অনেকে একটা সিদ্ধান্তের প্রয়াস পান। কর্ম্মকাণ্ডাত্মক পূর্ব্ব-মীমাংসা বহুস্থলে পূর্ব্বতন্ত্র বলিয়া লিখিত হইয়াছে, উহাও বোধ হয় আগমনামক তন্ত্র বলিয়া বঙ্গদেশে স্থির মীমাংসা হইবে। ধন্য বঙ্গদেশ! বোধ হয় এই সকল কারণেই তীর্থযাত্রা ব্যতিরেকে বঙ্গদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত।

"অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গৌদ্রান্ গত্বা সংস্কারমর্হতি।"

পূর্ব্ব লিখিত দশনাম সন্ন্যাসীর বিভিন্ন লক্ষণ লিখিয়া প্রস্তাব শেষ করিতেছি।—

১ তীর্থ॥

ত্রিবেণীসঙ্গমে তীর্থে তত্ত্বমস্যাদিলক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থভাবেন তীর্থনামা স উচ্যতে॥

২ আশ্রম॥

আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতে-বিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্॥

৩ বন॥

সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বননামা স উচ্যতে॥

‡ বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় তীর্থোপাধি প্রচার করিতেছেন, তন্মতে কাব্যতীর্থ, সাঙ্খ্যতীর্থ ইত্যাদি নূতন সৃষ্টি।

অরণ্য॥

অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা গর্ব্বমিদং বিশ্বমানন্দলক্ষণং কিল॥

৫ গিরি॥

বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে হি তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরিনামা স উচ্যতে॥

৬ পর্ব্বত॥

বসেৎ পর্ব্বত-মূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যান-ধারণাৎ।
সারাৎ সারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

৭ সাগর॥

বসেৎ সাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাশ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

৮ সরস্বতী॥

স্বরজ্ঞানবশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারোহভিজ্ঞো যোহি সরস্বতী॥

৯ ভারতী॥

বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতা॥

১০ পুরী॥

জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরীনামা স উচ্যতে॥

ইহাদের বঙ্গানুবাদ লেখা নিষ্প্রয়োজন। বোধ হয় সকলেই বুঝিতে সক্ষম হইবেন। ভারত এখন বিষয়-মুগ্ধ ইউরোপের অনুকরণে রত। সর্ব্বদা আত্মনাশে উদ্যুক্ত। সন্ন্যাস, বৈরাগ্য ও স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি সুগুণগুলি ক্রমে ক্রমে বিলয় পাইতেছে এবং উহা অসভ্যতা মূলক বলিয়া কথিত হইতেছে। ধর্ম্ম নির্ণয়ে ভক্ত ধার্ম্মিকের কথা প্রায়ই গ্রাহ্য হয় না, যাহারা বেশভূষাপর সম্পন্ন, তাহারাই ধর্ম্ম নির্ণয়ে প্রলাপ বিস্তার করিয়া থাকেন। কাযেই

"যেষাং বিশ্বেশ্বরে বিষ্ণৌ শিবে ভক্তির্ন বিদ্যতে।
ন তেষাং বচনং গ্রাহ্যং ধর্ম্মনির্ণয়সিদ্ধয়ে॥ স্কান্দে

বাক্যের আদর সঙ্কুচিত হইতেছে। যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই বলিতে প্রস্তুত।

বেদান্ত সম্প্রদায় যদি আবার প্রোজ্জলিত হয়, তাহা হইলে এ দেশের ভূয়িষ্ঠ মঙ্গল আশা করা যাইতে পারে। আজ কাল যেমন প্রায় প্রতিপদে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে, তেমন সন্ন্যাসে ও ঘটিয়াছে। কেহ দোষ প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য, কেহ জীবিকা নির্ব্বাহ বা অন্যবিধ সাধনজন্য কেহ বা অলৌকিক কৌশল প্রদর্শন জন্য সন্ন্যাস-বেশ পরিগ্রহ করিয়া থাকে। ভক্ত-সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গদেব ও ভক্তি পথে বৈরাগ্য ব্রত শিক্ষা দিয়াছিলেন। তৎপ্রদর্শিত সম্প্রদায়গত বৈরাগী গুলি বৈরাগ্য ধর্ম্ম হইতে এবং আশ্রম ধর্ম্ম হইতে সর্ব্বদা বিচ্যুত হইয়া কেবল ভিক্ষা বৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া থাকে। ফল কথা উহাদের কোন ধর্ম্মই নাই। আশ্চর্য্য এই যে, উহারা ভিক্ষায় এখন তণ্ডুল চাহে না, অর্থ যাচ্ঞা করিয়া থাকে। এবম্ভূত বৈরাগ্য ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রতিবর্ণের সন্ন্যাসাধিকার নাই। ঘোর কলিকালে ধর্ম্মের দুর্দ্দিনে কুপ্রবৃত্তি-প্রবণ মানুষের স্বেচ্ছাচারে আর সাধুতার আশা নাই। ক্রমশঃ অনুষ্ঠাতার অভাব হইয়া সর্ব্ব-ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হইয়াছে।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি-সরস্বতী।

সদাচারোপদেশ।

মহর্ষি মনু এক দিন সদাচারের সুফল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিলেন, "অনভ্যাসেন বেদানাং আচারস্য চ বর্জ্জনাৎ। আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্ব্বিপ্রান্ জিঘাংসতি॥ শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু। ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥ আচারল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ। আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥ সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ। শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥" যাহারা সম্যক্‌রূপে বেদ অভ্যাস করে না, যাহারা সদাচারবর্জ্জিত, যাহারা আলস্যপরতন্ত্র এবং যাহারা অখাদ্য-ভোজী, তাদৃশ ব্রাহ্মণগণকে মৃত্যু শীঘ্র শীঘ্র আক্রমণ করে। অতএব শ্রুতি ও স্মৃতিতে যে সমস্ত সদাচার বিহিত হইয়াছে এবং যাহা স্বকীয় অধ্যয়নাদির অঙ্গ, তাদৃশ সাধুসেবিত আচারকে সর্ব্বদা আলস্যশূন্য হইয়া সেবা করিবে। সদাচারের অনুষ্ঠানের দ্বারা দীর্ঘ আয়ু, অভীপ্সিত সন্তান এবং প্রভূত ধন লাভ হইয়া থাকে এবং সদাচার অশুভ-সূচক অলক্ষণগুলিকে বিনষ্ট করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সদাচারসম্পন্ন, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে আস্থাবান্ এবং অসূয়াপরিশূন্য, তিনি শুভলক্ষণসম্পন্ন না হইলেও শত বৎসর জীবিত থাকিতে পারেন॥" অন্যান্য মহর্ষিগণও একবাক্যে বলিয়াছেন,—আচারহীনং ন পুনন্তি বেদাঃ॥ বেদ সমস্ত প্রকার পাপীকে পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, একমাত্র সদাচার-বিহীন মানবের প্রতি বেদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহাকে বেদও কদাপি পবিত্র করিতে পারেন না। হায়! আমাদের কি দুর্ভাগ্য? যে আচার পরিত্যাগের দ্বারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হইবার সম্ভাবনা, সে আচারের অনুষ্ঠানের প্রতি আমাদের কিছুমাত্র যত্ন নাই, ইহা অপেক্ষায় আর মূর্খতা, আর অদূরদর্শিতা কি আছে? চতুর্দ্দিকেই শুনিতে পাই, "ভারত বড়ই সভ্য হইয়াছে, ক্রমেই উন্নতি-সোপানে অধিরোহন করিতেছে" হায়! কি আশ্চর্য্য, যাহারা আপন মৃত্যুকেও একবারমাত্র চিন্তা করে না, যাহারা আপন মৃত্যুর দ্বার উন্মোচন করিয়া অবলীলাক্রমে দুরাচারে রত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতেছে, তাহারাও যদি উন্নতি সোপানে অধিরূঢ় হইয়া থাকে, তবে সংসারে অবনতি যে কাহার ঘটিবে, তাহা আমরা অবগত নই।

আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—যাহাদের চরিত্র, যাহাদের সদাচার প্রণালী সমস্ত জগৎবাসীদের শিক্ষনীয় ছিল, তাই মনু বলিয়াছিলেন, "এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ। স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ।" সেই ভারতবাসী, থাকুক সদাচারের অনুষ্ঠান, সদাচার বলিলে কি বুঝিতে হয়, তাহা পর্য্যন্ত অবগত নয়, ইহা অপেক্ষা মর্ম্মভেদিনী কথা আর কি আছে? ইহা হইতে অধঃপতন আর কি হইতে পারে?

আপনারা শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না, আমি এক দিন কোন কথা প্রসঙ্গে কোন একটী নব্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বাপু! তোমাদের বাসায় কোন অখাদ্য খাদক লোক নাই ত? যদি থাকে তাহাকে তোমরা বাসায় স্থান দিও না, কেননা কদাচারী লোকের সহিত সর্ব্বদা বাস করিতে করিতে আপন প্রকৃতিও তদনুবর্ত্তিনী হয়, তখন তাহাকে শত চেষ্টার দ্বারাও প্রতিরুদ্ধা করা যায় না।" সে আমায় বলিল "মহাশয়! অখাদ্য কি? তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না, আপনি আমার অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বলুন" আমি প্রথম তাহার কথায় আমাকে বিদ্রূপ করিতেছে, ইহাই বুঝিতে পারিলাম, পরে তাহার অন্যান্য বাক্যের দ্বারা বুঝিতে পারিলাম, সে আমাকে ঠাট্টা করে নাই, সরল ভাবেই অখাদ্য শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। তখন পূর্ব্বতন দৈশিক অবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া আমার মন নিতান্ত ব্যথিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অখাদ্য শব্দের অর্থটী বুঝাইয়া বলিলাম। এইত হইল দেশের উন্নতি অবস্থা যে, নিজ ভাষাটী পর্য্যন্তও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, তবে কাব্য কবিত্বের কতগুলি কথা সংস্কৃত হইতে বঙ্গ-ভাষাতেও সচরাচর প্রচলিত হইয়াছে বটে, তাহাতে মজ্জাগত কোনই উপকারিতা নাই। আমরা এখন হইতে যুক্তিতর্কের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় দুই একটী অনুষ্ঠেয় বিষয়ও পাঠকগণকে জানাইব, তাই আমরা আজ যুক্তি তর্ক বাদ দিয়া কেবল শাস্ত্রীয় বচনগুলি ও তাহার অনুবাদের দ্বারা পাঠকগণকে সদাচার বুঝাইব এই আমাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু যাহাদের ঘরে ঘরে সদাচার বিরাজিত ছিল, তাহাদের সদাচার আবার আজ নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে কেন? এবং আমার এই বিফল প্রয়াসই বা কি নিমিত্ত, এই কথাটী বুঝাইবার জন্য পূর্ব্বোক্ত খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলিতে হইল।

এখন আমরা সদাচারের লক্ষণগুলি বলিতেছি, এই সদাচার লক্ষণগুলি মার্কণ্ডেয় পুরাণে রাজ্ঞী মদালসা স্বীয় প্রিয় পুত্র অলর্ককে উপদেশ করিয়াছিলেন। ইহা পাঠ করিলেই পাঠকগণ যাবতীয় সদাচারের লক্ষণগুলি জানিতে পারিবেন।

মদালসোবাচ।

এবং পুত্র! গৃহস্থেন দেবতাঃ পিতরস্তথা।
সম্পূজ্যা হব্যকব্যাভ্যামন্নেনাতিথিবান্ধবাঃ॥
ভূতানি ভৃত্যাঃ সকলাঃ পশুপক্ষিপিপীলিকাঃ।
ভিক্ষবো যাচমানাশ্চ যে চান্যে বসতা গৃহে॥
সদাচাররতা তাত! সাধুনা গৃহমেধিনা।
পাপং ভুংক্তে সমুল্লঙ্ঘ্য নিত্যনৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়াঃ॥

মদালসা কহিলেন, বৎস! এই প্রকারে সাধু গৃহস্থ সদাচার-পরায়ণ হইয়া, হব্য (দেবতার উদ্দেশে যে অন্নদান করা হয়) কব্য (পিতৃগণ উদ্দেশে যে অন্ন প্রদান করা হয়) ও অন্ন প্রদানপূর্ব্বক দেবগণ, পিতৃগণ, ভূতগণ, ভৃত্যগণ, অতিথিগণ, বন্ধুবান্ধবগণ, পশু, পক্ষী ও পিপীলিকাগণ, ভিক্ষুকগণ ও অন্যান্য যাচক ব্যক্তিগণকে বিশিষ্টরূপে পূজা করিবে। এই সমস্ত নিত্য ক্রিয়া এবং নৈমিত্তিকী ক্রিয়া উল্লঙ্ঘন করিলে গৃহস্থাশ্রমীকে পাপ-ভাগী হইতে হয়।

অলর্ক উবাচ।

কথিতং মে ত্বয়া মাত! নিত্যং নৈমিত্তকং চ যৎ।
নিত্যনৈমিত্তিকঞ্চৈব ত্রিবিধং কর্ম্ম পৌরুষম্॥
সদাচারমহং শ্রোতুমিচ্ছামি কুলনন্দিনি!।
যৎ কুর্ব্বন্ সুখমাপ্নোতি পরত্রেহ চ মানবঃ॥

তখন অলর্ক বলিতে লাগিলেন, মাতঃ! পূর্ব্বে আপনি আমাকে নিত্য, নৈমিত্তিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক এই পুরুষোচিত ত্রিবিধ কর্ম্ম উপদেশ করিয়াছেন। অয়ি কুলনন্দিনি! ইদানীং সদাচারের লক্ষণসমূহ শ্রবণ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে (আপনি সৎকুলসম্ভূতা, সুতরাং সমস্ত সদাচার পরম্পরাই আপনার বিদিত আছে) মানব এই সদাচারের আনুষ্ঠান করিলে উভয় লোকেই সুখভাজন হইয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

সম্পাদকের নিবেদন।

আমরা আগামী বৎসর হইতে অর্থাৎ সন ১২৯৯ সাল হইতে বেদব্যাস সম্বন্ধীয় আর্থিক যাবতীয় স্বত্ব ধর্ম্মমণ্ডলীকে প্রদান করিলাম। বেদব্যাস এখন হইতে ধর্ম্ম মণ্ডলীর মুখপত্র স্বরূপ হইয়া পরিচালিত হইবে। বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে চারি টাকা ও অসমর্থ পক্ষে দুই টাকা ধার্য্য হইল। ইহার ন্যূন মূল্যে আর কাহাকেও বেদব্যাস দেওয়া হইবে না। এইরূপ বৃহৎ আকারে, সুন্দর আয়তনে, উত্তম কাগজে পরিষ্কার রূপে মুদ্রিত হইয়া যথা নিয়মে প্রকাশিত হইবে। অর্থাৎ জমিদারী পঞ্চায়েৎ নামক পত্রিকা যেরূপ আকারে প্রকাশিত হইতেছে ঐরূপ ভাবে অন্যূন চারি ফর্ম্মায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে। স্বধর্ম্মানুরাগী প্রসিদ্ধ চিন্তাশীল সুলেখক কর্ত্তৃক সুন্দর সুন্দর ভাবপূর্ণ রচনা যাহাতে অধিকতর প্রকাশিত হয়, তাহার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ বেদব্যাসকে যথোচিত আসন প্রদান জন্য যেরূপ অর্থ ব্যয় ও বুদ্ধি পরিচালনের প্রয়োজন তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না। বেদব্যাসের যাহাতে অকাল বিশ্রাম না হয় সাধ্যমতে সে পক্ষে যত্নবান বলিয়াই আমরা এ বন্দোবস্তে অগ্রসর হইলাম। সেই জন্যই ধর্ম্ম মণ্ডলীর সহিতও আমরা এই সর্ত্তে এ ব্যবস্থায় সম্মত হইলাম যে ধর্ম্ম মণ্ডলী যদি কখন বেদব্যাস পরিচালনে অনিচ্ছুক বা অলস হন, অথবা কোনরূপ শৈথিল্য প্রকাশ করেন, তখন পুনরায় উহার উক্ত স্বত্ব ধর্ম্মমণ্ডলী আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। অতএব হে স্বধর্ম্মানুরাগী পাঠকগণ! আপনারাও বেদব্যাসকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য নববর্ষ হইতে স্বীয় কর্ত্তব্যানুরূপ সাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করুন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
জাতিভেদ	শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১।
মা শ্মশানে কেন?	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৮।
বিধবা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নির্ণয়		১৫।
হিন্দু বিবাহ	শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬।
সদাচারোপদেশ	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	২০।
অধ্যাস	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী ...	২৫।
ধর্ম্মমণ্ডলী এতদিন কি করিতেছেন?		২৯।
বিবিধ		৩০।
সমালোচনা		৩১।
ধর্ম্মপ্রচারবার্ত্তা		৩২।
শুভ-সংবাদ		৩২।

কলিকাতা।

৯৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা। অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহকারী সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ | কলিকাতা, ১২৯৯ সন, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়। | ২য়, ৩য় সংখ্যা

জাতিভেদ।

শিষ্য। গুরুদেব! আমরা সকলেই এক ঈশ্বরের সন্তান, ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদি বর্ণভেদ কেন?

গুরু। বৎস! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। বর্ত্তমান সময়ে জাতিভেদের বিরুদ্ধে অনেকেই দণ্ডায়মান হইয়াছেন। খৃষ্টান, অখৃষ্টান, অহিন্দু, অমুসলমান সকলেই এক বাক্যে বলেন "জাতিভেদ প্রথায় ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, জাতিভেদ প্রথা থাকায় "একতা" "ভ্রাতৃভাব" ভারত হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছে, একমাত্র জাতিভেদ প্রথাই ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথে বাধা দিয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।" ফলতঃ জাতিভেদ জাতিভেদ আমরা সকলেই বলিয়া থাকি, কিন্তু জাতিভেদের নিগূঢ় তাৎপর্য্য আমরা একবারও চিন্তা করিয়া দেখি না। তাই আজ জাতিভেদ প্রথার নিগূঢ় তাৎপর্য্য তোমায় বলিতেছি। জাতিভেদ প্রথা যে ঈশ্বরানুমোদিত আমি তাহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। ইহা বোধ হয় তোমাকে বুঝাইতে হইবে না, যে যাহা ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই আমাদের ধর্ম্ম এবং তাহাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে পালনীয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে আমি যাহা বলিব ভরসা করি তুমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিবে। তুমি যে ভাবে, যে ভাষায় সহজে বুঝিতে পারিবে, আমি সেই ভাবেই তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শিষ্য। আপনি বলুন, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিব।

গুরু। আমাদের সামাজিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অনাদি কাল হইতে বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আজ আমরা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া সেই সুপ্রথা সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। যাহা হউক, তুমি এই একটী শাস্ত্রীয় বাক্য শ্রবণ কর, "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" গুণকর্ম্ম ভেদে চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। এখানে কেহ কেহ এরূপ অর্থ করেন যে, যে মানুষ যে কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছে, সে তদনুসারেই ক্ষত্রিয়াদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা, যে যুদ্ধ করিয়াছিল, সে ক্ষত্রিয়। যে যাজন অধ্যাপনাদির দ্বারা জীবিকা রক্ষা করিয়াছিল, সে ব্রাহ্মণ। যে তাহাদের সেবা করিয়াছিল, সে শূদ্র ইত্যাদি। বস্তুতঃ গুণকর্ম্ম শব্দের ঐ প্রকার অর্থ কোন ভাষ্যকারই করেন নাই এবং উহা সর্ব্বথা অযৌক্তিকও বটে। "গুণ" এই পদে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়কে লক্ষ্য করা হইয়াছে, আর কর্ম্মশব্দে সত্ত্বাদিগুণানুসারী শম দমাদি ক্রিয়া বুঝাইয়াছে। সত্ত্ব গুণাধিক্য সম্পন্ন হইয়া যিনি জন্মিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। রজঃ গুণাধিক যিনি তিনিই ক্ষত্রিয়; তমোগুণাধিক হইয়া যিনি জন্মিয়াছেন, তিনিই শূদ্র ইত্যাদি। বাহ্য ক্রিয়াতো প্রাকৃতিক গুণের স্ফূরিত শক্তির ফলমাত্র। এই প্রকৃতি ভেদই জাতিভেদের মূল। যদি বল ঈশ্বর কাহারও প্রতি পক্ষপাত করেন না, তবে ব্রাহ্মণকে অধিক সত্ত্বগুণ ও শূদ্রকে অধিক তমোগুণ দিয়া সৃষ্টি করিলেন কেন? ইহার উত্তরে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতি ও পুরুষাত্মক পদার্থই ঈশ্বর, সুতরাং তাঁহার পুরুষভাগে বা ব্রহ্মভাগে সৃষ্টিক্রিয়া আরোপিত হইতে পারে না, কেননা তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যময়, নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতিই ক্রিয়া শক্তির মূলাধার। ব্রহ্মের সন্নিধান থাকাতে প্রকৃতি অনাদি কাল হইতে সংসার প্রসব করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টির বৈচিত্রই প্রকৃতির মহিমা. এই জন্যই বৃক্ষজাতি, পশুজাতি, পক্ষীজাতি ইত্যাদি ইত্যাদি সকল জাতিতেই জাতিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই বিচিত্র চিত্রকারিণী প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশল সর্ব্বদাই বিচিত্র, সুতরাং মানব জাতিতে যে সৃষ্টি বৈচিত্র হইবে না, তাহার প্রমাণ কি? প্রকৃতির সৃষ্টি বৈচিত্রই ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির বর্ণভেদের কারণ। এখানে যদি ঈশ্বরের পক্ষপাতের আশঙ্কা হয়, তবে ঈশ্বরের সৃষ্টির যে দিকে তাকাইবে, সেখানেইত ঈশ্বরের পক্ষপাত দেখিতে পাইবে।

শিষ্য। কোথায়, আমিত কোথাও তাঁহার পক্ষপাত দেখিনা।

গুরু। আমিত জগতের যে কোন শ্রেণীর দ্রব্য কি যে কোন জাতীয় জীব দেখি, তাহাতেই প্রকৃতিগত বর্ণভেদ দেখিতে পাই। যাক তোমার সহিত বাক্ বিতণ্ডার দরকার কি? চল একটু বাহিরের দিকে বেড়িয়ে আসি।

শিষ্য। চলুন।

গুরুদেব। তোমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে এই যে কলাগাছগুলি দেখিতেছ, এ দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। এই বাগানে কি কি কলাগাছ আছে?

শিষ্য। এখানে অমৃত সাগর, কানাই বাশী অগ্নীশ্বর (বিক্রমপুর রামপাল, অর্থাৎ যথায় এক সময় বল্লাল সেনের বাড়ী ছিল, তথায় এই শ্রেণীর উৎকৃষ্ট কলা পাওয়া যায়) চাঁপা, সফরী, (চাটিম কলা) কবরী (কাটালিয়া কলা) বিঁচে ও কাচকলা ইত্যাদির গাছ আছে।

গুরু। এখানেও তুমি ঈশ্বরের পক্ষপাত মনে করিতে পার। ভাল, তিনি কেনই বা বিঁচে কলা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর কেনই বা অমৃতসাগর, সফরী ইত্যাদি কলা সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি এক শ্রেণীর কলা সৃষ্টি করিলেইত পারিতেন। তুমি বিঁচে কি চাঁপা কলাকে শত সহস্র চেষ্টা করিয়াও কি সফরী কলার ন্যায় করিতে পার? কখনই পারিবেনা। যে বিঁচে কি চাঁপা কলা তাহাই থাকিবে, তবে বিশেষ যত্নে কি ভূমির অবস্থানুসারে কেথায়ও একটুকু বাহ্য আকার কি অবস্থার পরিবর্ত্তন হইবে মাত্র। কিন্তু মূল প্রকৃতি কিছুতেই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না। এই যে অমৃত সাগর কলা দেখিতেছ, ইহার সর্ব্ব উপরের কলাগুলি নিম্ন শ্রেণীর কলা অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত হৃষ্ট পুষ্ট। এ ভিন্ন এই সমস্ত কলা গুলির মধ্যে ১০। ১২টি কলা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ঐ যে সর্ব্ব নিম্নের কত ছোট কলাটি দেখিতেছ, মনে রাখিও ইহা বিঁচে কলা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ঐ যে বিকৃত কলা গুলি, ইহারা কিন্তু বিঁচে কি চাঁপা কলার প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। যাহা হউক বিঁচে কলাও বলিতে পারে হে ঈশ্বর! তুমি আমায় কলা শ্রেণীর মধ্যে এত নিকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন?

এই রূপ প্রত্যেক জাতীয় বৃক্ষ ও ফলই স্ব স্ব জাতীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বৃক্ষ ও ফল দেখিয়া আক্ষেপ করিতে পারে ও ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া মনে করিতে পারে। বৃক্ষাদির সমস্ত অবস্থা আমরা জ্ঞাত নই, কিন্তু প্রত্যেক জাতীর, প্রত্যেক শ্রেণীর বৃক্ষেরই বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নির্ম্মাণের ন্যূনাধিক প্রভেদ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যাক চল তোমার ঐ পুষ্করিণীর সিঁড়িতে গিয়া একটু বিশ্রাম করি।

শিষ্য। চলুন।

গুরু। দেখ বৎস! এই যে পিপীলিকা শ্রেণী আমাদের নিকটে বেড়াইতেছে, ইহাদের দিকে দৃষ্টি কর। দেখ ইহাদের মধ্যেও প্রকৃতি, আকৃতি, বর্ণ, ক্ষমতাগত প্রভেদ দেখিতে পাইবে। এক এক জাতীয় পিপীলিকার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা দেখা যায়। এই যে অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পিপীলিকাও আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারে হে ঈশ্বর! তুমি আমায় পিপীলিকা শ্রেণীর মধ্যে এত নিকৃষ্ট জাতীয় পিপীলিকা করিলে কেন? তোমার এই পুষ্করিণীতে কি কি মৎস্য আছে?

শিষ্য। রোহিত, কাতল, মিরগেল, বোয়াল, শৌল, গজার কৈ, মাগুর, পুঁটি, খলিবা ইত্যাদি নানা প্রকার মৎস্য আছে।

গুরু। দেখ বৎস! মৎস্যের মধ্যেও তিনি প্রকৃতি, বল ও ক্ষমতাগত প্রভেদ করিয়া নানা জাতীয় মৎস্য সৃষ্ট করিয়াছেন। ঐ পুঁটি মৎস্যও আক্ষেপ করিয়া বলিতে পারে হে ঈশ্বর! তুমি আমায় মৎস্যের মধ্যে এত নিকৃষ্ট শ্রেণীর মৎস্য করিলে কেন? আর রোহিত মৎস্যকেই বা এত উৎকৃষ্ট করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন?

তোমার পুষ্করিণীর উত্তর দিকে ঐ একটা বৃহৎ বন দেখিতেছি না?

শিষ্য। আজ্ঞা হ্যাঁ। ঐ স্থানে এক সময় এক জন বড় লোকের বাড়ী ছিল, এখন ওখানে জনশূন্য, হাতি, বাঘ, সাপ প্রভৃতি হিংস্র জীবের বাসস্থান হইয়াছে।

গুরু। এই যে তুমি সাপের নাম করিলে ইহাদের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখত। আমাদের দেশে সাপের তত প্রাদুর্ভাব নাই, তথাপি কত জাতীয় সাপ আমরা সচরাচর দেখিতে পাইয়া থাকি। দেখ, ধোড়া ও গোখুরা সাপে কত প্রভেদ। ধোড়া সাপও ত ঈশ্বরকে পক্ষপাতী বলিয়া আক্ষেপ করিতে পারে।

হস্তির মধ্যেত নানা জাতীয় হস্তি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন হিন্দু মহোদয়গণ হস্তির মধ্যে প্রকৃতি, আকৃতি, বর্ণ, ও ক্ষমতা ইত্যাদির প্রভেদ দেখিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে প্রধানতঃ বিভাগ করিয়াছেন §। ফলতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টির যে দিকে তাকাইবে, সে খানেই বর্ণ-ভেদ দেখিতে পাইবে। যদি জগতের সর্ব্বত্রই ঈশ্বর বর্ণভেদ করিতে পারিলেন, তবে মনুষ্য জাতীতে পারিবেন না কেন? তিনি যে কি উদ্দেশ্যে বিঁচে, চাঁপা ও সফরী কলা সৃষ্টি করিয়াছেন, কি জন্য গোখুরা ও ধোড়া সাপ করিয়াছেন, কি জন্য রোহিত ও পুঁটির সৃষ্টি করিয়াছেন, কি জন্য যে নেকড়ে বাঘ ও গোবাঘ, সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার গভীর রহস্য আমরা কি বুঝিব? অবশ্যই তাঁহার উদ্দেশ্য আছে। যে উদ্দেশ্য সাধণের নিমিত্ত সর্ব্বত্রই বর্ণ ভেদ করিয়াছেন, সেই উদ্দেশ্যেই মনুষ্য জাতিতেও বর্ণ ভেদ করিয়াছেন।

শিষ্য। আপনার কথাতে ব্রাহ্মণই যে সর্ব্ব বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাতো, কিছুতেই বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। আমি ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা বলিতেছি। সর্ব্বাগ্রে দেখা যাক মনুষ্য অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? বিজ্ঞান পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মনুষ্য জাতির মস্তিষ্কের গঠন অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা উন্নত। মনুষ্য অপেক্ষা হস্তী ও হোয়েল মৎস্যের মস্তিষ্ক গুরুত্বে অনেক অধিক। মস্তিষ্কের উচ্চতার ও নিম্নতার (যাঁহারা পাঠা ইত্যাদির মগজ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়া থাকিবেন যে, মগজের সর্ব্ব উপরের পদার্থগুলি কোন স্থানে উচু, কোন স্থানে নিচু ও রেখাযুক্ত) সংখ্যা ও গভীরতা মনুষ্যের সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা অধিক ও উন্নত বলিয়াই, মানুষ অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। পণ্ডিতেরা বহুতর পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন যে, দয়া, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, আবার কাম, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া ইত্যাদি ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমস্ত প্রবৃত্তির আকর স্থান মস্তিষ্ক রাশি। মস্তিষ্ক বহু অংশে বিভক্ত। এক এক অংশ এক এক প্রকার মনোবৃত্তির বা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তির স্থান। মস্তিষ্কের যে অংশ পুষ্ট ও বলিষ্ট হয়, সে স্থানোদ্ভূত মনোবৃত্তি বা ধর্ম্ম প্রবৃত্তি তেজস্বিনী ও বলবতী হয়। ক্রিয়ানুযায়ী হস্ত, পদ, স্কন্ধ ইত্যাদি যেমন পুষ্ট, বলিষ্ট বা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, সেই প্রকার মস্তিষ্ক রাশির নানা অংশ নানা কারণে পুষ্ট, বলিষ্ট বা ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়, তদনুযায়ী তত্তৎ অংশ সমুদ্ভূত মনোবৃত্তি বা ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী ও তেজস্বিনী বা দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। পিতৃ মাতৃ দোষগুণ, বিবাহ, আহার, সংসর্গ, শিক্ষা ইত্যাদি কারণে মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বিশেষের সবলতা ও দৌর্ব্বল্য জন্মে। যে প্রবৃত্তি মনুষ্যের জন্ম সময়ে সবল হয়, যদি শিক্ষা, সঙ্গ বা অন্য কোন কারণে তাহার তেজ হানি না হয়, তাহা হইলে সেই

§ এই সমস্ত বিষয় গুলি প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়, নতুবা লোকে বিশ্বাস করে কি? বে, স,

প্রবৃত্তির উত্তেজনা অনুসারে মনুষ্য কার্য্য করিতে বাধ্য হয়। ইচ্ছা বা চেষ্টা করিলে কোন ক্রমেই অন্যথাচরণ করিতে পারেনা।

শিষ্য। কীট, পতঙ্গ ও পশু হইতে মনুষ্যের কি কি বৃত্তি অধিক আছে?

গুরু। কীট, পতঙ্গ ও পশুদের হইতে মনুষ্য জাতির এই সকল বৃত্তি অধিক রহিয়াছে। যথাঃ—

(১) ধৃতি (ধারণ করা, স্মরণ রাখিবার শক্তি) (২) ক্ষমা, (কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করিতে যে প্রবৃত্তি হয়, সেই প্রবৃত্তিকে যে শক্তিদ্বারা নিরোধ করা যায়) (৩) দম, (শোক তাপাদিদ্বারা কোন প্রকার চিত্ত বিকৃতি উপস্থিত হইলে, যে শক্তিদ্বারা ঐ প্রবৃত্তির নিরোধ করা যায়) (৪) অস্তেয়, (অবিধিপূর্ব্বক পরস্ব গ্রহণের প্রবৃত্তিকে যে শক্তির দ্বারা নিরুদ্ধ করা যায়) (৫) শৌচ, (শরীর ও চিত্তের নির্ম্মল ভাব) (৬) ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, (যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে নিরুদ্ধ করা যায়) (৭) ধী, (শাস্ত্রাদির দ্বারা বস্তুর তত্ত্ব নিশ্চয় শক্তি ধী শক্তি) (৮) বিদ্যা, (যে শক্তির দ্বারা অন্তরস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার আন্তরিক প্রত্যক্ষ করা যায়, শরীরাদি হইতে আপনাকে পৃথক্ রূপে জানা যায়, যে শক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃতি অন্তরস্থ পদার্থ সকলকে মানসিক প্রত্যক্ষ করা যায়) (৯) সত্য, (কায়, মন ও বাক্যদ্বারা সম্পূর্ণ যথার্থ আচরণ করা) (১০) অক্রোধ (যে শক্তিদ্বারা ক্রোধ প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করা যায়) এ ভিন্ন ভক্তি, শ্রদ্ধা, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য, প্রেম, সন্তোষ প্রভৃতি।

পশু পক্ষী ইত্যাদি শ্রেণীর প্রাণীতেও উপরোক্ত কোন কোন বৃত্তির সামান্যভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে দেখা যায়, কিন্তু মনুষ্যতেই ঐ সকল বৃত্তির ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বিকাশ, অথবা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ থাকাতেই মনুষ্য সর্ব্ব প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন।

শিষ্য। জীবের ক্রমোন্নতি প্রণালীর সহিত মস্তিষ্কের গঠনের কোন সম্বন্ধ আছে কি?

গুরু। জীবের ক্রমোন্নতি প্রণালীর সহিত মস্তিষ্কের গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে। জীবের শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে দৃষ্ট হইবে যে, মনুষ্যের মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী যেরূপ উন্নত, অন্য কোন প্রাণীর সেরূপ নয়। মনুষ্য অপেক্ষা পশু জাতির মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী হীন, পশু অপেক্ষা কীট পতঙ্গ ইত্যাদি জীবের মস্তিষ্কের গঠন প্রণালী আরো হীন। পাশ্চাত্য দেশের ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ স্পষ্ট ভাবে বলেন। আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সৃষ্টি, তৎপূর্ব্বে বৃক্ষ সৃষ্টি। প্রাণী জগৎ উদ্ভিজ্জ হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্য রূপে পরিণত হইয়াছে, অর্থাৎ বৃক্ষাদি হইতে কোন ক্ষুদ্র কীট, কীট হইতে কোন পতঙ্গ, পতঙ্গ হইতে পক্ষী, পক্ষী হইতে পশু ও পশু হইতে মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে।

প্রথমতঃ দেখ বৃক্ষাদিতে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের শক্তি, রস (আহার) গ্রহণের শক্তি, হ্রাস বৃদ্ধি হইবার শক্তি ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। তৎপর কীট পতঙ্গাদিতে সন্তান উৎপাদনের শক্তি, মল মূত্র ত্যাগের শক্তি, আহার করিবার শক্তি, স্থানান্তরে যাতায়াতের শক্তি ইত্যাদি অধিক দৃষ্ট হয়। মৎস্য ইত্যাদি জীবের ভয়, সামান্যভাবে সন্তান রক্ষণ ইত্যাদি শক্তি অধিক রহিয়াছে। পক্ষী জাতীর মধ্যে সন্তানের প্রতি স্নেহ, অনুকরণ ইচ্ছা, বাক্-শক্তি ইত্যাদি অধিক দেখা যায়। তৎপর পশু জাতিতে স্ত্রী পুরুষের অনুরাগ, প্রতি বিধান ইচ্ছা, হননেচ্ছা, গোপন করিবার ইচ্ছা, হিংসা, ক্রোধ, ইত্যাদি বৃত্তির ক্রিয়াও কোন কোন পশু জাতিতে অতি সামান্য ভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষ, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, পশু, ইত্যাদি জীবের মধ্যে যে সকল বৃত্তি আছে, মনুষ্যেত তাহা আছে, এভিন্ন উপরি উক্ত বৃত্তিগুলির ক্রিয়া সম্পূর্ণ রূপে বিকাশ বা স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।

শিষ্য। পাশ্চাত্য দেশের ডারুইন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ যে বানর হইতে মনুষ্য হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আপনি ও কি ইহা বিশ্বাস করেন?

গুরু। ঠিক বানর হইতেই যে মনুষ্যে পরিণত হইয়াছে, এমত কথা নিশ্চয় রূপে বলিতে পারিনা। তবে বানর হইতে মনুষ্যে পরিণত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা। কারণ বানরের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠন ও শক্তির সহিত মানুষের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমি নিজে একটী মাত্র বানরের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করিয়াছিলাম। মনুষ্যের মগজের গঠনের সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া ছিলাম।

শিষ্য। মনুষ্য জাতির মস্তিষ্কের সহিত ইতর জীবের মস্তিষ্কের নির্ম্মাণের কি প্রভেদ আছে? এ সংসারে এমন প্রাণী আছে কিনা, যাহার মস্তিষ্ক নাই, অথচ মানসিক কোন ক্রিয়া আছে। নিতান্ত ক্ষুদ্র জন্তুগণের শরীরে ও ঠিক্ মস্তিষ্ক না থাকুক, তদাকার এক প্রকার পিণ্ড থাকে, উহাকে মজ্জাপিণ্ড কহে। পরে ক্রমে যত উৎকৃষ্ট জন্তুর বিষয় বিবেচনা করিবে, ততই দেখিবে মস্তিষ্ক বৃহদাকার, উহাতে নূতন নূতন অবয়ব আছে, উহার গঠন পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং মনোবৃত্তির সংখ্যাও ক্রমশঃ অধিক হইয়া থাকে। প্রবাল নামক জন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধম শ্রেণীতে সন্নিবেশিত আছে, ঐ প্রবাল জন্তুর পঞ্জরে পলা হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী শম্বুক, অর্থাৎ শাঁমুক। শাঁমুকের উপরিতন শ্রেণীতে মাকড়শা, কাঁকড়া, চিঙ্ড়ীমাছ, জোঁক ও উদরের কৃমি, ইহারা সন্নিবেশিত আছে। আর সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর জন্তু মৎস্য, কচ্ছপ, কুম্ভীর, পক্ষী, পশু, মনুষ্য ইত্যাদি। ইহাদের সকলের শরীরেই মস্তিষ্ক, অথবা উহার প্রতিরূপ মজ্জাপিণ্ড দৃষ্ট হইবে। নীচ অপেক্ষা উচ্চ শ্রেণীর জন্তুর মস্তিষ্ক ক্রমশ বৃহত্তর ও অধিক অবয়ব ধারণ করে। পরিশেষে মানুষের মত পূর্ণ অবয়ব ও সুপক্ক মস্তিষ্ক আর কোন জন্তুরই দৃষ্ট হয় না।

শিষ্য। মনুষ্য জাতির মধ্যে ও মস্তিষ্কের গঠনের কোন প্রভেদ আছে কি?

গুরু। মনুষ্য জাতির মধ্যে ও মস্তিষ্কের গঠনের যে প্রভেদ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্যই তোমাকে এত কথা বলিতে হইয়াছে। মানুষ হইলেই যে তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি হইল, এমত নহে। ধর্ম্ম জগতে উন্নত হইলে উপরি উক্ত মনোবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলির সম্যক্ রূপে স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের একান্ত প্রয়োজন। বৃক্ষ হইতে পশু

জীবন লাভ করিতে দেখ কত জন্ম জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইয়াছে। আর মানুষ কি এক জন্মেই এতগুলি বৃত্তির চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে? মনুষ্য জাতির মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৃত্তিগুলির উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফলতঃ এই জন্যই ধর্ম্ম জগতে চণ্ডাল অপেক্ষা শূদ্র উন্নত। শূদ্র হইতে বৈশ্য, বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় উন্নত, বৈশ্য ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ জাতি সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে মনুষ্য জাতির যে সকল বৃত্তির কথা তোমায় বলিয়াছি, সেগুলির সমুচিত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ব্রাহ্মণ জাতির সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, অথবা উপরি উক্ত বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া যে জাতিতে সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা সেই জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকি। ব্রাহ্মণের ন্যায় বৈশ্যাদির ঐ সকল বৃত্তি নাই, তাহা নহে, তাঁহাদের অপেক্ষা ব্রাহ্মণগণের ঐ সমস্ত বৃত্তির ক্ষমতা অধিক, অথবা সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই হিন্দু শাস্ত্রের মত। দেখ, অতি প্রাচীনকাল হইতেই ব্রাহ্মণজাতি অধ্যাত্ম জগতের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এখন এই যে ব্রাহ্মণ জাতির এত অধোগতি হইয়াছে, তথাপি এখনোত ভারতে এমন অনেক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহাদের সহিত অন্যান্য জাতির (শূদ্রাদি জাতির) ব্যক্তি বিশেষের তুলনা হয় না। তোমরা, ধন, সম্পদ, চাকরী ইত্যাদির সহিত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে তুলনা করিয়া থাক, কাজেই তোমরা ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের কোন প্রভেদ আছে বুঝিতে পার না। যাক এ সম্বন্ধে আমি আরোও অনেক কথা পরে বলিব। এখন ক্রমোন্নতি প্রণালী তুমি বুঝিতে পারিলে কিনা, তাহাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

শিষ্য। গুরুদেব! আমি এখনোত ভাল রূপ বুঝিতে পারি নাই। বৃক্ষ হইতে কীট পতঙ্গ, কীট পতঙ্গ হইতে পশু ও পশু হইতে মনুষ্য, আবার মনুষ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস! এ সম্বন্ধে আমি মহাভারত অনুশাসনপর্ব্ব হইতে "বেদব্যাস ও কীট সংবাদ" সংবলিত এক পুরাবৃত্ত পাঠ করাইয়া শুনাইতেছি, তুমি মনোযোগের সহিত শুনিলে জীবের ক্রমোন্নতি প্রণালী সম্বন্ধে হিন্দু শাস্ত্রের মত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে।

শিষ্য। আপনি বলুন, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিব?

গুরু। "পুরাকালে বিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্মস্বরূপে বিচরণ করত আকাশ পথে শীঘ্র ধাবমান এক কীটকে অবলোকন করিলেন। সর্ব্ব ভূতের গতিজ্ঞ ও শরীরীমাত্রেরই ভাষাজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ সেই বেদব্যাস তৎকালে কীটকে বিলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন, কহিলেন, হে কীট! তোমাকে অতি ত্রস্ত ও ত্বরিতভাবাপন্ন লক্ষিত হইতেছ, ধাবিত হইয়া কোথায় যাইতেছ, তাহা বল। কোন ব্যক্তি হইতে তোমার ভয় হইয়াছে কি?

কীট কহিল, হে মহামতে! এই বৃহৎ শকটের শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার ভয় হইয়াছে, এই অতি দারুণ শব্দ শ্রুত হইতেছে, কিন্তু আমাকে হনন না করে, এজন্য এস্থল হইতে যাইতেছি। মদ্বিধ কীট যোনি ঈদৃশ শব্দ শ্রবণ করিতে পারে না, তজ্জন্য এই সুদারুণ ভয় বশত, এই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতেছি। জীবগণের মৃত্যুই দুঃখ, জীবন অত্যন্ত দুর্লভ, অতএব আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছি, ব্যাসদেব বলিলেন, হে কীট! কি হেতু তোমার সুখ হয়? আমি বিবেচনা করি, তুমি তীর্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব মরণই তোমার সুখ, তুমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এবং বহুবিধ ভোগ্য বস্তু ভোগ করিতে জাননা, অতএব হে কীট! তোমার মরণই শ্রেয়। কীট কহিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ! জীব সর্ব্বত্রই নিরত আছে, অতএব ইহাতেও আমার সুখ আছে, আমি ইহা চিন্তা করিয়া থাকি, এই জন্য জীবিত থাকিতে অভিলাষ করি। এই কীট শরীরে দেহানুসারে সমস্ত বিষয় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, মানুষ ও স্থাবর জীব সকলের ভোগ সমুদয় পৃথক্ পৃথক্। প্রভো! আমি পূর্ব্ব জন্মে বহুবিত্ত সম্পন্ন শূদ্র জাতীয় মনুষ্য ছিলাম, আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ না হইয়া নৃশংস, কৃপণ, বৃদ্ধিজীবী, তীক্ষ্ণবাদী, নিকৃতিপ্রজ্ঞ এবং সর্ব্বতোভাবে সকলের দ্বেষ্টা ছিলাম। আমি বৃদ্ধা জননীকে পূজা করিতাম ও একবার জাতিগুণ-সমন্বিত কোন অতিথি সঙ্গতক্রমে আমার গৃহে আগমন করিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলাম, এই দুই কারণেই আমার স্মরণশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। হে তপোধন! আমি কর্ম্মদ্বারা ভবিষ্যৎ সুখ লক্ষ্য করিতেছি, অতএব আপনার নিকট হইতে সেই শ্রেয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

ব্যাস কহিলেম, হে কীট! তুমি তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া শুভ কর্ম্মদ্বারা যে দগ্ধ হইতেছ না, তাহা আমারই কর্ম্ম, আমি তপোবলে দর্শনমাত্র তোমার উদ্ধার করিব, তপোবল অপেক্ষা প্রবল বল আর কিছুই নাই। আমি জানিতেছি, তুমি নিজকৃত পাপ সমূহদ্বারা কীটাণুকীট হইয়াও, যদি ধর্ম্ম মান, তবে পুনরায় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। দেব, তির্য্যক্ প্রভৃতি সকলেই কর্ম্মভূমিতে কৃত পাপ পুণ্য ভোগ করিয়া থাকে। মনুষ্যগণের ধর্ম্ম ও গুণ সমুদয় কামের নিমিত্ত হয়, বাক্য, বুদ্ধি, পাণি, পাদবিহীন বিপশ্চিৎ অথবা মূর্খ মনুষ্য যে জীবিত থাকে, তাহাকে উপহাস করে। বিপ্রবর জীবিত থাকিয়া, শশী ও সূর্য্যের পূজা করেন এবং পবিত্র কথা কহিয়া থাকেন। অতএব হে কীট! আমি তোমাকে সেই ব্রাহ্মণযোনিতে প্রেরণ করিব। সেই কীট তাহাই হউক, এই কথা বলিয়া, পথিমধ্যে অবস্থিত ইত্যবসরে সুবৃহৎ শকটসমূহ সমাগত হইল, চক্রের আক্রমণদ্বারা বিদলিত হইয়া, সেই কীট তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। অপরিমিত তেজোনিধান ব্যাসদেবের প্রসাদাৎ সেই কীট নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পরিশেষে ক্ষত্রিয়বংশে প্রসূত হইল; সে শ্বাবিৎ, গোধা, বরাহ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল, শূদ্র ও ক্রমশঃ বৈশ্য জাতি হইয়া, যখন যে যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিত তৎক্ষণেই সেই ঋষিসত্তমকে দর্শন করিতে যাইত। অনন্তর, সেই কীট ক্ষত্রিয় হইয়া বলিল, আমি আপনার কৃপায় দশ জন্মেই এই অভিলষিত অতুল পদ প্রাপ্ত হইয়াছি, যেহেতু আমি কীটত্ব লাভ করিয়া রাজপুত্র হইয়াছি। অতএব হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনাকে প্রণাম করি, আমি কি করিব? আমাকে আদেশ করুন! আমি আপনার তপোবলের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট এই পদ প্রাপ্ত

হইয়াছি। ব্যাস কহিলেন, রাজন্! অদ্য আমি তোমার ঈদৃশ বাক্যদ্বারা অর্চ্চিত হইলাম, কীটত্ব প্রাপ্ত হইয়াও এক্ষণে তোমার স্মৃতিশক্তি জন্মিয়াছে। পূর্ব্বে তুমি নৃশংস, আততায়ী, ধনাঢ্য শূদ্র হইয়া যে পাপের উপচয় করিয়াছিলে, তাহার বিনাশ নাই, তুমি তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া যে আমার অর্চ্চনা করিয়াছিলে, সেই সুকৃতদ্বারা আমার দর্শন লাভ করিয়াছ। তুমি রণাঙ্গনে গো, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করিয়া প্রাণ প্রদানপূর্ব্বক রাজপুত্রত্বরূপে আপনাকে হত করিয়া ব্রাহ্মণ্য লাভ করিবে। হে রাজপুত্র! তুমি অনায়াসে যজ্ঞ সকল নির্ব্বাহ করিয়া স্বর্গপুরে সুখী ও অব্যয় ব্রহ্মময় হইয়া প্রমোদিত হইবে। তির্য্যক্ যোনি হইতে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। শূদ্রত্ব হইতে বৈশ্যত্ব এবং বৈশ্যত্ব হইতে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হইয়া থাকে, সাধুবৃত্ত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন এবং সৎস্বভাব সুশীল ব্রাহ্মণ পবিত্র স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন।

সেই বীর্য্যবান্ কীট ক্ষত্রধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করতঃ কীটত্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক বিপুল তপশ্চরণ করিয়াছিল, সেই ধর্ম্মার্থবেত্তার তাদৃশ সুমহৎ তপস্যা দর্শন করিয়া তৎকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাহার নিকট আগমন করিলেন। ব্যাস কহিলেন, হে কীট! ক্ষত্রধর্ম্ম ভূতসকলের পরিপালন নিবন্ধন দেবব্রত, অতএব ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে দেবব্রতরূপে ধ্যান করতঃ তদনন্তর বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি শুভাশুভবেত্তা ও আত্মবান্ হইয়া সম্যক্রূপে প্রজাগণকে পালন কর, পবিত্র শুভ কামদ্বারা অশুভ সমুদয়ের সংবিভাগ কর, স্বধর্ম্মাচরণে রত থাকিয়া আত্মবান্ ও সুপ্রীত হও, অনন্তর ক্ষত্রিয় দেহ পরিহারপূর্ব্বক বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর সেই কীট মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মত প্রজাপালন করিয়া পুনরায় অরণ্যমধ্যে গমনপূর্ব্বক প্রজাপালনদ্বারা পরলোকে যাইয়া, বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইল। তদনন্তর ব্যাসদেব বলিলেন, ভো শ্রীমন্ ব্রাহ্মণবর! তুমি শুভ যোনিতে শুভ কার্য্য করিয়াছ এবং পাপযোনিতে পাপাচরণ করিয়াছ, তথাচ কোন প্রকারে ব্যথিত হইও না। হে ধর্ম্মজ্ঞ! পাপের ফল যেরূপ হউক, তাহা উপপন্ন হইয়া থাকে, অতএব হে কীট! তুমি মৃত্যুভয় বশতঃ কদাচ ব্যথিত হইও না, তোমার যদি ধর্ম্মলোপের ভয় হয়, তবে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আচরণ কর। কীট কহিল ভগবন্! আপনার নিমিত্তই আমি সুখ হইতে অতিশয় সুখ লাভ করিয়াছি, ধর্ম্মমূল-সম্পত্তি সকল লাভ করায় এক্ষণে আমার পাপ নষ্ট হইয়াছে। কীট ভগবান্ ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে দুর্লভ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে শত শত যজ্ঞ-যূপদ্বারা অঙ্কিত করিল। অনন্তর সেই ব্রহ্মবিত্তম কীট ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিয়া ব্যাসদেবের বাক্যানুসারে তৎকালে স্বকর্ম্ম ফল নির্বৃত্ত সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইল।"

শিষ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, ইহারা যদি এক জন্মেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে না পারে, তবে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

গুরু। তুমি যে প্রশ্ন করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঠিক এই প্রশ্নই মহাত্মা ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে ভীষ্মদেব যে উত্তর দিয়াছিলেন, আমি তাহাই কালিকাপুরাণ ও মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব হইতে তোমাকে সংক্ষেপে শুনাইতেছি। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে নরনাথ! ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণত্রয় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণত্ব লাভ যদি দুষ্প্রাপ্য হয়, তবে মহানুভব বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া কিপ্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা যথার্থরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। বিশ্বামিত্রের বহুতর কর্ম্ম সমুদয় শ্রবণ করিয়া ক্ষত্রিয়ের দ্বারা এই সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল, ইহাতে অতিশয় কৌতূহল জন্মিয়াছে। হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহা কিপ্রকার আপনি যথার্থরূপে কীর্ত্তন করুন। তিনি দেহান্তর লাভ না করিয়াই কিরূপে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন? হে তাত! মতঙ্গ যে ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া দুঃসহ তপস্যার দ্বারাও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে নাই, তাহা যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু বিশ্বামিত্র কিপ্রকারে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন?

ভীষ্ম বলিলেন, হে তাত পৃথা-তনয়! ভরতবংশে আজমীঢ় নামে যাজ্ঞিক ও ধার্ম্মিকপ্রবর এক পার্থিব ছিলেন। সেই বংশের শ্রীমান্ গাধিনামক জনেশ্বর অনপত্য হওয়ায় সন্তানার্থ বনবাসী হইয়াছিলেন। তিনি বনমধ্যে বাস করিতে তাঁহার একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তাঁহার নাম সত্যবতী। অতীব তপস্বী ভৃগুবংশোদ্ভব চ্যবনের আত্মজ, যিনি ঋচীক নামে বিখ্যাত আছেন, তিনি সেই কন্যাকে প্রার্থনা করেন। নৃপসত্তম গাধি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি আমাকে এক কর্ণ শ্যামবর্ণ ও চন্দ্রতুল্য কীর্ত্তিসম্পন্ন বাতবেগশালী সহস্র তুরঙ্গরূপ শুল্ক প্রদান কর, তাহা হইলে মদীয় দুহিতাকে পরিণয় করিতে পারিবে। মহাত্মা ঋচীক বরুণের সমীপে ঐরূপ এক সহস্র তুরঙ্গ প্রার্থনা করিলেন। বরুণ বলিলেন, "তোমার যে স্থানে ইচ্ছা, সেই স্থান হইতে এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বাজিগণ উত্থিত হইবে। অনন্তর সেই এক সহস্র তুরঙ্গ গাধিকে প্রদান করিলেন। গাধিরাজ তাহার কন্যা সত্যবতীকে সম্পূর্ণরূপে অলঙ্কৃত করিয়া ভৃগুনন্দনকে প্রদান করিলেন। হে ভারত! ব্রহ্মর্ষি ঋচীক তাঁহার চরিত্রদ্বারা হর্ষলাভ করিলেন এবং তাহাকে পুত্র দান করিব বলিয়া প্রলোভন প্রদর্শন করিলেন। সত্যবতী তাহার মাতাকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। অনন্তর তাঁহার মাতা বলিলেন তোমার জন্য যেরূপ একটী পুত্র প্রার্থনা করিবে, আমার জন্যও তাঁহার নিকট একটি পুত্রের জন্য প্রার্থনা করিও।" সত্যবতী মহাত্মা ঋচীকের সমীপে তাঁহার ও মাতার জন্য পুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন ঋচীক কহিলেন, হে কল্যাণি! আমার তপোবলে তোমার জননী গুণবান্ পুত্র প্রাপ্ত হইবেন, তোমারও শ্রীমান্ মহান্ পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে কল্যাণি! তিনি এবং তুমি যখন ঋতুস্নাতা হইবে, তখন অশ্বত্থ ও উডুম্বর বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে। তিনি এবং তুমি এই মন্ত্রপূত চরুদ্বয় ভোজন করিবে, তাহা হইলেই সেইরূপ গুণযুক্ত পুত্রযুগল লাভ করিবে। অনন্তর সত্যবতী মাতাকে ঋচীকের উপদেশ ও চরুর বিষয় বলিলেন। মাতা তখন সত্যবতীকে কহিলেন, বৎসে, আমি তোমার পতি অপেক্ষা গরীয়সী, অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর, তোমার পতি তোমাকে যে মন্ত্রপূত চরু প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমাকে দেও এবং আমাকে যাহা দিয়াছেন, তাহা তুমি গ্রহণ কর। অনন্তর সত্যবতী ও তাহার মাতা পূর্ব্বোক্ত কথা অনুসারে তথাবিধ অনুষ্ঠান

করিলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে গর্ভবতী হইলেন। মহাত্মা ঋচীক নিজ পত্নীকে গর্ভবতী দেখিয়া দুঃখিত চিত্তে বলিলেন, কল্যাণি! চরুবিপর্য্যয় করা তোমার উপযুক্ত হয় নাই, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে, এবং তুমি যে পূর্ব্বোক্ত বৃক্ষবিপর্য্যয় করিয়াছ, তাহা বিস্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে। আমি তোমার চরুতে ব্রহ্মবীর্য্য সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম এবং তোমার জননীর চরুমধ্যে সমস্ত ক্ষত্রিয় তেজ নিবেশিত করিয়াছিলাম। তুমি বিপ্রপুত্র প্রসব করিবে, আর তোমার মাতা উৎকৃষ্ট ক্ষত্রিয় সন্তান প্রসব করিবেন, এই নিমিত্ত আমি এরূপ করিয়াছিলাম। হে শুভে! তোমরা যখন তাহা বিপর্য্যয় করিয়াছ, তখন তদীয় জননী এক উত্তম ব্রাহ্মণপুত্র উৎপাদন করিবেন, আর তুমি এক উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয়পুত্র প্রসব করিবে। হে ভদ্রে! তুমি মাতৃস্নেহবশতঃ এরূপ চরু ও বৃক্ষের ব্যত্যয় করিয়া ভাল কর নাই।

রাজন্! সত্যবতী এই কথা শুনিয়া ছিন্ন লতার ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সত্যবতী ভর্ত্তাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন। হে বেদজ্ঞ-প্রবর বিপ্রর্ষে! আমি আপনার ভার্য্যা, আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার যেন ক্ষত্রিয় পুত্র না হয়। আপনার ইচ্ছা হয়ত আমার পৌত্র উগ্রকর্ম্মা ক্ষত্রিয় হইতে পারিবে, কিন্তু আমার পুত্র যেন ক্ষত্রিয় না হয়। মহাতপা ঋচীক স্বীয় ভার্য্যাকে "এইরূপ হউক" এই কথা বলিলেন। হে রাজাগ্রগণ্য! অনন্তর সত্যবতী শুভ লক্ষণ সম্পন্ন জগদগ্নিকে প্রসব করিলেন, আর যশস্বিনী গাধিভার্য্যা ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্রের জননী হইলেন। মহাতপা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত এবং ব্রাহ্মণ বংশের কর্ত্তা হইলেন।"

শিষ্য। মহাতপা বিশ্বামিত্র ব্রহ্মবীর্য্যে জন্ম গ্রহণ করাতেই, যে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, ইহা আমি জানিতাম না। জাতিভেদের বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রবল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই "বিশ্বামিত্র এক জন্মেই ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন, অতএব জাতিভেদ কিছুই নয় ইত্যাদি" অনেক বিষয়ই ইতিপূর্ব্বে পাঠ করিয়াছি। যাহা হউক হিন্দু শাস্ত্রে উদার ভাবে বলিয়াছেন যে, "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদপাঠাদ্ভবেদ্বিপ্রোব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" মনুষ্যমাত্রেই শূদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, সংস্কারদ্বারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়, বেদাধ্যয়ন করিলে বিপ্র ও ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই ব্রাহ্মণ হয়। তবে ত এই অর্থে কেহই ব্রাহ্মণ নহেন। শূদ্র ও ব্রাহ্মণ সকলেই ত এক শ্রেণীভুক্ত।

গুরু। এই শ্লোকটী যেখানে লিখিত আছে, সেখানে ব্রাহ্মণ জাতির বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, অন্য জাতির কথা নাই। শ্লোকটীর অর্থ এই যে, ব্রাহ্মণ জন্মিবামাত্র শূদ্রবৎ, তৎপরে উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা সংস্কৃত হইলে, তাহাকে দ্বিজ বলা যায়, সেই দ্বিজ বেদাধ্যয়ন করিলেই বিপ্র, বিপ্র ব্রহ্মজ্ঞ হইলেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন। ব্রাহ্মণকে যে শূদ্র, দ্বিজ, বিপ্র ও ব্রাহ্মণ এই চারিটী সংজ্ঞা দেওয়া হইল, ইহা কেবলমাত্র আত্মার উৎকর্ষাপকর্ষ লক্ষ্য করিয়া, বস্তুতঃ ব্রাহ্মণই যে এক সময় শূদ্রাদি থাকিয়া পরে ক্রমে ব্রাহ্মণ হইলেন, ইহা ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য নহে, ব্রাহ্মণ জাতমাত্রেই ব্রাহ্মণ, (এইরূপ ক্ষত্রিয়াদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে) তবে সংস্কারাদির দ্বারা অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যের উজ্জ্বলতার তারতম্যে এক একটী সংজ্ঞার দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শিষ্য। শাস্ত্রে অনেক স্থানেই জাতিভেদ মানে নাই, যথা মহাভারতে "শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাম্। ক্ষত্রিয়াজ্জায়তে বৈশ্যো বিদ্যাদ্বৈশ্যস্তথৈব চ।" শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়, ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব ও বৈশ্য ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হয়।

গুরু। এই শ্লোকদ্বারা শূদ্র. ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ শূদ্র হয়, এরূপ বুঝায় না। স্ব স্ব অনুষ্ঠানের উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে. শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব, অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণের প্রকৃতি ও ব্রাহ্মণ শূদ্রের প্রকৃতি লাভ করে। শূদ্র সৎকার্য্যদ্বারা ব্রাহ্মণ প্রকৃতি লাভ করিলে জন্মান্তরে সেই প্রকৃতির পরিস্ফূরণস্বরূপ ব্রাহ্মণের দেহ লাভ করিতে পারিবে। কেননা শারীরিক মানসিক প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে বহু সময়ের আবশ্যক। একজন্মে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অসম্ভব, তাই জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়।

শিষ্য। তবে কি শূদ্র কখনই এবং কিছুতেই বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ হইতে পারিবে না?

গুরু। "হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বলেন পারিবে, কিন্তু এজন্মে নয়। পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে এজন্মে যেমন বর্ণ বিশেষ প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্মে তেমনি আপন বর্ণ ধর্ম্ম পালন করিয়া এবং ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইয়া উন্নত স্বভাব লাভ করিলে, পর জন্মে উচ্চতর অবস্থা, অর্থাৎ উচ্চতর বর্ণ ও ব্যবসায় প্রাপ্ত হইবে। এই প্রকার ক্রমে সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি করিতে করিতে প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারে। গৌতম বলিয়াছেন—"বর্ণাশ্রমাশ্চ স্বকর্ম্মনিষ্ঠাঃ প্রেত্য কর্ম্মফলমনুভূয় ততঃ শেষেণ বিশিষ্টদেশজাতিকুলরূপায়ুঃশ্রুতবৃত্তচিত্তসুখমেধসো জন্ম প্রতিপদ্যন্তে।" (সংহিতা, ১১শ অধ্যায়) অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বর্ণের ও সর্ব্বপ্রকার আশ্রমের লোক সকল মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মরণানন্তর স্ব স্ব কর্ম্ম ফল ভোগ করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্মফল অনুসারে বিশেষ বিশেষ দেশ, জাতি, কুল, রূপ, আয়ু, শ্রুত, বৃত্ত, চিত্ত, সুখ ও মেধা লাভ করত জন্ম গ্রহণ করে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে এজন্মে যে উত্তম কর্ম্ম করে, পর জন্মে সে উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট বর্ণপ্রাপ্তি—উত্তম ধর্ম্মচর্য্যা এবং উন্নত আধ্যাত্মিকতার ফল। একথার অর্থ এই যে, পার্থিব জীবনে বর্ণভেদ প্রণালীর কার্য্য কারিতা থাকিলেই সে প্রণালী প্রধানত আধ্যাত্মিক প্রণালী। অর্থাৎ সে প্রণালী মানুষের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির সোপান। জীব—জগতে ক্রমোন্নতির এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত জীবশ্রেণী ও যা, হিন্দু শাস্ত্রকারের মতে আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতি এবং ক্রম বিকাশের নিমিত্ত বর্ণশ্রেণীও তাই। জীব জগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ জীব শ্রেণী আছে, তাহাতে যদি অবিচার এবং বৈষম্য না থাকে, তবে হিন্দুর আধ্যাত্মিক জগতে ক্রমোন্নতির নিমিত্ত যে উচ্চ নীচ বর্ণশ্রেণী আছে, তাহাতে অবিচার এবং বৈষম্য নাই। হিন্দু শাস্ত্রকারদের মতে বর্ণভেদ প্রণালীতেও—পার্থিব অবস্থা ও মর্য্যাদা ইত্যাতির উন্নতি আছে। তবে ইউরোপে যে প্রণালীতে সে উন্নতি হয়, ভারতের তদ্বিষয়ক প্রণালী তাহা হইতে দুইটী

বিষয়ে ভিন্ন। প্রথম বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি পার্থিব চেষ্টার ফল, ভারতে পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মচর্য্যা বা আধ্যাত্মিকতার ফল। ইউরোপে বাহ্য সম্পদের জন্য চেষ্টা করিয়া যে যত কৃতকার্য্য হয়, লোক মধ্যে তাহাতে সুখ সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ভারতে যে যত ধর্ম্মচর্য্যা ও নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে, সমাজে তাহার ততসুখ, সম্মান ও পদ বৃদ্ধি হয়। ইউরোপে পার্থিব উন্নতির সহিত ধর্ম্মের কোন সংস্রব নাই। ভারতের পার্থিব উন্নতি ধর্ম্মোন্নতির ফল মাত্র এবং ধর্ম্মোন্নতির একান্ত অনুযায়ী। দ্বিতীয় বিভিন্নতা এই যে, ইউরোপে পার্থিব উন্নতি ইহ জন্মে হইয়া থাকে, ভারতে পার্থিব উন্নতি জন্মান্তরেও হয়। অর্থাৎ ইউরোপে ইহ জীবন ইহ জীবনেই শেষ হইয়া যায়, ভারতে ইহ জীবন ইহ জীবনে শেষ হয় না, বহু জীবনের সহিত সম্বন্ধ, ইউরোপে ইহজীবন, লইয়াই সম্পূর্ণ, ভারতে ইহজীবন অনন্ত জীবনের একটি অঙ্গমাত্র। ইউরোপে ইহজীবন ছাড়া আর কাল নাই, ভারতে ইহজীবন অনন্ত কালের একটি অণুমাত্র। ইউরোপের অংশ—সমষ্টি হইতে পৃথক্, ভারতে অংশ—সমষ্টির সহিত সম্পূর্ণ রূপে সংযুক্ত। ইউরোপ অংশদর্শী, ভারত সমগ্রদর্শী। ভারতের অংশ ইউরোপের সম্পূর্ণতা, ইউরোপের সম্পূর্ণতা ভারতের অংশ। তাই ইউরোপে ইহজীবন লইয়াই পার্থিব উন্নতি, ভারতে অনন্ত জীবন লইয়া পার্থিব উন্নতি।"

শিষ্য। ইউরোপের বিশেষতঃ ইংরেজ জাতির ধর্ম্ম-জীবনের অবস্থা সম্বন্ধী আমার আরো অনেক কথা জানিবার আছে, ক্রমে সে সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে কি কি প্রভেদ আছে, আমি তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকেই স্বধর্ম্ম পালন করেন না। তাঁহারা জাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধন, সম্পদ্ ইত্যাদি লাভের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। ধর্ম্ম-আলোচনা, ধর্ম্ম-প্রচার, শাস্ত্র আলোচনা, নিঃস্বার্থভাবে জগতের উপকার করা ইত্যাদি কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের এখন অনেকেরই আদৌ দৃষ্টি নাই। সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনের অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। শূদ্র প্রভৃতি জাতিরা ধর্ম্ম-জীবনে উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, আর ব্রাহ্মণ জাতি ক্রমেই অধোগতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন, এ অবস্থায় ব্রাহ্মণও শূদ্রে যে অতি অল্পই প্রভেদ দেখিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? আমার প্রকৃত কথা এই যে, ব্রাহ্মণ সন্তানগণ যদি অর্থের দাস না হইয়া স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্ম আলোচনা করেন ও ধর্ম্ম-জীবন উন্নত করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহারা ধর্ম্ম জগতের যে উচ্চস্থান লাভ করিতে সক্ষম, অন্য কোন জাতি সেরূপ সক্ষম নহেন। ব্রাহ্মণগণের ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা বর্ত্তমান সত্ত্বেও তাহারা তাহার অপব্যবহার করিতেছেন, ইহাতে উন্নতি হইবে কিসে? যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণ জাতির যে এত অধোগতি হইয়াছে, এখনোও যে সকল ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম পালন ও ধর্ম্ম আলোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যক্তি বিশেষের সহিত, অন্যান্য জাতির ব্যক্তি বিশেষের তুলনা করা যায় না। তোমরা মনে কর, অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণগণ একমাত্র ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহাতেই তাঁহারা ধর্ম্ম জগতে উন্নত হইয়াছেন। কিন্তু তাহা তোমাদের অত্যন্ত ভুল ধারণা। ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মজগতে উন্নতি লাভের যে স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তাহা একটু চিন্তা করিলেই তোমরা বুঝিতে পার।

শিষ্য। প্রাচীন কালের ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের প্রতি অন্যান্য জাতির যাহাতে অচলা ভক্তি থাকে, এ জন্য অনেক কঠোর নিয়ম (অন্যান্য জাতির প্রতি) বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

গুরু। এ সম্বন্ধে আমি কোন কথা না বলিয়া বর্ত্তমান সময়ের এক জন প্রসিদ্ধ লোক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই তোমাকে শুনাইতেছি। শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু তাঁহার মনুষ্য ভক্তি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"হিন্দু ধর্ম্মে ব্রাহ্মণগণ সকলের পূজ্য। তাঁহারা যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ও আপামর সাধারণের ভক্তির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মণেরাই ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, তাঁহারাই নীতিবেত্তা, তাঁহারাই বিজ্ঞানবেত্তা, তাঁহারাই পুরাণবেত্তা, তাঁহারাই দার্শনিক, তাঁহারাই সাহিত্য-প্রণেতা, তাঁহারাই কবি। তাই তাঁহাদিগকে লোকের অশেষ ভক্তির পাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সমাজ ব্রাহ্মণকে এত ভক্তি করিত বলিয়াই ভারতবর্ষে এত অল্প কালে এত উন্নতি হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদের সম্পূর্ণ বশবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সহজে উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

শিষ্য। আধুনিক মত এই যে, ভদ্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের চাল কলার পালা বন্দোবস্ত করিবার জন্য এই দুর্জ্জয় ব্রাহ্মণভক্তি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছেন।

গুরু। তুমি যে কলার নাম করিলে, যাঁহারা তাহা অধিক পরিমাণে ভোজন করিয়া থাকেন, এ কথাটা তাহাদিগের বুদ্ধি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেখ, বিধি, বিধান, ব্যবস্থা সকলই ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। নিজ হস্তে সে শক্তি থাকিতেও তাঁহারা আপনাদের উপজীবিকা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহারা রাজ্যের অধিকারী হইবেন না, বানিজ্যের অধিকারী হইবেন না, কৃষি কার্য্যের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন। এক ভিন্ন কোন প্রকার উপজীবিকার অধিকারী নহেন। যে একটী উপজীবিকা ব্রাহ্মণেরা বাছিয়া বাছিয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীবিকা আর নাই, যাহার পর দারিদ্র আর কিছুতেই নাই—উঞ্ছবৃত্তি (লড়া কুড়ান) কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে ধান্যাদি কাটিয়া লইয়া গেলে ক্ষেত্রে যাহা কিছু অবশিষ্ট পড়িয়া থাকিবে, তাহা কুড়াইয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করাই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। যদিও যাজনাদি আর কএকটী বৃত্তি আছে সত্য, কিন্তু ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তি আর নাই। এমন নিঃস্বার্থ উন্নতচিত্ত মনুষ্যশ্রেণী ভূমণ্ডলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বাহাদুরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য, বাছিয়া বাছিয়া উঞ্ছবৃত্তি উপজীবিকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে ঐশ্বর্য্য সম্পদে মন গেলে জ্ঞানোপার্জ্জনের বিঘ্ন ঘটে, সমাজের শিক্ষা দানে বিঘ্ন ঘটে। এক মন, এক ধ্যান হইয়া লোক শিক্ষা দিবেন বলিয়াই সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্ম যাঁহাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করি-

য়াছে, তাহারাই পরহিত ব্রতে সঙ্কল্প করিয়া এরূপ সর্ব্বত্যাগী হইতে পারেন। তাঁহারা যে আপনাদিগের প্রতি লোকের অচলা ভক্তি আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাতো তাদের জন্য নহে। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, যে সমাজ শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি ভিন্ন উন্নতি নাই, সে জন্য ব্রাহ্মণে ভক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। এই সকল করিয়া তাঁহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা আজিও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজিও তাহা আদর্শস্বরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই ভয়ঙ্কর দুঃখ—সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ দুঃখ—সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় উৎপাত—সমাজ হইতে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন। সমাজ ব্রাহ্মণ্য নীতি অবলম্বন করিলে যুদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাঁহাদের কীর্ত্তি অক্ষয়। পৃথিবীতে যত জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণদিগের মত প্রতিভাশালী, ক্ষমতাশালী, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক কোন জাতিই নহে। প্রাচীন এথেন্স বা রোম মধ্যকালের ইতালি, আধুনিক জর্ম্মান বা ইংলণ্ডবাসী—কেহই তেমন প্রতিভাশালী বা ক্ষমতাশালী ছিলেন না, রোমক ধর্ম্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু, বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা ধার্ম্মিক ছিল না।"

সে সময়ের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের উন্নত বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন করিতেন বলিয়াই তাঁহারা জগতে অদ্বিতীয় ছিলেন। এখনও যে ২।৪ জন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের উন্নত বৃত্তিগুলি উপযুক্তরূপে অনুশীলন করেন, তাঁহারও সেই প্রাচীন কালের মহাত্মাদের ন্যায় প্রতিভাশালী, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্রই পরিচিত। ব্রাহ্মণগণ স্ব ইচ্ছায় স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন না, ইহাতে জাতিভেদ প্রথার দোষ কি? ব্রাহ্মণেরা শূদ্রাদি জাতির প্রতি কঠোর ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তোমরা তাঁহাদিগকে স্বার্থপর ইত্যাদি শব্দে ব্যাখ্যা কর। কিন্তু মূর্খ, অজ্ঞান, অধার্ম্মিক, বিদ্যাহীন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি তাঁহারা কিপ্রকার কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা একবার শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া দেখিয়াছ কি? ‡

ক্রমশঃ—

মা শ্মশানে কেন?

মা কেন শ্মশানবাসে? মা দিবানিশি শ্মশানে থাকে কেন, সমস্ত ছাড়িয়া মা এই অপবিত্র ভয়াবহ শ্মশানে থাকেন, মার কি কিছু নাই? মা কি কাঙ্গালিনী? মা'র কি এ ত্রিলোকের মধ্যে কেহ "আমার" বলিবার নাই? তাই মা শ্মশানবাস-নিবাসিনী? কৈ না, তাহাতো না! মা যে "রাজরাজেশ্বরী" নামে প্রসিদ্ধ! মা, পার্থিব ও স্বর্গীয় সমস্ত রাজগণের রাজা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের ঈশ্বরী এ নিমিত্ত "রাজরাজেশ্বরী।" ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এবং সদাশিব এই পাঁচ জনে একমনে এক চিত্তে সভয়ে, কৃতাঞ্জলিপুটে, ধ্যানযোগে নিবিষ্ট,তাঁহাদের কিরীটের উপরে মায়ের মণিমাণিক্য খচিত হেম পর্য্যন্ত, তদুপরি প্রেতপ্রায় হইয়া দেবদেব শয়িত, তাঁহার নাভিসরোবর হইতে অপূর্ব্ব সরোরুহ উদ্ভিন্ন হইয়াছে, তাহার অরুণ কিঞ্জল্ক পরিবেষ্টিত কর্ণিকাক্ষেত্রে মা বিরাজ করিতেছেন! তবে মায়ের কিছু নাই। ইহা কি প্রকারে বলিব?

আর এক নাম মায়ের "অন্নপূর্ণা ও অন্নদা" মা ত্রিভুবনের অন্নবতী, ত্রিভুবনের অন্নদাত্রী। আর এক নাম "কমলা"। মা ত্রিলোকের শ্রীরূপিণী, ত্রিলোকের ধনেশ্বরী। স্বয়ং কুবের মায়ের কোষাধ্যক্ষ, ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণ মায়ের দশ দ্বারের দৌবারিক, মা ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রসবিত্রী। তথাপি মায়ের কিছু না থাকিলে, মা'র কেহ না থাকিলে, আছে কাহার?

ঐ দেখ,—কত লক্ষ লক্ষ সুমনোহর বাস-ধাম মায়ের প্রতীক্ষায় ধরণীমণ্ডলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কত সুরভি কুসুমামোদিত বিচিত্র তরু লতা-রঞ্জিত নন্দনোপম উদ্যানাবলী মায়ের নিমিত্ত সুসজ্জিত রহিয়াছে। কত যত্নে কত সাধে বিরচিত কত গোলোকধামোপম বিচিত্র ধামসমূহ দণ্ডায়মান। তাহারা মায়ের মোক্ষপ্রদ শ্রীপদ সংস্পর্শ বাসনায় কলেবর ক্ষয় করিতেছে, অচল অটলভাবে অবস্থিতি করিয়া স্তিমিতনেত্রে মায়ের শুভ সমাগম ধ্যান করিতেছে। কত ধনী মানীগণ, কত ভূমিপাল, দিক্‌পালগণ আপনাপন ভবনে কত মনোহর মন্দিরাবলী নির্ম্মাণ করিয়া মায়ের বসতির নিমিত্ত কত আরাধনা করিতেছে। অমরনাথ পীযূষ-পরিবারে-অমরার হৃদয়স্থানীয় শুদ্ধান্তে মায়ের সমাগম কামনায় কত সাধনা করিতেছেন। যক্ষনাথ মায়ের শুভাগমে নিরাশ্বাস হইয়া অলকা নির্ম্মাণের ব্যয় ও প্রযত্নকে বন্ধ্য মনে করিতেছেন। সুধাকর আপন হৃদয়ক্ষেত্রে সুধাময়ী পুরী নির্ম্মাণ করিয়া মায়ের প্রতীক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, মা আসিবেন আসিবেন বলিয়া পীযূষস্রাবী কিঞ্জল্কাবলীর দ্বারা এক একবার চান্দ্রভবন সুসজ্জিত করিতেছেন, উৎসাহ আনন্দে স্ফীত হইতেছেন, আবার মা যাইতেছেন না দেখিয়া সমস্ত শোভারাশি অপস্থত করিয়া স্থানে স্থানে মুমূর্ষু হইয়া পড়িতেছেন। গ্রহরাজ, ত্রিলোকীর নয়ন সহায় অংশুমালায় সেবিত রথ খানি সুসজ্জিত করিয়া মায়ের আরোহণ কামনায় আজন্ম মায়ের চতুর্দ্দিকে পরিবৃত্তি প্রদক্ষিণ করিতেছেন। অধিক কি, সত্যলোকের চূড়ামণি, ত্রিলোকের অতীত, সর্ব্ব দেবর্ষি মহর্ষির বাঞ্ছনীয়, সর্ব্বামর-প্রপূজিত সর্ব্বাভয়প্রদ নির্ম্মল সুখধাম ত্রিতাপ-পরিশূন্য সেই কৈলাসধামও অনেক সময়ে শূন্যধাম হইয়া থাকে। এই সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মা শ্মশান বাসে কেন? শ্মশান এত ভাল বাসে কেন?

মা কি তনয়গণের প্রতি অথবা আমাদের বাবার প্রতি অভিমান করিয়া এই বীভৎসিত ভয়প্রদ শ্মশানে শ্মশানে বেড়াইতেছে? অথবা মা কি পাগলিনী? এই জন্যই কি অনেকে মাকে "ক্ষেপী বেটী" বলে? না, তাহাও বোধ হয় হইবে না। মা পাগলিনী কি না তাহাতে কিছু সন্দেহ আছে, কিন্তু অভিমানের তো কোন কারণই নাই। ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত কেহই ত কখনো মায়ের অনভিমতে কিছু করেন নাই, করিতেও সমর্থ নহেন, বাবাও নহেন, তবে আর অভিমান হইবে কেন? তবে মা শ্মশানে কেন?

মা'র কি ভালমন্দ মেধ্যামেধ্য বোধ নাই? মা'র কি ঘৃণা পিত্ত নাই? ভয় ভীতিও নাই? যাহার ভালমন্দ বোধ থাকে, সে কি এই অপবিত্র ভয়াবহ শ্মশানক্ষেত্রে তিষ্ঠিতে পারে? শ্মশানে কি ভাল লোক থাকে? কখনই না। এই চিতাঙ্গারাস্থিসমাকীর্ণ, পূতিগন্ধান্বিত ছিন্নশবাদিনিচিত, অমঙ্গলরবা শিবা শব্দে নিনাদিত শ্মশানে কি ভাল লোক থাকে? এ দিকে দহ্যমান বসার দুর্গন্ধে নাসাবিবর অবরুদ্ধ হইতেছে, শবধূমে দিঙ্মণ্ডল সমাকুলিত, গলন্মজ্জা-অস্থিসমূহ, ছিন্ন ভিন্ন নাড়ী ভুঁড়ী, এবং কেশ, অক্ষি,নখ, হস্ত, পদ ও মাংসখণ্ডাদি, শকুন, কাক ও শৃগাল, কুকুরাদির ছায়া ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ইহার দুর্গন্ধে প্রাণ অধীর হইয়া পড়ে। এইরূপ আরো কত ভয়ানক ও বীভৎসিত অবস্থা আছে, তাহা মনে করিতেও রোমাঞ্চ হয়, এইরূপ ক্ষেত্রে কি ভাল লোক থাকে? যাহার নাড়ী পিত্ত আছে, সে কি ইহার নিকটে যাইতে পারে? এখানে থাকে ভূত আর প্রেত, আর থাকে পিশাচ, আর থাকে মুরদাফরাস ডোম, আর থাকে রাক্ষস এবং শৃগাল শকুনাদি ক্রব্যাদগণ। মা এখানে বাস করে কিরূপে, কিরূপে মা স্থির হইয়া থাকে, কেনই বা এত আনন্দের উপলব্ধি করে!

তবে কি মা ভূত, না প্রেত, না পিশাচ? ওঃ! কেবল মাও-তো নহেন! ঐ দেখ, বাবাও মায়ের সঙ্গে সঙ্গে পাছে পাছে থাকিয়া পাগলের মত নৃত্য করিতেছেন! তবে কি মা বাবা উভয়েই ভূত, আর প্রেত, না পিশাচ? না, তাহাওতো বলিবার জো নাই! শাস্ত্র, যুক্তি, দৃষ্টান্ত এবং পণ্ডিতগণ যে সন্দেহের অবকাশ দিতেছেন না। মূল বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া তন্ত্র পর্য্যন্ত সকলেই এক বাক্যে-একতানে মা ও বাবাকে অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই দেখ ঋগ্‌বেদ কি বলিতেছেন, অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং। অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্নতে॥ অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞীয়ানাং। তাম্মা দেবাব্যদধুঃ পুরত্রা ভূরিস্থাত্রা ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং। ময়া সোন্নমত্তি যোবিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তং। অমন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত! শ্রদ্ধিবন্তে বদামি॥ অহমেব স্বয়মিমম্বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ। যং কামায় তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাং॥ অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি, ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্ত বা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ॥ অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানুবিশ্বা উতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥ অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পরত্র না পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সংবভূব॥ (ঋগ্বেদসং) ভাবার্থ—

অম্ভৃণ ঋষির বাগ্‌নাম্নী কন্যাতে আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহার মুখের দ্বারা মা বলিতেছেন, "আমি একাদশ রুদ্ররূপে বিচরণ করিতেছি, আমিই সমস্ত বসুরূপে অবস্থিতি করি। আমি বিষ্ণুপ্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য হইয়া বিচরণ করি, আমিই সমস্ত দেবগণের আকারে অবস্থিতি করিতেছি। আমিই আত্মারূপে অবস্থিতি করিয়া মিত্র এবং বরুণকে ধারণ করিতেছি, আমিই ইন্দ্র এবং অগ্নিকে ধারণ করিতেছি, আমিই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। কারণ আমাতেই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, আমার সত্তাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা। যে মায়ার দ্বারা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মিত হইয়াছে, অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়, সেই মায়া আমাতেই অবস্থিতি করে (১)। দেবগণের শত্রুনাশক সোমকে আমিই ধারণ করিতেছি, আমিই ত্বষ্টাকে ধারণ করিতেছি, আমিই পূষা এবং ভগকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। সোম-যজ্ঞের দ্বারা যাহারা দেবগণের তৃপ্তি সাধন করে, তাহাদের সেই যজ্ঞফলরূপ ধনাদি আমিই দান করিয়া থাকি (২)। আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, আমিই উপাসকগণের ধনাদি ইষ্টফলদাত্রী, আমি সর্ব্বদা সর্ব্বদর্শিনী, উপাস্য দেবগণের মধ্যে আমিই প্রধানা, আমি সর্ব্বরূপে সর্ব্ব দেহে বিরাজ করিতেছি, নিখিল পদার্থের সত্তা বা জীবনরূপেও অবস্থিতি করিতেছি, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবগণ যেখানে থাকিয়া যাহা কিছু করেন, তাহা আমারই আরাধনা করেন (৩)। আমিই সকলের ভোজন শক্তিরূপা এবং ভোজনশক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, আমি দর্শন-শক্তিস্বরূপা এবং দর্শনশক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, আমিই জীবন-শক্তিরূপা এবং জীবনশক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, আমিই শ্রবণ-শক্তিরূপা এবং শ্রবণ-শক্তির সহায়ভূত চৈতন্যরূপা, অতএব আমার দ্বারাই দর্শন করিয়া থাকে। যাহারা আমার এইরূপ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহে, তাহারা সংসারের জন্মমৃত্যুরূপ ক্লেশের দ্বারা প্রপীড়িত হয়। বহুশ্রুত! তোমাকে এই দুর্লভ উপদেশ দান করিলাম, তুমি শ্রবণ করিয়া ইহা স্মরণ রাখিও (৪)। দেবগণ এবং মনুষ্যগণ যে তত্ত্বের অন্বেষণ করিয়া থাকেন, সেই দুর্লভ তত্ত্ব আমি নিজ হইতে তোমাকে বলিলাম। আমি ইচ্ছা করিলে, উপাসককে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া থাকি, আমি ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুত্বও দান করিয়া থাকি, আমি মহাযোগী করিয়া থাকি, আমি তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী করিয়া থাকি(৫)। রুদ্র যে ত্রিপুরাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা আমারই কার্য্য, আমিই তাহাকে নিহত করার নিমিত্ত, আপন শক্তির দ্বারা রুদ্রের ধনু বিস্তৃত করিয়াছি, সাধু জনের রক্ষার নিমিত্ত সংগ্রাম করিয়া থাকি, আমি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহিরন্তরে ওতপ্রোত ভাবে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছি (৬)। সর্ব্বভূতের মূল কারণস্বরূপ এই আকাশকে আমিই প্রসব করিয়াছি, আমার পরমাত্মারূপ হইতে আমি এই আকাশাদিকে প্রকাশ করিয়াছি, আমি চৈতন্যরূপে এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি, প্রকৃতিরূপেও সমস্ত অণু প্রবিষ্ট হইয়া আছি (৭)। আমি স্বাধীনা, আমার কোন কার্য্য করিতে অন্যের সহায়তার অপেক্ষা নাই, আমি নিজেই এই ত্রিভুবন সৃষ্টি করিয়া, ইহার অন্তর বাহিরে বায়ুর ন্যায় বিরাজ করিতেছি, পৃথিব্যাদি সমস্ত লোকেই নিজ

‡ মহাশয়! আগামী বার হইতে এক একটী বিষয় বিশদ করিয়া লিখিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। এক প্রবন্ধে অনেক বিষয় নিয়া হিজি গিজি করিলে পাঠকগণ ভাল বুঝিতে পারেন না, সুতরাং এক একটী বিষয় খুব পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিবেন। এবং শাস্ত্রীয় বচনগুলির অর্থ করিবার সময় বিশেষ দেখিয়া শুনিয়া করিবেন। লিখিত কাফিগুলিও বিলক্ষণ সুস্পষ্ট করিয়া লিখিবেন, নতুবা আমাদের বড়ই কষ্ট হয়। বে, স,

মহিমার সহিত আমি অধিষ্ঠিতা আছি, কিন্তু আমি স্বয়ং নির্লিপ্তা। আমাতে কোনরূপ অবিদ্যা মালিন্য নাই (৮)।"

কিঞ্চ, "তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥ কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরং। সরস্বতীমদিতীং দক্ষদুহিতরং নমামঃ পাবনাং শিবাং॥ নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ। নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্। (ঋক্ সং) অর্থ,—

যাঁহার অঙ্গের বর্ণ অগ্নির বর্ণের ন্যায় সুগাঢ় পীত, যিনি সর্ব্বজ্ঞতা প্রতিভায় সর্ব্বদা প্রদ্যোতিতা, যাঁহার সমুজ্জল কান্তির দ্বারা দশদিক্ আলোকিত হয়, যথাযথ ফললাভের নিমিত্ত নিখিল বৈদিক, স্মার্ত্ত, ও তান্ত্রিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা যিনি সর্ব্বদানবগণ-কর্ত্তৃক উপাসিতা হইতেছেন, আমি এই দুস্তর ভবসাগর সন্তরণের নিমিত্ত, সেই দুর্গা দেবীকে শরণ লইলাম। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কাল যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াদি কার্য্য সাধন করিতেছে, যিনি সমস্ত বেদের প্রতিপাদ্যা, অথবা ব্রহ্মার আরাধ্যা, যিনি শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারী, বনমালা বিভূষিত, শ্যামবর্ণ, চতুর্ভুজ রূপ ধারণে "বৈষ্ণবী" অর্থাৎ বিষ্ণুপত্নীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ষড়াননের জননীরূপে মহেশ গেহিনী, যিনি সরস্বতী রূপে ব্রহ্মার অর্দ্ধাঙ্গহরা, যিনি অদিতীরূপে কশ্যপের পত্নী হইয়া বিষ্ণু প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্য ও অন্যান্য ইন্দ্রাদি দেব বৃন্দের জননী, সেই পরম মঙ্গলরূপিণী, সর্ব্ব পাবন-পাবনা দক্ষদুহিতা দুর্গা দেবীকে বারম্বার প্রণাম।"

আবার অন্যত্র বলিতেছেন, "অথ হৈনাং পরমব্রহ্মরূপিণীং ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ো ভবতি। অব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ভবতি। অশ্রোত্রিয়ো শ্রোত্রিয়ো ভবতি। স সর্ব্বস্মাৎ পাপ্মনা বিমুক্তো ভবতি, বিমুচ্যতে এতদ্বৈতৎ। (অথর্ব্ব বেদ সং) অর্থ, যিনি বহুজন্মের উপার্জ্জিত ভাগ্যবলে এই পরমব্রহ্মরূপিণী দক্ষিণাকে ব্রহ্মরন্ধ্রে অনুভব করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন, সুতরাং তিনি অব্রাহ্মণ হইলেও তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অশ্রোত্রিয় হইলেও তিনি সমস্ত বেদার্থের পারদর্শী এবং নিখিল পাপরাজি হইতে প্রবিযুক্ত হয়েন। কেবল ইহাই নহে, তিনি ভব বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নির্ব্বাণ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

কিঞ্চ, "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং বিভুং ত্রিলোচনং লোকসাক্ষীস্বরস্তাৎ। ধ্যাত্বা মুনির্গচ্ছতি ভূতযোনিং যদব্যয়ং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ॥ (অথর্ব্ব, ও যজুর কৈবল্যোপনিষৎ) অর্থ—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যের পরমেশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সমস্ত লোকের সাক্ষিস্বরূপী, জড়াতীত, সর্ব্বভূত নিদান, সনাতন ত্রিলোচন দেবকে উমার সহিত ধ্যান করিয়া মুনিগণ ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কারণ ধীরগণ তাঁহাকেই সেই অব্যয় পুরুষ বলিয়া জানেন॥"

এইরূপ সাম ও যজুর্ব্বেদেও অসংখ্যস্থানে মা এবং বাবাকে পরম ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন।

আবার পৌরাণিকগণ বলিতেছেন, "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥ ইন্দ্রিয়াণামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা। ভূতেষু সততস্তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ। চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ। নমস্তস্যৈ *** বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ। কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কস্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥" (মার্কণ্ডেয় পুং) অর্থ,—যিনি সর্ব্বপ্রাণীর চৈতন্যরূপিণী, সেই দেবীকে বারম্বার প্রণাম। যিনি যাবৎ প্রাণীর অন্তরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রীরূপে থাকিয়া তাহাদিগের স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছেন, যিনি সমস্ত জড়ভূতের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগের অত্যদ্ভুত অপরিসংখ্যেয় কার্য্যাবলী সাধন করিতেছেন, যিনি সমস্ত প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণিত করিতেছেন, সেই ব্যাপ্তিরূপিণী দেবীকে ভূয়োভূয় নমস্কার। যিনি চৈতন্যরূপে এই অনন্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়া ত্রিলোকের অণুতা বিদূরিত করিতেছেন, তাঁহাকে ভূয়োভূয় প্রণাম। (ব্রহ্মা বলিতেছেন) মাগো! ও মা! আমি কেমন করিয়া তোমার সমস্ত গুণ ও মহিমাদির বর্ণনা করিব? মা! আমি, বিষ্ণু, এবং সর্ব্বমহেশ্বর শিবও তোমা হইতেই শরীর পরিগ্রহ করিয়াছি, সুতরাং তুমি অনাদি, আমরা সাদি, তুমি ব্যাপিকা, আমরা তোমার ব্যাপ্য, অতএব আমরা তোমার মহিমার অন্ত পাওয়ার সম্ভাবনা কি? মাগো! ত্রিলোকের সৃষ্টি, স্থিতি লয়কর্ত্তা হইয়াও আমরাই যদি তোমার গুণের পারে যাইতে অসমর্থ হইলাম, তবে এ ব্রহ্মাণ্ডে আর কোন্ ব্যক্তি তোমার স্তব করিতে ক্ষমতাবান্ হইবে?

তৎপর অসঙ্খ্য তন্ত্ররাশিও এই মতেরই প্রতিপোষণের নিমিত্ত প্রবাহিত হইয়াছেন। তাঁহারাও বলেন যে, "একং ব্রহ্মৈবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বত্র কথিতং ময়া। উপাধিভাবভেদেন নানাত্বং ভজতে সতী।" (বরদাতন্ত্র ১০প) কালীই সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থ, একথা আমি সর্ব্বত্র বলিয়া আসিয়াছি। তিনি উপাধিভেদে নানাকার পরিগ্রহ করিয়া নানাভাবে বিরাজ করিতেছেন।

কিঞ্চ, প্রসূতে সংসারং জননী! জগতীং পালয়তি চ সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ। অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীং॥ (কালীর স্বরূপাখ্য) অর্থ, (মহাকাল বলিতেছেন,) মাগো! তুমিই রজোগুণদ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সচরাচর সংসারকে প্রসব করিয়াছ, এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা এই ত্রিলোকের রক্ষা করিতেছ, আবার মহাপ্রলয় কালে তমোগুণের আশ্রয় করিয়া তুমিই এই স্থূল ক্ষিতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকলকে সংহার করিবে। অতএব ব্রহ্মাণ্ডের ব্যষ্টি সমষ্টি যাবৎ পদার্থই তোমা হইতে অভিন্ন, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবও তুমি, সুতরাং তোমাকে আর স্তব করিব কি? তোমার বিষয়ে স্তুতিবাক্যতো কিছুই নাই!"

যাবৎ শাস্ত্রেই মা আর বাবাকে এই রূপে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বেশ্বরী বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বস্তুকে কেমন করিয়া ভূত প্রেতের সন্দেহ করিব?

তবে মা আর বাবা শ্মশানে থাকে কেন? শ্মশান এত ভাল বাসে কেন? কৈলাস হইতে আরম্ভ করিয়া তন্নিম্নস্থ সপ্তলোক এবং এই ভূলোকের যাবৎ রমণীয় পরম পবিত্র স্থান পরিত্যাগ করিয়া এই বীভৎসিত শ্মশানাগারে কেন? কি জানি, কেমন

করিয়া বলিব মা শ্মশানে থাকে কেন। সকল খুয়ে শ্মশান এত ভাল বাসে কেন, তাহা মাই জানে, মাই বলিতে পারে। আর জানে বাবা, আর জানে মায়ের বাবা, মায়ের চৌদ্দপুরুষ। আর কে ও রঙ্গভঙ্গাদি জানিবে, আর বলিবে!

সাধক! তুমি এই সমস্যা পূরণ করিতে পার? অথবা এই রূপ প্রশ্ন তোমার মনে কখনো আসিয়াছে কি? যদি আসিয়া থাকে আর নিজে তাহার উত্তর করিতে না পারিয়া থাক, তবে দুই একজন ক্ষেপার সহিত সম্মিলিত হও, তৎপর চিন্তা করিয়া দেখ মা শ্মশানে থাকে কেন।

আমরা প্রকৃত বিষয় চিন্তা করার পূর্ব্বে, জগতের ভালমন্দ ও মেধ্যামেধ্যাদি বিষয়ে একটু মনোনিবেশ করা আবশ্যক মনে করি। নতুবা মায়ের পক্ষে শ্মশান এত ভাল হইল কেন, তাহা বুঝিতে পাইব না।

পবিত্রতা ও অপবিত্রতাদি বিচারে এ জগৎ হইতে দুই প্রকার বিভাগ নিরূপিত হয়। এক বাহ্য পবিত্রতাদি, দ্বিতীয় আন্তরিক পবিত্রতাদি। বাহ্য পবিত্রতাদি বাহ্য আকার প্রকার ও বাহ্য ক্রিয়াদিঘটিত। আর আন্তরিক পবিত্রতাদি আন্তরিক আকার প্রকার ক্রিয়াদিঘটিত। বাহ্য আকারাদির দ্বারা সকল বস্তু বিষয়েই এক এক প্রকার অনুকূল বা প্রতিকূল বোধ জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারা বস্তুর বাহ্য পবিত্রতাদি বুঝিতে হয়। আন্তরিক ক্রিয়াদির দ্বারা যে অনুকূল প্রতিকূল বোধ জন্মে, তদ্দ্বারা আন্তরিক পবিত্রতাদি প্রতিপন্ন হয়। যে বস্তু বাহ্য আকার প্রকারে হৃদয়ের অনুকূলবেদ্য, তাহা বাহ্য পবিত্র বা ভাল। আর যাহা প্রতিকূল বেদনীয়, তাহা বাহ্য অপবিত্র বা মন্দ। যে বস্তু আন্তরিক আকার প্রকারাদির দ্বারা অনুকূল বেদনীয়, তাহা আন্তরিক পবিত্র বা ভাল। আর যাহা প্রতিকূলবেদনীয়, তাহা আন্তরিক অপবিত্র বা মন্দ।

এই নিয়মে কোন বস্তু কেবলই পবিত্র, অথবা কেবল অপবিত্রও হইতে পারে। আবার কোন বস্তু পবিত্রতা ও অপবিত্রতা উভয় মিশ্রিত হইবে। যে বস্তু বাহ্য এবং আন্তরিক উভয় রূপেই পবিত্র বা অপবিত্র, তাহা কেবল পবিত্র, অথবা অপবিত্রের মধ্যে পতিত হইবে। যাহা বাহ্য পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক অপবিত্র, তাহা, কিম্বা বাহ্য অপবিত্র আন্তরিক পবিত্র তাহা পবিত্রতা ও অপবিত্রতা এই উভয় মিশ্রিত হইল। সদ্যোজাত গব্য ঘৃত, গব্য দুগ্ধ, এবং গঙ্গোদকাদি দ্রব্য কেবলই পবিত্র। উহা বাহ্যতায়ও পবিত্র, অন্তরেও পবিত্র। মনুষ্যের মল মূত্রাদি উভয়থা অপবিত্র, সুতরাং কেবলই অপবিত্র। পলাণ্ডু, লশুন, ছত্রাকু, গৃঞ্জন, ও নিষিদ্ধ মৎস্য মাংসাদি বাহ্যতায় পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক অপবিত্র। হিলমোটা, গান্ধালী প্রভৃতি শাক শবুজী আন্তরিক পবিত্র, কিন্তু বাহ্যতায় অপবিত্র। গোময় গোমূত্র প্রভৃতি বাহ্যতায় অপবিত্র, কিন্তু আন্তরিক পবিত্র। উহার আন্তরিক ক্রিয়া শারীরিক এবং মানসিক নিতান্তই অনুকূল।

আতর, গোলাপ জল প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য বাহ্যতায় পবিত্র, কিন্তু অন্তরে নিতান্তই অপবিত্র। কারণ উহা ঘোরতর রজোগুণজ বস্তু। উহার আন্তরিক ক্রিয়ার দ্বারা মানবের অভ্যন্তরে নিতান্ত অশুভ ঘটিয়া থাকে। উহার দ্বারা ভোগ স্পৃহাদি বৃদ্ধি হয়, কামাদি পাশব বৃত্তির উদ্দীপনা হয়। ধূপ গুগ্গুলু প্রভৃতি আন্তরিক পবিত্র বস্তু। উহার আভ্যন্তরিক ক্রিয়ার দ্বারা হৃদয়ের ভক্তি প্রেমাদি সাত্ত্বিকী বৃত্তির উদ্দীপনা হয়। বকুল, পাঠল, মাধবী, মালতী, জাতী, জূতী, কণ্টকী-চম্পকাদি পুষ্পগুলি বাহ্য পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক নিতান্ত অপবিত্র। ঐ সকল পুষ্পের আঘ্রাণাদির দ্বারা চিত্তের আভোগ বৃদ্ধি এবং পাশব প্রবৃত্তির পরিদীপনা দর্শনই ইহার অখণ্ড প্রমাণ। জবা, করবীর, দ্রোণ ও অপরাজিতা আন্তরিক পবিত্র। বাহ্যে উহার পবিত্রতা, বা অপবিত্রতা কিছুই নাই। নাগকেশর, কনক, চম্পক, গন্ধরাজ ও ধুস্তূরাদি পুষ্প উভয়থা পবিত্র। উহাদের ঘ্রাণাদি অন্তর বাহির উভয়ত্রই অনুকূল বেদনীয়। জাতি, যূতী, মাধবী প্রভৃতি রচিত কুঞ্জাদি বাহ্য পবিত্র, কিন্তু আন্তরিক অপবিত্র। তুলসী কানন, ধাত্রী কানন এবং বিল্ব কাননাদি আন্তরিক পবিত্র। ভোগানুরাগী আর বিরাগীর প্রিয়তা আর অপ্রিয়তাই এতদুভয়ের জ্বলন্ত প্রমাণ। যাহা ভোগানুরাগী-প্রিয়, তাহাই রজ আর তমোমূলক দ্রব্য, তাহাই বাহ্য পবিত্র, আন্তরিক অপবিত্র। আর যাহা বিরাগীর প্রিয়, তাহাই সত্ত্বগুণ-মূলক, এবং আন্তরিক পবিত্র। হারমোনিয়ম, বেহালা, সেতারা, মন্দিরা, বেণু, তবল, আর খোল, (অনেক পরিমাণে) এই সকল বাদ্য বাহ্যে পবিত্র আন্তরিক অপবিত্র। আর করতাল, মৃদঙ্গ, শিঙ্গা, ডমরু, শঙ্খ, কাঁশী, ঘণ্টা, ঘড়ী, ঢক্কা প্রভৃতি বাদ্য আন্তরিক পবিত্র। বাহ্য পবিত্র কুসুমামোদে আমোদিত, বাহ্য পবিত্র বৃক্ষ লতাদি পরিশোভিত, বিচিত্র শয্যাসনাদি সাধিত মনোহর পর্য্যঙ্কাদি সুসজ্জিত রমণীয় দ্বিতল, ত্রিতল প্রাসাদ মালায় পরিপূর্ণ সৌধভবন বাহ্য পবিত্র কিন্তু আন্তরিক নিতান্ত অপবিত্র। কারণ ঐরূপ স্থানে গেলে ঘোরতর ভোগ স্পৃহা ও নানাবিধ পশুভাবের সন্দীপন হয়, এ জন্যই উহা তাদৃশ প্রকৃতি সম্পন্ন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। আর বিবিক্ত নদী তীর, মধ্য মাঠের চতুষ্পথ, রাজস তামস বৃক্ষ লতাদি পরিশূন্য বিজন অরণ্য, ছাড়া বাড়ী, এইরূপ সকল স্থান বাহ্যে অপবিত্র হইলেও অন্তরে পরম পবিত্র। এখানে গেলে রাজসাদি পাশবভাব এক বারেই বিদূরিত হয়, এবং বৈরাগ্যাদি সত্ত্বভাব সমুদিত হয়।

এই যে দেখিতেছ মহাভয়াবহ মহাশ্মশান, আন্তরিক দর্শনে উহা পরম পবিত্র ধাম। উহার তুল্য সর্ব্বপাবন মহাতীর্থ ত্রিভুবনে দুর্ল্লভ। শ্মশান বাহ্যে অপবিত্র বটে, কিন্তু আন্তরিক পবিত্রতায় উহা সর্ব্ব পাবন পাবন। ঐ মহাক্ষেত্রে উপস্থিত হইবামাত্র মহানরক সদৃশ হৃদয়ও অগ্নি-পরিশোধিত সুবর্ণের ন্যায় সুপরিষ্কৃত হয়। শ্মশানে গেলে ছাগলের ন্যায় কামাতুর শিহ্লনাচার্য্যের ন্যায় কাম পরিশূন্য হয়। ধনাভিমান ও পদাভিমানের পর্ব্বত ঐখানে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া উড়িয়া যায়। রূপ যৌবনের সুদারুণ অহঙ্কার-স্তূপ ঐ খানে যাইবামাত্র ভস্মসাৎ হয়। ঘোরতর বিষয়ামিষ-পিপাসা একবারে প্রশান্ত হইয়া যায়। বিষয়োন্মত্ত ব্যক্তিগণেরও পরম বৈরাগ্য বিকসিত হয়। যে মনুষ্য-পশুর এজন্মে কখনো বিবেকের সহিত পরিচয় নাই, তাহারো নির্ম্মল বিবেকোদয় হয়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ পামরেরও রূপ, যৌবন, দেহ ধনাদির পরিণাম স্মরণ হইয়া শেষের এক মাত্র শরণ্যা সেই

জগন্মাতার স্মরণ লইতে প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অধিক কি, একমাত্র শ্মশানই পরম শান্তির নিকেতন, সর্ব্ব পাপ বিমোচন, পরম শুভাবহ পবিত্র ধাম। পৃথিবীর যাবৎ পুণ্য ক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া যেরূপ পবিত্রতা লাভ করা যায় না, ক্ষণ মাত্র শ্মশান সঙ্গে অপ্রার্থিত ও অলক্ষিত রূপে তাহা করস্থ হয়। গঙ্গা যমুনাদি সমস্ত সলিলময় তীর্থে আজন্ম অবগাহন করিয়া যে ফলের লাভ করা যায় না, শ্মশান ধাম স্পর্শ মাত্রে সেই ফল উপনীত করে। যাবজ্জন্ম সাধু সেবা করিয়া যে ফল লাভের আশা করা যায় না। শ্মশান ধাম দর্শন মাত্রে সেই ফলে উপনীত করে। যাবজ্জীবন দেব সেবা করিয়া যে ফল প্রাপ্তি ভাগ্যে ফলিয়া উঠে না, শ্মশান একবার দর্শন মাত্রে সেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব শ্মশান সদৃশ পবিত্র ধাম ত্রিভুবনেই দুর্ল্লভ। সাধক! এখন বল দেখি মা কোথায়, থাকিবেন, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ স্থান মা এবং বাবার থাকার যোগ্য?

আবার আর একটি কথাও শুন। এই যে বাহ্য এবং আন্তরিক পবিত্রতা অপবিত্রতাদি প্রদর্শিত হইল, ইহা কেবল জড় বস্তুর পক্ষেই নহে, প্রাণিরাজ্যেও এই উভয়বিধ পবিত্রতা ও অপবিত্রতা আছে। পবিত্রতা অপবিত্রতার এই বাহ্যাভ্যন্তর-বিভাগ জড় চেতন সাধারণ জানিবে।

বাহ্য আকার প্রকারাদি যাহাদের অনুকূল বেদনীয়, অর্থাৎ পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন, তাহারা অন্তরে নরককীট হইলেও বাহ্য পবিত্র। আর আন্তরিক আকার প্রকারাদি যাঁহাদের অনুকূল বেদনীয় বা পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন, তাঁহারা বাহ্যে অপবিত্র হইলেও আন্তরিক পবিত্র। কিন্তু যাঁহাদের উভয়ই পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন, অথবা অনুকূল বেদনীয়, তাঁহারা উভয়থা পবিত্র।

এই ত্রিবিধ পবিত্রাপবিত্র আত্মার সহিত ত্রিবিধ পবিত্রাপবিত্র দ্রব্যের সমসামঞ্জস্য আছে। যাহারা বাহ্য পবিত্র আত্মা, তাহারা আন্তরিক পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কোন সম্পর্ক রাখে না, কেবল বাহ্য পবিত্রতা অপবিত্রতার সঙ্গেই তাহাদের সম্বন্ধ। যে বস্তু বাহ্যে পবিত্র, তাহা অন্তরে তীক্ষ্ণতর নরকাকার হইলেও বাহ্য পবিত্র আত্মার প্রীতিকর হয়। কিন্তু অন্তরে অতীব সুপবিত্র হইলেও বাহ্যে অপবিত্র বস্তু উহাদের প্রিয় হইতে পারে না। তবে বাহ্য পবিত্রতা ঠিক থাকিয়া যদি অন্তরেও পবিত্রই হয়, তাহাতে কোন আপত্তি নাই। এ নিয়মে জানা গেল যে, বকুল, মালতী, জূতী, জাতী প্রভৃতি পুষ্প, জাতী, জূতী রচিত কুঞ্জাদি এবং তাদৃশ তরু লতায় পরিবেষ্টিত মনোহর পর্য্যঙ্কাদি-পরিসাধিত বিচিত্র অট্টালিকা, আর হারমোনিয়ম ও সেতার বেহালাদির বাদ্য এবং আতর গোলাপাদির গন্ধ ইত্যাদি বাহ্য পবিত্র বিষয়গুলি কেবলমাত্র বাহ্য পবিত্র-আত্মারই প্রিয়তর হইবে, কিন্তু অন্তঃপবিত্র ব্যক্তির নহে।

যাঁহারা অন্তঃপবিত্র-আত্মা, তাঁহাদের পক্ষে অন্তঃপবিত্র বিষয়-জাতই বিশেষ প্রীতিকর হইবে। তাহা বাহ্যতায় অতি ঘৃণিত হইলেও অন্তঃপবিত্র ব্যক্তির অতি আদরের বস্তু। তৎপর যদি উভয়থাই পবিত্র হয়, তাহাতেও কোন বাধা নাই। ইহার দ্বারা জানা গেল যে, জবা, অপরাজিতা, দ্রোণ, করবীর ও নাগকেশরাদি কুসুম, তুলসী, বিল্বাদির কানন, করতাল, ডমরু প্রভৃতির বাদ্য, ধূপ গুগ্গুল প্রভৃতির গন্ধ এবং মহাশ্মশানাদি স্থান ইত্যাদি বিষয়গুলি অন্তঃপবিত্র আত্মার প্রিয়তম বস্তু।

এখন মাকে ইহার কোন্ শ্রেণীর আত্মা বলিতে চাও? যে সকল আত্মা অন্তরে অপবিত্র, কিন্তু বাহ্য পবিত্র, তাহা ক্রিমি কীটের রূপান্তর ব্যতীত আর কিছুই না। আর যাঁহারা বাহ্য পবিত্রতা অপবিত্রতার কোন ধার না ধারিয়া সতত অন্তঃপবিত্র তাঁহারাই দেবদুর্লভ আত্মা। অন্তঃপবিত্র ব্যক্তির নিকট যখন বাহ্য পবিত্রতাদি একবারেই অলক্ষিত বিষয়, তখন তাঁহাদের নিকট উভয় পবিত্র বস্তু আর কেবল অন্তঃপবিত্র বস্তু, এই দুয়ের কিছু পার্থক্য বোধ নাই। তবে সূক্ষ্ম বিচার করিতে গেলে উভয় পবিত্র অপেক্ষায় অন্তঃপবিত্রই শ্রেষ্ঠতর। কারণ, প্রকৃত অন্তঃপবিত্র আত্মার মোটে বাহ্য সংজ্ঞাই থাকিতে পারে না, সুতরাং বাহ্য পবিত্রতা তাঁহারা কিরূপে রক্ষা করিবেন? যতক্ষণ সম্পূর্ণ অন্তর্দৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ বাহ্য দৃষ্টিও কিছু কিছু থাকে, ততক্ষণই আত্মার উভয়ত্র পবিত্রতা হয়, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টির চরমাবস্থায় নহে, অতএব অন্তঃপবিত্রতার শেষাবস্থায়ও নহে। সুতরাং উভয় পবিত্র অপেক্ষায় কেবল অন্তঃপবিত্র আত্মা অধিকতর পূজনীয়।

মা ও বাবা, কিন্তু বেদ পুরাণাদির দ্বারা আত্মার আত্মা পরমাত্মারূপে নিরূপিত হইয়াছেন, যাহা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং মায়ের বাহ্য আর অভ্যন্তর এই দুই নাই। মা কেবলই অন্তরাত্মরূপিণী, অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মময়ী। যাহা সর্ব্ব জীবের অন্তরের অন্তর, তাহাই মা। মা কেবলই অন্তররূপিণী। তাঁহার বাহ্যরূপ নাই, বাহ্য জড়দেহ নাই, অর্থাৎ পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূতে রচিত জড় দেহ নাই। মায়ের দেহ ইচ্ছাময়, সুতরাং তাহাতে হস্ত পদাদি থাকিলেও অন্তর বাহির নাই। তাই কেবলই অন্তর। অতএব মা বাহ্য পবিত্রতা অপবিত্রতার কিছুমাত্র সম্পর্ক রাখে না। বাহ্যে নরকাকার হইলেও মায়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আবার পরম স্বর্গীয় বস্তু হইলেও কোন সংস্রব নাই। সংস্রব আছে অন্তঃপবিত্রতাদির সহিত। যাহা অন্তরে অপবিত্র তাহা বাহ্যে পরম পবিত্র হইলেও মায়ের ঘৃণার্হ হইবে। আর যাহা অন্তরে পবিত্র, তাহা বাহ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক, কিন্তু মায়ের পরম প্রীতিকর হইবে। অন্তর বাহির উভয়থা পবিত্র আর কেবল অন্তঃপবিত্র এতদুভয়ের মধ্যেও মায়ের দৃষ্টিতে কোন ইতর বিশেষ নাই। কারণ মায়ের বাহির পদার্থই আদৌ নাই, এ কথা বলা হইয়াছে। অতএব অন্তঃপবিত্র আর উভয়থা পবিত্র এই দুইই মায়ের সমান প্রীতিবর্দ্ধন। ইহাই স্থিরতর সিদ্ধান্ত।

এখন বল দেখি, মা ও বাবা কোথায় থাকিবেন; কোন্ ফুলে সাজিবেন, কোন্ বাদ্য শুনিবেন, এবং কিরূপ ঘ্রাণে পরিতৃপ্তা হইবেন? মাকি এই অন্তনরক বাহ্য পবিত্র বিচিত্র অট্টালিকায় থাকিবেন, অথবা ঐ বাহ্যে অপবিত্র অন্তরে পরম পবিত্র সর্ব্ব পাবন পাবন-দেবারাধ্য মহাপুণ্য ক্ষেত্র মহাশ্মশানেই থাকিবেন? অথবা এই অন্তরে অপবিত্র বকুলাদি কুসুম, আতর গোলাপের গন্ধ, জাতী যূতীর উদ্যান, সেতারাদির বাদ্যই মায়ের প্রীতিকর হইবে? কিম্বা, অন্তঃপরিত্র ঐ জবা করবীরাদি

কুসুম, ধূপাদির ঘ্রাণ, বিল্বাদির উদ্যান, এবং করতাল ঢক্কাদির বাদ্যই মায়ের প্রিয়তম হইবে? ঐ দেখ, হৃদয়বান্ সাহসী সাধক ঊর্দ্ধ বাহু হইয়া বলিতেছেন "মা শ্মশানে থাকিবেন;—মা শ্মশানে থাকিবেন"—"জবাদি কুসুম, বিল্বাদি কানন, ধূপাদির ঘ্রাণ এবং ঢক্কাদি বাদ্যই মায়ের প্রীতিকর হইবে। মা কমলা, কেবল বাহ্য পবিত্র নরকসদৃশ অট্টালিকাদি প্রীতিকর মনে করিবেন না—মা শ্মশানে থাকিবেন, শ্মশানে থাকিবেন" এখন এই মহা বাক্যের গৌরব বুঝিতে পারিয়াছ, অতএব ইহা শিরোধার্য্য কর।

এই জন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, "শ্মশানং শূন্যমাগারং বিজনঞ্চ চতুষ্পথং। তথারণ্যং নদীতীরং জগন্মাতুরুপাশ্রয়ঃ॥" এবং "কৃষ্ণাপরাজিতা সাক্ষাৎ ভদ্রকালী ন সংশয়ঃ। করবীরঞ্চ ভুবনা দ্রোণং ভুবনসুন্দরী। জবা সাক্ষাদ্ভগবতী সর্ব্ববিশ্বম্বরূপিণী॥ যে সাধকা জগন্মাতরর্চ্চয়ন্তি শিবপ্রিয়াম্। এতৈশ্চ কুসুমৈশ্চণ্ডি! তে শিবেন সমা ধ্রুবম্॥" এবং কিংশুকৈস্তগরৈশ্চৈব তথা কনকচম্পকৈঃ।" ইত্যাদি।

আরো তিনটি কারণে মা আর বাবা শ্মশানালয়ে অবস্থিতি করেন। ১ম,—মা আর বাবা ষড়্বিকাররহিত আত্মারামপদার্থ। ষড়্ভাবরহিতা নিত্যা।" অতএব বিকারী বস্তু মায়ের প্রীতিকর হইতে পারে না। মৃগতৃষ্ণাস্বরূপ মিথ্যাবিষয়জাল মায়ের আনন্দজনক হইতে পারে না। "নহি বাত্মারামং বিষয় মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি।" এজন্য মিথ্যা, বিকারী, বিষয়ামোদ পরিশূন্য মহাশ্মশানই মা ও বাবার অধিষ্ঠান ভূমি।

(অন্তর্জগতেও সেই ষড়্বিকার রহিত ব্রহ্মরন্ধ্রের পরম ধাম মায়ের বসতিস্থান। আবার লৌকিক রাজ্যেও সত্যলোকের অতীত সেই নির্ব্বিকার কৈলাস ধামে মায়ের বসতি!

"অথ হৈনাং পরম ব্রহ্মরূপিণীং ব্রহ্মরন্ধ্রে ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ো ভবতি।" "কৈলাসবাসিনী কালী কৈলাসামোদকপ্রিয়া।" এইরূপ যোগিগণের হৃদয়ধাম প্রভৃতি নির্ব্বিকার স্থানমাত্রেই মা আর বাবার বসিবার স্থান।

দ্বিতীয়।—সৃষ্টির আদিতেও কেবল মাত্র মা আর বাবাই ছিলেন, সর্ব্ব সংহারের পরেও মা আর বাবাই থাকিবেন। "সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেবাসীস্ত্বমেবান্তেহবশিষ্যসে" পঞ্চশূন্যে স্থিতা তারা সর্ব্বান্তে কালিকা স্থিতা।" এই কথা শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত মা সর্ব্বান্তভূমি মহাশ্মশানে অবস্থিতি করেন। অপিচ, যখন জীবনাবসান হইবে, যখন এই রূপ যৌবনের অভিমানের খনি-তোমার এই তনু খানি ভস্মীভূত হইবে, তখন আর কেহই থাকিবে না, এই পরম প্রেয়সী রমণী তোমার সঙ্গে যাইবেন না, তনয় তনয়া সহোদর সহোদরাগণও সুদূরে অদৃশ্য হইয়া রহিবে, ধন, সম্পদ্, অট্টালিকাদিও সঙ্গী হইবে না, শৌর্য্য, বীর্য্য, প্রভুত্বাদি দেহের সঙ্গেই ভস্মরাশি হইবে, আর কিছুই থাকিবে না, কেহই যাইবে না। তোমার প্রতি ফিরিয়া চাইতে, তোমাকে "আমার" বলিতে তোমার দুঃখে দুঃখী হইতে আর কেহই থাকিবে না, একমাত্র মাই তখন অবস্থিতি করিবেন। ভীষণাকার প্রেতরাজের অনুচরগণ আসিয়া যখন তোমার শেষশয়নের চারিদিকে দণ্ডায়মান হইবে, করে করমর্ষ শত দণ্ড কড়মড়া সহিতে বিঘূর্ণিত রক্তনেত্রে সেই ভৈরব দেহে যখন তোমার প্রতি ভীষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিবে, যখন শ্লেষ্মার বিক্ষোভে তোমার সমস্ত অবয়ব অবসন্ন হইবে, সমস্ত ইন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইয়া আসিবে, আরক্ত ও স্ফুটিত নেত্রদ্বয় স্পন্দরহিত হইবে, বাগিন্দ্রিয় মগ্ন হইয়া যাইবে, কর, চরণ শিথিল হইয়া পড়িবে, তখন কে তোমার সহায়তা করিবে! কে তোমাকে পরিত্রাণ করিবে! যদি অন্তরে অন্তরে প্রাণপণে ডাকিতে পার, তবে একমাত্র শমনবারিণী মাই তখন সেই অভয়প্রদ করপল্লব উত্তোলন করিয়া "মা ভৈঃ" "মা ভৈঃ" বলিয়া সম্মুখে দাঁড়াইবেন। শ্লেষ্মার তরঙ্গে তোমার সমস্ত অবয়বশক্তি, সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি ডুবিয়া গেলে তোমাকে এ দেহ হইতে নিষ্কর্ষণের নিমিত্ত যখন সেই অতিঘোরা উৎক্রান্তিদা শক্তির দ্বারা আপাদমস্তক সহস্র সহস্র তীক্ষ্ণাঘাতে ভগ্ন করিতে থাকিবে, যখন সেই নিদারুণ যন্ত্রণার বিবরণ বান্ধবগণে নিবেদনের নিমিত্ত প্রাণান্ত চেষ্টাও বিফল হইতে থাকিবে, যখন এক এক বার মুখ ব্যাদান করিয়াও বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পাইবে না, বান্ধবের আশ্রয়ের নিমিত্ত ঈষৎ প্রসারিত না হইতেই বাহুদ্বয় পড়িয়া যাইতে থাকিবে, যখন স্ফুটিত নয়নদ্বয়ের সম্মুখে প্রথমে ধূমাধূমাক্রমে অন্ধকারময় হইয়া উঠিবে, যখন অশ্রুধারায় গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে থাকিবে, তখন আর কেহই সাহায্য করিতে পারিবে না, তখন প্রাণে প্রাণে ডাকিতে পারিলে কেবলমাত্র মাই তোমার পরিত্রাণের ভরসা, মায়ের নামশ্রবণমাত্রেই যমদূতগণ দেশান্তরিত হয়। তীব্র নিষ্পেষণের উৎপীড়নে যখন তুমি অস্থিমজ্জাদিরহিত জড়বৎ সূক্ষ্ম দেহ লইয়া এ দেহ ছাড়িয়া পলাইতে থাকিবে, আর অমনি রোষান্ধ প্রেতপুরুষগণ তোমাকে পশুমারবৎ লইয়া যাইতে থাকিবে, তখন আর কেহই জিজ্ঞাসা করিবে না, কেহই থাকিবে না, থাকিবেন কেবল মা। উচ্চৈঃস্বরে "মা-মা" বলিয়া ক্রন্দন করিলে, "ভয় নাই ভয় নাই" বলিয়া মাই তখন সম্মুখীনা হইবেন। প্রেতরাজ্যে যাইতে যাইতে অনতিদূরবর্ত্তী কুম্ভীপাকাদি নরকের সেই প্রাণনাশক পূতিগন্ধ আসিয়া যখন তোমার পঞ্চ প্রাণ আতঙ্কিত করিবে, আগ্নেয় নরকের জ্বালা-মালা আসিয়া, যখন তোমার হৃদয় শুষ্ক করিতে থাকিবে, নরকীগণের ভয়াবহ আর্ত্ত নিনাদ তোমার শ্রবণ স্পর্শ করিয়া যখন কশ্মলাপন্ন করিবে, তখন চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া আর কাহাকেও দেখিতে পাইবে না, তখন স্ত্রীও নাই, পুত্রও নাই, পিতাও নাই, মাতাও নাই, ভ্রাতাও নাই, শ্যালা সম্বন্ধী বন্ধু বান্ধব কেহই তোমার অভয়দানের নিমিত্ত উপস্থিত হইবে না, প্রাণপনে ডাকিতে পারিলে, সেই যমভয়-বারিণী মহানরক-তারিণী, সর্ব্বদুঃখনাশিনী, পরব্রহ্মরূপিণী, একমাত্র আনন্দময়ী মাকেই তখন সম্মুখে দণ্ডায়মানা দেখিবে। এই উপদেশ প্রকাশের নিমিত্ত, মা মহাশ্মশানে বাস করিতেছেন।

তৃতীয়।—মা আর বাবাই এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কর্ত্তা। শিব দুর্গা হইতেই ত্রিলোকের সৃষ্টি, তাঁহা হইতেই পরিপালিত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে, আবার তাঁহার দ্বারাই সংহার প্রাপ্ত হইয়া প্রবিলীন হইবে। এজন্য যেখানে সৃষ্টি, সেইখানেই মা বাবার শক্তির আবির্ভাব থাকিবে, এবং পালন আর সংহার স্থানেও বিশেষরূপে অধিষ্ঠান থাকিবে। তাই দেখ, সর্ব্বপ্রাণীর পিতা মাতার দেহে শিব দুর্গা বাস করিতেছেন "স্ত্রিয়ঃ

সমস্তাঃ সকলা জগৎসু"। "পুমান্ পুমাংশ্চ" (চণ্ডী ও শ্রুতি) এই জন্য সধবা ও কুমারীতে মায়ের, এবং বালক ও পুরুষে বাবার পূজা হইয়া থাকে। সর্ব্ব প্রাণীর প্রাণরক্ষার নিদান ধান্যাদি শস্যও শিবদুর্গার বসতিস্থান। "লক্ষ্মিস্ত্বং ধান্যরূপেণ" (পুরাণ) এজন্যই শ্রীদুর্গোৎসবাদিতে ধান্যাদির উপরে মায়ের অর্চ্চনা করে। অবশেষে এই সর্ব্বসংহারভূমি মহা শ্মশানও মা আর বাবার অধিষ্ঠানের স্থান। এইরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়স্থানে শিবদুর্গা বিরাজ করিতেছেন।

এখন জিজ্ঞাসিতে পার যে, যে শ্মশানে ব্রহ্মময়ী মা এবং সদাশিব বাস করিতেছেন, সেখানে আবার প্রেত পিশাচ বসতি করে কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। প্রেত ও পিশাচগণ শ্মশানে অবস্থিতি করে, যদি ইহা বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু তাহা হইলেও মা বাবার সহিত উহাদের কোন সম্পর্কই নাই, দেখা সাক্ষাত্ও নাই। প্রেত পিশাচগণ শ্মশানের যে স্তর অধিকার করিয়া থাকে, তাহা মা বাবার বসতি স্তর নহে। মায়ের বসতি রাজ্য কখনো প্রেতগণ দেখিতেও পায় না। প্রেতগণ বাহ্যাভ্যন্তর উভয়থা অপবিত্র প্রাণী। উহারা শ্মশানের সেই অপবিত্র বাহ্য ভূতে রচিত বাহ্য স্তর অধিকার করিয়া অবস্থিতি করে। বাহ্য স্তরের অভ্যন্তরবর্ত্তী যে সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম রাজ্য আছে, তাহা কখনো প্রেত পিশাচের দৃষ্টিগোচরও হয় না। মা, বাবা, বাহ্যভূত রাজ্যের অতীত বস্তু, থাকেনও বাহ্যভূতের অতীত সেই সূক্ষ্ম রাজ্যে, সুতরাং ভূত প্রেত তাঁহাকে কি প্রকারে সন্দর্শন করিবে?

ভাবিয়া দেখ, আমরা এই পার্থিব রাজ্যে বাস করিতেছি, কিন্তু মা এবং বাবাও যে এখানে নাই, তাহা বুঝিও না। মা সত্তা বা চিদ্রূপে সর্ব্বত্রই সমভাবে বিদ্যমানা রহিয়াছেন। মা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণু পরমাণুর অন্তর বাহিরেও ওত প্রোত রূপে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং আমরা যেখানে আছি এখানেও মা আছেন। শ্মশান কেবল মায়ের বিশেষ আবির্ভাবস্থান বলিয়াই এত কথা হইতেছে, নতুবা মা অন্তর্নিহিতরূপে অবস্থিতি করিতেছেন না, এমত কোন স্থান ত্রিভুবনের মধ্যেও ঘটিবে না। তবে বল দেখি এখানে আমরা মাকে এবং বাবাকে দেখিতে পাইনা কেন? যে কারণে একস্থানে থাকিয়াও আমরা মাকে দেখিতেছি না, ঠিক সেই কারণেই ভূতপ্রেতগণ মাকে দর্শন করিতে পারে না, কোন তত্ত্বও রাখে না। আমরা বহিরাজ্যের প্রাণী, জড়জগতের স্থূল জড়স্তরে বাস করিতেছি, মা অধ্যাত্মতত্ত্বরূপিণী, সর্ব্বান্তর্নিবাসিনী। তিনি ইহার অন্তঃস্তরে বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং আমরা তাঁহাকে কি প্রকারে সন্দর্শন করিব? প্রেতপিশাচগণও সেইরূপ জড় রাজ্যে থাকিয়া মাকে দেখিবে কিরূপে? তাহা কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব ভূত প্রেতের সহিত মায়ের কোনই সংস্রব নাই।

সাধকগণ শ্মশানে গিয়া মায়ের রাজ্যে উপনীত হওয়ার বাসনায় অনুরূপ চেষ্টা করিতে করিতে এই অতিস্থূল আমাদের জড় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যখন ইহা অপেক্ষায় কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর প্রেতরাজ্যে উপস্থিত হয়েন, তখন ভূতপ্রেত দর্শন এবং তাহাদের কুস্বভাবজনিত উৎপীড়ন অনুভব করিয়া থাকেন। যে সাধক মায়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন, তিনি ঐ রাজ্যকে এই পার্থিব অতিস্থূলরাজ্য অপেক্ষায় একটু অন্যরূপ দেখিয়া উহাকেই মায়ের রাজ্য মনে করিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহারাই যদি দুর্ভাগ্যবশাৎ আর অধিক উন্নতস্তরে উঠিতে না পারেন, তবে মাকে এবং বাবাকে ভূতপ্রেত সহচারিণী বা সহচারী বলিয়া বিশ্বাস করেন। জাগ্রত হইয়া অন্যকেও সেইরূপ উপদেশ দিয়া থাকেন।

বাস্তবিক বাবার ও মায়ের বিভূতিপ্রসূত ভূত ও যোগিনী নামে এক প্রকার মহোন্নত আত্মা সমূহ আছেন, তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণেরও আরাধ্য বস্তু। কোন কোন যুদ্ধ বিগ্রহাদির সময়ে তাঁহারা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই জন্য শাস্ত্রের কোন স্থানে বাবাকে ভূতপতি, এবং মাকে যোগিনী-কোটি-পরিবৃতা বলা হইয়াছে। কিন্তু সেই ভূত আর যোগিনী, প্রকৃত ভূত বা যোগিনী নহেন। তাঁহারা প্রকৃত ভূত প্রেতের অদৃশ্য বস্তু। তাঁহারা এই ভূতপ্রেতের অধিবাস স্থূলজড়স্তরের অধিবাসী নহেন। প্রমাণ যথা, "নিশ্বাসান্ মুমুচে যাংশ্চ যুধ্যমানা রণেঽম্বিকা। তএব সদ্যঃ সম্ভূতাগণাঃ শত সহস্রশঃ যুযুধুস্তে পরশুভির্ভিন্দিপালাসিপট্টিশৈঃ॥ (চণ্ডী) ফলকথা, শ্রীরামের অনুচর হনুমান্, সুগ্রীব, অঙ্গদ প্রভৃতি বানরগণ যেমন বানরাকারধারী হইলেও এই মর্কট বা হনু বানর নহেন। সেইরূপ, মা ও বাবার বিভূতিরূপ যে সকল গণসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই ভূতপ্রেত নহেন।

এখন আর একটি কথা বলিয়াই প্রস্তাবের শেষ করিব। প্রকৃত বিষয়ের উপরে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মা যদি শ্মশানেই থাকিবেন, এবং সেই নির্দ্দিষ্ট পুষ্পাদিই মায়ের প্রিয়তর হইল, তবে শ্মশান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে তাঁহার পূজা করা হয় কিরূপে? এবং মালতী যূতী প্রভৃতি পুষ্পাদির দ্বারাই বা তাঁহার অর্চ্চনা কি প্রকারে হয়?

ভরসা করি অতি সহজেই আমরা এই প্রশ্নের মীমাংসায় কৃতকার্য্য হইব। সত্য বটে মা শ্মশান বাসিনী। কিন্তু সাধক যত ক্ষণ কেবল বাহ্য পবিত্র এবং অন্তরে অপবিত্র থাকিবেন, ততক্ষণ সেই বাহ্যতায় অপবিত্র শ্মশানে সে কিপ্রকারে যাইবে? শ্মশানের নাম শ্রবণ মাত্রই যে তাহার ভয় ও ঘৃণাদির সঞ্চার হইবে! তবে সে শ্মশানে গিয়া উপাসনা করিবে কিরূপে? অতএব নিজে যতক্ষণ বাহ্য পবিত্র এবং অন্তরে অপবিত্র থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে সেই পূর্ব্বোক্ত বাহ্য পবিত্র স্থান এবং বাহ্য পবিত্র উপহারাদির দ্বারাই মায়ের পূজা করিতে হইবে। পরে যখন অন্তঃ পবিত্রতা জন্মিবে, তখন সেই অন্তঃ পবিত্র শ্মশানাদি স্থানে গিয়া অন্তঃ পবিত্র উপহারাদির দ্বারা মায়ের আরাধনা করিবে। ব্যবহারও তাহাই আছে। এজন্যই, বাহ্য পবিত্র স্থান এবং বাহ্য পবিত্র উপহারাদি মায়ের উপাসনায় শাস্ত্রেও উল্লিখিত আছে। আমরা সকলেই বাহ্য পবিত্রাবস্থার লোক। অতএব আমাদিগের কদাপি মহাশ্মশানাদিতে যাইবার অধিকার নাই। আমাদিগকে এই বাহ্য পবিত্র স্থানাদি সহায় করিয়াই মায়ের সাধন করিতে হইবে। মা যখন সত্তা বা চৈতন্যরূপে সর্ব্ব ব্যাপক বস্তু, তখন আমাদের নিরাশ্বাস হওয়ারও কোন কারণ নাই। শ্মশান কেবল মায়ের বিশেষ আবির্ভাব স্থান, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অতএব তোমরা ঘরে বসিয়া মায়ের সেবা করিবে, আর অন্তঃপবিত্র যোগিগণ শ্মশানারোহণ করিয়া মায়ের চিন্তা করিবেন। যেহেতু মা শ্মশানবাসিনী। এখন বুঝিলাম, কি জন্য মা শ্মশান নিবাসে, আর কি জন্য মা শ্মশান ভাল বাসে। ইতি।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

বিধবা স্ত্রীর কর্ত্তব্য নির্ণয়।

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছেদপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, এই প্রকার ব্রহ্মচারিণী রমণী পুত্রহীনা হইলেও ব্রহ্মচারীগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন।

স—সং ৫।১৬০।

কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ।
নতু নামাপি গৃহ্ণীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু॥

পতির মরণান্তর সাধ্বী স্ত্রী বিশুদ্ধ পুষ্প, ফল ও মূলাদির দ্বারা দেহ ধারণ করিবেন, কিন্তু কদাচ কামপরবশ হইয়া অন্য পুরুষের নামও গ্রহণ করিবেন না।

স—সং ১।১৫৭।

আসিতা মরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রতচারিণী।
যো ধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমম্॥

যে স্ত্রী একপত্নীগণের (পতিব্রতার) পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি পতির মৃত্যুর অনন্তর ক্ষমান্বিতা হইয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যব্রতের অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন।

ঐ ১৫৮।

সমাংসৈর্ভোজনৈঃ স্নিগ্ধৈর্ম্মদ্যৈঃ স্বাদুসুরাসুরৈঃ।
বস্ত্রৈর্ম্মনোরমৈর্ম্মাল্যৈঃ কামঃ স্ত্রীষু বিজৃম্ভতে॥

মাংস প্রভৃতি স্নিগ্ধ ভোজনীয় দ্রব্য, নানাবিধ মদ্য, সুন্দর বস্ত্র ও মনোহর মাল্যদ্বারা স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তি প্রবৃদ্ধ হয়, সুতরাং বিধবা স্ত্রী পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত বস্তু বর্জ্জন করিবে।

দ্বির্ভোজনং পরান্নঞ্চ মৈথুনামিষভূষণং।
পর্য্যঙ্কং রক্তবাসশ্চ বিধবা পরিবর্জ্জয়েৎ॥

দুইবার আহার, পরান্নভক্ষণ, মৈথুন, মৎস্যাদি আমিষভোজন, ভূষণপরিধান, পর্য্যঙ্কে শয়ন, ও রক্তবস্ত্রপরিধান এই সমস্ত কার্য্য বিধবা রমণী বর্জ্জন করিবেন।

স—নি-ত ১১।৫৬।

নাঙ্গমুৎবর্ত্তয়েদ্বাসৈর্গ্র ম্যালাপমপি ত্যজেৎ।
দেবব্রতা নয়েৎকালং বৈধব্যং ধর্ম্মমাস্থিতা॥

বিধবা রমণী সুগন্ধি তৈলাদির দ্বারা গাত্র মার্জ্জনাদি করিবে না এবং অশ্লিল আলাপ পরিত্যাগ করিবে, কেবল মাত্র বৈধব্য ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া দেবতার অর্চ্চনায় নিরতা হইয়া কাল অতিবাহিত করিবে।

ঐ—৪৮।

একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং কৃষ্ণজন্মাষ্টমীব্রতে।
শ্রীরামনবম্যাঞ্চ শিব রাত্রৌ পবিত্রয়া॥

বিধবা স্ত্রীলোক অতি পবিত্রভাবে থাকিয়া একাদশী, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, এবং শিবরাত্রিতে ভোজন করিবেন না।

ব্র—বৈ-পু ৪।৮৩ ৯৬।

অঘোরায়াঞ্চ প্রেতায়াং চন্দ্র সূর্য্যোপরাগয়োঃ।
ভ্রষ্টদ্রব্যং পরিত্যাজ্যং ভুঙ্ক্তে পরমেব চ॥

অঘোরা চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ দিবসে বিধবা নারী ভ্রষ্টদ্রব্য আহার করিবেন না, এই সমস্ত দিন অতীত হইয়া পরে খাইতে পারেন।

ব্র—বৈ-পু ৪।৮৩ ৯৭।

তাম্বূলং বিধবাস্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসং সুরাতুল্যং শ্রুতৌ শ্রুতম্॥

বিধবা স্ত্রী, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণের সম্বন্ধে তাম্বূল গোমাংস ও মদিরা তুল্য বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে (অতএব ইঁহারা তাম্বূল ভক্ষণ বর্জ্জন করিবেন)।

ঐ ৯৮।

রক্তশাকং মসুরঞ্চ জম্বীরং পর্ণমেবচ।
অলাবু বর্ত্তুলাকারং বর্জ্জনীয়ঞ্চ তৈরপি॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ব্যক্তিগণ রক্তবর্ণ শাক, মসুর দাইল, জাম, তাম্বুল, এবং গোলাকার লাউ (অলাবু) কদাচ ভোজন করিবেন না।

ঐ ৯৯।

বিধবা-কবরীবন্ধো ভর্ত্তৃবন্ধায় জায়তে।
শিরসোবপনং তস্মাৎ কার্য্যং বিধবয়া সদা॥

যে স্ত্রী বিধবা হইয়া কবরী বন্ধন করে, সে প্রকারান্তরে আত্মপতিকেই বন্ধন করে (পতির সদ্গতি হইতে পারে না) সুতরাং বিধবা স্ত্রী সর্ব্বদাই মস্তক মুণ্ডন করিবে।

কা—খ ৪।৪৭।

একাহারঃ সদা কার্য্যো ন দ্বিতীয়ঃ কদাচন।
ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রং বা পক্ষব্রতমথাপি বা॥
মাসোপবাসং বা কুর্য্যৎ চান্দ্রায়ণমথাপি বা।
কৃচ্ছ্রং পরাকং বা কুর্য্যাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রমথাপি বা॥
যবান্নৈর্ব্বা ফলাহারৈঃ শাকাহারৈঃ পয়োব্রতৈঃ।
প্রাণযাত্রাং প্রকুর্ব্বীত যাবৎ প্রাণঃ স্বয়ং ব্রজেৎ॥

বিধবা চিরকালই দিবা রাত্রিতে একবার মাত্র আহার করিবে, কদাপি দুইবার আহার করিবে না, যাবৎ পর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করা যায়, তাবৎকাল ত্রিরাত্র (তিন দিন পরে আহার করিতে হয়) পঞ্চরাত্র (পাঁচ দিন উপবাসাত্মক ব্রত) পক্ষব্রত (একপক্ষ উপবাসাত্মক ব্রত) এক মাস উপবাসাত্মক ব্রত, চান্দ্রায়ণ, কৃচ্ছ্র, পরাক, তপ্তকৃচ্ছ্র, যবাহার, ফলাহার, শাকাহার, দুগ্ধাহার, ইত্যাদি কঠোর ব্রতের আচরণ করতঃ প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

কা—খ ৪।৭৫।৭৮।

পর্য্যঙ্কশায়িনী নারী বিধবা পাতয়েৎ পতিম্।

তস্মাৎ ভূশয়নং কার্য্যং পতিসৌখ্যসমীহয়া॥

বিধবা খট্টায় শয়ন করিলে তাহার পতির অধোগতি হয়, অতএব পতির সুখ কামনা করিয়া মৃত্তিকাতে শয়ন করিবে।

ঐ ৭৮।

তর্পণং প্রত্যহং কার্য্যং ভর্ত্তুঃ কুশতিলোদকৈঃ।
তৎ পিতুস্তৎপিতুশ্চাপি নামগোত্রাদিপূর্ব্বকম্॥

বিধবা প্রত্যেক দিন কুশ, তিল ও জলের দ্বারা স্বামী এবং স্বামীর পিতা ও পিতামহের নাম গোত্রাদি উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে।

ঐ ৮০।

বিষ্ণোস্তু পূজনং কার্য্যং পতিবুদ্ধ্যা নচান্যথা।
পতিমেব সদা ধ্যায়েদ্বিষ্ণুরূপধরং পরং॥

ভর্ত্তাকে বিষ্ণুরূপধারী পরম দেবতা মনে করিয়া ধ্যান করিবে এবং বিষ্ণুকেও পতিবুদ্ধিতেই অর্চ্চনা করিবে, অন্য প্রকার কোন ভাব কল্পনা করিবে না (সাধ্বী স্ত্রীর একমাত্র পতিই আরাধ্যদেবতা, সুতরাং তিনি যখন অন্য দেবতাকে পূজা করিবেন, তখনও তাঁহাকে পতির মূর্ত্তি বলিয়াই ধারণা করিতে হইবে)।

ঐ ৮১।

যদ্যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাপি প্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তদ্‌গুণবতে দেয়ং পতিপ্রীণনকাম্যয়া॥

পতিব্রতা রমণী ইহলোকে যে যে বস্তু মানুষের অতিশয় প্রিয়, তাহাই পতির তৃপ্তিকামনায় গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিবে, যদি তাহা দান করিতে অসমর্থ হয়, তবে ভর্ত্তা যাহা ভাল বাসিতেন, তাহাই গুণিগণকে অর্পণ করিবে।

ঐ ৮২।

নাতিরোহেদনড্বাহং প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি।
কঞ্চুকং ন পরীদধ্যাৎ বাসো ন বিকৃতং বসেৎ॥
অস্পৃষ্ট্বা তু সুতান্ কিঞ্চিৎ ন কুর্য্যাৎ ভর্তৃতৎপরা।
এবং চর্য্যাপরা নিত্যং বিধবাপি শুভা মতা॥

প্রাণ কণ্ঠগত হইলেও অনড্বাহ (ষাঁড়) আরোহণ, কঞ্চুক (কাঁচুলি) পরিধান, এবং অন্য কোন প্রকার বিকৃত বস্ত্র পরিধান করিবে না। পতিপরায়ণা রমণী পুত্রগণকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না, এই প্রকার আচরণশীলা স্ত্রী বিধবা হইলেও তিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলময়ী বলিয়া পরিগণিতা হয়েন।

ক—খ ৪।১০-ত-১০৪।

ইতি ধর্ম্মসমাযুক্তা বিধবাপি পতিব্রতা।
পতিলোকানবাপ্নোতি ন ভবেৎ ক্বাপি দুঃখিতা॥

পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম প্রতিপালনে যত্নশীলা পতিব্রতা স্ত্রী বিধবা হইয়াও পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া সুখভোগ করিয়া থাকেন, কস্মিন্ কালেও তাঁহার দুঃখ হয় না।

ঐ ১০৫।

পত্যৌ মৃতে চ যা যোষিৎ বৈধব্যং পালয়েৎ ক্বচিৎ।
সা পুনঃ প্রাপ্য ভর্ত্তারং স্বর্গভোগান্ সমশ্নুতে॥

যে রমণী স্বামী পরলোক প্রাপ্ত হইলে, বৈধব্য ব্রতের যথাবিধি পরিপালন করেন, তিনি মৃত্যুর পরে স্বর্গলোকে পুনরায় স্বামীসমাগমলাভ করিয়া স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন।

কা—খ ৪। ৭৩।

ন গঙ্গয়া তয়া ভেদো যা নারী পতিদেবতা।
উমাশিবসমা সাক্ষাৎ তস্মাত্তাং পূজয়েদ্বুধঃ॥

যে নারী পতিকে দেবভাবে জ্ঞান করিয়া তাহাতেই অনুরক্তা হয়, তাঁহার সহিত গঙ্গার কোনই প্রভেদ থাকে না, তিনি সাক্ষাৎ হরপার্ব্বতীসদৃশী, সুতরাং পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পূজা করিবেন।

ঐ ১০৬।

নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ।
অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥

ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে বিধবা নারীকে অন্য পুরুষে নিয়োগ করিবে না, তাহাতে বিধবাদের একপত্নীত্বরূপ সনাতন ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়।

ম—সং ৯। ৬৪।

ক্রমশঃ।

হিন্দু বিবাহ।

হিন্দুর চক্ষে বিবাহ একটি সংস্কার। সামাজিক এবং সাংসারিক সুবিধার প্রতি তত দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল পারলৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতার জন্যই বিবাহ প্রথার প্রচলন। এই সংসারে আমরা কেহই কেবল খাইতে, পরিতে, শুইতেই আসি নাই। শাস্ত্রানুযায়ী অনেকগুলি ঋণ, অনেকগুলি দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে চাপান আছে। দৈবঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষিঋণ পরিশোধ করিতে আমরা বাধ্য। যাগ, যজ্ঞাদি দ্বারা দেবঋণ পরিশোধের পন্থা দেখিতে হইবে এবং অধ্যয়ন, অধ্যাপনা যোগ তপস্যাদি দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবে। দেবঋণ এবং পিতৃঋণ পরিশোধ চেষ্টার প্রধান অবলম্বন বিবাহ, সুতরাং শাস্ত্রের ব্যবস্থানুযায়ী ধর্ম্মসাধনই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজ-ধর্ম্ম এবং সাধন-ধর্ম্ম দুই ধর্ম্মই ইহার দ্বারা অনেকটা পরিপুষ্ট হয়। আমাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী জানেন, ইংরাজী ভাবে অনেক কথার মানে মতলব লাগাইতে পারেন, তাঁহারা বিবাহের এই বিবৃতি পাঠ করিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিবেন। ম্যালথাস্ তাঁহাদের দীক্ষাগুরু, সোমিয়াল সায়ান্স তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ, পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের উপদেশ বিশেষ তাঁহাদের বীজমন্ত্র; কাযেই তাঁহাদের হাসিবার আর ভাবনা কি? তবে নাকি ইঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এক আজগুবী ব্যাপার সংঘটিত হইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং এই অদ্ভুত ব্যবহার হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত; বিশেষতঃ সকলেই প্রকৃত হিন্দু না হইলেও, সমাজের খাতিরে এবং সুবিধার জন্য, হিন্দু পন্থার অনুসরণ করিয়াছেন; সুতরাং এই প্রথার মধ্যে কি একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড লুকান আছে, তাহা জানিয়া রাখা মন্দ নহে।

বলিয়াছি, দশ সংস্কারের মধ্যে শেষ সংস্কার বিবাহ। শূদ্র এবং স্ত্রীজাতির পক্ষে বিবাহই একমাত্র সংস্কার। শুধু তাই কি—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥"

অর্থাৎ গৃহ গৃহই নহে, গৃহিনীই গৃহ বলিয়া খ্যাত, বিশেষতঃ তাঁহারই সহিত সকল পুরুষার্থ এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধিত হইয়া থাকে। স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, স্ত্রী সহধর্ম্মিণী, স্ত্রী গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সুখে দুঃখে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, ইহকালে পরকালে হিন্দুর স্ত্রী পতির ছায়াসদৃশী। তাই জগৎলক্ষ্মী মহাদেবী সীতা দেবর লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন যে, "আর্য্যপুত্র রামচন্দ্র রাজনীতির বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে বনচারিণী করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে মনে রাখিতে বলিও যে আর্য্যকুলাঙ্গনার;—

"পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতির্বন্ধুঃ পতির্গুরুঃ।
প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাৎ পত্যুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ॥"

পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু, পতিই গুরু, সুতরাং প্রাণ দিয়াও পতির প্রিয় কার্য্য সাধন করা শ্রেয়। যথাধর্ম্ম আমাকে তিনি ত্যাগ করিতে পারেন না, তবে আমি বনবাসিনী দুঃখিনী হইলে তাঁহার কার্য্য সাধিত হইবে, তাহাই হউক, এ নশ্বর দেহ পাত করিয়া পতির প্রিয় কার্য্যই করিব।" যে ক্রিয়াদ্বারা সীতার ন্যায় অমূল্য নিধি উদ্ভূত হইতে পারে, তাহার আলোচনা অত্যাবশ্যক।

শাস্ত্রে বিশ্বাসী সদাচারী হিন্দুর নিম্নোক্ত তিনটি কারণের জন্য বিবাহ কর্ত্তব্য।

(১) বিবাহ একটী প্রধান সংস্কার এবং সংস্কারদ্বারা বীজ গর্ভদোষ সকল প্রক্ষালিত হইয়া যায়। সংস্কৃত না হইলে বীজ দেহ অশুচি অবস্থায় থাকে।

(২) পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাতা একমাত্র ঔরসজাত পুত্র। বিবাহ ব্যতিরেকে যথাশাস্ত্র পুত্রোৎপাদন অসম্ভব। অপিচ পুত্র পিণ্ডাদি প্রদান করিয়া পিতৃপুরুষকে পরিতৃপ্ত করে।

(৩) বিবাহ না হইলে বহুবিধ কাম্য কর্ম্মাদি হইতে বর্জ্জিত থাকিতে হয়। অবিবাহিত ব্যক্তিকে বিশেষ বিশেষ যাগ ও যজ্ঞাদি হইতে বিরত থাকিতে হয়। এইজন্য শাস্ত্রের আদেশ এই যে;—

"অনন্তরং সমাবৃত্য কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্।"

গুরু গৃহ হইতে বিদ্যার্জ্জন সমাপন করিয়া প্রত্যাগমনানন্তর দারপরিগ্রহ করিবে। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরিসমাপ্তি করিয়া বিবাহ প্রশস্ত। তাই মনু বলিয়াছেন;—

"ত্রিংশৎবর্ষোবহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্।
ত্র্যষ্টবর্ষোষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের যুবা, বার বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে এবং চব্বিশ বৎসরের যুবা ৮ বৎসরের কন্যাকে বিবাহ করিবে। ইহার পূর্ব্বে বিবাহ করিলে, সেই বিবাহ প্রশস্ত বিবাহের মধ্যে পরিগণিত হইবে না। মনুর মতে ইহা হইতে অল্প বয়সে বিবাহ করিলে, পাপ স্পর্শ করিবে। আমাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রভাবে আমরা আর্য্যকুলগুরু মনুর মত হতাদর করিয়া, নূতন আইন চালাইয়াছি। বালক, কিশোর কিশোরীর বিবাহ হইয়া যাইতেছে। বিবাহ ব্যাপার বুঝুক আর নাই বুঝুক, মন্ত্র সকলের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারুক আর নাই পারুক, ব্রহ্মচর্য্য একাদশ দিনে অথবা তিন দিনে (এবং যাঁহারা তীক্ষ্ণাতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্ তাঁহারা ৺ কালীঘাটে যাইয়া তিন দণ্ডে) সমাধা করিয়া, নেড়া মাথায়, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করিয়া বিবাহ সম্পন্ন হইতেছে। বিবাহ এখন রং তামাসার মধ্যে পড়িয়াছে, পিতা মাতার সাধ মিটাইবার উপায় হইয়াছে। কিন্তু বিবাহ শ্রৌত কর্ম্ম। শাস্ত্র বলিতেছেন যে,—

"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ॥"

শ্রৌত কর্ম্ম কর্ত্তা স্বয়ং করিবে। স্মার্ত্ত কর্ম্ম অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে। শ্রৌত কার্য্য ও কর্ত্তা করিতে অপারগ হইলে (রোগাদিদ্বারা অসক্ত হইলে) অন্যের দ্বারা তাহার পরিসমাপ্তি হইতে পারে। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রৌত কার্য্য কর্ত্তারই কর্ত্তব্য, প্রতিনিধিদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে কার্য্যকর্ত্তা কার্য্যের উদ্দেশ্য এবং মর্ম্ম এবং অর্থবোধ না করিতে পারিলে, শ্রৌত কার্য্য সুপ্রশস্ত হইবে না। তাহার প্রাপ্য ফল পূর্ণরূপে পাইবে না, শাস্ত্রোপদিষ্ট বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। ইংরাজী মতে চুক্তিনামার বিবাহ হইতে পারে। হিন্দুর বিবাহ সংস্কার হইবে না। যাহার জন্য এত কারখানা, তাহাই নিষ্ফল হইবে। আমাদের পাঠক পাঠিকার মধ্যে অনেকেই এ কথা পাঠ করিয়া সীহরিয়া উঠিবেন। শাস্ত্রদৃষ্টিতে বাঙ্গালার পনের আনা লোকের বিবাহ-সংস্কার হয় নাই। অথচ বাঙ্গালী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জিত নহে।

জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ হইতে পারে না। করিলে পরিবেদনা নামক দোষ ঘটে। তবে যদি জ্যেষ্ঠের কোন কারণবশতঃ শাস্ত্রমত বিবাহ অসম্ভব হয়, তাহা হইলে, তাঁহার অনুমতি লইয়া, কনিষ্ঠ বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু যদি পাত্র;—

"কুলশীলবিহীনস্য পণ্ডাদিপতিতস্য চ।
অপস্মারী-বিধর্ম্মস্য রোগিণাং বেশধারিণাম্।
দত্তামপি হরেৎ কন্যাং সগোত্রোঢ়াং তথৈব চ॥"

কুলশীলহীন হয়, পাণ্ডিত্য গুণশূন্য এবং পতিত হয়, অপস্মারী (মূর্চ্ছাদি দুরারোগ্য রোগগ্রস্ত হয়) হয় এবং বিধর্ম্মী হয়, তাহা হইলে, বাগ্দত্তা কন্যা হইলেও সে পাত্রের সহিত বিবাহ দিবে না। মূর্খ, গুণশূন্য, পতিত, অত্যাচারী, মহারোগী, ধর্ম্মত্যাগী, সমাজবিদ্বেষীগণের হিন্দুশাস্ত্রমতে বিবাহ-সংস্কার অসম্ভব।

যে কন্যাকে বিবাহ করিবে, সে বয়ঃকনিষ্ঠা হইবে, দীর্ঘকায়া হইবে না, অর্থাৎ পাত্র হইতে কন্যা লম্বা হইবে না, এবং কন্যা অনন্যপূর্ব্বা হইবে (অর্থাৎ অন্য কাহারও সহিত ইতিপূর্ব্বে যাহার বাগ্দান হয় নাই, তাহাকে "অনন্যপূর্ব্বা" কহে) বিধবা বিবাহকে বিবাহ-সংস্কার বলা যায় না, উহা কামজ বিবাহ। যে কন্যার জ্যেষ্ঠা অবিবাহিতা, সে কন্যা বিবাহের অযোগ্যা। এবং মনু বিবাহবিষয়ে বক্ষ্যমাণ এই দশ কুল বর্জ্জন করিয়াছেন;—

"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো লোমশার্শসম্।
ক্ষয্যামযাব্যপস্মারি-শ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥

"নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচাটাং ন পিঙ্গলাম্॥"

যে বংশ হীনক্রিয়-শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত-কর্ম্মবিবর্জ্জিত, যে বংশে পুত্রোৎপন্ন হয় নাই (আঁটকুড়ার মেয়ে), যে বংশ বেদপাঠ-রহিত, যে বংশ অতিশয় রোমশ আছে, এবং অর্শ, ক্ষয়, গ্রহণী আদি অজীর্ণ রোগ, অপস্মার, (হিষ্টিরিয়া আদি মূর্চ্ছা রোগ) শেতি রোগ এবং কুষ্ঠরোগাশ্রিত, সে বংশে বিবাহ কদাচ করিবে না। কটাচুল কন্যা, অঙ্গশূন্যা অথবা অধিকাঙ্গী কন্যা (খোঁড়া, খাঁদা, বোঁচা, চারি অঙ্গুলিবিশিষ্টা, ছয় অঙ্গুলি-বিশিষ্টা ইত্যাদি প্রকারের কন্যা), চিররোগিণী, লোমসা অথবা লোমশূন্যা, প্রগল্‌ভা (যে কন্যা অধিক কথা কহে, সভা সমিতিতে যিনি বক্তৃতাদি করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন) এবং যাহার চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, এমন কন্যাকে কদাপি বিবাহ করিবে না। কেননা উপরি উক্ত দোষ সকল শ্রৌত কর্ম্ম বিঘ্নকর। মনু আরও বলিয়াছেন ;—

"অসপিণ্ডাতু যা মাতুরসগোত্রাচ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মনি মৈথুনে॥"

ভাবার্থ ;—দ্বিজাতিগণের দারকর্ম্ম জন্য এবং পুত্রোৎপাদন জন্য সেই কন্যাই প্রশস্তা, যে কন্যা বরের পিতার এবং মাতামহের সগোত্রা নহে এবং যে বরের পিতার ও মাতামহের সপিণ্ডাও নহে। তবে আর একটি বচন দ্বারা সপিণ্ড সম্বন্ধ নিশ্চয় করা হইয়াছে যথা ;—

"পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ
সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥"

অর্থাৎ সকল বর্ণের পক্ষে মাতামহ পক্ষে ঊর্দ্ধ পঞ্চম পুরুষ এবং পিতৃ পক্ষে ঊর্দ্ধ সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সপিণ্ডতা বর্ত্তমান থাকে। এই সপিণ্ড এবং সগোত্র লইয়া স্মৃতি শাস্ত্রের অনেক তর্ক বিচার আছে, তাহা আমাদের জানিয়া আবশ্যক নাই, তবে মোটামুটি নিম্নোক্ত এই কয় প্রকারের কন্যা বিবাহ নিষিদ্ধ ;—

(১) পিতার সপিণ্ডা এবং সগোত্রা কন্যা।

(২) মাতামহ বংশের সপিণ্ড সম্বন্ধ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ ঊর্দ্ধ পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্ত।

(৩) পিতৃবন্ধু সম্বন্ধে সপ্তম পুরুষ বর্জ্জন করিবে।

(৪) মাতৃবন্ধু সম্বন্ধে পঞ্চমী কন্যা বর্জ্জন করিবে *।

এই নিষিদ্ধ কন্যাকে বিবাহ করিলে বরকে চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে এবং সে স্ত্রী ত্যাগ করিয়া তাহাকে মাতার ন্যায় পালন করিবে। কিন্তু আমাদের দেশের উচ্চ কুলীন বংশধর মহাশয়েরা কুলের খাতিরে, পাল্‌টি ব্যবস্থার তাড়নায় কত যে মহাপাপ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কদাচারের প্রভাবে, মূর্খতার অবসাদে, দুরভিসন্ধির বিষদংশনে আমাদের জাতীয় চরিত্র যে কতটা ম্লান হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া ঠিক করা কঠিন। শাস্ত্র পাঠ করিলে মনে হয় আমরা বুঝি আর্য্য সন্তান নহি, এক যেন কোন ভীষণ পিশাচের দল।

এতক্ষণ আমরা বর কন্যার বিচারে ব্যস্ত ছিলাম। বিবাহ কার্য্যের কথা উত্থাপন করিতে পারি নাই। বিবাহ শাস্ত্রমতে অষ্টবিধ। যথা (১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) আর্ষ (৪) প্রাজাপত্য (৫) গান্ধর্ব্ব (৬) আসুর (৭) রাক্ষস (৮) পৈশাচ। প্রথম চারি প্রকারের বিবাহ সর্ব্ববর্ণ পক্ষে প্রশস্ত, এবং আসুর গান্ধর্ব্ব এবং রাক্ষস বিবাহ কেবল ক্ষত্রিয় পক্ষে প্রশস্ত এবং পৈশাচ বিবাহ নরাধম সেব্য। ব্রাহ্ম, দৈব আর্ষ এবং প্রাজাপত্য বিবাহ ধর্ম্মজনক, বাকী কয় প্রকারের বিবাহ ভোগজনক। প্রথম চারি প্রকারের যে বিবাহ উল্লেখ হইয়াছে, ইহার দান বিষয়ে কন্যার অভিভাবক বরকে কন্যা দান করিবে, তবে বর বিবাহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইবে। যদি অভিভাবক কন্যা দানে পরাঙ্মুখ হয়, তাহা হইলে কেবল ক্ষত্রিয় রাজা জোর জবরদস্তি করিয়া কন্যা কাড়িয়া আনিতেও পারেন। ইহা স্মরণ করিয়া রাখা উচিত যে কন্যার পিতা কন্যা দান করেন মাত্র, বর বিবাহ না করিলে তাঁহার বিবাহ দিবার ক্ষমতা নাই! বিবাহ কর্ত্তা বর, তাঁহাকে যথাযোগ্য কন্যা সম্প্রদান করিলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন। শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। অন্যান্য বিবাহের বিবরণ অনাবশ্যক, আমাদের দেশে এখন কেবল ব্রাহ্ম, আসুর এবং প্রাজাপত্য বিবাহ প্রচলিত আছে। তবে বিবাহ কার্য্য ব্রাহ্ম মতেই হইয়া থাকে। মনু বলিতেছেন ;—

"আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্।
আহুয় দানং কন্যায়াঃ ব্রাহ্মো ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

বস্ত্রাচ্ছাদন দ্বারা ভূষিত করিয়া সালংকৃতা কন্যাকে, বেদজ্ঞ এবং সুশীল পাত্রে স্বয়ং সসম্মানে আহ্বান করিয়া পাত্রসাৎ করিতে হইবে। কন্যার পিতা মনে করিবেন যে, তিনি সৎপাত্রে কন্যা দান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ইহাই ব্রাহ্ম বিবাহের সামান্য লক্ষণ। প্রাজাপত্য বিবাহে বর পক্ষ হইতে কন্যা প্রার্থনা করা হয়। আসুর বিবাহে বর কন্যাকর্ত্তাকে কন্যার বিনিময়ে অর্থাদি দান করিবেন। আমাদের দেশে বংশজ এবং শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত আছে। তাঁহাদের টাকা দিয়া বিবাহ করিতে হয়। অন্যান্য বিবাহ প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত নাই, সুতরাং তাহার আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনাবশ্যক।

কন্যা সম্প্রদানের দিন সাধারণতঃ যে দিনকে বিবাহের দিন বলিয়া থাকে, বর পক্ষে এবং কন্যা পক্ষে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। হিন্দুর সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়াতেই পিতৃ পুরুষের সেবা হইয়া থাকে, তাঁহাদের সন্তুষ্টি না করিতে পারিলে হিন্দুর চক্ষে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ নহে। সুতরাং বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ প্রথমে কর্ত্তব্য। তাহার পর সবান্ধবে কন্যা গৃহে যাত্রা। তথায় শুভলগ্নে কন্যা সম্প্রদাতা কর্ত্তৃক বরকে পাদ্যার্ঘ দান করা হইলে, অন্তঃপুরে স্ত্রী আচার। তাহার পর যথানিযুক্ত লগ্নে সামাজিকগণের অনুমতি লইয়া, নারায়ণ এবং অগ্নি সাক্ষী করিয়া সম্প্রদান এবং বর কর্ত্তৃক কন্যা প্রাপ্তি স্বীকার এবং কামস্তুতি ;—

* পিতৃবন্ধু যথা,—পিতার পিসতত ভাই, পিতার মাউসতত ভাই, পিতার মাতুলপুত্র, এবং মাতৃবন্ধু ;—মাতার পিসতত ভাই, মাতার মাউসতত ভাই, মাতুলভাই।

"ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ কামোদাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবসেৎ কামেন ত্বাং প্রতিগৃহ্নামি কামৈতত্তে। দান সমাপ্ত হইলে বাসরঘরের বিষম বিড়ম্বনা আছে।

বিবাহসংস্কারের তিনটি প্রধান অঙ্গ আছে পাণিগ্রহণ, উত্তরবিবাহ এবং সমাপ্তিকার্য্য এই তিনটি। পাণিগ্রহণের প্রথমাঙ্গ (১) লাজহোম অর্থাৎ শমীর সহিত লাজ (খই) মিশ্রিত করিয়া হোম, (২) শিলারোহণ-শিলের উপর দাঁড়াইয়া মন্ত্র-পাঠ (৩) সপ্তপদীগমন (৪) অঙ্গুষ্ঠগ্রহণ। উত্তরবিবাহের মধ্যে প্রথম কর্ম্ম অনড়্বাহচর্ম্মোপবেশন (২) ধ্রুব তারা দর্শন (৩) অনুরাধা বা অরুন্ধতী দর্শন (৪) পতিগোত্রাভিবাদন, অর্থাৎ কন্যা বরের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পতির গোত্রে সগোত্রা হইলাম বলিয়া স্বীকার করা। শেষ কার্য্যের পাঁচটি অঙ্গ আছে। (১) চরুহোম (২) ধৃতিহোম (৩) গৃহপ্রবেশ (৪) যানারোহণ, সমাধান হোম (৫) চতুর্থ-হোম। এই কয়টি কার্য্য শেষ হইলে স্বামী-স্ত্রী, পতি-পত্নী সম্বন্ধ স্থির হইল। কিন্তু এ সকল ত আধ্যাত্মিক, অলৌকিক এবং শ্রৌত কর্ম্ম, বর কন্যার মধ্যে বুঝা পাড়া হইল ; সমাজের জন্য ত এ সব নহে। সুতরাং সমাজ দেশান্তরের কন্যা নিজ গৃহে আনিলে আপত্তি করিতে পারেন। তাই পাকস্পর্শের (বৌভাতের) ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রাচীন কালে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল, অনুলোম বিবাহ হইত, তাই সমাজের সম্মতি লইবার জন্য পাকস্পর্শভোজন। এই পাকস্পর্শের পর কন্যা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। আর তুমি পাশ করা, চশমা পরা, টেড়ী চেরা সুসভ্য যুবক, তুমি অমনি সগন্ধা, সচিত্রা পত্রিকা সকল প্রিয়তমার নামে পাঠাইতে আরম্ভ করিবে, ছুটীর জন্য দিন গণিতে থাকিবে, তোমার ব্যাপার দেখিয়া, তোমার প্রেমময়, কবিতাময়, আবেশময়, অবসাদময় পত্র সকল পাঠ করিয়া অনভিজ্ঞা সরলা বালিকা অবাক্ হইয়া থাকিবেন, হয় ত তোমাকে কি এক জানোয়ার মনে করিয়া তোমার নিকট হইতে পালাইবেন। তুমি উদার হৃদয়—অভ্যুন্নত শিক্ষিত বাবু, তোমাতে সেক্ষপীয়ার—বায়রণ—সেলী—টেনিসন এবং ফল্গুনদীর ন্যায় ভিতরে ভিতরে রেণল্ডস্ তাপমান যন্ত্রের ১৩২ অঙ্কের উষ্ণতা পাইয়া টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে, ফুলিতেছে, উছলিয়া উঠিতেছে, তুমি আর থাকিতে পারিবে না, তোমার অসহ্য জ্বালা হইবে, তুমি অবিলম্বে ও অব্যাজে পিতা, পিতামহকে নরকের পথ দেখাইয়া দিবে, তোমার শাস্ত্রকারগণকে এবং সমাজকে বঙ্গোপসাগরের অতল জলে ডুবাইবার প্রস্তাব করিবে। যদি এতই তাড়াতাড়ি ছিল ত গান্ধর্ব্ব বিবাহ করিলেই ত সকল বালাই চুকিয়া যাইত।

বিবাহের সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বপ্রধান সংস্কার হইল গর্ভাধান সংস্কার। স্ত্রী প্রথমে ঋতুমতী হইলে, এই কার্য্য প্রশস্ত। ইহার পূর্ব্বে স্বামী স্ত্রীতে উপগত হওয়া নিষেধ, একান্তে শয়ন, আলাপন নিষিদ্ধ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থানে দ্বিরাগমনের পূর্ব্বে শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের পথ দিয়া হাঁটিতে নাই। এপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত থাকিলে, জামাই ষষ্টির আমোদটা মারা যাইত। যাহা হউক, সে দিনকার নব আইনের মহান্দোলনে শ্রীশশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে এবং "বঙ্গবাসীর" কল্যাণে বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কাঁণা, খোঁড়া, মূর্খ, পণ্ডিত সকলেই গর্ভাধান ব্যাপারটা জানিতে পারিয়াছে। আমাদের তাহার পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার দরকার নাই। তবে বলিতে হয় যে, পাড়ার ঠাকুরুণদিদীদের অনুগ্রহ না থাকিলে, স্বামী মহাশয়ের কেবল পত্রের তোড় কম হইলে, বালিকা পঞ্চদশ বর্ষের পূর্ব্বে প্রায়ই ঋতুমতী হয় না। বিবাহের তিন বৎসর পরে প্রায়ই স্ত্রী ভোগ্যা হয়েন। এখন আমরা সভ্য হইয়াছি, নাটক, নভেলের এখন বড় আদর, স্বামীর সোহাগ এখন বড় অধিক, কাযেই কন্যার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীগণ তাঁহার আশু মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করিতে ব্যস্ত হয়েন, ফলে স্বভাবের প্রভাব পরাভূত হয়। বাঙ্গালীর গৃহে, বাহিরে, পুরুষ পরিবারের মধ্যে যে অশ্লীলতার বিরাট ঢেউ উঠিয়াছে, তাহার নিবারণ চেষ্টা না দেখিলে আমাদের আর উন্নতির কোন আশাই নাই। বালিকা বিবাহের আনুষঙ্গিক দোষ সামলাইবার জন্য গর্ভাধান প্রথার প্রচলন। সুস্থ, সুকান্তিযুক্ত পুত্রোৎপাদন জন্য গর্ভাধান ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের বুদ্ধির প্রভাবে, ভাগ্যদোষে হিতে বিপরীত হইয়াছে। অগাধ, অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া পাঁচ সাতটা পাশ করিয়া, চক্ষু-শক্তিহীন হইয়া, দুর্ব্বল ধাতুশূন্য হইয়া, বাঙ্গালী যুবক তাড়াতাড়ি বিবাহ করিয়া ফেলেন ; তাঁহার পাশ্চাত্য বিদ্যার গুণে, তাঁহার ব্যবহারদোষে ত্বরায় হৃদ্‌রোগগ্রস্ত হইয়া, অজীর্ণতার পুঁটুলি বগলে করিয়া, এক অপূর্ব্ব জন্তু হইয়া তিনি সমাজে প্রবেশ করেন। তাঁহার গৃহিণী মৃতবৎসা দোষযুক্তা হয়েন, রুগ্না এবং অকর্ম্মণ্যা হইয়া পড়েন। সুখের সংসারে দুঃখের ক্রন্দন চিরদিন বিরাজিত থাকে।

বিবাহ ব্যাপার একপ্রকার বর্ণিত হইল, এখন পতি-পত্নীর পরস্পর ব্যবহার-বিষয় আলোচনা করিয়া, আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। শাস্ত্রে আছে, "পতিত্বপতিতং ভজেৎ।" অর্থাৎ স্ত্রী অপতিত পতিকেই ভজনা করিবে। হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী যে যে কারণে পাতিত্য ঘটিয়া থাকে স্বামীতে সেই সকল কারণ উপস্থিত হইলে স্ত্রী কর্ত্তৃক সেই হতভাগা সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। যদি স্বামী উন্মাদ হয়েন, মহা পাতকী হয়েন, ক্লীব হয়েন, কুষ্ঠরোগী হয়েন, মদ্যপ হয়েন, যবনীগামী হয়েন, ম্লেচ্ছান্নভোজী হয়েন, উপদংশ আদি ভীষণ রোগাক্রান্ত হয়েন এবং স্ত্রীকে অযথা প্রহার ও তাহার সহিত কটু ভাষণ ইত্যাদি অসৎ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে, সেই স্ত্রী অবশ্যই পতি-ত্যাগ করিয়া, ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি অযোগ্যা হয়েন, স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন ;—

"সুরাপী ব্যাধিতা ধূর্ত্তা বন্ধ্যার্থঘ্ন্যপ্রিয়ম্বদা।
স্ত্রীপ্রসূশ্চাধিবেত্তব্যা পুরুষদ্বেষিণী তথা॥"

যিনি সুরাপী, দুরারোগ্য রোগান্বিতা, কলহপ্রিয়া, বন্ধ্যা, অর্থঘ্নী (বৃথা অর্থ নষ্টকারিণী) অপ্রিয়ম্বদা, কন্যাপ্রসবকারিণী, এবং স্বামীদ্বেষিণী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু স্ত্রী ত্যাগ দুই প্রকারের, এক ত্যাগ (২য়) অধিবেদনা। ত্যাগ অর্থে একেবারে গৃহ হইতে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া এবং তাহার ভরণ পোষণের ভার হইতে সম্পূর্ণ পরিত্রাণ পাওয়া। পতি কর্ত্তৃক

ত্যাগ স্ত্রীগণের পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রানুযায়ী ইহ সংসারে সর্ব্ব প্রধান দণ্ড। অধিবেদনা ও ত্যাগ, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পরিত্যক্তা স্ত্রীকে স্বামীর ভরণপোষণ দিতে হইবে, যে স্ত্রী পত্নীত্ব হইতে পূর্ণ বর্জ্জিতা হইবে না। উপরের শ্লোকোল্লিখিত গুণপ্রাপ্তা স্ত্রীগণকে "অধিবেত্তব্যা" বলিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আদেশ করিতেছেন। সুতরাং এমৎ স্থলে স্বামী অন্য দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিবেন না, ভার্য্যার ভরণপোষণের ভার চিরজীবন তাঁহার ঘাড়ে থাকিবে। তবে মনুও আদেশ করেন যে,—

"স্বচ্ছন্দগা হি যা নারী তস্যাস্ত্যাগো বিধীয়তে।
নচৈব স্ত্রীবধঃ কার্য্যো নচৈবাঙ্গবিকর্ত্তনম্॥"

যে নারী স্বেচ্ছাচারিণী (বেশ্যা) তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধি। কারণ স্ত্রীবধ করিতে নাই এবং স্ত্রীর কোন অঙ্গ বিকর্ত্তন করিতে নাই। কাযেই কেবল দ্বিচারিণী হইলে, অসতীত্ব বিচারে স্ত্রীত্যাগ বিধি ও ব্যবস্থা। বিশেষ কোন প্রকার রাজদণ্ডের দ্বারা স্ত্রীজাতি নির্জ্জিত হইতে পারে না। পরন্তু পক্ষান্তরে যদি স্বামী,

"অনুকূলামবাগ্দুষ্টাং দক্ষাং সাধ্বীং প্রজাবতীম্।
ত্যজন্ ভার্য্যামবস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়সা॥"

অনুগতা, বিনীতা, যোগ্যা, সাধ্বী এবং পুত্রবতী স্ত্রীকে ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। মনুর এই আজ্ঞা। কিন্তু এই বিষয়ে যদি সমাজে কোন দৃঢ় বন্ধন থাকিত, তবে অনেক সুরাপায়ী, উদ্ধত, ধনীপুত্র, যাহারা গৃহলক্ষ্মী দেবীকে ত্যাগ করিয়া পিশাচী-দানবীর সেবায় নিরত, তাহারা হয় ত সমুচিত দণ্ড পাইতে পারিত, তাহা না থাকায় সেই সমস্ত পাষণ্ডদল উচ্ছৃঙ্খল হইয়া সমাজে বিচরণ করিতেছে। পাষণ্ডিদিগের কদাচারে, সতী সাধ্বীর নয়নজলে দিন দিন সুবর্ণপ্রসূ ভূমি বিকট মরুভূমে পরিণত হইতেছে। আমাদের নিজেদের চরিত্রের প্রতি তাকাইয়া দেখিলে মনে হয় বটে যে বঙ্গোপসাগরের অগাধ জলে বাঙ্গালাকে না ডুবাইলে তাহার আর পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। বিবাহ লইয়াই মনুষ্যত্ব এবং সমাজ, বিবাহ প্রথার সৎব্যবহারে দেশের উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি এবং বংশের মুখোজ্জ্বল, সেই বিবাহপ্রথাই আমাদের দেশে কলুষ কল্মষময়ী। ইংরাজী শিক্ষার গুণে কাম প্রবৃত্তির প্রাধান্য বৃদ্ধি হইয়াছে, শিক্ষিতগণ মুখে না বলুন ব্যবহারে বিবাহকে এক প্রকার আইনানুমত বেশ্যাবৃত্তি করিয়া তুলিয়াছেন, এমন কি সাধু পুত্রোৎপাদনের প্রতি ও বহুতর লোকের দৃষ্টি নাই, বরং যাহাতে পুত্র না হয় সাড়ে বার আনা লোকের ভিতরে ভিতরে তাহাই চেষ্টা এবং তদ্বির। কাযে কাযেই পত্নী সহধর্ম্মিনী না হইয়া বিলাসিনী-রঙ্গিণী হইয়াছেন, সতীত্ব নাই, পবিত্রতা নাই, সাধন নাই, সংযম নাই; কেবল পশুত্ব, কেবল বাক্যে, মনে, ভিতরে বাহিরে ব্যভিচার। হায় মাতঃ ভারতলক্ষ্মী কোন পাপে তোমার সোণার সংসার ভস্মস্তূপে পরিণত হইল, শ্মশানের পেতিনী ডাকিনী, পিশাচ-পামরের নৃত্য স্থান হইল! কোথায় তোমার ব্রহ্মচর্য্য, কোথায় তোমার পাতিব্রত্য, কোথায় তোমার যম, নিয়ম? তোমার বৈরাগ্য কোথায় হারাইলে মা? তোমার সত্যনিষ্ঠা কাহাদের বিলাইয়া দিয়াছ মা! তোমার ধর্ম্মভীরুতা কোথায় ফেলিলে মা? সে তেজ, সে গর্ব্ব, সে স্পর্দ্ধা, কোন সাগরের জলে ডুবাইয়া দিয়াছ মা? চারিদিকেই ত ক্ষুধার্ত্তের-পীড়িতের হা হা দেহি দেহি শব্দ। সে শান্তি, সে মাধুর্য্য, সে সদানন্দ ভাব ঘূর্ণি বাতাসের সহিত আকাশ পথে উড়িয়া গিয়াছে। এ গাঢ় তিমিরে কোথাও ত আশার দিব্য জ্যোতিরেখা ফুটিয়া উঠিতেছে না। যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই ত নরকপালের অট্ট অট্ট খট্ খট্ শব্দ। এ কি প্রেতপুরী! কি জানি মন্দভাগিনি, আর ও কত দুঃখের বোঝা তোমার মাথায় চাপিয়া বসিবে; ভবিষ্যতের কোলে আরও কত লাঞ্ছনা বিড়ম্বনা রাশি তোমার জন্য সঞ্চিত রহিয়াছে!

সদাচারোপদেশ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মদালসোবাচ।

গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র বা॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥

মদালসা বলিলেন, গৃহস্থ ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই সাধু আচারের প্রতিপালন করিবেন, যেহেতু আচার বিহীন পুরুষেরা না ইহ কালে না পরকালে সুখ লাভ করিতে পারেন। যাঁহারা সদাচার সমুল্লঘনপূর্ব্বক সংসার পথে যথেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা যতই যজ্ঞ, দান ও তপস্যার আরম্ভ করুন না কেন, কিছুই তাঁহাদের শ্রেয়স্কর হয় না।

দুরাচারো হি পুরুষো নেহায়ুর্ব্বিন্দতে মহৎ।
কার্য্যোযত্নঃ সদাচারে আচারো হন্ত্যলক্ষণং॥
তস্য স্বরূপং বক্ষ্যামি সদাচারস্য পুত্রক!।
তন্মমৈকমনাঃ শ্রুত্বা তথৈব পরিপালয়॥

দুরাচারনিরত পুরুষ এই সংসারে দীর্ঘ আয়ু লাভ করিতে পারে না, অতএব সদাচার পরিপালনে অতিশয় যত্ন করিবে, কেননা সদাচারের দ্বারা অশুভ-সূচক লক্ষণ সমুদয় বিনষ্ট হইয়া যায়। বৎস! আমি (তোমার নিকট) সেই সদাচারের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়া সম্যক্রূপে উহার প্রতিপালন কর।

ত্রিবর্গসাধনে যত্নঃ কর্ত্তব্যো গৃহমেধিনা।
তৎসংসিদ্ধৌ গৃহস্থস্য সিদ্ধিরত্র পরত্র চ॥
পাদেনার্থস্য পারক্র্যং কুর্য্যাৎ সঞ্চয়মাত্মবান্।
অর্দ্ধেন চাত্মভরণং নিত্যনৈমিত্তিকান্বিতং॥
পাদঞ্চাত্মার্থমায়স্য মূলভূতং বিবর্দ্ধয়েৎ।
এবমাচরতঃ পুত্র! অর্থঃ সাফল্যমর্হতি॥

গৃহস্থ লোকের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনার সাধনবিষয়ে যত্ন করা কর্ত্তব্য, যে গৃহস্থদিগের ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনা সংসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের ইহলোক এবং পরলোকে সিদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। আত্মবান্ ব্যক্তি উপার্জ্জিত অর্থকে চতুর্ভাগ করিয়া এক ভাগকে পারলৌকিক কার্য্যের (যাগ, যজ্ঞ, দানাদি) নিমিত্ত

সঞ্চয় করিয়া রাখিবেন, এবং অর্দ্ধাংশের দ্বারা আত্মপরিবারবর্গের ভরণ পোষণ ও নিত্য (অতিথিসৎকারাদি) নৈমিত্তিক (শ্রাদ্ধ শান্ত্যাদি) কার্য্যের সম্পাদন করিবেন, অপর চতুর্থ ভাগকে মূলধনরূপে গণ্য করিয়া, উহার দ্বারা অর্থের বৃদ্ধি করিবেন। বৎস! এই প্রকারে যাহারা অর্থের ব্যবহার করেন, তাঁহাদের অর্থেরই প্রকৃত সফলতা জানিবে।

তদ্বৎ পাপনিষেধার্থং ধর্ম্মঃ কার্য্যো বিপশ্চিতা।
পরত্রার্থং তথৈবান্যঃ কামোঽত্রৈব ফলপ্রদঃ॥
প্রত্যবায়ভয়াৎ কাম্যস্তথান্যশ্চাবিরোধবান্।
দ্বিধা কামোপি কথিতস্ত্রিবর্গস্যাবিরোধতঃ॥
পরস্পরানুবন্ধাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ বিচিন্তয়েৎ।
বিপরীতানুবন্ধাংশ্চ ধর্ম্মাদীংস্তান্ শৃণুষ্ব মে॥
ধর্ম্মো ধর্ম্মানুবন্ধার্থো ধর্ম্মো নাত্মার্থবাধকঃ।
উভাভ্যাঞ্চ দ্বিধা কামস্তেন তৌ চ দ্বিধা পুনঃ॥

অর্থ ব্যবহারের ন্যায় পাপ দূরীকরণের নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেন, ধর্ম্মও সকাম ও নিষ্কাম ভেদে দ্বিবিধ, তন্মধ্যে সকাম ধর্ম্ম ইহলোকে ফল প্রদান করিয়া থাকে এবং নিষ্কাম ধর্ম্ম পরকালে ফল দান করে। কিন্তু প্রত্যবায়ভয়ে সকাম ও নিষ্কাম উভয় বিধ ধর্ম্মই অবিরোধে সেবা করিবে। ত্রিবর্গের অবিরোধে কাম ও দ্বিবিধ কথিত হইয়াছে, এই ধর্ম্ম, অর্থ, ও কামকে পরস্পর পরস্পরের সহায়ীভূত জানিবে এবং সম্যক্ রূপে ধর্ম্মাদির ব্যবহার করিতে না পারিলে আবার উহারাই পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইয়া থাকে। (যেমন অর্থের সদ্ব্যবহারের দ্বারা—যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়মাদির অনুষ্ঠানের দ্বারা ধর্ম্ম সঞ্চিত হয়, সুতরাং অর্থ ধর্ম্মের সহায়, আবার অর্থের অসদ্ ব্যবহারের দ্বারা—বেশ্যাবৃত্ত্যাদি দুষ্কার্য্যের আচরণের দ্বারা, অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়, সুতরাং অর্থ-ধর্ম্মের বিরোধী হইল। এই প্রকারে কামনা ও প্রকারভেদে কখনও ধর্ম্মের সহায় আবার কখনও অসহায় হইয়া থাকে, জগদম্বার নিটক যদি সদ্বিষয়িণী কামনা করা হয়, তবে উহার দ্বারা আত্মার সৎ প্রবৃত্তির বিকাশ হয়, এবং নানা প্রকার ধর্ম্মেরও বিকাশ হইতে পারে, কিন্তু ঐ কামনাই যদি অসদ্বিষয়িণী হয়, তবে ঐ কামনাই ধর্ম্মকে বাধিত করে এবং অসংখ্য যাতনাও ভোগ করিতে হয়, কেননা অসৎ কামনার ফলও অসৎ হইবে।) ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধার্থ ধর্ম্ম ইহারা আত্মার্থের বাধক নহে, এই উভয় বিধ ধর্ম্মের দ্বারা যেমন ধর্ম্মানুবন্ধ কাম ও অর্থানুবন্ধ কাম এই দ্বিপ্রকার, তেমনি কামের দ্বারায় ও ধর্ম্ম ও অর্থ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম্যে মুহূর্ত্তে বুধ্যেত ধর্ম্মার্থৌ চাপিচিন্তয়েৎ।
কায়্যক্লেশাংস্ত তন্মূলান্ বেদতত্ত্বার্থমেব চ॥
সমুত্থায় তথাচাম্য প্রাঙ্মুখোনিয়তঃ শুচিঃ।
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং পশ্চিমাং সদিবাকরাম্॥
উপাসীত যথান্যায়ং নৈনাং জহ্যাদনাপদি॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগ্রৎ হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও ধর্ম্মার্থ মূলক কার্য্যের ক্লেশ সমুদয় এবং বেদের তত্ত্বার্থ চিন্তা করিবে, পরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ সংযত চিত্তে বিশুদ্ধ ভাব অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ব মুখীন হইয়া আচমন করিবে, অনন্তর দুই একটী নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে প্রাতঃ সন্ধ্যোপাসনা করিবে। এবং এতাদৃশ নিয়মে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইবার প্রাক্কালে সায়ং সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে, জন্ম ও মরণাশৌচ (এবং দ্বাদশ্যাদি নিষিদ্ধ কাল) ব্যতীত আর কখনই সন্ধ্যোপাসনা পরিত্যাগ করিবে না।

অসৎপ্রলাপমনৃতং বাক্পারুষ্যঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
অসচ্ছাস্ত্রমসদ্বাদমসৎসেবাঞ্চ পুত্রক!॥

বৎস! অসৎ বিষয় লক্ষ্য করিয়া পরিহাস করা, মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা, নিষ্ঠুর বাক্য বলা, অসৎ শাস্ত্রের আলাপ, অসাধু লোকের সহিত কথপোকথন এবং কুৎসিত ব্যক্তির অনুগত হইয়া তাহার সেবা এই সমস্ত কার্য্য (একেবারে) বর্জ্জন করিবে।

সায়ং প্রাতস্তথা হোমং কুর্ব্বীত নিয়তাত্মবান্।
নোদয়াস্তমনে বিম্বমুদীক্ষেত বিচক্ষণঃ॥
কেশপ্রসাধনাদর্শদর্শনং দন্তধাবনম্।
পূর্ব্বহ্ণএব কার্য্যাণি দেবতানাঞ্চ তর্পণম্॥

এবং সংযত চিত্তে আত্মনিষ্ঠ হইয়া প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে হোম করিবে, উদয়াস্তকালে সূর্য্য বিম্ব নিরীক্ষণ করিবে না, এবং কেশ পরিষ্করণ, দর্পণে মুখবিম্ব দর্শন, দন্ত ধাবন ও দেবতাদিগের তর্পণ এই সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বাহ্ণে করিতে হইবে।

গ্রামাবসথতীর্থানাং ক্ষেত্রাণাঞ্চৈব বর্ত্মনি।
বিন্মূত্রং নানুতিষ্ঠেত ন কৃষ্টে নচ গোব্রজে॥
নগ্নাং পরস্ত্রিয়ং নেক্ষেৎ ন পশ্যেদাত্মনঃ শকৃৎ।
উদক্যাদর্শনং স্পর্শোবর্জ্জ্যং সম্ভাষণং তথা॥
নাপ্সু মূত্রং পুরীষম্বা মৈথুনং বা সমাচরেৎ।
নাধিতিষ্ঠেচ্ছকৃন্মূত্রকেশভস্মকপালিকাঃ॥
তুষাঙ্গারাস্থিশীর্ণানি রজ্জুবস্ত্রাদিকানি চ।
নাধিতিষ্ঠেৎ তথা প্রাজ্ঞঃ পথি চৈবং তথা ভুবি॥

গ্রাম, আবসথ, তীর্থ ও ক্ষেত্র এই সকল স্থানে যাইবার রাস্তা ও কৃষ্ট ভূমি এবং গোষ্ঠেতে বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিবে না। উলঙ্গিনী পরস্ত্রীকে দর্শন করিবে না এবং নিজের উৎসৃষ্ট পুরীষ নিজে নিরীক্ষণ করিতে নাই। রজস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও তাহার সহিত সম্ভাষণ একেবারে বর্জ্জন করিবে। জলের ভিতরে অবস্থান করিয়া বিষ্ঠা মূত্রের পরিত্যাগ ও মৈথুন কদাচ করিবে না। বিষ্ঠা, মূত্র, ফেনা, ভস্ম, কপালিকা (ঘটাদির খাপরা) তুষ, অঙ্গার, অস্থি, রজ্জু ও বস্ত্রাদির উপরে উপবেশন করিতে নাই এবং পথ-মধ্য ও সাধারণ ভূমিতেও বসিবে না।

পিতৃদেবমনুষ্যাণাং ভূতানাঞ্চ তথার্চ্চনম্।
কৃত্বা বিভবতঃ পশ্চাদ্গৃহস্থোভোক্তুমর্হতি॥
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি স্বাচান্তোবাগ্যতঃ শুচিঃ।
ভুঞ্জীতান্নঞ্চ তচ্চিত্তো হ্যন্তর্জানুঃ সদা নরঃ॥

গৃহী মনুষ্য প্রথমতঃ আপন বিভবানুসারে পিতৃগণ, দেবগণ, অতিথিগণ ও ভূতগণের পূজা করিয়া পরে আপনি ভোজন করিবে। আহারের সময় সুন্দররূপে মুখ প্রক্ষালন করিয়া অতি শুদ্ধ ভাবে পূর্ব্ব মুখ বা উত্তর মুখ হইয়া জানুদ্বয় সংহত করিয়া, উপবেশনপূর্ব্বক আহার করিবে, ঐ সময়ে কাহারও সহিত কোন প্রকার আলাপ করিবে না।

উপঘাতাদৃতে দোষং নান্যস্তোদীরয়েদ্বুধঃ।
প্রত্যক্ষলবণং বর্জ্জ্যমন্নমত্যুষ্ণমেব চ॥

কোন ব্যক্তি নিজের কোন গুরুতর অপকার না করিলে কদাচ তাহার সত্য দোষ ও উদ্ঘাটন করিবে না। এবং দাইল তরকারী প্রভৃতি যে লবণদ্বারা পক্ক করা যায়, তদ্ভিন্ন দৃষ্ট লবণ ও অত্যুষ্ণ অন্ন বর্জ্জন করিবে।

ন গচ্ছন্ নচ তিষ্ঠন্ বৈ বিন্মূত্রোৎসর্গমাত্মবান্।
কুর্ব্বীত নৈব চাচমন্ যৎ কিঞ্চিদপি ভক্ষয়েৎ॥
উচ্ছিষ্টোনালপেৎ কিঞ্চিৎ স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
গাং ব্রাহ্মণং তথা চাগ্নি স্বমূর্দ্ধানঞ্চ ন স্পৃশেৎ॥
ন চ পশ্যেৎ রবিং নেন্দুং ন নক্ষত্রাণি কামতঃ।
ভিন্নাসনং তথা শয্যাং ভাজনঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অন্তঃসারবান্ গৃহী গমন করিতে করিতে, অথবা অবস্থানপূর্ব্বক বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিবে না এবং আহারের পর আচমন করিয়া পুনর্ব্বার আর কিছু খাইবে না। উচ্ছিষ্ট মুখে কাহার সহিত আলাপ ও স্বাধ্যায় (বেদ পাঠ) করিবে না। এবং গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও আপন মস্তক স্পর্শ করিবে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্ছিষ্ট মুখ থাকে, ততকাল সূর্য্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণকে ইচ্ছাপূর্ব্বক দেখিতে নাই। ভগ্ন আসন, শয্যা ও পাত্র পরিত্যাগ করিবে।

গুরূণামাসনং দেয়মভ্যুত্থানাদিসৎকৃতম্।
অনুকূলং তথালাপমভিবাদনপূর্ব্বকম্॥
তথানুগমনং কুর্য্যাৎ প্রতিকূলং ন সঞ্জপেৎ॥

গুরু কখনও নিকটে আসিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অভ্যুত্থানাদি সৎকারপূর্ব্বক আসন প্রদান করিবে, অনন্তর অভিবাদন করিয়া তদীয় অনুকূল আলাপ করিবে, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে, কদাচ গুরুর প্রতিকূলে বাক্য প্রয়োগ করিতে নাই।

নৈকবস্ত্রশ্চ ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনম্।
ন বাহয়েদ্দ্বিজান্ নাগ্নৌ মেহং কুর্ব্বীত বুদ্ধিমান্॥
স্নায়ীত ন নরোনগ্নোন শয়ীত কদাচন।
ন পাণিভ্যামুভাভ্যাঞ্চ কণ্ডুয়েত শিরস্তথা॥
ন চাভীক্ষ্ণং শিরঃস্নানং কুর্য্যাৎ নিস্কারণং নরৈঃ।
শিরঃস্নাতশ্চ তৈলেন নাঙ্গং কিঞ্চিদপি স্পৃশেৎ॥

এক বস্ত্র হইয়া কখনই ভোজন বা দেবতার পূজা করিবে না, এবং ব্রাহ্মণদিগকে বাহন করিবে না। অগ্নিতে প্রস্রাবাদি করিবে না এবং নগ্ন (নেঙ্‌টো) হইয়া স্নান ও শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে এবং এক সময়ে হস্তদ্বয়ের দ্বারা মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে নাই। কোন বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে পুনঃ পুনঃ শিরঃ স্নান (মস্তক ধুইয়া স্নান) করিবে না, এবং মস্তকটী মাত্র ধুইয়া ফেলিয়া অন্যান্য অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিবে না।

অনধ্যায়েষু সর্ব্বেষু স্বাধ্যায়ঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
ব্রাহ্মণানিলগোসূর্য্যান্ ন মেহেত কদাচন॥
উদঙ্মুখো দিবারাত্রাবুৎসর্গং দক্ষিণামুখঃ।
অবাধাসু যথাকামং কুর্য্যান্মূত্রপুরীষয়োঃ॥

শাস্ত্রবিহিত অনধ্যায় তিথিতে স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) বর্জ্জন করিবে, এবং কদাপি ব্রাহ্মণ, বায়ু, গো ও সূর্য্যাভিমুখী হইয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে না। কোন প্রকার বাধার সম্ভব না থাকিলে, উক্ত প্রকারে বিন্মূত্র পরিত্যাগ করিবে, যদি কোন রূপ বিঘ্ন বাধা থাকে, তবে যথেচ্ছভাবে বিষ্ঠা, মূত্র ত্যাগ করিতে পারিবে।

দুষ্কৃতং ন গুরোর্ব্রূয়াৎ ক্রুদ্ধঞ্চৈনং প্রসাদয়েৎ।
পরিবাদং ন শৃণুয়াদন্যেষামপি কুর্ব্বতাম্॥
পন্থা দেয়ো ব্রাহ্মণানাং রাজ্ঞো দুঃখাতুরস্য তু।
বিদ্যাধিকস্য গুর্ব্বিণ্যা ভারার্ত্তস্য যবীয়সঃ॥
মূকান্ধবধিরাণাঞ্চ মত্তোন্মত্তকস্য চ।
পুংশ্চল্যাঃ কৃতবৈরস্য বালস্য পতিতস্য চ॥

পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা কোন দুষ্কৃত কার্য্য করিলেও তাহা প্রকাশ করিতে নাই, যদি ইঁহারা কখনও ক্রুদ্ধ হন, তবে ইঁহাদিগকে প্রসন্ন করাইবে, অন্য ব্যক্তিরা ইঁহাদের কোন অপবাদ করিলে তাহা শ্রবণ করিবে না। ব্রাহ্মণ, রাজা, দুঃখার্ত্ত, বিদ্যার দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, গর্ভবতী, অধিক ভারের দ্বারা আক্রান্ত, মূক, বধির, মদ্যপানে মত্ত, উন্মত্ত, অসতী, কৃতবৈর-ব্যক্তি, বালক এবং পতিতগণের পন্থা অবরোধ করিবে না।

দেবালয়ং চৈত্যতরুং তথৈব চ চতুষ্পথম্।
বিদ্যাধিকং গুরুং দেবং বুধঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্॥
উপানৎ বস্ত্রমাল্যাদি ধৃতমন্যৈর্ন ধারয়েৎ।
উপবীতমলঙ্কারং করকঞ্চৈব বর্জ্জয়েৎ॥
চতুর্দ্দশ্যাং তথাষ্টম্যাং পঞ্চদশ্যাঞ্চ পর্ব্বসু।
তৈলাভ্যঙ্গং তথা ভোগং যোষিতশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

পণ্ডিত ব্যক্তিরা দেবালয়, চৈত্য বৃক্ষ (গ্রামের প্রধান বৃক্ষ) চতুষ্পথ (চৌরাস্তা) বিদ্যাধিক লোক, পিতা মাতাদি গুরুজন এবং দেবতা, ইঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিবে। জুতা, খড়ম, বস্ত্র, মাল্য, যজ্ঞোপবীত, অলঙ্কার এবং করণ্ডলু এই সমস্ত বস্তু অন্যের ব্যবহৃত হইলে, তাহা ব্যবহার করিবে না। চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথি এবং সংক্রান্ত্যাদি পর্ব্ব দিনে তৈল মর্দ্দন ও স্ত্রীসম্ভোগ বর্জ্জন করিবেন।

ন ক্ষিপ্তপাদজঙ্ঘশ্চ প্রাজ্ঞস্তিষ্ঠেৎ কদাচন।
ন চাপি বিক্ষিপেৎ পাদৌ পাদং পাদেন নাক্রমেৎ॥
মর্ম্মাভিঘাতমাক্রোশং পৈশুন্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ।
দম্ভাভিমানতীক্ষ্ণানি ন কুর্ব্বীত বিচক্ষণঃ॥
মূর্খোন্মত্তব্যসনিনো বিরূপান্ মায়িনস্তথা।
ন্যূনাঙ্গাংশ্চাধিকাঙ্গাংশ্চ নোপহাসৈর্ব্বিদূষয়েৎ॥

মনীষিগণ পদ ও জঙ্ঘাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া অবস্থান করিবে না এবং চরণদ্বয়কে বিক্ষিপ্ত ও এক পদের দ্বারা অপর পদকে আক্রমণ করিবে না। বিচক্ষণ পুরুষ মর্ম্মাভিঘাতী আক্রোশ-খলতা, দম্ভ, অভিমান, উগ্রভাব অবলম্বন করিবেন না এবং মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, কুৎসিত লোক, মায়াবী, অঙ্গহীন, অধিকাঙ্গ, এই সমস্ত ব্যক্তিকে উপহাসাদি করিয়া ইহাদের চিত্তবিকার উৎপাদন করিবে না।

পরস্য দণ্ডং নো যচ্ছেচ্ছিক্ষার্থং পুত্রশিষ্যয়োঃ।
তদ্বন্নোপবিশেৎ প্রাজ্ঞঃ পাদেনাক্রম্য চাসনম্॥

সংযাবং কৃসরং মাংসংনাত্মার্থমুপসাধয়েৎ।
সায়ং প্রাতশ্চ ভোক্তব্যং কৃত্বা চাতিথিপূজনম্॥

অন্যের প্রতি এবং শিক্ষার্থ আগত পুত্র ও শিষ্যের প্রতি দণ্ড প্রয়োগ করিবে না এবং প্রাজ্ঞ পুরুষ পাদের দ্বারা আসন ঠেলিয়া লইয়া তাহাতে উপবেশন করিবে না। সংযাব, কৃসর ও মাংস নিজের জন্য, অর্থাৎ আমিই উহা ভোগ করিব এইরূপ কামনা করিয়া সংগৃহীত করিবেনা, (কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তু দেবতা বা পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত করিলে তাহাতে কদাচ পাপ হইতে পারে না) এবং গৃহী মনুষ্য অতিথিসৎকারপুরঃশর দিবা ও রাত্রিতে ভোজন করিবে।

প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি বাগ্যতো দন্তধাবনম্।
কুর্ব্বীত সততং বৎস! বর্জ্জয়েদ্দর্জ্জবীরুধঃ॥
নোদক্‌শিরাঃ স্বপেজ্জাতু নচ প্রত্যক্‌শিরা নরঃ।
শিরস্যগস্ত্যমাস্থায় শয়ীতাথ পুরন্দরম্॥
নতু গন্ধবতীষ্বপ্সু স্নায়ীত ন তথা নিশি।
উপরাগে পরং স্নানমৃতে দিনমুদাহৃতম্॥
অপমৃজ্যাথ চাস্নাতো গাত্রাণ্যম্বরপাণিভিঃ।
ন চাপি ধূনয়েৎ কেশান্ বাসসী নচ ধূনয়েৎ॥
নান্থুলেপনমাদদ্যাদস্নাতঃ কর্হিচিদ্ বুধঃ।
ন চাপি রক্তবাসাঃ স্যাচ্চিত্রাসিতধরোপি বা॥

বৎস! সংযতবাক্য হইয়া, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশনপূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে, দন্তধাবনে যে সমস্ত কাষ্ঠ নিষিদ্ধ আছে, তাহার দ্বারা দন্তধাবন করিবে না। (প্রতিপদ্দর্শষষ্ঠীষু নবম্যাং চৈব সপ্তমঃ। দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্॥ প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী এই সমস্ত তিথিতে দন্তধাবন করিবে না। অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্ব্বিধীয়তে। যদি দন্তকাষ্ঠের অভাব হয় এবং পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ দিনে কেবলমাত্র দ্বাদশ গণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে। দন্তধাবন শব্দে শাস্ত্রবিহিত কাষ্ঠের দ্বারা দন্ত পরিষ্করণ বুঝিতে হইবে। জলের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করাকে দন্তধাবন শব্দে বুঝায় না। পারস্করসূত্রে ঔদুম্বর (ডুমুর) কাষ্ঠই দন্তধাবনে প্রশস্ত বলিয়াছেন। গৃহী ব্যক্তি কদাচ উত্তর ও পশ্চিমশিরা হইয়া (উত্তর ও পশ্চিমের দিকে মস্তক সংস্থাপনপূর্ব্বক) শয়ন করিবে না, দক্ষিণ অথবা পূর্ব্বশিরা হইয়া শয়ন করিবে। কোন প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত জলে এবং রাত্রিকালে স্নান করিবে না, কিন্তু চন্দ্রগ্রহণে রাত্রিতে স্নান করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই। স্নান করিয়া পরিধেয় বস্ত্র বা হস্তের দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিবে না এবং আর্দ্র কেশ ও আর্দ্র বস্ত্র কাঁপাইবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি অস্নাত অবস্থায় গন্ধ চন্দনাদি অনুলেপন দ্রব্য গাত্রে ম্রক্ষণ করিবেন না এবং রক্তবস্ত্র, কৃষ্ণবস্ত্র ও নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র বস্ত্রাদি পরিধান করিবেন না।

পৃষ্ঠমাংসং বৃথামাংসং বর্জ্জ্যমাংসঞ্চ পুত্রক!।
ন ভক্ষয়ীত সততং প্রত্যক্ষলবণানি চ॥
বর্জ্জ্যং চিরোষিতং পুত্র! ভক্তং পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
পিষ্টশাকক্ষুপয়সাং বিকারান্ নৃপনন্দন!॥
তথা মাংসবিকারাংশ্চ তে চ বর্জ্জ্যাশ্চিরোষিতাঃ।
উদয়াস্তমনে ভানোঃ শয়নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

বৎস! যে যে মাংস খাইতে শাস্ত্রে বিধি আছে, তাহার ও পিঠের মাংস খাইতে নাই, এবং যে মাংস দেবতা বা পিতৃগণের উদ্দেশে সংস্কৃত হয় নাই, তাদৃশ মাংস (বৃথা মাংস) এবং নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিবে না এবং যে লবণের দ্বারা দাইল প্রভৃতি পাক করা হয়, তদ্ব্যতীত দৃষ্ট লবণ খাইবে না। অন্ন বহুদিনের বাসিই হউক, অথবা দুই এক দিনের বাসীই হউক, উহা ভক্ষণ করিবে না। এবং পিষ্টক, শাক, ইক্ষু ও দুগ্ধ অতিশয় পর্য্যুষিত হইলে, খাইবে না এবং কোন কারণে মাংস বিকৃত হইলে, তাহাও পরিত্যাগ করিবে। অপর সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে (ভোর সময় ও সন্ধ্যাকালে) শয়ন করিবে না।

ন স্নাতো নৈব সংবিষ্টো নচৈবান্যমনা নরঃ।
ন চৈব শয়নে নোর্ব্ব্যামুপবিষ্টো ন শব্দবৎ॥
ন চৈকবস্ত্রো ন বদন্ প্রেক্ষতামপ্রদায় চ।
ভুঞ্জীত পুরুষঃ স্নাতঃ সায়ং প্রাতর্যথাবিধি॥

স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ শয়ন করিবে না, বসিয়া বসিয়া নিদ্রা যাওয়া নিষিদ্ধ, অন্যমনস্ক হইয়া শয়ন করিবে না এবং বিছানা ও মৃত্তিকাতে শব্দ করিয়া বসিবে না এবং উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ না করিয়া, কথা বলিতে বলিতে ও মিষ্টাদি বস্তু দর্শকগণকে (নিকটস্থ লোককে) না দিয়া ভক্ষণ করিবে না, কিন্তু পুরুষেরা স্নান করিয়া যথাবিধি বিধানে মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহার করিবেন।

পরদারা ন গন্তব্যাঃ পুরুষেণ বিপশ্চিতা।
ইষ্টাপূর্ত্তায়ুষাং হন্ত্রী পরদারগতির্নৃণাম্॥
নহীদৃশমনায়ুষ্যং লোকে কিঞ্চ ন বিদ্যতে।
যাদৃশং পুরুষস্যেহ পরদারাভিমর্ষণম্॥

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কদাচ পরস্ত্রী গমন করিবেন না, কেননা মনুষ্যমাত্রেরই পরদারাভিধর্ষণের দ্বারা ইষ্টাপূর্ত্ত ও আয়ু ক্ষীণ হইয়া যায়। পরদারাভিগমনের ন্যায় আয়ুর্নাশকর আর কোন কার্য্যই নাই।

দেবার্চ্চনাগ্নিকার্য্যাণি তথা গুর্ব্বভিবাদনম্।
কুর্ব্বীত সম্যগাচম্য তদ্বদন্নভুজিক্রিয়াম্॥
অফেণাভিরগন্ধাভিরন্তিরচ্ছাভিরাদরাৎ।
আচামেৎ পুত্র! পুণ্যাভিঃ প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোঽপি বা॥

দেবতার অর্চ্চন, হোম, গুরুগণকে অভিবাদন এবং অন্নাদি ভোজন এই সমস্ত কার্য্য করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখ হইয়া বসিবে এবং ফেণরহিত দুর্গন্ধশূন্য পবিত্র ও নির্ম্মল জলের দ্বারা আচমন করিবে।

অন্তর্জ্জলাদাবসথাদ্বল্মীকান্মূষিকস্থলাৎ।
কৃতশৌচাবশিষ্টাশ্চ বর্জ্জয়েৎ পঞ্চ বৈ মৃদঃ॥

জলের ভিতরের মৃত্তিকা, বল্মীক-মৃত্তিকা, (উইমাটি) ইন্দুরের মাটি এবং যে মাটিদ্বারা একবার মৃত্তিকাশৌচ করিয়াছে, সেই মাটী, এই পাঁচ প্রকার মৃত্তিকার দ্বারা মৃত্তিকাশৌচ করিবে না।

প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ সমভ্যুক্ষ্য সমাহিতঃ।
অন্তর্জানুস্তথাচামেৎ ত্রিশ্চতুর্ব্বা পিবেদপঃ॥
পরিমৃজ্য দ্বিরাস্যান্তং তথা মূর্দ্ধানমেব চ।

সম্যগাচম্য তোয়েন ক্রিয়াং কুর্ব্বীত বৈ শুচিঃ॥
দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চৈব যত্নতঃ।
সমাহিতমনা ভূত্বা কুর্ব্বীত সততং নরঃ॥

মৃত্তিকাশৌচানন্তর হস্ত, পদ প্রক্ষালনপূর্ব্বক শরীরে জলের অভ্যুক্ষণ দিয়া সমাহিতচিত্তে জানুদ্বয়কে অন্তর্নিবিষ্ট করতঃ. যথা-বিধি আচমন করিবে, অথবা তিন চারি বার সীমান্য কিছু জল পান করিবে। পরে মুখের প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই বার মার্জ্জনা করিয়া, আপন মস্তক স্পর্শ করিবে। এই প্রকারে মনুষ্য জলের দ্বারা সম্যক্‌রূপে আচমন করতঃ শুদ্ধভাবে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবেন এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া অতি যত্নসহকারে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের পূজা করিবেন।

ক্ষুত্বা নিষ্ঠীব্য বাসঞ্চ পরিধায়াচমেৎ বুধঃ।
ক্ষুতেঽবলিঢ়ে বান্তে চ তথা নিষ্ঠীবনাদিষু॥
কুর্য্যাদাচমনং স্পর্শং গোপৃষ্ঠস্যার্কদর্শনম্।
কুর্ব্বীতালম্বনঞ্চাপি দক্ষিণশ্রবণস্য বৈ॥

ক্ষুৎ ফেলিয়া (হাঁচি দিয়া) নিষ্ঠীবন করিয়া (থুথু ফেলিয়া) বস্ত্র পরিধান করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি আচমন করিবেন। ক্ষুত্, অবলেহন, বমন এবং নিষ্ঠীবনাদি ক্রিয়া করিয়া আচমন করাই প্রশস্ত, তাহাতে অসমর্থ হইলে গোপৃষ্ঠ স্পর্শ, তাহাতে অসমর্থ হইলে সূর্য্যদর্শন, তাহাও সম্ভব না হইলে আপন দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, * এই প্রকারে আপন শক্তি অনুসারে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয়ের অভাব হইলে পর পর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কেননা পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান সম্ভব না হইলে, পর পর বিহিত কার্য্যই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে।

ন কুর্য্যাৎ দন্তসঙ্ঘর্ষং নাত্মনো দেহতাড়নম্।
স্বপ্নাধ্যয়নভোজ্যানি সন্ধ্যয়োশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
সন্ধ্যায়াং মৈথুনঞ্চাপি তথা পস্থানমেবচ॥

দন্ত দ্বয়ে পরস্পর সঙ্ঘর্ষণ এবং নিজ দেহ তাড়ন করিবে না. এবং দিন রাত্রির ও রাত্রিদিনের সন্ধি সময়ে নিদ্রা, অধ্যয়ন, ভোজন, মৈথুন এবং পথ ভ্রমণ করিবে না।

পূর্ব্বাহ্নে তাত! দেবানাং মনুষ্যাণাঞ্চ মধ্যমে।
ভক্ত্যা তথাঽপরাহ্নে চ কুর্ব্বীত পিতৃপূজনম্॥
শিরঃ স্নাতশ্চ কুর্ব্বীত দৈবং পৈত্র্যমথাপি বা।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখোবাপি শ্মশ্রু কর্ম্ম চ কারয়েৎ॥

বৎস! ভক্তিপূর্ব্বক পূর্ব্বাহ্নে দেবগণের অর্চ্চনা করিবে, মধ্যাহ্নে অতিথি সেবা করিবে এবং অপরাহ্নে পিতৃগণের পূজা করিবে। এই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে নিমজ্জন পূর্ব্বক স্নান করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুখে উপবেশন করতঃ করিতে হইবে। এবং ক্ষৌর কার্য্য করাইতে হইলে আপনি প্রাঙ্মুখ অথবা উত্তর মুখ হইয়া উপবেশন করিবে।

রক্ষেদ্দারান্ ত্যজেদীর্ষ্যাং দিবা চ স্বপ্নমৈথুনে।
পরোপতাপকং কর্ম্ম জন্তুপীড়াঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥
উদক্যা সর্ব্ববর্ণানাং বর্জ্জ্যা রাত্রিচতুষ্টয়ম্।
স্ত্রীজন্মপরিহারার্থং পঞ্চমীমপি বর্জ্জয়েৎ॥
ততঃ ষষ্ঠ্যাং ব্রজেদ্রাত্র্যাং শ্রেষ্ঠোযুগ্মাসু রাত্রিষু।
তস্মাদ্ যুগ্মাসু পুত্রার্থী সম্বিশেত সদা নরঃ॥
বিধর্ম্মিণোঽহ্নি পূর্ব্বাধ্যে সন্ধ্যাকালে চ পুংস্ককাঃ॥

সহধর্ম্মিণীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে এবং ঈর্ষ্যা (পরের উন্নতি বিষয়ে অসহিষ্ণুতা) দিবসে নিদ্রা ও স্ত্রীসম্ভোগ, পরের শারীরিক ও মানসিক পরিতাপ জনক কার্য্য করিবে না এবং প্রাণিগণকে পীড়িত করিবে না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্যান্য বর্ণ সঙ্কর জাতিরা রজোযোগের দিন হইতে চারিদিন পর্য্যন্ত স্ত্রী সম্ভোগ করিবেন না। যাহারা কান্যোৎপত্তি ইচ্ছা করে না, তাহারা, পঞ্চম দিনে ও স্ত্রীগমন করিবে না. অনন্তর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-গণ ষষ্ঠী রাত্রিতে এবং অন্য যুগ্ম রাত্রিতে স্ত্রী সম্ভোগ করিতে পারেন। এবং যাহারা পুত্রোৎপত্তিপ্রার্থী, তাহারা সমস্ত ঋতুতেই যুগ্ম দিনে স্ত্রী গমন করিবে। পূর্ব্ব বচনে দিবসে মৈথুন করা নিষেধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দিবসের পূর্ব্বভাগে যদি সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সেই সন্তান স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হয়, এবং সন্ধ্যা-কালে জন্ম হইলে নপুংসক হয়। (অতএব দিবসে এবং উভয় সন্ধ্যাতে মৈথুন করিবে না)।

ক্ষুরকর্ম্মাণি বান্তে চ স্ত্রীসম্ভোগে চ পুত্রক!।
স্নায়ীত চেলবান্ প্রাজ্ঞঃ কটভূমিমুপেত্য চ॥

বৎস! প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষুর কর্ম্ম, বমন, স্ত্রীসম্ভোগ ও শ্মশান ভূমিতে গমন করিয়া সবস্ত্র স্নান করিবেন।

দেববেদদ্বিজাতীনাং সাধুসত্যমহাত্মনাম্।
গুরোঃ পতিব্রতানাঞ্চ তথা যজ্ঞতপস্বিনাম্॥
পরিবাদংন কুর্ব্বীত পরিহাসঞ্চ পুত্রক!।
কুর্ব্বতামবিনীতানাং ন শ্রোতব্যং কথঞ্চন॥

পুত্র! দেবতা, বেদ, দ্বিজাতি, সাধু, সত্যপ্রিয় ব্যক্তি, মহাত্মা লোক, গুরু, পতিব্রতা স্ত্রী, যাজ্ঞিক, এবং তপস্বিগণের পরিহাস ত্যাগ করিবে, যদি কোন অবিনীত লোক ইহাঁদিগকে নিন্দা বা উপহাস করে, তাহাও কদাচ শুনিবে না।

নোৎকৃষ্টশয্যাসনয়োর্নাপকৃষ্টস্য চারুহেৎ।
নচামঙ্গল্যবেশঃ স্যান্ন চামঙ্গল্যবাগ্‌ভবেৎ।
ধবলাম্বরসম্বীতঃ সিতপুষ্পবিভূষিতঃ॥

নিজ হইতে উৎকৃষ্ট এবং অপকৃষ্ট ব্যক্তির শয্যা ও আসনে শয়ন ও উপবেশন করিবে না, এবং কুৎসিত বাক্য পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্বদা ধবল বস্ত্র (গরিষ্কার বস্ত্র) পরিধান করিবে ও ধবল পুষ্পের দ্বারা ভূষিত হইবে।

নোদ্ধতোন্মত্তমূঢ়ৈশ্চ নাবিনীতৈশ্চ পণ্ডিতঃ।
গচ্ছেন্মৈত্রীং সদাঽশীলৈর্ন চ চৌর্য্যাদি-দূষিতৈঃ॥
ন চাতিব্যয়শীলৈশ্চ ন লুব্ধৈর্নাপি বৈরিভিঃ।
ন বন্ধকীভির্ন ন্যূনৈঃ বন্ধকীপতিভিস্তথা॥
সার্দ্ধং ন বলিভিঃ কুর্য্যাৎ নচ ন্যূনৈর্ন নিন্দিতৈঃ।
ন সর্ব্বশঙ্কিভির্নিত্যং নচ দৈবপরৈর্নরৈঃ॥

* এই বিষয়ে গ্রন্থান্তর হইতে আর দুই একটী প্রমাণ দেওয়া গেল। যথা,— অগ্নিরাপশ্চ বেদাশ্চ চন্দ্রাদিত্যানিলাস্তথা। সর্ব্ব এবেহ বিপ্রাণাং কর্ণে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে॥ গঙ্গাচ দক্ষিণে শ্রোত্রে + + + + ব্রাহ্মণের কর্ণে অগ্নি, সলিল, চতুর্ব্বেদ, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু এবং গঙ্গা ইহাঁরা অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং দক্ষিণ কর্ণের স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণগণ পবিত্র হন।

কুর্ব্বীত সাধুভির্মৈত্রীং সদাচারাবলম্বিভিঃ॥
প্রাজ্ঞৈরপিশুনৈঃ শক্তৈঃ কর্ম্মণ্যুদ্যোগভাগিভিঃ॥

উদ্ধত, উন্মত্ত, মূর্খ, অবিনীত, অশীল, চৌর্য্যাদিদূষিত, অতি ব্যয়স্বভাব, লুব্ধ, পূর্ব্বশত্রু, বন্ধকী, নীচ, অসতীর পতি, বলবান, হীনজাতি, নিন্দিত, সর্ব্বদা শঙ্কিতচিত্ত এবং দৈবনিরত (যাহারা অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অদৃষ্টবাদী, অর্থাৎ অদৃষ্টে যাহা লেখা আছে, তাহাই হইবে, পুরুষকারে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, এতাদৃশ অদৃষ্টপরায়ণ ব্যক্তিকে দৈবপর বলে) ব্যক্তিদিগের সহিত পণ্ডিত লোক কদাচ মিত্রতা করিবেন না। আর যাহারা সাধুস্বভাবসম্পন্ন, কার্য্যদক্ষ, সদাচারানুষ্ঠানে তৎ-পর, পণ্ডিত, খলতাবিহীন এবং সমস্ত কার্য্যেতে অধ্যবসায়-শালী, তাদৃশ ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করিবে।

বেদবিদ্যাব্রতস্নাতৈঃ সহাসীত সদা বুধঃ।
সুহৃদ্দীক্ষিতভূপালস্নাতকশ্বশুরৈঃ সহ॥
ঋত্বিগাদীন্ ষড়ার্ঘ্যার্হানর্চ্চয়েচ্চ গৃহাগতান্।
যথা বিভবতঃ পুত্র! দ্বিজান্ সম্বৎসরোষিতান্॥
অর্চ্চয়েন্মধুপর্কেণ যথাকালমতন্দ্রিতঃ।
তিষ্ঠেচ্চ শাসনে তেষাং শ্রেয়স্কামো দ্বিজোত্তমঃ॥
নচ তান্ বিবদেদ্ধীমান্ আক্রুষ্টশ্চাপি তৈঃ সদা (১)॥

পণ্ডিত ব্যক্তি বেদবিদ্যারত, সুহৃৎ, দীক্ষিত, রাজা, স্নাতক-ব্রতাবলম্বী * এবং শ্বশুর ইহাদিগের সহিত সর্ব্বদা বাস করিবেন, এবং সম্বৎসরোষিত দ্বিজাতিগণ ও পুরোহিত, সুহৃৎ, দীক্ষিত, ভূপাল, স্নাতক এই সমস্ত পূজার্হ ব্যক্তিগণ নিজ গৃহে সমুপাগত হইলে, তৎক্ষণাৎ আলস্য পরিহারপূর্ব্বক যথাসাধ্য মধুপর্কের দ্বারা ইহাদিগের অর্চ্চনা করিবেন এবং মঙ্গলকামী ব্যক্তি ইহা-দিগের শাসনে অবস্থান করিবেন, ইহারা কোন বিষয়ে তিরস্কার করিলেও পণ্ডিত লোকেরা ইহাদিগের সহিত বিবাদ করিবেন না।

তত্র পুত্র! ন বস্তব্যং যত্র নাস্তি চতুষ্টয়ম্।
ঋণপ্রদাতা বৈদ্যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ সজলা নদী॥
জিতামিত্রো নৃপো যত্র বলবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
তত্র নিত্যং বসেৎ প্রাজ্ঞঃ কুতঃ কুনৃপতৌ সুখম্॥
যত্রাপ্রধৃষ্যো নৃপতির্যত্র শস্যবতী মহী।
পৌরাঃ সুসংযতা যত্র সততং ন্যায়বর্ত্তিনঃ॥
যত্রামৎসরিণো লোকাস্তত্র বাসঃ সুখোদয়ঃ।
যস্মিন্ কৃষীবলা রাষ্ট্রে প্রায়শো নাতিভোগিনঃ॥
যত্রৌষধান্যশেষাণি বসেৎ তত্র বিচক্ষণঃ॥

তত্র পুত্র! ন বস্তব্যং যত্রৈতৎ ত্রিতয়ং সদা।
জিগীষুঃ পূর্ব্ববৈরশ্চ জনশ্চ সততোৎসবঃ॥
বসেন্নিত্যং সুশীলেষু সহবাসিষু পণ্ডিতঃ।
ইত্যেতৎ কথিতং পুত্র! ময়া তে হিতকাম্যয়া॥

বৎস! যে স্থানে ঋণদাতা, সৎ বৈদ্য, বেদবিৎ ব্রাহ্মণ, এবং স্রোতবহা নদী নাই, সে স্থানে বসতি করিবে না। আর যেখানে ধর্ম্মনিরত ভূপাল সমস্ত শত্রু বিজয় করিয়া বাস করেন, সেই স্থানে পণ্ডিত লোক বাস করিবেন, কেননা কুনৃপতির নিকট বসতি করিলে কদাচ সুখ হইতে পারে না। যে দেশে সুশীল রাজা আছেন, যে দেশ শস্যপরিপূর্ণা, যেখানকার পুরবাসী-লোক সুসংযতচিত্ত এবং সর্ব্বদা ন্যায়পথবর্ত্তী এবং পরস্পরের প্রতি সৎস্বভাবপরিপূর্ণ, সেই স্থানে বাস অতি সুখের হেতু হইয়া থাকে। যে দেশে কৃষকগণ অতিশয় ভোগালু নয়, এবং নানা প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, বিচক্ষণ লোক তাদৃশ স্থানে বাস করি-বেন। পুত্র! যে স্থানে জিগীষু পূর্ব্বকৃত শত্রু ও সতত উৎসব-প্রিয় লোক বাস করে, সেই খানে বসতি করিবে না, কিন্তু যে স্থানের প্রতিবাসীগণ সুশীল, পণ্ডিত ব্যক্তি সেই স্থানে বাস করিবেন। বৎস! আমি তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া এই প্রকার হিতকর সদাচারপরম্পরা তোমার নিকট বলিলাম।

সদাচার লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল। আমাদের সুবুদ্ধি পাঠকগণ ইহার দ্বারাই সদাচারের লক্ষণগুলি বুঝিতে পারিবেন। এই পর্য্যন্ত যাহা কিছু ব্যাখ্যা করা হইল, ইহাকেই সদাচার বলিয়া আর্য্যগণ নির্দেশ করিয়াছেন। এই অনুষ্ঠেয় বিষয়গুলির অনুষ্ঠান করিলেই সদাচারের অনুষ্ঠান করা হয় এবং ইহার অনু-ষ্ঠানের দ্বারাই আয়ুর্বৃদ্ধি, শ্রীবৃদ্ধি ও ধর্ম্মবৃদ্ধি হইয়া থাকে, এই সমস্ত বিষয়ের যথাবিহিত অনুষ্ঠান না করিলে কোন ধর্ম্মেরই প্রকৃত অধিকার জন্মে না, অতএব গৃহস্থ মাত্রেই আলস্য পরি-ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত আচারের পরিশীলন করিবেন। এই সদাচার সমূহের মধ্যে অতীব গূঢ় রহস্য ও মহদুদ্দেশ্য আছে, তাহা আমাদের এ প্রস্তাবে আলোচ্য নহে। কিন্তু এমন অনেকগুলি বিষয় আমরা ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি যে, তাহার উপকারীতা ও অবশ্য অনুষ্ঠেয়তা পাঠকগণ নিজে নিজেই সুস্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারিবেন।

অধ্যাস।

যেমন আলোক ও অন্ধকার পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ। তেমন চেতন ও জড় পরস্পর বিরুদ্ধ। দৃশ্যমান কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদি দ্রব্যগুলি চেতনা শক্তিবিহীন জড়পদার্থ। আমরা চেতন। আমার মধ্যে আবার আমি চেতন, আমার দেহ অচেতন। সুতরাং আমি চেতনা-চেতন সংবলিত। এই চেতনা সম্বন্ধে আস্তিক ও নাস্তিক-গণ পরস্পর বিসংবাদিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। নাস্তিকের বাক্যে এই চৈতন্যপদার্থ আর স্বতন্ত্র নহে, যেমন অন্নাদি দ্রব্য নিহিত মাদকতাশক্তি তত্তৎ তণ্ডুলাদি দ্রব্যের সংমিশ্রণে উদ্ভূত হয়, তেমন ভূতচতুষ্টয়ের বিশেষ সংযোগে আমাদের চৈতন্যের বিকাশ হয় মাত্র। বস্তুতঃ চৈতন্য পদার্থ দেহারম্ভক ভূতচতুষ্টয়ের

(১) ইহার পর হইতে কতটা অংশ বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

* সান্তানিকং যক্ষ্যমানমধ্বগং সর্ব্ববেদসম্। গুর্ব্বর্থঃ পিতৃমাত্রর্থঃ স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ॥ নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্। নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ॥ কেবলমাত্র সন্তানার্থী হইয়া (কামপরবশ হইয়া নয়) বিবাহেচ্ছুক, অবশ্য অনুষ্ঠেয় জ্যোতিষ্টোমাদি চিকীর্ষু, পান্থ, সর্ব্বস্ব দক্ষিণার্থে অর্পণ করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, শিক্ষক গুরু এবং পিতা মাতার ভরণ পোষণার্থী, বেদপাঠ করিবার নিমিত্ত গ্রাসাচ্ছাদনার্থী ব্রহ্মচারী এবং চিররোগী এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণকে স্নাতক বলিয়া জানিবে। ইহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানের তারতম্যানুসারে গো, হিরণ্যাদি দান করিবে। (ইতি মনুসংহিতা) এখানে স্নাতকশব্দে এই নয় প্রকার ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়াছে।

গুণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ক্রমে ক্রমে এই চৈতন্য শক্তিও দেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়, অতএব মৃত্যুত্তর কাল অর্থাৎ পরকাল নাই। ইহ কালের কর্ম্মের জন্য তিরস্কার বা পুরস্কার নাই। সুখ দুঃখ নাই, কিছুই নাই, সুতরাং জীবিতকালে স্বেচ্ছাবশে সংসার সাধনই পুরুষার্থ। আস্তিকগণ উহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহ-কাল-কৃত সুকৃতি বা দুষ্কৃতি অনুসারে পরকালে সুখ বা দুঃখের ভোগ হয়, চৈতন্য, ভৌতিক শক্তি নহে। ব্রহ্ম-চিন্ময়, চৈতন্যই তাঁহার স্বরূপ, অন্তর ইন্দ্রিয়ে চিৎ প্রতিফলিত হইয়া এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব রূপে সংসারে বিচরণ করিতেছে। আস্তিক ও নাস্তিকের এই বিসংবাদ মীমাংসার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা হয় নাই সুতরাং এই সম্বন্ধে অধিক কথা এ প্রস্তাবে বলিব না। তবে এই বিষয়ে এইটুকুমাত্র আমাদের বক্তব্য আছে যে, মদিরার উপাদান তণ্ডুলাদি পদার্থে পূর্ণভাবে না থাকিলেও কিছু কিছু মাত্রায় মাদকতা শক্তি আছে, ইহা প্রত্যক্ষীকৃত হইয়া থাকে, সুতরাং তণ্ডুলাদির সরস্পর সম্মিশ্রণে তীব্র মাদকতাশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু বিশ্লিষ্ট ভূতচতুষ্টয়ের (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ) যখন চৈতন্য শক্তি কোন প্রকারেই অনুভূত হয় না, তখন উহার সংযোগে কখনই চৈতন্য শক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না। দ্বিতীয়, যদি চৈতন্য দৈহিক ভূতচতুষ্টয়েরই গুণ হইবে, তবে মৃত্যুর পরেও চৈতন্যের বিলয় হইতে পারে না, কারণ ভূতসমষ্টির গুণ হইলে, ভূতসমষ্টি যত কাল থাকে, চৈতন্যেরও তত কাল থাকা অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু তাহা কদাচও থাকে না। ইত্যাদি কারণেই দেহ হইতে চৈতন্য পৃথক্ বস্তু, উহা দেহের গুণ বা দেহ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য নহে। এখন জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, যদি চৈতন্য দেহ হইতে অতিরিক্ত বস্তু হইল, তবে প্রাণী মাত্রেরই দেহের উপরে আমিত্ব বোধ হয় কেন?

আমরা দেখিতেছি জীবগণ প্রত্যেকেই "আমি" "আমি" বলিয়া থাকে; মনুষ্য কি পশু সকলেরই "অহং" জ্ঞান আছে। আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী বা দুঃখী বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে, জগতীতলে দ্বিবিধ পদার্থ একটী "আমি" আর একটী "ইহা" এই, 'আমি' 'ইহা' পরস্পর বিভিন্ন। আমি বা অহং প্রতীতির বিষয় চেতন, আর ইহা বা ইদং প্রতীতির বিষয় বিরুদ্ধ। আমি বা অহং প্রত্যয় গম্য চিৎস্বভাব আত্মা। আর ইহা বা ইদং প্রত্যয় গম্য জড়স্বভাব অনাত্মা। এই আত্মাও অনাত্মার বিশেষ বৈলক্ষণ্য থাকিলেও পরস্পর যেন সংমিশ্রিত হইয়া থাকে। এই মিশ্রণ তাত্ত্বিক না হইলেও নৈসর্গিক-ব্যবহারে সত্য বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে। যাহা আত্মা, তাহা অনাত্মা নহে, যাহা আলোক, তাহা অন্ধকার নহে, পক্ষান্তরে যাহা অনাত্মা, তাহা ও আত্মা নহে এবং যাহা অন্ধকার তাহাও আলোক নহে। অতএব আমি বা অহংজ্ঞান-জ্ঞেয় আত্মার সহিত, ইহা বা ইদংজ্ঞান জ্ঞেয়-অনাত্মার, অর্থাৎ চেতন ও জড়ের পরস্পর তাদাত্ম্য বিভ্রম হওয়া অযুক্ত, অসম্ভব, তথাপি অগ্ন্যুত্তাপে সুতপ্ত লৌহ শলাকাগাত্র দগ্ধ করিয়া থাকে, তখন লোকে "লৌহে পুড়িল" বলিয়া ব্যবহার হইতে থাকে, বাস্তবিক পক্ষে লৌহের দহন শক্তি নাই। লৌহের সহিত অগ্নি একাত্মতা লাভ করিয়া থাকে, উহাতেই গাত্র সংস্পর্শে গাত্র দগ্ধ হয়, ইহা সকলেই জানেন। লৌহ আর অগ্নি পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ হইয়াও তাদাত্ম্য যোগে লৌহের দহন ক্ষমতার আরোপ হইয়া থাকে। দেহী ও দেহের সংযোগও তদ্রূপ। জীব একবার বলিতেছে আমার দেহ, মন, বুদ্ধিঃ, আবার বলিতেছে আমি খঞ্জ, কুব্জ, অন্ধ। সুতরাং একটু বিবেচনা করিলে আমি কি? "আমি" এই তত্ত্ব নিরূপণে জীবের স্থিরতা নাই। অথচ এবংবিধ ব্যবহার লোক প্রসিদ্ধ, এই লোক সিদ্ধ অনাদি গত ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল তত্ত্ব কি? কি কারণেই বা এরূপ বিসদৃশ-ঘটন ঘটিয়া থাকে? ইত্যাদি বহুবিধ ভাবনার উপস্থিত হয়। আত্মা ও অনাত্মা অত্যন্ত বিভিন্ন বলিয়া তাদাত্ম্য বিভ্রম হওয়া অযুক্ত এবং উহাদের ধর্ম্ম, চৈতন্য ও জাড্যের পরস্পর তাদাত্ম্য বিভ্রম থাকা যুক্তি-যুক্ত বোধ হয় না। জবা ও স্ফটিক বিভিন্ন দ্রব্য হইলেও জবার সংসর্গে স্ফটিক লৌহিত্য ধারণ করিয়া থাকে। ঐ লৌহিত্যের ন্যায় অধ্যাসানুরূপ আত্মা ও অনাত্মার ঐকাত্ম্য হইয়া যাওয়া ও অসম্ভব। সুতরাং আমি দেহী, অথবা আমার দেহ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি ব্যবহার জীবের নিকট যথার্থ বলিয়াই প্রতীতি হয়, কিন্তু জীব স্থিরভাবে বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, আত্মাও অনাত্মার পরস্পর একটী সংযোগ হইয়া থাকে, আপাততঃ উহা যুক্তির দ্বারা হৃদ্বোধ না করিতে পারিলেও নাই বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই।

জীব আমি ও আমার ব্যবহার করিয়া থাকে। চিৎ ও জড় বিভিন্ন পদার্থ। চিৎ ও জড় বিভিন্ন হইয়াও কেন জড়কে আপনার করিয়া সম্বন্ধ বন্ধন করে? অনাদিসিদ্ধ অবিবেক বশতঃই অত্যন্ত বিবিক্ত আত্মা ও অনাত্মার পরস্পর আরোপ-জ্ঞান হইয়া অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। অবিবেকই উহার নিদান, অবিবেক বশতঃ পৃথক্ বোধ হয় না, সেই জন্য জীব আপনাতে অন্যের ও অন্যধর্ম্মের এবং দেহাদিতে আত্মার ও আত্মধর্ম্মের আরোপ করিয়া "আমি" "আমার" এরূপ উল্লেখ ও ব্যবহার করিয়া থাকে, ঐ আরোপই অধ্যাস। উহা মিথ্যা অজ্ঞান প্রসূত, সত্য মিথ্যা উভয় জড়িত। উহা স্বাভাবিক ও অনাদি সিদ্ধ। সংসারে অধ্যাস ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিঞ্চিৎ প্রণিধান করিলেই বুঝায় যে, আত্মাও অনাত্মা একান্ত বিভিন্ন হইলেও পরস্পর পরস্পরে কেমন একটা সম্পর্কে সংযুক্ত। ঐ সম্পর্কটীই অধ্যাসমূলক। তাহা হইলে এখন এই আক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে যে, অধ্যাস কাহাকে বলে? এবং উহা কিং স্বরূপ?

জ্ঞানগুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন, "স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ"। এক পদার্থে পূর্ব্ব দৃষ্ট কোন অন্য পদার্থের যে প্রতীতি, তাহার নাম অধ্যাস, ইহা স্মৃতিস্বরূপাতিরিক্ত নহে। যেমন ভূপতিত রজ্জুদৃষ্টে সর্প প্রতীতি হইলে, রজ্জু বাস্তবিক সর্প নহে, ঐ সর্পজ্ঞান ভ্রম, সুতরাং অধ্যাস। একখণ্ড শুক্তি (ঝিনুক) দর্শনে রজত বলিয়া ভ্রম হইলে উহা অধ্যাস। ভ্রম জ্ঞানের পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হয় যে, ভ্রমের আধারটী সত্য, কিন্তু তাহাতে যাহা প্রতীতি হয়, তাহা মিথ্যা। রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলে সর্প-ভ্রমের আধার রজ্জুটী সত্য, সর্প

মিথ্যা, মিথ্যা হইলেও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অত্যন্ত মিথ্যা নহে। অত্যন্ত মিথ্যা হইলে তাহা প্রতীতি-গোচর হইত না। রজ্জুতে পূর্ব্ব দৃষ্ট সর্পের অবভাস হইয়াই সর্পভ্রম হইয়াছিল। অতএব বলা যাইতে পারে যে, আরোপ্য বিষয়টী অনির্ব্বচনীয়। অধ্যস্ত বস্তু থাকে না বলিয়া মিথ্যা তুচ্ছ, কিন্তু প্রতীতি হয় বলিয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে। একেবারে মিথ্যা নহে, আবার সত্যও নহে, এজন্য অধ্যাসটী শাস্ত্রে "সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ঃ" বলা হইয়াছে। এখন এই অধ্যাস সম্বন্ধে কতকগুলি কথা উঠিতে পারে, তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

আপত্তি—চিদাত্মা অবিষয়, স্বয়ং প্রকাশ, অন্যবস্তুর দ্বারা তাহার প্রকাশ হয় না। শ্রুতি বলেন,—শশী বিভাকর তাঁহার প্রকাশে প্রকাশিত "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" এবম্ভূত অবিষয়, অতীন্দ্রিয় প্রত্যগাত্মাতে দেহাদি বিষয়ের এবং জরামরণাদি বিষয় ধর্ম্মের অধ্যাস হইতে পারে না। প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়েই বিষয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য কোন দৃষ্ট বিষয়ের অধ্যাস হইয়া থাকে। অদৃষ্টচর অবিষয় পদার্থে কখনও অধ্যাস হইতে পারে না। রজ্জু ও শুক্তি পরাধীনপ্রকাশ, সেই জন্য সর্প ও রজতের অধ্যাস হইতে পারে, কিন্তু চিদাত্মায় কি প্রকারে অধ্যাস হইতে পারে?

উত্তর,—প্রথম দেখা যাউক যে, আত্মা একান্ত অবিষয় কি না। জীবাবস্থায় তাহাতে অস্মৎ-প্রত্যয়ের বিষয়তা আছে এবং অন্তরাত্মরূপে প্রসিদ্ধ, অথবা প্রতীত হওয়াতে প্রত্যক্ষতা ও আছে। আত্মা যখন অহং আমি এতদ্রূপ জ্ঞানের বিষয়, তখন তাঁহাকে একান্ত অবিষয় বলা যায় না এবং পরোক্ষও বলা যাইতে পারে না। চৈতন্যমাত্র স্বভাব পরমাত্মা বস্তুকল্পে নিরুপাধিক ও অবিষয় হইলেও অবিদ্যা কল্পিত অহং উপাধির দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং জ্ঞানের গোচর বা বিষয় হইয়াছেন। বিবেককালে আত্মা নিরুপাধিক ও নিরংশ, কিন্তু যাবৎ বিশুদ্ধ বিবেকের উদ্রেক না হইবে, তখন তিনি সাংশ ও সোপাধিক, অবিদ্যা কল্পিত অহং যত কাল আছে, ততকাল আত্মা অহং বৃত্তির পরিচ্ছেদ্য, অতএব অবিদ্যাকল্পিত অহং উপাধির বিলোপ বা বিগম না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি একান্ত অবিষয় নহেন, অহং বৃত্তির বিষয়, যাহা অহং বৃত্তির বিষয় তাহাতে দেহাদির ও দেহ ধর্ম্মের অধ্যাস থাকা যুক্তি বিরুদ্ধ নহে, আবার আত্মা একান্ত অপ্রত্যক্ষও নহে। তিনি পূর্ণ প্রত্যক্ষ, যেহেতু জীব মাত্রেই আপনাকে "অহং" "আমি" এতদ্রূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে, আর ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কেবল যাহা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়, তাহাতেই বিষয়ান্তরের ভ্রম হইয়া অধ্যাস হইবে, অন্যত্র অধ্যাস হয় না এমত নহে। আকাশ তদ্রূপ প্রত্যক্ষ নহে, তথাপি উহাতে বিষয়ান্তরের অধ্যাস দৃষ্ট হয়, প্রাকৃত লোকে অপ্রত্যক্ষ আকাশে তল মলিনতাদির অধ্যাস করিয়া থাকে। আকাশে যখন মেঘ থাকে না, তখন উহা নিবিড় নীলবর্ণ দেখা যায়, আকাশের কোন বর্ণ নাই, উহা চক্ষু গ্রাহ্য নহে। সুতরাং তল মলিনতাদির বোধ অধ্যাসমূলক। অতএব আত্মা সাক্ষাৎ দৃষ্ট না হইলেও—ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য না হইলেও তাঁহাতে অনাত্মার, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদির ও বুদ্ধ্যাদি ধর্ম্মের অধ্যাস হওয়ার বাধা নাই। তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ ঐ অধ্যাসকে অর্থাৎ মিথ্যা জ্ঞানকে অবিদ্যা নামে উল্লেখ করেন এবং বিবেকদ্বারা—বিচার জনিত প্রজ্ঞা বিশেষদ্বারা তদ্বস্তুর স্বরূপাবধারণকে বিদ্যা বলিয়া জানেন। ঐ অবিদ্যা বহুল অনর্থের মূল, ঐ অবিদ্যা-পাশ ছেদনের জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রবৃত্তি।

রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি হইলেও রজ্জুতে সর্পের কোন সম্বন্ধ থাকে না, সর্পের দোষগুণ রজ্জুতে স্পৃষ্ট হয় না, আবার সর্পেও রজ্জুর দোষগুণ অনুক্রান্ত হয় না। এই যুক্তিদ্বারা স্পষ্টই দেখা যায় যে, যাহাতে যাহার অধ্যাস হয়, তাহাতে তাহার দোষগুণ অল্পমাত্রও স্পৃষ্ট হয় না। অতএব চিদাত্মায় বিষয়ের অধ্যাস হইলে ও বিষয়ের দোষগুণ চিদাত্মায় অনুক্রান্ত হইতে পারে না। পদার্থ মাত্রেরই এক একটী উপাদান থাকে। উপাদান ব্যতীত কোনদ্রব্য গঠিত হয় না, উপাদান ত্রিবিধ, বিবর্ত্ত, পরিণামী ও আরম্ভক। নিরুপাধি নিরঞ্জন পরব্রহ্মে পরিণামী ও আরম্ভোপাদানের সম্ভব হয় না, তন্তুর আরম্ভে বস্ত্রের গঠন, তন্তু ও বস্ত্র এক পদার্থ, আতান বিতান ভাবে তন্তু বিস্তারের ন্যায় ঈশ্বর জগৎরূপে বিতত হইলে জাগতিক বস্তুই ব্রহ্মাংশ হয়, তাহা অসঙ্গত। আবার নির্ব্বিকার নিরবয়ব পর ব্রহ্মের বিকার সঙ্ঘটন ও অসম্ভব। দুগ্ধ, দধিরূপে বিকৃত হইলে দুগ্ধের পরিণাম দধি হইল। জগৎ তাদৃশ পরিণাম প্রাপ্ত নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে সর্পের যে উপাদান তাহাকেই বিবর্ত্তোপাদান বলে। বিবর্ত্তোপাদানে রজ্জুর কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পরব্রহ্মে বিবর্ত্তোপাদানতাই যুক্তি যুক্ত। সুতরাং আত্মাতে অনাত্মার ও অনাত্মাতে আত্মার অধ্যাস হইলেও কাহার সহিত কাহার সম্বন্ধ বা সংশ্লিষ্টতা নাই, কেহ কাহার দোষগুণে লিপ্ত হয় না।

সংসার অধ্যাস মূলক, সংসারের যাবতীয় ব্যবহার ও অবিদ্যাধীন, প্রমাণ ব্যবহার, প্রমেয় ব্যবহার, অহং মমাদিজ্ঞান, লৌকিক বা বৈদিক ব্যবহারপ্রভৃতি ঐ অবিদ্যানামক আত্মা অনাত্মায় পরস্পর অধ্যাস হইতে উৎপন্ন ও নির্ব্বাহিত হইতেছে। সমস্ত বিধিশাস্ত্র, সমস্ত নিষেধ শাস্ত্র, সমুদায় মোক্ষশাস্ত্র, (অধ্যাত্মবিদ্যা, বেদান্তাদি) সমস্তই অবিদ্যামূলক। অবিদ্যাব্যতীত, অর্থাৎ আত্মা অনাত্মার অধ্যাস ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। আত্মা ও অনাত্মা পরস্পরে অধ্যস্ত হইয়াই এই বিশ্বসংসার এবং এতদন্তর্গত প্রবৃত্তি নিবৃত্তাদি লৌকিক ব্যবহার সকল নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছে। এখন এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদি শাস্ত্র এ সকল অবিদ্যাবৎ বিষয় কেন? অজ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অধিকারভুক্ত কেন? প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ও বেদাদিশাস্ত্র এ সকল যদি অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় হয়, তাহা হইলে, ঐসকল কিপ্রকারে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? ভ্রম ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে? ভ্রম ভিন্ন যথার্থ জ্ঞানকে প্রমা বলে, প্রমার সাধকের নাম প্রমাণ। প্রমাণগুলি অবিদ্যাবিষয় হওয়া অথবা জীবের হিতশাসনপর বেদাদি শাস্ত্র অবিদ্যাবদ্বিষয় কিরূপে সম্ভবে? অবশ্যই সম্ভব। ভাবিয়া দেখা উচিত যে, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপর অহং মমাদি জ্ঞান ন্যস্ত না হইলে, অর্থাৎ দেহাদির উপর অভিমানবর্জ্জিত হইলে, প্রমাতৃত্ব সম্ভব হয় না। অথবা কর্ত্তৃত্বাদি জীবভাব থাকে না। প্রমাতৃত্ব ব্যতীত,

অর্থাৎ জীবভাব না থাকিলে, দেহাদির উপর অহং মমাদি জ্ঞান না থাকিলে, অন্য কোন প্রকারে চক্ষুরাদি প্রমাণের প্রবৃত্তি হয় না, হইতেও পারে না। ইন্দ্রিয়গ্রাম অধিষ্ঠান ব্যতীত, দেহাদির আশ্রয় ব্যতীত, স্বীয় স্বীয় ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। অহং মমাদি জ্ঞান বিবর্জ্জিত হইলে, কি দিয়া, কিপ্রকারে দেখিবে ও শুনিবে? এবং দেহ ভুলিয়া গেলে, ইন্দ্রিয়গণই বা কোথায় থাকিয়া কিরূপে আপন আপন কার্য্য করিবে। যে শরীরে অহং মমাদির অধ্যাস নাই, যে দেহে অহং মমাদি জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াছে, সে দেহদ্বারা কোন জীব কি কার্য্যসাধন করিতে পারে? কোন ব্যবহার নির্ব্বাহ করিতে পারে? তাদৃশ দেহ নিশ্চেষ্ট বা নির্ব্ব্যাপার থাকে। অসঙ্গচেতন পরমাত্মা অহং বৃত্তির যোগে জীব হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়াদিতে অধ্যাসিত হইয়া তদাশ্রিত অঙ্গ সকলকে পরিচালন করিতেছেন। যখন জীবভাব থাকে না, তখন তাহার ব্যাপারও থাকিতে পারে না। সুতরাং শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় উভয়বিধ ব্যবহারই অধ্যাসমূলক ও জীবাশ্রিত। অতএব অধ্যস্তভাব ব্যতীত অসঙ্গস্বভাব পরমাত্মার কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সম্ভব হয় না এবং কর্তৃত্ববোধ ব্যতীত যখন প্রমাণাদির প্রবৃত্তিও থাকে না, তখন ইহা অবশ্যই প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, বেদাদি শাস্ত্র সমস্তই অবিদ্যাশ্রিত জীবের বিষয় বা সমস্তই জীবভাবের অন্তর্গত। বস্তুতঃ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বেদাদি শাস্ত্র, তদ্ঘটিত ব্যবহার সমস্তই অবিদ্যামূলক-অধ্যাসমূলক, কাজে কাজেই উহাদের ব্যবহারিক প্রামাণ্য, ব্যবহারিক সত্যতা ভিন্ন তাত্ত্বিক প্রামাণ্য বা পরমার্থ সত্যতা নাই। অধ্যাসমূলক ব্যবহার, অধ্যাস নিবৃত্তি না হওয়া পর্য্যন্তই থাকে, সুতরাং তাহাদের প্রামাণ্যও তৎকালপর্য্যন্ত থাকে। কেবল অজ্ঞান মানবেরাই যে, প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারে প্রবৃত্ত আছে এমত নহে। জ্ঞানীরাও অর্থাৎ যাঁহাদের অধ্যাস নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহারাও ব্যবহারকালে ঐরূপ ঐরূপ অধ্যস্ত ভাব শ্রবণ করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন। ব্যবহার কালে জ্ঞানী মনুষ্য পশুদিগের সহিত সমান ব্যবহার করিয়া থাকে। অর্থাৎ পশুরা যেমন অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করে, জ্ঞানিগণও ব্যবহারকালে অধ্যাসপূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধ্যাস ব্যতীত কাহার কোন ব্যবহার চলিতে পারে না, বা থাকিতে পারে না। শব্দাদি বিষয়ের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে, পশু প্রভৃতিরা যেমন শব্দাদি জানিতে পারে, জানিয়া অনুকূলে প্রবৃত্ত, প্রতিকূলে নিবৃত্ত হয়, জ্ঞানিগণও ঐরূপে শব্দাদি জানিয়া থাকেন এবং অনুকূলে প্রবৃত্ত ও প্রতিকূলে নিবৃত্ত হন। পশুগণে দণ্ডোদ্যত হস্ত মনুষ্যকে স্বাভিমুখে আসিতে দেখিলে, "আমায় মারিতে আসিতেছে, ভাবিয়া পলায়ন করে, তৃণপূর্ণ হস্তে আগমন করিতে দেখিলে, তাহার অভিমুখীন হয়, তদ্রূপ জ্ঞানি ব্যক্তিও স্বাভিমুখে রোষকষায়িতনেত্রে খড়্গহস্ত পুরুষ আসিতে দেখিলে, পলায়ন করে, অনুকূল দেখিলে অভিমুখীন হয়। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, মানব জাতির প্রমাণাদি ব্যবহার ও তদনুযায়িনী প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সমস্তই পশুদিগের তুল্য, কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। পশুদিগের প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার অবিবেকপূর্ব্বক, অতএব অবিদ্যামূলক (অজ্ঞানমূলক) ইহা সকলেই জানেন। তাহাদের বিবেক জ্ঞান নাই, কারণ বিবেকজ্ঞান উপদেশলভ্য। উপদেশ না থাকাতে বিবেকজ্ঞান নাই, কিন্তু আত্মপর জ্ঞান আছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল আলোচনা করিয়া দেখিলে স্থির প্রতীতি হয় যে, পশুবৎ জ্ঞানী পুরুষের ব্যবহারও অধ্যাসমূলক। ব্যবহারকালে নিশ্চয়ই তাঁহাদের অধ্যাস থাকে। অতএব যখন যখন অধ্যাস, তখন তখনই ব্যবহার, ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ-সিদ্ধান্ত। সুষুপ্তিকালে দেহাদিতে আত্মাধ্যাস, অর্থাৎ অহং জ্ঞান থাকে না, সুতরাং তৎকালে প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে না। জাগ্রৎকালে অধ্যাস থাকে, তজ্জন্য তখন প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারও থাকে। আবার জ্ঞানিগণ যখন যোগসমাধিতে সমাহিত থাকেন, তখন তাঁহাদের অধ্যাস থাকে না, তখন তাঁহারা দেহাদি হইতে পৃথক্ হন, এজন্য প্রত্যক্ষাদি ইন্দ্রিয় ব্যবহার লুপ্ত থাকে। শাস্ত্রীয় ব্যবহারে জ্ঞানী মনুষ্যেরাই অধিকারী। জ্ঞানিগণ পরলোক সম্বন্ধ ব্যতীত শাস্ত্রীয় ব্যবহার যাগাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অতএব বেদাদি শাস্ত্রও অবিদ্যাশালী জীবের অধিকার ভুক্ত। যেহেতু তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্তই শাস্ত্রসকল প্রবৃত্ত থাকে। পরে তাহার কিছুই থাকে না, অর্থাৎ শাস্ত্রাদির আবশ্যকতা ও থাকে না। এতদ্দৃষ্টে নিশ্চয় হইতেছে যে, শাস্ত্র সকল তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্ব-পর্য্যন্তই থাকে, পরে অনাবশ্যক, তখন তাহারা অবিদ্যা-বিষয়তাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না, অর্থাৎ অধ্যাসের অধিকার হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। শাস্ত্র ও শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা সকল ঐ কারণে অধ্যাসমূলক। উদাহরণদ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট করা যাইতেছে। ব্রাহ্মণোযজেত" এই একটী বেদ শাসন বাক্য। যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানে না, "ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবেন" এরূপ শত শত শাসন বাক্য তাহাকে যজ্ঞে প্রবৃত্ত করিতে পারে না। তৎপ্রতি ঐ শাস্ত্র বিফল। যে ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, অষ্ট বর্ষাদি বয়স, শুচিত্বাদি অবস্থা প্রভৃতি অধ্যস্ত থাকে, সেই ব্যক্তির প্রতিই প্রবর্ত্তক হয়, সফল হয়। স্বশক্তি প্রচার করিতে পারে, অন্যথা বিফল হইয়া যায়।

"অধ্যাসো নাম অতস্মিংস্তদ্বুদ্ধিঃ" অর্থাৎ যাহা যদ্রূপ নহে, তাহাতে তাহার বা তদ্রূপ জ্ঞানের নাম অধ্যাস, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। চৈতন্য-মাত্রস্বভাব নির্ব্বিশেষে অনাত্ম-বুদ্ধ্যাদির জ্ঞান, এবং বুদ্ধ্যাদি অনাত্ম পদার্থ—অহং মমাদি জ্ঞান, এইরূপ পরস্পর অধ্যাস ব্যতীত কোনও শাস্ত্র ও কোন ও ব্যবহার চলিতে বা জন্মলাভ করিতে পারে না। পুত্র ভার্য্যাদি ক্লিষ্ট হইলে, অথবা অক্লিষ্ট থাকিলে জীব "আমি ক্লেশে আছি, অথবা আমি সুখে আছি" এরূপ মনে করিয়া থাকে। বাহিরের পুত্র ভার্য্যাদির দুঃখাদুঃখ আপনাতে আরোপ বা অধ্যস্ত করিয়া এইরূপ অনুভব করিয়া থাকে। আবার স্থূলত্ব, কৃশত্বপ্রভৃতি দেহধর্ম্মসমূহকে আপনাতে আরোপ করিয়া "আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি যাইতেছি, আমি লঙ্ঘন করিতেছি" ইত্যাদি প্রকার জ্ঞান ও সংব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে। "আমি মূক, আমি ক্লীব, আমি বধির, আমি কাণ", ইত্যাদি ইন্দ্রিয় ধর্ম্মদিগকে ও আপনাতে আরোপিত করিয়া আমি মূক-কথা কহিতে পারি না, আমি বধির-শুনিতে পাই না, আমি অন্ধ-দেখিতে পাই না, জীব

এরূপ ভাবিতেছে। আবার দ্বেষ, সঙ্কল্প, বিকল্পপ্রভৃতি মানস ধর্ম্মকে আত্মার উপর ন্যস্ত করিয়া বা আরোপিত করিয়া "আমি ইচ্ছা করি, আমি সঙ্কল্প করি, আমি বিবেচনা করি, আমি সন্দেহ করি আমি নিশ্চয় করি" ইত্যাদি ইত্যাদি জ্ঞান-ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছে। ঐ রূপে লোক সকল "অহং-প্রত্যয়ীকে, অর্থাৎ অহংজ্ঞানের আধার বা উৎপত্তি স্থান অন্তঃকরণকে তৎপ্রকার-সাক্ষীতে, অর্থাৎ অন্তঃকরণের অস্তিত্ব সাধক, দর্শক বা প্রকাশক চৈতন্যনামক প্রত্যগাত্মাতে + অধ্যস্ত বা আরোপিত করিতেছে, তদ্ভাবাপন্ন করিতেছে এবং সাক্ষি-স্বরূপ সর্ব্বাভাসক-প্রত্যগাত্মাকে ও অন্তঃকরণাদিতে অধ্যস্ত বা তত্তাদাত্ম্য-প্রাপ্তি করাইতেছে। এবম্বিধ অনাদি ও আবহমান কালাগত স্বতঃ প্রবর্ত্তমান মিথ্যা প্রত্যয় রূপ অধ্যাস, সকল লোকেরই প্রত্যক্ষ বা অনুভব গোচর। এই অনাদি অনন্ত ও অনির্ব্বচনীয় অধ্যাসই কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্বপ্রভৃতির প্রবর্ত্তক।

এতাবতা জ্ঞানগুরু শঙ্করকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া অধ্যাসস্বরূপ বর্ণিত হইল। অধ্যাসই সংসার-মোহের নিদান, অধ্যাস সকল অনর্থের মূলস্বরূপ। অধ্যাসের অপর অভিধান অবিদ্যা। অবিদ্যাগ্রস্ত সংসারের দুশ্ছেদ্য পাশ বিনাশার্থ পরা বিদ্যা বিচার একান্ত প্রয়োজন। ঋক্, যজু, সাম প্রভৃতিও অপরা বিদ্যা, বেদান্ত পরা বিদ্যা। "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"। কিন্তু তা বলিয়া অপরা বিদ্যা তুচ্ছ নহে। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বেই শাস্ত্রের অধিকার। সুতরাং অধিকারানুরূপ শাস্ত্র প্রতিপালন শ্রেয়স্কামের অবশ্য বিধেয়। মন স্থির না হইলে, অন্তরে সত্ত্বাধিক্য না থাকিলে ব্রহ্মভাব নিয়ত-প্রসর প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং স্বাধিকারানুরূপ সর্ব্বশাস্ত্রেরই হিতশাসন শিরোধার্য্য। সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য, নির্গুণ জ্ঞেয়। অধিকারানুরূপ উপাসনা দ্বা জ্ঞান-বিকাশ সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে অবিদ্যাধ্বান্ত অপনোদিত হইবে। অবিদ্যা নাশের জন্যই সাধনা। নিত্য-সিদ্ধ-বস্তু-বোধের পরিপন্থী অবিদ্যা। অবিদ্যার বিনাশ হইলেই স্বয়-প্রকাশ নিত্য, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা অনুভূত হন। আমরা অবিদ্যাবশে সেই হৃদয়স্থ অন্তরাত্মার বিদ্যমানতাও অনুভব করিতে সমর্থ হই না। অতএব অবিদ্যা বিনাশের জন্য যথারীতি নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে বিশুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যের অনুসরণ করিতে হইবে। পরম কারুণিক আচার্য্য অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়ে ব্রহ্ম ভাবের বিকাশ করিয়া দিবেন, এই জন্য শ্রুতি বলিয়াছেন "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ"।

ধর্ম্মমণ্ডলী এতদিন কি করিলেন?

আজ এক বৎসর হইল, কলিকাতায় ধর্ম্মমণ্ডলীর সূচনা হইয়াছে। ১৮১৩ শকের ১৩ই আষাঢ় ইহার গর্ভের জন্মদিন, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। ধর্ম্মমণ্ডলীর পরিপুষ্টির নিমিত্ত এপর্য্যন্ত বহুতর স্থান হইতে যথাসম্ভব উৎসাহ ও সহানুভূতি উপনীত হইয়াছে। প্রস্তাবিত মতে সংস্থিত হইতে পারিলে, ধর্ম্মমণ্ডলী যে, এই মৃত হিন্দুজাতির মৃতসঞ্জীবনীরূপ হইবে, তাহা ক্রমে অনেকেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছে। যাঁহারা হিন্দু-সমাজবহিষ্কৃত হইয়া নূতন সমাজ-গঠনের প্রয়াসী, তাঁহারাও ধর্ম্মমণ্ডলীর পরিণাম বিশ্বাস করিয়া বিশেষ ভীত হইয়াছেন। হিন্দু সমাজ পুনরুজ্জীবিত হইলে, তাঁহারা তাঁহাদিগের নিতান্ত বিপদ মনে করেন, সুতরাং ধর্ম্মমণ্ডলী তাঁহাদের বিষম ভয়ের কারণ হইয়াছে। এজন্য ধর্ম্মমণ্ডলী মাতৃগর্ভস্থ থাকিতেই তাঁহারা ইহাকে প্রৌঢ়াবস্থ অতি প্রবল শত্রু বলিয়া মনে করিতেছেন। তাঁহারা সত্য ও ধর্ম্মের শিরে পদাঘাত করিয়া, কত প্রকার প্রলাপ বকিতেছেন। তাঁহারা ধর্ম্মমণ্ডলী না জন্মিতেই, ইহার নামে নানাবিধ অভিযোগ আনিতেছেন, সমাজের নিকট আপনা হইতেই সাক্ষীর স্বরূপে দাঁড়াইয়া কত কথা বলিতেছেন। অথচ ধর্ম্মমণ্ডলী কিন্তু এখনও স্বীয় কলেবর গ্রহণ করেন নাই! এইরূপ প্রকৃতির লোককে কোন্ শ্রেণীভুক্ত করিতে হয়, তাহা আমাদের বলিবার আর অপেক্ষা করে না। নাস্তিকদের এইরূপ ভয়বিহ্বলতা প্রসূত প্রলাপাবলী শুনিয়াই স্বধর্ম্মরত হিন্দুমাত্রেরই বোধ হয় এ বিশ্বাস সুদৃঢ় হইয়াছে যে, ধর্ম্মমণ্ডলীই তাঁহাদের প্রকৃত আদরের বস্তু হইবেন। এখন নানাবিধ কারণেই, বোধ হয়, হিন্দুমাত্রেই ধর্ম্মমণ্ডলীর শুভ চর্চ্চার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছেন। ধর্ম্মমণ্ডলী গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন কি না, যদি জন্মিয়া থাকেন তবে কেমন আছেন, কি করিতেছেন, কেমন করিয়া বৃত্তিস্থ হইতেছেন, ইত্যাদি বিবরণ জানিতে সকলেরই অভিলাষ।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ধর্ম্মমণ্ডলী এতদিন যাবৎ গর্ভেই বাস করিয়া আসিতেছেন সত্য, কিন্তু এখন গর্ভের পুষ্টি দেখিয়া মনে হইতেছে, বুঝি অল্প দিন মধ্যেই প্রকৃতরূপে আবির্ভূত হইবার সম্ভব। দিন দিন গর্ভের যতই পুষ্টি হইতেছে, ধর্ম্মমণ্ডলীর আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুমাত্রেই কত দিনে সেই বহু কালের আকাঙ্ক্ষিত মহামায়ার প্রিয়পুত্র ধর্ম্মমণ্ডলী সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর, সুঠাম, অথচ বীরাবয়বে বিভূষিত হইয়া ধরাধামে আবির্ভূত হইবেন, সেই আশাপথ চাহিয়া দিন গণিতেছেন। কিন্তু শত্রুর মুখ বিমর্ষ-মলিন। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ জন্মিবেন শুনিয়া, হরিভক্তগণের হৃদয়ে দিবানিশি আনন্দের তুফান বহিয়া যাইতে লাগিল; কিন্তু হরি-অরি দৈত্যগণের প্রাণ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পাষণ্ডগণ ভীষণ আতঙ্কে ব্রহ্মাণ্ডময় সেই দয়ালসাগর হরিকে ঘোর শত্রুরূপে দেখিয়াছিল। গর্ভস্থ হরিভক্ত প্রহ্লাদকে কেবল চিনিয়াছিলেন যাঁহারা হরির প্রেমভিখারী, কিন্তু দৈত্যগণ আমলকবৎ করস্থ করিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। যে প্রহ্লাদ কেবল ভক্তিবলে কালে পাষণ্ডাধম-পাষণ্ড ভীষণ মূর্ত্তি দৈত্যকুলকে হরিনামে উন্মত্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যিনি নামমাহাত্ম্যে অগ্নিতে শৈত্যগুণ, জলে কঠিনতা, বিষে অমৃত উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি নামবলে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া, ধীর গম্ভীর, অথচ সুচ্চস্বরে ধর্ম্মরূপ মহামহীরুহের উচ্চ শিখায় দণ্ডায়মান হইয়া হরি নামের জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন, যাঁহার

+ প্রতি-অঞ্চ + ক্বিপ্ প্রত্যক্—"একঃ কূটস্থো নিত্যো নিরংশঃ প্রত্যগাত্মা অশকানির্ব্বচনীয়েভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য আত্মানং প্রতীপং নির্ব্বচনীয়মঞ্চতি জানাতীতি প্রত্যক্, স চাত্মেতি প্রত্যগাত্মা।" বাচস্পতিমিশ্রঃ।

মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে আজিও ভক্তগণের নয়নে আনন্দাশ্রু বহিয়া যায়, সেই মহানুভব মহাত্মাকে মাতৃক্রোড়ে সামান্য শিশুবৎ দর্শন করিয়া দৈত্যকুল কি পরিহাস করে নাই? কিন্তু যখন ভক্তের ভক্তিকীর্ত্তি জগতে প্রচারিত হইল, তখন সেই হরি-অরি দৈত্যকুল বিস্ময়ে স্তম্ভিত, ভয়ে বিহ্বল-প্রাণে সেই মহানুভবেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম ধর্ম্মমণ্ডলীর জন্মাবস্থার শিশুবৎ দর্শন করিয়া, ভক্তিহীন, বিশ্বাসহীন পাষণ্ডগণ উপহাস করিতে পারে, কিন্তু ভক্ত-বিশ্বাসীর প্রাণে এই ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশায়ও যে আশার সঞ্চার হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যিনি বিশ্বাসী, যিনি ভক্ত, যিনি হরিপ্রাণ, তিনি এই দুঃসময়ে, এ দুর্দ্দিনে ধর্ম্মমণ্ডলীর জন্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, পুলকিত না হইয়া কি থাকিতে পারেন? ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুমাত্রেই এখন হইতেই ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবক হইবার জন্য লালায়িত। যাঁহার যাহা সাধ্য তদ্দ্বারাই তিনি নানা ভাবে অপকট উৎসাহ প্রদর্শন করিতে উদ্যত। কেহ অর্থ, কেহ শারীরিক পরিশ্রম, কেহ বুদ্ধি, কেহ অনুরাগ, যাঁহার যাহা সম্বল, তিনি তাহাই ধর্ম্মমণ্ডলীর চরণে উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত। সুতরাং ধর্ম্মসেবকের আর কোন আশঙ্কার কারণ নাই। এখন ভরসা হইতেছে যে, সত্বরেই ধর্ম্মমণ্ডলীর ভূমিষ্টবার্ত্তা ভক্ত ও বিশ্বাসীগণ মধ্যে প্রচারিত হইয়া তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবে। ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি ধর্ম্মমণ্ডলী যাহাতে যথানিয়মে যথাপ্রণালীতে ও সযতনে সঞ্চিত সুখাদ্যদ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে পারেন, তাহার জন্য সেবকমণ্ডলী সতত উৎযোগী হউন। এই শত্রুসঙ্কুল দৈত্যসমাজে ধর্ম্মমণ্ডলীকে বিপন্ন করিবার জন্য পাষণ্ডগণ সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে; নানা বিপদজালে জড়িত করিয়া ইহার অকালে বিনাশ সাধনের সতত উপায় চিন্তা করিবে। সুতরাং অতি সন্তর্পণে ধর্ম্ম-শিশুকে লালন পালন করা কর্ত্তব্য। অতএব হে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগণ! ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবার জন্য আজ আমরা সকাতরে আপনাদের আহ্বান করিতেছি। শৈশব কালেই সকলে সর্ব্বদা পরসেবার অধীন হইয়া থাকে। সাবধানে শৈশবকাল অতিবাহিত হইলে তখন সুবুদ্ধিমান্ আত্মরক্ষায় অনায়াসে সমর্থ হন। ধর্ম্মমণ্ডলী কেবল আপনাদেরই মঙ্গল সাধনার্থ ভূমিষ্ট হইতেছেন। শৈশবে সুপালিত হইলে সময়ে ধর্ম্মমণ্ডলী ধর্ম্মরক্ষার জন্য—সুতরাং ধার্ম্মিকের রক্ষার জন্য, বিপুল বিক্রমে দৈত্যগণ সহ মহাসমরে অবতীর্ণ হইবেন। অতএব, হে ধার্ম্মিক-সুধীমণ্ডলী! ভাবি শুভ সংবাদ স্মরণ করিয়া এই সময় একবার জাগ্রত্ হউন, মোহ নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হউন। অচিরে শুভ ফল ফলিবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন যে, ধর্ম্মমণ্ডলী যখন যথা সময়ে উপযুক্ত আয়োজনে তাঁহার জন্মবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন তখন প্রকৃত রূপে দেহধারণ করিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? কারণ অনেক থাকিলেও এস্থলে আমরা একটী মাত্র কারণের উল্লেখ করিয়া অদ্যকার বক্তব্য সমাপ্ত করিব। সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই অগ্র পশ্চাৎ বিশেষরূপ চিন্তা করা একান্ত প্রয়োজন। যাঁহারা বিবেকী যাঁহারা পরিণামদর্শী, তাঁহারা কদাচ সহসা কোন কার্য্যে অগ্রসর হয়েন না। সেজন্য মহাকবি ভারবি বলিয়াছিলেন—

"সহসা বিদধীত ন ক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাম্পদং।
বৃণতেহি বিমৃষ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥

পণ্ডিত লোকেরা সহসা কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবেন না, কেননা একমাত্র অবিবেকই সমস্ত প্রকার বিপদের আস্পদ, কিন্তু যাঁহারা সদসৎ বিবেচনা করিয়া—কার্য্যের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, সেই বিমৃষ্যকারী ব্যক্তির নিকট সম্পদ্ স্বয়ং বশীভূতা হইয়া আপনিই উপস্থিত হন। সুতরাং সফলতার আশা করিয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বাহ্ণে চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে কতকগুলি অন্তঃসারশূন্য—অধ্যবসায়হীন বাবুদলের হুজুক প্রিয়তার আধিক্য দেখিয়া অনেকের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে। মনে হয়, পাছে ধর্ম্মমণ্ডলীও কালদোষে উক্ত দলে মিলিয়া যান। সেইজন্য ধর্ম্মমণ্ডলী চারিদিক দেখিয়া, পরিণাম চিন্তা করিয়া তবে আত্ম কলেবর প্রকাশ করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিয়া এতদিন যাবৎ গুপ্তভাবে সাময়িক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বৎসরাধিক কাল পরীক্ষার পর ধর্ম্মমণ্ডলী সে সমন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। এখন তাঁহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, তিনি স্বরূপ ধারণ করিলে নিঃশ্চয়ই অভিষ্ট ফল লাভে সক্ষম হইবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর জনৈক সেবক।

বিবিধ।

বিগত বৈশাখ মাসের বেদব্যাসে শ্যামাপূজা নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, শ্যামা পূজা সম্বন্ধে আরও বাদ প্রতিবাদ-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে, এই নিমিত্ত শ্যামাপূজা সম্বন্ধে আমাদের মন্তব্য কিছুই এবার প্রকাশিত হইল না। এ বিষয় আমরা পরে যথাসাধ্য চিন্তা করিয়া দেখিব।

কলিকাতার জীব হুজুগ ভিন্ন বাঁচিতে পারে না। হুজুগ তাঁহাদের প্রাণ। সুতরাং হুজুগের অভাব হইলে তাঁহারা কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়ান। তবে তাঁহাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এখানে কদাচ হুজুগের অভাব হয় না। কলিকাতা হুজুগ-সমুদ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হুজুগ সমুদ্রে আবার একটী নূতন বুদ্‌বুদ দেখা দিয়াছে। কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক "মৌতাতের মাত্রা কিছু অধিক পরিমাণে চড়াইয়া" বৃদ্ধা মাতামহীকে গঙ্গাযাত্রা করিবার জন্য দৃঢ় সংকল্প করিয়াছেন। এখন সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কি উপায়ে বিলাত যাইয়া ধর্ম্ম ও জাতি নাশ করিতে পারা যায়, সে জন্যই বিব্রত হইয়া ফিরিতেছেন। আবার যাঁহারা আধুনিক শিক্ষিত ও গণ্যমান্য বলিয়া পরিচিত, তাহারাও না কি এই হুজুগে যোগ দিয়াছেন। কালের বিচিত্র গতি দেখিয়া অনেকে অবাক ও শঙ্কিত হইয়াছেন। আমরা কিন্তু ইহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হই নাই। আমরা মহারাজ-অধিরাজ-কুমার বাহাদুরকেও জানি এবং পলিটিকেল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মহাশয়কেও জানি, আর তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা যে জাল পাতিয়াছেন তাঁহাও আমাদের চক্ষের উপর পড়িয়া রহিয়াছে; সুতরাং আমরা বাহ্য সভা সমিতি বা প্রস্তাবনার হুড়াহুড়ি দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত নহি। হিন্দুগণ! আপনারাও নিশ্চিন্ত থাকুন—অন্তঃসারশূন্য লোকের দ্বারা স্থিরপ্রজ্ঞ কখন কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করেন না।

বেদব্যাসের নব আয়োজনে গ্রাহকগণ সন্তুষ্ট হইয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই উৎসাহিত হইয়াছি। অনেকে আমাদের নানাবিধ উৎসাহ ও আশা বাক্য দিয়া সর্ব্বদা পত্রাদি লিখিতেছেন। এইরূপ উৎসাহ পাইলে আমরাও দিন দিন বেদব্যাসের উন্নতির বিষয়ে যত্নশীল হইব। গ্রাহক ও পাঠকগণ তৃপ্ত হইতেছেন শুনিলে আমাদের সকল পরিশ্রম লাঘব বোধ হয়। ভরসা করি পাঠকগণ সময়ে সময়ে প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। কারণ তাহা হইলে আমরা পাঠকগণের অনুপপত্তি বুঝিতে পারিয়া সেইরূপ ভাবে শাস্ত্রকথার আলোচনা করিতে সক্ষম হই, আর গ্রাহকগণ যত্নসহকারে বেদব্যাস পাঠ করিতেছেন ইহা জ্ঞাত হইয়া, আমাদেরও কথঞ্চিৎ আনন্দ লাভ হয়। স্বীয় কর্ত্তব্যে ত্রুটি হইলে, যদি অন্যে তাহা দেখাইয়া দেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ সুখ বোধ হয়। কারণ জীবমাত্রেই কার্য্য প্রণালী দোষগুণে মিশ্রিত। সুতরাং ত্রুটি সকল মনুষ্যেই সম্ভব। যিনি যে পরিমাণে সাবধানতার সহিত কার্য্য করেন, তিনি সেই পরিমাণে নির্দ্দোষ ভাবে কার্য্যসিদ্ধ করিয়া থাকেন। যত দিন পর্য্যন্ত মনুষ্য ঈশ্বরত্ব লাভ না করে, তত দিন তাঁহাকে ত্রুটির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং অন্যে আমাদের ত্রুটি দেখাইয়া দিলে, আমাদের অভিমান বা ক্রোধ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। বরং তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া দোষদর্শীর সমালোচনাংশ প্রণিধান পূর্ব্বক জ্ঞাত হইয়া, তাহার প্রতিবিধান করাই বিধেয়। 'আমরা সেইজন্য বেদব্যাসের গ্রাহকগণের নিকট হইতে সর্ব্বদা আমাদের দোষাংশের সমালোচনা শুনিবার জন্য লালায়িত থাকি। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের এ আশা কেহই পূরণ করেন না। তবে আমরা মধ্যে মধ্যে বেদব্যাস অনিয়মিতরূপে প্রকাশ জন্য অভিযোগ পত্র পাইয়া থাকি সত্য। কিন্তু সে দোষ ততটা আমাদের নহে। সে দোষ বরং গ্রাহকগণের স্কন্ধে আমরা নিঃশঙ্কোচে ন্যস্ত করিতে পারি। গ্রাহকগণ যথা সময়ে বেদব্যাসের প্রাপ্য মূল্য প্রেরণ করিলে এরূপ ঘটনা ঘটে না। সংসারে অর্থ নহিলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলে সাধিত হয় না। বেদব্যাসের গ্রাহকগণ যদি যথানিয়মে তাঁহাদের মূল্য পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আমরা বেদব্যাসের শতগুণ উন্নতি বৃদ্ধি করিয়া যথা নিয়মে যথা আয়োজনে প্রকাশ করিতে পারি। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় বারংবার অনুরোধ করিয়াও আমরা বিফলপ্রযত্ন হইয়াছি। বেদব্যাস এখন ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি নহে, এখন ইহা ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি, এখন যদি পূর্ব্ববৎ মূল্য প্রদানে গ্রাহকগণ শৈথিল্য প্রকাশ করেন তাহা হইলে ধর্ম্মমণ্ডলীকেই বিপন্ন করা হইবে। অতএব আমাদের গ্রাহকগণ সমীপে সানুনয় অনুরোধ যে তাঁহারা আমাদের অদ্যকার মন্তব্যটী প্রণিধান পূর্ব্বক হৃদয়স্থ করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্যানুযায়ী কার্য্য করিতে কদাচ যেন আলস্য না করেন। অনেকে নির্দ্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে বেদব্যাস পাইবার জন্যও নানা ছন্দে আমাদিগকে পত্রাদি লিখিতেছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনয়সহ নিবেদন যে, এখন বেদব্যাসের মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষ বা সম্পাদকের আয়ত্তাধীন নহে। সুতরাং সম্পাদককে তজ্জন্য অনুরোধ করিলে কোন ফল ফলিবার সম্ভাবনা নাই। আমাদের বিবেচনা, যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের মঙ্গলকামী তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে, বেদব্যাসের নির্দ্দিষ্ট মূল্যই যে কোন উপায়ে প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যের সহায়তা করা। ধর্ম্মমণ্ডলী সুপুষ্ট হইলে, সময়ে উহা ধর্ম্মরক্ষার মূল ভিত্তিস্বরূপ হইবে। আর বেদব্যাস যখন ধর্ম্মমণ্ডলীর সম্পত্তি, তখন বেদব্যাসের উন্নতিতে ধর্ম্মমণ্ডলীর যে উন্নতি হইবে তাহা আর বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। অতএব বেদব্যাসের নির্দ্দিষ্ট মূল্য প্রেরণ পক্ষে বিলম্ব করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে। অলমতিবিস্তারেণ।

সমালোচনা।

বিধবাবিবাহখণ্ডন। মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় শিবচন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রণীত। রাজসাহি জেলার অন্তঃপাতি বেলঘুরিয়া নিবাসী শ্রীশশিভূষণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ১০০। ১নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্। বাল্মীকি যন্ত্রে, বিশ্বনাথ নন্দি দ্বারা মুদ্রিত। পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, পুস্তক খানিতে বিধবাবিবাহ খণ্ডন বিষয়ে অনেকগুলি প্রমাণ প্রয়োগ সন্নিবেশিত হইয়াছে! কিন্তু পুস্তক খানিতে মনোগত ভাব ভাষাতে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয় নাই। প্রকাশক চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে আমরা বলি যে, বৃথা অর্থব্যয় করিয়া বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ পুস্তক প্রকাশের আবশ্যক নাই, যাহাদের মধ্যে নিকা হইয়া আসিতেছে, তাহাদের চিরদিনই হইবে, উহার নিবারণের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। গণ্য মান্য ভদ্রলোকের মধ্যে বিধবা বিবাহ কখন হয়ও নাই, হইবেও না।

তত্ত্ব-প্রসঙ্গ। ধুবড়ি ধর্ম্মসভার আচার্য্য শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন লাহিড়ী বিদ্যালঙ্কার কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা ৩৪। ১নং কলুটোলা বঙ্গবাসী ষ্টীম মেসিন প্রেসে শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায়দ্বারা মুদ্রিত। পড়িলাম, ইহাতে যোগ, ও তাহার অঙ্গ, যম নিয়মাদি, ভক্তির লক্ষণ, জগদম্বার সহস্র নাম স্তবপ্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় লিখিত হইয়াছে। আমরা জগদম্বার সহস্রনাম স্তবটী পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম।

ধর্ম্মপ্রচারবার্ত্তা।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় বিগত ফাল্গুণ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট, কাছার, হালিয়াকান্দি, সুনামগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নবীনগর এবং নারায়ণগঞ্জ এই সাত স্থানে ৪২টী ব্যাখ্যা করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক স্থানেই চূড়ামণি মহাশয়ের ভাবপূর্ণা ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া হিন্দুর হৃদয় পুনঃ ধর্ম্মরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যার বিষয়গুলি স্থানাভাব বশতঃ এবার প্রকাশ হইল না।

পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসে খুলনা-বাগেরহাটে তিন দিন এবং পাবনা-দোগাছি একদিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ধর্ম্মভাবে তত্রত্য লোকের চিত্ত সমুচ্ছাসিত হইয়াছিল। এবং উক্ত পণ্ডিত মহাশয় আষাঢ় মাসে ২৪ পরগণা—শুঁড়া ধর্ম্মসভাতে এক দিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ও ৺ কালিঘাটে একদিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শুভ-সংবাদ।

ত্রিপুরা—জাহারমুর। ২২ শে আষাঢ় হইতে ২৪ শে আষাঢ় পর্য্যন্ত জাহারপুর শ্রীশ্রীহরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার, ৪র্থ বাৎসরিক মহোৎসব সমারোহের সহিত নির্ব্বাহিত হইয়া গিয়াছে।

বরিশাল—১৩ই আষাঢ় রবিবার হইতে ১৭ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত বরিশাল ধর্ম্মরক্ষণী সভাগৃহে বাল্যাশ্রমের ষষ্ঠবার্ষিকোৎসব নির্ব্বাহিত হইয়াছে।

যশোহর—মুনিরামপুর—শোলখাদ। এ গ্রামে সম্প্রতি একটী "ধর্ম্ম-রক্ষণী সভা" স্থাপিত হইয়াছে। গত ১লা ও ২রা আষাঢ় মঙ্গল ও বুধবার উক্ত সভার প্রথম বাৎসরিক অধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

হাবড়া—উলুবেড়িয়া—ঝিক্‌রা। এখানকার হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। গ্রামের জমিদার নিজ ব্যয়ে একটী হরিমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিতেছেন।

রংপুর—গাইবান্দা—খোলাহাটী। প্রায় ২ বৎসর যাবৎ এখানে একটী হরিসভা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে এবং ভগবল্লীলার পর্ব্ব দিবসে সভার অধিবেশন হয়।

ঢাকা—বিক্রমপুর। ৺কাশীধাম-নিবাসী জনৈক ব্রহ্মচারী মহাশয় এখানে আসিয়া, ক্রমাগত ৬ দিবস হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন।

২৪ পরগণা—হালিসহর। অত্র গ্রামে কয়েক মাস হইল বাজারপল্লীতে এক হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ২৪ শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার কৃষ্ণদশমী হইতে শ্রীশ্রী ৺হরিসভা প্রথম সাম্বৎসরিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়া, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সম্পন্ন হইয়াছে।

বশীরহাট—বাজিৎপুর। গত অগ্রহায়ণ মাসে এখানে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সভা হইতে পীড়িত দরিদ্রগণকে ঔষধ পথ্যাদি প্রদান করা হয়।

হুগলী—শ্রীরামপুর—মাহেশ। অত্রত্য হরিসভার প্রথম ষাণ্মাসিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই শত হরিপ্রেমিক ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আসাম—জোড়হাট। এখানকার হরিসভার গৃহটী এখন প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি শনিবারে সন্ধ্যার পর সভার কার্য্যারম্ভ হয়। হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ এবং সংকীর্ত্তনাদি যথারীতি হইয়া থাকে।

বর্দ্ধমান—রাণীগঞ্জ—মেজিয়া। এখানে সম্প্রতি একটী দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এ দেবালয়ে 'পান্থাবাসের' কার্য্য ও চলিবে। সাধারণের ইহাতে মহানুভূতি ও সাহায্য একান্ত আবশ্যক। সাহায্যকারী রাণীগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত মাখমলাল বক্সীর কাছে দেয় অর্থাদি পাঠাইতে পারেন।

কৃষ্ণনগর—গোয়াড়ী। ঘড়াদহ-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী উত্তরপাড়া-বালিনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন চেষ্টা এবং ব্যয়ে গোয়াড়ীতে একটী সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বরিশাল-কীর্ত্তিপাশানিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ন্যায়রত্ন মহাশয় এখন এই চতুষ্পাঠীতে স্মৃতি ও ব্যাকরণ পড়াইতেছেন। পাঁচ ছয়টী ছাত্র হইয়াছে। টোলের সমস্ত ব্যয়, ছাত্রদের আহারাদি এখন উক্ত চৌধুরী ও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই দিতেছেন। ইহাঁদের সবিশেষ সুখ্যাতি সন্দেহ নাই। কিন্তু গোয়াড়ীর প্রবাসীবর্গের ইহা দারুণ কলঙ্কের কথা! এ বিষয়ে গোয়াড়ার হিন্দু অধিবাসী মাত্রেরই প্রাণপণে সাহায্য করা উচিত।

২৪ পরগণা—পানিহাটী। এখানে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল-ত্রয়োদশী তিথিতে নবদ্বীপনিবাসী রঘুনাথ গোস্বামীর মহোৎসব উপলক্ষে বিস্তর লোকের সমাগম। ভাগীরথীর তীরস্থিত একটী প্রাচীন বটবৃক্ষের তলে ঐ মহোৎসবকার্য্য হয়। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ঐ বটবৃক্ষটী শ্রীশ্রী৺ চৈতন্য মহাপ্রভুর রোপিত। বাস্তবিকই সে স্থানটীর এমনই মহাত্ম্য যে, তথায় উপস্থিত হইলে, অতি বড় পাষণ্ডেরও ভক্তির উদ্রেক হয়।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ। শ্রাবণ ও ভাদ্র।
১২৯৯।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ...	শ্রীযুক্ত মথনাথ তর্কভূষণ	৩৩।
সুরাপান	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	৩৬।
অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৪৯।
ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যারম্ভ ...	... ...	৬১।
ধর্ম্মমণ্ডল জিনিষটি কি? ...	... ...	৬৩।
বিবিধ	... ...	৬৪।
ধর্ম্মপ্রচার-বার্ত্তা	... ...	৬৪।
শুভ-সংবাদ	... ...	

কলিকাতা
৬৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্
অবনি যন্ত্রে
শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহকারী সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং অ্যামহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, যিনি বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন, তিনি অবশ্যই আলস্য এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এক খানি পোষ্টকার্ড দ্বারায় নিষেধ করিয়া পাঠান, নতুবা কেবল মাত্র কাগজখানি ফেরত পাঠাইলে কে ফেরত পাঠাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ শিরোনামটী কাগজখানি আফিসে ফিরিয়া আসিতে আসিতেই ছিঁড়িয়া যায়, খালি কাগজখানি আফিসে আসে, সুতরাং কার নামে পাঠান হইয়াছিল, কে ফেরত দিলেন, তাহা কিছুই আমরা বুঝিতে পারি না। পুনঃপুনই বেদব্যাস পাঠাইতে হয়। অতএব বিনীত প্রার্থনা যে, আপনারা আলস্য করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি জনক কার্য্য করিবেন না।

অনেকে বেদব্যাস পাই নাই বলিয়া পত্র লিখেন, সুতরাং বাধ্য হইয়া আবার আমাদের পাঠাইতে হয়, কিন্তু গ্রাহকগণ একটু অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ পোষ্টাফিসে অনুসন্ধান করিবেন, এবং পিয়নকে সতর্ক করিয়া দিবেন। আফিস হইতে কাহারও বেদব্যাস পাঠাইতে ভুল হয় না, ইহা নিশ্চয়।

১৫।২০ দিন পূর্ব্বে কোন এক গ্রাহক "গ্রাহক নম্বর ২১৫। কিম্বা ২১২" এই কথাটী মাত্র লিখিয়া একখানি ২৲টাকা মণি অর্ডার পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আলস্যে নামটী পর্য্যন্তও লিখিতে পারেন নাই। আমরা ইঁহার টাকা জমা করিতে পারি নাই। ইহার বিশেষ পরিচয় ভূধর বাবুর বাল্মীকী রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাহিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণ নাম ধাম জেলা ইত্যাদী লিখিবেন। প্রায়ই এইরূপ বিপদে আমাদের পড়িতে হয়। অতএব প্রত্যেক গ্রাহকেরই যেন প্যাকেটের উপরের নূতন নম্বরটী ও নাম ধাম লিখিতে বিস্মরণ না হয়।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, শ্রাবণ, ভাদ্র। { ৪র্থ, ৫ম সখ্যা।

শিবাষ্টকস্তোত্রম্।

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং
জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজাম্।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ১॥

গলে রুদ্রমালং তনৌ সর্পজালং
মহাকালকালং গণেশাধিপালম্।
জটাজূটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ২॥

মুদামাকরং মণ্ডলং মণ্ডয়ন্তং
মহামণ্ডলং ভস্মভূষাধরং তম্।
অনাদিং হ্যপারং মহামোহমারং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৩॥

তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং
মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৪॥

গিরীন্দ্রাত্মজাসংগৃহীতার্দ্ধদেহং
গিরৌ সংস্থিতং সর্ব্বদাসন্নদেহম্।
পরব্রহ্ম ব্রহ্মাদিভির্ব্বন্দ্যমানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৫॥

কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং
পদাম্ভোজনম্রায় কামং দদানম্।
বলীবর্দ্ধযানং সুরাণাং প্রধানং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৬॥

শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণানন্দপাত্রং
ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রং বিচিত্রং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৭॥

হরং সর্পহারং চিতাভূবিহারং
ভবং বেদসারং সদা নির্ব্বিকারম্।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং
শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৮॥

স্তবং যঃ প্রভাতে নরঃ শূলপানেঃ
পঠেৎ সর্ব্বদা ভর্গভাবানুরক্তঃ।
সুপুত্রং ধনং ধান্যমিত্রং কলত্রং
বিচিত্রং সমাসাদ্য মোক্ষং প্রয়াতি॥ ৯॥

ইতি শিবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

আমাদের জাতীয় লক্ষ্য।

প্রথম প্রস্তাব।

অবতরণিকা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগে মুমূর্ষু প্রায় হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়াছে, সামাজিক চিন্তায় যাহাঁদের মস্তিষ্ক পরিচালিত হয়, তাহাদের নিকট ইহার সবিশেষ বর্ণনা পুনরুক্তি মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দী-রূপ শ্মশান ভূমিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানুগত সর্ব্বনাশকর নাস্তিকতার অর্দ্ধ পৃথিবী ব্যাপিনী জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ হীন নিশ্চেষ্ট শবপ্রায় হিন্দুসমাজ পুড়িয়া ছাই হইতে চলিল! লক্ষ লক্ষ বৎসরের দিব্য জ্ঞান বলে অর্জ্জিত উপায় সমষ্টিদ্বারা পরিপোষিত ও সুশোভিত সমাজ শরীর, ভস্ম শেষ হইয়া বাতাসে উড়িতে আরম্ভ করিল! প্রাচ্য সভ্যতা মনুষ্য জাতির চির গৌরবের অদ্বিতীয় হেতু, সেই প্রাচ্য সভ্যতা ধ্বংসময়, মহা সাগরের অচিন্তনীয় মহা কুক্ষিতে অনন্ত কালের জন্য ডুবিতে চলিল! ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম, কপিল, কণাদ, পতঞ্জলি, জৈমিনি, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির, যযাতি, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি মহনীয় চরিত, নরপতি বৃন্দ ও আর্য্য সভ্যতার রত্নমুকুটায়মান ঋষিবৃন্দের অযোগ্য সন্তানগণ, দিন দিন গারো, কুকি, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতির সদৃশ বলিয়া নব্য সভ্য সমাজে অভিহিত হইতে চলিল। সকল হিন্দু সন্তানই সর্ব্ব সংহারক মহা কালের এ প্রচণ্ড প্রহার অনবরত মস্তকে ধারণ করিতেছে, যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, কিন্তু চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে কে? এই দুরন্ত বিপত্তিময় প্রলয় হুতাশনের তীব্র জ্বালায় কোন্ হৃদয়বানের অন্তরাত্মা দগ্ধ না হইতেছে? কিন্তু মূল কারণ ও তাহার নিরাকরণের উপায় কয় জন লোকে ভাবিতেছে? হাহাকার সকলে করে, কিন্তু হাহাকার নিরাকরণের প্রকৃত উপায় কয় জন লোকে বুঝে বা বুঝায়?

অবনতি-গহ্বরের স্বল্পাবশিষ্ট আবরণকে অপসৃত করিবার জন্য হিন্দু সমাজের এই নিশ্চেষ্ট ভাব, নৈরাশ্যের সহচর হইয়া আজই যে দেখা দিয়াছে, তাহা নহে, দুই বা এক শতাব্দীর কথা নহে, বহু শতাব্দী হইতেই এই নৈরাশ্য জড়িত নিশ্চেষ্টতা, আমাদের সমাজের জীবনী শক্তিকে গ্রাস করিবার জন্য সদলবলে দেখা দিয়াছে, এ কথা আমরা সময়ক্রমে বিস্তৃতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

কিন্তু আশা করিতে সাহস হয় না, বিশ্বাস করিতে হৃদয় সঙ্কুচিত হয়, বলিতে যেন কেমন একটা বাধ বাধ ঠেকে, এই সর্ব্বনাশকারী নিশ্চেষ্টতার মধ্যে যেন অনেক দিন পরে আজ কাল অল্প, অত্যল্প, ক্ষীণ, অতিক্ষীণ, মহা সমুদ্রে ক্ষীণ সৈকত রেখার ন্যায়, শ্রাবণের মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতে ঈষৎ মুক্ত সুদূরস্থিত নক্ষত্র রশ্মির ন্যায় সচেষ্ট ভাব এই হতভাগ্য হিন্দু সমাজে দেখা দিয়াছে। এ সচেষ্ট ভাব কোথা হইতে আসিল, এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত, সুতরাং তাহা প্রকাশ করিয়া কি লাভ? ইহার ভবিষ্যত্ সম্বন্ধে অনেক ভবিষ্যদ্বক্তা এ প্রকারও বলিয়া থাকেন যে, যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ, আপনিই একবার জ্বলিয়া উঠে ফল কিন্তু তাহার অচিরভাবি অন্ধকার, সেই প্রকার ধ্বংসোন্মুখ হিন্দু সমাজের দৃশ্যমান এই সচেষ্টতা, ইহারও অচিরে একেবারে ধ্বংস দেদীপ্যমান। এ সকল যুক্তি রহিত মত লইয়া অসার বিবাদ করা নিরর্থক। এই সচেষ্ট ভাবের ফল ভীষণ ধ্বংসই হউক, অথবা হিন্দুর চিরসঞ্চিত আশার পূর্ণতাই হউক, সে বিষয়ে বিচার না করিয়া, এই দৃশ্যমান নূতন ক্রিয়াশীল সমাজের গতি কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ফিরাইলে, ভবিষ্যতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে, সেই সকল বিষয়েরই আলোচনা এক্ষণে সমাজ হিতৈষিগণের একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং সেই বিষয়ের স্থির লক্ষ্য দেখাইবার জন্য এবং যথা শক্তি তাহাকে প্রমাণদ্বারা দৃঢ় করিবার জন্য আমি এই দীর্ঘ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। আশা আছে যাহাঁরা যথার্থ সমাজের হিত চিন্তা করেন, তাহাদের পক্ষে এই বিস্তৃত প্রবন্ধ বিরক্তিকর না হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের গঠন প্রণালী।

যে কোন বিষয়ের পরিদৃশ্যমান অবস্থা যদি পরিবর্ত্তনীয় বলিয়া বোধ করা যায় এবং সেই বিষয়ের আত্যন্তিকী স্থিতির ঐকান্তিক আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে সেই পরিদৃশ্যমান দুরবস্থা গ্রস্ত বস্তুটীর পূর্ণ স্বরূপ ও তাহার মূলীভূত বস্তুর যথার্থ অবস্থা প্রভৃতি সর্ব্ব প্রথমে অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। যেমন এক জন বিকার গ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসার দ্বারা রোগহীন করিতে হইলে, চিকিৎসক সর্ব্ব প্রথমে রোগের দৃশ্যমান অবস্থাগুলি বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া বিকারের প্রকৃত উপাদানের ও রোগীর দেহের স্বাভাবিক অবস্থার প্রতি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যাহাতে ঐ বিকার প্রাপ্ত রোগীর বর্ত্তমান অবস্থা দূর হইতে পারে এবং তৎপরে ঐ রোগীর শরীর পূর্ব্বের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা তৎকালীন বিকারাবস্থামাত্র দেখিয়া তাহারই নাশার্থে ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাঁরা ভাগ্য ক্রমে সেই বর্ত্তমান রোগটী অপনয়ন করিতে সমর্থ হইলেও প্রায়ই সেই রোগনির্ম্মুক্ত ব্যক্তির পূর্ব্বতন স্বাভাবিক অবস্থার বিরোধি এমনি একটী অবস্থান্তর আনয়ন করিয়া দেন, যাহাতে সময়ে সময়ে ঐ রোগ-নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি, স্বীয় রোগ হীন অবস্থা হইতেও রোগাবস্থাকে প্রিয়তর বলিতে প্রস্তুত হয়, অথবা সমগ্র জীবনকে এক মহা বিড়ম্বনাময় ক্ষেত্র বিবেচনা করিয়া চিকিৎসকের রোগনাশিনী শক্তিকেও সর্ব্বনাশ কারিণী শক্তি বলিয়া ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হয় না। সেই প্রকার হিন্দুসমাজরূপ সুবিশাল জীর্ণ শরীরে বর্ত্তমান দুর্দ্দশারূপ যে বিকার দেখা যাইতেছে, ইহার অপনয়নার্থ এই প্রকার ঔষধ প্রয়োগেরই আবশ্যকতা, যাহার বলে বর্ত্তমান দুরবস্থা অপনীত হয় ও সমাজ নিজের অতীত স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিময়ী অবস্থাকে প্রাপ্ত হয়। সুতরাং সেই প্রকার ঔষধ প্রয়োগ কর্ত্তাগণের সর্ব্ব প্রথমে বিশেষরূপ প্রণিধান সহকারে দেখিতে হইবে যে, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার কি পূর্ণস্বরূপ, অতীত পূর্ণ অবস্থার সহিত ইহার কত পরিমাণে বৈষম্য, কোন একটী নূতন পরিবর্ত্তন হইলে হিন্দুসমাজের অতীত পূর্ণাবস্থার আংশিক ক্ষতিসাধন হইতে পারে কি না, হিন্দুসমাজের পূর্ণাবস্থার স্বরূপ ও তাহার স্থিতির প্রকৃত উপায় কি? এবং সেই অতীত পূর্ণাবস্থা পুনরায় এই দৃশ্যমান জীর্ণ সমাজ প্রাপ্ত হইতে পারে কি না, এই সমস্ত বিষয় যে পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে বিবেচিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কিছুতেই সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না এবং এই সকল বিষয় না বুঝিয়া যাঁহারা এক্ষণে সমাজের কর্ত্তব্য উপদেশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, হয় তাঁহারা ঘোর ভ্রান্ত, না হয় তাঁহারা দুরন্ত প্রতারক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রথমে হিন্দুসমাজের অতীত অবস্থা চিত্র করিয়া তাহার সহিত, বর্ত্তমান অবস্থার কোন পরিমাণে বৈষম্য হইয়াছে, এই বিষয়টী পূর্ব্বেই দেখিয়া লইতে হইবে। হিন্দু জাতির অতীত পূর্ণতা-প্রাপ্ত সমাজ চিত্রের পূর্ব্বে সাধারণ সমাজরূপ শরীরের গঠনপ্রণালী, তাহার উপাদান ও ফল বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

কোন একটী বিস্তৃত ভূখণ্ডের অনেক পরিমাণে সমান ধর্ম্মাক্রান্ত বহু ব্যক্তিনিচয়ের স্বীয় সাধারণ স্বার্থনিচয়কে সুসাধিত করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম বিশেষের অধীনতায় আচারগত ও ব্যবহারগত বিরোধ পরিহারপূর্ব্বক একটী বিরাট সম্মিলনই সাধারণতঃ সমাজ-শরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। মনুষ্য জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, জগতে যত প্রকার জীব বর্ত্তমান সময়ে পরিদৃষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে মনুষ্য জাতির এই একটী বিলক্ষণ স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা নিজের জীবন ধারণোপযোগী যে কোন উপায়ের অনুষ্ঠান করে, তাহাতেই তাহাদিগের স্বজাতীয় জীবের সাহায্য (অর্থাৎ মনুষ্যান্তরের সাহায্য) অবশ্যই অবলম্বন করিতে

হয়। দল বাঁধিয়া বিচরণ করিয়া থাকে, এপ্রকার অনেক পশুজাতির ও পক্ষীজাতীয় বা অন্য জাতীয় জীব দেখা গিয়া থাকে এবং এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন জীবনানুকূল কার্য্যে তাহারা স্বজাতীয় সাহায্যের অপেক্ষাও করিয়া থাকে, কিন্তু একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতিভাত হইবে যে, এই প্রকার অন্য জাতীয় জীব গণের স্বজাতীয় জীবের সাহায্যাপেক্ষা হইতে মানবজাতির স্বজাতীয় জীবের নিকট সাহায্যাপেক্ষা অত্যন্ত বৈষম্যাক্রান্ত, কেন তাহা দেখাইতেছি।

স্তন্যপায়ী জীবগণের জন্মানন্তর স্বীয় জীবনধারণের জন্য অবশ্যই স্বীয় স্বীয় জননীর সর্ব্ব প্রকারে অপেক্ষা রাখিতে হয়, ইহা সকলেই সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকেন, এই প্রকার বল্মীকপ্রভৃতি কতকগুলি কীটজাতীয় আছে, তাহারাও আবাস নির্ম্মাণাদি কতকগুলি অত্যন্ত উপযোগি কার্য্যে স্বজাতীয় জীবের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে, ইহাও প্রাণী তত্ত্বানুসন্ধায়ি ব্যক্তিগণের অবিদিত নহে। কিন্তু মনুষ্য ভিন্ন এমত কোন জীব অদ্যাপি জীব জগতে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, যাহারা প্রাকৃতিক উৎপাত নিবারণ, ভিন্ন জাতীয় জীবগণকে আয়ত্ত করিয়া তদ্দ্বারা অভিলষিত সামগ্রী সম্পাদন, স্বজাতীয় সম্মিলন সাধ্য নিত্য নূতন নূতন সুখোপায়ের আবিষ্করণ, জড় প্রকৃতির সহিত ভীষণ যুদ্ধ করিয়া জাতীয় জীবন সংরক্ষণ এবং স্বীয় স্বভাব সিদ্ধ, অন্য প্রাণি জগতে দুর্ল্লভ মানসিক বৃত্তির পরিচালনাদ্বারা অলৌকিক উপায় স্বার্থ সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা স্বীয় জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করিবার জন্য স্বজাতীয় জীবান্তরের অপেক্ষা করিতেছে। জীবন ধারণোপযোগী কার্য্যের কোন কোন বিষয়ে অন্য জীব, স্বজাতীয় জীবের অপেক্ষা রাখিয়া থাকে বটে, কিন্তু সে স্বজাতীয় জীবের সাহায্য পূর্ব্বে তাহাদের চিরানুশীলন সংমার্জ্জিত বুদ্ধি বৃত্তিতে আরূঢ় হইয়া পরে অবলম্বিত হইয়াছে, এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। বনের ফল, মূল, তৃণ, পত্র প্রভৃতি অযত্ন সিদ্ধ আহার্য্য বস্তুর উপর তাহাদের যে প্রকার আজীবন স্থায়ী প্রকৃতি দত্ত সাধারণ অধিকার বুদ্ধিপূর্ব্বক আবিষ্কৃত হয় নাই, সেই প্রকার স্তূপাকৃতি কৌশলময় মৃত্তিকাময় আবাস স্থান নির্ম্মাণাদি কার্য্য ও স্বজাতীয় গণের অবশ্যম্ভাবী সাহায্যের উপর তাহাদের আজন্ম সিদ্ধ অবুদ্ধি সম্পাদিত প্রকৃতি দত্ত অধিকার, তাহাদের জাতীয় সত্তার সহিত চিরানুস্যূত, সেই প্রকার অধিকার তাহারা যেমন বুদ্ধি বলে আবিষ্কার করিয়া লাভ করে নাই, সেই প্রকার বুদ্ধিবলে সেই অধিকার পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন জাতীয় অধিকার লাভ করিবার ক্ষমতা ও তাহাদের জাতীয় জীবনে লক্ষিত হয় না, জীব জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস দৃঢ়তার সহিত এই পূর্ণ সত্যটী প্রকাশ করিয়া দিতেছি—সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় যে জাতীয় পশু প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবকে যে যে অধিকার বলে যেরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে দেখা গিয়াছে, সহস্র সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে 'সম্ভবতঃ এই ভাবেই যুগযুগান্তর ও কাটিয়া যাইবে। অদ্যাপি ও সেই জীব জগতের প্রথম বিকাশের প্রথম অঙ্কে লব্ধ-স্বভাব দত্ত অযত্ন সম্পাদিত অধিকার, আবহমান কাল' সমভাবে সেই নিকৃষ্ট জাতীয় জীবগণের উপর দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কেন্দ্রীকরণ শক্তি বা একীকরণ শক্তিদ্বারা নিকৃষ্ট জাতীয় জীবগণের সেই স্বভাব দত্ত অধিকার হ্রাস বা বৃদ্ধির ভাগী হইতে পারে না!

কিন্তু জীবরাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মনুষ্য জাতির প্রকৃতি লব্ধ অধিকার, তাহাদের বুদ্ধি সম্পাদিত বহু প্রযত্নে অর্জ্জিত অধিকারের নিকট পরাভব লাভ করিয়াছে। কারণ মনুষ্যজাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, মনুষ্য জাতির যাহা কিছু সারধন—যাহার বলে মনুষ্য জাতির জীব জগতে অসাধারণ প্রাধান্য, যাহার অভাব হইলে মনুষ্য হয়ত এতদিনে জীবজগত্ হইতে অন্তর্দ্ধান লাভ করিত, সেই মনুষ্যের সারধন, ভবিষ্যত্ অতীত ও বর্ত্তমান চিন্তার অমৃতময় ফল স্বরূপ বিরাট সমাজ শরীর সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার অদ্বিতীয় যন্ত্রভূত এই বিরাট সমাজ ইহাকে লাভ করিতে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিয়াই প্রকৃতির হস্ত হইতে ইতর জীবের ন্যায় অযত্ন সাধ্য অধিকার লাভ করে নাই, প্রত্যুত এই অধিকার লাভ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রকৃতি দত্ত অধিকারের বিরোধ যুগযুগান্তর ব্যাপী পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ স্বজাতীয় গণের অমূল্য জীবন সমূহকে অকাতরে বলিপ্রদান করিয়া মনুষ্যজাতি জগতে মহনীয়তা লাভ করিবার জন্য, সমগ্র জীব জগতে আত্ম প্রাধান্য চিরদিনের তরে স্থির রাখিবার জন্য অনন্ত যোগ বলে সহস্র সহস্র বর্ষব্যাপী অতি-ক্লেশ কর তপস্যার বলে-অলৌকিক প্রতিভার বিস্ময় কর অমানুষিক সাহায্যে এই বিরাট সমাজ শরীর বাঁধিবার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়াছে। সুতরাং দেখিতে হইবে, যাহাকে মনুষ্য জাতির প্রকৃত জীবন বলা গিয়া থাকে—যে প্রকৃত জীবনের অভাবে মনুষ্য পশু হইতে স্বীয় জাতিতে কোন বৈলক্ষণ্য রাখিতে সমর্থ হয় না, সেই মনুষ্য জীবনের রক্ষা ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতে হইলে যে সকল উপায়ানুষ্ঠানের ঐকান্তিক আবশ্যকতা উপলব্ধ হয়, সেই সকল উপায় সমষ্টির অনুষ্ঠান করিতে হইলে মনুষ্য জাতির নিয়তই কৌশল সম্পাদিত স্বজাতীয়গণের সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য রাশির অপেক্ষা না রাখিলে কিছুতেই চলিতে পারে না।

প্রকৃত মনুষ্য জীবন রক্ষা করিতে হইলে বুদ্ধির বলে মনুষ্য জাতির সমাজ বন্ধনী শক্তির প্রণিধান সহকারে পরিচালনা ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় নাই, এই কথা স্থির করিবার পূর্ব্বে এই বিষয়ের প্রশ্নটী মনুষ্য মাত্রেরই অন্তঃকরণ অধিকার করিয়া থাকে যে, প্রকৃত মনুষ্য জীবন কাহাকে বলে? সুতরাং এই ক্ষণে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে।

মনুষ্য এ জগতে কি করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এ কথার সাক্ষাদ্ ভাবে উত্তর অত্যন্ত কঠিন হইলেও এ দুরূহ প্রশ্নের উত্তর করিবার জন্য পরম জ্ঞান সম্পন্ন এই ভারতেরই দার্শনিক সূত্রকর্ত্তা ঋষিগণ যে যে উপায় আশ্রয়ণীয় এবং যাহার বলে এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইতেও পারে, তাহার নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এ প্রসঙ্গে সেই সকল যুক্তি সমষ্টির উপর-ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা বিধেয় হইতেছে।

মনুষ্য কি করিতে জগতে আসিয়াছে, ইহার উত্তর দুই প্রকারে সম্ভব হইতে পারে, এক যিনি জগতে সর্ব্ব বিষয়ক

জ্ঞানবান্, সুতরাং যিনি মনুষ্যের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতে পূর্ণ ক্ষমতা ধারণ করিয়া থাকেন, তিনি যদি সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া বলিয়া দেন "মনুষ্য জাতির দ্বারা অমুক কার্য্য সাধিত করিবার জন্য আমি ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছি।" দ্বিতীয় যদি বুদ্ধিজীবী প্রত্যেক ব্যক্তিরই অবিসম্বাদিত অতি স্বচ্ছ প্রমাণ বৃত্তি, যুগপত্ বলিয়া দেয় যে "অমুক কার্য্যের জন্য মনুষ্য জাতি জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং কালে তাহাদের দ্বারা সেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে" তাহা হইলেই নিঃসংশয়িত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, সেই কার্য্য সাধন করিতেই মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, ইতিহাস, প্রমাণ, যুক্তি, সম্ভাবনা, সকলেই মিলিত হইয়া বলিয়া দিতেছি পূর্ব্বোক্ত দুইটী ব্যাপারই জগতে সঙ্ঘটিত হইয়াছে ও হইবে। হিন্দুর ইতিহাস, হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর পুরাণ, হিন্দুর ধর্ম্ম শাস্ত্র, হিন্দুর কাব্য, হিন্দুর আচার ব্যবহার আর হিন্দুর—শুধু হিন্দুর কেন, জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অবিনশ্বর কোহিনুর, জীব জগতের অদ্বিতীয় সুহৃদ্ বেদ, জ্যোতিষ ও আয়ুর্ব্বেদ এক বাক্যে সমস্বরে প্রমাণ সাম্রাজ্যের কেন্দ্র স্থান অধিকার করিয়া জলদ-গম্ভীর ধ্বনিতে ঘোষণা করিয়া দিতেছে যে, এই ভ্রান্ত সংশয়িত ব্যাকুল জীব লোকের প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য, তাহাদের প্রাণের ব্যাকুলতা পরিহার করিবার জন্য, প্রেমাশ্রু ধারা সিক্ত বদন, গুণ গানে অবিরত কণ্ঠ, লীলা স্মরণে রোমাঞ্চিত শরীর, পরম জ্ঞানী পরমেশ্বর-কর্ম্মনিষ্ঠ ভক্ত বৃন্দের চিরসঞ্চিত হৃদয়ের-প্রাণের-আত্মার-আশা মিটাইবার জন্য, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি সংহারকারী নিরবধি করুণা-সাগর সর্ব্ব জগতের অধীশ্বর ভগবান্ অনেক বার লীলাময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া স্বীয় যশোময় সুধা-সাগরের ভক্তিময় দিগন্তব্যাপী উচ্ছ্বাসে সংসার প্লাবিত করিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহারই আশ্বাস বাণী বলিয়া দিতেছে, পুনর্ব্বার সময় ক্রমে তিনি এই কার্য্যই সিদ্ধ করিবার জন্য এ দগ্ধ সংসারে আসিবেন।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
গীতা ৪ অধ্যায় ৭। ৮ শ্লোক।

আবার তিনিই আশ্বাসময়ী মধুর বাণীতে বলিয়া গিয়াছেন যে, আমার প্রিয়ভক্ত পরম জ্ঞানী সাধক বৃন্দ সর্ব্ব প্রাণীর মঙ্গলের জন্য, জীব জগতের সংশয় জনিত তীব্র ব্যাকুলতা পরিহার করিবার জন্য, ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন, সংসারের হিতের জন্য তাঁহারা বহু মূল্য দেব দুর্ল্লভ জীবন, অনায়াসে উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাঁদের ক্রোধ নাই, দ্বেষের লেশও নাই দয়ার সাগর, সর্ব্বদা উচ্ছ্বাসিত! উদ্বেগের রেখা মাত্রও নাই, সন্তোষের নন্দন কানন, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিকশিত, সেই ভক্ত সাধু দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ঋষি সম্প্রদায় মনুষ্যের কর্ত্তব্যোপদেশ করিবার জন্য নানা উপায়ের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন এবং এক্ষণেও অতর্কিত-ভাবে সর্ব্বদাই কর্ণকুহরে অলৌকিক ভাবে অমৃতময় সাগরের তরঙ্গ বহাইয়া কত তত্ত্ব দিয়া যে ভক্ত সাধক বৃন্দের হৃদয়ের তাপ হরণ করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥
ময্যনন্তেন ভাবেন ভক্তিং কুর্ব্বন্তি যে দৃঢ়াম্।
মদর্থে ত্যক্তকর্ম্মাণস্ত্যক্তস্বজনবান্ধবাঃ।
মদাশ্রয়কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধা স্তাপানৈতান্ মদ্গতচেতসঃ॥
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেষথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে॥
ভাগবত। ৩য় স্কন্ধ ২৬ অধ্যায় ২১—২৪।

জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ আদি দার্শনিক হিন্দু শাস্ত্রের এই কথা কবির কল্পনা নহে, সম্ভাবনাময় প্রমাণ হীন চিন্তার শুষ্ক উচ্ছ্বাস নহে, আরব্য দেশীয় উপন্যাস নহে, ইহা পূর্ণ সত্য, ইহার বিরোধী শুষ্ক তর্কাড়ম্বরকে খণ্ড খণ্ড করিবার জন্য শত শত অবিসম্বাদিত প্রমাণরূপ তীক্ষ্ণধার অসি আর্য্য দার্শনিক গণের মানস-পটে প্রথম উদয়প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতার শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়া বসিয়াছে। পাঠকগণকে সেই প্রমাণ তত্ত্বের যথাসম্ভব আস্বাদন করাইবার জন্য আমাদিগকে আপাততঃ সেই মার্গেরই অনুসরণ করিতে হইতেছে।

ক্রমশঃ।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ।

সুরাপান।

বর্ত্তমান সময়ে মদ্য পান একটী বিশেষ ভীষণ রোগ হইয়া উঠিয়াছে। এই মদ্যপায়ী লোক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত এবং ইহারা ভিন্ন ভিন্ন কারণে মদিরা পানে ব্যাসক্ত। ১ম শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাহারা শাস্ত্র মানে না, ইহারা সুরাপান সম্বন্ধে বৈদেশিক সভ্য জাতির অনুকরণ ও দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে, কেননা বৈদেশিক সভ্য জাতিরা বালক কাল হইতে সুরাপান করিয়া হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হয়, সুতরাং আমরা মদিরা খাইব, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইব, ভারতের মুখোজ্জ্বল করিব, দেশ স্বাধীন করিব, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রকার কল্পনা করিয়া মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়। ২য় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাহারা প্রথমতঃ কুসংসর্গে পড়িয়া ক্রমশঃ মদিরা পানে উন্মত্ত হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু সুরাপান করিতে করিতে তাহারা এতদূর পানাসক্ত হইয়া পড়ে যে, আর মদ না খাইয়া কোন মতেই থাকিতে পারে না। এই দলের লোকেরা বড় শাস্ত্র প্রমাণের ধার ধারে না এবং সভ্য জাতির অনুকরণ বা দৃষ্টান্তও জানে না, কুৎসিত বিষয়ে প্রবৃত্তি এতই প্রবল হইয়াছে যে, তাহা না করিয়াই থাকিতে পারে না। ৩য় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাঁহারা চন্দন ভ্রমে দুর্ব্বিপাক বিষ-বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিতেছেন, মালা ভ্রমে তীক্ষ্ণবিষ-বিষধরকে মস্তকে স্থান দিতেছেন, ইহাঁরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সাধনের অঙ্গ বলিয়া সুরাপান করিয়া থাকেন, ইহাঁদের বিশ্বাস যে, শাস্ত্রে সুরাপান বিধি আছে, যে ব্যক্তি সুরাপান করিয়া জগদম্বার উপাসনা করেন,

তিনি এক কি দুই দিনের মধ্যেই সিদ্ধ হইয়া যান, কিন্তু শাস্ত্রের আভ্যন্তরিক তত্ত্বের কিছুমাত্র অনুসন্ধান করেন না, এবং সিদ্ধির লোভে এই সম্প্রদায়ীরা সুরাপান করিয়া থাকেন এবং নিজ কর্ম্মের দৃঢ়তা রক্ষার্থ তন্ত্র হইতে দুই চারিটী বচন প্রমাণও মুখস্থ করিয়া রাখেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মণির আশায় ফণি-শিরে হস্ত দিয়া ইহকাল পরকাল সমস্তই বিনষ্ট করিয়া ফেলেন। লোকে একটা কথায় বলে যে "ধনে প্রাণে মারা গেলাম" ইহাদের ভাগ্যে তাহাই ঘটে। বর্ত্তমান সময়ে এই তিন প্রকার মদ্যপায়ী সমাজে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। এক হইল, বৈদেশিক সভ্যতার অনুকারী মদ্যপায়ী। দ্বিতীয়, কুসঙ্গ-দোষে মদ্যপায়ী। তৃতীয়, সাধনেচ্ছু মদ্যপায়ী।

ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর লোকদিগকে আমাদের উপদেশ দেওয়ার অধিকার নাই, কেননা তাহারা শাস্ত্র টাস্ত্র বড় একটা মানে না এবং যাদৃশ সভ্য জাতির অনুকরণে প্রবৃত্ত, তাহাতে শাস্ত্রের কথা বা আমাদের মত লোকের বাক্য গ্রাহ্যেই আসিবে না, সুতরাং তাহাঁদের সম্বন্ধে কোন কথাই বলার অধিকার আমাদের নাই। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ের লোক সম্প্রদায় যে প্রকার আত্মসর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী, সর্ব্বদা উন্মার্গগামী, তাহাতে হিতকর উপদেশ ইহাদের হৃদয়-কন্দরে কখনই স্থান পাইতে পারে না, শাস্ত্রই বল, আর দৃষ্টান্তই দেখাও, কিছুতেই ইহাদের মোহ-নিদ্রার অবসান হইবার নয়। আপনারা মনে করিতে পারেন যে, আত্মসর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী লোক কি কখন ও কোন সংসারে থাকে? ইহা অতীব অসঙ্গত কথা। প্রাণীমাত্রেই আপন হিতাকাঙ্ক্ষী, কেহই আপন অনিষ্ট প্রার্থনা করে না। আমরা বলি যে, যদিও বর্ত্তমান সময়ের কতকগুলি লোক "আমার সর্ব্বনাশ হউক" ইহা বলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ বা অমঙ্গল প্রার্থনা করে না সত্য, কিন্তু ঘোরতর অমাঙ্গলিক বিষয় বুঝিয়া সুঝিয়া, পরিণামে সর্ব্বনাশ, পরম দুঃখ ফল জানিয়া শুনিয়া ও সেই সমস্ত কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়, ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে, সুতরাং "আমার সর্ব্বনাশ হউক" এই বাক্যটীই মাত্র মুখে উচ্চারণ করিল না, কিন্তু কার্য্যের পরিণাম ফল-সর্ব্বনাশ জানিয়াও যদি তাহাতেই প্রবৃত্ত হইল, তবে "সর্ব্বনাশ আকাঙ্ক্ষা করিল নয় কি? সকলেই একবাক্যে বলিবেন, সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষাই করিল। একটী দৃষ্টান্ত বুঝুন, তবেই আপনাদের ও সন্দেহ দূরীকৃত হইবে।—

প্রথমতঃ বেশ্যা বৃত্তি একটী অসৎ কার্য্য, ইহার ফল সর্ব্বনাশ, ইহা কে প্রত্যক্ষীকৃত না করিয়াছে? বালক হইতে বৃদ্ধপর্য্যন্ত সকলেই ইহার সর্ব্বনাশ ফল, বিষময় ফল অবগত আছে, কিন্তু তাহা জানিয়াও কে উহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে? আরও শুনিতে পাই, বেশ্যাবৃত্তির স্রোত দিন দিনই খরতর বেগে সমাজে প্রবাহিত হইতেছে। বিবেকীরা যাহাকে "বেশ্যা শ্মশান-সুমনা ইব বর্জ্জনীয়া" শ্মশানভূমিজ পুষ্পের ন্যায় বর্জ্জনীয়া বলিয়াছেন, তাহাকেই আজ সমাজে সুরম্য নিকুঞ্জের পুষ্প মনে করিয়া শিরে ধারণ করিতেছে। যদিও পল্লীগ্রামে বেশ্যাবৃত্তি সম্বন্ধে একটু চাপা চাপি আছে, একটু শাসন আছে, কিন্তু নগর নগরীতে ত উহা একটা দোষের বলিয়াই বড় গণ্য নহে। ইহার চরম ফল কি কাহার ও অজ্ঞাত আছে? তাহা কাহারও নাই, দেখুন,—প্রথমতঃ বেশ্যাসক্তের নিজকৃত এবং পৈত্রিক যাহা কিছু স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থাকে, তাহা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়, যদি কাহারও ভাগ্যগ্রমে সমূলে না যাউক, আংশিক হানি অনিবার্য্য, অনেক হতভাগ্য আর নিজে উপার্জ্জন করিবার অবকাশই পায় না, যৌবনের প্রথমেই কুসঙ্গে, কুকার্য্যে লিপ্ত থাকায় কখন অর্থের উপার্জ্জন করিবে? পরে যখন আত্ম সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া গেল, তখন চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করে, যত দিন পর্য্যন্ত রাজা জানিতে না পারেন, ততদিন চৌর্য্য-বৃত্তি, দস্যুবৃত্তি করিয়াই এক প্রকারে দিন কাটিয়া দেয়, পরে একবার রাজা জানিতে পারিলেই যথোচিত দণ্ড পাইতে হয়। এই প্রকার কত হতভাগা পুত্র পিতার বহু কষ্টে উপার্জ্জিত সম্পত্তি বিনষ্ট করে, তাহার কি সীমা পরিসীমা আছে? পিতা কত পরিশ্রম করিয়া, একাহারে অনাহারে থাকিয়া, আর কত কি করিয়া, কত পাপকার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, দুর্ভাগা পুত্র পিতার ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কার্য্যের নিমিত্ত তাহার একটী পয়সাও ব্যয়িত না করিয়া অনায়াসে-অক্ষুব্ধচিত্তে বেশ্যার চরণে ঢালিতেছে, ইহাও কি সর্ব্বনাশ নয়? ইহাকেও কি সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী বলিব না? তবে সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী কে হইবে? এই প্রকারে অর্থ-ক্ষয়, এবং দেহটী ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। শরীরটী ক্রমে ক্রমে অতি দুরারোগ্য ভয়ানক যাতনাময় রোগে আক্রান্ত হয়, তখন উৎসাহ নাই, উদ্যম নাই, জরাজীর্ণ দেহ, যেন কিম্ভূত, কিমাকার, দেখিলে এক অপূর্ব্ব নরকের কীট বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখন অতি সন্নিহিত আত্মীয়বর্গেরা, অধিক কি স্ত্রী, পুত্র পর্য্যন্তও তাহার নিকটে আসিতে আপনাকে যেন পাপময় মনে করে, আপনাকে যেন অপবিত্র মনে করে, সেই সময়ে যে কত দুর্গতি, কত ক্লেশ, কত অনুতাপ, তাহা বর্ণনার অতীত। জীবন্ত শরীরেই যেন অনন্ত নরক ভোগ করিতে থাকে। তখন অর্থ নাই; সামর্থ্য নাই, লজ্জায় সমাজে প্রবেশের ক্ষমতা নাই, তখন কেবলই পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির অনুতাপ মানস রাজ্য দগ্ধ করিতে থাকে, ইহা ও কি সর্ব্বনাশ নয়? এক বেশ্যাবৃত্তি হইতে অর্থ নষ্ট, সামর্থ্য নষ্ট, শ্রীভ্রষ্ট, সমাজে পরাজিত, ভীষণ ব্যাধি-প্রপীড়িত, ইহা হইতেই আত্ম-গৃহে নানা প্রকার ব্যভিচারের সৃষ্টি হয়। আরও যে কত কি ইহার কুফল হইতে পারে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই প্রকার জ্বলন্ত সর্ব্বনাশ ফল, ঘোর দুঃখময় কুফল সকল দেখিতে পাইয়াও ত লোক বেশ্যাবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হয় না, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে,—ধনীলোক, নির্দ্ধন লোক, ছোট জাতি, বড় জাতি, কত শত শত লোক এক বৃত্তিতে রসাতল গত হইতেছে, উৎসন্ন যাইতেছে, শেয়াল, কুকুর অপেক্ষায় ও হীনতা, অনাদরনীয়তা প্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং ইহকাল পর-কাল কণ্টকময় করিতেছে, তথাপিও ত উহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না। অতএব এতাদৃশ বামশীল প্রাণীকে সর্ব্বনাশা-কাঙ্ক্ষী না বলিয়া আর কি বলিব? পরিণামের বিষময় ফল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াও যখন লোক তাহাতেই উন্মত্ত, সর্ব্ব-নাশরূপ ফল আস্বাদ করিয়াও যখন তাহাতেই লোলুপ, তখন

ইহাকেই প্রকৃত আত্ম-সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই একটী দৃষ্টান্ত আপনাদিগকে দেখাইলাম, বস্তুতঃ বর্ত্তমান কালের প্রাণী এতই উন্মার্গগামী যে, এই প্রকার শত শত কার্য্য সর্ব্বনাশের মূলীভূত কারণ জানিয়াও অবলীলাক্রমে তাহারই আচরণ করিতেছে। এই যেমন আত্ম সর্ব্বনাশ কামনা করা বুঝিলেন, এই প্রকার মদিরা পান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষতঃ যতই দোষ থাকুক না কেন, যতই অবশ্যম্ভাবী সর্ব্বনাশ সম্ভাবনা থাকুক না কেন, কিছুতেই উহা হইতে নিবৃত্তি হইবে না। মদিরা পান সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় নিষেধ ব্যতীত ও ঐ সম্বন্ধে এতই দৃষ্ট দোষ রহিয়াছে যে, তাহা আলোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই উহাতে প্রবৃত্তিশালী হইতে পারেন না। আমরা বেশ্যা বৃত্তির যে সমস্ত অবশ্যম্ভাবী দোষ দেখাইয়া আসিলাম. মদিরা পান সম্বন্ধেও ঐ গুলি সমস্তই বিদ্যমান আছে। স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহা সমস্তই অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়, পরে অভাব হইলেই চৌর্য্যাদি বৃত্তি অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে এবং অতিশয় পানাসক্ত ব্যক্তির যকৃৎ (লিবার) দূষিত হইয়া যায় এবং অচিরেই যমালয়ের পথিক হইতে হয়। আজ কালকার সভ্য সমাজে যে কত হতভাগ্যই একমাত্র পানদোষে অমূল্য জীবন-রত্ন চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন করিতেছে। তাহার সীমা পরিসীমা নাই। যাহারা এ হেন জীবনকে বিসর্জ্জন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহে, যাহারা জানিয়া শুনিয়াও জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত, তাহাদের নিকট দুই চারিটা উপদেশবাক্য কোনই ফলোপধায়ক হইতে পারে না। ধরিয়া লইলাম যেন, মদিরা পানে জীবন যাইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও আর কতই গঞ্জনা, বিড়ম্বনা, জীবদ্দশাতেই পাইতে হয়, তাহাও অবর্ণনীয়, অসহনীয়। প্রথমতঃ মদিরা পানাসক্ত ব্যক্তিকে দেখিলেই অমনি লোক ভয়ে পালাইয়া যায়, যেন একটা হিংস্র প্রাণী বলিয়া মনে করে, এবং যাহারা কখনও মদ্যপান করে নাই, তাহাদের পক্ষে বিষ্ঠার গন্ধ অপেক্ষায়ও সুরার গন্ধ দুঃসহনীয়, তাই তাহারা সুরাপায়ীর নিকট হইতে দূরে পালাইয়া যান। আপনারা বলিলে বোধ হয় হাসি পাইবেন, সত্য সত্যই এক স্থানে একটা ব্রাহ্মণ মদ্য পান করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল, এতই মদ খাইয়াছে যে, আর সংজ্ঞা নাই, তখন একটা দুষ্ট যুবক তাহার নিকট আসিয়া কতকগুলি ভর্ৎসনা করিল, পরে সেই মদ্য পায়ীর মুখে প্রস্রাব করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই মদ্যপায়ী যেন মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, সুতরাং সে কিছুই জানিতে পারিল না, অথবা জানিতে পারিয়াও কোন শক্তি নাই বলিয়াই কিছুই করিতে পারিল না, কিন্তু ভাবিয়া দেখুন, ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা, অপমান আর কি আছে? এই প্রকারে সম্পত্তি ক্ষয়, দুরারোগ্য ব্যাধিসঞ্চয়, সমাজে অনাদরনীয়তা, পরিণাম দুঃখতা এবং চরমে পরিতাপ এই গুলি বেশ্যাবৃত্তি আর মদিরা পানে সমান সমান, কিছুই তারতম্য নাই। তবে বলুন ত জানিয়া শুনিয়াই লোকে সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হয় না কি? আপনার সর্ব্বনাশাকাঙ্ক্ষাই করে না কি? অবশ্যই করে, সুতরাং এই শ্রেণীর লোককে যতই বুঝাও না কেন, কিছুতেই তাহারা নিবৃত্ত হইবার পাত্র নয়। তাই বলিয়াছিলাম যে প্রথম শ্রেণীর মদ্যপায়ীদের সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য বিষয় নাই, যাহারা সাক্ষাৎ সর্ব্বনাশ ফল প্রত্যক্ষ করিয়াও তাদৃশ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারা যে আমাদের দুই একটা কথায় বাধ্য হইয়া মদ্যপান হইতে বিরত হইবে, এ আশা আমাদের নাই।

অন্যান্য সভ্য দেশবাসীরা মদ্যপান করিয়াও ত সভ্য, হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ, তবে এদেশবাসীরা খাইবে, তাহাতে দোষ কি? মদিরা পান সম্বন্ধে যে এত নিন্দা, এত গ্লানি, এটা দেশের কুসংস্কার বলিলে হানি কি? এই আপত্তি আমাদের মনে আসিতে পারে, কিন্তু ইহার উত্তর অতি সহজ, কারণ বস্তুমাত্রেরই গুণানুসারে হেয়তা ও উপাদেয়তা করিতে হয়। আমার সম্বন্ধে যে বস্তুর ফল নিকৃষ্ট, ঐহিক ও পারত্রিক ক্লেশ দায়ক, তাহাই আমার পক্ষে হেয়, আর যাহার ফল উৎকৃষ্ট, ঐহিক ও পারত্রিক সুখসাধক, তাহাই আমার সম্বন্ধে উপাদেয়। ইহাই হেয় ও উপাদেয়ের লক্ষণ। এখন বুঝিলাম, অন্যান্য দেশীয়ের পক্ষে মদ্য প্রকৃতই উপাকারী হইলে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে যখন উহা বিষস্বরূপ, ঐহিক পারত্রিক ক্লেশদায়ক, তখন উহা অন্যদেশীয়ের পক্ষে অমৃতোপম হইলেও আমাদের পক্ষে উহা উপাদেয় হইতে পারে না, উহা আমাদের পক্ষে বিষবৎ হেয়। যেমন বিষ বিকারগ্রস্ত রোগীর পক্ষে অমৃতোপম হইলেও প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে উপাদেয় নহে, কেবল বিকারী রোগীর পক্ষেই পরমোপকারক, সুতরাং উপাদেয়। তেমনি মদ্য ভিন্ন দেশীয়, ভিন্ন জাতীয় লোকের পক্ষে অমৃত স্বরূপ হইলেও আমাদের পক্ষে উহা সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। বস্তুতঃ কোন সভ্য জাতিরই বহুল পরিমাণে মদিরা পান অনুমোদিত নহে, তবে স্থানীয় প্রকৃতির বৈচিত্র অনুসারে কোন কোন দেশ বিশেষে কিছু কিছু মদিরা পান হিতকর হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের দেশ সম্বন্ধে মদিরা পান কায়িক, মানসিক, আর্থিক, সামাজিক সকল প্রকারেই সর্ব্বনাশ কারক, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। ইহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি এবং মদ্য পান করিয়া যে শত শত প্রাণী অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতেছে এবং দৈহিক ও আর্থিক সর্ব্বনাশগ্রস্ত হইতেছে, ইহা সকলকারই প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়, সুতরাং আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না। অতএব বৈদেশিক দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আমাদের দেশে মদিরা পানের ব্যবস্থা হইতে পারে না। এই সম্বন্ধে আমরা আর যুক্তির অনুসরণ করিব না, কারণ দিবাকর নিরীক্ষণ করিয়াও যাহাদের দিঙ্মোহ অপসারিত না হয়, তাহাদের যেমন শত শত দৃষ্টান্ত, সহস্র সহস্র যুক্তি তর্কও দিগ্‌ভ্রম বিদূরিত করিতে পারে না, তেমনি মদিরা পানের এতাদৃশ সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান কুফল দেখিয়াও যাহারা উহা হইতে নিবৃত্ত না হইবে, তাহাদের পক্ষে যুক্তি প্রমাণ অতি অকিঞ্চিৎকর কথা, আমরা মনে করি। কেননা যতই সুস্পষ্ট যুক্তি তর্কের অনুসরণ কর না কেন, কেহই এমত চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে পারিবে না, সুতরাং প্রথম শ্রেণীর মদ্যপায়ী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাহারা কুসঙ্গে পড়িয়া একবার মদিরা পান করিতে শিখিয়াছে, তাহারাও উহা হইতে নিবৃত্ত

হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। ১ম কারণ—চিরদিন মদ্য পান করিতে করিতে আপন বিবেক শক্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উহার যত দোষই উপস্থিত কর না কেন, তাহার চক্ষুতে ইহার একটীও দোষ বলিয়া প্রতীতি হইবে না, যতক্ষণ সুদৃঢ়রূপে দোষ বলিয়া ধারণা না হইবে, ততকাল উহা পরিত্যক্তও হইতে পারে না। সুতরাং যখন মদিরাই উহাদিগকে ছাড়িবে, যখন পান করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, যখন অর্থ যুটিবে না, সামর্থ্য থাকিবে না, দেহ ক্ষীণ হইবে, তখনই যদি মদিরা ছাড়িতে পারে, নতুবা তাহাদের পক্ষে মদ ছাড়িবার আর উপায় নাই। ২য় কারণ,—মদ্যপায়ী লোকের সহিত কোন জ্ঞানী বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ ব্যক্তির দেখা সাক্ষাৎ বা আলাপ পরিচয় হইবার সম্ভব নাই, কেননা জ্ঞানী লোক মাতালের দেখামাত্রেই সে স্থান হইতে পলায়ন করিয়া যান, সুতরাং সৎসংসর্গে চরিত্র পরিবর্ত্তনের কোনই আশা নাই। মাতালের নিকট কখনই ভাল চরিত্রবান্ লোক বাস করেন না। সুতরাং ঐ মহা নরক হইতে ইহাদিগের উদ্ধর্ত্তা এক মাত্র কৃপাময় ভগবান্ ব্যতীত আর কেহ আছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না। তিনিই দয়াসিন্ধু, দয়া হইলে কখনও উদ্ধার করিতে পারেন।

৩য় শ্রেণীর মদ্যপায়ী,—যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া সাধনের অঙ্গ বলিয়া মদিরা পান করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। কারণ যাঁহারা শাস্ত্র মানিয়া চলিতে ইচ্ছু, তাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রের রহস্য জানিতে পারিলে তদনুবর্ত্তী হইবেন এবং পূর্ব্বে যদি কোনরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস থাকে, তাহাও পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইবেন, আমাদের এই বিশ্বাস আছে, তাই তাহাদের জন্য আমরা যথাসাধ্য শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া মদিরা পানের রহস্য প্রকাশ করিব।

প্রথমতঃ মদিরা পান বিষয়ে সমস্ত আর্য্য শাস্ত্রের প্রসবিত্রী শ্রুতি কি বলিতেছেন, তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে, পরে ধর্ম্ম শাস্ত্র, পুরাণ ও তন্ত্রাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। শ্রুতি আদেশ করিতেছেন, "মদ্যমপেয়মগ্রাহ্যম্" (শ্রুতি) অর্থ সরল। তৎপর মনু বলিতেছেন ;—

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥
সুরা বৈ মলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যং মাসং সুরাসবম্।
তদ্‌ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥
কৃমিকীটপতঙ্গানাং বিড়্‌ভুজাঞ্চৈব পক্ষিণাম্।
হিংস্রাণাঞ্চৈব সত্ত্বানাং সুরাপো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ॥
সুরাং পীত্বা দ্বিজো মোহাদগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেৎ।
তয়া স্বকায়ে নির্দ্দগ্ধে মুচ্যতে কিল্বিষাত্ততঃ॥
(মনুসংহিতা)

ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণহরণ, গুরুপত্নীতে অভিগমন এবং এতাদৃশ পাপীয়ান্‌দিগের সহিত সম্বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ এই কএকটীকে মহাপাপ বলে। সুরা অন্নের মলস্বরূপ এবং মল শব্দে পাপকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে, (সুতরাং সুরাপায়ী সাক্ষাৎ পাপ ভক্ষণ করে) অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সুরা পান করিবে না। মদ্য, মাংস, সুরা ও আসব (সদ্যজাত মদ্য) এইগুলি যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচযোনির ভক্ষ্য বস্তু, অর্থাৎ নিতান্ত মলিন আত্মাদিগেরই খাদ্য, দেবগণের অবশিষ্টাংশ-হবির্ভুক্ ব্রাহ্মণ কদাচ উক্ত মদিরাদি পান করিবেন না। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ (নানা প্রকার দুঃসহ নরক ভোগাবসানে) কৃমি, কীট, পতঙ্গ, বিষ্ঠাভোজী পক্ষী জাতি ও ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। মোহবশতঃ ব্রাহ্মণ সুরা পান করিলে অগ্নিবর্ণা সুরা (যে মদিরা অগ্নির উত্তাপে অগ্নির মত বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে অগ্নিবর্ণা সুরা বলে) পান করিবে, সেই সুরার দ্বারায় যখন আত্ম দেহ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাইবে, তখন মদিরাপানজ পাপ হইতে মুক্তি হইবে। এই হইল মনুর আদেশ, তৎপরে বিষ্ণুসংহিতায় বলিয়াছেন,—

সুরাপঃ সর্ব্বকর্ম্মবর্জ্জিতঃ কণান্ বর্ষমশ্নীয়াৎ।

সুরাপায়ী সমস্ত সাংসারিক কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত কণা আহার করতঃ বাস করিবে, এবং—

মদমাংসাদীনাঞ্চ অন্যতমপ্রাশনে চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাৎ।

বিষ্ঠা প্রভৃতি মল এবং মদ্য পান করিলে, চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। বিষ্ণুর মতে মদ্য ও বিষ্ঠা ভক্ষণের একরূপই প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইল। অনেকের হয় ত আপত্তি হইতে পারে যে, মনুসংহিতা ত সত্য কালের ধর্ম্মশাস্ত্র, সুতরাং কলিতে উহার ব্যবস্থার অনুগত না হইলেই বা দোষ কি? এই নিমিত্ত কলির ধর্ম্মশাস্ত্রকার পরাশর কি বলিতেছেন, তাহা এক বার শুনুন,—

অজ্ঞানাৎ প্রাশ্য বিন্‌মূত্রং সুরাং বা পিবতে যদি।
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ॥

অজ্ঞান পূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ যদি মদ্য পান করেন, তবে পুনর্ব্বার সংস্কার করিয়া শুদ্ধ হইবেন। সুতরাং কলির ধর্ম্মশাস্ত্রকার পরাশরও মদ্য পান একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। এই হইল ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ, তৎপর পুরাণ কি বলিতেছেন, শুনুন,—

মদ্যপানাৎ দ্বিজাতীনাং গর্হিতং পাতকং নহি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেৎ স্পৃষ্ট্বা পীত্বা চ নরকং ব্রজেৎ॥
(দেবীপুরাণ)

দ্বিজাতিগণের পক্ষে মদ্য পান অপেক্ষায় অধিকতর নিন্দনীয় পাপ আর নাই, মদ্য স্পর্শ করিবামাত্রই দ্বিজাতিগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় এবং পান করিলে নরকগামী হইতে হয়।

এখন একবার তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখা যাউক, তাহাতে মদিরা পান সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন,—

বেদত্যাগান্মদ্যপানাৎ শূদ্রদারনিষেবণাৎ।
তৎক্ষণাজ্জায়তে বিপ্রশ্চাণ্ডালাদপি গর্হিতঃ॥
(রুদ্রজামল)

সুরা বৈ মলমন্নানাং পুরীষং মনমুচ্যতে।
তস্মাৎ ব্রাহ্মণরাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ॥
সুরাদর্শনমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনং।
তৎসমাঘ্রাণমাত্রেণ প্রাণায়ামত্রয়ং চরেৎ॥
(কালীকুলার্ণব)

ভুক্ত্বা মৎস্যঞ্চ মাংসঞ্চ স্পৃষ্ট্বা হেতুঞ্চ ভৈরবী।
ত্রিরাত্রোপষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
(কুব্জিকাতন্ত্র)

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মৈথুনং পরমেশ্বরী।
* * * ব্রাহ্মণো ন স্মরেৎ কচিৎ॥
(বারাহীতন্ত্র)

অত্যন্তপানান্মদ্যস্য চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী।
বুদ্ধির্ব্বিনশ্যতি প্রায়ো লোকানাং মত্তচেতসাম্॥
বিভ্রান্তবুদ্ধের্ম্মনুজাৎ কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
স্বানিষ্টং বা পরানিষ্টং জায়তেঽস্মাৎ পদে পদে॥
অতো নৃপো বা চক্রেশো মদ্যে মাদকবস্তুষু।
অত্যাসক্তজনান্ কায়ধনদণ্ডেন শোধয়েৎ॥
নিখিলানর্থযোগস্য পাপিনঃ শিবঘাতিনঃ।
দহেজ্জিহ্বাং হরেদর্থান্ তাড়য়েত্তঞ্চ পার্থিবঃ॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

অর্থ,—বেদোক্ত পন্থা পরিত্যাগী, সুরাপায়ী এবং শূদ্রদারাভিগামী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল জাতি অপেক্ষায়ও নিকৃষ্ট হয়েন। মদিরা অন্নের মলস্বরূপ এবং মলশব্দে বিষ্ঠাকেও বুঝায়, অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহারা সুরাপান করিবে না, কেননা সুরা পান ও বিষ্ঠা ভক্ষণ একই কথা, কারণ উভয়ই মল বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দ্বিজাতিগণ সুরা অবলোকন করিবা মাত্র সূর্য্যবিম্ব নিরীক্ষণ করিবেন, আর যদি কোন প্রকারে উহার ঘ্রাণ গ্রহণ করা হয়, তবে তিন বার প্রাণায়াম করিয়া বিশুদ্ধ হইবেন। দ্বিজাতিগণ মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিয়া এবং মদিরা স্পর্শ করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করতঃ পঞ্চগব্য খাইয়া শুদ্ধ হইবেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মৈথুন এবং নরবলি এই গুলির ব্যবহার দূরে থাকুক, ব্রাহ্মণগণের পক্ষে ইহা স্মরণ করাও নিষিদ্ধ। যাহাদের অতিশয় মদিরা পান করিতে করিতে চিত্ত বিভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের চতুর্ব্বর্গ প্রদায়িণী বুদ্ধি একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। মদিরা পানের দ্বারা বিভ্রান্তবুদ্ধি মনুষ্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচারে সম্পূর্ণ অসক্ত, সুতরাং নিজের অনিষ্ট বা পরের অনিষ্ট আচরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, অতএব রাজা বা সম্রাট্ সুরাসক্ত ব্যক্তিকে শারীর ও আর্থিক দণ্ডের দ্বারা দণ্ডিত করিবেন। মদ্যপায়ী সমস্ত প্রকার অকর্ম্ম করিতে পারে এবং উহাদের আত্মা এতই পাপাক্রান্ত হয় যে, ঈশ্বরেতেও কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে না। এতাদৃশ নরাধমকে রাজা জিহ্বা দগ্ধ করিয়া সমস্ত অর্থ হরণপূর্ব্বক দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। এই তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশ বুঝিতে পারিলাম।

এখন এতাবৎ পর্য্যালোচনাদ্বারা আমরা কি বুঝিলাম, তাহা পাঠকগণ একবার প্রত্যালোচনা করিয়া মনে রাখুন। আমরা এ পর্য্যন্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মদিরা পান একেবারেই নিষিদ্ধ। মনুর মতে ও তন্ত্রের মতে মদিরা পান কেন, উহার দর্শন, স্পর্শনও অতি নিষিদ্ধ। মনুর মতে সুরা পানের প্রায়শ্চিত্তও অতি ভয়ানক। সুরাপায়ী দ্বিজাতির জীবনান্তই উহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহার দ্বারাই পাপের গুরুত্ব বুঝুন। তন্ত্রের মতে ও সুরাপান ও বিষ্ঠা ভক্ষণ এক শ্রেণীর অপকার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব এই বহুল শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা দ্বিজাতির সম্বন্ধে মদিরা পান একেবারে নিষিদ্ধ, ইহাই সুদৃঢ়রূপে প্রতিপাদিত হইল।

এখন আমাদের একটী চিন্তনীয় বিষয় আছে। তাহা এই,—যদি শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদি শাস্ত্র ও পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও দৃষ্টান্তের (যাহা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মদ্যপায়ী সম্বন্ধে বলা হইয়াছে) দ্বারা সুরাপান দ্বিজাতির পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ হইল, ভয়ানক পাপকারী হইল, অতি ভীষণ নরকের সোপান হইল, তবে "সুরাপান করিয়া জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে, এ প্রকার চিরন্তনী কিম্বদন্তীর কারণ কি? দ্বিতীয়,—সাধারণেরই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্যপানের ব্যবস্থা আছে, ইহা কি ভ্রান্ত বিশ্বাস? না সত্যই নিষেধের ন্যায় বিধিও আছে? এবং যদি তন্ত্র শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধি থাকে, তবে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের দ্বারা যে সুরাপান নিষেধ করা হইয়াছে, ইহারই বা কারণ কি? একই শাস্ত্র এক স্থানে বলিবেন যে, সুরাপান অতীব অকর্ত্তব্য, আবার স্থানান্তরে বলিবেন সুরা অবশ্যই পেয়, এই প্রকার বিরুদ্ধ বাক্যের তাৎপর্য্য কি? ইত্যাদি আপত্তি অবশ্যই মনে উদিত হইতে পারে।

আমরা এখন প্রষ্টব্য এই কয়েকটী বিষয় লইয়া আলোচনা করিব। কিন্তু ভবিষ্যৎ আলোচনায় আমরা যাহা অবগত হইব, সেই সিদ্ধান্ত কয়েকটী অগ্রেই জানিয়া রাখিলে পরে মীমাংস্য বিষয় বুঝিতে সহজ হইবে, অতএব নিম্নে সিদ্ধান্ত কয়েকটী বুঝুন, পরে শাস্ত্রের অনুসরণ করা যাইবে।

১ম,—তন্ত্র শাস্ত্রে সুরাপানের ব্যবস্থা আছে।

২য়,—শাস্ত্রে মদিরা পানের ব্যবস্থা থাকায় সমাজে চিরন্তনী কিম্বদন্তী আছে যে, মদিরা পান করিয়া জগদম্বার উপাসনা করিবে, সুতরাং উহা ভ্রান্ত বিশ্বাস নহে।

৩য়,—শাস্ত্রে অধিকারী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার সমাবেশ আছে, সুতরাং শাস্ত্রের পরস্পর কোন বিরোধ নাই। এক প্রকার অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া মদিরা পানের বিধি করিয়াছেন, আবার যাদৃশ অধিকারীর পক্ষে অতীব অহিত কর, তাহার সম্বন্ধে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রের কুত্রাপি বিরোধ নাই।

এখন দেখা যাউক তন্ত্র শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধি আছে, কিনা! যথা,—

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমেবচ।
পঞ্চমাত্তু পরং নাস্তি শাক্তানাং ভোগমোক্ষয়োঃ॥
(কালীকুলার্ণব)

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা এবং মৈথুন এই পাঁচটীকে তত্ত্ব বলে, এই পঞ্চ তত্ত্বের অবলম্বন ব্যতীত শাক্তদিগের ভোগ ও মুক্তির উপায় নাই। (এখানে "পঞ্চমাত্তু" এই পঞ্চম শব্দে পাঁচের পূরণ এই অর্থটী না বুঝিয়া পাঁচই বুঝিতে হইবে)।

শিলায়াং শস্যবাপে চ যথা নৈবাঙ্কুরোদ্গমঃ।
মদ্যং বিনা তথা দেব্যাঃ পূজনং নিষ্ফলং মতম্॥
(কামাখ্যা তন্ত্র)

প্রস্তরের উপরে যেমন শস্য বপন করিলে, তাহা হইতে কদাচ অঙ্কুরের উদ্গম হয় না, তেমনি মদ্য ব্যতীত জগদম্বার অর্চ্চনা নিষ্ফল হয়।

কলৌ তু সর্ব্বশাক্তানাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
মদ্যং বিনা সাধনন্তু মহাহান্যায় কল্পতে।

কলি যুগে সমস্ত শাক্তের পক্ষে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্য ব্যতীত মহাদেবীর কখনই সাধন হইতে পারে না।

দিবসে পরমেশানি! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
(বিশ্বসার তন্ত্র)

পরমেশ্বরি! দিবাভাগে সাধক ব্রহ্মচারী হইয়া সংযত চিত্তে অবস্থান করিবেন, অনন্তর নিশা কালে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবেন।

এই কয়েকটী তান্ত্রিক বাক্যের দ্বারাই তন্ত্রের মদ্যপানের ব্যবস্থা বুঝিতে পারিলাম, এই প্রকার আরও অনেক বচন আছে, অনাবশ্যক বোধে সেই গুলির উল্লেখ করিলাম না। এই প্রকার শাস্ত্রে মদ্যপান করিয়া উপাসনার বিধি থাকাতেই সমাজে চিরন্তনী জনশ্রুতি আছে যে, মদিরা পান করিয়া জগদম্বার উপাসনা করিবে, সুরাপান ব্যতীত শাক্তের উপাসনা হয় না। ফলপক্ষে কি রহস্য অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধিও নিষেধের সমাবেশ আছে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন। তাই মদ্য পান করিয়া নানারূপ বিড়ম্বনা পাইতে হয়।

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম, তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্যপানের বিধি আছে এবং শাস্ত্রে বিধি থাকাতেই মদ্যপান, সাধনের অঙ্গ বলিয়া প্রত্যেকেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে।

একটী জিজ্ঞাস্য এই যে, এক তন্ত্র শাস্ত্রেই স্থানে স্থানে মদ্যপানের বিধি, আবার স্থানে স্থানে নিষেধের সমাবেশ আছে, (বিধি ও নিষেধ-প্রতিপাদক বচনগুলি পূর্ব্বেই দেখান হইয়াছে) এই প্রকার বিরুদ্ধ বাক্য শাস্ত্রে থাকার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত তান্ত্রিক বাক্যাবলির দ্বারা মদিরা পানের বিধি বুঝিয়াছি, আবার এই তন্ত্রোক্ত বাক্য সমষ্টির দ্বারা মদিরা পানের নিষেধ বুঝিতে পারিলাম, সুতরাং ইহার কোন্ পন্থা অবলম্বনীয়, এই বিষয়ে বড়ই সমস্যা উপস্থিত হয়। কিন্তু আমাদের বড়ই আহ্লাদের বিষয় যে, শাস্ত্রই ইহার সুস্পষ্ট মীমাংসা করিয়াছেন। একটু নিবিষ্টচিত্তে প্রণিধান করিলেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া সেই বিরোধের মীমাংসা বিষয়ে কিছু চিন্তা করা যাইতেছে।

শাস্ত্রীয় এই বিরোধের মীমাংসা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আদৌ "আচার" ও "ভাব" বলিতে কি বুঝিতে হয়, তাহা বুঝিয়া রাখুন, পরে প্রস্তাবিতব্য বিষয়টী বুঝিতে বড়ই সুখকর হইবে। কুলার্ণব তন্ত্রে আচার সাত প্রকারে এবং ভাব তিন প্রকারে, বিভক্ত করিয়াছেন এবং বিশ্বসারতন্ত্রে প্রত্যেক্ আচার ও ভাবের লক্ষণ করিয়া সাতটীকেই দেখাইয়াছেন। আমরা এখানে সেই বচনগুলি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। শাস্ত্রে আচার পদার্থটীকে সাত ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপরে আচার ও ভাব এই কথা দুইটীর অর্থ কি, তাহা ব্যক্ত করেন নাই, যেমন ঘট তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা;—কৃষ্ণ ঘট, শুক্ল ঘট, রক্ত ঘট এই কথা বলিলে, ঘটের বিভাগমাত্রই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ঘট জিনিষটী যদি জানা না থাকে, তবে তাহা যেমন জানিতে পারা যায় না, তেমনি আচার সাত প্রকার, ভাব তিন প্রকার এই কথায় ইহার বিভাগমাত্রই জানা যায়, কিন্তু আচার ও ভাব পদার্থটী যে কি, তাহা জানিতে পারা যায় না, সুতরাং আচার ও ভাবের বিভাগের দ্বারাই আচার ও ভাব পদার্থটী আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। আচার বলিতে শাস্ত্র বিহিত অনুষ্ঠেয় কতগুলি কার্য্য বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রে যে বাক্যগুলি বিধেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, যাহার অবশ্যই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহাই আচার বলিয়া বুঝিতে হইবে, যেমন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা সময়ে সন্ধ্যাবন্দনাদির অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠেয় কতকগুলি বিষয় বুঝিতে হইবে, আর অনুষ্ঠেয় কার্য্য সমষ্টির মধ্যে কতগুলি একত্রিত করিয়া এক এক আচার নামে বিভক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অনুষ্ঠেয় বিষয়ের বেদাচার, কতকগুলির নাম বৈষ্ণবাচার ইত্যাদি নাম দিয়াছেন। অতএব আচার বলিতে অনুষ্ঠেয় কার্য্যসমষ্টিকেই বুঝাইবে। আর ভাব শব্দে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষ বুঝিতে হইবে, যতক্ষণ ভেদজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ এক ভাব, পরে যখন ভেদজ্ঞান দুর্ব্বল হইয়া ভেদজ্ঞানের ক্ষীণতা, এবং অভেদজ্ঞানের প্রবলতা হয়, অভেদজ্ঞানের বিকাশাবস্থা হয়, তখন আর একটী ভাব এবং যখন ভেদজ্ঞান লেশমাত্রেও থাকে না, অভেদজ্ঞানেরই প্রবলতা, অভেদজ্ঞান তীব্রভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন আর একটী ভাব, এইরূপে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষে এক একটী ভাব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের অবস্থার ইতর বিশেষ অনুসারে ভাব ও তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এ কথা পরেই বিশেষ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করা যাইবে। এখন আচার ও ভাবের বিভাগ শুনুন। যথা,—

সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমা বেদা বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্।
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদ্দক্ষিণমুত্তমম্।
দক্ষিণাদুত্তমং বামং বামাৎ সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
সিদ্ধান্তাদুত্তমং কৌলং কৌলাৎ পরতরং নহি॥

সাধারণ আচার অপেক্ষায় বেদাচারই শ্রেষ্ঠ, বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার, বৈষ্ণবাচার হইতে শৈবাচার, শৈবাচার অপেক্ষায় দক্ষিণাচার, দক্ষিণাচার হইতে বামাচার, বামাচার অপেক্ষায় সিদ্ধান্তাচার এবং সিদ্ধান্তের পর কৌলাচার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে, কৌলাচারই আচারের শেষ সীমা, ইহা হইতে আর শ্রেষ্ঠ আচার নাই।

ইহার দ্বারা বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার, দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচার এই সাত প্রকার আচারের বিভাগ বুঝিতে পারিলাম। এখন ইহার প্রত্যেকটীরই লক্ষণ জানা আবশ্যক। প্রথমতঃ বেদাচার। যথা,—

সন্ধ্যামুপাস্য বিধিবৎ কুর্য্যাদাবশ্যকং ততঃ।
অপাবৃতশরীরঃ সংস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানমাচরেৎ॥

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে যথা বিহিত ভাবে বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যার

উপাসনা করিয়া পরে আবশ্যক সাংসারিক কার্য্য সমাপন করিবে, এবং গাত্রাবরণ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় স্নান করিবে।

রাত্রৌ নৈব যজেদ্দেবান্ সন্ধ্যায়াং বাপরাহ্ণকে।
ঋতুকালং বিনা দেবি! স্বভার্য্যারমণং ত্যজেৎ॥

রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং অপরাহ্ণ সময়ে বেদাচার নিরত ব্যক্তি দেবতার অর্চ্চনা করিবেন না। এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় ভার্য্যাতে উপগত হইবেন না।

মৎস্যং মাংসং মহেশানি! ত্যজেৎ পঞ্চসু পর্ব্বসু।
যদন্যদ্বেদবিহিতং কুর্য্যান্নিয়মতৎপরঃ॥

পঞ্চ পর্ব্ব দিনে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও রবির সংক্রমণ কাল-সংক্রান্তি, এই পাঁচটীকে পঞ্চ পর্ব্ব বলে) মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিবে না। বেদাচার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে এই কয়েকটী নিয়ম বলা হইল, প্রকৃত পক্ষে বেদবিহিত যজ্জাবতীয় নিয়মেরই প্রতিপালন করিতে হইবে। এই হইল সংক্ষিপ্ত বেদাচারের বর্ণনা, অতঃপর বৈষ্ণবাচার শুনুন,—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি! বৈষ্ণবাচারমুত্তমং।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ কালাদ্ভীতির্ন বিদ্যতে॥

মহেশ্বরি! অনন্তর তোমার নিকট বৈষ্ণবাচারের ব্যাখ্যা করিতেছি, এই বৈষ্ণবাচার বেদাচার অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট, এই আচার বিশেষরূপে অবগত হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারিলে যমভয় নিবারিত হয়, অকালে কাল স্বকবলে গ্রাস করিতে পারে না এবং এতাদৃশ আচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যাহাদের দেহাভিমান বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঈদৃশ অমেধ্য, নিয়ত বিনাশী দেহের বিনাশ আশঙ্কায় কালের নিকট কিছুমাত্র ভীত হন না।

বেদাচারক্রমেণৈব সদা নিয়ততৎপরঃ।
মৈথুনং তৎকথালাপং কদাচিন্নৈব কারয়েৎ॥

পূর্ব্বোক্ত বেদাচারের নিয়ম অনুসারে সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া মৈথুন ও তৎসম্বন্ধী সংলাপ বর্জ্জন করিবে, কখনই মৈথুনাদি বিষয়ক চিন্তা করিবে না।

হিংসাং নিন্দাঞ্চ কৌটিল্যং বর্জ্জয়েন্মাংসভোজনম্।
রাত্রৌ পূজাং তথা মালাং ন কুর্য্যান্নৈব সংস্পৃশেৎ॥

হিংসা, নিন্দা, কুটিলতা এবং মাংস ভক্ষণ বর্জ্জন করিবে, রাত্রিতে পূজা ও মালাজপাদিও করিবে না।

বিষ্ণুং সমর্চ্চয়েদ্দেবি! বিষ্ণৌ কর্ম্ম নিবেদয়েৎ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বদা দেবি! সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

দেবি! পূর্ব্বোক্ত হিংসাদি দোষ বিবর্জ্জিত হইয়া বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে এবং সংসারে যাহা কিছু ভাল মন্দ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, তাহা সমস্তই বিষ্ণুতে সমর্পণ করিবে এবং আপনার দেহ, মন, আত্মা অবধি আর সমস্ত জগৎই বিষ্ণুময় ভাবনা করিবে। আপন অস্তিত্ব তাঁহাতে সংন্যস্ত করিতে হইবে, আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হইতেছে, এই সমস্ত তাঁহারই কার্য্য, তাঁহার প্রেরণায়ই আমার দেহাদি স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপার করিতেছে, আবার দেহেন্দ্রিয়াদিও তাঁহারই বৃহৎ দেহেন্দ্রিয়াদির অংশমাত্র, তিনি সর্ব্বব্যাপক, তিনি সর্ব্বময়, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার মূর্ত্তি, এই প্রকার ধারণা করিতে হইবে, মুখে তিনি সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপ বলিলে হইবে না, তাঁহার সর্ব্বময়ত্ব অন্তরে অনুভব করিতে হইবে, ইহাই ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব ভাবনা, ইহাই সত্য ধারণা, ইহাই সত্য বিশ্বাস। (এই স্থানে বিষ্ণু শব্দে ঈশ্বরের সমস্ত প্রকার আকার,—কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা, শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি বুঝিতে হইবে, কেবলমাত্র চতুর্ভুজ ভগবানের মূর্ত্তি নহে, সুতরাং যিনি বিষ্ণুর উপাসক, তিনি বিষ্ণুকে অর্চ্চনাদি করিবেন, যিনি শিবোপাসক, তিনি সদাশিবকেই অর্চ্চনাদি করিবেন, এবং যিনি মায়ের উপাসক, তিনি মাকেই অর্চ্চনা, মার নিকটই সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবেদন এবং মাকেই জগন্ময়ীরূপে ধারণা করিবেন, আর আর উপাসকদিগের সম্বন্ধেও এই রূপই বুঝিতে হইবে। কারণ সমস্ত উপাসকের পক্ষেই ক্রমে এই সাতটী আচার বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বৈষ্ণবের পক্ষেই কেবলমাত্র বৈষ্ণবাচার বুঝিতে হইবে না।) আর একথা বিস্তারের আবশ্যক নাই।

তপঃকষ্টাতিসহ্যেন সর্ব্বত্রাচ্যুতচিন্তয়া।
বৈষ্ণবাচার ঈশানি! বৈদিকেভ্যো বিশিষ্যতে॥

ঈশ্বরি! বৈষ্ণবাচারে নানা প্রকার চান্দ্রায়ণাদি তপঃ কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সুতরাং ক্রমশঃ চিত্তের রজস্তম মল কাটিয়া যায়, সত্ত্বগুণের বিকাশ হয় এবং জগদম্বার বা ভগবানের সর্ব্বময়ত্ব চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞানের প্রসার হয়, অতএব সাধক ক্রমে ঊর্দ্ধ সোপানে আরোহণ করিতে আরম্ভ করে, এই নিমিত্ত বৈদিকাচার অপেক্ষায় বৈষ্ণবাচার শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

এই বৈষ্ণবাচারের বর্ণনা, অতঃপর শৈবাচার শুনুন,—

বেদাচারক্রমোদেবি! শৈবাচারে ব্যবস্থিতঃ।
তদ্বিশেষো মহেশানি! পশুহিংসাবিবর্জ্জনম্॥
শিবং মহেশ্বরং শান্তং চিন্তয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
তোষয়েৎ বক্ত্রবাদ্যেন চতুর্ব্বর্গপ্রদং হরম্।
তমেব শরণং গচ্ছেন্মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ।
সিধ্যত্যাশু মহেশানি! শৈবাচারনিষেবণাৎ।
অতস্তাভ্যাং পরোধর্ম্মঃ শৈবাচারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

দেবি! বেদাচারে যে যে ক্রম বলা হইয়াছে, সেই সমস্তই শৈবাচারে অনুষ্ঠেয় এবং বেদবিহিত সমস্ত কার্য্যই করিতে হইবে। কিন্তু শৈবাচারে পশু হিংসাদি একেবারেই করিতে হইবে না। এই প্রকারে হিংসাদি দোষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া প্রশান্ত মহেশ্বর সদাশিবের চিন্তা করিবে এবং তাঁহাতেই সমস্ত কার্য্য ও তৎফল বিন্যস্ত করিবে এবং বক্ত্রবাদ্যের দ্বারা চতুর্ব্বর্গ প্রদায়ক মহেশ্বরকে পরিতুষ্ট করিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাকেই শরণরূপে প্রপন্ন হইয়া মন, বাক্য, দেহ ও কর্ম্মের দ্বারায় তাঁহারই পরিকর্ম্ম করিতে হইবে। মন তাঁহারই ধ্যান করিবে, তাঁহাকেই সর্ব্বময়, সর্ব্ব-নিয়ন্তারূপে ধারণা করিবে, বাক্য তাঁহারই গুণাখ্যাপন, তাঁহারই মহিমা বর্ণন করিবে, শরীরও যাহা কিছু কার্য্য করে, সে সমস্তই তাঁহার নিমিত্ত করিবে—অধিক কি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎসমস্তই তদর্থ ইহা মনে করিবে, নিজের নিমিত্ত, আত্মভোগের উদ্দেশ্যে কোন ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিবে না। এই প্রকারে শৈবাচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতে

সাধক কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে। শৈবাচারে পশুহিংসাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া যায়, সুতরাং তখন চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ করিতে করিতে ক্রমশঃ তন্ময়ভাব দৃঢ় বদ্ধ হইতে থাকে, অতএব বেদাচার ও বৈষ্ণবাচার অপেক্ষায়ও শৈবাচারোক্ত ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।

এই শৈবাচারের ব্যাখ্যা, অনন্তর দক্ষিণাচার শ্রবণ করুন,—

ইদানীং শৃণু বক্ষ্যামি দক্ষিণাচারমদ্রিজে!।
যস্য স্মরণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥

অর্থ সরল।

প্রবর্ত্তকোঽয়মাচারঃ প্রথমং দিব্যবীরয়োঃ।
অতস্তেভ্যঃ কুলেশানি! শ্রেষ্ঠোঽসৌ দক্ষিণঃ স্মৃতঃ॥

দক্ষিণাচার দিব্য ও বীর ভাবের প্রবর্ত্তক, সাধকের দক্ষিণাচারে কৃতকৃত্যতা হইলেই ক্রমে বীর ও দিব্যভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হয়, অতএব পূর্ব্বোক্ত বেদাচার, বৈষ্ণবাচার ও শৈবাচার অপেক্ষায়ও এই আচার শ্রেষ্ঠ।

বেদাচারক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
স্বীকৃত্য বিজয়াং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ॥
চতুষ্পথে শ্মশানে বা শূন্যাগারে নদীতটে।
* * * *

সাধক রাত্রিতে বেদাচারোক্ত পদ্ধতিক্রমে ভগবতী জগদম্বার অর্চ্চনা করিয়া বিজয়া (সিদ্ধি) পান করিয়া অনন্য চিত্তে মায়ের মন্ত্র জপ করিবেন। (এই সময়ে সাধকের হৃদয় ক্ষেত্র মাময় হইয়া যায়, ভেদ জ্ঞানও ক্রমে ক্ষীণ হইতে থাকে, তখন সাধকের বহির্দৃষ্টি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যায়, ক্রমে বীর ভাব ও দিব্য ভাব বিকাসিত হইতে আরম্ভ হয়। এ নিমিত্তই দক্ষিণাচার দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্ত্তক পূর্ব্বে বলিয়াছেন,) দক্ষিণাচারী সাধক চতুষ্পথ, শ্মশান, শূন্য গৃহ এবং নদীতীরে মায়ের উপাসনা করিবে। (আর কতগুলি স্থানের নাম আছে, তাহা এখানে বলার আবশ্যক নাই)।

এই সময়ে সাধক সাধনের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, দক্ষিণাচারী সাধকের রজস্তমোগুণ প্রায় প্রক্ষীণ হইয়া যায়, সত্ত্বগুণের বিকাস হয়, ভেদজ্ঞানের বিজৃম্ভণ সঙ্কোচিত হইয়া আসে, চিত্ত একাগ্র হইয়া মাকেই চিন্তা করিতে থাকে, তখন চিত্তের বিক্ষেপ অবস্থা অনেক পরিমাণে বিদূরিত হইয়া যায়। এই অবস্থার একটু দৃঢ়তা হইলেই সাধক তখন বামাচারে উপস্থিত হন। ইহাই দক্ষিণাচারের লক্ষণ।

অতঃপর বামাচারের বিবরণ শ্রবণ করুন,—

বামাচারং প্রবক্ষ্যামি সম্মতং দিব্যবীরয়োঃ।
যৎশ্রুত্বৈব মহেশানি! সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরোভবেৎ॥

মহেশ্বরি! এখন বামাচারের বিবরণ করিতেছি, বামাচার দিব্য ও বীরভাবাবলম্বীদিগেরই সম্মত, এই আচার শ্রবণ করিয়া ইহার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতঃ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারিলে, সাধকের সমস্ত সাধনই সফল হয়। বামাচার পশুভাবাপন্ন লোকের পক্ষে অনুষ্ঠেয় নহে, যে পর্য্যন্ত পশুভাব অন্তর্হিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই আচারানুষ্ঠানে অধিকার হয় না, ইহা দিব্য ও বীরভাবেরই পরিপোষক, সুতরাং দিব্য ও বীরাবলম্বীদিগেরই সম্মত।

দিবসে পরমেশানি! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
পঞ্চতত্ত্বক্রমেণৈব রাত্রৌ দেবীং প্রপূজয়েৎ॥
চন্দ্রানুষ্ঠানবিধিনা মূলমন্ত্রং জপন্ সুধীঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীপদাম্ভোজং সাধয়েদ্বীরসাধনং॥

পরমেশ্বরি! সাধক দিবাভাগে ব্রহ্মচারী হইয়া সংযত চিত্তে থাকিবে, অনন্তর রাত্রিযোগে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা (মদ্য মাংসাদির দ্বারা) দেবীকে পূজা করতঃ শাস্ত্রানুসারে চক্রের অনুষ্ঠান করিয়া মায়ের মূল মন্ত্র জপ করিতে করিতে দেবীর পদারবিন্দ ধ্যান করিবে। বীরভাবাবলম্বীর পক্ষেই বামাচার বিহিত হইয়াছে, সুতরাং বীরভাবে মায়ের উপাসনা করিতে হইবে।

সাধক যখন এই বামাচারে উপস্থিত হন, তখন সাধকের বড়ই উচ্চ অবস্থা হয়, এই সময়ে সাধক সমস্তই মাময় অবলোকন করেন, সাধকের অন্তরও মাপরিপূরিত, বাহিরেও যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেও মাকেই দেখিতে পান, সাধকের অস্তিত্ব যেন মায়ের সহিত মিশাইয়া যায়, ভেদজ্ঞান আরও ক্ষীণ হইয়া যায়, সাধক প্রত্যেক বস্তুতে কেবলমাত্র মায়েরই সত্ত্বা, মায়েরই মহিমাবিস্তৃতি অনুভব করেন। এই অবস্থায় চিত্ত সুনির্ম্মল হয়, ঐন্দ্রিয়িক বিকার বিদূরিত হয়, বিবেক বৈরাগ্য সদ্‌গুণগুলি সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমান্ থাকে, সাধক পরমানন্দে ভাসিতে থাকেন। (চক্রের অর্থ কি? তাহা আমরা এখানে বলিতে পারিব না, তাহাতে অনেক মন্ত্রতন্ত্রের কথা বলিতে হয়, এই নিমিত্ত সেগুলি গুরুর নিকট শিক্ষনীয় বিষয়। যিনি পুস্তক পড়িয়া মাত্র জানিতে ইচ্ছা করেন, তিনি মহানির্ব্বাণ তন্ত্র দেখিবেন। ভাবের বিষয় পরেই বিস্তার করিয়া বলিতে হইবে, আর এখানে পুনরুক্তির আবশ্যক নাই)।

এই বামাচার ব্যাখ্যাত হইল, এখন সিদ্ধান্তাচারের বিষয় শ্রবণ করুন,—

অপরং শৃণু বক্ষ্যামি সিদ্ধান্তাচারলক্ষণং।
ব্রহ্মানন্দময়ং জ্ঞানং যস্মাদ্দেবি! প্রপদ্যতে॥
বেদশাস্ত্রপুরাণেষু গূঢ়ংজ্ঞানমিদং প্রিয়ে!।
কাষ্ঠমধ্যে যথা বহ্নিস্তথা তেষু প্রতিষ্ঠিতম্॥

দেবি! এখন সিদ্ধান্তাচারের লক্ষণ শ্রবণ কর, সিদ্ধান্তাচারের অনুষ্ঠানের দৃঢ়তা হইলেই সাধকের তখন ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি হয়, সাধক তখন কৃতকৃত্য হন। কাষ্ঠের অভ্যন্তরস্থিত অগ্নি যেমন লুক্কায়িত ভাবে থাকে, ক্রমে ঘর্ষণের দ্বারা উহা হইতে বিকসিত হয়, তেমনি বেদাদি শাস্ত্রে এই পরম জ্ঞান অন্তর্নিহিতাবস্থায় আছে, ক্রমে অনুশীলন করিলেই সাধকের হৃদয়-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া সাধককে চরিতার্থ করে।

দেব্যাঃ প্রীতিকরং পঞ্চতত্ত্বং মন্ত্রৈর্ব্বিশোধিতং।
সেবেত সাধকোদেবি! পশুশঙ্কাবিবর্জ্জিতঃ॥
সৌত্রামণ্যাং যথা ব্যক্তপানদোষো ন বিদ্যতে।
সিদ্ধান্তেঽস্মিন্ তথাচারে সুপ্রকাশং সুরাং পিবেৎ॥

মন্ত্রের দ্বারায় সম্যক্‌রূপে বিশোধিত পঞ্চতত্ত্ব মায়ের বড়ই প্রীতিকর, অতএব সাধক প্রথমে মন্ত্রের দ্বারায় পঞ্চতত্ত্ব পরিশোধিত করিয়া মাকে অর্পণ করিবে, পরে মায়ের প্রসাদ জ্ঞানে আপনিও তাহা গ্রহণ করিবে। সাধক যতক্ষণ পশুভাবাবলম্বী

থাকে, ততকাল বেদাচার, বৈষ্ণবাচার, শৈবাচার ও দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিবে, তাহার পরে পশু ভাব অন্তর্হিত হইলে, তখন সাধক অবিশঙ্কিত চিত্তে পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা মায়ের পূজার অনুষ্ঠান করিতে পারে। সৌত্রামণীতে যে প্রকার প্রকাশিত ভাবে সুরাপান দোষাবহ নহে, তেমনি এই সিদ্ধান্তাচারে সুপ্রকাশিতরূপে সুরাপান করিলে কোনই দোষ হয় না।

অশ্বমেধক্রতৌ বাজিহত্যাদোষো ন বিদ্যতে।
অস্মিন্ ধর্ম্মে তথেশানি! পশূন্ হিংসন্ ন দুষ্যতি॥

যেমন অশ্বমেধ যজ্ঞে তদীয় অঙ্গ অশ্ববধ দোষাবহ নহে, তেমনি সিদ্ধান্তাচারের অঙ্গ মৎস্য মাংসাদির নিমিত্ত পশু হিংসা দোষজনক নহে।

কপালপাত্রং রুদ্রাক্ষমস্থিমালাঞ্চ ধারয়ন্।
বিহরেদ্‌ভুবি দেবেশি! সাক্ষাৎ ভৈরবরূপধৃক্॥
শঙ্কাত্যাগাৎ ব্যক্তভাবাৎ তথৈব সত্যসেবনাৎ।
বামাদপি কুলেশানি! সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥

এই সময়ে সাধক কপালপাত্র, রুদ্রাক্ষ, অস্থি-নির্ম্মিত মালা ধারণ করিয়া সাক্ষাৎ শিবরূপে অবনীমণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকে। এতাদৃশ নিদ্ধান্তাচারী সাধকের পশুভাব রহিত হইয়া যায়, সাধকের হৃদয়ে তখন বীর ভাবের অভিব্যক্তি হয় এবং বিপর্য্যয়াদি মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া সত্য জ্ঞানের উদয় হয়। কুলেশ্বরি! এই সমস্ত কারণেই বামাচার অপেক্ষায়ও সিদ্ধান্তাচার আরো উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।

সাধক যখন ভাগ্য ক্রমে সিদ্ধান্তাচারে উপস্থিত হন, তখন মায়ের সহিত প্রায় অভিন্নভাব হইয়া যায়, সিদ্ধান্তাচারের চরম অবস্থায় আর কিছু মাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকে না, তখনই "সোঽহং" এই জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন আর সাধক সিদ্ধান্তাচারীও নহেন, সেই সময়ে সাধক কৌলাচারে উপস্থিত হন, সাধক কৃতকৃত্য হন, কেবল অন্তরে বাহিরে মাকেই দেখিতে থাকেন, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায়, সাধক তখন অনন্ত সংসারে একমাত্র মারই সত্তা দেখিতে পান, তখন আর আমার আমিত্ব থাকে না। তখন আর বিধিও নাই, নিষেধও নাই, ইহাই সিদ্ধাচারের চরম অবস্থা এবং কুলাচারের প্রথম অবস্থা, ইহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান বলে।

এই হইল সিদ্ধান্তাচার, এখন সর্ব্বাচার শ্রেষ্ঠ কৌলাচার শ্রবণ করুন,—

কৌলাচারবিধিং বক্ষ্যে সাবধানাবধারয়।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ শিবোভবতি নান্যথা॥

এখন কৌলাচার পদ্ধতি বলিতেছি, অতিসাবধান ভাবে ইহা শ্রবণ কর, ইহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, এই কৌলজ্ঞান সাধকের হৃদয়ে উদিত হইলেই তখন সাধক শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। আর কর্ত্তব্যাবশেষ থাকে না, এই সাধনের চরম অবস্থা।

দিক্‌কালনিয়মোনাস্তি তথা বিধিনিষেধয়োঃ।
ন কোপি নিয়মোদেবি! কুলধর্ম্মস্য সাধনে॥
কৌল এব গুরুঃ সাক্ষাৎ কৌল এব সদাশিবঃ।
কৌলঃ পূজ্যতমোলোকে লোকাৎ পরতরো নহি॥

কুলাচারী সাধকের সাধন বিষয়ে কোন দিক্ বা কালের নিয়ম নাই (প্রাঙ্মুখ হইয়া উপাসনা করিবে, রাত্রিতে উপাসনা করিবে ইত্যাদি কোন বিধিই নাই) এবং কৌল সাধক কোন বিধি নিষেধের বশবর্ত্তী নহেন, কারণ-কুলাচারী নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের গুরু সাক্ষাৎ সদাশিব মূর্ত্তি, ত্রিলোকের পূজনীয়, তাঁহা হইতে আর, শ্রেষ্ঠ সাধক নাই, তিনি আর কোন্ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইবেন, তাঁহার ক্রিয়া কলাপই সকলের আদরণীয়।

কর্দ্দমে চন্দনে দেবি! পুত্রে শত্রৌ প্রিয়াপ্রিয়ে।
শ্মশানে ভবনে দেবি! তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
ন ভেদো যস্য দেবেশি! স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥
সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদাত্মানং বিভুমব্যয়ং।
ভূতান্যাত্মনি দেবেশি! স জ্ঞেয়ঃ কৌলিকোত্তমঃ॥

দেবি! সাধক যখন কুলাচারের উচ্চ সোপানে আরোহণ করেন, তখন কর্দ্দম, চন্দন, পুত্র শত্রু, প্রিয় অপ্রিয়, শ্মশান অট্টালিকা এবং স্বর্ণ তৃণ ইত্যাদি ভাল মন্দ বস্তু বলিয়া কিছুমাত্র ভেদ বুদ্ধি থাকে না, তিনি সমস্ত ভূত ভৌতিক পদার্থে এক সত্তামাত্র বিভু অব্যয় পরমাত্মাকেই—চিদানন্দময়ী মাকেই দেখিতে পান, এবং নিখিল ভূত ভৌতিক পদার্থ এক আত্মারূপেই দর্শন করেন, সুতরাং তাঁহার প্রিয়াপ্রিয়, মেধ্যামেধ্য, শত্রু মিত্র জ্ঞান কেমন করিয়া থাকিবে? কদাচ থাকিতে পারে না। ইহাকেই উত্তম কৌল বা শ্রেষ্ঠ কুলাচারী বলে। সাধক এতাদৃশ অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারিলেই কৃতার্থ হয়েন, আর কর্ম্ম থাকে না, কর্ম্ম বন্ধন ও কাটিয়া যায়, এবং দেহ পাতের পর কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হন, "ন স পুনরাবর্ত্ততে" ইহার আর এই সংসারে পুনঃ আবৃত্তি হয় না, ইহাকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলে, এতাদৃশ জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলে। এই হইল কুলাচারের চরম অবস্থা—শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কুলাচারের প্রথম ও মধ্যম অবস্থা শুনুন,—

যস্তু ধ্যানপরো দেবি! জ্ঞাননিষ্ঠঃ সমাহিতঃ।
সাধয়েৎ পঞ্চতত্ত্বেন স কৌলোমধ্যমঃ স্মৃতঃ॥
জপপূজাহোমরতো বীরাচারপরায়ণঃ।
আরুরুক্ষুর্জ্ঞানভূমিং সকৌলঃ প্রাকৃতোমতঃ॥

দেবি! পূর্ব্বোক্ত কৌলাচারে ধ্যান, জপ, পূজা হোমাদি কিছুই থাকে না, তখন আত্মারামসাধক আত্মময়ই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করেন, যতক্ষণ তাদৃশ উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিতে পারা না যায়, তাবৎ জ্ঞান নিষ্ঠ হইয়া জগদম্বার ধ্যান করিবে এবং পঞ্চতত্ত্বের দ্বারা তাঁহার সাধনা করিবে। ইহাকে মধ্যম অবস্থাপন্ন কৌল বা কুলাচারী বলে, আর যে পর্য্যন্ত সাধক ভেদাভেদ জ্ঞান সম্পন্ন থাকে, কিন্তু অভেদ জ্ঞানেরই প্রাবল্য অবস্থা হয়, তখন বীরভাবে জপ, পূজা, হোমাদির দ্বারা উপাসনা করিবে। এই অবস্থার সাধককে নাচ অবস্থার বা অধম অবস্থাপন্ন কৌল বা কুলাচারী বলিয়া জানিবে। ইহাই সিদ্ধান্তাচারের শেষ অবস্থা ও কুলাচারের কেবলমাত্র প্রথম অবস্থা, ইহার পর যতই সাধক উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিবেন, ততই বাহ্য পূজাদি নিবৃত্তি হইয়া যাইবে, ক্রমশই জ্ঞানের বিকাশ হইতে আরম্ভ হইবে, এই প্রকারে ক্রমে উচ্চ জ্ঞান ভূমিতে অধিরোহণ করিলেই আর জপ পূজাদি থাকিবে না, তখন এক চিন্ময়ী মাকেই

সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবেন, সেই অবস্থায় সাধনও নাই, সাধ্যও নাই, ধ্যানও নাই, ধ্যেয়ও নাই "একমেবাদ্বিতীয়ং" এক মাই তখন অবশিষ্ট থাকিবেন, আমার আমিত্ব বিলুপ্ত হইবে, মনের অস্তিত্ব নষ্ট হইবে. ইন্দ্রিয় প্রাণাদি নিরুদ্ধ হইবে। তাই শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, যত্র বান্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ, অন্যোঽন্যৎ বিজানীয়াৎ। যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং বিজানীয়াৎ।

ভাবার্থ,—যে পর্য্যন্ত চিত্তে দ্বৈতভাব থাকে, যতক্ষণ আত্মভিন্ন পদার্থের ভান হয়, ততক্ষণই "আমি ইহা দেখিতেছি, আমি ইহা জানিতেছি", এইরূপ পৃথক্‌ভাবে আমিত্ব ও বিষয়ের উপলব্ধি হয়, কিন্তু যখন যোগীর চিত্ত আত্মা হইতে অভিন্ন ভাবে সমস্ত দেখিতে পায়, তখন কেহই কাহাকে দেখে না, কেহই কাহাকে জানে না, একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই—ব্রহ্মময়ী মাই অবশিষ্ট থাকেন, যোগীর সত্তা ও তৎকালে মার সত্তাতেই বিলীন হইয়া যায়, সুতরাং কে কাহাকে দেখিবে? কে কাহাকে জানিবে? সেই সময়ে দ্রষ্টাও নাই, দৃশ্যও নাই, জ্ঞানও নাই, জ্ঞেয়ও নাই, একমাত্র পদার্থই তখন বর্ত্তমান থাকে, এক চৈতন্যরূপিণী মাই বিদ্যমানা থাকেন। ইহাই কুলাচারের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।

এখন আমরা সাত প্রকার আচারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু ইহার প্রত্যেকটীরই অনুষ্ঠান এত দুর্গম যে, তাহা আনুষ্ঠানিক না হইলে বুঝাও যায় না, বুঝান ও দুঃসাধ্য। লক্ষণগুলির অর্থ শুনিতে যেমন সুখকর বোধ হয়, এবং আরম্ভ করিলে শীঘ্রই এক একটী সমাপ্ত করিতে পারিব বলিয়া ধারণা হয়, বাস্তবিক অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে তেমনি হয় না। আচারের সূত্রস্থান-বেদাচার কাটাইতেই সাধকের অনেক দিন কাটিয়া যায়। অন্য গুলিত আরো দুর্গম, দুরনুষ্ঠেয়। এই আচারের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত কত কত সাধু মহাত্মা আজীবন কত ক্লেশে, তীব্র অধ্যবসায়ে একাহার, অনাহার স্বীকার করিয়া বিজন দুর্গম কান্তারে, মহাশ্মশানে, ভীষণ পাহাড় পর্ব্বতে পড়িয়া থাকিয়া মায়ের আরাধনা, মায়ের অর্চ্চনা করিতেছেন, কিন্তু তথাপি সকলের ভাগ্যে চরম অবস্থাটী ঘটিয়া উঠে না, তবে অবশ্যই বহু যত্নে, বহু আয়াসে ক্রমেই মায়ের নিকট অগ্রসর হইতে পারা যায়। কত সাধকের জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া যায়, তথাপি দুই তিনটী আচারের উপর আর উঠিতে পারেন না।

আচারের বিবরণ এক প্রকার জানিতে পারিলাম, এখন ভাব কাহাকে বলে, সেই বিষয় একবার চিন্তা করা যাউক,—

আমরা পূর্ব্বে জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষকে ভাব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছি এবং তাহার দ্বারাই ভাব শব্দের মোটামোটি একটা অর্থের ধারণা হইয়াছে, কিন্তু ঐ ভাব তিন প্রকারে বিভক্ত। যথা,—

আদৌ পশুস্ততো বীরশ্চরমোদিব্য উচ্যতে।
জ্ঞানেন পশুকর্ম্মাপি জ্ঞানেন বীরভাবনম্॥

ভাব তিন প্রকার, প্রথম পশুভাব, দ্বিতীয় বীরভাব, শেষ দিব্য ভাব। জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে এই প্রকার ভাবের বিভাগ হইয়াছে, পশুভাব, বীরভাব, দিব্যভাব এই ভাবত্রয় জ্ঞানেরই অবস্থাবিশেষমাত্র। যথা,—

জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং ভেদাভেদবিভেদতঃ।
ভেদঃ পশোরভেদো হি দিব্যভাবে উদাহৃতঃ।
ভেদাভেদবিদোবীরাঃ সর্ব্বত্রৈবং ক্রমঃ প্রিয়ে!॥
পশুভাবঃ সোপরমঃ বীরভাবাববোধকঃ।
দিব্যাববোধকোবীরভাবঃ সোপরমস্তথা॥
যথা বাল্যং যৌবনঞ্চ বৃদ্ধভাবঃ ক্রমাৎ প্রিয়ে!।
* * * * *
তথা ভাবত্রয়ং দেবি! উত্তরারম্ভসাধনম্।
অতএব মহেশানি! বীরাণাং কারণং পশুঃ।
দিব্যানাং বীরভাবশ্চ * * * *॥
(বিশ্বসারতন্ত্র)

প্রথমতঃ জ্ঞান দ্বিবিধ,—ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান, যে জ্ঞানে ঘট পটাদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড আত্মা বা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে আভাসিত হইতেছে,—যে জ্ঞানের দ্বারা আমি আর ঘট পটাদির ভিন্ন রূপে প্রতীতি হইতেছে, তাহার নাম ভেদজ্ঞান, আর যে জ্ঞান উদয় হইলে ঘট পটাদি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ সত্তা থাকে না,—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক সত্তাময়ই উপলব্ধ হয়, তুমি, আমি, জগৎ এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সত্তা অন্তর্হিত হয়, তাহার নাম অভেদ জ্ঞান। ভেদ জ্ঞানকে পশুভাব, ভেদাভেদ জ্ঞানকে বীরভাব এবং এক মাত্র অভেদ জ্ঞানকে দিব্য ভাব বলে এবং যতক্ষণ সাধক ভেদজ্ঞান সম্পন্ন থাকেন, ততক্ষণ তিনি পশুভাবাপন্ন, যখন ভেদ জ্ঞানের দৌর্ব্বল্য এবং অভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য হয়, তখন সাধক বীরভাবাপন্ন বা ভেদাভেদ জ্ঞান সম্পন্ন, আর যখন সাধকের ভেদজ্ঞান একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, সর্ব্বদাই সাধক একমাত্র আত্ম-সত্তাতে আরত থাকেন, তখন সাধককে দিব্য ভাবাপন্ন বলা যায়, সুতরাং জ্ঞানেরই অবস্থা ভেদে পশ্বাদি ভাব কল্পিত হইয়া থাকে। ইহার ক্রম এই যে, যেমন প্রথমতঃ বাল্য অবস্থা, তৎপর যৌবন ও তৎপর বার্দ্ধক্য, ক্রমে এক একটী অতিক্রম করিয়া মনুষ্য অপর অবস্থাতে উপসর্পণ করে, কিন্তু যখন একটী অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবস্থান্তর গ্রহণ করে, তখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা বিলীন হইয়া যায়, তেমনি সাধকেরও প্রথম পশুভাব বা ভেদজ্ঞান থাকে, পরে ভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য নষ্ট হইয়া যখন অভেদ জ্ঞানেরই বিকাশ অবস্থা হয়, তখন আর পশুভাব থাকে না, সাধক তখন বীরভাবে উপস্থিত হন, সুতরাং পশুভাব বীরভাবের বোধক, তাহাতে সন্দেহ নাই, এই প্রকারে ভেদ জ্ঞানের যখন লেশ মাত্রও থাকে না, তখন বীরভাব বিনষ্ট হইয়া দিব্যভাব বিকাসিত হয়। এইরূপে পশুভাব বীরভাবের সাধক এবং বীরভাব দিব্যভাবের সাধক হয়। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, জ্ঞানেরই অবস্থা বিশেষে ভাবের তিন প্রকার বিভাগ হইয়াছে এবং ভাবত্রয় পরস্পর একটী অপরটীর কারণ হইয়া থাকে, পশুভাব, বীরভাবের কারণ, বীরভাব দিব্যভাবের কারণ, সুতরাং ভাবত্রয় ক্রম নিয়মে সংবদ্ধ, উহার একটী লঙ্ঘন করিয়া অপরটীর গ্রহণ করা যায় না। এখন তিন প্রকার ভাব ও

তাহার লক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, ভাবের সহিত পূর্ব্বোক্ত আচারের কি প্রকার সম্বন্ধ, তাহাই এখন আলোচনা করা হইতেছে।

বৈদিকং বৈষ্ণবং শৈবং দক্ষিণং পাশবং স্মৃতম্।
সিদ্ধান্তবামে বীরে তু দিব্যং সৎকৌলমুচ্যতে।
ভাবত্রয়গতান্ দেবি! সপ্তাচারাংশ্চ বেত্তি যঃ॥

* * * *

দেবি! পূর্ব্বে আচার ও ভাবের বিবরণ করা হইয়াছে, ইদানীং আচার ও ভাবের কি সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করিতেছি।—পূর্ব্বে যে সপ্ত আচার বলা হইয়াছে, তাহা পশু, বীর ও দিব্য ভাবের অনুগত, প্রথমতঃ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব এবং দক্ষিণাচার পশুভাবের অনুগত, বাম ও সিদ্ধান্ত আচার বীরভাবের অনুগত এবং কুলাচার দিব্য ভাবের অনুগত, যে পর্য্যন্ত পশুভাব, বা ভেদজ্ঞান (পূর্ব্বোক্ত ভাবের লক্ষণ দেখুন) থাকিবে, ততক্ষণ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব এবং দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তখন বাম, সিদ্ধান্ত এবং কুলাচারের অধিকার হয় নাই, পরে যখন বীরভাব বা ভেদাভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে, ভেদজ্ঞানের দুর্ব্বলতা ও অভেদ জ্ঞানের প্রবলতা হইবে, তখন বামাচার ও সিদ্ধান্তাচারের অনুষ্ঠান করিবে এবং যে সময়ে ভেদজ্ঞান একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে, পূর্ণ মাত্রায় অভেদ জ্ঞানের পরিদীপ্তি হইবে, তখন একমাত্র কুলাচারেরই অনুষ্ঠান করিবে। ভাব পরিবর্ত্তনের সহিতই আচারেরও পরিবর্ত্তন হয়। যেমন বাল্য কালের অপগমনের সহিতই তৎকালোচিত ক্রিয়াবলীও বিলয় হয়, তখন প্রাণীগণ যৌবনোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে, আবার যৌবনের অবসানে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন প্রাণীগণ বার্দ্ধক্যোচিত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করে, তেমনি ভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে, সাধক, পশুভাব কাটিয়া গেলে আর পশু ভাবোচিত আচারের অনুষ্ঠান করিবে না, তখন বীর-ভাবোচিত আচারেরই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে এবং বীরভাব অন্তর্হিত হইলে, তখন সাধক দিব্য ভাবের অবলম্বন করিয়া দিব্য ভাবোচিত আচারেই নিয়ত থাকিবে। সুতরাং ভাবের সহিতই আচারের মুখ্য সম্বন্ধ, ভাবানুসারেই আচারের প্রবৃত্তি, ইচ্ছা অনুসারে আচারে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায় না, যতক্ষণ পশুভাব থাকে, ততক্ষণ বেদাদি আচারচতুষ্টয়েরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে, বামাচারাদির আচরণে ততক্ষণ অধিকারিতাই জন্মে না, এই সময়ে বামাচারাদির অনুষ্ঠান করিলে, সাধকের অধোগতি ভিন্ন উন্নতির কিছুমাত্রই সম্ভাবনা নাই, এই প্রকার পশুভাব নিবৃত্ত হইয়া যখন বীরভাবের আবির্ভাব হইবে, তখন বাম ও সিদ্ধান্ত আচারের অবলম্বন করিবে, সেই সময়ে কুলাচারের অনুষ্ঠানে কোনই ফল হইবে না, প্রত্যুত অধোগতি হইবে, পরে যখন দিব্য ভাবের উদয় হইবে, সেই সময়েই কুলাচারের অবলম্বন করিবে, তাহা করিলেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। অতএব ভাবের বা জ্ঞানের অনুবর্ত্তী হইয়াই আচারের (অনুষ্ঠেয় বিষয়ের) অবলম্বন করিতে হইবে। সাধক যে সময় যেরূপ জ্ঞানসম্পন্ন থাকে, সেই সময়ে সেই জ্ঞানানুগত, সেই জ্ঞানের সহিত মাখান যে আচার, তাহারই আশ্রয় লইতে হইবে; ইহার ব্যত্যয় করিলে সাধনও হইবে না, সিদ্ধিরও আশা নাই। এখন ভাব ও আচারের সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলাম।

এখন একবার শাস্ত্রের মীমাংসা বিষয়ে চিন্তা করা যাউক,—পূর্ব্বে শ্রুতি, স্মৃতি, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের দ্বারা দ্বিজাতি সম্বন্ধে মদ্য পান একেবারেই নিষিদ্ধ হইয়াছে, আবার তন্ত্রাদি শাস্ত্রে সুস্পষ্টরূপে মদ্য পানের বিধিও পরিদৃষ্ট হইতেছে, সুতরাং শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইল, শাস্ত্রেই এক বার মদিরা পান করিতে বলিতেছেন, আবার সেই শাস্ত্রেই অন্যত্র অতি গর্হিত পাপ বলিয়া নিষেধ করিতেছেন, এই প্রকার বিরুদ্ধবাদী শাস্ত্রের মীমাংসা কি, ইহাই এখন আলোচনার বিষয়। কিন্তু মদ্য পান সম্বন্ধে বিধি ও নিষেধক বাক্যাবলী পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাই মদিরা পানের বিধেয় ও বিধি বুঝিতে পারিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির আবশ্যক নাই। এই প্রকার তান্ত্রিক বিধি ও নিষেধের দ্বারা আমরা কেবলমাত্র অধিকারী ভেদ লক্ষ্য করিতে পারি, অধিকারী বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া বিধি করিয়াছেন, আবার অনধিকারীর পক্ষে নিষেধ করিয়াছেন, সুতরাং শাস্ত্রের পরস্পর কোন বিরোধও নাই, শাস্ত্রের কোন অংশ সত্য, কোন অংশ মিথ্যা এরূপ আশঙ্কাও নাই, বিধিবাক্য অধিকারীর পক্ষে সত্য, আবার নিষেধ বাক্য অনধিকারীর পক্ষে সত্য, যিনি মদ্য পানের প্রকৃত অধিকারী, তিনি মদ্য পান করিবেন, সুতরাং তাহার সম্বন্ধেই বিধি, যিনি মদ্য পানের অধিকারী নন, তিনি মদ্য পান করিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহার পক্ষেই নিষেধ, এই প্রকারে অধিকারী ভেদে—অবস্থা ভেদে শাস্ত্রে নিষেধ ও বিধির সমাবেশ থাকায় কোন বিরোধই হইতে পারে না এবং অধিকারীভেদে বিধি ও নিষেধের ব্যবস্থা শাস্ত্র হইতেই জানিতে পাওয়া যায়, সুতরাং উহা কাল্পনিক বাক্যও নহে। সুতরাং অধিকারীভেদে শাস্ত্রের মীমাংসায় মনের কোনরূপ সন্দেহও হইতে পারে না। এখন দেখা আবশ্যক মদ্য পানের অধিকারী কে, কীদৃশ অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রে মদিরা পানের বিধি করিয়াছেন এবং কোন্ শ্রেণী লোককেই বা লক্ষ্য করিয়া মদিরা পানের নিষেধ করিয়াছেন, ইহাই আলোচনা করা আবশ্যক, তবেই শাস্ত্রের বিরোধের মীমাংসা হইবে। প্রথমতঃ কথা এই যে, তন্ত্র শাস্ত্রে যে যে স্থানে মদিরা পানের বিধি আছে, সেই স্থানেই সাধনের অঙ্গ বলিয়া সাধকের পক্ষেই বিধি করিয়াছেন। যাহারা মায়ের সাধনে প্রস্তুত, যাহারা জগদম্বার পূজার জন্য ব্যগ্র, যাহারা জগন্ময়ী মাতৃভাবেই বিহ্বল, তাদৃশ সাধকের পক্ষেই মদ্য পানের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বেও আমরা মদিরা পানের বিধিবোধক যে সমস্ত বাক্যাবলী দেখাইয়া আসিয়াছি, তাহার প্রত্যেক বাক্যের দ্বারাই সাধকের পক্ষেই মদ্য পানের বিধি বুঝিতে পারিয়াছি। কারণ পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বাক্যেই "মদ্য ব্যতীত মুক্তির উপায় নাই", "মদ্য ব্যতীত মায়ের সাধন মহা হাস্যকর," "মদ্যের দ্বারা মাকে অর্চ্চনা করিবে" ইত্যাদিরূপে স্পষ্টতঃই সাধনের অঙ্গরূপে সাধককে মদিরা পানের ব্যবস্থা দিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কুত্রাপি সকে বা মাতলামি করার নিমিত্ত মদিরা পানের ব্যবস্থা নাই, খুব মদ খাও, মাতলামি করিয়া ভ্রমণ কর" এই প্রকার ভাবে ব্যবস্থা কোন শাস্ত্রের কোন স্থানেই পরিদৃষ্ট হয় না, প্রত্যুত সাধন-বিহীন মদ্য পায়ীর নিতান্ত নিন্দা-

স্চক বাক্যাবলীই শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বলিয়াছেন যে, "কলিকালের মনুষ্য সকল নিতান্ত লুব্ধ, তাহাদের কোন ধর্ম্মেই অধিকাংশ লোকের বড় আস্থা থাকিবে না, তাহারা সাধনের পরমোপকারী মদ্য পানাদি যথেচ্ছায় আচরণ করিয়া অধঃপতিত হইবে, কদাপি সাধন করিবে না"। যথা,—

কলিজা মানবা লুব্ধাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
লোভাত্তত্র পতিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি সাধনম্॥
(মহানির্ব্বাণতন্ত্র)

ইত্যাদি শাস্ত্রের দ্বারায় সুস্পষ্ট রূপেই মদিরা পান সাধনের অঙ্গ বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এই বিষয়ে আরো কয়েকটী প্রমাণ দেখান যাইতেছে। যথা,—

মদ্যং বিনা সাধনন্তু মহাহাস্যায় কল্পতে।
যথা দীক্ষাং বিনা দেবি! সাধনং হাস্যমেব হি।
তথা পূজা সাধকানাং জ্ঞেয়া তত্ত্বং বিনা সদা।
ঋতুং বিনা স্ত্রিয়া দেবি! যথাপত্যং ন জায়তে।
তথা দেব্যাঃ সাধনেষু পঞ্চতত্ত্বং বিনা প্রিয়ে!।
পঞ্চতত্ত্বৈঃ সাধকেন্দ্রঃ সাধয়েৎ বিধিনামুনা॥

এই সমস্ত বচনের অর্থ সরল। ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও মদিরা পান সাধনেরই অঙ্গ বলিয়া সাধকের সম্বন্ধেই নিরূপিত হইয়াছে, সুতরাং সাধন ব্যতীত মদ্য পানের ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। যদি কোন দুই একটী বচনে সাধনের উল্লেখ না থাকিয়া কেবল মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকে, তবে তাহার পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয়ই সাধনের অঙ্গীভূত বিধি ইহাই বুঝা যাইবে, কেবল সেই বচনটীতেই সাধন কথাটীর উল্লেখ করেন নাই, বস্তুতঃ সাধনের প্রস্তাবেই বিধি দিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে, সুতরাং সাধক ভিন্ন সাধারণ লোকের পক্ষে মদ্যপান একেবারেই নিষিদ্ধ, যদি পান করে, তবে পূর্ব্বোক্ত প্রাপভাগী এবং প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হইবে। ইহাই শাস্ত্রের মর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্রের রহস্য, অতএব যাহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, শাস্ত্রে মদিরা পানের ব্যবস্থা আছে মনে করিয়া মদিরা পান করে, কিন্তু সাধনের কোনই ধার ধারে না, তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্র বিগর্হিত অহিতাচার করিয়া চরমের নরক দ্বার পরিষ্কার করে মাত্র, কিন্তু উহাতে শাস্ত্রের কিছু মাত্র আজ্ঞা নাই। প্রত্যুত পুনঃ পুনঃ নিষেধই আছে। যথা,—

ভেদপাশবিনির্ম্মুক্তো মদ্যপানং সমাচরেৎ।
সেবেত যঃ সুখার্থায় মদ্যাদীনি স পাতকী॥
প্রাশয়েৎ দেবতাপ্রীত্যৈ মদ্যমাংসানি সাধকঃ।
তথা মুদ্রাং নিষেবেত অন্যথা পাতকী ভবেৎ॥
(কৌলাবলীতন্ত্র)

ভেদজ্ঞান রূপ সংসার-পাশ হইতে বিমুক্তির নিমিত্ত, মায়ের অর্চ্চনার অঙ্গভাবে মদ্যপান করিবে, কিন্তু যাহারা মায়ের সাধনার অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল মাত্র আত্ম সুখের নিমিত্ত মদ্যপান করে, তাহারা নিতান্ত পাতকী হইয়া থাকে। সাধক দেবতার প্রীতি উদ্দেশেই সাধনার অঙ্গীভূত মদিরা পান করিবে, এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া যাহারা অন্য ভাবে, সুখাদি কামনায় মদ্য পান করে, তাহারা অতিশয় পাপভাগী হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতে পারিলাম,—তান্ত্রিক মদ্যপানের বিধি সাধকের পক্ষেই অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সাধক, অসাধক মনুষ্য মাত্রের সম্বন্ধেই ঐ বিধি নহে। এখন আমাদের জানা আবশ্যক যে, সাধক মাত্রেরই পক্ষে মদ্য পানের বিধি, না কোন সাধক বিশেষের সম্বন্ধে ঐ বিধি, সাধক হইলেই, মাকে যৎকিঞ্চিৎ পূজা অর্চ্চনা করিলেই, তিনি মদ্য খাইতে অধিকারী, অথবা সাধনের কোন বিশেষ অবস্থায় আরূঢ় সাধকই, মদ্য পানে অধিকারী, ইহাই এখন আলোচনার বিষয়।

আমরা পূর্ব্বে যে সাত প্রকার আচারের বিভাগ দেখাইয়া আসিয়াছি, তদ্দ্বারাই এই বিষয় এক প্রকার মীমাংসিত হইয়াছে, এখানে আরো একটু বিশদ করিয়া বুঝান যাইতেছে। পশুভাবাপন্ন সাধক যতক্ষণ বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণ আচারে নিরত থাকিবেন, ততক্ষণ তাহার মদ্য পানে একেবারেই অধিকারীতা থাকিবে না। ততকাল মদ্য পান নিতান্ত নিষিদ্ধ, পশুভাব থাকিতে মদ্য পান সাধনের হিতকর না হইয়া প্রত্যুত সাধককে অধোগত করে।

* * হেতুদ্রব্যং তথৈবচ।
এতত্ স্পৃষ্ট্বা ত্রিরভ্রাঙ্ক পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥
অর্থ সরল। (কৌলাবলীতন্ত্র)

অধিক কি বীর বা দিব্যভাবাবলম্বী সাধককেও পশুভাবাপন্ন সাধকের নিকট মদিরা পানের ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছেন। যথা,—

মৎস্যমাংসাসবৈর্দ্দেবি! নার্চ্চয়েৎ পশুসন্নিধৌ।
অর্থ সরল।

অতএব পশুভাবাপন্ন সাধকের পক্ষে মদ্যপান একেবারেই নিষিদ্ধ হইল, কিন্তু সাধক বেদ, বৈষ্ণব এবং শৈব আচারে সুসিদ্ধ হইলে, যখন পশুভাব বা ভেদজ্ঞানের প্রসার অনেকটা কমিয়া আসিবে, তখন দক্ষিণাচারের অবলম্বন করিবেন এবং দক্ষিণাচারের উচ্চ সোপানে আরূঢ় সাধক বিজয়া পান করিয়া মায়ের অর্চ্চনা করিবার অধিকারী হইবেন, সেই সময়েও মদ্যপানের কিছুমাত্র অধিকারীত্ব হয় নাই, পরে দক্ষিণাচারের অনুষ্ঠান শেষ হইলে, সাধক দক্ষিণাচারে সুসিদ্ধ হইলে, বামাচারের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন। এই বামাচারে মদ্যপানের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে, এই সময়ে সাধক মদ্যপান করিয়া মায়ের উপাসনার অধিকারী হয়েন, তৎপর সিদ্ধান্তাচার এবং কুলাচারের প্রথম ও মধ্য অবস্থায়ও মদ্যপানের বিধি আছে, কিন্তু কুলাচারের চরম অবস্থায় মদ্যপানের ব্যবস্থা নাই। সাধক একবার কুলাচারের উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় হইলে তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন বিধি নিষেধ থাকিতে পারে না, ইহা পূর্ব্বেই বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। কুলাচারের উচ্চ ভূমিতে আরূঢ় সাধকের সেই অবস্থায় কোন প্রকার সাধন থাকে না, সুতরাং সাধনের অঙ্গ মদ্যপানও থাকিতে পারে না, যাঁহার আমার আমিত্ব, নিজের নিজত্ব পর্য্যন্ত অনন্ত আত্মসত্তায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, তিনি আর কাহার উপাসনা করিবেন, কাহার সাধনা করিবেন, সুতরাং অভেদ জ্ঞানের চরম অবস্থায় মদ্যপানের ব্যবস্থা থাকিতে পারে না। যদি এতাদৃশ কুলাচারী কখনও মদ্যপান করেন, তথাপি তাহার

দ্বারা তাঁহার কোনই পাপাদি সংস্পর্শ হয় না। অতএব বিধি নিষেধ কি থাকিবে? তাহা কখনই থাকিতে পারে না। তবেই আমরা বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কুলাচারের অধম ও মধ্য অবস্থায়ই মদ্যপানের ব্যবস্থা ইহাই পূর্ব্বোক্ত সপ্ত আচার ও তিন প্রকার ভাবের পর্য্যালোচনায় বুঝিতে পারিয়াছি এবং বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কুলাচার যে কতদূর উচ্চ অধিকারীর অনুষ্ঠেয়, কতই দুর্গম, কতই আয়াস সাধ্য ব্যাপার, তাহা আচার ব্যাখ্যায়ই আপনারা বিশদভাবে বুঝিয়াছেন। এখন এক বার ভাবিয়া দেখুন মদ্যপান করিয়া সাধন করা কি ভীষণ ব্যাপার, কি রোমহর্ষণ কাণ্ড। প্রথমতঃ বেদাচার প্রভৃতি আচার চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিয়া যখন তাহাতে চিত্ত সুদৃঢ় হইবে, ভেদজ্ঞান বা পশুভাব প্রায় অন্তর্হিত হইয়া অভেদ জ্ঞানের প্রাবল্য হইবে, চিত্তের রজস্তমোমল কাটিয়া যাইবে, বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক গুণের বিকাস হইবে, তখনই সাধক মদ্যপানের অধিকারী, এতাদৃশ বীর সাধকই মদিরা পানে সমর্থ, যখন অহন্তাব বিলুপ্ত প্রায় হইবে, চিত্তগ্রন্থি শ্লথ হইয়া যাইবে, মেধ্যামেধ্যাদি জ্ঞান আর থাকিবে না,দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, এবং বুদ্ধ্যাদির উপরে মদিরার শক্তি কোনই ক্রিয়া করিতে পারিবে না, তখনই সাধকের প্রকৃত মদ্যপানের সময়, তখনই সাধক মায়ের চরণ হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে অবিশঙ্কিত চিত্তে মদ্যপান করিতে পারেন। যাবৎ পর্য্যন্ত এতাদৃশী অবস্থা না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত মদ্যপানের অধিকারীতা হয় না। ইহাই শাস্ত্রের রহস্য, ইহাই শাস্ত্রীয় বিধির লক্ষ্য। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন।

ন বহু প্রলপেদ্বীরো নৈব রুক্ষং কদাচন।
মদিরাঘূর্ণনয়নঃ * *
সর্ব্বদাদেবতাভাবঃ সঙ্গীতরসপারগঃ।
* * *
খাদন্ মাংসং পিবন্ মদ্যং বিষয়ী বিষয়ান্ জুষন্।
রামারামোরমণীভির্ভূষিতাভির্ব্বিভূষিতঃ।
তত্তদানন্দসন্দোহৈরানন্দিতান্তরাত্মবান্।
নিস্পন্দেন্দ্রিয়বান্ যস্ত সোঽবধূতোযতির্ম্মহান্!
জ্ঞানলোপোভবেদ্যস্য মদ্যপানাৎ সুলোচনে!।
বিকারং জনয়েদ্বাপি স পুনর্যাত্যধোগতিম্।
প্রলাপং ভ্রংসনং হাস্যং ক্রোধোন্মাদভয়ানকাঃ।
আলস্যং বাতিচিন্তা চ পরানিষ্টপ্রবর্ত্তনম্।
হিংসাসূয়া তথের্ষ্যা চ দম্ভমোহৌ প্রমাদতা।
আবেশো মরণং মূর্চ্ছা বিকারাঃ সমুদীরিতাঃ।
সমতা সর্ব্বভূতেষু মানাপমানয়োঃ সমঃ।
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
ব্রহ্মচিন্তোদ্ভবানন্দনিবৃত্তবাহ্যচিন্ততা।
সর্ব্বকালেষু সর্ব্বত্র সমত্বং নির্ব্বিকারতা।
চক্ষুষোরনিমেষত্বং মধুরস্মিতভাষণং।
অমৃতস্য গুণা এতে কথিতা ভুবি দুর্ল্লভা।
* * * * *
নির্লেপং নির্গুণং শুদ্ধমাত্মানং ত্রিপুরাময়ং।
আত্মাভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ।

* * * * *

ভেদাবভাধিণোমূঢ়াঃ পতন্ত্যেব বরাননে!।
(গন্ধর্ব্বতন্ত্র)

যখন সাধক মদিরা পান করিয়াও কিছুমাত্র বিহ্বলচিত্ত হইবে না, মদিরার শক্তি সাধকের দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি কিছুতেই কিছুমাত্র ক্রিয়া করিতে পারিবে না, যখন মদ্য পান জনিত বহু প্রলাপ এবং অতি কর্কশ বাক্যের স্ফূর্ত্তি না হইবে, তখনই প্রকৃত মদ্য পানের সময়, মদিরা পানের দ্বারা আঘূর্ণিত নয়ন, সর্ব্বদাই মায়ের ভাবে বিহ্বল সাধক মায়ের গুণ গানে উন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিবেন। যিনি পঞ্চতত্ত্বের অনুষ্ঠান করতঃ নিখিল বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয় জনিত আনন্দের দ্বারা আনন্দিত চিত্তে মাতেই নিমগ্ন থাকেন, যাঁহার বিষয়ানন্দের দ্বারা ঐন্দ্রিয়িক বা মানসিক কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় না, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতি নিস্পন্দিতভাবে মাকেই ধারণা করিতে থাকে, তাঁহাকেই অবধূত বলে, ইনিই প্রকৃত যতি, ইনিই মদ্যপানের প্রকৃত অধিকারী। যাহার মদ্যপান করিয়া জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, চিত্তের নানাপ্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয়, চিত্তের কিছুমাত্র স্থিরতা হয় না, তিনি মদ্যপানের অধিকারী নহেন। এবং প্রলাপ, ভ্রংসন, অতি হাস্য, ক্রোধ, উন্মত্ততা, অতি ভীষণভাব, আলস্য, অতিশয় চিন্তা, পরের অনিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্তি, হিংসা, অসূয়া, ঈর্ষ্যা, অভিমান, মুগ্ধতা, অনবধানতা, আবেশ, মৃত্যু, মূর্চ্ছা, এই গুলিকে বিকার বলে, যাহার মদিরা পান করিয়া দৈহিক ও মানসিক এই সমস্ত বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহার মদ্যপানে অধিকারীতা হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ মদ্যপান করিবে না, এবং যাঁহার মিত্রেতে প্রিয়তা, শত্রুতে দ্বেষ্যতা নাই, যিনি লোষ্ট্র, পাষাণ এবং সুবর্ণেতে কিছুমাত্র উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা জ্ঞান করেন না, উহার প্রত্যেক বস্তুতেই একমাত্র পরিপূর্ণ আত্ম সত্তার অনুভব করিয়া, অথবা তন্ময়ভাবেই অবলোকন করিয়া উহার কোনটারই হেয়তা বা উপাদেয়তা মনে করেন না, যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ করিয়া বাহ্য বিষয় হইতে আপনিই প্রত্যাহৃত হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত বাহ্য বিষয় চায় না, বাহ্য বিষয়ের অনুভূতি ও করে না, যে সাধক সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রাণীতে সমত্ববভাবনা করিতে পারেন, যিনি সর্ব্ব প্রাণীতে এক চিন্ময় রসেরই আস্বাদ করেন, যাঁহার সমস্ত প্রকার ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক বিকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, যাঁহার লোচনদ্বয় নিমেষ রহিত, স্থির, যাহার বাক্যগুলি অতীব মধুর, যিনি স্মিতপূর্ব্বক সম্ভাষণ করেন, তিনি প্রকৃত মদ্যপানের অধিকারী, তাহার সম্বন্ধেই কথিত মদিরার গুণগুলি পরিস্ফুরিত হয়, কিন্তু পৃথিবীতে এতাদৃশ সাধক বড়ই দুর্ল্লভ। যে যোগী নির্লিপ্তা, নির্গুণা আত্মরূপিণী মাকে নিজের সহিত অভিন্নরূপে ধারণা করিতে করিতে তন্ময়ই হইয়া যান, যাঁহার আত্মা, যাঁহার অস্তিত্ব মাময়ই হইয়া যায়, নিজের পৃথক্ অস্তিত্বানুভব থাকে না, তিনিই প্রকৃত মদ্যপানের অধিকারী; অতএব সাধক ঈদৃশ অধিকারী হইয়া যথা বিধানে সুরার সংস্কার করতঃ পান করিবেন। পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর সম্বন্ধেও সুরার সংস্কার করা নিতান্ত আবশ্যক। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—

সংস্কৃতান্তু সুরাং পীত্বা ব্রাহ্মণোজ্বলদগ্নিবৎ।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার অধিকারী সংস্কৃত মদ্য পান করিয়া জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ব্রহ্মভাবে উদ্ভাসিত হইতে থাকেন। প্রজ্বলৎ অগ্নিতে যে প্রকার আবিলতা স্থান পায় না, তেমনি সাধকের হৃদয়ে কিছুমাত্র মলিনতা থাকে না। (সংস্কারের প্রণালী এখানে আলোচ্য নহে, তাহা অতীব দুঃসাধ্য কঠোর প্রক্রিয়া) অতএব উচ্চ সাধকের সম্বন্ধেও মদিরার সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক। সুতরাং যথা বিহিত রূপে সুরার সংস্কার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর পক্ষেই সুরাপানের ব্যবস্থা। অতএব এই প্রকার অধিকারী না হওয়া পর্য্যন্ত মদ্যপান বিষ পান তুল্য, কেবল মাত্র অধঃপাতের কারণ।

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, তন্ত্র শাস্ত্রে মদ্যপানের ব্যবস্থা বা বিধি আছে, বিধি কেবল মাত্র সাধকের পক্ষেই নিবদ্ধ হইয়াছে, সাধক ভিন্ন সাধারণ মানবের সম্বন্ধে নহে, আবার সাধক মাত্রের পক্ষে ও নহে। যাহারা বেদাচার প্রভৃতি আচার চতুষ্টয়ের সম্যক্‌রূপ অনুষ্ঠান করিয়া সুসিদ্ধ হইয়াছেন, যাঁহাদের ভেদজ্ঞান ক্ষীণ হইয়াছে, তাদৃশ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রকার গুণশালী বামাচারী, সিদ্ধান্তাচারী, এবং প্রথমাবস্থার ও দ্বিতীয়াবস্থার কুলাচারী সাধকের পক্ষেই মদ্যপান বিহিত, তাঁহারাই মদ্যপান করিয়া জগন্ময়ী মাকে উপাসনা করিতে অধিকারী। যাবৎ পর্য্যন্ত তাদৃশ অধিকারীত্ব না হয়, যতক্ষণ পূর্ব্বোক্ত অধিকারীর স্থানে উপস্থিত হইতে না পারা যায়,তাবৎ মদ্যপান দূরের কথা, উহার স্পর্শনাদি ও নিষিদ্ধ, যিনি মোহ বশতঃ তাদৃশ নিষিদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই অধঃপাত হইবে, না হইবে সাধন, না হইবে সিদ্ধি, "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ" অতএব সাধকগণ প্রথমতঃ আপনাকে পরীক্ষা করিয়া, নিজে অধিকারী কিনা, তাঁহা সম্যক্‌রূপে বুঝিয়া মদ্যপানে প্রবৃত্ত হইবেন, তবেই প্রকৃত কল্যাণ হইবে। অতএব আমরা পূর্ব্বে যে শাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহা এখন সুদৃঢ়রূপে মীমাংসিত হইল। শাস্ত্রে যে যে স্থানে মদ্যপানের 'বিধি' বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্ব বর্ণিত সাধক অধিকারীর সম্বন্ধে, আর যে যে স্থানে নিষেধ করিয়াছেন, তাহা সাধারণ মনুষ্য এবং পূর্ব্বোক্ত নিম্ন শ্রেণীর সাধকের পক্ষে, সুতরাং শাস্ত্রের কোনই বিরোধ নাই, কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নাই এবং প্রকৃত অধিকারীর সম্বন্ধে বিধি থাকাতেই মদিরাপান সাধনের অঙ্গ বলিয়া সমাজে চিরন্তনী কিম্বদন্তী আছে। অতএব কুত্রাপি কোন বিরোধ নাই। ইহাই তান্ত্রিক মদ্যপান বিধির রহস্য। ইহা ব্যতীত মদ্যপান বিষয়ে সাধকের পক্ষে অন্যান্য অনেক রহস্য আছে, তাহা এই ভাবে পত্র পত্রিকায় আলোচ্য নহে, তাহা অতীব গোপনীয় বিষয়, সে সমস্ত আপন আপন সদ্‌গুরুর নিকট শুনিতে হয়। সাধকগণ! এখন আপনারা বিধি বিধান বুঝিতে পারিলেন, ইহা স্মরণ রাখিয়া, সকলেই নিজ নিজ সাধনের উচ্চতা পরীক্ষা করিয়া সাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন, কোন প্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস যেন আপনাদের অন্তঃকরণকে অধিকৃত করিতে না পারে, আপনাদের চিত্ত যেন কখনই উন্মার্গগামী হইয়া সাধনের নির্দ্দিষ্ট সোপান হইতে বিস্খলিত না হয়, ইহাই মার নিকট প্রার্থনা। প্রকৃত পক্ষে মদ্য পান করিয়া মার উপাসনার অধিকারী সাধক বড়ই বিরল, বড়ই দুর্ঘট, লক্ষের মধ্যে দুই একটী পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

এখানে আরো একটী বক্তব্য বিষয় এই,—অনেকে তান্ত্রিক মদ্যপানের ব্যবস্থা কলিকালের জন্য নয়, দেশ বিশেষের জন্য নয়, ইত্যাদি নানা প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন, কিন্তু আমরা তাঁহাদের সহিত এক বাক্য হইতে পারি না। কারণ সমস্ত প্রমাণ অপেক্ষায় প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই বলবত্তা, ইহা সকলকারই অবিসম্বাদিত সিদ্ধান্ত। তাই ভগবান্ বেদব্যাস পাতঞ্জল ভাষ্যে বলিয়াছেন,—

"ন প্রত্যক্ষস্য মাহাত্ম্যং প্রমাণান্তরেণাভিভূয়তে।
প্রমাণান্তরঞ্চ প্রত্যক্ষবলেনৈব ব্যবহারং লভতে॥"

অনুমানই বল, আর শাস্ত্রই বল, প্রত্যক্ষ মূলকই সমস্ত প্রমাণ, অন্য প্রমাণেরও প্রত্যক্ষানুসারেই ব্যবহার হইয়া থাকে, অতএব প্রমাণ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণই বলবান্। সুতরাং কলিকালেও যখন ঠিক শাস্ত্রানুসারী মদ্যপায়ী সাধক দেখিতেছি, মদ্য পান করিয়াও যখন মায়ের সাধনার কিছু মাত্র ব্যাঘাত হইতেছে না, প্রত্যুত জ্বলন্ত ব্রহ্মময় ভাব, প্রদীপ্ত মাময় ভাব, সাধকের হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া সাধককে কৃতার্থ করিতেছে, এবং মদ্যপায়ী সাধকের যে যে লক্ষণগুলি আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়া আসিয়াছি, সেই সমস্তই বর্ত্তমান কালের সাধকেও বিরাজমান রহিয়াছে, তখন প্রকৃত সাধকের পক্ষে, যথার্থ অধিকারীর পক্ষে যে কলিকালে মদ্য পান বিধি নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের অপলাপ করিতে সাহসী নই। আমাদের ধারণা যে, ঈদৃশ প্রকৃত অধিকারীর চিত্ত কোন পার্থিব দেশ, বা কোন কালের অধীন নহে, সে চিত্ত মাতেই থাকে, মার রাজ্যেই থাকে, যেখানে কালের অধিকার নাই, যেখানে কোন দেশ ভেদ নাই, সেই আনন্দময়ীর আনন্দ রাজ্যেই বিরাজ করে, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কলিকাল, সত্যকাল, জম্বুদ্বীপ, প্লক্ষদ্বীপাদি কোনই কাল বা দেশের বিচার নাই, ইহাঁদের নিকট সর্ব্বদাই সত্যকাল বর্ত্তমান আছে। অতএব তাদৃশ প্রকৃত অধিকারীর কলিকাল বলিয়া বা দেশ বিশেষ লইয়া কোনই নিষেধ বা বিধি নাই, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। এখানেই অদ্য সুরা পানের ব্যবস্থা সমাপ্ত করিলাম, ইহার দ্বারায়ই পাঠকগণ সুরাপানের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং এই সুরা পানের ব্যবস্থার দ্বারাই পঞ্চ তত্ত্বেরই ব্যবস্থা কথিত হইল। প্রত্যেক তত্ত্বসম্বন্ধে প্রায় একই ব্যবস্থা, একই প্রণালী, এবং প্রায় এক প্রকারই অধিকারী, সুতরাং প্রত্যেকটী লইয়া পৃথক্ পৃথক্ আলোচনার আবশ্যক নাই। ওঁ

শ্রীপ্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী।

অমাবস্যায় মায়ের পূজা কেন?

মা আর বাবা শ্মশানে থাকেন কেন, তাহা গতবারে অবগত হইয়াছি, হৃদয়ের রাশি রাশি অন্ধকার বিদূরিত হইয়াছে।

এখন আবার আর কএকটি বিষয়ে মনে মনে জিজ্ঞাসা হইতেছে। ক্ষেপা মায়ের লীলা খেলায় প্রবেশ করা যায় না! উহার কর্ম্ম মর্ম্ম বুঝিয়া উঠা ভার! না বুঝিলেও নিশ্চিন্ত থাকা যায় না! কি জন্য যেন, ঐ সকল বিষয়ে মন প্রাণ সমাসক্ত হয়! থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার ব্যাকুল হইয়া উঠে! আবার শুনিতে পাই, মা নাকি সত্য, আনন্দ ও জ্ঞানময়ী। প্রেমানন্দে সম্মূর্চ্ছিত সত্যজ্ঞান না হইলে মায়ের নিকট উপস্থিত হওয়া ঘটে না! ভক্তি বা প্রেমানন্দ-সম্মীলিত জ্ঞানই নাকি মায়ের নিকটে যাওয়ার সুপরিষ্কৃত পন্থা। তত্ত্ব বার্ত্তাদি সমস্ত বুঝিয়া লইয়া তবে মায়ের অন্বেষণ করিতে হইবে! অন্বেষণ করিতে করিতে সেই জ্ঞান যখন প্রকৃত ধারণা বা মনের সংস্কারে পরিণত হইবে, তখনই নাকি মাকে পাওয়া যাইবে, নতুবা নহে! মা নিজেই ইহা প্রকাশ করিয়াছেন, "অসন্তবো মাং ত উপক্ষিয়ন্তি" (ঋগ্বেদ) অতএব মায়ের স্বভাব চরিত্র যথা শক্তি অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আবার অবগতিরও কোন সহজ উপায় দৃষ্ট হয় না! নিজের জ্ঞান বুদ্ধি সে রাজ্যের নিকটেও যাইতে পারে না। মা ক্ষেপী, বাবা ক্ষেপা। ক্ষেপার মর্ম্ম, না ক্ষেপিলে বুঝিতে পারা যায় না। উহা সংসারাসক্ত লোকের বুদ্ধি বিবেচনার অতীত। সেই জন্য বাবা আর মাই কেবল পরস্পরের তত্ত্ব বার্ত্তা অবগত, আর কেহ নহে। তাই মা বলিয়াছে যে,

"অহং বিজানামি বিবিক্তরূপা নচাস্তি বেত্তা মমবিৎ সদাহহম্।
বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যা বেদান্তিকৃদ্বেদবিদেব চাহং॥"

(শ্রুতি)

অতএব মা আর বাবাই কেবল মা বাবার লীলা খেলা তত্ত্ব বার্ত্তা জানে। আর মা যাহাকে ইচ্ছা করে, সেও কিছু জানিতে পারে। কিছু কেন, মা ইচ্ছা করিলে সমস্তই তাহাকে জানাইতে পারে। মাই বলিয়াছে যে,

"যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি,
তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥"

(ঋগ্বেদ)

তবে তুমি আমি জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হইয়া কি করিব! আমরা যে ক্ষেপিতে পারিব না! মায়ের ইচ্ছা হইবে এমনও কিছু করিতে পাইব না! তবে আর হাঁকু বাকু কেন! হৃদয় স্থির হয় না কেন! মায়ের কথা না বুঝিতে পাইলে বাঁচতে চায় না কেন! এত বুঝিয়া শুনিয়াও মানিতেছে না কেন! তবে অগত্যা যথা শক্তি চেষ্টা করিতে হইল, পঞ্চম মাসীয় শিশুর নর্ত্তন-প্রযত্নের মত একবার যত্ন করিতে হইল। সত্য মিথ্যা জানি না, ভাল মন্দ ও জানি না, যেমন মনে হয়, তেমনিই বলিব, মায়ের লীলা খেলা তেমনিই বুঝিব, তেমনিই বিশ্বাস করিয়া হৃদয়ের ব্যাকুলতা উপশম করিব। মায়ের ইচ্ছা হইলে এই তমস্তিমিরান্ধ-হৃদয় হইতেও সত্যের জ্যোতি নির্গত হইতে পারে, না হইলে তিমির হইতে তিমির রাশিই বহির্গত হইবে।

এবারের জিজ্ঞাস্য বিষয়, মায়ের পূজার কাল ও স্থানাদির রহস্য তত্ত্ব। শাস্ত্র বলেন, শুক্ল অপেক্ষায় কৃষ্ণ পক্ষ মায়ের পূজায় প্রশস্ত। তন্মধ্যে আবার অমাবস্যা প্রশস্ততরা। অমাবস্যায় অর্দ্ধরাত্র প্রশস্ততম। তাহাতে যদি শনি, মঙ্গলের যোগ ঘটিয়া যায়, তবে দেবদুর্লভ হয়। ব্যবহারেও এই ক্রমেই আদরাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল ইহাও নহে, অয়নদ্বয়ের মধ্যে ও দক্ষিণায়ন মায়ের পূজায় অধিকতর আদৃত। এই হইল কালের নিয়ম। তৎপরে স্থান ও উপকরণাদি সমূহেও অনেক প্রকার নিয়ম আছে। সেগুলি পরেই জিজ্ঞাসা করিব। আপাততঃ এইরূপ কাল নিয়মের রহস্যতত্ত্ব কি, কি কারণে এই সকল সময় মায়ের আরাধনায় বিশেষ সমাদৃত হইল, মা কিম্বা সাধকের সহিত ইহার কিরূপ সম্পর্ক আছে, ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিতে কুতূহল হইয়াছে।

প্রকৃত বিষয় চিন্তা করার পূর্ব্বে উপাসনা সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বুঝিয়া লইতে হয়। তাহা, উপাসনা পদার্থটি কি, কিরূপ উপাসনা করিলে সাধক প্রকৃত আনন্দ বা উন্নতি লাভ করিতে পারে, কিরূপ উপাসনাই বা মা গ্রহণ করিয়া থাকেন ইত্যাদি। এই সকল বিষয় অবগত হইলে, পূজার কালাদি-রহস্য বুঝিতে আশা করা যায়।

উপাসনা সম্বন্ধে মহানুভবগণ বলেন, "উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি"। (বেদান্তসার) ইহার মোটামোটী অর্থ এই যে, মায়ের প্রতি মনের ক্রিয়া বিশেষের নাম উপাসনা। অন্যান্য শাস্ত্রকারগণও এই মর্ম্মেই উপাসনা কথাটী ব্যবহার করিয়া থাকেন। শব্দটার যোগার্থও এই অর্থেরই নিতান্ত সন্নিহিত। উপ, আস, অনট্, এই তিনটী শব্দ হইতে "উপাসন" কথাটি গঠিত হইয়াছে। ইহার 'উপ' এই উপসর্গ শব্দের অর্থ সন্নিধি, 'অস' ধাতুর অর্থ থাকা। আর অন (যুট) ভাববাচ্য প্রত্যয়, উহার অতিরিক্ত কোন অর্থ নাই। উহার দ্বারা ঐ আস ধাতুর অর্থই পরিদীপিত হয়। অতএব উপসর্গ, ধাতু এবং প্রত্যয় এই তিনের সম্মীলিত অর্থ,—অতি সন্নিধানে থাকা। তাহা হইলে, "মায়ের উপাসনা" এই কথা বলিলে, মায়ের অতি সন্নিধানে অবস্থিতি করা, এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

পরন্তু "মায়ের সন্নিধানে অবস্থিতি করা" এই কথাটি সরল ভাবে গ্রহণ করা হয় না। তাহাতে কোন তাৎপর্য্য পাওয়া যায় না। মা এই ত্রিভুবনের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহার প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অণুপ্রবিষ্টা রহিয়াছেন। মা ইহার অন্তর বাহিরে সমভাবে বিদ্যমানা। মাই বলিয়াছেন যে, "অহং দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ" (ঋগ্বেদ) "অহমেব বাতপ্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা" (ঋগ্বেদ) "ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা উতামুংদ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি" (ঋগ্বেদ)। অতএব ত্রিভুবনে যাহা কিছু আছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত, সমস্তই মায়ের অতি সন্নিহিত, সমস্তই মায়ের উদরের মধ্যে। আবার মাও সমস্তের মধ্যে দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। মায়ের উদরের বাহিরে বা দূরে কখনো কিছু থাকিতে পারে না। তবে মায়ের উপাসনা করার—মায়ের অতি সন্নিধানে অবস্থিতির চেষ্টা করার—উপদেশের গুরুত্ব কি? সন্নিধি তো আপনা হইতেই আছে! অতএব উক্তরূপে সন্নিধানে থাকা উপাসনার তাৎপর্য্যার্থ নহে। উহার তাৎপর্য্যার্থ অন্য কিছু হইবে। তাহা, বোধ হয়, মনে মনে সন্নিধানে থাকা, মায়ের অনুধ্যানে, মায়ের ভাবে, মনে প্রাণে মগ্ন হইয়া থাকা, মায়ের প্রণিধানে ডুবিয়া থাকা। ইহা হইলেই মায়ের অতি সন্নিহিত

হওয়া ঘটিল। যদি হৃদয়ের দ্বারা মাকে ধরিতে না পারে, তাঁহার সত্তা, তাঁহার মহিমা, তাঁহার গুণ, তাঁহার ভাব অনুভবে আনিতে না পারে, অন্য বিষয়ে, অন্য ভাবে অভিনিবিষ্ট থাকে, তবেই মায়ের দূরে থাকা হইল। তাঁহার গর্ভের মধ্যে থাকিলেও নিতান্ত ব্যবধান হইল। মা এই দেহের প্রত্যেক অণু পরমাণুতে অণুপ্রবেশ করিয়া আছেন, আপন সত্তার দ্বারা ইহাকে সত্তাবান্ করিতেছেন, আপন শক্তির দ্বারা শক্তিমান্ করিতেছেন, ক্রিয়াবান্ করিতেছেন, আপন চেতনার দ্বারা চেতিত করিতেছেন, অথচ এই দেহ সেই হৃদয় জোড়া শীতলকরা রূপ, সেই মধুমাখা রূপ কখনো ধরিতে পাইল না। এই অর্থে, এই ভাবে দেহ তাঁহার ব্যবধানে থাকিল। মা পঞ্চপ্রাণের অন্তরালে থাকিয়া, প্রাণের প্রাণরূপে, তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন, নিজ শক্তির দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন, চৈতন্যের দ্বারা চেতন করিতেছেন, অথচ প্রাণ তাঁহাকে ধরিতে পারিল না, সেই প্রাণের প্রাণরূপটি দেখিতে পাইল না, এই অর্থে প্রাণ তাঁহার ব্যবধানে থাকিল। মা নয়নাদি ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত হইয়া আপন চিতিশক্তির দ্বারা তাহাদিগের অন্ধতা বিদূরিত করিতেছেন, বাহ্য বিষয় প্রকাশনেও সমর্থ করিতেছেন, তথাপি তাহারা, সেই নয়নপোরা রূপটি ধরিতে পারিল না, অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিল না এই অর্থে নয়নাদি ইন্দ্রিয় তাঁহার ব্যবধানে থাকিল। মা মনের মধ্যে অণুপ্রবেশ করিয়া তাহার আত্মা দান করিতেছেন, নিজ চৈতন্যে তাহাকে প্লাবিত করিতেছেন, নিজ শক্তির দ্বারা তাহার মনন কার্য্য করাইয়া "মনের মন" নামে কথিতা হইতেছেন, কিন্তু তথাপি সেই মন তাঁহাকে ধরিতে পারিল না, সেই মনভরা আনন্দলহরী দেখিতে পাইল না, সেই অমৃত সাগরের এক বিন্দুও খাইতে পাইল না, এই অর্থে মন মায়ের ব্যবধানে থাকিল। মা আত্মায় আত্মরূপে বিরাজ করিতেছেন, আত্মার আত্মত্ব সম্পন্ন করিতেছেন, অথচ সেই আত্মা তাঁহাতে মগ্ন হইতে পাইল না. এই ভাবে আত্মা মায়ের দূরবর্ত্তী হইল।

মায়ের ঐরূপে অবস্থিতি মাই স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন,—"ময়া সোহন্নমত্তি, যঃ প্রাণিতি, যোপিপশ্যতি যঈং শৃণোত্যুক্তং" (ঋগ্বেদ)। অতএব মা অতি সন্নিহিতা হইলেও আমাদের নিমিত্ত সর্ব্বদাই অতি দূরে অবস্থিতা। তাই শ্রুতি বলেন,—"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ।"

উক্তবিধ ব্যবধান নিবৃত্তি হইলেই মায়ের সন্নিধি হইল। দেহ হইতে আত্মা পর্য্যন্ত সকলেই যখন অন্তরে অন্তরে মাকে ধরিতে পাইবে, মায়ের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে, মায়ের আকার, প্রকার, ভাব মহিমার আন্তর প্রত্যক্ষ করিবে, আনন্দময়ীর আনন্দময় ভাব-সাগরের তরঙ্গমালায় হাবুডুবু করিতে থাকিবে, তখনই মায়ের সন্নিধান হইবে। তাহারই নাম "মায়ের প্রতি মনের ক্রিয়া" তাহারই নাম মায়ের "উপাসনা"। এই ঘটনা ক্ষণকালের জন্য হইলে, ক্ষণকালই মায়ের উপাসনা হইল, অধিক সময়ের জন্য হইলে অধিক কাল উপাসনা হইল। আর ইহা যদি মোটেই না হয়, তবে মোটেই মায়ের উপাসনা হইল না, ইহা নিশ্চয় বুঝিতে হইবে।

এখন আর একটি বিষয় পরিষ্কার করা যাইতেছে। উক্ত উপাসনা ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার মুখ্য উপায় কি, কি প্রকার চিন্তা হইতে উপাসনার অবস্থাটি আসিতে পারে, তাহা এখন চিন্তা করা আবশ্যক।

মায়ের চিন্তার বহুবিধ প্রকার ভেদ আছে। তাহার সকল প্রকার চিন্তা হইতেই উপাসনা অবস্থা লাভ করা যায় না। কোন রূপ চিন্তা উপাসনা কালে একবারেই অন্যথা সিদ্ধ। উহা যাবজ্জীবন করিলেও উপাসনা সাধিত হয় না। আবার এমত কোনরূপ চিন্তা আছে, যাহা ক্ষণমাত্র করিলেও উপাসনা ফল লাভে বঞ্চনা লাভ হয় না। উহা করিতে করিতেই উপাসনা ভাব আসিবে, এবং যতক্ষণ করিবে ততক্ষণই উপাসনা করা হইবে। উপাসনার ফলও তৎক্ষণাৎ করলব্ধ হইবে। এজন্য মায়ের চিন্তার প্রভেদগুলি বুঝিয়া লইতে হয়।

সংসারের মাতা পিত্রাদি চিন্তার ন্যায়, জগন্মাতার চিন্তা প্রথমত দ্বিবিধা। এক ভাবশূন্যা, দ্বিতীয় ভাবগর্ভা। কেবল চিন্তা নয়, চাক্ষুষ দর্শনও এইরূপ দ্বিবিধ। তন্মধ্যে ভাবগর্ভ দর্শন বা ভাবগর্ভ চিন্তাই মায়ের উপাসনা পদবী লাভ করিয়া থাকে।

যে দর্শন বা চিন্তার মধ্যে মাতা পিত্রাদির শরীরের আকারটি মাত্র উদ্ভাসিত হয়, কোনরূপ ভাবগুণাদির পরিস্ফূর্ত্তি হয় না, মায়ের আকারটির সঙ্গে সেই মধুমাখা, অমৃতমাখা মাতৃত্ব ভাব প্রকাশিত হয় না, তাহার সমবায়ী সহচর গুণগুলিও বিকাশিত হয় না, সেই মধুমাখা স্নেহ, সেই মধুমাখা দয়া, সেই জীবনী শক্তির পরিদীপক আশ্বস্তিপ্রদ ভাব, সেই অতুলনীয় সরলতা, যাহার অনুভূতি হইলেই মন প্রাণ এড়িয়া দিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই মুগ্ধ মুগ্ধ ভাব, যাহা উপলব্ধিমাত্রে মন, প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়, তাহা কিছুই প্রকাশিত হয় না, তাহাই মায়ের ভাবশূন্য দর্শন বা ভাবশূন্য চিন্তা। পিত্রাদির পক্ষেও এইরূপেই যথাযোগ্য যোজনা করিবে। এইরূপ দর্শন বা চিন্তা প্রকৃত মায়ের দর্শন বা চিন্তা নহে। ইহার নাম সাধারণ দর্শন। ইহাতে মায়ের ভাবই আদৌ প্রদীপ্ত হইল না। ইহাতে মদীয়তা বা মমতা ভাবও নাই। মায়ের বর্ণটি আর অবয়বের ভাবমাত্র প্রকাশ পাইতেছে। মা আমার মা না হইলেও ঐ দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাহা দেখিতাম, এই দর্শনেও তাহাই দেখিতে পাইলাম। অন্য একটি আকারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া যাহা দেখা যায়, ইহাতেও তাহাই দেখা গেল। এজন্য ইহা যথার্থই মায়ের দর্শন বলিয়া পরিগণিত নহে। এইরূপ দর্শনে মায়ের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা পরিদীপ্ত হয় না, সুতরাং ঘৃণা বিদ্বেষাদি হওয়ারও কোন বাধা হইতে পারে না। যে নরকক্রিমি নরাধমেরা মাকে "বাবার পরিবার" বলিয়া মনে করে, হাজার টাকা মাসিক আয় সত্ত্বেও মায়ের পাঁচ টাকা খোরাকী দিয়া কর্ত্তব্য শোধ মনে করে, কিম্বা মাকে স্ত্রীর ভাতরাঁধুনী করে, সেই পশুগণ মায়ের প্রতি তাকাইয়া ঐ উল্লিখিত আকারের দর্শন করিয়া থাকে। উহারা মায়ের মাতৃত্বাদি আর কিছুই দেখিতে পায় না। পাইলে কখনো ঐরূপ নরকীয় আচরণ করিতে পারে না। ইহারই নাম ভাবশূন্য দর্শন এবং ঐরূপ চিন্তা হইলে তাহাই ভাবশূন্য চিন্তা।

নবাভিজাত শিশুগণ কিন্তু ঐ রূপের সন্দর্শন করে না। জন্মের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত নয়নেন্দ্রিয়ের যন্ত্রগুলি রীতিমত গঠিতই হয় না। পাঁচ ছয় বৎসর পরে তবে চক্ষুর সমস্ত অবয়ব যথাযোগ্য পরিপুষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রের নির্ম্মাণ না হইতে তাহার ক্রিয়া হওয়া নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা। এজন্য শিশুগণ কিছু দিন পর্য্যন্ত কেবল মা কেন, কোন বস্তুর আকার প্রকার ভালরূপে দর্শন করিতে পায় না। দু মাস তিন মাস পর্য্যন্ত অতি অল্পই দেখিতে পাইয়া থাকে। শিশুর দর্শনেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াই যখন এই রূপ, তখন তাহার অধীন মনের ক্রিয়াও এইরূপই হইবে। দর্শনেন্দ্রিয় যেরূপ দর্শন করিয়া মনের নিকট উপহৃত করে, মন ঠিক সেইরূপটি লইয়াই তাহার চিন্তা বা আলোচনা করে। অপরিস্ফুট বিষয় উপস্থিত করিলে, সেই ভাব লইয়াই মন তাহাকে আলোড়ন করে। আবার পরিস্ফুট বিষয় পাইলেও সেইরূপেই তাহার চিন্তা করিয়া থাকে। তবে ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ব্যতীত নিজ হইতে যাহা ধরিতে পারে, অন্তরে অন্তরে পাইতে পারে, তাহার বাড়ান কমান মনের নিজের অধীন। মন চেষ্টা করিয়া উহার নানাবিধ রূপান্তর করিতে পারে। আকার প্রকার ইন্দ্রিয়ের অধীন, তাহার রূপান্তর করা মনের অধীন নহে। অতএব শিশুগণের ইন্দ্রিয়ও যেমন আকার প্রকার সংগ্রহে অপটু, মনও তাহাদের তথা। সুতরাং তাহার মনে মনেও মায়ের আকার চিন্তা হওয়া সম্ভবের অতীত বিষয়। অথচ সদ্যোজাত শিশুও কিন্তু মাকে চিনে, মাকে জানে, মায়ের অভাব বুঝে, মা পাইলে সান্ত্বিত্ব হয়, মা ব্যতীত অন্যকে পাইতে চায় না। উহারা তবে কোন্‌রূপ দর্শন, কোন্‌রূপ চিন্তা করে? ভাবগর্ভ্ত দর্শন এবং ভাবগর্ভ্ত চিন্তা।

যে দর্শন বা চিন্তাতে ভাবগুণাদি সহকারে মায়ের আকার প্রকাশিত হয়, তাহাই ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা ভাবগর্ভ্ত চিন্তা। ইহাতে মায়ের ভাব গুণাদি মুখ্যরূপে উদ্ভাসিত হয়, মায়ের আকারটি অন্তরালে রাখিয়া সম্মুখে অভিব্যক্ত হয়, তৎসঙ্গে গৌণভাবে আকারাদি প্রকাশিত হয়। সূর্য্য বিম্ব সম্বলিত জল দর্শনে, যেমন উপরে উপরে সূর্য্যবিম্ব উদ্ভাসিত হয়, এবং পশ্চাদ্ভাগে জলমণ্ডল প্রকাশ পাইয়া থাকে, আবার একাগ্র ভাবে নিরীক্ষণ করিতে করিতে, জলমণ্ডল একবারেই লুক্কায়িত হয়, তখন কেবল মাত্র সূর্য্য বিম্ব প্রকাশ পাইতে থাকে। ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা ভাবগর্ভ্ত চিন্তাতেও সেইরূপ ঘটনা হয়। তখন মায়ের আকারের উপরে উপরে ভাব গুণাদি প্রকাশিত হয়, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আকার প্রকার পরিদীপ্ত হয়। আবার একাগ্র ভাবে অধিক সময় ভাবিতে ভাবিতে বা দেখিতে দেখিতে অবশেষে মায়ের আকার প্রকার লুকাইয়া যায়, তখন কেবল মাত্র ভাব গুণাদির অনুভব হইতে থাকে।

উক্ত উপলব্ধির এইরূপ নিয়ম,—

নয়ন বা হৃদয় সমক্ষে মায়ের আকারটি উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, তাহার আগে আগে, সেই মধুমাখা মাতৃত্ব বস্তুটির প্রভামণ্ডল আসিয়া নয়ন ও হৃদয় ক্ষেত্র আপ্লাবিত করে, তাহার সংস্পর্শ মাত্রে নয়নত্বক্ সুশীতল হয়, প্রাণের পিপাসা বিদূরিত হয়, হৃদয় ঠাণ্ডা হইয়া যায়, মন প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়, প্রাণ আশ্বস্তভাব অনুভব করিতে থাকে, নিজের সমস্ত অস্তিত্ব ঢালিয়া দিতে প্রবৃত্তি হয়, আনন্দের উত্তুঙ্গ তরঙ্গ মালায় গলিয়া যাইতে থাকে।

এই মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সহচারী গুণগুলিও প্রকাশ পাইতে থাকে। সূর্য্যবিম্ব দর্শন কালে যেমন তাহাতে মাখাইয়া, তাহার ইতস্ততঃ, মরীচিমালা প্রকাশিত হয়, মাতৃত্বের সহচর গুণগুলিও সেইরূপ। উহারাও মাতৃত্বের সঙ্গে মাখা হইয়া মাতৃত্বের চারি দিকে প্রভাসিত হয়। সেই গুণগুলি, দয়া, স্নেহ, মমতা, আশাপ্রদ ভাব, সরলতা, অভয়ভাব, ত্রবং শান্তি, সন্তোষ, আনন্দ প্রভৃতি। ইহারাই মাতৃত্বের সহবাসী গুণ। ইহারা সর্ব্বদা মাতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যেখানে মাতৃত্ব, সেই খানেই ইহা। ইহাদিগকে ত্যাগ করিয়া কদাপি মাতৃত্ব শক্তি থাকিতে পারেন না। যে দর্শন বা চিন্তাতে, এই সকল গুণ সমষ্টি লইয়া, আকারের আগে আগে মাতৃত্ব ভাব উদ্ভাসিত হয়, তাহাই মায়ের ভাবগর্ভ্ত চিন্তা বা ভাবগর্ভ্ত দর্শন। পিত্রাদি সম্বন্ধেও এই রীতি ক্রমে যথা যোগ্য যোজনা করিয়া লইবে। শিশুগণ, মায়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইরূপ ভাবগর্ভ্ত দর্শন করিয়া থাকে। চিন্তা কালে ও ভাবগর্ভ্ত চিন্তা করিয়া থাকে। তাহাদের সেই অসম্পূর্ণ নয়নেন্দ্রিয়ের সমক্ষে, মায়ের সেই অপরিস্ফুট আকারের আগে আগে উক্ত ভাব গুণাদির পরিস্ফুট প্রকাশ হইয়া থাকে, ভাব গুণাদির অনুভব করা দর্শনেন্দ্রিয়ের যন্ত্র বা মনোযন্ত্রেরই একান্ত আয়ত্ত নহে। যন্ত্রের একান্ত আয়ত্ত হয় কেবল বস্তুর বাহ্য আকার প্রকারাদি। ভাব গুণাদি শক্তিময় বস্তু। উহা যন্ত্রের কিঞ্চিৎ সহায়তা পাইলে তড়িৎ শক্তির ন্যায় আপনা হইতেই আত্মার মধ্যে অণুপ্রবিষ্ট হয়। আত্মায় প্রবেশ করিলেই তাহার উপলব্ধি হইল। এজন্য যন্ত্রের পূর্ণ গঠন না হইলেও ভাবগর্ভ্ত দর্শন ও চিন্তা শিশুর পক্ষে কিছুমাত্র বাধিত হয় না। শিশু মায়ের প্রতি তাকাইয়া যন্ত্রের গঠনানুরূপ আকার প্রকার যাহা কিছু গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে কথিত রীতিক্রমে মায়ের ভাব গুণাদির উপলব্ধি করে। সংপুত্রগণও শিশুর ন্যায় মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন ও চিন্তা করেন। এই হইল, সংসারের মাতা পিতার ভাব শূন্যও ভাবগর্ভ্ত চিন্তাদির বিবরণ।

জগন্মাতার চিন্তা এবং দর্শনেও এইরূপ যোজনা করিতে হইবে। যে দর্শন বা চিন্তাতে জগন্মাতার প্রতিমূর্ত্ত্যাদি লব্ধ আকৃতিটি মাত্র উদ্ভাসিত হয়, কেবল বর্ণ ও অবয়বের প্রকার মাত্র প্রকাশিত হয়, কিন্তু কোনরূপ ভাব গুণাদির অভিব্যক্তি হয় না, তাহাই জগন্মায়ের ভাব শূন্য দর্শন ও ভাব শূন্য চিন্তা। এইরূপ দর্শন ও চিন্তাতে সেই অমৃতরস স্রাবিণী মাতৃত্ব সত্তা আসিয়া হৃদয় ভরিয়া যায় না, সেই আনন্দের ফুওরা হইতে আনন্দের শীকরাবলী বিকারিত হইয়া পঞ্চ প্রাণ দ্রব করিতে পারে না, সেই শারদ পূর্ণ চন্দ্রের কিরণসমূহ বিকীর্ণ হইয়া অন্তরাত্মা সুস্নিগ্ধ করে না, সেই গ্রীষ্মান্তরিত নব বৃষ্টির সলিল আসিয়া ত্রিতাপ তপ্ত তনুটাকে সুশীতল করে না, সেই নিষ্প্রাণের প্রাণ, জীবনের যষ্টি উদ্দীপিত হইয়া পঞ্চপ্রাণ অণুপ্রাণিত করে না, শুষ্ক জীবন উজ্জীবিত করে না, সেই নিরাশের আশাপ্রদ, সর্ব্বাশার কেন্দ্র স্থান সমুচ্ছ্বন হইয়া জীবাত্মাকে সমাশ্বস্ত

করে না, সেই অসম্বলের সম্বল, নির্ব্বলের বল হৃদয় মধ্যে অণুপ্রবেশ করিয়া নব বলে উদ্বেলিত করে না, সেই নিরাশ্রয়ের আশ্রয় সমুচ্ছ্রিত হইয়া মন প্রাণ ঢালিয়া দিতে বলে না, সেই দরিদ্রের ধন, ভীতের শরণ সমুপচিত হইয়া অন্তরাত্মায় সুসাস্থিত করে না, সেই মধুমতী দয়া, মধু মাখা স্নেহ মমতার নির্ম্মুক্তনা তখন সর্ব্ব দেহ পুলকিত করে না, সেই সরলতার কান্তি মন প্রাণ খুলিয়া দিতে পারে না, সেই অলৌকিক মুগ্ধভাব তখন নয়ন মন সম্মোহিত করে না। ইহাতে কেবল বর্ণ আর অবয়বের অবস্থাটি মাত্র উচ্ছাসিত হয়। এইরূপ চিন্তা ও দর্শন নিতান্ত নীরস, নিতান্ত কর্কশ। সুতরাং কিছুকাল করিলেই যন্ত্রণাময় উপলব্ধি হয়, মন অন্য দিকে যাইতে ইচ্ছা করে, নয়নেন্দ্রিয় স্থির হইতে চায়, দেহটাও উঠিয়া যাইতে চায়। এইরূপ ভাব শূন্য চিন্তা বা দর্শন বাস্তবিক জগন্মায়ের চিন্তাই নহে, তাঁহার দর্শনও নহে। ইহাতে মায়ের মাতৃত্বই বিকাশ পাইল না, ঐশ্বর্য্যেরও প্রকাশ হইল না। মা জগন্মাতা সর্ব্বেশ্বরী না হইলেও যাহা দেখিতে পাওয়া যাইত, ইহাতেও তাহাই দেখা গেল। ইহা অনন্য সাধারণ দর্শন নহে। এ দর্শন অন্যের সহিত সমান। অন্যাকারে যে সকল রূপাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতেও তাহাই কেবল পরিদৃষ্ট হইল। এইরূপ দর্শন বা চিন্তা একতায়নে যাবজ্জীবন বসিয়া করিলেও একটু অভিনিবেশ শক্তির বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না, মা ইহা গ্রহণ করেন না। অতএব এই প্রকার দর্শন চিন্তায় মায়ের উপাসনা হয় না। ইহা প্রকৃত উপাসনা নহে।

তবে প্রকৃত উপাসনা কি? জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন ও ভাবগর্ভ্ত চিন্তা। যে চিন্তা ও দর্শনে ভাব পরিপূরিত আছে, তাহাই জগন্মায়ের উপাসনা। তাহাই জগতের মা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এখন জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন ও ভাবগর্ভ্ত চিন্তা বিষয়ে অভিনিবেশ করা আবশ্যক। কিন্তু এবার বড় কঠিনতর সমস্যা উপস্থিত। এ সমস্যা আমার দ্বারা পূরণের আশা নাই। ইহা বলিতে পারেন রাজা রামকৃষ্ণ। যিনি কোটী টাকা আয়ের রাজত্ব সুখটাকে দুঃখাকর বিবেচনা করিতেন, মায়ের মুখ দেখা সুখের তুলনায় ঐ সুখে যম যন্ত্রণা উপলব্ধি করিতেন, সেই জন্য বিষয়াশয় বিক্রীত হইলেই যিনি মহোৎসবে মায়ের পূজা করিতেন, আর যিনি গান করিতেন যে "সেই সে পরমানন্দ। যে জন আনন্দময়ী মাকে জানে" তাঁহার নিকট মায়ের ভাবগর্ভ্ত চিন্তার কথা জিজ্ঞাসা কর। না হয় রামকৃষ্ণ পরম হংসের নিকটে গিয়া উপস্থিত কর। মায়ের নামের অর্দ্ধাক্ষর শুনিলেই যাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় নিস্তব্ধ হইত, মন প্রাণ মায়ের নিকট উপনীত হইত। আর জিজ্ঞাসা কর তারাপুরের বামাচরণ বা "বামা ক্ষেপার" নিকটে। যিনি মায়ের ভাবে ডুবিয়া গিয়া, শ্মশান-সংকুল অরণ্য গর্ভ্তে বসিয়া রহিয়াছেন, বর্ষার মহাবর্ষণ, শিশিরের মহাশীত যাঁহার সর্ব্বদেহ অবসন্ন করিলেও উদ্বেগ করিতে পারে না। আর জিজ্ঞাসিতে পার রামপ্রসাদ সেনের নিকট। যিনি প্রভুর কার্য্য লিখিতে গিয়া মায়ের নামে পরিপূর্ণ করিলেন। এইরূপ যাঁহাকে পাও, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসিলে জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত চিন্তার বিষয় জানিতে পাইবে! কিন্তু আমার নিকট নহে। আমি মায়ের চিন্তা করিতে জানি না, ভাব গুণও দর্শন করিতে জানি না। তবে কথা প্রসঙ্গ পরিপূরণের নিমিত্ত, অগত্যাই যেমন মনে আসে, তেমন কিছু বলা যাইতেছে।

যে দর্শনে, যে চিন্তায়, জগন্মায়ের ভাবের ঢেউ আগে আগে সম্মুখীন হয়, ছায়ার আগে আলোকের ন্যায় মায়ের আকারের আগে আগে দীপ্ত হইতে থাকে, জলের কোলে চাঁদের কোণার মত, মায়ের রূপের উপরে উপরে যখন মাতৃভাব ফুটিতে থাকে, তাহাই মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা। মায়ের চিন্তা করিতে করিতে যখন দেখিবে হৃদয়দরী ভরিয়া উঠিয়াছে, দর্শন করিলে নয়ন পুত্তলী পূরিয়া উঠিয়াছে, সর্ব্বাভাব শূন্য হইয়া পূর্ণ হইয়াছে, তখনই জানিবে মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিবে পীযূষ রসের মত রসের দ্বারা সর্ব্ব শরীর প্লাবিত হইতেছে, সর্ব্ব শরীর ক্ষোভিত হইতেছে, শরীরে না ধরিয়া ঘর্ম্ম ও অশ্রুজলের আকারে স্যন্দিত হইতেছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত চিন্তা বা ভাবগর্ভ্ত সন্দর্শন হইল। যখন দেখিবে সর্ব্ব শরীর মধুর তরঙ্গে ডুবিয়া যাইতেছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত চিন্তা ও দর্শন হইল। যখন দেখিবে বিষয় ঘটিত সর্ব্ব পিপাসার নিবৃত্তি হইয়া মন প্রাণ সুশীতল হইল। তখনই বুঝিবে জগন্মাতার ভাবগর্ভ্ত চিন্তা ও দর্শন হইতেছে। যখন দেখিবে সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রাণ মনের সহিত, আত্মার সহিত স্তব্ধ হইয়াছে, তখনই বুঝিবে মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা করা হইল। চিনির রসে রসগোল্লার মত যখন দেখিবে, আত্মার প্রতি অণু নিরন্তর হইয়াছে, রসে আর্দ্র হইয়াছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিতে পাইবে যে, আনন্দ-নদীর তরঙ্গাবেগে সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছে, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিবে যে, কি যেন একরূপ অপূর্ব্ব ভাব উদিত হইয়া হাসি কান্না একত্র করিয়াছে, তখনই জানিবে মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা করা হইল। যখন দেখিবে, বাগিন্দ্রিয় মায়ের কথা বিনে আর কিছুই বলিতে চায় না, নয়নদ্বয় মা ব্যতীত দেখিতে চায় না, মনপ্রাণ আর কিছুই ভাবিতে চায় না, তখনই জানিবে জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা করা হইতেছে। যখন দেখিবে সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্ব প্রাণ ও সর্ব্বাত্মা মায়ের কোলে গা এড়িয়া পড়িল, নিদ্রিত হইয়া পড়িল, অন্য জ্ঞান পরিশূন্য হইল, তখনই জানিও জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা চিন্তা হইতেছে। মায়ের শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন বা মনে করিলে যখন দেখিবে হৃদয় আশ্বস্ত হইতেছে, প্রাণ নির্ভয় হইতেছে, তখনই বুঝিও জগন্মায়ের ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা ভাবগর্ভ্ত চিন্তা হইতেছে। আর অধিক কি বলিব, যখন দেখিবে যে, যাহাদের অভাব থাকাতে মায়ের ভাবশূন্য দর্শনের কথা বলা হইয়াছে, তাহার সমস্তই প্রাপ্ত হইয়াছ, সমস্ত সহচর গুণ সহকারে পূর্ণ মাত্রায় মাতৃভাবের উদয় হইয়াছে, দেহ, আত্মা, মন, প্রাণ, সর্ব্বেন্দ্রিয় মায়ের ভাবে পূরিয়া উঠিয়াছে, তখনই জানিবে জগন্মাতার ভাবগর্ভ্ত দর্শন বা ভাবগর্ভ্ত চিন্তা করা হইল। এইরূপ চিন্তাই জগন্মায়ের প্রকৃত উপাসনা, এই উপাসনাই জগত্তারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই সাধকের অভীষ্ট ফলপ্রদ উপাসনা।

এইত হইল উপাসনার প্রকার ভেদের বিবরণ। এখন আবার আর এক কথা উপস্থিত হইল।

কথাটি এই,—মায়ের উপাসনা করিতে আমাদের এক বারেই প্রবৃত্তি নাই, তাহা নহে। উপাসনা করিব বলিয়া প্রতিদিন চারি পাঁচবার বসিয়াও থাকি। কিন্তু বহু যত্ন করিলেও, ভাগ্যে সেই ভাবশূন্য দর্শন বা ভাবশূন্য চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই ঘটে না। কেবল আকার প্রকার ভিন্ন মায়ের ভাব গুণাদি কোন কিছুই বুঝিতে পাই না। অতএব কি উপায়ে ঐ ভাব গুণাদি ধরা যাইতে পারে, উহা থাকে কোথায়, কেমন করিয়া হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত হয়, এবং উহার প্রকৃত রূপটিই বা কি, তাহা জানা আবশ্যক হইতেছে। বাস্তবিক, এই কথার চিন্তাতেই আমাদের সেই প্রকৃত প্রস্তাবিত বিষয় উপস্থিত হইবে, ইহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রসঙ্গের আলোচনীয় বিষয়।

জগন্মায়ের মাতৃত্ব শক্তি কিরূপ, তৎসহচর দয়া, স্নেহ, মমতাদি গুণগুলিই বা কিরূপ, ইহা বাক্যের দ্বারা অন্যের হৃদয়ে চিত্রিত করা যায় না। যদি কোন ঘটনায়, বহু ভাগ্যবলে, নিজের হৃদয়ে আবির্ভাব হয়, তবেই উহার প্রকৃত রূপ বুঝিতে পাওয়া যায়। রসনার আয়ত্ত করিলেই মধুর প্রকৃত স্বাদ পরিচিত হয়, নতুবা বাক্য সহস্রের দ্বারাও তাহা ঘটিবার আশা নাই। তবে গুড়াদির তুলনা করিয়া উহার কতক কতক সাদৃশ্য মাত্র বুঝান যাইতে পারে। মাতৃ শক্ত্যাদির পরিচয় দিতেও বক্তার ততটুকু মাত্র অধিকার আছে। উহা মধুর মত মধুর, পূর্ণ শশীর মত শীতল ইত্যাদি তুলনার দ্বারা উহার কতক কতক আতিদেশিক ভাব মাত্র চিন্তা করা যায়। কিন্তু ইহার দ্বারা মায়ের ভাবের প্রকৃত স্বাদ হৃদয় মধ্যে বিদ্ধ হইল না। ইহারই নাম আতিদেশিক পরিচয়। পূর্ব্বে বহুবিধ তুলনার দ্বারা, মাতৃশক্তির এইরূপ পরিচয়ই প্রদত্ত হইয়াছে। এ জন্যই জিজ্ঞাসার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই। দুগ্ধের পিপাসা জলের দ্বারা নির্ব্বাপিত হইবে কেন? তবে কি উপায় করিব, কেমন করিয়া মাতৃশক্তি, মায়ের গুণ বুঝিব? উপায় কিছুই নাই! তাহা মনের মধ্যে আবির্ভূত না হইলে বুঝিবার জো নাই। তথাপি আর এক প্রকার আতিদেশিক উপায়ে উহার চেষ্টা করা যাউক।

পূর্ব্বে মাতৃশক্তি, মায়ের গুণ কিরূপ পদার্থ, তাহা অনেক প্রকার তুলনার দ্বারা অতিদিষ্ট হইয়াছে, উহার উদয় হইলে শরীরও আত্মার মধ্যে কিরূপ অবস্থা হয়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে, এখন উহার কএকটি ক্রিয়ার পরিচয় করিয়া দিব। ইহার দ্বারা যতদূর বুঝিতে পার বুঝিবে।

জগন্মায়ের মাতৃশক্তি, মাতৃত্ব, মাতৃভাব এই তিনটিই এক অর্থের কথা। উক্ত মাতৃভাব দ্বিবিধ। এক ব্যাপক, দ্বিতীয় ব্যাপ্য। জগন্মাতা সর্ব্ব ব্যাপিকা, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটির বহিরন্তরে অবস্থিতা, আবার ত্রিলোকের অতীত স্থানে ও মা বিরাজ করিতেছেন। ("পরোদিবা, পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিনা সম্বভূব" ঋগ্বেদ) সুতরাং মায়ের শক্তি, মায়ের ভাব, এবং গুণরাশি ও মায়ের মত সর্ব্ব ব্যাপক, সর্ব্বান্তর্ব্বহির্বস্থিত এবং ত্রিলোকের অতীত বিষয়বর্ত্তী। অগ্নি থাকিলে দাহিকাশক্তি ও তাহার সঙ্গে অবশ্য থাকিবে। এবম্বিধ মাতৃশক্তির নাম ব্যাপক মাতৃত্বশক্তি।

এই মাতৃশক্তি যেমন পরিব্যাপক পদার্থ, ইহার ক্রিয়া ও তেমন সর্ব্ব পরিব্যাপক। যাবৎ জড় বস্তুর মধ্যেই সমভাবে ইহার ক্রিয়া হইতেছে। ইহা অন্তর্ব্বর্ত্তী থাকিয়া যাবৎ জড় বস্তুর সৃষ্টি, স্থিতি, এবং লয় কার্য্য সাধন করিতেছে, অথচ তাহা ধরিতে পারা যায় না। যাহা ব্যাপক ভাবে থাকে, ব্যাপকভাবে সমান ক্রিয়া করে, তাহা বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করা অতীব দুরূহ। এমন কি, তাহার অস্তিত্ব বুঝিয়া উঠাও সুকঠিন। তাহা "আছে, কি, নাই" বলিয়া লোকে বিচার বিতর্ক করে। তাহার ক্রিয়াকে, অনেকে, স্বভাবের ক্রিয়া বলিয়াও নিশ্চিন্ত থাকে। মত বিশেষে, অতি সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, ও অনুত্তোলনীয় ভাবে তড়িৎ পদার্থের ব্যাপক সত্তা স্বীকৃত হয়, কিন্তু তাহার কোন ক্রিয়া দেখানের উপায় নাই। বাস্তবিক পক্ষে, জড় বস্তুর যাবৎ ক্রিয়াতেই তাহার সহায়তা থাকিলেও তাহা ধরিয়া দেখাইবার জো নাই। কারণ তাহার ক্রিয়াদি ও তাহার মত ব্যাপক, তাহার খণ্ড বিভাগ নাই। তাহা সর্ব্বত্র সমান, সর্ব্বত্র অবিশেষ, মনুষ্য দেহ, এবং মেঘ পৃথিবী প্রভৃতি যে যে স্থানে যে যে সময়ে তড়িতের ক্রিয়া দেখান যায়, সেই তড়িৎ ব্যাপক তড়িৎ নহে, তাহা ব্যাপ্য তড়িৎ। সমুদ্র গর্ত্তের তরঙ্গাবলীর মত উহা সেই তাড়িতসমুদ্রের এক একটি তরঙ্গ বিশেষ। তরঙ্গ, সমুদ্রেরই রচিত পদার্থ হইলেও ব্যাপ্য ব্যাপকতা প্রভেদে উহা ভিন্ন, গুণক্রিয়া প্রভেদেও ভিন্ন। সমুদ্র ব্যাপক, তরঙ্গগুলি ব্যাপ্য। নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ক্রিয়া ধরিতে পাওয়া যায় না, তরঙ্গের ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারা যায়। মনুষ্য দেহাদিতে যে তড়িতের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাও ঐ বড় তড়িৎ হইতেই আত্মলাভ করিয়াছে। অথচ ব্যাপ্যব্যাপকতা ও ক্রিয়া গুণাদির দ্বারা তাহা হইতে বিভিন্ন। ব্যাপক তড়িৎ সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান, কিন্তু উহারা কেবল এক একটি স্থান বিশেষে বিকাশ পাইতেছে। এজন্য উহারা ব্যাপ্য, সর্ব্ব বড়টি ব্যাপক। বড়টির ক্রিয়া গুণাদি ধরিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্যাপ্যটির ক্রিয়া গুণ নির্দ্দেশ করা যায়। অথচ বড়টা না থাকিলে ব্যাপ্যটি জন্মিতেই পারে না। সমভাবে যাবৎ জগতের অস্তিত্ব রক্ষা করার ক্রিয়াও তাহার আছে, কিন্তু তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। জগন্মায়ের ব্যাপক মাতৃশক্তি ও তেমন সবিশেষভাবে জগতের অস্তিত্ব রক্ষা, ইহার বিকাশ এবং সংহার করিতেছে, সেই জন্য তাহা ধরিয়া পাওয়া যায় না। জগতের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন এক একটি আধারে যে মাতৃশক্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সেই ব্যাপক মাতৃশক্তি নহে, তাহার ক্রিয়াও ব্যাপক মাতৃ শক্তির ক্রিয়ার ন্যায় ব্যাপক নহে, অবিশেষও নহে। সেই মাতৃশক্তিই ব্যাপ্য মাতৃশক্তি। ইহা সেই সর্ব্বব্যাপক মাতৃশক্তি সমুদ্রেরই তরঙ্গাবস্থা বিশেষ। তাহার বিক্ষোভ হইতেই ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিকাশ। তরঙ্গের উপাদান যেমন সমুদ্র, সেইরূপ ঐ ব্যাপক মাতৃশক্তি ব্যাপ্য মাতৃশক্তির উপাদান। আর ব্যাপ্যটি তাহার উপাদেয়।

ব্যাপ্য ও ব্যাপক উভয় প্রকার মাতৃশক্তি, ফলত এক পদার্থ হইলেও, ঐ ব্যাপ্য ব্যাপকতা প্রভেদে এবং ক্রিয়া গুণের প্রভেদে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক মাতৃশক্তির ক্রিয়া গুণাদি সমস্তই সার্ব্বভৌম ও অবিশেষ, এ নিমিত্ত তাহার কোন লক্ষণ নির্দ্দেশ

করা যায় না। কিন্তু ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিশেষ বিশেষ আধারে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া, গুণ প্রকাশিত হয়, এ নিমিত্ত উহা লক্ষণের দ্বারা নির্দ্দেশের যোগ্য। ব্যাপ্য মাতৃশক্তি পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া একরূপ ক্রিয়া করিতেছ, চন্দ্রের মধ্যে থাকিয়া একরূপ ক্রিয়া করিতেছ, এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যে থাকিয়া অন্যান্যরূপ ক্রিয়া করিতেছে, আবার মনুষ্যাদি প্রাণিগণের মধ্যে থাকিয়া এক এক প্রকার ক্রিয়া করিতেছে, প্রত্যেক আধারের প্রভেদে ইহার অনুগামী গুণগুলিও ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়। আর এতৎ সমস্তই বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়া বুঝান যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাপক মাতৃশক্তির সমস্তই অবিশেষ, সুতরাং "ইদমিত্থং" রূপে নির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। সুতরাং তাহার গুণ মহিমা প্রকাশক কোন নাম ও নাই। অতএব তাহা অন্যকে কিরূপে বুঝান যাইবে? তবে একমাত্র উপায় আছে ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সহায়তা। ব্যাপ্য মাতৃশক্তি আগে বুঝিয়া লইলে তাহার সাদৃশ্য ধরিয়া ব্যাপক মাতৃশক্তি বুঝা যাইতে পারে। প্রথমে ব্যাপ্য মাতৃশক্তিগুলি চিনিয়া লইতে হইবে, তৎপর তাহার প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বাদ দিতে হইবে। পরে তাহাদের সর্ব্ব সাধারণের সমান যে গুণগুলি আছে, তাহা ধরিতে হইবে। তৎপরে তাহার দ্বারা সেই ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব ও ধর্ম্মাদি গ্রহণ করিতে হইবে। তরঙ্গের দ্বারা সমুদ্র চিনিতে হইলে যেমন অগ্রে সেই তরঙ্গগুলি বিশেষরূপে বুঝিতে হয়, তৎপর তরঙ্গাবলীর মধ্যে যে, পরস্পরের প্রভেদকারী ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া গুণ আছে, যেমন কোন তরঙ্গ নিষ্ফেণ, কোন তরঙ্গ সফেণ, কোন তরঙ্গ অধিক ফেণ, এবং কোনটা অল্প ফেণ, কোনটা অত্যুত্তুঙ্গ, কোনটা অল্পোত্তুঙ্গ, এবং কোনটা অতিতরঙ্গী, কোনটা বা মন্দগামী ইত্যাদি; এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। পরে তাহার শৈত্য এবং দ্রবত্বাদি সাধারণ ধর্ম্ম লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে তাহার সাদৃশ্যে সমুদ্রের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। ঠিক এইরূপ নিয়মেই ব্যাপ্য মাতৃত্বের দ্বারা ব্যাপক মাতৃত্বের ভাব বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথম ব্যাপ্য মাতৃশক্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। তৎপর তাহাদের পরস্পরের প্রভেদ কারক বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াদির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, তৎপরে সেইগুলি বাদ দিয়া সমস্ত ব্যাপ্য মাতৃশক্তির সমান ক্রিয়া, সমান ধর্ম্মগুলি ধরিতে হইবে। পরে তাহার সাদৃশ্যে লক্ষ্য করিয়া সেই সর্ব্বব্যাপক মাতৃশক্তির মর্ম্ম বুঝিতে হইবে। অতএব এখন ব্যাপ্য মাতৃশক্তিরই ক্রিয়া গুণাদির প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক হইতেছে। কোন্ কোন্ আধারে ব্যাপ্য মাতৃশক্তির বিকাশ হয়, তাহা অন্বেষণ করিয়া পরে তাহার ক্রিয়াগুণের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তাহা হইলে প্রথম জিজ্ঞাস্য, মাতৃশক্তির স্ফুরণ হয় কোথায়, কোন্ কোন্ স্থানে মা প্রকাশিত হয়েন।

পাঠক, বলিতে পার, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ খানে জগন্মায়ের আবির্ভাব হয়? অথবা কোন্ খানে তাঁহার অন্বেষণ করা উচিত? আমার যেরূপ মনে হয়, তাহা জানাইতেছি, যদি তোমাদের ঐকমত্য হয়, তবে তাহারই অনুসরণ করিবে।

আমি মনে করি, মা যেখানে আবির্ভূতা হইবেন, সেখানে অনেকগুলি সুলক্ষণ প্রকাশিত হইবে। সেই লক্ষণগুলি মায়ের গুণের অনুপাতী হইবে। মা-সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বস্তু, অতএব মায়ের আবির্ভাব স্থানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বস্তু সকল প্রাদুর্ভূত হইবে। মা যদি জড় রাজ্যে, পার্থিব পদার্থে আবির্ভূতা হয়েন, তবে যে যে গুণ সেই জড়রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহারা গিয়া সেই খানে প্রাদুর্ভূত হইবে। মা যদি চেতন রাজ্যে আবির্ভূতা হয়েন, তবে চেতন রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণরাশি সেই খানে প্রকাশিত হইবে। মা পরমানন্দের বারিধি, অতল স্নেহ মমতার আকররূপা, অতএব এই সকল গুণও যথাসম্ভব মায়ের আবির্ভাবস্থানে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ মায়ের অনন্ত গুণরাশিই সঙ্গে সঙ্গে বিকাশিত হইয়া মায়ের সেবা করিবে। রাজার শুভাগমনস্থানে, রাজার ক্ষমতাপন্ন, রাজার মত গুণযুক্ত প্রধান প্রধান বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ অমাত্যবর্গ দেখিতে পাওয়াযায়, তাঁহার অঙ্গরক্ষক ও পরিচারকগণও সেবমানভাবে উপস্থিত থাকে, আবার রাজবাসের উপযুক্ত ভবন এবং রাজযোগ্য শয়নাসন ভোজনাদি সমস্তই বিরাজ করিতে থাকে এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনী, মানী, সম্ভ্রান্তগণ গিয়া সেই খানে উপনীত হয়েন। এইরূপ সাধু পুরুষের অভ্যুদয় হইলে সেখানে সাধুগণের সমাগম হয়। মহাজ্ঞানীর সুভাগমন হইলে সেখানে জ্ঞানীগণের বাজার হইয়া উঠে। আবার নিকৃষ্ট লোকের পক্ষেও এইরূপ নিয়ম। অতএব রাজাদের অন্বেষণ করিলে তাঁহাদের উপরি উক্ত যথাযোগ্য চিহ্নগুলি কোথা আছে, তাহা সন্ধান করিতে হয়। পরে যেখানে যাঁহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইখানে খুজিলেই তাঁহার সাক্ষাৎ পাইতে পারে। এজন্য মায়ের সন্ধানে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার আবির্ভাবের লক্ষণগুলি কোথা আছে, তাহা অন্বেষণ কর। পরে সেইখানে সন্ধান করিলেই মায়ের সন্দর্শন হইবে। ইহার কৌশল বলা যাইতেছে। পার্থিব জড়রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যেখানে দেখিবে এ রাজ্যের সমস্ত সার পদার্থ একত্রিত হইয়াছে, সেই খানেই জানিবে মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। আবার চেতন রাজ্যে অন্বেষণ করিয়া যেখানে দেখিবে চেতনের সার বস্তু সমস্তই উদিত হইয়াছে, সেই খানেই মায়ের প্রকাশ নিশ্চিত জানিবে। ইহা মা নিজেই বলিয়াছেন। চল তবে সকলে একত্রিত হইয়া মায়ের অন্বেষণ করি।

ও! এই হয়েছে হে! হয়েছে! মনের আশা পূর্ণ হইয়াছে। মা ধরা দিয়াছে। আর অধিক দূর যাইতে হইল না, এই সম্মুখস্থ উদ্যানের মধ্যেই মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। ঐ দেখ, প্রতি তরু, প্রতি লতায়, প্রতি ফুলে ফুলে জগন্মায়ের আবির্ভাব চিহ্ন বিকসিত হইয়াছে। ঐ দেখ, ঐ জড় কুসুমে, জড় রাজ্যের যাহা কিছু সার, যাহা কিছু উত্তম, যাহা কিছু মহার্ঘ হইতে পারে, সমস্তই ঐ খানে প্রকাশ পাইতেছে। জড় রাজ্যে সবে মাত্র পাঁচটি পদার্থ আছে, যাহা আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিয়া থাকি, যাহা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ নামে সকলের পরিচিত। তাহার মধ্যে যে কএকটি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, যাহা আর কোথাও নাই, সেই কএকটিই ঐ খানে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। ঐ দেখ, সাধক! উহাদের অদ্ভুত বিভূতি। দেখ

একবার রূপের মাধুরী। দেখ, প্রতি কুসুমের কোলে কোলে কি অপূর্ব্ব রূপের ঘটা প্রকাশ পাইতেছে। যাহা দেখিয়া, লোকে প্রকৃত রূপের পরিচয় পায়, প্রকৃত রূপের গৌরব বুঝিতে পায়, সেই রূপ-সাগরের চাঁদ আসিয়া ফুলের কোলে উদিত হইয়াছে। যে রূপের দ্বারা যাবৎ রূপ উপমিত হয়, "গোলাপী রঙ্" "চাঁপার রঙ্" ইত্যাদি কত কথায় কত ভাবে অনুকারিত হয়। দিবাকর আর সুধাকরও যেরূপে রূপিত হইয়া পুষ্পবন্ত নাম পাইয়াছেন, সেই সর্ব্ব রূপের চূড়ামণি রূপ আসিয়া পুষ্পগর্ভে আলো করিতেছে। সাধক! ফুলের মত এমন রূপ আর কোথাও দেখিয়াছ কি? এমন মনোহর বেশ কোথাও পাইয়াছ কি? আমরি মরি! ঐ সরোবরের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর। ঐ দেখ প্রফুল্ল কমলাবলীর রূপের ছটা। জলের কোলে কোলে রূপের চাঁদ ফুটিয়াছে, জলের অন্ধকার দূর করিতেছে। প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে, বিধাতা কি কারণে কোথা হইতে এই অলোকসামান্য রূপের ফোয়ারা ছাড়িয়া দিয়াছেন? ইহা এতদিন ছিল কোথা? আ মরি! কেবল রূপওতো নয়। উহার সৌরভেরও তো তুলনা স্থান নাই। আহা! কি প্রাণ প্রিয় বস্তু। অণুমাত্র সংস্পর্শে নাসিকান্তর সুশীতল হইল। প্রাণ যেন অণুপ্রাণিত হইল। সর্ব্ব দেহ সুখের জলে দ্রব হইয়া পড়িল। সাধক! এমন সৌরভ, এমন আমোদ আর কোথাও পাইয়াছ কি? আবার দেখ! উহাদের গাত্রে একবার হস্তাগ্র লগ্ন করিয়া দেখ। দেখ, কি অপূর্ব্ব বস্তু অনুভূত হয়। উহাদের অঙ্গ স্পর্শ কি অলৌকিক সুখের আকর। উহার কোমলতা, মৃদুতায় সর্ব্ব শরীর পুলকিত হয়, নয়ন নিমীলিত হইয়া আসে। ত্বক্‌প্রান্ত উজ্জীবিত হয়, পঞ্চ প্রাণ সমাশ্বস্ত হয়। কবিগণ, কুসুম স্পর্শেরই তুলনা করিয়া যুবতী রমণী এবং বালকাদির সর্ব্বোত্তম স্পৃহনীয়তা প্রতিপন্ন করেন। অতএব কুসুম স্পর্শের দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলিবে? কুসুম স্পর্শ, কুসুমেরই স্পর্শ গুণের মত, আর বোধ হয়, আমার জগন্মায়ের শ্রীপদ সংস্পর্শের মত।

এখন দেখ রসের তামাসা! রস উহার বাহিরে নাই। উহার অন্তর্গর্ভেই রস-পীযূষের খনি। অভ্যন্তরে রসের কূপ খাত হইয়াছে। সর্ব্বোত্তম রস বুঝাইতে হইলে লোকে যাহাকে সর্ব্বাগ্রে উপনীত করে, প্রাণ-প্রিয়তা প্রতিপাদন করিতে লোকে যাহার সঙ্গে রূপক করিয়া থাকে সেই মধুর রসের আকর মধুই ঐ খানে সঞ্চিত হইয়াছে। এ রসের আর তুলনা আছে কোথা?

এইরূপে সর্ব্বোত্তম রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ সকলেই কুসুম ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। লুক্কিত রূপে আছেন কেবল শব্দ। কুসুমালয়ে শব্দের কোন তত্ত্ব পাওয়া যায় না। শব্দ আসেন নাই কেন? বোধ হয় গৌরব ভঙ্গের ভয়ে। কুসুম নিজ হইতে আপনার গুণ কীর্ত্তন করিবেন না। যাহার কোন গুণ না থাকে, বা অন্যে যাহার গুণ কীর্ত্তন করে না, সেই আপনার গুণ আপনা হইতে গান করিয়া থাকে। কুসুম তাহা করিবে কেন? কুসুমের তো গুণের অভাব নাই, তাহার গায়কেরও ত্রুটি দেখা যায় না। তাই কুসুম নিজে নিস্তব্ধ হইয়া অবস্থিত। মধুকরগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া মধুররবে গুণাবলীর গান করিতেছে এবং কুসুমাবলীর সর্ব্বোত্তম শব্দের অভাব পূরণ করিতেছে। অতএব এই কুসুমধামে নিশ্চয়ই জগন্মায়ের আবির্ভাব হইয়াছে, নিশ্চয়ই মা এখানে দেখা দিয়াছেন।

এস, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, শুন, উহারা কিরূপ সাক্ষ্য দেয়। মনোমোহনরূপ! প্রাণপ্রিয় সুরভি! জীবনদ স্পর্শ! রসোত্তম মধুর! তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ! কাহার সহবাস অভিলাষে এত পবিত্র বেশ ধারণ করিয়াছ, কাহার সেবার নিমিত্ত সকলে একত্রিত হইয়া এত সাবধানে পুষ্পধামে দাঁড়ায়ে রহিয়াছ? অনেক জড়বস্তু দেখিয়াছি, আর কুত্রাপি তোমাদের এরূপ গৌরব, এরূপ সৌরভ দেখিতে পাই নাই তো? এইরূপ সম্মীলনও আর কোথাও শুনিতে পাই নাই তো? এ যে সকলেই গৌরবের পরাকাষ্ঠা ধরিয়া ফুলের কোলে মীলিত হইয়াছে? অলিগণ! তোমরাই বা ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে কাহার গুণ গান করিয়া মনপ্রাণ কাড়িয়া লইতেছ? সমস্তই আমার মায়ের জন্যে নয় কি? সেই সর্ব্বোত্তমা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা রাজরাজেশ্বরীর আগমনের জন্য নয় কি? বুঝিলাম, "মৌনং সম্মতিলক্ষণম্" সমস্তই আমার সর্ব্বেশ্বরী জগন্মায়ের আবির্ভাবের চিহ্ন। মায়ের অন্তঃপ্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই জড়পদার্থের সর্ব্বোত্তম গুণরাশি এই কুসুমক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে।

অথবা আমাদেরই বুঝিবার ভুল। এই সকল প্রাণপ্রিয় গুণাবলী কেবল পার্থিব পদার্থের নহে। জড়রাজ্যে কোথাও এইরূপ গুণের বিকাশ দেখা যায় নাই। অতএব ইহা আমার মায়েরই গুণ গরিমার সৌরভ। মায়ের গুণে অনুবিদ্ধ হইয়াই উহারা এই স্বর্গীয় ভাব গ্রহণ করিয়াছে। রূপ রসাদি গুণাবলী অন্য পার্থিব পদার্থেও যে ভাবে থাকে, এই কুসুম ক্ষেত্রেও সেই ভাবেই সমাবিষ্ট আছে। কিন্তু অন্তরালে মায়ের রূপ, গুণ প্রকাশিত হইয়া ইহাদিগকে সুবাসিত করিয়াছে, রস গোল্লায় রসের ভাবনা প্রবেশ করিয়াছে। রঙ্গীণ কাচের গর্ভে আলোক জ্বলিয়াছে। তাই ফুলের রূপের এত রূপ, রসের এত রস। উহার জড়রূপে আমার মায়ের রূপ বিদ্ধ হইয়াছে, তাই দৃষ্টিমাত্রে মন প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়। উহার মধুর রস মায়ের রসে মাখা হইয়াছে, তাই এত প্রাণ প্রিয় হয়। উহার সৌরভের মধ্যে আমার মায়ের সৌরভ প্রবেশ করিয়াছে, তাই এত গৌরবে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করে। ফুলের স্পর্শগুণে জগন্মায়ের পদস্পর্শ মিলিত হইয়াছে, সেই জন্য উহার এত গরিমা বাড়িয়াছে। না হইলে এমন হইবে কেন, জড়রাজ্যে উহাদের দৃষ্টান্ত নাই কেন?

সাধক! কিছু বুঝিতে পাইলে কি? আমার জগন্মায়ের রূপগুণের কিছু আঁচ পাইলে কি? যাঁহার বিকাশ স্থানে জড় বস্তুর রসই এত মিঠা, সেই মা আমার কেমন মিঠার খনি, তাহা বলিতে পার কি? যাহার বিকাশ ভূমির রূপের ছটায় দিঙ্মণ্ডল আলোকিত হয়, তাহার নিজতনুর রূপের গৌরব মনে ক'রেছ কিরূপ? যাঁহার বিকাশে জড়ের গন্ধেরই এইরূপে বিকাশ, তাঁহার তনুর সৌরভ কিরূপ হইতে পারে, তাহা বলিতে পারিবে কি?।

প্রাণ প্রিয় রূপ! তুমি একবার ফুলের কোল হইতে সরিয়া দাঁড়াও, ক্ষণকালের জন্য একবার মায়ের রূপের আবরণ

উন্মোচন কর, আমি প্রাণ ভরিয়া মনের সাধে মায়ের রূপ সন্দর্শন করি, ভাই, রস! তুমি একবার মায়ের দ্বার পরিত্যাগ কর, আমি মায়ের প্রকৃত রস পান করিয়া প্রাণের পিপাসা বিদূরিত করি, প্রাণবন্ধু গন্ধ! তুমিও একটু অনুগ্রহ কর, ক্ষণ কালের নিমিত্ত একবার মায়ের গন্ধের আচ্ছাদন পরিমোচন কর, আমি মায়ের সৌরভ স্পর্শ করিয়া পঞ্চপ্রাণ অনুপ্রাণিত করি, প্রাণসখে স্পর্শ! হৃদয়ানন্দ শব্দ! তোমারাও ফুলের রূপ রসাদির অনুবর্ত্তী হও, ক্ষণকালের নিমিত্ত আমার মায়ের শ্রীপদ স্পর্শানন্দ ভোগ করিতে দেও, মায়ের প্রাণভরা কথা শুনিয়া কৃতার্থ হইতে দেও! ভাই! তোমরাইত মায়ের রূপের একটু আভাস দিয়া মনপ্রাণ মুগ্ধ করিতেছ, হৃদয় লুব্ধ করিতেছ! মায়ের নিকটে আসিয়াছ বলিয়া তোমরাই যখন এই মনোমোহন বেশ ধরিয়াছ, তখন মায়ের নিজতনুর রূপ যেন কতই সুধা মাখা হইবে, আমার জগন্মায়ের রস যেন কতই মিঠা হইবে, সৌরভ যেন কত শত গৌরবের হইবে। মায়ের শ্রীপদ স্পর্শ বোধ হয় মৃত্যু বারণ করে! তাই এত ব্যগ্র হইয়াছি, এত অধীর হইয়াছি। তোমরা মায়ের আবরণ বিমোচন করিয়া ক্ষণ কালের নিমিত্ত দীন প্রাণীর আশা পূর্ণ কর।

প্রিয় সাধক! ঐ দেখ, আমার মায়ের বিকাশ-স্থলীর সমাবেশের পরিপাটী! কুসুমগণ কিছু কালের জন্য মায়ের বসতি গৃহরূপে পরিণত হইয়াছে! ইহার অন্তর হইতে সৌরভের ফুওরা ছুটিয়া বহির্দ্বারের বহির্দ্দেশে দশ দিকে আমোদ করিতেছে! তাহার অপবিত্রতা দূর করিয়া পুণ্যক্ষেত্র করিয়া ফেলিতেছে! যেন জগন্মায়ের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে, তৎপরে মায়ের প্রকোষ্ঠের নিকটে আসিলে রূপের ছটা! পরে স্পর্শ করিলে স্পর্শ,—তৎপরে সর্ব্বান্তরে প্রবেশ করিয়া মায়ের পদে উপনীত হইলে কেবল মাধুরী মাখা মধু, কেবল অমৃতোপম রস। এইরূপ সমাবেশও মায়ের অন্য ধামের সমাবেশের অনুকরণকারী। যেখানে আমার মায়ের ধাম, সেই খানেই তার আগে আগে সুরভি ছুটিতে থাকে। নিকটে গেলে রূপ ফুটিতে থাকে, এবং প্রবেশ করিয়া ডুব দিলে রস সাগরের তলে পড়িয়া যায়। এজড় রাজ্যের সমাবেশও সেই চিত্রে চিত্রিত হইয়াছে।

আবার দেখ, ইহার আর এক অদ্ভুত ব্যাপার! ইহার গঠনের সুঠাম একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ! অবয়ব সমাবেশের কি অপূর্ব্ব পরিপাটী! আমার মা এখানে কিঞ্চিৎ কাল বসিবেন বলিয়া, বিধাতা, কতযত্নে কত সাবধানে ইহার নির্ম্মাণ করিয়াছেন! সাধক! পুষ্পের মত এমন মনোহর নির্ম্মাণ-রীতি আর কোথাও দেখিয়াছ কি? ইহার কৃত্রিম অবস্থাও এত হৃদয়প্রিয় যে, অন্য কোথাও তুলনা হইতে পারে না। মানব যে কোন বস্তু মনোহর দৃশ্য করিবে বলিয়া মনে করে, তাহাকেই সত্য কিম্বা কৃত্রিম কোন রূপ পুষ্পের দ্বারা প্রসাধিত করে। বস্ত্রের মধ্যে পুষ্প চিত্র করে, আসন ভূষণে পুষ্প চিত্র করে, গৃহের গাত্রে গৃহের গর্ভে লতা পাতা সম্বলিত পুষ্প চিত্র করে। স্বর্ণকারগণ কনক রজতের পুষ্প খচিত করিয়া মনোহর ভূষণ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। নাগর নাগরী পুষ্প মাল্যে শোভাবর্দ্ধন করে। অধিক কি, কবিগণ ও মনোহর মুখ বুঝাইতে কুসুমের দ্বারাই তুলনা করিয়া থাকেন। অতএব পুষ্পই মনোহর নির্ম্মাণের পরাকাষ্ঠা স্থান। দেহের মধ্যে মায়ের সাতটি বসতি স্থান আছে, সেখানে এক একটি পঙ্কজ কুসুম। মা পঙ্কজসমূহের কর্ণিকা মধ্যে বাস' করিতেছেন। তাই বিধাতা, বহিরাজ্যে মায়ের আসন গড়িতে গিয়া তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন। ইহারও কর্ণিকার অভ্যন্তরে আমার জগন্মাতা আসন করিয়াছেন। আরো দেখ, ফুলের মধ্যে আরো কত কি ফুটিয়া রহিয়াছে!

প্রকাশে কি ঐ ফুলের কোলে,
দেখরে! নয়ন! হৃদয় খু'লে,
আছে কি উহার জড়তা লেশ?,
দুঃখের কালিমা আছে কি হেথায়?।
নহি নহি নহি তা কিছু নয়,
তাতে কি হৃদয় শীতল হয়?॥
এ যে প্রকাশিছে হাসি হাসি মুখ,
কেবলি আনন্দ কেবলি সুখ,
আনন্দ প্রতিমা করিছে বিরাজ,
ভাসেরে কুসুম আনন্দ-নীরে!
কুসুম গরভে নাশিয়ে আঁধার,
ঢাকিছে উহার জড়তারে!॥
দেখি না উহার জড়তা লেশ,
প্রকাশ মূরতি প্রসন্ন বেশ,
নাই মলিনতা নাই কপটতা,
সরল অমৃত প্রতিমারে!
শান্তির কিরণ করে বিকিরণ,
দয়া মাখা ভাব ফুটিছেরে!॥
নাহি অসারতা নাহিক বিকার,
উৎপত্তি বিনাশ দেখি না উহার,
অনন্ত আধারে একই আকার,
ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখি না কভু।
পরিধি আকার দেখি না ইহার,
তাইত সকলে বলেরে বিভু॥
প্রতি ফুলে ফুলে দেখ না চাহিয়ে,
একই প্রতিমা রয়েছে দাঁড়িয়ে,
মাধবী মালতী সেফালিকা বেলী,
টগর কেশর যবা বকুল।
পাটল চম্পক কুন্দ জাতি যূথি,
কদম্ব অথবা কুটজ ফুল॥
কেহবা পাটল কেহবা হরিত,
কেহবা লোহিত কেহবা পীত,
কেহ পঞ্চ দল কেহ শত দল,
আকার প্রকার সকলি নানা।
মায়ের আকার কিন্তু সমাকার,
দেখিনা তাহার প্রভেদ কণা॥
সেই শান্তিময়ী মোহন মূরতি,
ফুলে ফুলে দেখ একই আকৃতি,

সেই সুখ প্রীতি আনন্দ ও সেই,
সেই দয়ামাখা হাসি হাসি মুখ ॥
সেই ঘন ঘন গভীর ভাব
বিহ্বল বিহ্বল শীতল মুখ ॥
সরল কটাক্ষ তাহা ও সেই,
ফুলে ফুলে তার প্রভেদ কৈ,
সেই লোভনীয় মধুর বেশ,
সকলিত এক সকল ফুলে।
ইহা কি কখন সম্ভবেরে মন !
বিনাশী অসার বিকার হ'লে ?
হয় না এ সব ফুলের স্বভাব,
বিকারে কি থাকে অবিকার ভাব,
বিকারে বিকার অসারে অসার,
তাহাইত হয় ন্যায়ের নিয়ম ॥
বিবিধ বরণ বিবিধ গঠন,
ইহাই ফুলের নিজের ধন ॥

এইরূপে মায়ের গুণরাশি প্রতিবিম্বিত হইয়া কুসুম কানন আনন্দ কাননে পরিণত করিয়াছে। অতএব মা নিশ্চয় এই কুসুমের গর্ভে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

তৎপর যে সকল তরুলতায় ফুল এখনও ফুটে নাই, কিন্তু গর্ভ মধ্যে বিকাশ হইয়াছে, সেই খানেও দেখ গিয়া মায়ের আবির্ভাবের লক্ষণ বিকসিত হইয়াছে। ঐ দেখ, প্রসবোন্মুখ বৃক্ষ লতাগণ কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। গর্ভস্থ শশধর উদয়োন্মুখ হইলে জলধির ন্যায় অন্তরে অন্তরে ক্ষোভিত ভাব প্রকাশ করিতেছে। কি জান একরূপ গৌরবের ছটা ফুটিয়াছে। অন্তর্মন হর্ষোৎফুল্লভাব ইঙ্গিত করিতেছে। ঐ দেখ, কি মধুর রূপের প্রকাশ। যাহা অন্য সময়ে দেখি নাই, অন্য সময়ে শুনি নাই, আসন্ন প্রসব কালে তরুগণ আজ সেই বেশে সজ্জিত হইয়াছে। ইহাই মায়ের আবির্ভাবের চিহ্ন। আর চল ঐ শরৎ কালের হরিত ক্ষেত্রে। ঐ দেখ, গর্ভধারণোন্মুখ ধান্যাবলীর ক্রোড়ে কি আনন্দময় ফুল ফুটিয়াছে। ওখানেও সেই অকলঙ্ক সুধাকরের কিরণাবলী দশ দিক্ আলো করিতেছে। আমার জগন্মায়ের আবির্ভাব ঘোষণা করিতেছে। কুসুমের ন্যায়, তরুগণের ন্যায় ওখানেও মা প্রকাশিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ গর্ভধারণোন্মুখ, অথবা ধৃতগর্ভ যে কোন উদ্ভিজ্জের নিকট উপস্থিত হইবে, সেই খানেই জগন্মায়ের আবির্ভাবের পরিস্ফুট চিহ্নাবলী দেখিতে পাইবে।

বাস্তবিক কেবল উদ্ভিজ্জই নহে, জগতের যাবৎ প্রাণীরই তাদৃশাবস্থায় জগন্মায়ের পরিস্ফুরণ হয়। শূকরী, কুক্কুরীও ফলোন্মুখী হইলে মায়ের প্রকাশ চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভাই! সেখানে আমাদের গিয়া কার্য্য নাই। সেখানে যাওয়া না যাওয়া সমান। সেখানে আমরা কিছু দেখিতে পাইব না। নয়ন যেরূপে গঠিত হইলে তাহা ধরা যাইতে পারে, তাহা আমাদের নাই। আমাদের নয়ন এতই জড়িত যে, জড় রাজ্যের ভাব ভঙ্গীও ভালরূপে ধরিয়া লইতে পারে না। সুতরাং উহারা চেতন প্রাণীর কোন কিছুই গ্রহণ করার উপযুক্ত নহে। জড় রাজ্যের জড় দেহ বাদ দিয়া অন্তরাত্মা, একরূপ নাই বলিলেও হয়। উহা বাহ্যাত্মায় মিশিয়া গিয়াছে। এ জন্য উহাদের অন্তর, বাহির এই দুই প্রকারে প্রভেদ নাই। অন্তর্ব্বহির্ভাবেরও কোন পার্থক্য নাই। উহাদের বহির্ভাবই আন্তরিক ভাব। অন্তরে যে ভাব বিকসিত হয়, বাহিরেই তাহার ক্রিয়া হইতে থাকে। সুতরাং বাহিরের দিকে তাকাইলে, জড় নয়নের দ্বারাই তাহা ধরিতে পারা যায়। অতএব মা উহাদের অন্তরে উদিতা হইলেও লুকাইয়া থাকিবেন কিরূপে? চেতন প্রাণী হইলে কিন্তু তাহা হইতে পারে। চেতন প্রাণীর জড় দেহ হইতে অন্তর ভাগ সুব্যক্ত পৃথক্। সুতরাং উহাদের অন্তরের ভাব উদ্ভিজ্জের মত বাহিরে অধিক পরিব্যক্ত হয় না। উহার অন্তঃপ্রকাশ ষোল আনা হইলে দুই আনা মাত্র দেহের উপরে দর্শন দিয়া থাকে। সুতরাং অনভ্যস্ত চক্ষে তাহা গ্রহণ করা দুষ্কর। মায়ের ভাব একেইত সূক্ষ্মতম বস্তু, তাহাতে আবার অন্তর রাজ্যেই বিকাশ, তাহার আবার আন্তর রাজ্যে পূর্ণ মাত্রায় হইলেও বাহিরে কেবল অষ্টমাংশের প্রকাশ, তবে তাহা এই জড়ীকৃত নয়নে কি প্রকারে ধরিব! তাই বলি, শূকরী কুক্কুরীর নিকটে গিয়া কার্য্য নাই, আর ঋতুমতী ষোড়শী সীমন্তিনীকে স্বপ্নেও মনে করিও না। সুধা সমুদ্রের সুধার পৃষ্ঠে যে গরল প্রকাশিত হইবে, তাহা অতি ভয়ঙ্কর। স্বয়ং বাবা আর বাবার গুণযুক্ত পুত্র ব্যতীত দেব মানব যিনি তাহার সংস্পর্শ করিবেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্ব প্রাণ ভস্মীভূত হইবে। অতএব নারী রমণীতে জগন্মায়ের প্রকাশ চিহ্ন দেখিতে গিয়া প্রয়োজন নাই। চোক্ ফুটিলে তবে তাহাতে সাহস করা যাইবে। এখন নিশ্চয়রূপে ধরিয়া রাখ, গর্ভের সময় সমুপস্থিত হইলে, দেব মানবাদি হইতে তির্য্যগ্যোনি পর্য্যন্ত নিখিল রমণীতেই আমার জগন্মায়ের আবির্ভাব হয়। বাস্তবিক, তাঁহার আবির্ভাব হয় বলিয়াই উহারা গর্ভধারণে উন্মুখী হয়। তবে পণ্ডিতগণ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহা একবার আবৃত্তি করিয়া রাখি। তাঁহারা বলেন,—

এই দেখ, দেখ আসি দরিদ্র কুটীরে।
পূর্ণ শশী প্রকাশিছে গিরির কন্দরে ! ॥
মায়ের রূপের ছটা করিয়ে বিস্তার।
সাধক হৃদয়-কূপে নাশিছে আঁধার ! ॥
তৃণের কুটীর যেন শোভিছে অমরা।
পার্থিব প্রাঙ্গণ দেখ প্রকাশিছে হিরা ! ॥
ঘৃণিত বিটপী লতা হয়েছে নন্দন !।
পরিবারে মনে হয় কৈলাস ভবন ! ॥
আহা, কি মধুর প্রভা পাইছে প্রকাশ !।
গৃহের তিমির রাশি করিছে বিনাশ !।
কিবা স্নেহ মধু মাখা, ফুটিছে সরল শিখা,
মায়ের আধ-আধ ঢাকা, বদনমণ্ডলে।
আহা কি দ্রবদর্শন, করিছে শুভ সিঞ্চন,
সুধাকর সুধা যেন, ভাসিতেছে জলে ! ॥
কত দয়া কত মায়া, কোমলতা মাখাইয়া,
রয়েছে নেত্র পূরিয়া, স্রবিতেছে ধীরে !।

মায়ের নয়ন তটে, চঞ্চলতা আছে বটে,
তবু অটলতা ফুটে, রয়েছে অন্তরে ! ॥
আহা কি পবিত্র ভাব, কণা মাত্র নাহি পাপ,
নাই কলঙ্কিত ভাব, শ্রীমুখমণ্ডলে।
অপূর্ব্ব সরল কান্তি, যেন মূর্ত্তিমতী শান্তি,
নাশিছে জড়তা ভ্রান্তি, সাধক পুষ্কলে ॥
অভিমান বিরহিতা, লজ্জার মাধুরী যুতা,
বিকাসিছে গম্ভীরতা, অথচ অধীরা।
অপূর্ব্ব সন্তোষপ্রভা, করিছে বদন শোভা,
লোভের প্রভাবে শুভা, না হয় বিধুরা ॥।
কিবা মুগ্ধ-মুগ্ধ ভাব, নাশিছে হৃদয় তাপ,
মমতায় মোহিছে পরাণ !
কি জান কি ঘনঘন, মধুর সীকর দান,
করে মা'র সুচারু বয়ান ॥
যত করি দরশন, তত লোভিছে নয়ন,
মনপ্রাণ আকর্ষণ করে।
ইচ্ছা হয় "মা" বলিয়ে, ডাকিয়ে জুড়াই গিয়ে,
তাপিত হৃদয়ে প্রাণ ভ'রে ॥
স্বামী শ্বশুর দেবর, সেবকাত্ম পরিকর,
পরিচর্য্যায় পরিতোষ সবে।
রন্ধনাদি যত কর্ম্ম, গৃহমেধীর গৃহধর্ম্ম,
একাকিনী করিতেছ শিবে !।
(মাগো !) অবিরল স্বেদ বিন্দু, দ্রবিছে তোর বদনেন্দু,
তথাপি ক্লান্তি কালিমা নাই।
নাই মা ! তোর ধৈর্য্যচ্যুতি, সর্ব্বংসহা মূর্ত্তিমতী,
বিরক্তির রত্তিও না পাই ॥
সংসারে কত অভাব, তথাপি নাই দুখের ভাব,
ত্রিপাপ হারিণী কি তুই উমা ?।
সদা সন্তোষ প্রতিমা, জড়েতে তোর নাই প্রতিমা,
প্রকাশিছ মূর্ত্তিমতী ক্ষমা ! ॥
সরল নয়ন হ'য়ে, দেখরে মানব ! চেয়ে,
প্রতি অঙ্গে ভাসে মায়ের শ্যামা !।
আচরণ শিরদেশ, প্রকাশে মায়ের বেশ,
ফুটিয়াছে মায়ের প্রতিমা ॥ *

এবম্বিধ লক্ষণাবলী কেবল ঋতুকালেই প্রকাশিত হয়, তাহা নহে। উক্তবিধ অবলা মায়ের দেহ হইতে সর্ব্বদাই ঐ সকল লক্ষণ বিরাজ করিতেছে। তবে প্রভেদ কেবল ন্যূনাধিক্য। ঋতুকালে উহার অতি পরিস্ফুট অধিকতর বিকাশ, আর অন্য সময়ে আপেক্ষিক স্বল্প। সুতরাং এখানে মায়ের সর্ব্বদাই আবির্ভাব রহিয়াছে। দেবগণ তাহাই দেখিয়া মাকে বলিয়াছেন,— "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" (মা-পু) আবার মাও বলিয়াছেন,—"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা?" (মা-পু) এতদ্ব্যতীত অন্য স্থানেও অন্য ভাবে মায়ের আবির্ভাব এবং তদীয় লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা পরে বলা যাইবে। এখন এই সকল স্থানে মাতৃশক্তির কি কি ক্রিয়া হইতেছে, তাহা চিন্তা করা যাউক। কারণ এই সকল ব্যাপ্য মাতৃশক্তির ক্রিয়াদির দ্বারাই আমরা ব্যাপক মাতৃশক্তির ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিব, ইহা পূর্ব্বে প্রতিশ্রুত হইয়াছি।

প্রথমে, পুষ্পের মধ্যে মাতৃশক্তির ক্রিয়ান্বেষণ কর। কথাটি বুঝিবার পূর্ব্বে, আর একটি কথা শুনিয়া রাখ। এই কুসুমাদির মধ্যে যেমন মাতৃশক্তি বিকাশের পরিচয় লইলে, পিতৃশক্তিও তেমন তাঁহার সঙ্গে বিকসিত ভাবে বিরাজ করিতেছেন। হয় সেই কুসুমের মধ্যেই, না হয় তাহার সন্নিহিত সজাতীয় আর একটি বৃক্ষের কুসুমে। আবার চেতন প্রাণীর মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্রই পুংদেহেতে পিতৃদেবের বিকাস। কিন্তু একটু সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলে প্রতি দেহে পিতা মাতা উভয়েরই সন্দর্শন হইবে। জন্তুর দক্ষিণার্দ্ধে পিতৃশক্তি বিরাজ করিতেছেন, বামার্দ্ধ অধিকার করিয়া মাতৃশক্তি ক্রিয়া করিতেছেন। আবার আরো কিছু দৃষ্টি প্রসাদ হইলে দেখিবে পিতৃশক্তি আর মাতৃশক্তি আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, তাহার পরে দেখিতে পাইবে পিতা মাতা উভয়ের পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। তখন এক বস্তুকেই একবার পিতা, একবার মাতা বলিবে। এই বলিলাম বাবার কথা। এখন প্রস্তাবিত বিষয় শুন।

এই যে কদম্ব কুসুমটি দেখিতেছ, উহা দেখিতে একটি কুসুম হইলেও বাস্তবিক একটি নহে। উহা বহু কুসুমের সমষ্টি। তাহার অবস্থা এইরূপ,—উহার মধ্যে একটি গোল গোটা আছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ হইতে শত শত কুসুম বিকসিত হইয়াছে। ঐ কুসুমগুলির আকার পিত্তলের বাঁশীর মত উহার নীচের দিক্‌টা সরু, আর উপরটা ঠিক সেই বাঁশীর অগ্রভাগের ন্যায়, অর্থাৎ ধুস্তূর পুষ্পের ন্যায় বিস্তৃত। ঐ নীচ ভাগটা গোটাটীর মধ্যে বিধান আছে, অগ্রভাগটা বাহিরে আছে। তন্মধ্যে একটি দণ্ডাকার শ্বেত বর্ণ ধ্বজ প্রবিষ্ট আছে। ঐ ধ্বজান্তর্ব্বর্ত্তী অতি সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে সূক্ষ্ম শ্বেতবর্ণ দ্রবাকার পদার্থ সমুদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রে আসিতেছে। আসিয়া ঐ বাঁশীর আকার কুসুমটির অন্তঃস্তরে বিসর্পিত হইতেছে। এ দিকে আবার ঐ কুসুমটির মধু স্থানের ও নিম্নে একবারে মূল প্রদেশে অতিসূক্ষ্ম আর এক প্রকার রেণু সঞ্চিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ধ্বজোদ্গীর্ণ দ্রব পদার্থ আসিয়া এই রেণুর সহিত সঙ্গত হইতেছে। এই হইল এদিকে। তৎপর ঐ যে গোলাকার গোটাটী দেখিতেছ, উহা আবার একটি জিনিষ নহে। উহা বাকুদের কারতুষ, অথবা গর্ভস্থধান্য কোষের ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শত শত কোষের সমষ্টি মাত্র। ঐ কোষগুলির মধ্যে এক একটু ফাক আছে। তাহাতে এক প্রকার অমৃতরস, এবং তন্মধ্যে এক একটি মধ্যদ্বারী ডিম্বাকার মন্দির আছে, অর্থাৎ অর্দ্ধ বিভক্ত মটর কলায়ের মত এক একটি জিনিষ আছে। উক্ত কোষ সমূহের মুখদেশ হইতেই পূর্ব্বোক্ত সেই ধ্বজ সঙ্গত কুসুম-সমূহ বাহির হইয়াছে। এইরূপ শত শত কুসুম আর শত শত কুসুম কোষ একত্রিত হইয়া বড় একটি গোলাকার গ্রহণ করিয়াছে, এবং দৃষ্টিতে একটির মত প্রতিভাত হইতেছে। এইত

* ইহা যদি বিস্তৃত রূপ জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে, ১৮১২ শকের জৈষ্ঠ মাসের "বেদব্যাস" পাঠ কর। সেই খানেই ইহা যথা শক্তি প্রকাশ করিয়াছি।

হইল ঐ পুষ্পটির সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ। এখন মা এবং বাবা ইহার কোন্ স্থানে প্রকাশিত হইয়াছেন, এবং কোন খানে কি করিতেছেন, তাহার চিন্তা করা যাউক্।

ঐ যে কুসুম কোষ বা বীজ কোষের অন্তর্গত অমৃতরসে ভাসমান মন্দিরের কথা বলিয়াছি, উহাই মা এবং বাবার লীলা স্থান। মাতৃশক্তি পিতৃশক্তি উভয়েই ঐ খানে বিকসিত।

উক্ত উভয় শক্তির পরস্পরের সমাগমোৎসুক্য হইয়া কিঞ্চিৎ স্ফূর্ত্তি বা বিক্ষোভ হইলেই তদ্দ্বারা ঐ অপত্যাশয় রূপ ডিম্বাকার মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। বীজ কোষও তদ্দ্বারাই রচিত। মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি যখন এই রূপ ক্রিয়া করেন, তখন ইঁহাদের নাম সৃষ্টিশক্তি। কারণ ঐ ক্রিয়াটিই ভবিষ্যৎ কদম্ব বৃক্ষের সৃষ্টি ক্রিয়া। পরে ঐ দ্বিবিধ শক্তির দ্বারাই দ্বিবিধ রেণু বা বীর্য্য বিশেষ নির্ম্মিত হইল। উহা ঐ কদম্ব বৃক্ষের সার সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা গঠিত। উহার মধ্যে কদম্ব বৃক্ষের মূল প্রকৃতি আর উহার শরীর গঠনের অতি সূক্ষ্মতম মূল উপাদান সন্নিবেশিত আছে। এই রেণু নির্ম্মাণও সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া। তৎপর যে রেণু বা বীর্য্য পিতৃশক্তির দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা ঐ ধ্বজের অন্তর্ব্বর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম পথে উদ্গীর্ণ হইয়া ধ্বজের অগ্রভাগে উপস্থিত হইল। আবার মাতৃশক্তির দ্বারা যাহা নির্ম্মিত, তাহা উদ্গীর্ণ হইয়া পুষ্পটির মূল প্রদেশে আসিল। ইহাও পিতৃ মাতৃশক্তির সেই সৃষ্টি ক্রিয়ার অন্তর্গত ক্রিয়া, সুতরাং সৃষ্টি ক্রিয়াই বটে। বলা বাহুল্য উক্ত উভয় বিধ বীজের মধ্যেও যথাযথ পিতৃ মাতৃশক্তির আবির্ভাব আছে। সুতরাং তাঁহাদের পরস্পরের সমাগমের চেষ্টায় পিতৃশক্তি ঐ ধ্বজাগ্রবর্ত্তী পৈতৃক বীজ লইয়া মাতৃ বীজের নিকট অধঃপতিত হইলেন, আবার মাতৃশক্তিও ঐ বীজ-শরীরের দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া রাখিলেন। তৎপর ঐ পরস্পরালিঙ্গিত বীর্য্যদ্বয় সেই মূল বীজ কোষে প্রত্যাহৃত করিলেন। পিতৃশক্তির এই ক্রিয়াটির নাম ব্যঞ্জনা ক্রিয়া। এ নিমিত্ত এই অবস্থায় পিতৃশক্তিকে ব্যঞ্জনা শক্তি বলা যায়। আর মাতৃশক্তি যে ঐ সম্মীলিত বীজদ্বয় বীজকোষে আনীয়া আত্মসাৎ করিলেন, তাহার নাম ধারণা ক্রিয়া। এই অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ধারণা শক্তি বলা যায়। তৎপর পিতৃশক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা হইয়াই মাতৃশক্তি ঐ বীজদ্বয়কে একত্রিত করিয়া কদম্ব বৃক্ষের প্রকৃতি ও তদীয় দেহের সাররস সমাকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা উহার পুষ্টিও নির্ম্মাণ করিতে থাকে। ঈদৃশ পোষণ ক্রিয়ার নাম ভাবনা ক্রিয়া। এনিমিত্ত এই অবস্থায় মাতৃশক্তিকে ভাবনা শক্তি বলা যায়। * * তৎ স্ত্রিয়ামাত্মভূয়ং গচ্ছতি যথা স্বমঙ্গং। মা তং ভাবয়তি, ভাবয়িত্রী সা ভাবয়িতব্যা” * * * ইত্যাদি শ্রুতি।

উক্ত ধ্বজ আর কুসুমটির ও আর দুটি নাম আছে। একটির নাম পুংলিঙ্গ, আর একটির স্ত্রীলিঙ্গ। ধ্বজটির মধ্যে পিতৃশক্তির ক্রিয়া হইতেছে, পিতৃশক্তিরই অন্য নাম পুংশক্তি, অতএব ধ্বজটি পিতৃশক্তি বা পুংশক্তির লিঙ্গ, অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ্ন, এজন্য উহারই নাম পুংলিঙ্গ। আর কুসুমটির নাম স্ত্রীলিঙ্গ। ওখানে মাতৃশক্তির বিকাশ হইয়াছে। মাতৃশক্তিরই নামান্তর স্ত্রীত্বশক্তি।

এখন মাতৃশক্তির পরবর্ত্তী ক্রিয়া শ্রবণ কর। উক্ত বীজকোষে রাখিয়া পোষণ করিতে করিতে যখন উহা বৃক্ষত্বলাভের উপযুক্ত হইবে, তখন দীপ হইতে দীপান্তরের ন্যায় ঐ কদম্ব বৃক্ষের মাতৃপিতৃশক্তি দ্বিধাভূত হইবেন। একাংশে কদম্ব বৃক্ষেই থাকিবেন, অপরাংশে ঐ বীজগুলি কোলে করিয়া বৃক্ষ হইতে বিশ্লিষ্টা হইবেন। পরে উহাকে মৃত্তিকারসে সমবেত করিয়া ক্রমে একটি বৃহৎ বৃক্ষাকারে উপস্থিত করিবেন। ভাবনা ক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া এই ক্রিয়া পর্য্যন্ত পালন ক্রিয়া। অতএব এই অবস্থায় মাতৃপিতৃশক্তিকে পালন শক্তি বলিতে পারা যায়। পরে যখন মাতৃপিতৃ শক্তির সমাগম শেষ হইবে, তখন তাঁহারা অন্তর্হিত হইবেন। তখন ঐ বৃক্ষের দেহাবয়বসমূহ বিশ্লিষ্ট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষটি অদৃশ্য হইবে। এই ক্রিয়া সংহার ক্রিয়ার অন্তর্গত। অতএব এই অবস্থায় মাতৃপিতৃশক্তির নাম লয় বা সংহৃতি শক্তি। মা আর বাবা যখন সংহার শক্তির ক্রিয়া করেন, তখন মায়ের নাম সংহর্ত্রী আর বাবার নাম সংহর্ত্তা। পালন শক্তির ক্রিয়া করা কালে পালয়িত্রী, পালয়িতা। আর সৃষ্টি শক্তির ক্রিয়া কালে স্রষ্ট্রী আর স্রষ্টা। এতদ্ব্যতীত, রুদ্রাণী, রুদ্র, বৈষ্ণবী, বিষ্ণু এবং ব্রহ্মাণী ব্রহ্মা এইরূপ নামেও অভিহিত হয়েন। অতঃপর অন্যান্য ক্রিয়ার বিষয় চিন্তা করা যাউক।

এই যে কদম্ব কুসুমগুলি গর্ত্তধারণ, ও রক্ষণ, পোষণের উপযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে, যাহার এক রেখা ব্যতিক্রম হইলেও উহার কিছুই হইতে পারে না, ইহা ঐ ভাবনা নামক মাতৃশক্তির কার্য্য। ফুলের মধ্যে মধুগন্ধাদির সন্নিবেশ ও ঐ শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে, এবং ঐ বিচিত্র আকার গঠন ও তাহারই ক্রিয়া। এইরূপ আরো অনেকানেক ক্রিয়া আছে, তাহা প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করি। কদম্ব পুষ্পের বিবরণ এই পর্য্যন্ত থাকিল।

এই কদম্ব পুষ্প মধ্যে যে যে পদার্থ যে ভাবে থাকার বিষয় প্রদর্শিত হইল বকুল, পাটল, পঙ্কজ, করবীর প্রভৃতি কুসুমেও ঠিক ইহাই আছে, এইরূপ ক্রিয়া ও হইতেছে, কেবল আকার প্রকারের কিছু কিছু পার্থক্য আছে। উহাদের সকলের মধ্যেই, পুংলিঙ্গ আছে, স্ত্রীলিঙ্গ আছে, পুংবীজ আছে, স্ত্রীবীজ আছে, মধু আছে, বীজকোষ আছে, তন্মধ্যে সেই ডিম্বাকার বীজাধার ও আছে। ক্রিয়া ও সকরেই সেই মতই হয়। কেবল কতগুলি যন্ত্রের আকার প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত।

আবার কুষ্মাণ্ড, অলাবু প্রভৃতি লতা, এবং পনস তিন্দুকাদি বৃক্ষে মাতৃশক্তি আর পিতৃশক্তি দুই পুষ্পে বিকসিত হয়েন। একটিতে মাতৃযন্ত্র, অপরটিতে পিতৃযন্ত্র নির্ম্মিত হয়। পরে ঐ কদম্বাদি কুসুমের মত ক্রিয়া হইয়া পরস্পরের সম্মীলনে উহাদের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়াদি যাবৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়। আর আর সমস্তই সমান। কুষ্মাণ্ড বিটপের যে পুষ্পটির মধ্যে কেবল ঐ হরিদ্রাবর্ণ ধ্বজটি দেখিতেছ, ঐটিই পুংলিঙ্গ। উহা হইতে পিতৃশক্তির যাবৎ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। আর ঐ যে বীজাশয়ের উপরে ঐ পুষ্পটি দেখিতেছ, উহার মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গ বিকসিত। এই উভয় স্থান স্থিত উভয় হইতে ঠিক সেই কদম্বের ধ্বজ আর কুসুমের ন্যায় ক্রিয়া হইতেছে। আর আর সমস্তই সমান।

এইরূপ যে যে পুষ্পাদির মধ্যে ঐ ধ্বজাকার বস্তুটি দেখিবে সেই খানেই পিতৃশক্তির বিকাশ, ও তদীয় ক্রিয়া হইতেছে, অর যে কুসুমাদির মধ্যে যোন্যাকার নির্ম্মাণ দেখিবে, সেই খানেই মাতৃশক্তির আবির্ভাব ও তাহার ক্রিয়া হইতেছে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

ভাই! এখন বল দেখি, যদি কেহ এই পরমাদ্ভুত তত্ত্ব বুঝিতে পাইয়া পঙ্কজ অপরাজিতাদি পুষ্পের মধ্যে ঐ মাতৃযন্ত্রাশ্রিত পিতৃযন্ত্রে বাবা কিম্বা মায়ের পূজা ধ্যানাদি করেন, তবে তাঁহাকে সভ্য কি অসভ্য বলিবে? আর চেতন প্রাণীর দেহ মধ্যেও যিনি পার্থিব জড় দৃষ্টি, বা পাশব দৃষ্টি বিমুক্ত হইয়া উক্তবিধ যন্ত্রে মাতৃত্ব পিতৃত্বের অনুভব করিতে পারেন, এবং অনুভব করিয়া মা কিম্বা বাবার পূজা ধ্যান করিতে পারেন, তাঁহাকে আরো অধিক কুরুচিসম্পন্ন অসভ্য বলিবে কি না? আর যিনি ঐরূপ জ্ঞানে চেতনাচেতন সমস্ত কুসুমের দৃষ্টান্ত লইয়া মৃত্তিকাদির দ্বারা মাতৃযন্ত্র সম্বলিত পিতৃযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বাবা মায়ের পূজা করেন, তাঁহাকে নিতান্ত অসভ্য বর্ব্বর বলিবে কি না? সে যাহা হউক তোমাদের যাহার যেমন রুচি, তিনি তেমন বলিও, এখন প্রকৃত বিষয়ের অবশিষ্টাংশ চিন্তা কর।

তরুলতার মধ্যে যেমন কুসুম ও তদ্গর্ভে মাতৃপিতৃশক্তির ক্রিয়াদি প্রদর্শিত হইয়াছে, যাবৎ চেতন প্রাণীর মধ্যেও তেমন কুসুম ও তদন্তরে মাতৃপিতৃশক্তির ক্রিয়াদি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কেবল আকার প্রকারের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পার্থক্য মাত্র। এ বিষয় বিস্তাররূপে বলিতে ইচ্ছা হয় না। তাহার কারণ পূর্ব্বেই ইঙ্গিত হইয়াছে। চেতন প্রাণীর মধ্যে যে স্তন্যাদিসঞ্চয়, স্তনোদ্ভেদাদিক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহাও ঐ ভাবনা শক্তির ক্রিয়া। এইটুকু উদ্ভিজ্জ অপেক্ষায় অধিক। আর সমস্তই প্রায় সমান। এই হইল কয়েকটি ব্যাপ্য মাতৃশক্তির ক্রিয়ার পরিচয়। এখন ইহা হইতে কি প্রকারে ব্যাপক মাতৃশক্তির ভাব ধরিতে পারা যায়, তাহা শ্রবণ কর।

কুসুমাদি ভিন্ন ভিন্ন আধারে যে মাতৃশক্তির ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা বাদ কেবল মূল ক্রিয়ার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ব্যাপক মাতৃশক্তি বুঝিতে হইবে, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এখন তাহার নিয়ম বুঝিয়া লও। প্রথমে এই কদম্ব কুসুম। আর একটি পাটল পুষ্প ধর। উক্ত পুষ্পদ্বয়ের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি গঠনের নিমিত্ত যে, উহাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী মাতৃশক্তির একটু ভিন্নভাবে স্ফুরণ হইতেছে, ঐ ভিন্নতাটুকু বাদ দেও, উহাদের অন্তর্গত ভিন্নবিধ যন্ত্রনির্ম্মাণের নিমিত্ত যে মাতৃশক্তির এক একটু প্রভেদ হইতেছে, তাহাও পরিত্যাগ কর, উহাদের ভিন্নবিধ মধু ও বীজাদি নির্ম্মাণে যে মাতৃশক্তির কিছু প্রভেদ হইতেছে, তাহাও পরিত্যাগ কর। এইরূপ সমস্ত ক্রিয়ারই পরস্পরের পার্থক্য প্রতিপাদক বিশেষণগুলি, অর্থাৎ প্রভেদের কারণগুলি বাদ দিয়া সকলের মধ্যেরই কেবল “ভাবনার” অংশটুকু মনে মনে লক্ষ্য করিয়া থাক। আর সেই যে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই ত্রিবিধ ক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, এক বার নিমীলিত নেত্রে তাহার মধ্যে প্রবিষ্ট হও। পরে উহাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে মাতৃশক্তির একএকটু ভিন্ন ভাব আছে, তাহাও মন হইতে উপেক্ষিত কর। কেবল মাত্র ঐ তিনটি ক্রিয়ার ভাবের উপর মনোনিবেশ কর। পরে তৎকর্ত্রী মাতৃশক্তির উপরে দৃষ্টিপাত কর। তৎপরে মনে মনে ঐ ভাবনা শক্তির সহিত এই সৃষ্টি শক্তি, পালন শক্তি ও সংহার শক্তি নামক মাতৃশক্তিকে একত্রিত কর। বাস্তবিক, এই অবস্থায় রীতিমত ধরিতে পাইলে উহাদের কিছুই প্রভেদ দৃষ্ট হইবে না। প্রভেদ নাইও বটে। এখন এই ভাবের দ্বারা ব্যাপক মাতৃশক্তির অনুভব করিয়া লও। এখন যাহা দেখিতেছ ব্যাপক মাতৃশক্তি এইরূপ বস্তু। ইহাই তাহার আকার, এইরূপই তাহার ক্রিয়া। অন্যান্য পুষ্পাদি হইতেও এইরূপ যোজনা করিয়া বুঝ। পশুস্ত্রী, মানবস্ত্রী হইতেও দুগ্ধাদি সঞ্চয়েরও যন্ত্র নির্ম্মণাদি ক্রিয়া ঘটিত ভিন্ন ভিন্ন ভাব বাদ দিয়া কেবল ভাবনার ভাব ও সৃষ্ট্যাদির গ্রহণ করিয়া তত্তুলনায় পরিব্যাপক মাতৃশক্তি লক্ষ্য করিয়া লও। এইরূপে সর্ব্বত্র সমস্ত প্রভেদাংশ পরিত্যাগ করিয়া সমানাংশ ধরিয়া তদ্দ্বারা ব্যাপক মাতৃশক্তি ধরিয়া লইতে হয়। ফলে এই দাঁড়াইল যে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কারী ভাবনাত্মক মহাশক্তির নামই মাতৃত্বশক্তি। এই শক্তি যাঁহার, তিনি আমার জগন্মা। তিনি ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্রদেবের মা। সেই মাই ঐ পাগলী সাজিয়া বাবার বুকে নৃত্য করিতেছে।

এবার আর বলিতে পারিলাম না। বেদব্যাসের উদর পূর্ণ হইয়াছে। আশ্বিন মাসেও মায়ের আগমন সম্বন্ধেই চিন্তা করিতে হইবে। অতএব কার্ত্তিক মাসে এ প্রসঙ্গের পরবর্ত্তী অংশ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ধর্ম্মমণ্ডলের কার্য্যারম্ভ।

কিঞ্চিদধিক এক বৎসর যাবৎ ধর্ম্মমণ্ডলের সূচনা হইয়াছে; কিন্তু এতদিন সেই সূচনাগর্ভেই ধর্ম্মমণ্ডল বাস করিতেছিলেন; আত্মলাভ করিয়া কোনরূপ কর্ত্তব্য কার্য্যসাধনে ব্রতী হয়েন নাই, এতদ্দ্বারা ধর্ম্মমণ্ডলের প্রতি নানা জনের নানাপ্রকার সংশয় সূচক পত্রাদিও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি; কিন্তু এতদিন সেই সকল বিষয়ে কাহাকেও কোন প্রত্যুত্তর দেওয়া হয় নাই। বাস্তবিক ধর্ম্মমহামণ্ডল অন্য কোন কারণে এতদিন বিলম্ব করেন

নাই ; একটু বিবেচনার অবকাশে এক বৎসর পর্য্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন। যে যে উপাদানের দ্বারা আত্মলাভ করিয়া চিরজীবিতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, ধর্ম্মমণ্ডলের ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কি না, এই এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহারই অন্বেষণ করিয়াছেন।

ধর্ম্মমণ্ডলের শরীরের উপাদান, বাঙ্গলাবাসী প্রকৃত হিন্দুগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস এবং কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সহানুরাগ। এই কয়েকটি হইলেই ধর্ম্মমণ্ডল ভূমিষ্ঠ হইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন। নতুবা, বাঙ্গালীদের অন্যান্য অনুষ্ঠানের ন্যায় ধর্ম্মমণ্ডল যে, অচিরে ভূমিসাৎ হইবেন,তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্বৎসর যাবৎ সমস্ত বাঙ্গালায় বিচরণ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডল যাহা জানিয়াছেন, তাহা নিতান্তই আশা, ভরসা ও সুখজনক। জগদম্বার কৃপায় উক্ত কয়েকটি উপাদানই ধর্ম্মমণ্ডলের ভাগ্যে অতি অনায়াসে সংগৃহীত হইয়াছে। এখন ধর্ম্মমণ্ডলের দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় শরীর গঠিত হইয়াছে। এখন আর ইহার বিনাশের আশঙ্কা নাই : এখন কার্য্যারম্ভের সময় হইয়াছে। বর্ত্তমান মাস হইতে ধর্ম্মমণ্ডল নিজের দীক্ষিত কর্ম্মের সংসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধু-হিন্দুগণ আশীর্ব্বাদ করুন, আপনাদের প্রাণ প্রিয় ধর্ম্মমণ্ডল যেন অক্লেশে নিজ ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া জন্মভূমির নরক যন্ত্রণা নিবারণ করিতে পারে।

ধর্ম্মমণ্ডল, এখন কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

ধর্ম্মামৃত পরিসেচনের দ্বারা অন্তর-ক্ষেত্র প্রকৃতিস্থ করিয়া, মুমূর্ষু আর্য্যসন্তানদিগকে পুনঃ প্রাণদান করাই যে ধর্ম্মমণ্ডলের প্রধানতম উদ্দেশ্য, এবিষয় অনেকবার আবেদিত হইয়াছে। ধর্ম্মমণ্ডল এখন সেই চিরলক্ষিত বিষয়েই অগ্রসর হইবেন। যে উপায়ে যে প্রকারে আমরা প্রকৃত আত্মলাভ করিতে পারি, ধর্ম্মমণ্ডল তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। আপাততঃ, এই কয়েকটি কার্য্য করা নির্ণীত হইয়াছে।

১ম। ভারতের সুবিখ্যাত ধর্ম্মব্যাখ্যাতৃ পণ্ডিতগণের দ্বারা সংগ্রহ করাইয়া বর্ত্তমান কালে অনুষ্ঠানের যোগ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি প্রকাশিত করিবেন।

২য়। ধর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি কার্য্যে পরিণত হওয়ার নিমিত্ত প্রবন্ধাদি লেখা এবং ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি নানাবিধ প্রচারোপায়ের অনুষ্ঠান করিবেন।

৩য়। সনাতন ধর্ম্মের রক্ষা মানসে ধর্ম্মের গূঢ়রহস্যাদি প্রচারের জন্য কতকগুলি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ-বালক প্রস্তুত করা হইবে। ভারতের প্রধান শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবিৎ পণ্ডিতই উক্ত বালকগণের অধ্যাপনা করিবেন।

৪র্থ। ধর্ম্মমণ্ডলের আলয়ে প্রতিদিন ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিতের দ্বারা উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধর্ম্মোপদেশ দান করা হইবে।

৫ম। বিবাহ প্রভৃতি দশবিধ সংস্কার এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবলীর প্রকৃত সংস্কারের চেষ্টা করা হইবে। বিবাহে কন্যা বিক্রয়, পাত্রের নিদারুণ পণ, কন্যা বা পুত্রের যাবজ্জীবন অনূঢ় অবস্থায় থাকা,অতি প্রৌঢ়াবস্থায় কন্যার বিবাহ, শাস্ত্রোক্ত কারণ ব্যতীত পুরুষের অসংখ্য বিবাহ করা ইত্যাদি পাপসঙ্কুল ভীষণ কদাচার নিবারণের চেষ্টা করিবেন। কুল, খ্যাতি প্রভৃতি সকল প্রকার সমাজমর্য্যাদা ও ধর্ম্মসীমা পরিরক্ষিত হইয়া যে উপায়ে ঐ সকল দারুণ ঘটনা অপনোদন করা যায়, তাহার অনুষ্ঠান করিবেন।

৬। ধর্ম্মসম্মিশ্রিত অন্যান্য সমাজনীতি ও অর্থনীতির সংস্করণেও যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। এই কয়েকটি কার্য্য ধর্ম্মমণ্ডলের আপাততঃ অনুষ্ঠেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ধর্ম্মমণ্ডলের আবেদন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, সর্ব্বসাধারণের সহানুরাগ, আর শ্রদ্ধাভক্তি প্রভৃতিই ধর্ম্মমণ্ডলের জীবন-যষ্টি। যে পরিমাণে প্রকৃত হিন্দুগণের সহানুরাগাদি প্রাপ্ত হইবেন, সেই পরিমাণেই হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ হইয়া ধর্ম্মমণ্ডল আপন প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন। বাস্তবিক-ধর্ম্মমণ্ডল সমস্ত হিন্দুজাতির সামাজিক এবং ধর্ম্ম নৈতিক বলের একটা সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্ম্মমণ্ডল কোন ব্যক্তি বা সভাবিশেষের নাম নহে। উহার অর্থ—ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু জাতির সমষ্টি। তাদৃশ প্রত্যেক হিন্দুই, ধর্ম্মমণ্ডলের হস্ত পদাদি এক একটী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তাঁহাদিগকে লইয়াই ধর্ম্মমণ্ডল দেহ লাভ করিবেন। অতএব ধর্ম্মমণ্ডল, তাঁহাদের সমবায় লাভেও অপেক্ষা করিতেছেন। আপাততঃ অভিলাষ এই যে, বাঙ্গালা, বিহারও উড়িষ্যার মধ্যে আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যত প্রকার সভা সমিতি আছে, তাঁহার সম্পাদকগণ অনুগ্রহ করিয়া আপন নাম, জাতি এবং পত্র লিখিবার ঠিকানা লিখিয়া ধর্ম্মমণ্ডলে প্রেরণ করেন। তাহা হইলে, আমরা তাঁহাদের নিকট এক এক খানি ফারম পাঠাইয়া দিব, এবং তাঁহাদের সহিত একতাসম্বন্ধের চেষ্টা করিব। সম্পাদকগণ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন, ইহাই বাঞ্ছা।

উক্ত নাম ধামাদি পাঠাইতে যত বিলম্ব হইবে, ততই ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যের শৈথিল্য হইবে জানিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডল জিনিষটি কি ?

অনেকে ধর্ম্মমণ্ডলের মর্ম্ম এখন পর্য্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা আপন আপন মনের ভাবে ধর্ম্মমণ্ডলকে নানামতে কল্পনা করিয়া থাকেন। এজন্য ধর্ম্মমণ্ডলের মর্ম্মার্থ বিশেষরূপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ধর্ম্মমণ্ডল সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক অধিবেশনের ধর্ম্মসভার মত কোন সভা সমিতি নহে। ইহাতে সেই নিয়মে কার্য্যানুষ্ঠান হয় না। অগ্রে সংকীর্ত্তনাদি, তৎপরে পুরাণাদিপাঠ, তৎপরে বক্তৃতা এবং অন্তে আবার সঙ্কীর্ত্তনাদি, এইমত কোন অনুষ্ঠান ধর্ম্মমণ্ডলে হয় না। ধর্ম্মমণ্ডলে প্রতিমাসের প্রথম শুক্রবারে এক একটি সভাধিবেশন হয় বটে; কিন্তু তাহাতে ঐরূপ কোন অনুষ্ঠান হয় না। সেই সভায়, শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ; শ্রীযুক্ত রমানাথ ঘোষও শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট কয়েকটী প্রধান প্রধান লোকমাত্র উপস্থিত থাকেন। অন্য কোন অসম্পর্কীয় কেহ থাকেন না। এই সভায় কেবল ধর্ম্মমণ্ডলের উন্নতিকল্পে বিবিধ পর্য্যালোচনা মাত্র করা হয়। সঙ্কীর্ত্তন ও পুরাণপাঠাদি কিছু হয় না। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মমণ্ডলের নিত্য কর্ত্তব্যকার্য্য পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ধর্ম্মমণ্ডল একটী সমষ্টিভূত বলবিশেষ। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক, হিন্দুধর্ম্মের পরিচালক, এবং প্রচারক একটি সমষ্টি শক্তির নাম ধর্ম্মমণ্ডল। ধর্ম্মমণ্ডল বাঙ্গালার যাবৎ হিন্দুর ধর্ম্মবলের কেন্দ্রস্থানস্বরূপ। সমস্ত হিন্দুর ধর্ম্মবল এই খানে সম্পিণ্ডিত হইয়া, মহোন্নতিলাভ করিবে। ইহা যাবৎ হিন্দুর একটা রাশীকৃত ধর্ম্মবলবিশেষ। ধর্ম্মমণ্ডল যাবৎ হিন্দু, এবং হিন্দুদিগের ধর্ম্মসভাগুলিকে সমান অনুষ্ঠানাদি সূত্রে গ্রথিত করিয়া, যাবৎ হিন্দুকে একত্রিত, একপ্রাণ করিবে। মস্তক, বাহু, উদরাদি ভিন্ন ভিন্ন অবয়বগুলি যেমন সমবায় সম্বন্ধ বিশেষের দ্বারা একীকৃত হয়, এবং সকলের একত্রতায় অসীমগুণসম্পন্ন অপূর্ব্ব একটি দেহ গঠিত হয়, ধর্ম্মমণ্ডলও সেইরূপ যাবৎ ধর্ম্মসভা ও হিন্দুগণের সম্মীলন হেতু একরূপ সমবায়সম্বন্ধস্বরূপ! ধর্ম্মমণ্ডল, হিন্দুসমাজের শির বাহু উদরাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ যাবৎ ধর্ম্মসভাগুলিকে পরস্পরে একীভূত করিবে ; প্রত্যেক হিন্দুকে একত্র সম্বদ্ধ করিবে। তদ্দ্বারা অসীম অনন্ত গুণসম্পন্ন, হিন্দুসমাজ নামে একটী অপূর্ব্ব দেহ সঙ্গঠিত হইবে। খণ্ডীকৃত পাঁচটী অঙ্গুলীর কিছুমাত্র ক্ষমতা না থাকিলেও সর্ব্বদেহের সহিত একতা সম্পর্ক থাকাতে যেমন প্রত্যেকেই সর্ব্বদেহের সম্পিণ্ডিত বল লাভ করিয়া থাকে, প্রত্যেক অঙ্গুলীই এক মণ ভারী দ্রব্য উত্তোলনের বলীয়ান্ হইয়া থাকে। ধর্ম্মমণ্ডলের দ্বারা হিন্দুসমাজনামক দেহ নির্ম্মিত হইলেও, প্রত্যেক হিন্দু সেই রাশীকৃত বল পাইতে পারিবে। সমাজের এক একটা লোকের কোন ক্ষমতাই নাই, অথচ উহারা সেই সুবৃহৎ সমাজ শরীরের সহিত সমবেত হইলে, প্রত্যেকেই সেই গোটা শরীরটীর বলভাগী হইবে। হিন্দুর সভাগুলির প্রত্যেকে বিভিন্নভাবে অতিক্ষুদ্র বলীয়ান্ হইলেও সেই বৃহৎ দেহের অঙ্গরূপে পরিণত হইলে, প্রত্যেকেই সেই বৃহদ্দেহের অসীমবলে বিজৃম্ভিত হইবে। ধর্ম্মমণ্ডল এই মহাঘটনা সংসাধিত করিবে বলিয়া, সংকল্প করিয়াছে।

লক্ষ টাকা আয়ের সংসারে একটা বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকে ১০৲ টাকার অংশভাগী হইলেও যেমন প্রত্যেকেই লক্ষ টাকার সম্মানাদি সুখভোগ করিতে পারে, হিন্দুসভারূপ অঙ্গাবলীর সমবায়ে যাবৎ হিন্দুগণ একত্রিত হইলেও প্রত্যেকেই সেইরূপ কোটিগুণে অধিকতর সুখভোগ করিবে। ইহা সাধন করা ধর্ম্মমণ্ডলের সঙ্কল্পিত কার্য্য। এই কার্য্যসিদ্ধির উপায়ানুষ্ঠানের নিমিত্তই আমরা বাঙ্গালায় ধর্ম্মসভাসমূহের সম্পাদকগণের নাম, ধাম, জাতি, ও ঠিকানার প্রার্থনা করিয়াছি। ইতি

ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যাধ্যক্ষ। ঠিকানা, ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ "ধর্ম্মমণ্ডল" কার্য্যালয়। কলিকাতা।

বিবিধ।

পঞ্জিকা-বিভ্রাট্।

মাননীয় শ্রীযুক্ত ধর্ম্মমণ্ডলী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়!

হিন্দুধর্ম্মে যেরূপ বিভ্রাট্ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সমাজ শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া যাইত। অতএব হিন্দুসমাজের রক্ষাজন্য আপনাদের যত্নাতিশয়ে হিন্দুমাত্রেই উপকৃত থাকিল। বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জিকা-বিভ্রাট্ও হিন্দু ধর্ম্মের বড়ই ক্ষতি করিতেছে, কেননা পঞ্জিকা হিন্দুশাস্ত্রের একটী শাখা। পরস্পর অনৈক্য এই সকল পঞ্জিকাগুলির মধ্যে আপনারা কোন খানীর অনুগামী জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমামী ৮ মহাপূজায় সপ্তমী বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে" ১৪ই আশ্বিন বুধবারে ঘ ১১।২৭ মি ; "গুপ্তপ্রেশে" ১৩ই বুধবারে ঘ ৬।৪৮।৫সে ; ও "রুদ্র পঞ্জিকায়" ১৪ই বুধবারে ৪৩।৩৫ পল স্থির হইয়াছে। পরদিন ১৫ই বিশুদ্ধ সিদ্ধান্তে" রাত্রি ঘণ্টা ১২।৩৮ পতে ; "গুপ্তপ্রেশে" ১৪ই রাত্রি ঘ ৭।৪০।৫২ সে গতে ; ও "রুদ্র পঞ্জিকায়" ১৫ই রাত্রি ঘ ১২।৩৫ মিনিট গতে সন্ধির বলিদান। অন্যান্য পঞ্জিকাতেও এই রূপ

অনৈক্য আছে। এখন আমরা দাঁড়াই কোথায়? তাই আপনাদের নিকট কর্ত্তব্যতা জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যুত্তরে বাধিত করিতে আজ্ঞা হইবে। এইরূপ সঙ্কটে হিন্দুধর্ম্ম দাঁড়ায় কোথায়?

বিনয়াবনত
শ্রীব্রজনাথ সামন্ত।
বোকড়া।
পোঃ রায়না। বর্দ্ধমান।

আমরা মধ্যে মধ্যে এইরূপ পত্র পাইয়া থাকি, কিন্তু এ বিষয়টী অতীব গুরুতর সন্দেহ নাই। ছয় বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় এই পঞ্জিকা বিভ্রাট্ সম্বন্ধে একবার আলোচনা হইয়াছিল এবং অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত আজও একটু একটু আন্দোলন প্রবাহ চলিতেছে, ফলে কিছুই অবধারিত হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্মমণ্ডলীর এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য আছে। ধর্ম্মমণ্ডলী মোটে এক মাস যাবত্ই কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হইয়াছেন, সুতরাং এবিষয়ে কিছুই আন্দোলন আলোচনা করার অবকাশ পান নাই। ধর্ম্মমণ্ডলী যে পর্য্যন্ত ইহার বিশেষ আলোচনা করিয়া কিছু নির্দ্ধারিত না করেন, তাবৎ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই মতামত দিতে প্রস্তুত নহেন। আমরা বলি যে, যে পর্য্যন্ত এই বিষয়ে বিশেষ কোন মীমাংসা না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত যাঁহার যে পঞ্জিকায় বিশ্বাস আছে, তিনি সেই পঞ্জিকা অনুসারেই আপন আপন ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করুন।

এবার স্থানাভাব বশতঃ আমরা সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

আশ্বিন মাসের বেদব্যাস ৮ই আশ্বিন বাহির হইবে। আমরা প্রত্যেক গ্রাহকের পূর্ব্ব ঠিকানায়ই বেদব্যাস পাঠাইব, আমরা জানি এই পূজার সময় অনেক গ্রাহকই স্থান পরিবর্ত্তন করিবেন, অতএব নিজ নিজ পোষ্ট আফিসে এক খানি কার্ড দ্বারায় নূতন ঠিকানাটী জানাইয়া দিবেন, তাহা হইলে আর কাহারও বেদব্যাস পাইতে অসুবিধা হইবে না। পূজার পর অনেকেই বেদব্যাস পাই নাই বলিয়া আমাদিগকে পত্র লিখেন, কিন্তু এইরূপ বন্দোবস্ত করিলে, আমাদেরও দুই বার বেদব্যাস পাঠাইতে হইবে না! অতএব সকল গ্রাহকেরই যেন ইহা স্মরণ থাকে।

ধর্ম্মপ্রচার-বার্ত্তা।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় শ্রাবণ মাসের ২৩। ২৪। ২৫ সে এই তিন দিন পাবনা—তাড়াস গ্রামে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১ম দিনের বিষয়,—ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম্মের মীমাংসা. পরিণামে উহাদের ঐক্য প্রতিপাদন। ২য় দিনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির একতা প্রতিপাদন। ৩য় দিনে ভক্তি জ্ঞানাদির উপায় এবং উপাসনা রহস্য। চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, প্রত্যেক দিনই অত্রত্য বহুতর গণ্য, মান্য ভদ্রমণ্ডলী সমবেত হইতেন এবং ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়া, অনেকেরই পূর্ব্বকার অনেক কুসংস্কার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

১৩ই ভাদ্র ২৪ পরগণা—শুঁড়াতে একটী ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ঐ প্রতিষ্ঠার দিন শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া সভার আবশ্যকতা বিষয়ে কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সভাতে ডক্টার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক বড় বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। চূড়ামণি মহাশয়ের উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

৬ই ভাদ্র—ইটালি, পদ্ম পুকুরে হরিসভার বিশেষ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অধিবেশনের দিন শ্রীযুক্ত চূড়ামণি মহাশয় উপস্থিত থাকিয়া পশুও মনুষ্যের প্রকৃতি, বর্ত্তমান সময়ের অধঃপাত, মনুষ্যের কর্ত্তব্য এই তিনটী বিষয় সুন্দর রূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রাবণ মাসে কলিকাতা—চুনাপুকুরে শক্তি ও মুক্তি বিষয়ে একদিন বক্তৃতা করিয়াছেন। এবং ৩১ সে শ্রাবণ কলিকাতা মাণিকতলা ধর্ম্মরক্ষিণী সভা গৃহে এক দিন ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বেদান্তবাগীশ মহাশয় ৩২ শ্রাবণ হইতে ৩রা ভাদ্র পর্য্যন্ত ক্রমে ৪ দিন খুলনা—ধর্ম্মরক্ষিণী সভা গৃহে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং খুলনা—ঘাটভোগ গ্রামে ধর্ম্মরক্ষিণী সভায় ৭ই হইতে ১০ই ভাদ্র পর্য্যন্ত ৪ দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহার প্রত্যেক স্থানেই বহুতর গণ্য মান্য লোক সমাগত হইয়া ইহার ব্যাখ্যা বক্তৃতা শ্রবণে ধর্ম্মভাবোপরক্ত হইয়াছেন।

শুভ-সংবাদ।

২৬শে ভাদ্র রবিবার কলিকাতা-চোরবাগানস্থ বিশ্ববৈষ্ণব সভার মাসিক অধিবেশন সমারোহের সহিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান মাসে কটক ভগবদ্ভক্তিপ্রদায়িনী সভার উৎসব উপলক্ষে খুব ধুমধামের সহিত নানা প্রকার ধর্ম্মান্দোলন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসবের সময় সহস্রাধিক লোক ব্যাখ্যা বক্তৃতাদি শ্রবণ করিবার নিমিত্ত সভাতে সমবেত হইয়াছিলেন।

দিনাজপুর—ফুলবাড়ী। গত জন্মাষ্টমীর সময় অত্রত্য হরিসভায় শ্রীশ্রী নারায়ণ দেবের অর্চ্চনা, হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং নানা বিষয়ক বক্তৃতাদি হইয়া গিয়াছে।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। আশ্বিন।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
দেবীস্তোত্র	... ...	৬৫।
অজ্ঞান্ত বাক্য	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী ...	৬৫।
জাতিভেদ	শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৯।
জগন্মায়ের আগমন চিন্তা ...	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	৭৩।
৺শ্রীশ্রী দীপান্বিতা শ্যামাপূজা ব্যবস্থা	... ...	৭৯।
পত্নীর প্রতি পতির ব্যবহার	... ...	৮০।
বিবিধ	... ...	৮০।

কলিকাতা
১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্
অবনি যন্ত্রে
শ্রীমোহিনী মোহনহড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ বেদব্যাস সম্পাদক।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

গ্রাহকগণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে, যিনি বেদব্যাস লইতে ইচ্ছা না করেন, তিনি অবশ্যই আলস্য এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এক খানি পোষ্টকার্ড দ্বারায় নিষেধ করিয়া পাঠান, নতুবা কেবল মাত্র কাগজখানি ফেরত পাঠাইলে কে ফেরত পাঠাইলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কারণ শিরোনামটী কাগজখানি আফিসে ফিরিয়া আসিতে আসিতেই ছিঁড়িয়া যায়, খালি কাগজখানি আফিসে আসে, সুতরাং কার নামে পাঠান হইয়াছিল, কে ফেরত দিলেন, তাহা কিছুই আমরা বুঝিতে পারি না। পুনঃপুনই বেদব্যাস পাঠাইতে হয়। অতএব বিনীত প্রার্থনা যে, আপনারা আলস্য করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতি জনক কার্য্য করিবেন না।

অনেকে বেদব্যাস পাই নাই বলিয়া পত্র লিখেন, সুতরাং বাঁধ্য হইয়া আবার আমাদের পাঠাইতে হয়, কিন্তু গ্রাহকগণ একটু অনুগ্রহ করিয়া নিজ নিজ পোষ্টাফিসে অনুসন্ধান করিবেন, এবং পিয়নকে সতর্ক করিয়া দিবেন। আফিস হইতে কাহারও বেদব্যাস পাঠাইতে ভুল হয় না, ইহা নিশ্চয়।

১৫।২০ দিন পূর্ব্বে কোন এক গ্রাহক "গ্রাহক নম্বর ২১৫। কিম্বা ২১২" এই কথাটী মাত্র লিখিয়া একখানি ২৲টাকার মণি অর্ডার পাঠাইয়াছেন, কিন্তু আলস্যে নামটী পর্য্যন্তও লিখিতে পারেন নাই। আমরা ইঁহার টাকা জমা করিতে পারি নাই। ইহার বিশেষ পরিচয় ভূধর বাবুর বাল্মীকি রামায়ণের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা চাহিয়াছেন। অনুগ্রহ করিয়া পূর্ণ নাম ধাম জেলা ইত্যাদি লিখিবেন। প্রায়ই এইরূপ বিপদে আমাদের পড়িতে হয়। অতএব প্রত্যেক গ্রাহকেরই যেন প্যাকেটের উপরের নূতন নম্বরটী ও নাম ধাম লিখিতে বিস্মরণ না হয়।

বেদব্যাস কার্য্যাধ্যক্ষ।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, আশ্বিন। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শ্রীশ্রীদেবীস্তোত্রম্।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো!
নচাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাত! স্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥

বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া
বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়োর্য্যা চ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি! সকলোদ্ধারিণি! শিবে!
কুপুত্রোজায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি! বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোহং তব সুতঃ।
মদীয়োহয়ন্ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে!
কুপুত্রোজায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥

জগন্মাতর্ম্মাত! স্তব চরণসেবা ন রচিতা
নবা দত্তং দেবি! দ্রবিণমপি ভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে
কুপুত্রোজায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

পরিত্যক্তা দেবান্ বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া
ময়া [illegible]রধিকমপনীতে তু বয়সি।
ইদানীং চেন্মাত! স্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
নিরালম্বোলম্বোদর জননি! কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥

শ্বপাকোজল্পাকোভবতি মধুপাকোপমগিরা
নিরাতঙ্কোরঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকণকৈঃ।
তবাপর্ণে! কর্ণে বিশতি মধুবর্ণে ফলমিদং
জনঃ কো জানীতে জননি! জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥

চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্পটধরো-
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং
ভবানি! ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি! সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি! জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥

নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ
কিং রুক্ষচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে! ত্বমেব যদি কিঞ্চনময্যনাথে
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব! পরং তবৈব ॥ ৯ ॥

আপৎসু মগ্নং স্মরণং ত্বদীয়ং করোমি দুর্গে! করুণার্ণবেশি!।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥ ১০ ॥

জগদম্ব! বিচিত্রমত্র কিং পরিপূর্ণা করুণাস্তে চেন্ময়ি।
অপরাধপরং পরাবৃতং নহি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী তৎসমা নহি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি! যথাযোগ্যং তথা কুরু ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিতং দেব্যা অপরাধক্ষমাপনস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অভ্রান্ত বাক্য।

জীব অবিদ্যান্ধকারে আত্মদর্শনে অক্ষম। ইন্দ্রিয়গ্রাম বাহ্য দর্শনে পটু, অন্তর্দ্দর্শনে অন্ধ। জীব জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা পাঁচটী বিষয়ের অনুভব করিয়া থাকে। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলেই ইন্দ্রিয়গুলি কার্য্যকারী হয়। ঐ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। আমরা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করিলে তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি এবং তদ্বিষয়ে একরূপ নিঃসন্দেহ হইয়া থাকি। অনেক সময় আমাদের এরূপ কার্য্য উপস্থিত হয় যে, দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শন, ও রসনের বিষয় থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকর্ষ বশতঃ গোচর হয় না। কোন স্থলে কোন ব্যাপার সংঘটন হইতেছে, ইহা দেখিলে ঐ ব্যাপারসম্পৃক্ত যাবতীয় আয়োজনের জ্ঞান হইয়া থাকে। অন্যত্র, তদ্রূপ আয়োজনের পূর্ণ বা অংশ রূপে সংগ্রহ দেখিলে, আমাদের মনোমধ্যে এরূপ স্থির হয় যে, দৃশ্যমান আয়োজন-যোজনে সম্ভবতঃ পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপারই সম্পন্ন হইবে। কোন কোন স্থলে ঐরূপ আয়োজন দর্শনে পূর্ব্বদৃষ্ট ব্যাপারের স্থিরতা দৃষ্ট হয়, কোন স্থলে উহার অন্যথাও হইয়া থাকে। কিন্তু একটী তত্ত্ব স্থির এইযে, ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষই কর, অথবা প্রত্যক্ষীভূত বস্তু দর্শনের অনুরূপ বস্তু দর্শনে কোন বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় কর, মূলে বৃদ্ধ ব্যবহার রহিয়াছে। জীব ভূমিষ্ট হইয়া কোন বিষয়ের কিছুই বুঝিতে পারে না,

জানিতে পারে না। এমন কি বস্তুর নাম, রূপ প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞান ও উপদেশ সাপেক্ষ। যদিও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা রূপাদির জ্ঞান হইয়া থাকে, তথাপি তাহার নাম ও পূর্ণ তত্ত্ব উপদেশ সাপেক্ষ। বালকের চক্ষু সংযোগে রূপ প্রতীতি হয়, শব্দ কর্ণ কুহরে আসিলে, শব্দ গোচর হয়, কিন্তু তাহার পূর্ণ তত্ত্ব বোধ হয় না। বৃদ্ধ ব্যবহার ব্যতীত সে কিছু শিখিতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, লোক ব্যবহার নির্ব্বাহার্থ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ আবশ্যক। প্রত্যক্ষাদি ব্যবহার বিজ্ঞান ব্যতিরেকে সংসার ক্রিয়া চলিতেই পারে না। ইহাদের মধ্যে বৃদ্ধ ব্যবহার বা শব্দ অধিক বা অল্প রূপে চিরকাল চলিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দৃঢ়-প্রত্যায়ক। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মধ্যে আবার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ স্থির প্রতীতি কারক। পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ বোধ না হইলে অনুমান জ্ঞান হইতে পারে না। অতএব "তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানং" গোতমসূত্র। প্রত্যক্ষ হউক, অনুমান হউক, অথবা শব্দ হউক প্রত্যেকেরই ফল তত্ত্ব নির্ণয়। যদি নির্ণয় না হয়, তবে উহারা কার্য্যকারী হইল না অথবা উহাদের যথা যোগ্য যোজনা হয় নাই। যদি যোজনায় ভ্রম থাকে, তবে উহার সংশোধন হইতে পারে, আর যদি আদৌ যোজনা না হইতে পারে, তবে তত্ত্ব স্থির হইল না। দেখা যাইতেছে, অনুমান প্রত্যক্ষ-মূলক। প্রত্যক্ষাদি ব্যাপার ইন্দ্রিয়াধীন। ইন্দ্রিয়, রূপ, রসাদি বিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। অতএব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু ভিন্ন প্রত্যক্ষাদি, ব্যবহারের বিষয় হয় না। অনুমানের অব্যভিচারী-হেতু বোধ না হইলে অনুমান জ্ঞান, সত্য হয় না। একটী গৃহে দুগ্ধ-পূর্ণ কটাহ, ভৃত্য তাহা স্বামীর অজ্ঞাতে গলাধঃ করিল। এক বিড়াল বাহির হইতে কিছু খাইয়া দুগ্ধ হীন কটাহ-সমীপে মুখ লেহন করিতেছে দেখিয়া, গৃহস্বামী তখন বিড়ালকে, দুগ্ধ নিঃশেষের কারণ স্থির করিয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিল। ফলে নির্দ্দোষ বিড়াল গৃহস্বামীর অনুমান দোষে প্রাণ হারাইল। অতএব নির্দ্দোষ হেতু স্থির না হইলে অনুমান স্থির হয় না। আবার কোন স্থলে অপ্রত্যক্ষ অনুমান-হেতু নিরূপণে অপ্রত্যক্ষীভূত তত্ত্ব স্থির হইয়া থাকে। যেমন ইচ্ছাদি মনোব্যাপারদ্বারা আত্মার অনুমান হয়। কিন্তু অন্তরের এরূপ ইচ্ছাদি মনের বৃত্তিদর্শনে মনের সত্তা স্থির হয়। এখন ইহা একরূপ স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা বিষয়ের আধার জড়পদার্থের তত্ত্ব অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, বাহ্য মনের অগোচর, অশব্দ, অরূপ, অব্যয়, অস্পর্শ, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, তাহার স্বরূপ অবগত হওয়া ইন্দ্রিয়ের আয়ত্ত নহে; সুতরাং লৌকিক-ব্যবহার-তত্ত্ব-প্রকাশ-সমর্থ কোন ক্রিয়া দ্বারা পরম তত্ত্ব বোধ হয় না।

রূপাদি-বিষয়বদ্বস্তু প্রত্যক্ষ গোচর হয়, যাহার স্বরূপ রূপাদি বিষয়ময় নয়, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তাহা অনুমানেরও বিষয় নহে।—কারণ পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ হইলে অন্যত্র হেতু দর্শনে তাদৃশ বস্তুর অনুমান হয়। পরমেশ্বরের স্বরূপ, নিরুপাধিক, নিরবয়ব। সুতরাং লোক-চক্ষুর অবিষয়। এবং প্রকারে অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও অবিষয়। অতএব অনুমানের ও বিষয় নহে। কোন কোন মনীষী, "যতইমানি ভূতানি" ইত্যাদি শ্রুতিকে অনুমানের কর্ত্তব্যতা-সাধকোপদেশ স্থির করিয়াছেন। কেহ, ঘটাদি নির্ম্মাণ দর্শনে ঘটকর্ত্তার প্রত্যক্ষ হয়, এই প্রত্যক্ষ মূলে, পৃথিবী কর্ত্তার অনুমান করেন। পৃথিবী জন্য পদার্থ; জন্য পদার্থ মাত্রই সকর্ত্তৃক, অতএব পৃথিবীর কর্ত্তা আছে। এবংবিধ যুক্তির দার্ঢ্য থাকিলেও স্বরূপানুভব হয় না। কারণ ঘটকর্ত্তার সংদর্শনে, পৃথিবী কর্ত্তাকে, ঘটকর্ত্তা হইতে অতি বৃহৎকায় এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়। এবং উহা যে ঘটকর্ত্তৃ সদৃশ হস্তপদ ও শরীর বিশিষ্ট, তাহা অবশ্যই অনুমেয়। তন্মধ্যে আবার যাহারা পরমাণুর নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়া অণুসমবায়ে পৃথিব্যাদির উৎপত্তি বলিয়া থাকেন এবং অণুর শক্তি আকর্ষণ প্রভাবে অণুর সংযোগ হইয়া থাকে, এরূপ সিদ্ধান্ত করেন, তাহারা একরূপ ঈশ্বর সত্তার বিরুদ্ধবাদ প্রচার করিয়া থাকেন, কারণ নিত্য পরমাণুর উপর ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব নাই। ঈশ্বরত্ব থাকিলেই তিনি পরমাণুকে বিনাশাদি ক্রিয়াধীন করিতে পারিবেন। পরমাণুর নিত্যত্ব রক্ষা করিতে চাহিলে, তাহা হয় না। এইরূপ তর্ক বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃত তত্ত্ব স্থির হয় না, কারণ নির্ম্মূল তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই। বিশেষতঃ যাহা অচিন্ত্য, প্রকৃতির অতীত, তাহাতে নির্ম্মূল তর্ক কোন রূপেই প্রসর প্রাপ্ত হয় না। মনে কর তুমি বুদ্ধি বলে তর্ক যোগে অচিন্ত্য তত্ত্বের যাহা অবধারণ করিলে, তোমা অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অধিকতর বুদ্ধি সামর্থ্যে সেই তর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া আবার নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিল। তদ্রূপ তদধিক বুদ্ধিমান্ তন্নির্দ্ধারিত নব তত্ত্বের বিলয় সাধন করিয়া আর এক তত্ত্ব স্থির করিল; সুতরাং কিছুই স্থির হইল না। এই জন্যই ভগবান্ বাদরায়ণ বেদান্ত সূত্রে বলিয়াছেন "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"। পূর্ব্বাপর অনুসন্ধান করিলেও ইহাই দেখা যায় যে, যাহারা মূল-হীন তর্ক-যুক্তির উপর আত্ম নির্ভর করিয়া অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব নির্দ্ধারণে বুদ্ধির নিরতিশয় প্রাখর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, অদ্যাপি যাহাদের উপদেশাভ্যাসে তোমরা বিচার মল্ল হইয়া উঠিতেছ, তাহারা "অর্দ্ধ-বৈনাশিক" অভিধানে অভিহিত হইয়াছেন, অতএব নির্ম্মূল তর্কে বুদ্ধির প্রতিভা প্রকাশিত ও চালিত হইলেও তত্ত্ব স্থির হয় না। কদাচিৎ লৌকিকতত্ত্ব স্থির হইলেও অলৌকিক তত্ত্ব সমাধান হয় না। তাহা হইলে এখন উপায় কি? যাহা প্রত্যক্ষ হইবে না, অনুমানে ও স্বরূপাবধারণ হয় না, অথচ তাহা দেখিবার জন্য মন প্রাণ ব্যাকুল হয়, তাঁহাকে বুঝিবার জন্য ব্যগ্রতা জন্মে, হৃদয় মন্দিরে দিবানিশি প্রতিষ্ঠিত করিতে অভিলাষ হয়, চরণ-সরোজের অমৃত মধুপানের জন্য মানস-ভৃঙ্গ নিয়ত লোলুপ হয়, যথা সাধ্য সেবা করিবার জন্য হস্ত অগ্রসর হয়। মহিমা গুণ-গান জন্য মুখ যন্ত্র স্পন্দিত হইতে চায়। মন বুদ্ধি ঘুরিয়া ফিরিয়াও যাহার কিছু স্থির করিতে পারে না। যাঁহা সর্ব্বত্র বিরাজিত, যাহা রস স্বরূপ, যাহার প্রীতিচ্ছায়ায় জগৎ জীবিত, তাহার স্বরূপাধিগম হওয়ার উপায় কি? এরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাজ্ঞ মাত্রেরই হইয়া থাকে। আমরা প্রথমতঃ দেখিতেছি যে, যে তত্ত্ব, স্থির, অপ্রচ্যুত ও সর্ব্বত্রগ তাহার স্বরূপ লাভ করিতে হইলে, তদভিজ্ঞ লোকের উপদেশের অপেক্ষা করে। কান্তার মধ্যস্থ মানব, লোকালয় সঙ্গতি লাভের আশায় অরণ্যানীর চতুর্দ্দিক বিচরণ করিয়া পথ প্রাপ্ত হয় না। স্বচেষ্টায় কেবল ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ বিচরণ করিয়া কণ্টকবল্লরী জালে জড়িত হইয়া থাকে। যদি কোন বর্ত্ম-বিজ্ঞ তাহাকে উপদেশ দেয়, তবে অনায়াসে গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত হইতে পারে, সে স্থলে বর্ত্ম-বিজ্ঞের কথা অভ্রান্ত, অভ্রান্ত বাক্য বলে তাহার উদ্ধার হইল। আময়-শয়নে শয়িত, দুর্ব্বল রুগ্ন ব্যক্তি ভিষকের বাক্য অভ্রান্ত জ্ঞান করিয়া তদনুসারে ভৈষজ্য সেবনে নিরাময় হয়। সংসারী সকলেই কোন অভ্রান্ত বাক্য অবলম্বন না করিয়া চলিতে পারে না। এই যে, জগতে নানা বিদ্যা, নানা বিজ্ঞান ও নানা কৌশল প্রচলিত, উহারও মূলে অভ্রান্ত আপ্ত বাক্য রহিয়াছে। এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষিত বিজ্ঞান-গর্ব্বিত অপরিণামদৃক্ বাবুদল "স্বাধীন চিন্তা" বলিয়া আস্পর্দ্ধা করিতেছেন, তাঁহারা যদিও মুখে "স্বাধীন চিন্তা" বলিয়া অভ্রান্ত বাক্যের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন প্রয়াস করিতেছেন, উহাঁরাও সম্পূর্ণ আপ্ত বাক্যাধীন। উহাদের, বেশ ভূষা, আচার ব্যবহার, ভোজন বিহার, ধর্ম্ম-মত যাহা কিছু সমস্তই পাশ্চাত্য আপ্ত বাক্যাধীন! এতদ্দেশীয় আপ্ত বাক্যে বিশ্বাস নাই বটে, কিন্তু ইউরোপীয় বাক্যে অভ্রান্ত বিশ্বাস রহিয়াছে। ঐ যে কথায় কথায় স্পেন্সার, "মিল" মূলর প্রভৃতি উদ্গীরণ করিয়া থাকেন, উহারা কি তাঁহাদের আপ্ত নহে? উহাদের বাক্য কি তাহারা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন না? অবশ্যই তাঁহারা তাদৃশ বাক্যাধীন, মুখে কেবল "স্বাধীন চিন্তা" বলিয়া থাকেন মাত্র। উহা অবিবেচনা বা শোণিতের উষ্ণতার ক্রিয়া মাত্র।

লৌকিক জ্ঞান সাধন জন্য লৌকিক আপ্ত বাক্য অভ্রান্ত এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগুলিও কার্য্যকারী। কিন্তু অলৌকিক তত্ত্ব জ্ঞানার্থ অলৌকিক অভ্রান্ত বাক্য প্রয়োজন। যদি ও নিরুপাধিক স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মরূপ সর্ব্বত্রগ হইলেও অবিবেক বশতঃ আমাদের উপলব্ধি হইতেছে না এবং উহা বাক্যের বিষয় নহে; তথাপি অলৌকিক অভ্রান্ত বাক্যের প্রয়োজন। ব্রহ্মমায়া বিস্মিত, মায়া-জবনিকায় আমাদের করণগুলি বহির্ম্মুখ। কিন্তু কোন রূপে তিরস্করিণীর অপসারণ হইলেই জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপ বিভাসিত হইতে পারে। জলদজাল সমাচ্ছন্ন-ভাস্কর অদৃশ্য হইলেও মেঘজাল বিদূরিত হইলে প্রকাশিত হইয়া থাকে। কিন্তু মায়া বরণ স্বয়ং অপসারিত হয় না, বাতাসে তাহা বিচলিত হয় না, দহনে দগ্ধ হয় না, কেবল বিবেকোসিদ্বারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। সেই বিবেক বিকাশ ও মায়া বিনাশ জন্য অনুষ্ঠেয় কর্ম্মানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য এবং তদুপদেশক অভ্রান্ত বাক্য থাকা ও কর্ত্তব্য। সেই অভ্রান্ত বাক্য কি, তাহাই এখন লিখিত হইতেছে।

লৌকিক ও দৃষ্ট বিষয়ে তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ অনেক সময়ে লোকের কথা অভ্রান্ত। কিন্তু অদৃষ্ট বিষয়ে লোকবাদ সর্ব্বাংকষ অভ্রান্ত হইতে পারে না। বিশেষতঃ লোকগণ ভ্রম প্রমাদসঙ্কুল; সংসারী মনুষ্য স্বার্থবশে স্বার্থানুরূপ বচন রচনা করিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ লোকবাদ অভ্রান্ত হইতে পারে না। যদিও কাহাকে কোন অভ্রান্ত বাদ প্রচার করিতে দেখা যায়, তাহাও অভ্রান্ত বাক্যানুমোদিত হইয়া সত্য হয়। মূল একটী অভ্রান্ত বাক্য ব্যতীত কোন রূপেই অদৃষ্টতত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। কাহার সাধ্য আছে যে, ধর্ম্মাধর্ম্ম নিজে নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারে? ইহা সকলেই জানেন যে, যে, যে ব্যবসায়ী সে তদ্বিষয়ে অনেক তত্ত্ব বিকাশ করিতে সমর্থ। অতএব ধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্মতত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারেন। আবার ধার্ম্মিক হইতে অথবা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কোন অভ্রান্ত বাক্যশাসনে শিষ্ট হইতে হইবে। সেই অভ্রান্ত বাক্য জগতে বেদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এখন বেদ অভ্রান্ত কেন, তাহা সংক্ষেপতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে।

বেদ অভ্রান্ত, অপৌরুষেয় ও নিত্য, অতএব ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ের একমাত্র উপায়। একমাত্র পরমেশ্বর জগতের স্রষ্টা। স্রষ্টা মায়াময়। মায়া প্রতিবিম্বিত-ব্রহ্ম জগৎ সর্জ্জনে সঙ্কল্প করিলেন। ঐ সঙ্কল্পকে অভিধ্যান বলে। অভিধ্যান কালে জগদাকার যাহা হইবে, তাহাদের নাম ও রূপ প্রভৃতি স্থির করিয়া ক্রমশঃ সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। জগৎ রক্ষার জন্য উপদেশ প্রয়োজন। সেই উপদেশ প্রচলন, ও প্রজা সন্ততির জন্য অধিকারী ঋষিসমূহের ও প্রজাপতি সমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল। যে কারণে ব্রহ্মাদির আবির্ভাব, সেই কারণে বেদের ও আবির্ভাব! ব্রহ্মাকেও বেদাধীন হইয়া বেদশব্দ পূর্ব্বক সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল এবং বেদ প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। ব্রহ্মাই বেদ প্রকাশক, অথচ বেদাধীন। আমরা যেমন বিনা প্রযত্নে নিশ্বাসাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, বেদও তেমন মহাপুরুষের নিশ্বসিত প্রায় আবির্ভূত। ইহাতেই বেদের অপৌরুষেয়তা। লৌকিক গ্রন্থজাত লোকের মানস সম্ভূত। বেদ কাহারও মনঃ কল্পিত নহে। ব্রহ্মা বেদের স্মর্ত্তা, কিন্তু কর্ত্তা নহে। বেদ সর্ব্ব বিদ্যার আকর; অতএব বহুবিস্তৃত। এজন্য বেদকে শব্দব্রহ্ম বলে। ইহা প্রতি কল্পেই আবির্ভূত হইয়া থাকে। প্রলয়ে ব্রহ্মে লীন থাকে। জনলোকে ঋষিগণ বিরাজিত। সৃষ্টি সময়ে তাঁহারা ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া উহার প্রচার করেন। ব্রহ্মাকেও বেদাধীন হইয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল। ইহা কেবল শাস্ত্রোপদেশ নহে, লৌকিক যুক্তিদ্বারাও প্রতিপাদিত হইতে পারে। আমরা যখন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তৎপূর্ব্বে তাহার অবয়বাদির চিন্তা করিয়া থাকি এবং তাহার সৌকার্য্য সাধন কার্য্য নির্ব্বাহের উপায়গুলিও ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখি। পরে কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। জগৎ স্রষ্টা আমাদের মত চিন্তাধীন নহেন। কিন্তু জগৎ সর্জ্জনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং তাহার আকার প্রকারাদিও মনে স্থির করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং পূর্ব্বকল্পানুরূপ জগৎব্যাপার নির্ব্বাহার্থ প্রথমাবির্ভূতদিগের অন্তরে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কীটাণুকীট হইতে বিপুল ব্রহ্মাণ্ড সুনিয়ম যন্ত্রে যন্ত্রিত। এই নিয়ম বিধি বুদ্ধিপূর্ব্বক সৃষ্টি ব্যতীত কোন মতেই সম্ভবিতে পারে না। এবং জগতের সার ভূত প্রাণী মনুষ্যই প্রাণী সমূহের প্রধান। মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিক সুখাদির জন্য উপদেশ প্রচার স্রষ্টার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাই বেদের আবির্ভাব প্রয়োজন। বেদই অভ্রান্ত অপৌরুষেয় মহাবাক্য। আর্য্যগণ বেদকেই মূলবাক্য স্থির করিয়া তদধীন, অথবা তদ্বোধক শাস্ত্রাদি শিরোধার্য্য করিয়া থাকেন। এমন কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিববাক্যও বেদানুমোদিত বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেদ বিরোধীকে পাষণ্ড বলে। বেদ

বিরুদ্ধ বাক্য সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। কোন শাস্ত্রই বেদানুমোদিত না হইলে গ্রাহ্য নহে। স্মৃতি বেদার্থের স্মরণ। পুরাণ ইতিহাসাদি আখ্যায়িকায় বেদতত্ত্ব প্রচার করিতে বদ্ধ পরিকর। প্রাকৃত জনগণের বেদোপদেশ জন্য পুরাণ ইতিহাসের সৃষ্টি। এইরূপ যত আলোচনা করিব, দেখিতে পাইব, শাস্ত্রগুলি বেদানুবচনে দণ্ডায়মান। ধর্ম্মের সাধনা চাও বেদ তাহার উপদেষ্টা, ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া যাবতীয় কৃতকৃত্য সফল করিতে চাও, একমাত্র বেদই তাহার আশ্রয়। পরমেশ্বরকে ভজনা করিয়া হৃদয়ের তৃপ্তি বাসনা থাকে, বেদের শরণ লও। ব্রহ্ম যেমন যথা তথা যেন তেন প্রকারেণ আবিল অন্তরে পূর্ণ প্রকাশ হন না, বেদবিজ্ঞানও তেমন আচারও শ্রদ্ধাবিহীন বিষয়-মদিরামত্ত স্বার্থপর কলুষিতান্তঃকরণে বিকাশিত হন না। পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম অভিন্ন। সুতরাং শব্দব্রহ্মও আচারহীন বিষয় নিরত ইন্দ্রিয়সেবীর অন্তঃকরণে প্রতিভাত হন না। ইহা কস্মিন্ কালে হয় নাই, হইতেও পারে না। যাহার তত্ত্ব ব্রহ্মাদি দেবগণ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ সংযত চিত্তে তপোনিষ্ঠ হইয়া নিরন্তর সাধনায় পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্বেচ্ছাচার সম্পন্ন আমিষসেবীর তমসাচ্ছন্ন অন্তরে প্রতিভাত হইতে পারে না। এই সকল কারণে অভ্রান্ত বাক্য বেদমহিমা অনার্য্যমুখে প্রকটিত হয় না। প্রত্যুত বিরুদ্ধ তাৎপর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকে। ভূমিষ্ঠ হইয়াই আজকাল যাহারা ইউরোপীয় ভাষাও রীতিনীতি শিক্ষা করিতেছেন, তাহারা বেদ-বাদ প্রচারে অনর্থক সময়াতিপাত করিতেছেন। বেদকে তাহারা অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ইউরোপীয় লৌকিক বাক্যাবলীকে অভ্রান্ত বোধে গলাধঃ করিতেছেন। প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, তাহারা বেদ শিক্ষা করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ বেদ শিক্ষার উপযোগ ও অধিকার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত। তৃতীয়তঃ অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য-বিহীন ব্যক্তিগণ ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া তদনুরূপ, অথবা তদপ্রদর্শিত পথের পথিক। চতুর্থতঃ অপূর্ণ দর্শনে দৃষ্টি। পঞ্চমতঃ জগতের মূলতত্ত্ব পরমেশ্বরকে বিসর্জ্জন দিয়া অযথা অনুমানে নির্ভর। ষষ্ঠ শ্রদ্ধা ভক্তির হীনতা। সপ্তম গুরূপদেশলাভে পরাঙ্মুখতা ও অপ্রয়োজন বোধ। অষ্টম বর্ত্তমান সময়ে পল্লব গ্রাহিতার প্রশ্রয় ও অনধিকার চর্চ্চা। নবম বিষয় সেবাই প্রধান পুরুষার্থতা। দশম পরকালে সম্পূর্ণ অনাস্থা। উল্লিখিত কারণগুলি বর্ত্তমান বিদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ে প্রচুররূপে বর্ত্তমান, এই জন্য তাহারা প্রকৃত তত্ত্ববোধ ও নির্ণয়ে একান্ত অসমর্থ, অথচ বিজ্ঞতার ভান করিয়া অনধিকার চর্চ্চায় বদ্ধকটি। বেদাদি শাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, অথচ তাহার কথা বলিতে সতত ব্যগ্র। তাহাদের অকিঞ্চিৎকর বচন রচনায় যাহারা বিমুগ্ধ, তাহারা বলিয়া থাকেন, উহারা ঘরে ঘরে বেদ পড়িয়াছেন। বেদ তেমন নয় যে, নিজে নিজে ঘরে উহার অধ্যয়ন হইতে পারে। ইউরোপীয়গণ এ দেশীয়দিগের নিকট যাহা তাহা শুনিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই তাহাদের মূল। দুই এক কথা ঘুর ফের, করিয়া তাহারই আলোচনা। ইউরোপীয় দর্শনগুলি অসম্পূর্ণ ঈশ্বর বিহীন ও সামঞ্জস্য বিহীন। তৎপ্রথাচালিত হইয়া ইহারা বলিয়া থাকেন,—জগৎ ক্রমশঃ সভ্যতার হইতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং প্রাকৃতিক ঘটনাভীত আর্য্যগণ জড়োপাসনা বেদে বিস্তার করিয়াছেন। ইহার কোন যুক্তি নাই. কেবল অযথা অনুমান এবং ইউরোপের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া এবম্বিধ অনুমানের উৎপত্তি। ইউরোপের সভ্যতার মূল আপনা আপনি হয় নাই। পরের সভ্যতা দর্শনে হইয়াছে। এমন কি তাহাদের ধর্ম্মযাজনা পর্য্যন্ত আসিয়া হইতে পরিগৃহীত। সভ্যতার মূলই ধর্ম্ম। ধর্ম্মহীন মানব কদাপি সভ্য নহে। ইউরোপীয় ধর্ম্মপ্রচারক খৃষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। ধর্ম্মপ্রচারে যেমন ঈশ্বর প্রেরণার প্রয়োজন, তেমন সভ্যতাদিরও প্রচারে ঈশ্বর-প্রেরণার প্রয়োজন, সুতরাং পূর্ণ আদর্শ ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়া অভ্রান্ত বাক্য বেদপ্রচার করিয়াছিলেন, ইহা অযৌক্তিক হওয়ার কারণ নাই। যদি বল খৃষ্ট ঈশ্বর প্রেরিত স্বীকার করি না. কিন্তু তাঁহার সত্যোপদেশ গ্রহণ করিমাত্র। মানুষের সত্যগ্রহণ বুদ্ধির অনুরূপ হইতে পারে, তাহাও দৃষ্ট বিষয়ে। কিন্তু অদৃষ্ট বিষয়ে, সত্য গ্রহণ ক্ষমতা দেহাত্মবাদী অথবা তাদৃশ অযথাবাদীর নিকটে কোনরূপেই প্রকাশিত হয় না। আমরা প্রথম বলিয়াছি নির্মূল যুক্তি প্রতিষ্ঠা পাইতে পারে না, কিন্তু অভ্রান্ত বাক্যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী জনগণ উহার অনুধাবনা একেবারেই করেন না, ইহাও দেখা একান্ত কর্ত্তব্য যাহারা ধর্ম্মজগতে অদ্বিতীয়, বিষয়বিরহিত হইয়া নিয়ত লোকহিত চিন্তা করিয়াছিলেন, সেই বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ, কোন দিন যাহা মনেও ভাবেন নাই, সেই "জড়ভাব, বেদবিজ্ঞান" ইহা প্রকাশ করা একান্ত ধৃষ্টতা ও অনভিজ্ঞতার ব্যঞ্জক। ধন্য সাহস!! অথবা যে জানে না, তাহার সাহস থাকা বিচিত্র নহে।

অন্যান্য দেশে যে সকল গ্রন্থ অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া গ্রাহ্য, তাহা আধুনিক ও পৌরুষেয়। পৌরুষেয় হইলেও তাহারা উহা অপৌরুষেয় করিবার জন্য ঈশ্বর দত্ত বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বলা যাইতে পারে যে, অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য ব্যতীত অদৃষ্ট তত্ত্ব স্থির হয় না, ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। কেবল যাহারা বিত্ত-মোহে মুগ্ধ, দেহাত্মবাদী, তাহারাই উহার অপ্রয়োজন মনে করিবেন। অপ্রয়োজন মনে করিলেও লৌকিক তত্ত্ব নিরূপণে তাহারা অভ্রান্ত বাক্যাধীন হইয়া থাকেন। অদৃষ্ট তত্ত্ব স্বীকার করেন না, তৎসম্বন্ধে অভ্রান্ত বাক্যও স্বীকার করেন না। যাহারা বৈনাশিক তাহাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পরমেশ্বর নাই, অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্যও নাই। কিন্তু তাঁহারা যাহা না করেন, এই নিষেধ তত্ত্বের ও সাক্ষী আত্মা, আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সম্পূর্ণ অবিবেক বশতঃ প্রত্যক্ষীভূত আত্মা নিরস্ত করিতে যাওয়া একান্ত অবিধেয় ও লজ্জার বিষয়। যাহারা মতিমান্, আস্তিক, পরকাল সুখের জন্য কর্ম্ম-পর, তাহারা অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য ব্যতীত এক পদ ও চলিতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ তিনি প্রথমেই অভ্রান্ত বাক্য বেদ উদ্ধার করিয়া ছিলেন। বেদ ব্যতীত ভিন্ন দেশে যাহা অভ্রান্ত বাক্য বলিয়া চলিত, তাঁহার আবশ্যকতা নাই। কারণ সময়ে সময়ে লোকের মঙ্গলের জন্য অবতারের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু অভ্রান্ত বাক্য প্রকাশের প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। বরং অভ্রান্ত বাক্য বেদের রক্ষা ও উদ্ধার জন্য অবতার

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে। বেদ ভিন্ন অপৌরুষেয় অভ্রান্ত বাক্য আর নাই। প্রত্যেক দেশেই দেখা যাইতেছে যে, অভ্রান্তবাক্য ব্যতীত আর কেহই ধর্ম্মতত্ত্বোপদেশ প্রদানে অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু কেবল এক বেদ ব্যতীত অন্যান্য দেশীয় প্রত্যেক অভ্রান্ত বাক্যেরই কর্ত্তা প্রকাশিত আছে, বেদের কেহ কর্ত্তা নাই। আসুর-প্রকৃতি মানবগণ বলিয়া থাকেন,—বেদ ঋষিপ্রণীত, ইহা তাহাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্তি। যে ঋষিকে যে মন্ত্রের রচয়িতা বলিতে প্রস্তুত হইবেন, তাঁহার পূর্ব্বেও যে তন্মন্ত্র ছিল, একটু অনুধাবন করিলেই তাহা বুঝা যাইতে পারে। যেমন গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র। গায়ত্রীর রচয়িতা বিশ্বামিত্র হইলে তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বশিষ্ঠাদির উপনয়ন হইয়া ছিল না, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। অতএব যে মন্ত্রের যে ঋষি, সে তাহার রচক, ইহা মূর্খের বিচারণা। এইরূপ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, পাষণ্ড জনগণের বাক্য একান্তই অযৌক্তিক, সুতরাং হেয়। আবার আজ কাল দুই একটী বাবু উপন্যাসের অনুরাগ বর্ণনা বিরত হইয়া অদ্ভুত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁদের মতে বেদ অসার গ্রন্থ, যে হেতু তাহাতে ভক্তিতত্ত্ব নাই। যাহার অন্তরে ভক্তির লেশ নাই, কোনরূপ ভজনা যাহার ত্রিসীমায়ও উপস্থিত হয় না, ভক্তি স্বরূপ ও বেদবিজ্ঞান হইতে যিনি সুদূরে অবস্থিত, যিনি উপক্রম উপসংহার জ্ঞান বিহীন হইয়া, যুধিষ্ঠিরের শিরশ্ছেদনোদ্যত-অর্জ্জুনসমীপে ভগবদুক্তি "ধারণাদ্ধর্ম্ম" এই বাক্যের স্বেচ্ছামত অর্থ বিস্তারে বদ্ধপরিকর, তাঁহার ঐরূপ প্রলাপোক্তি ও সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধেয়। যাহারা পরকালের সুখাভিলাষী, ধর্ম্মানুষ্ঠানে দেহ মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়াসী, তাহারা অবশ্যই অভ্রান্ত অপৌরুষেয় বেদ মহিমায় মুগ্ধ হইয়া ত্রিতাপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন। আর যাহারা কেবল ধন যৌবনমদে উন্মত্ত, তাহাদের অদৃষ্টে বোধ নাই, তাহারা কেবল লৌকিক অভ্রান্ত বাক্যে নির্ভর থাকিবে।—

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিষ্য। এক্ষণে আমরা প্রস্তাবিত কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। কথাটা হইতেছিল, "জীবের ক্রমোন্নতি-প্রণালী-সম্বন্ধে। গুরুদেব! আমি এখনও অনেক কথা বুঝিতে পারি নাই। শূদ্র কিরূপে কীটত্ব প্রাপ্ত হইল, ও কীট জন্ম হইতে কিরূপেই বা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইল, এ সকল তত্ত্ব আমি এখনও ভাল রূপে বুঝিতে পারি নাই।

গুরু। বৎস! আমি তোমাকে ভগবানের "সৃষ্টিতত্ত্ব" সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলিতেছি। তুমি একটু বিশেষ মনোযোগের সহিত শুনিলে ঐ সকল তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে।

শিষ্য। আপনি বলুন, আমি বিশেষ মনোযোগের সহিত আপনার কথা শুনিতেছি।

গুরু। বৎস! ঐ যে অসংখ্য অসংখ্য তরু, লতা, কীট, পতঙ্গ, মৎস্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি উদ্ভিদ্ ও প্রাণী প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণ ও পুনরায় প্রকৃতিতে লীন হইতেছে, দয়াময় ঈশ্বর ইহাদিগকে বৃথা সৃষ্ট করেন নাই। এ সকল সৃষ্টির অতি নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে। উদ্ভিদ্ ও চক্ষের অগোচর অতি ক্ষুদ্র ক্ষীটাণু হইতে প্রাণীশ্রেষ্ঠ মানব পর্য্যন্ত প্রাণীমাত্রেরই এক মাত্র লক্ষ্য কি? জীব মাত্রেরই একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম্মজীবনে চরম উন্নতিলাভ করা, অথবা মোক্ষলাভ। ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরে লীন হইব, ইহাই জীবের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য সমস্ত প্রাণীর (মনুষ্য ভিন্ন) যে সমস্ত শক্তি বা বৃত্তি আছে, সেই সকল শক্তি বা বৃত্তি সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেও তাহারা অধ্যাত্ম জগতে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। কারণ, যে সকল বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও চরম পরিণতি প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্য ঈশ্বরে লীন, অথবা অধ্যাত্ম জগতে চরম উন্নতি লাভ করিতে পারে, উদ্ভিদ্ ও পশু পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীতে সে সকল বৃত্তি নাই। তবে কি ইহারা ধর্ম্ম-জগতে উন্নতিলাভ করিতে পারিবে না? ঈশ্বর যে প্রণালীতে ও যে উদ্দেশ্যে ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলেই, স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, ইহারাও ধর্ম্মজীবনে ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতেছে। ঐ শুন, শৃগাল, কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্র-প্রভৃতি জন্তুগণ, ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতীয় কীট, পতঙ্গ, নানাজাতীয় সর্প, পক্ষী, মৎস্য প্রভৃতি প্রাণীগণ ও উদ্ভিদেরা বলিতেছে, হে প্রভো দয়াময়! আমাদিগকে তুমি এত অসংখ্য অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্ট করিয়াছ কেন? মনুষ্যের ন্যায় আমাদিগেরও ধর্ম্মজীবনে উন্নতিলাভ করিতে যে সকল শক্তি বা বৃত্তির আবশ্যক, তাহা দেও নাই কেন? দয়াময়! আমরা কি পাপে এই পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ্ ইত্যাদি যোনি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা তোমারই সন্তান, দয়াময়! তুমি আমাদের প্রতি এত অবিচার করিয়াছ কেন? ইত্যাদি। দয়াময় ঈশ্বর এই সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের আক্ষেপ উক্তি শ্রবণ করিয়া কি বলিতেছেন, শুন।—তিনি বলিতেছেন, বৎসগণ! আমি তোমাদিগকে বৃথা সৃষ্ট করি নাই। তোমরা ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া এক সময়ে আমাতে লীন হইতে পারিবে। কিন্তু দুই এক জন্মে পারিবে না, কোটি কোটি বার জন্মগ্রহণ ও জন্মপরিবর্ত্তন হইয়া যখন তোমরা ক্রমে ক্রমে উন্নতি, অর্থাৎ উন্নতবৃত্তিগুলি প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্যজাতিতে জন্মগ্রহণ করিবে ও মনুষ্যজাতিতে আবার শূদ্র ইত্যাদি জাতি লাভ করিয়া যে সময় ব্রাহ্মণ জন্মলাভ করিতে সক্ষম হইবে, এবং ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ক্রমে আমাতে যাইয়া লীন হইবে। বৎসগণ! তোমরা মনুষ্য জাতির ধর্ম্মজীবনের উন্নতিলাভের বৃত্তিগুলি দেখিয়া দুঃখপ্রকাশ করিও না, তোমরাও ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্য জন্ম ও পরে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইবে। ঐ যে বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতায় সমারূঢ় নানাপ্রকার মানবজাতি (আর্য্যবংশ ব্যতীত) দেখিতেছ, ইহারাও ঐ অতি ক্ষুদ্র জন্ম হইতে ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া মনুষ্যজাতিতে পরিণত হইয়াছে। তোমাদিগকে, নানাজাতিতে নানাশ্রেণীতে বিভাগ করিয়া যে আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, তোমরাও ক্রমে ক্রমে উন্নত বৃত্তিগুলি লাভ করিয়া ক্রমে উন্নত জাতিতে জন্মগ্রহণ করিবে। প্রাচীন

হিন্দুরা আমার সৃষ্টির নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়াই, আমার নিকট প্রার্থনা করিতেন "হে দয়াময় ঈশ্বর! আমি চতুরশীতি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করিয়া এই মানব জন্ম পাইয়াছি এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম মধ্যে আবার দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো! আর যেন আমার যোনি ভ্রমণ করিতে না হয়, এই ব্রাহ্মণ-জন্মেই যেন তোমার চরণে যাইয়া লীন হইতে পারি।"

বৎস! এখন "বেদব্যাস ও কীট সংবাদে" যাহা বলিয়াছি, তাহা একবার স্মরণ কর। কীট এই রূপেই কীট জন্ম হইতে দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণজন্ম হইতে ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শিষ্য। শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম, কি দুর্লভ ব্রাহ্মণ জন্ম লাভ করিয়াও পুনরায় কীটত্ব প্রাপ্ত হয় কেন?

গুরু। এখন দেখ, কত জন্মজন্মান্তরীয় চেষ্টার ফলে অথবা কত যোনি পরিভ্রমণ করিয়া তুমি শ্রেষ্ঠ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন মনুষ্য জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি যে জাতিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাক না কেন, তুমি যদি ক্রমে ধর্ম্মজীবনে উন্নতি না কর এবং কেবল পশু বৃত্তি গুলিরই চালনা কর, তবে তুমি পশু বা কীট যোনিতে যাইয়া জন্মগ্রহণ করিবে না কেন? এদিকে যেমন ক্রমে উন্নতি হইতেছে, ওদিকেও অধোগতি হইতেছে।

শিষ্য। উদ্ভিদ্ হইতে কীট, কীট হইতে পশু, পক্ষী, পশু পক্ষী হইতে যে, মনুষ্য জাতির পরিণতি হইয়াছে, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি? এ ভিন্ন বৃত্তিগুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে জীবের বাহ্য ও আভ্যন্তরিক গঠনেরও পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, ইহারও কোন প্রমাণ আছে কি?

গুরু। উদ্ভিদ্ হইতে যে কীট জন্মে, ইহা সচরাচরই প্রত্যক্ষ করা যায়। তুমি এক জলপূর্ণ পাত্রে উদ্ভিদ্ দ্রব্য রাখিয়া দেও, ৮।১০ দিন পরে দেখিলে, ঐ পাত্রের জল অম্ল আছে দেখিতে পাইবে। উহার ২।১ বিন্দু জল লইয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্র-দ্বারা পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে যে, অসংখ্য অসংখ্য কীট আনন্দে বিচরণ করিতেছে। উদ্ভিদ্ পচিয়া ক্ষুদ্রকীট জন্মে, ইহা সর্ব্বদাই দেখা গিয়া থাকে।

মৎস্য শ্রেণীর মধ্যে কচ্ছপ ও শাকুশ মৎস্যের বিষয় তুমি একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে এসম্বন্ধে অনেকটা বুঝিতে পারিবে। কারণ এই দুইটি জীব তুমি সর্ব্বদাই দেখিয়া থাক। দেখ কচ্ছপ, মৎস্যের ন্যায় জলে থাকে, সাঁতার দেয়, অথচ পশু জাতির ন্যায় পুচ্ছ ও পা আছে। ইহাদের মাংস ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির গঠন অনেকটাই পশুর মত। অথচ দেখ ইহাদের গাত্রের আবরণ না মৎস্যের মত, না পশুর মত। শাকুশ্ মৎস্য (পূর্ব্ব বসিরহাটবাজারে এই অপূর্ব্ব জীব পাওয়া যায়) দেখিতে পদ্মপত্রের ন্যায়, মুখ পেটের মধ্যস্থানে, পা নাই, চর্ম্ম শৌল, গজার মৎস্য হইতে কঠিন ও কর্কশ, অনেকটা গুঁই সাপের মত। শাকুশ মৎস্য অনেকটা মৎস্যের প্রকৃতি, অনেকটা পশু প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মৎস্য হইতে শাকুশ মৎস্য, শাকুশ মৎস্য হইতে কচ্ছপ, কচ্ছপ হইতে পশু জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে এরূপ অনুমান করিতে পারা যায়।

মৎস্য জলে বাস করে, সাঁতার দেয়, তিমী মৎস্যের ঐ সকল লক্ষণ আছে, কিন্তু অনুসন্ধান লইলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৎস্যের হৃদয়ের বা রক্তাধারের যেমন দুইটী মাত্র কোটর আছে, তিমীর সেরূপ নহে; গো, ছাগ ইত্যাদির ন্যায় ইহাদের হৃদয়ের ৪টী কোটর আছে। মৎস্যের রক্ত শীতল, কিন্তু তিমীর রক্ত উষ্ণ। মৎস্য কানাসী দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে, কিন্তু তিমীর গো মেষাদির ন্যায় ফুসফুস আছে। মৎস্য অণ্ড প্রসব করে, তিমী শাবক প্রসব করে, স্তনদান করে ও যত্নে শাবক লালন পালন করে।

যে চিঙড়ি মৎস্যকে আমরা সর্ব্বদা মাছ বলিয়া জানি। তাহাকে কীট শ্রেণীভুক্ত করা উচিত। আবার দেখ বাদুড় পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়, ফলাদি আহার করে, বৃক্ষে থাকে, কিন্তু বাদুড়কে পক্ষী শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না, কারণ কুকুর, বিড়াল, মনুষ্য প্রভৃতির ন্যায় উহারা শাবককে স্তন দান করে, আর পক্ষী যেমন অণ্ড প্রসব করে, ইহারা সেরূপ করে না। তুমি, পক্ষীর ন্যায় উড়িতে পারে, এমন মৎস্যের নাম বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। এইরূপ বানর, উল্লুক প্রভৃতি প্রাণীর আকৃতি প্রকৃতি কথকটা পশুর মত ও কথকটা মানুষের মত দেখিতে পাইবে। ফলতঃ প্রাণী কি উদ্ভিদ্ জগতের মধ্যে এইরূপ মস্তিষ্কের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আকৃতিরও পরিবর্ত্তন ইত্যাদি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে। জীব যে ক্রমে উন্নত হইতেছে, তাহাও এ সকল দৃষ্টে স্পষ্ট বুঝা যায়।

শিষ্য। জন্মান্তরবাদের ভিত্তি কি?

গুরু। "জন্মান্তর-বাদের ভিত্তি আত্মার অবিনশ্বরত্ব। জীবাত্মা না থাকিলে অহংজ্ঞান হইতে পারিত না। অনুভূত জ্ঞান স্বীকার করিতে অনুভব কর্ত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদ্যপি একবার মাত্র অনুভব কর্ত্তা এক জনের অস্তিত্ব স্বীকার করে, তবে তাহার অবিনশ্বরত্বও অবশ্যই মানিতে হইবে। জগতের কোন পদার্থেরই নূতন ভাবে উৎপত্তি কি ধ্বংস দেখা যায় না। যাহা আছে, তাহা চিরদিনই আছে, আর যাহা নাই তাহা কখনও হইবে না। যতগুলি পরমাণুদ্বারা এই জগৎ গঠিত হইয়াছে, সেগুলি পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে, পরেও থাকিবে। পরমাণু নিত্য, তবে রূপ কেবল অনিত্য। বস্তুর রূপ ও নাম মাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ইহ সংসারে যাহা কিছু আছে সমস্তই গতিশীল, আর এই গতি হেতুই পরমাণুর সর্ব্বদা অবস্থান্তর হইতেছে, অবস্থান্তর হেতু-রূপ আর নাম মাত্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে। ফলতঃ কোন দ্রব্যের নূতন উৎপত্তি কি ধ্বংস হইতেছে না। জড় বস্তু সম্বন্ধে এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে, জীবাত্মা সম্বন্ধেও এই যুক্তি অবলম্বিত হইতে পারে। সর্ব্বত্রই সুনিয়ম, সু ব্যবস্থা; নৈতিক নিয়ম, বহির্জাগতিক নিয়ম পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নহে—একাধারে সহোদরের ন্যায় ক্রীড়া করিতেছে।

বৎস! এই যে কত শত কৃমি কীট-জন্ম পার হইয়া মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াছে, তাহার সাক্ষ্য দিতে মনের প্রত্যক্ষীভূত—স্মৃতি অনুমোদিত প্রমাণ কি নাই? প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যে পশুভাবটুকু অল্প বেশী বিদ্যমান আছে। অরণ্যে যত পশু, সবগুলি মনুষ্য মধ্যে বিদ্যমান। যিনি যত বেশি জন্ম পার হইয়াছেন, তাঁহার পশু ভাব তত হ্রাস হইতেছে। এইরূপ

জীব জন্ম হইতে জন্মান্তরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বর সম্মুখীন হইতেছে। যোগীগণ ভূত ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু আমাদের সে শক্তি নাই। সুতরাং জন্মান্তর সম্বন্ধে যুক্তি দ্বারাই মীমাংসায় পৌঁছিতে হইয়াছে। ডারুইন বহির্জগতে ক্রম বিকাশ দেখাইয়াছেন, নানাবিধ অবয়ব অতিক্রম করিয়া মনুষ্য জাতি বর্ত্তমান মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দেখ বৎস! মাতার উদরে সন্তান প্রথমতঃ উদ্ভিদের মত, তৎপর সর্প মৎস্য ইত্যাদির আকারে আসিয়া, ইহার পরে শার্দ্দূল, কুকুর ছানা কি মর্কটের আকার অতিক্রম করিয়া, শেষে মনুষ্য শিশুর অবয়বের ছাঁচ ধারণ করে। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন—জীব, সৃষ্টিরাজ্যে এক ছাঁচে ঢালা। বৃক্ষ ভূসংলগ্ন মনুষ্য, মৎস্য সন্তরণশীল মনুষ্য, পক্ষী উড্ডীয়মান মনুষ্য—এই ভাবে এক মনুষ্য জগতই জগন্ময়। মনুষ্য আকার সেই জীব দেহ উদ্গমের চরম স্ফূর্ত্তি। যদি বাহিরের এই কথা প্রমাণ করিলে, তবে অন্তর্জগতের একথা মানিতে চাও না কেন? এক মন, তাহারই বিকাশ করার জন্য এই ব্রহ্মাণ্ড। বীজ হইতে যেরূপ অবস্থাচক্রে বিশাল কাণ্ডাদি বিশিষ্ট বৃক্ষের উৎপত্তি হয়, কৃমি কীট হইতে ক্রমশঃ বিকসিত হইয়া সূক্ষ্ম মনই অবশেষে পূর্ব্বোক্ত নানা প্রকার মানব জাতিতে পরিণত হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র বীজে যেরূপ বিশাল বটবৃক্ষের উপকরণ নিহিত থাকে, সেইরূপ কৃমিকীটেও দিগন্ত প্রসারিণী অপূর্ব্ব প্রতিভার প্রাক্ উদ্গম নিহিত রহিয়াছে।

বৎস! নিত্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে—এই তরঙ্গময়ী জীবন লহরীর শত ঢেউ রাশির উত্থান-পতন মধ্যে-রূপান্তরের মধ্যে, এক সত্য নিশ্চয়—"তুমি নিত্য"। সেই তুমি যদি নিত্য পদার্থ হইলে, তবে এই দেহ গ্রহণের পূর্ব্বেও তুমি ছিলে, এখনও আছ, পরেও তুমি থাকিবে। এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ২।১টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তোমায় শুনাইতেছি। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥ ২। ২২॥

ভাবার্থ—যেমন লোকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র সকল পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা জীর্ণ শরীর সকল ত্যাগপূর্ব্বক অন্য অভিনব শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ ২॥ ১৩।

ভাবার্থ—দেহাভিমানী জীবের এই স্থূল দেহে যেমন শরীর বিষয়ক কৌমার, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি হয়, স্বরূপতঃ তাহা জীবের হয় না, এবং সেই সকল অবস্থার মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা নাশের পর অপর অবস্থা প্রাপ্তি হইলেও সংস্কার বশতঃ সেই আমি এমত জ্ঞান থাকে, তদ্রূপ জীবের এই স্থূল দেহ নষ্ট হইয়া লিঙ্গ শরীর দ্বারা দেহান্তর প্রাপ্তি হইলেও তাহাতে আত্মার নাশ হয় না।

শিষ্য। ইংরেজ জাতিরা জগতে শ্রেষ্ঠ, উন্নত, ও সভ্য বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বত্রই পরিচিত। ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা জাতিভেদ মানেন না কেন? যদি জাতিভেদই ধর্ম্মের উন্নতির সর্ব্ব প্রধান উপায় হইত, তবে ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা জাতিভেদ না মানিয়াও এত উন্নত জাতি কিরূপে হইলেন?

গুরু। ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা যে, ধর্ম্ম জীবনে হিন্দুদের অপেক্ষা উন্নত, এই বিশ্বাস তোমার কিসে হইল? "ধর্ম্ম জীবনে উন্নত" কাহাকে বলে, বোধ হয় তুমি এখনও তাহা বুঝিতে পার নাই। এ সম্বন্ধে অধিক কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন, তুমি একবার প্রাচীন ভারতের সেই শুকদেব, বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্যাস, নারদ, অত্রি, গৌতম, পরাশর, শাণ্ডিল্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ; জনক, বিশ্বামিত্র, ভৃগু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, যুধিষ্ঠির, দেবব্রত ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, ধ্রুব প্রভৃতি দেবতুল্য মহাপুরুষগণ বর্ত্তমান সময়ের ত্রৈলঙ্গ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, যোগীবর ত্রাটক (মাদ্রাজ), ভূকৈলাসের বিখ্যাত যোগীবর, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী, ভাস্করানন্দস্বামী প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষগণ ধর্ম্মজগতে যে উন্নত স্থান লাভ করিয়া গিয়াছেন ও এখনও যাঁহারা ধর্ম্ম জীবনে উন্নত স্থান লাভ করিয়া ভারত ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছেন, তুমি ইংরেজ প্রভৃতি জাতির অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাস হইতে ঐ সকল দেবতুল্য মহাপুরুষদিগের সহিত সর্ব্ব বিষয়ে তুলনা করিতে পারে, এমত ২।১টি ম্লেচ্ছের নাম উল্লেখ করিতে পার কি? ইংরেজ প্রভৃতি জাতির আদর্শ পুরুষ যীশুখৃষ্ট। সূক্ষ্মভাবে সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আলোচনা করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, এ দেশের এক জন ভক্ত (মহাত্মা প্রহ্লাদ) অপেক্ষা যীশুখৃষ্ট ধর্ম্ম জীবনে বড় বেশী উন্নত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়না। বৎস! একবার জাতীয় ধর্ম্ম, শাস্ত্র ও রীতি নীতিগুলির নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, হিন্দুরা ধর্ম্ম জীবনে কত উচ্চ স্থান লাভ করিয়া গিয়াছিলেন।

শিষ্য। আমি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণ হিন্দু জাতি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে কোন তত্ত্ব হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে কি?

গুরু। হিন্দু শাস্ত্রে বর্ত্তমান ম্লেচ্ছ প্রভৃতি জাতির পূর্ব্ব পুরুষগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব লিখিত আছে, আমি সংক্ষেপে তোমায় বলিতেছি। প্রথমতঃ ভগবান্ মনু কি লিখিয়াছেন, দেখ। তিনি লিখিয়াছেন:—

"শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥"

অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ক্ষত্রিয়েরা উপনয়নাদি ক্রিয়া লোপ হেতু এবং যজন, অধ্যাপন, প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত ব্রাহ্মণের দর্শনাভাব হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

"পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনঃ কিরাতা দরদাঃ খসাঃ॥"

অর্থাৎ, পৌণ্ড্র, উড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ,

পহ্লব, চীন, কিরাত, দরদ, খস এই সকল দেশোদ্ভব ক্ষত্রিয়েরা পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মণ দর্শন ও ক্রিয়া লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শূদ্রত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

"শূদ্রত্ব দ্বিবিধ, অক্ষত ও অনক্ষত। অক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য ও অনক্ষত শূদ্রেরা প্রায়শ্চিত্তের যোগ্য।"

পূর্ব্বোক্ত মনুবচনে লিখিত শক যবনাদির সগর রাজ কর্ত্তৃক অন্য বেশ ধারিত্ব, তৎপরে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্তির কথা বিষ্ণু পুরাণে উক্ত আছে। যথাঃ—"শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবা, হন্যমানাস্তৎকুলগুরুং বশিষ্ঠং শরণং যযুঃ। ১৮। অথৈতান্ বশিষ্ঠোজীবন্মৃতকান্ কৃত্বা সগরমাহ, বৎস! অলমেভিরিতি জীবন্মৃতকৈরনুস্বতৈঃ। ১৯। এতে চ ময়ৈব ত্বৎপ্রতিজ্ঞাপরিপালনায় নিজধর্ম্মং দ্বিজসঙ্গপরিত্যাগং কারিতা। ২০। সতথেতি তদ্গুরুবচনমভিনন্দ্য তেষাং বেশান্যত্বমকারয়ৎ। যবনান্ মুণ্ডিতশিরসঃ অর্দ্ধমুণ্ডাঃ শকান্, প্রলম্বকেশান্ পারদান্ চকার। তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ। সগরোঽপি স্বমধিষ্ঠানমাগম্য অস্খলিতচক্রঃ সপ্তদ্বীপবতীমিমামুর্ব্বীং প্রশশাস।" ২১।

(বিষ্ণু পুরাণ, চতুর্থাংশে, তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ)

সগর রাজ কর্ত্তৃক আহত শক, যবন, কাম্বোজ, পারদ, পহ্লবগণ তাঁহার কুলগুরু বশিষ্ঠের শরণাপন্ন হইয়াছিল। ১৮। অনন্তর বশিষ্ঠ তাহাদিগকে জীবন্মৃত করিয়া সগরকে কহিলেন, বৎস! ইহারা জীবন্মৃত। ইহাঁদিগকে পুনর্ব্বার বিনাশ করিবার নিমিত্ত ইহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবার আবশ্যক নাই। ১৯। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত আমি ইহাঁদিগকে স্বীয় ধর্ম্ম ও দ্বিজ সংসর্গ পরিত্যাগ করাইলাম (তাহাতেই ইহারা জীবন্মৃত হইয়াছে)। ২০। সগর তথাস্তু বলিয়া গুরুবাক্য অনুমোদন করিলেন এবং শক যবন প্রভৃতির অন্যবিধ বেশ করাইয়া দিলেন। যবনদিগের মস্তক মুণ্ডন করাইলেন, শকদিগকে অর্দ্ধ মুণ্ডিত করাইয়া দিলেন, এইরূপ পারদদিগকে প্রলম্বিত কেশধারী ও পহ্লব দিগকে শ্মশ্রুধারী করিলেন। সগর এই সকল ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য অনেক ক্ষত্রিয়কে বেদাধ্যয়ন রহিত ও যাগাদি ক্রিয়া হীন করিলেন। ইহারা ধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছ হইল। সগরও নিজ রাজধানীতে আগমন পূর্ব্বক সপ্তদ্বীপা পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তাঁহার আজ্ঞা বা সেনাগণ সর্ব্বত্রই অপ্রতিহত হইয়াছিল। ২১।

এ সম্বন্ধে হরিবংশে লিখিত আছে।—

"সগরস্তাং প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্ব্বাক্যং নিশম্য চ।
ধর্ম্মং জঘান তেষাং বৈ বেশান্যত্বং চকারহ॥
অর্দ্ধ শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যাসর্জ্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃ সর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ॥
পারদা মুক্তকেশাশ্চ পহ্লবাঃ শ্মশ্রুধারিণঃ।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাঃ কৃতাস্তেন মহাত্মনা॥"

সগর বশিষ্ঠ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন। যথা ;—শক যবন প্রভৃতিকে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন, এবং অন্য বেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। যবন ও শকদিগের অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন, কাম্বোজদিগের মস্তক মুণ্ডন, পারদদিগকে মুক্ত কেশ এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করাইয়াছিলেন। মহাত্মা সগর এইরূপে বিপক্ষ শত্রুদিগকে বেদাধ্যয়ন হীন ও স্বাহা প্রণব রহিত করাইয়াছিলেন।

এইক্ষণে প্রতি পুরাণের ঐক্য করিতে হইলে এই মীমাংসা করিতে হইবে, মহাত্মা সগর যে সকল ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন হীন, স্বাহাপ্রণবহীন, এবং দ্বিজ সংসর্গ হীন, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম হীন করাইয়াছিলেন, ভগবান মনু পৌণ্ড্রকাশ্চোঢ্র ইত্যাদি বচন দ্বারা তাহাদিগকেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। উপরি উক্ত দ্বাদশ বিধ ক্ষত্রিয়ই সগর রাজ কর্ত্তৃক স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্মধ্যে শক, যবন, পহ্লব, পারদ, কাম্বোজ এই পঞ্চ বিধ ক্ষত্রিয়ের মস্তক মুণ্ডনাদিদ্বারা সগররাজ বেশান্তর করাইয়াছিলেন। কিন্তু তৎপর স্বধর্ম্মচ্যুত পূর্ব্বোক্ত পৌণ্ড্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয়েরা ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের বচনের শেষভাগে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ রহিয়াছে। যথা ;—

"তে চ নিজধর্ম্মপরিত্যাগাদ্ব্রাহ্মণৈশ্চ পরিত্যক্তা ম্লেচ্ছতাং যযুঃ"। তাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ম্লেচ্ছত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সকল পতিত ক্ষত্রিয়েরা প্রায়শ্চিত্তের অযোগ্য। সগর বশিষ্ঠ গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়া এই প্রকার প্রতিজ্ঞা করিলেন। যথা ;—শক যবন প্রভৃতি সেই সকল রাজাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন এবং অন্যবেশ ধারণ করাইয়াছিলেন। শকদিগের অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন করাইয়াছিলেন। এইরূপ পারদদিগকে মুক্ত কেশ, যবনদিগকে অর্দ্ধ শিরোমুণ্ডন এবং পহ্লবদিগকে শ্মশ্রুধারী করাইয়াছিলেন। মহাত্মা সগর এই প্রকার বিপক্ষ ক্ষত্রিয়দিগকে বেদাধ্যয়ন রহিত ও স্বাহা প্রণব রহিত করাইয়াছিলেন।"

শিষ্য। ইংরেজ ইতিহাসে পড়িয়াছি "ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে মধ্য এসিয়ার বিস্তীর্ণ ভূমি আর্য্যজাতির আদিম নিবাসস্থান ছিল। ক্রমে ইহাদের দল পুষ্টি হওয়ায় ইহারা বিভিন্ন স্থানে গমন ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। এইরূপে গ্রীসবাসী গ্রীক, ভারতবাসীগণ হিন্দু ইত্যাদি।"

গুরু। ইংরেজজাতি, ও ইহারা যে যে জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সে সকল জাতিরা ও হিন্দুরা যে একই আর্য্যের সন্তান, একথা ইংরেজেরা কেন বলেন, এ কথাটাও কি তোমার "শিক্ষিত" মস্তিষ্কের বুঝিতে ক্ষমতা নাই। "আমি শ্রেষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান"—একথা বলিতে কাহার না ইচ্ছা হয়?

যাক্, আর্য্যজাতিরা যে অতি প্রাচীন কালে মধ্য প্রদেশে ছিলেন, এবং তথা হইতে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এ সকল তত্ত্বের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, এমত হওয়া অসম্ভব। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অনেকটা কল্পনাদেবীর প্রসাদাৎ, অনেকটা স্বার্থের টানে ঐসকল কথা লিখিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়।

শিষ্য। ইংরেজ প্রভৃতিরা ধর্ম্মজগতে হিন্দু জাতি অপেক্ষা হীন কিসে?

গুরু। ইংরেজ প্রভৃতি জাতিরা হিন্দুদের অপেক্ষা ধর্ম্মজীবনে হীন কিসে, এ সকল তোমায় ২।১ কথায় বুঝাইতে পারিব না। এদেশে একজন উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত, লব্ধ প্রতিষ্ঠ সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখ—তিনি হিন্দুজাতির খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কি, নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব কি, জগতে হিন্দু ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝে নাই।"

শিষ্য। হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমি বর্ত্তমান সময়ের অনেক পণ্ডিত ও পাশ্চাত্য উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত লেখকের পুস্তক ও প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া এখন অনেকটা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে আপনার সমীপে আমার এই জিজ্ঞাস্য যে, হিন্দুরা ধর্ম্মজীবনে এত উচ্চ স্থান লাভ করিয়াও যবন ম্লেচ্ছ ইত্যাদিকে ঘৃণা করিতেন কেন?

গুরু। প্রকৃত পক্ষে হিন্দু যবন, ম্লেচ্ছ জাতিবিশেষকে ঘৃণা করেন না, তবে উহাদের অনুষ্ঠেয় আচার ব্যবহারাদিকেই ঘৃণা করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অবগত হইয়াই বিবাহ, আহার, সহবাস, ব্যবসা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানাপ্রকার নিয়ম পালন করিতেন, অর্থাৎ অধ্যাত্মজগতে ক্রমোন্নতি উদ্দেশ্যে, বিবাহ, আহার, সহবাস প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় আচার ব্যবহার সম্বন্ধে সকল নিয়ম পালন করা যে, একান্ত আবশ্যক হিন্দুরা তাহা সম্যক্ রূপে অবগত হইয়া, ধর্ম্মের প্রতি একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই নিয়ম পালন করিতেন। আর, যবন ম্লেচ্ছেরা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্ব বা ধর্ম্মজগতের উন্নতি অবনতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া,—ঐহিক সুখ ও ঐশ্বর্য্য লাভের দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া,—বিবাহ, আহার, ব্যবসা, সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে সামান্য সামান্য (ঐহিক সুখ ও ঐশ্বর্য্যের জন্য যাহা আবশ্যক) নিয়ম পালন করিয়া থাকেন। এইজন্যই হিন্দুরা যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতির আচার, ব্যবহারাদিকে ঘৃণা করিবেন ও করিয়া থাকেন।

শিষ্য। বিবাহ, আহার, ব্যবসা, সহবাস ইত্যাদি সম্বন্ধে আমার অনেক কথা জানিবার আছে, ক্রমে সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করিব। এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের কর্ম্ম ফলও জন্মান্তর সম্বন্ধে ম্লেচ্ছের সহিত হিন্দুর এত বিরোধ কেন?

গুরু। আমি এ সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "আস্তিক ও নাস্তিক" * প্রবন্ধ হইতে কতিপয় স্থান তোমায় উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। "ম্লেচ্ছের যত আক্রোশ ব্রাহ্মণের (হিন্দুজাতির) উপর। ম্লেচ্ছের কথায়, কেতাবে, কেবল এই আক্রোশই প্রকাশ পায়। ম্লেচ্ছ পরকাল বুঝে না, যাগ যজ্ঞ বুঝে না, ধ্যান জ্ঞান বুঝে না; পশুর মত কেবল শরীরের সেবাই বুঝে। ম্লেচ্ছ মনে করে যে, আঁতুড়েই জীবের সৃষ্টি, না হয় বড় জোর গর্ভেই জীবের সৃষ্টি, ওদিকে শ্মশানেই জীবের বিনাশ। আর, না হয়ত মৃত্যুর পর অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক। ম্লেচ্ছ মনে করে যে, গর্ভ সঞ্চারের পূর্ব্বে জীব আদৌ কোথাও ছিল না। কোন এক রকমে অকস্মাৎ জড় পদার্থের সঙ্ঘাতেই জীবের উৎপত্তি হয়। সেই জড় সঙ্ঘাতের ক্রিয়া যখন বন্ধ হয়, জীবও সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে মিলাইয়া যায়।

জীবকে যে, কোটি কোটি জন্মে, কোটি কোটি যোনি পরিভ্রমণ করিয়া, কোটি কোটি দেহে, কোটি কোটি বার সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়, ইহা ম্লেচ্ছ বুদ্ধির আয়ত্ত হয় না। এক জন্মের কর্ম্ম ফল জন্ম জন্মান্তরে জীবের অনুসরণ করে, অলক্ষিতে জীবের সুখ দুঃখের কারণ হয়, ম্লেচ্ছ একথা শুনিলে উপহাস যোগ্য প্রহেলিকা মনে করে। চৈতন্যই জড়ের আশ্রয় এবং জড়, চৈতন্যের আশ্রিত, ম্লেচ্ছ ইহা জানে না। ম্লেচ্ছ মনে করে যে, জড়ই চৈতন্যের আশ্রয়। জড় হইতেই চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। ম্লেচ্ছ যেমন বুঝে, তেমনই বুঝায়। এ সকল ধারণাই ম্লেচ্ছ শিক্ষার মূল ভিত্তি।

ব্রাহ্মণের শিক্ষা অন্যরূপ। জীবের সৃষ্টি হয় না, জীব অনাদি। দেহ ধারণ হেতু যে কর্ম্ম জীবের সুখ দুঃখের নিদান, সেই কর্ম্মও অনাদি। কর্ম্মের ফল ভেদে জীবের জাতিভেদ হয়, তাহা হইতে জীবের অধিকার ভেদ হয়। কর্ম্ম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন জীবে সুখ দুঃখের ভেদ হয়। কর্ম্ম অনুসারেই জীবের আয়ুষ্কাল সম্বন্ধে তারতম্য হয়। ইহাই ব্রাহ্মণের ধারণা। সুতরাং শিক্ষার বিষয়, প্রয়োজন, সম্বন্ধ, এবং অধিকার লইয়া ম্লেচ্ছের সহিত ব্রাহ্মণের (হিন্দুর) বিষম দ্বন্দ্ব।

ম্লেচ্ছ দেখে স্থূল, বুঝে স্থূল, ভাবেও স্থূল। স্থূল বুদ্ধি ম্লেচ্ছে সূক্ষ্ম বুদ্ধি নাই, হইতেই পারে না। স্থূলই ম্লেচ্ছের প্রমাণ। এই জন্যই ম্লেচ্ছ সকল মানুষকেই একই প্রকার মনে করে। মানুষে মানুষে জন্মগত অধিকারের বীজভেদ আছে এবং সেই হেতু মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি অবান্তর জাতিভেদ আছে, ম্লেচ্ছ তাহা দেখিতে পায় না, সুতরাং বুঝিতে পারে না, সুতরাং বুঝিতে পারে না, স্বীকারও করে না। কোন্ স্থূল পদার্থ, কি ভাবে সংগ্রহ করিলে এবং কোন্ স্থূল পদার্থ কি ভাবে ত্যাগ করিলে সেই অধিকার বীজের পুষ্টি বর্দ্ধন করিতে পারে এবং কালক্রমে উহা হইতে জাতির বিকাশ হয়, তাহা ম্লেচ্ছ বুদ্ধির অধিগম্য নহে, এই কারণেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার, সংসর্গ বিসর্গের বিচার, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার প্রভৃতি সূক্ষ্মতত্ত্বে ম্লেচ্ছ নিতান্তই অপটু। ম্লেচ্ছ বুদ্ধি অতিমাত্রায় তামসী বলিয়া পদার্থের স্বরূপ বা প্রকৃততত্ত্ব, তাহার সমীপে প্রতিভাত হইতেই পারে না। অথচ তমঃসম্ভূত অজ্ঞানের আধিক্য প্রযুক্ত ম্লেচ্ছ বুদ্ধি স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে বা স্বীকার করিতে আরোও কুণ্ঠিত হয়।"

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

* বেদব্যাস পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

জগন্মায়ের আগমন চিন্তা।

(ভোলা পাগলের স্বপ্ন)

অদ্য বোধননবমী, জগন্মায়ের বোধনের দিন। ভোলা পাগল স্বয়ং উপবাসী থাকিবেন। মায়ের ভাবে থাকিতে থাকিতে

সমস্ত দিন অতীত হইয়া গেল। মায়ের পীযূষ রস পান করিয়া ভোলার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই। সায়ংকাল সমাগত হইল, ভোলানাথের প্রতীক্ষা-লতা আশ্রয়-তরু পাইল। নৌকা লাভে পারগামীর মত, ভোলা পাগল আনন্দ পাইতে লাগিলেন। আজ এক বৎসর পরে মায়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হইবে। পাগল আজ আপনাতে নাই। আজ আনন্দের তরঙ্গে ভাসিয়া ভাসিয়া খেলা করিতেছেন। শশধরের উপচয়ে বারিধির মত ভোলাদাস দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়, সর্ব্বপ্রাণ পূরিয়া উঠিয়াছে, অণুতে অণুতে আনন্দরসে রসাল হইয়াছে, রসের শীকর বাহিরেও ছড়িয়া পড়িতেছে। এইরূপ প্রফুল্ল হইয়া ভোলাদাস যথা বিহিত আসনে সমাসীন হইলেন। এবং বোধন ক্রিয়া প্রারম্ভ করিলেন। পরে যথা সময়ে বিহিত মন্ত্র পাঠে মায়ের আহ্বানে প্রবৃত্ত হইলেন। আহ্বানের প্রায় সমস্ত মন্ত্র পাঠ শেষ হইল, কিন্তু কেমন যেন একটু নৈরাশ্যের বায়ু আসিয়া অন্তরে প্রবেশ করিল। হৃদয় একটু শুখাইয়া উঠিল, অমনি চমকিত হইয়া ভোলাদাস অতি প্রযত্নে অবশিষ্ট মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিলেন। সমস্ত মন্ত্র পাঠ সমাপ্ত হইল, কিন্তু আনন্দের পরিবর্ত্তে সেই নৈরাশ্য ভাবই ভোলাদাসের হৃদয়াধিকার করিল। জগন্মায়ের সমাগম চিহ্ন কিছুমাত্র বুঝিতে পাইলেন না। আবার প্রাণ খুলিয়া আপন ভাষায় মাকে ডাকিতে লাগিলেন, নানা মতে নানাভাবে, কত কথা বলিলেন, মনের সমস্ত আগ্রহ, সমস্ত পিপাসা প্রবাহিত করিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে অধীর হইয়া পড়িলেন, বহিঃসংজ্ঞা বিচলিত হইল।

এই সময়ে যেন কোন্ এক অদৃশ্য পুরুষ শ্রবণের নিকটে উপনীত হইলেন, এবং অতি মৃদুভাবে সান্ত্বনাস্বরে বলিলেন, মায়ের প্রিয় তনয়! শান্ত হও, তোমার ভাল হউক, মা, তোমার সমস্ত আহ্বান, সমস্ত কথা গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু এখন আবির্ভাবের পক্ষে একটি অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে।"

ভোলাদাস সচমকে নয়নোন্মীলন করিয়া কিছু দেখিতে পাইলেন না, আর কিছু শুনিলেনও না। তখন মনে মনে নানা মত বিতর্ক করিতে লাগিলেন। "এ কি হইল! কে আমায় এ দারুণ কথা শুনাইল যে,—"এখন মায়ের আবির্ভাবের পক্ষে অন্তরায় উপস্থিত!" কাহার হৃদয় এমত নির্দ্দয় যে, এই মুমূর্ষু প্রাণে করবালাঘাত করিল। করিলই যদি তবে একবারেই শেষ করিল না কেন! অথবা এ কি সত্য সত্য বাক্য, না আমার মনের ধাঁধা,—ইহা কি স্বপ্নবৎ শ্রবণ? সত্য কথা হইলে ইহার বক্তা গেল কোথা? তবে কি কোন অদৃশ্য পুরুষ, মায়ের প্রেরিত কোন মহাপুরুষ? যাহাই হউক বাস্তবিক ঘটনাটা বোধ হয় সত্যই হইবে। না হইলে এত প্রাণপণে ডাকিয়াও মায়ের আসার আশা পাইলাম না কেন। অন্য কখনওতো এরূপ ঘটনা হয় না, আহ্বান করিলেইতো মায়ের আবির্ভাব চিহ্ন পাওয়া যায়। এবার বোধ হয় নিশ্চয়ই এই পাপভূমি মায়ের শ্রীপদ সংস্পর্শ প্রাপ্ত হইল না। হতভাগিনী ভারতভূমি! তুমি এবার পবিত্র হইতে পাইলে না। হউক আর একবার প্রাণপণে ডাকিয়া দেখিব, তাতেও না হয় তবে এই পনের দিন পর্য্যন্তই ডাকিব, প্রাণান্ত করিব, অবশেষে মাকে ভাবিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকিব কেমনে, প্রাণ যে বুঝিতেছে না।" এই বলিয়া আবার মনের মত করিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই সাড়া পাইলেন না। তখন বুঝিলেন, কাণে কাণে যাহা শুনিয়াছেন, তাহা স্বপ্নের প্রস্ফুরণ নহে। তখন সমস্ত আশা ভরসা ছিন্ন প্রায় হইল, আনন্দের সমুদ্র শুষ্ক হইতে লাগিল, অসহ্য যাতনানল জ্বলিত হইয়া অন্তঃস্থলী তপ্ত করিতে লাগিল। এইরূপ ক্লিদ্যমান হইয়া ভোলাদাস কেবল মন্ত্র পাঠেরদ্বারা বোধন ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন, এবং প্রাণরক্ষার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া শান্তির আশায় কুশশয্যায় শয়িত হইলেন। মনে নানা চিন্তা, নানা কষ্ট, সুতরাং শীঘ্র নিদ্রা হইল না। পরে অনেক যত্নে, অনেক প্রবোধে একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন, তখন নিদ্রা দেবীর আবির্ভাব হইল। ক্রমে তিনি ভোলাদাসের সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত প্রাণ, এবং মন বুদ্ধির সহিত আত্মাকে আয়ত্ত করিলেন। ভোলাদাস তখন অন্য রাজ্যে উপনীত। তখন দেখিতে পাইলেন একটী অদৃষ্ট পূর্ব্ব পুরুষোত্তম মণ্ডপের অভিমুখে আসিতেছেন। পুরুষটির নব মেঘের মত বর্ণ, চারি খানি ভুজ, তাহার এক করে শঙ্খ, অপর করে চক্র, অপর করে গদা, এবং করান্তরে প্রস্ফুটিত পঙ্কজ। হৃদয়ে ভৃগুমুনির পদচিহ্নে সমাশ্লিষ্ট হইয়া কৌস্তুভমণি দীপ্তি পাইতেছে। গলদেশে ত্রিগুণীকৃত বন কুসুমের মালা। মস্তকে অপূর্ব্ব কিরীট, নয়নদ্বয় পঙ্কজ-পলাস লজ্জিত করিতেছে। পীত বসন পরিধানে, সেই নীল তনুটি, তড়িৎযুক্ত মেঘের মত শোভা পাইতেছে। পুরুষটির প্রভার দ্বারা দশ দিক্ আলোকিত হইল, প্রসন্নভাব ব্যক্ত করিতে লাগিল, বায়ুমণ্ডল মঙ্গল্য হইয়া উঠিল, পৃথিবীতে পবিত্রতার সঞ্চার হইল। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ঐ কালরূপের মধ্যেই যে আরো কত কিছু আছে, কত কোটী কোটী চাঁদ ফুটিয়াছে, তাহা ব্যক্ত করা যায় না। ইহাঁর বাহন একটি অপূর্ব্বরূপ খগরাজ।

এইরূপ পুরুষটি ধীরে ধীরে সমাগত হইলেন। ক্রমে মণ্ডপের সন্নিহিত হইয়া বিহঙ্গরাজকে দ্বারদেশে নিয়োগ করিয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। ভোলাদাস সেই স্বাপ্ন রাজ্যে থাকিয়াই, বিস্ময়োৎফুল্ল হৃদয়ে, গাত্রোত্থান করিলেন। পরে আসন দান ও চরণ বন্দন করিয়া হর্ষাবেগে কিয়ৎকাল জড়বৎ হইয়া রহিলেন, আর নির্নিমেষ নেত্রে সেই রূপের মাধুরী পান করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তের পরে, ভোলাদাস আত্মস্থ হইলেন, তখন পুনর্ব্বার মস্তকের দ্বারা তাঁহার চরণ যুগলের পাপীপাবন রেণু গ্রহণ করিয়া কর যোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। আর দুঃখানুবিদ্ধ হর্ষগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন।

হে পুরুষোত্তম! আপনাকে প্রণাম, আপনার অগ্র, পশ্চাৎ, দক্ষিণ, বাম সর্ব্বত্র ভূরি ভূরি দণ্ডবৎ প্রণাম। ভগবন্! পাপাত্মার তৃণ কুটীরে গোলকমণির উদয় হইল কেন? যে নরাধম হতভাগ্য, মায়ের কৃপা লাভেরও অযোগ্য, তাহার প্রতি কি আর কাহারও দয়া হইতে পারে। হৃষীকেশ! এখন কোন ধাম হইতে ঐ গঙ্গা প্রভৃতি চরণ দুখানি পাপরাজ্যে অবতীর্ণ হইল? এবং অবতরণের নিমিত্ত কেবল এ হতভাগ্যের পাপমোচন নয় কি?

পুরুষোত্তম। সদানন্দ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি মায়ের প্রিয় তনয়, সুতরাং আমাদেরও প্রিয়। তুমি ত্রিলোকের প্রিয়। আমি এখন কৈলাসধাম হইতে আসিলাম, তোমাকে সান্ত্বনার নিমিত্ত। তত্ত্বনিধি! তুমি সুবুদ্ধি পাত্র, মায়ের গৌরবাদি সমস্তই অবগত আছ। তোমার অধীর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। মা সকলের দৃষ্টিগোচর হইয়া এই পৃথিবীতে আসুন আর না আসুন, কিন্তু অভাবতো কোন খানেই নাই। মা অব্যক্তরূপে এই ত্রিলোকের অন্তর বাহিরে বিরাজ করিতেছেন, মা সাক্ষি-স্বরূপে অণু হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। যে যাহা কিছু করে, যাহা কিছু ভাবে, সমস্তই মা জানিতেছেন, যাহা কিছু বলে, তাহাও শুনিতেছেন, তবে এত অধৈর্য্য কেন? মাতো হারাণে দ্রব্য নহেন? মায়ের অভিব্যক্তরূপে আবির্ভাব সম্বন্ধে দুটি গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত, তাই এবার তাহা ঘটিতেছে না, এবার কেন, বোধ হয় শীঘ্রই আর জগন্মায়ের আসা হইবে না।

দুর্ভাগ্য মানবগণ, সেই ত্রিলোক জননীর প্রতিমূর্ত্তি নিকটে রাখিয়া তাঁহার পূজার ছলে যেরূপ আচরণ করে, যে ভাবে তাঁহার পূজা করে, তাহাতে সেই সদানন্দময়ী সর্ব্বসংহার কোন রূপ বিরক্তি অনুরক্তি নাই বটে, কিন্তু মায়ের প্রিয়পুত্র দেবগণ তাহা সহ্য করিতে পারেন না। তাই বরুণ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি অমরগণ আজ কয়েক বৎসর যাবৎ পৃথিবীর প্রতি নানারূপ পীড়ন করিতেছেন। এই যে অনাবৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, বন্যা, বজ্রপাত, ঝঞ্ঝাবাত, অগ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, অতীসার, জ্বর, বসন্তাদির এত উৎপাত দেখিতেছ, ইহা তাহারই ফল। কিন্তু আবার মা আসিলে, সমস্ত দেবগণও আসিবেন, পূজাও সেইরূপই দেখিবেন, ক্রুদ্ধও সেইরূপই হইবেন, কার্য্যও সেইরূপই করিবেন। এইরূপ অত্যাচারে অসাধুর সঙ্গে সঙ্গে সাধুগণও ক্লিষ্যমান হয়েন, ইহা বড় অধিক দুঃখের বিষয়। ইহাই মায়ের আসার এক প্রতিবন্ধক। ইহা গত বারেই তুমি অবগত আছ। গত বৎসরেই জগন্মাতার ধরণী স্পর্শের কথা ছিল না, শেষে তুমি এবং তোমার মত কয়েকজন কৃতাত্মা পুরুষের ঐকান্তিক নির্ব্বন্ধে বাধ্য হইয়া অগত্যা আসিয়াছিলেন। অতএব এ বৎসর আর জগন্মায়ের আগমন হইতেছে না।

দ্বিতীয় বাধা, মহাপ্রলয়ে শৈথিল্য হওয়া। পৃথিবীর যেরূপ অবস্থা, ইহাতে ইহার সংহারই একমাত্র শান্তি। কিন্তু ত্রিলোক পাবনী জগজ্জননীর শুভাগমনে তাহার বিলম্ব হইতেছে। একবার মায়ের চরণ স্পর্শ হইলে পৃথিবীর এক শত বৎসর পরমায়ু বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মা যে দেশে শুভাগমন করেন, সেই দেশটারই আধি, ব্যাধি, পাপ, তাপ, সমস্ত বিদূরিত হয়। আবার তদীয় বায়ু-সংস্পর্শে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডলই অনেক পবিত্রতা লাভ করে। সমস্ত পৃথিবীতে পাপের পূর্ণ মাত্রা না হইলে সমস্ত বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং সংহারের সময় সন্নিহিত হইলেও প্রতি বৎসরে মায়ের শুভাগমনে ক্রমেই তাহার বিলম্ব পড়িতেছে, অতএব মায়ের আগমন করা এখন যুক্তি সঙ্গত নহে।

অবনি অতি প্রাচীনা হইয়াছেন। ইহার প্রসব-শক্তি এবং অন্যান্য ক্রিয়া শক্তি একবারেই শিথিল হইয়াছে। বিশেষ আবার ভারত ভূমি, তাহাতে আবার বাঙ্গালা। বাঙ্গালা ভূমি বৃদ্ধ কুক্কুটীর মত খুব বেশী বেশী প্রসব করিতেছেন বটে, কিন্তু সন্তানগুলি নিতান্তই অসার হইতেছে। বাঙ্গলার মানবগুলি ভগীরথের মত অস্থিপঞ্জর বিহীন মল মূত্র পূর্ণ এক একটা মেদের পিণ্ড মাত্র। উহাদের শরীরও যেমন, মনও তেমনিই জানিবে। তাহা বরং শরীরাপেক্ষায় অধিকতর অসার। এমন কি বাঙ্গলার মানব গণের মধ্যে অন্তঃকরণ আছেই কিনা, ইহা লইয়া আজ পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ স্বর্গরাজ্যে আন্দোলন চলিতেছে। কাক আর শৃগাল ব্যতীত ভারতের প্রত্যেক প্রাণিজাতিরই ঐরূপ অবস্থা। সকলের বিনাশ হইলেই, বায়স আর শিবাগণই উহাদের অন্ত্যেষ্টি-কার্য্য করিবে, এ নিমিত্ত প্রেতরাজ দয়া করিয়া উহাদিগকে দিন দিন উন্নত করিতেছেন। এই হইল জঙ্গম প্রাণীর পক্ষে পৃথিবীর অবস্থা।

স্থাবর প্রাণীর মধ্যে উৎপত্তির সঙ্খ্যা এবং গুণাদি সমস্তই নষ্ট প্রায় হইয়াছে। ধান্যাদি শস্য এবং অন্যান্য বৃক্ষ লতাদি পূর্ব্বে যেরূপ হৃষ্ট, পুষ্ট ও উন্নত হইত, এখন তাহা হয় না। হয় কেবল জামালকোঠার। উহাদের দিন দিনই শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ উহারাও শৃগাল কাকের সেই অন্ত্যেষ্টি কার্য্যের আনুকূল্য করে। তৎপর শস্যের অবস্থাও অতি শোচনীয়। পূর্ব্বে যে ক্ষেত্রে যে পরিমাণ শস্য হইত, উপযুক্ত বর্ষণাদি পাইলেও এখন তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ হওয়া দুষ্কর। ইত্যাদি নানা কারণে পৃথিবীর বার্দ্ধক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব ইহাকে প্রতিসংহার করিয়া পুনর্ব্বার অভিনব সৃষ্টি করা আবশ্যক হইয়াছে। সেই জন্য অনেক দিন হইতে ইহার যোগাড় যন্ত্র হইতেছে। স্বয়ং রুদ্রদেব তাহাতে ব্রতী হইয়াছেন। এখন আমার কার্য্যের (পালন কার্য্যের) এক রকম শেষ বলিলেই হয়, এখন আমি একরূপ অবকাশ লইয়াছি। মায়ের আজ্ঞামতে সমস্ত দেবগণই পৃথিবীর বিনাশের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। প্রথমে বাঙ্গলা হইতেই কার্য্যারম্ভ করা স্থির হইয়াছে। ঐ দেখ, আমার বৈষ্ণব জ্বর, শৈবজ্বর, তাঁহাদের সহচর বসন্ত, এবং অতীসারী দেবী বঙ্গকে শ্মশান ক্ষেত্র করিয়া, কিরূপ আস্ফালন করিতেছেন, শ্মশানে তুলসীর পরিবর্ত্তে জামালকোঠা বসাইয়া কাক শৃগালে সাজাইয়া কিরূপ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। হুতাশন, অম্ল, পিত্ত, ও অম্লপিত্তাদি নানাভাবে নানা নামে অবতীর্ণ হইয়া জীবিত দেহই দগ্ধ করিতেছেন। সমীরণ মানুষের দেহের মধ্যে, অপস্মার, উর্দ্ধক, এবং বিচেতসাদি বিবিধ আকার, এবং বাহিরে, সম্বর্ত্ত, উপসম্বর্ত্ত, "দৌলৎপুরী," "নোয়াখালী" ও "ঢাকাই বায়ু" ইত্যাদি বিচিত্র নামে, বিচিত্র ভাবে আবির্ভূত হইয়া প্রায় শেষ করিয়া আনীলেন। বরুণও বড় ত্রুটি করিতেছেন না। দেবরাজ ক্রমিক নিঃক্ষেপের দ্বারা পুরাতন বজ্রগুলি নিঃশেষ করিয়া সে দিন বিশ্বকর্ম্মাকে দশ অর্ব্বুদ কুলিশ নির্ম্মাণে আদেশ করিয়াছেন। তীক্ষ্ণ রশ্মি প্রচণ্ড মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎ ভস্মীভূত করার আশায় দিন দিন সন্নিহিত হইতেছেন, আবার আর একাদশজন সূর্য্যকে অনুরোধ

করিয়া টানিয়া আনীতেছেন। এই রূপে সকলেই, মুমূর্ষুর নিকটে যমের ন্যায় পৃথিবীর বিনাশ সাধনের নিমিত্ত উৎক্রান্তিদা শক্তি লইয়া দণ্ডায়মান। কিন্তু প্রতিবৎসরে মায়ের আগমন হয় বলিয়া প্রলয় কার্য্য শেষ হইতে পারিতেছে না। মায়ের শ্রীচরণ সংস্পর্শে ধরা মণ্ডল সাধু শূন্য হইতেছে না। সাধুই পৃথিবীর প্রাণ। সাধু থাকিতে তাহার প্রলয়াশঙ্কা নাই। অথচ পূর্ব্বোক্ত নানারূপে পৃথিবীর বড়ই বিড়ম্বনা উপস্থিত। এখন ইহার মৃত্যু না হইলে সুখের আশা নাই। ধরণীর বর্ত্তমান সুখ অপেক্ষায় পারলৌকিক সুখই লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব প্রলয় হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। তাই গতকল্য ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণ আমার সহিত একত্রিত হইয়া কৈলাসে মহতী সমিতি করিয়াছিলেন। তাহাতে উক্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মায়ের না আসাই শুভকর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। তদনুসারে মাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। মা একটু থাকিয়া তাহাতে সম্মতি দিয়াছেন। অতএব, তত্ত্বনিধি! তুমি ধীর হও, স্থির হও, মদুক্ত সমস্ত বিবরণ আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া চিত্ত প্রসন্ন কর। এবার মায়ের শুভাগমনের নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ কর, প্রলয় কার্য্য সম্পন্ন হইতে দেও। তোমার, আমার প্রতি নিতান্ত প্রেম আছে, আমার কথায় তুমি সমাশ্বস্ত হইবে, ইহা মনে করিয়া মা আমাকে পাঠাইয়াছেন। মা তোমার প্রতি প্রসন্না আছেন, মা অনেক সময়ে তোমার বিষয় আলোচনা করেন। এদেহের অবসানে নিশ্চয়ই তুমি মায়ের শ্রীপদ প্রাপ্ত হইবে। অতএব এখন ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মহাপ্রলয়ের প্রতিকূলাচরণ করিও না। সত্য যুগের সমাগম পর্য্যন্ত মায়ের আগমন হইবে না। তুমি শান্ত হও, হৃদয় আশ্বস্ত কর।

ভোলাদাস।—(সাশ্রুনয়নে) চক্রপাণে! ভাগ্যের অভাব হইলে কি অমৃত ও জীবন সহায় হয় না! সুধাংশু ও তীক্ষ্ণ রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া থাকেন! ভগবন্! আপনি অভীষ্ট দোহ" অভীষ্টের কামধেনু স্বরূপ। আপনা হইতে জীব সর্ব্বাভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আমার ভাগ্যে কি সেই নামের গৌরব ও লুক্কায়িত হইল। আপনার চরণস্পর্শ করিয়া বড় আশা করিয়াছিলাম যে, এইবার সর্ব্বপাপ নির্ম্মোচক চরণ দুখানির সংসর্গ করিয়া পবিত্র হইলাম, অভীষ্ট সিদ্ধির কামধেনু নিকটে পাইয়া কৃতার্থ হইলাম, এখন নিশ্চয়ই আমার জগৎ-পাবনী মাকে পাইতে পারিব। এখন তাহার পরিবর্ত্তে আপনারই দ্বারা একবারে নিরাশ্বাস হইলাম! মধুসূদন! আপনি যাহা বলিলেন, সমস্তই সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রাণ যে তাহা মানিতেছে না! প্রাণ যে এখন মা না হইলে থাকিতেছে না। হে মাধব! সদানন্দের মন, প্রাণ, আত্মা, এবং দেহেন্দ্রিয়াদির সমস্তেরই আশ্রয় যষ্টি একমাত্র মা। মাকে আলম্বন করিয়াই ইহাদের অস্তিত্ব, মায়ের নিমিত্তই জীবন, মায়ের জন্যই ইহারা নিজ নিজ ক্রিয়া করিয়া থাকে। মাই ইহাদের কেন্দ্র স্বরূপা। ইহারা সংসার রাজ্যে থাকিলেও সেই লক্ষ্যেই নিবদ্ধ থাকিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, যাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। মা না হইলে ইহারা কেহই বাঁচিতে পারে না। মা বিনে এপ্রাণের বন্ধন শ্লথ হইয়া পড়িবে, হৃদয় কেন্দ্র ভ্রষ্ট হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইবে। আত্মা অবসন্ন হইবে, আলম্বন শূন্য দেহও মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। অচ্যুত! আজ এক বৎসর যাবৎ মায়ের সাক্ষাৎ সন্দর্শন নাই বটে, তথাপি মন প্রাণ আলম্বন শূন্য হয় নাই। মায়ের সন্দর্শনের আশাই এ জীবনকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছে। বৎসরান্তে মাকে পাইবে বলিয়াই সকলে জীবিত রহিয়াছে। মায়ের সেই নয়নভরা রূপ দেখিবে বলিয়াই আমার দৃক্ শক্তি এতদিন যাবৎ নয়নপ্রান্তে অবস্থিত আছে, নহিলে সেই গত বিজয়ার দিবসেই নয়নাবাস পরিত্যাগ করিত। মায়ের সেই প্রাণভরা বচনমাধুরী পান করিবে বলিয়াই শ্রবণ শক্তি শ্রবণ বিবরে প্রতীক্ষা করিতেছে, হৃদয়ের সহিত আত্মাও সেই মায়ের ভাব তরঙ্গে অবগাহনের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছে। এইরূপ আমার সমস্তই মায়ের প্রতীক্ষায় আত্মবান্ আছে। এখন মা না হইলে সকলেই শূন্যময় হইবে। অতএব, ভগবন্! আপনি এ দুঃখীর প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মাকে আমার অবস্থা অবগত করাইবেন, আর বলিবেন যে, তিনি চিরদিন এই পাপময়ী পৃথিবীতে না আসেন না আসুন, কিন্তু আমি যে কয়েকদিন জীবিত থাকি, সেই কয়েক দিন যেন বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য একবার দর্শন দিয়া অনন্যগতি সন্তানের প্রাণ রক্ষা করেন। মা না আসিলে সদানন্দ নিশ্চয়ই জীবিত থাকিবে না। কেবল সদানন্দ নহে, সদানন্দ তাঁহার অতি জঘন্য তনয়, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহারা তাঁহার প্রিয় তনয়, তাঁহাদের কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। পৃথিবীতে, তাঁহাকে "মা" বলিতে আর কেহই অবশিষ্ট থাকিবে না। ভগবন্! এই দেখুন, আপনার কথা শুনিয়া এখনই আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া সর্ব্বাঙ্গ শীর্ণ হইতেছে, অন্তর জ্বালাময় হইতেছে! মাগো! ওমা! মা! তোর সন্দর্শনে নিরাশ বাক্য শুনিয়া তোর ভোলাদাস মনে প্রাণে বঞ্চিত হইল, দেহেন্দ্রিয় অচেতন হইল, মা একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, মা গো ও মা! একবার দর্শন দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভোলাদাসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। ভোলাদাস উঠিয়া বসিলেন, এবং পরিদৃষ্ট ঘটনাবলী সমস্তই স্বপ্নের বিষয় বলিয়া বুঝিলেও তাহা জাগ্রত ঘটনার ন্যায় যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। তখন তিনি মায়ের আগমনে একবারে হতাশ্বাস হইলেন, এবং মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে রজনীর শেষ হইল। ভোলাদাস অতি বিসন্নভাবে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিয়া মায়ের আগমনের উপায় সম্বন্ধে মনে মনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

ভোলাদাস। (মনে মনে) যাহা দেখিলাম, সমস্তই সত্য, স্বপ্ন হইলেও উহার কিছুই মিথ্যা হইবার নহে। যে কালে, যে ভাবে স্বপ্ন দেখিয়াছি, উহা বায়ু পিত্তাদির কল্পনা হইতে পারে না। ভগবান্ যথার্থই আসিয়া আমাকে প্রকৃত ঘটনা বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন। না হইলে কাল অত ডাকিয়াও মায়ের কোন সাড়া পাইলাম না কেন? মা নিশ্চয় আসিবেন না বলিয়াই এবার স্থির করা হইয়াছে। ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই যথার্থ। মায়ের আর আসিতে ইচ্ছা নাই, ইচ্ছা কথঞ্চিৎ হইলেও দেবগণ তাহার প্রতিবন্ধক হইবেন। প্রিয় পুত্র দেবগণের অনুরোধ নষ্ট করিয়া মা আসিবেন কিরূপে? এখন কি উপায় করিব! কেমন করিয়া মাকে আনিব! মা না আসিলে তো জীবন থাকিবে না। আবার কোন ক্ষমতা ও নাই যে মায়ের স্নেহ আকর্ষণ করিব! আমি নরাধম নরকের কীট, মাকে ভাল বাসিতে জানি না, সেবা করিতে জানি না, পূজা করিতে জানি না, প্রাণ খুলিয়া ডাকিতে ও জানি না। তাহাতে আবার—অতি দীন দুঃখী দরিদ্র। একটি উপহার ও মনের মত সংগ্রহ করিতে সমর্থ নহি। ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবেরাদি দেবগণ ও ত তাঁহাদের সর্ব্ব প্রযত্ন লভ্য পীযূষাদি উপহার ও মায়ের ভোগের অযোগ্য বলিয়া শঙ্কিত হয়েন! তবে আমি মায়ের যোগ্য উপহার কোথায় পাইব! আমার প্রতি মায়ের স্নেহ হইবে কিসে? তবে মায়ের নাকি নিস্বার্থ স্নেহ, তাই বলিয়াই এতদিন তাহার ফল পাইয়াছি, কিন্তু এবারে তো তাহারো আশা নাই! এবার সমস্ত দেবগণ একত্রিত হইয়া মায়ের আগমনের প্রতিবন্ধক, তাঁহারা সকলেই মায়ের প্রিয়তনয়। তাহাতে আবার মায়ের নিজেরও আসিতে ইচ্ছা নাই। তবে আর কি উপায় করিব! কেমন করিয়া মায়ের দর্শন পাইব। প্রাণ যে অধীর হইতে লাগিল! মা না পাইলে তো জীবন রাখিতে পারিব না।" এবম্বিধ নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ভোলাদাসের অন্য চিন্তা, অন্য ধ্যান, জ্ঞান সমস্ত বিদূরিত হইল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, তন্দ্রা, ও সংসারাদি সমস্তই বিস্মৃত হইল। ভোলা একেই পাগল, তাতে আবার ঘন ঘন মূর্চ্ছা হওয়ায় একবারেই পাগল হইয়া উঠিলেন। মায়ের ভাবনায় উন্মত্ত হইলেন, পূজার দিন যত সন্নিহিত হইতে লাগিল, ভোলা পাগলের উন্মাদ ভাব ততই বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। মায়ের অভাব যন্ত্রণানল ততই প্রজ্বলিত হইল। ভোলাদাস একরূপ জ্ঞান শূন্য হইলেন, দিন নাই, রাত্রি নাই, সকল সময়েই বিলাপ করিতে লাগিলেন। চেতন নাই, অচেতন নাই সকলকেই হৃদয়ের বেদনা জানাইতে লাগিলেন। সেই দিন দুই প্রহরের সময়ে আকাশের দিক দৃষ্টি করিয়া এইরূপ বলিতে ছিলেন।

ভাই! আকাশ! তুমি কি নিমিত্ত এই অপূর্ব্ব সাজে সাজিয়া বসিয়াছ! এবার আর এ পবিত্র বেশ কেন! অবিশ্রান্ত তিন মাস পর্য্যন্ত পবিত্র মেঘ সলিলে গাত্র ধৌত করিয়া এত পরিষ্কৃত হইয়াছ কেন! সমস্ত কালিমা, সমস্ত আবিলতা বিমুক্ত হইয়া এত মনোহর বেশ ধরিয়াছ কেন! আমার মা এবার আগমন করিবেন না! ভাই! তুমি কাহার নিমিত্ত ঐ শ্বেতাভ্র বিনির্ম্মিত শ্বেত ছত্রটি ধারণ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছ! আমার রাজরাজেশ্বরী মা এবার আগমন করিবেন না। প্রাণসুহৃৎ গগণ! তোমার এসব দেখিয়া আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, আমি অধীর হইতেছি, অতএব দোহাই তোমার, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এসব পরিত্যাগ কর, আবার পূর্ব্বাবস্থায় দাঁড়াইয়া থাক, মা আমার আগমন করিবেন না। মা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, মা এবার আগমন করিবেন না!

মুগ্ধ দিগ্বধূগণ! তোমাদের সরল হৃদয়ে আঘাত করিতে আমার দুঃখোদ্বেগ দ্বিগুনীকৃত হইয়া উঠিতেছে! তোমরা অবলা, সরলা, তাই আশ্বিন মাসের সমাগম দেখিয়া এত আহ্লাদ, এত আমোদ। অন্য বারের মত এবারেও সেই প্রসন্ন বেশে, বিমল কলেবরে সাজিয়া বসিয়াছ, অন্তর অন্তরে উৎফুল্ল হইয়া ঈশদীষৎ হাস্য করিতেছ! সরলাগণ! এবার ইহার পরিণাম প্রাণনাশক গরল! ইহাতে তোমাদের মৃত্যু সাধন করিবে, উহা এখনই এই হতভাগ্য ব্রাহ্মণের পঞ্চপ্রাণের মর্ম্মে মর্ম্মে ভেদ করিতেছে! বধূগণ! আর সহিতেছে না। আমার মা এবার আগমন করিবেন না! তোমরা আবার বর্ষার সাজে দাড়াইয়া আমার মা বিষয়ে বিস্মৃতি করিয়া দেও! মা এবার আগমন করিবেন না। তোমাদের ঐ সাজ দেখিয়া ভোলার প্রাণ বিদীর্ণ হইতেছে! অতএব রক্ষা কর, ও সাজ ছাড়িয়া ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ কর।

গ্রহরাজ! আপনি তো সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব শক্তিমান্ পুরুষ! আপনি এরূপ করিতেছেন কেন? আপনি কাহার নিমিত্ত এবার এত সাবধান হইতেছেন! কাহার আসিবার সময়ে রৌদ্র ক্লেশ হইবে বলিয়া নিজের মণ্ডলটি এত দক্ষিণে এত দূরে সরাইতেছেন? তিনি তো এবার আগমন করিবেন না! যাঁহার অভ্যর্থনার নিমিত্ত ঐ নির্ম্মল মৃদু মৃদু সুপবিত্র আলোক মালায় নিজ গৃহটি সাজাইতেছেন, তিনিতো এবার আগমন করিবেন না! মা আমার বিষ্ণুর দ্বারা সংবাদ দিয়াছেন, এই পাপময়ী ধরণিতে আর আগমন করিবেন না। ভাস্কর! এবার আপনি ঐরূপ সাজে বিড়ম্বিত হইতেছেন, আমার মত দুঃখী-গণের হৃদয় স্থান বিদ্ধ করিতেছেন, আপনি প্রসন্ন হউন, এবেশ পরিত্যাগ করিয়া সেই পূর্ব্ববেশে উপনীত হউন।

সুধাকর! তুমি কাহার প্রীতি সাধনের নিমিত্ত এত যত্ন সাবধানে দেহটিকে পরিষ্কৃত করিয়াছ! আমার মা এবার আগমন করিবেন না! যাঁহার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মৃদু গম্ভীর হাস্য করিতেছ, দিগ্বধূগণ বিহ্বল করিতেছ, তিনি এবার আগমন করিবেন না।

ভাই, সমীরণ! তুমি এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া মৃদু মৃদু পদচারে বেড়াইতেছ কেন? কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছ, তিনি এবার আগমন করিবেন না। কাহার সেবার নিমিত্ত অনুষ্ণ অশীতভাবে এত সাবধানে সজ্জিত হইয়াছ, এত নিরাময় নিরাবিলভাব ধারণ করিয়াছ! তিনি এবার আগমন করিবেন না। তুমি ছয় মাস পর্য্যন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্তে যাঁহার অন্বেষণে উত্তর কুরুর শেষ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছ, সেই জগদম্বা মা আমার আগমন করিবেন না। আগে আগে উত্তর হইতে আসিয়া যে আগমনের ঘোষণা করিতেছ, তাহা এবার ঘটিতেছে না। মা আর এ পৃথিবীতে পদার্পণ করিবেন না। ভাই, প্রাণ রক্ষা কর, তোমার এই বেশ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হও!

মা জাহ্নবি! তুই তো মার প্রিয় সখী! মা হিমালয়ে

আসিয়া তো তোর সঙ্গে কত খেলা করিত! তোকেও কি মা ভুলিয়া রহিয়াছে? তুমি যাহার সমাগম প্রত্যাশা করিয়া কত পর্ব্বত, বন, কণ্টকাদি অতিক্রম করিয়া এই ধরণীতে অবতীর্ণা হইয়াছ, তিনি আর আগমন করিবেন না। যাঁহার পদস্পর্শ লালসায় এত পবিত্র বিশুদ্ধ বেশ ধারণ করিয়াছ, সেই মা এবার আগমন করিবেন না! মা, তোর এবেশ দেখিয়া আমার প্রাণ শীর্ণ হইতেছে, তুই শীঘ্র এবেশ পরিত্যাগ কর।

পঙ্কজগণ! তোমরা কাহার মুখ সন্দর্শনের নিমিত্ত জীবন সম্বল সলিল শয্যা হইতে এত উন্মুখ হইয়া দাঁড়াইয়াছ! কাহার চরণ স্পর্শের আশায় আশায় প্রাণ সম্বল শুকাইলেও কথঞ্চিৎ জীবিত রহিয়াছ? তিনি আর এই পৃথিবীতে আগমন করিবেন না। স্থলারবিন্দগণ! তোমরাই বা বিড়ম্বিত হইতেছ কেন! মা আর ভারতভূমি স্পর্শ করিবেন না। যাঁহার শ্রী অঙ্গের শোভা বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমরা স্তবকে স্তবকে কলিকাবলী গর্ভ মধ্যে পোষণ করিতেছ, তিনি আর আগমন করিবেন না! মা তত্ত্ব পাঠাইয়াছেন! তিনি আর আসিতে পারিবেন না; তোমরা এসব পরিত্যাগ করিয়া আপনাপন কর্ত্তব্য চিন্তা কর। সকলেই একত্র হইয়া প্রাণ খুলিয়া মাকে ডাকিতে থাক। তোমরা সকলেই মায়ের প্রিয়পাত্র সেবক। কিন্তু আমার কৃতাঞ্জলি পুটে অনুরোধ, তোমরা এবেশ পরিত্যাগ কর। তোমাদের এবেশ দেখিয়া আমার মায়ের কথা মনে পড়িতেছে, প্রাণ অধীর হইতেছে, হৃদয় বিহ্বল হইতেছে, তোমাদের অতি দারুণভাব অনুভব করিতেছে, জীবন শুষ্ক হইতেছে, অতএব রক্ষা কর, দুঃখী ব্রাহ্মণ তনয়ের জীবন দান কর, এসকল কুলক্ষণ পরিত্যাগ কর। মা যে আমার আগমন করিবেন না। পাপময়ী ধরণীকে দর্শন করিবেন না। মাগো! আর সহিতে পারিতেছি না। তোর অভাব অনুভব করিয়া প্রাণ অধীর হইতেছে। তোর প্রিয় শরৎকাল আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। উহার এক এক লক্ষণ বিকসিত হইয়া বিষের ন্যায় আমার মর্ম্মবন্ধন খুলিয়া দিতেছে। উহাদিগকে দেখিলেই মা! তোর সেই প্রাণ ভরা রূপ মনে পড়িতেছে, অমনি সঙ্গে প্রাণবন্ধন ছিন্ন হইতেছে। মাগো! ওমা! তোর সেই দয়া মাখা, স্নেহমাখা মুখ খানি মনে পড়িয়া আমার জীবন রাজ্য অন্ধকার করিতেছে। সেই হাসি হাসি মুখ খানি, সেই টুক্‌টুকে মুখ খানি আমার অন্তর শূন্যময় করিল, আমায় অস্থির করিয়া ফেলিল। মাগো! একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর, তোর অনন্য গতি ভোলা পাগলার জীবন দান কর, তোর সেই মুগ্ধ মুগ্ধ মধুমাখা মুখ খানি দেখাইয়া হৃদয় শীতল কর, সেই অভয়প্রদ মুখখানি, সেই নিরাশের আশাস্থলী মুখ খানি দেখাইয়া প্রাণ আশ্বস্ত কর, অভয়ে! বড় ভীত হইয়াছি, সংসার সমুদ্রের তরঙ্গ দেখিয়া বড় অধীর হইয়াছি, একবার ভয় নিবারণ কর। সেই অমৃত মাখা কথার দ্বারা প্রাণ সুস্থির কর। মাগো! ওমা! আর সহ্য হইতেছে না, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। দরিদ্রের ধন, অনাথের অবলম্বন তোর সেই রাঙ্গা পা দুখানি চিন্তা করিয়া আমার চৈতন্য নষ্ট হইতেছে, একবার দেখা দিয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! আমি সমস্ত সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যাহার ভরসায় জীবন রাখিতে ছিলাম, সেই পা দুখানি দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। ধ্যানে, জ্ঞানে, ক্রিয়াকাণ্ডে ভোলা পাগলার আর কিছুই নাই, পা দুখানি দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! ওমা! ঐ পা দুখানি ব্যতীত আর কিছুই নাই, একবার দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! আমি তোর আর কিছুই চাই না, ধন চাই না, জন চাই না, স্বর্গও চাই না, অপবর্গও কামনা করি না, চাই কেবল তোর রাঙ্গা পা দুখানি দেখিতে, একবার দেখাইয়া প্রাণ রক্ষা কর। মাগো! ওমা! প্রিয়তনয় দেবগণের বাধা যদি তোর নিতান্তই অলঙ্ঘনীয় হয়, তবে আমায় আর অধিক যাতনা না দিয়া শীঘ্রই পঞ্চত্ব সাধন কর। মাগো! সেই বোধনবমী হইতে একাল পর্য্যন্ত কথঞ্চিৎ সহ্য করিয়াছিলাম, আজ সপ্তমীর প্রথম বেলা উপস্থিত। আজ আর সহিতে পারি না, প্রাণ রাখিতে পারি না, জীবনের শেষ হইয়া আসিল। মাগো। ওমা! মা! এই দেখ আমার দেহ অবসন্ন হইতেছে, নয়নাদি ইন্দ্রিয়গণ অন্ধকারে আবৃত হইতেছে, পঞ্চ প্রাণ শুষ্ক হইতেছে, হৃদয় শূন্য হইতেছে, মা, তুই পূজার আসা না আসিলি। আমার আর পূজার আশা নাই, এখন এক নিমেষের জন্য একবার সম্মুখে দাঁড়া। তোর পা দুখানি লক্ষ্য করিয়া পঞ্চপ্রাণ উড্ডীন হউক। মাগো! একবার জন্মের মত দেখিয়া লই, নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া, আমার পূজা অর্চ্চা সমস্তই থাকিল, একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া, একবার মনের সাধে মন খুলিয়া জন্মের মত "মা বলিয়া লই, একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া। মাগো! এবার বাগিন্দ্রিয়ও ক্রিয়া ত্যাগ করিল, কণ্ঠ, হৃদয় অবরুদ্ধ হইল। আর মনের বেদনা বলিতে পারিলাম না। "মা" বলিয়া ডাকিতে পারিলাম না। এই শেষ ডাক গ্রহণ করিয়া একবার নিমেষের জন্য সম্মুখে দাঁড়া! মাগো! ওমা! মা!—মা!—মা!—মা!"

সপ্তমী পূজা করিতে বসিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে ভোলাদাস নিঃসংজ্ঞ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। হা তাত! হা ভ্রাত! হা ভক্ত! ইত্যাদি বলিয়া চারিদিকে হাহাকার পড়িল।

এদিকে কৈলাস কম্পিত হইতে লাগিল। মায়ের সিংহাসন বিচলিত হইল। তনু যষ্টি ঈষদীষৎ বেপমান হইল, সেই যোগী ঋষির জীবন সম্বল পাদুখানি ঘর্ম্মাক্ত হইল, মায়ের বদনেন্দু হইতে বিন্দু বিন্দু স্নেহ সুধা স্পন্দিত হইতে লাগিল, নয়নদ্বয় করুণারসে আপূরিত হইল, পয়োধর হইতে অমৃত মাখা পয়ধারা স্রবিত হইতে লাগিল, মায়ের প্রাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না, আর কাহারো বাধা বিঘ্ন মানিল না, হিতাহিতের চিন্তা করিতে পাইল না। মা সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অমনি সিংহকে নিমেষ মধ্যে ভোলা পাগলের আলয়ে উপনীত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কেশরী তৎক্ষণাৎ মাকে পৃষ্ঠে করিয়া ভোলার নিকট উপস্থিত হইলেন, কি হইল কি হইল বলিয়া কার্ত্তিকাদি সমস্ত দেবগণ ও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুতবেগে উপস্থিত হইলেন। মা ভোলার মস্তকে শ্রীপদ স্পর্শ করিয়া উজ্জীবিত করিলেন। ভোলাদাস মা পাইয়া মনের সাধ পরিপূর্ণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভক্তবৃন্দ চরিতার্থ হইলেন। এইরূপ ভাবে এইরূপ কষ্টে এবার মায়ের ভারতবর্ষে পদার্পণ হইল।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

৺শ্রীশ্রীদীপান্বিতা শ্যামাপূজা ব্যবস্থা।

বর্ত্তমান ১৮১৪শাকে ৺শ্রীশ্রীদীপান্বিতা শ্যামা পূজা সম্বন্ধে একটী গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে। ৪ঠা কার্ত্তিক ও ৫ই কার্ত্তিক এই উভয় দিনেই রাত্রিতে অমাবস্যা তিথি থাকাতে অমাবস্যা নিমিত্তক শ্যামাপূজা কোন্ দিন কর্ত্তব্য, অর্থাৎ ৪ঠাই করিতে হইবে, কি ৫ই করিতে হইবে, এইরূপ সন্দেহ হইতে পারে। অতএব এই বিষয়ে প্রকৃত শাস্ত্রসঙ্গত যে মত, তাহা সাধারণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে এই ব্যবস্থা প্রকাশিত করা যাইতেছে। এই মতের প্রতিকূলে যদি কেহ কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের বচনাদির প্রমাণ অবগত থাকেন, তবে তাহা পাঠাইলে আমরা বাধিত হইব। এবং তাহাও বেদব্যাসে প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্বদিন চতুর্দ্দশী এবং পরদিন অমাবস্যার স্থিতি কাল সম্বন্ধে প্রকাশিত পঞ্জিকা সমূহের মধ্যে কিছু কিছু মত পার্থক্য আছে, তন্মধ্যে যে, কোনটী ঠিক এবং কোনটী ভ্রান্তিমূলক, তাহা নিশ্চয় করা পৃথক্ বিষয়। পঞ্জিকা সম্বন্ধে অনেক দিন যাবত্‌ই নানারূপ গোলযোগ চলিতেছে, এখনও কিছু নিশ্চিত সিদ্ধান্ত হয় নাই। ইহা আমরা পূর্ব্ববারেই বলিয়াছি। ফলতঃ সকল পঞ্জিকার মতেই উক্ত সন্দেহ অনিবার্য্য, অতএব আমরা যে কোন একখানি পঞ্জিকার তিথ্যঙ্ক উদ্ধৃত করিয়াই উক্ত বিষয় প্রদর্শন করাইব।

ওপ্তপ্রেস পঞ্জিকা মতে ৪ঠা কার্ত্তিক বুধবার চতুর্দ্দশী ৩৮।৩৬.০। ও ৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার অমাবস্যা ৪৩।১১।৫৮ বুধবার চতুর্দ্দশী রাত্রি ৯।৫৮।৪৩। পর্য্যন্ত আছে, তৎপর অমাবস্যা হইবে। বৃহস্পতি বার অমাবস্যা রাত্রি ১৪।৩৭।১২। পর্য্যন্ত আছে, পরে প্রতিপদ্ হইবে। এখন দেখা যাইতেছে যে, উভয় দিনেই রাত্রিতে অমাবস্যার যোগ হইয়াছে, এই অবস্থায় অমাবস্যা নিমিত্তক শ্যামা পূজা ৪ঠা হইবে কিম্বা ৫ই হইবে, ইহাই প্রষ্টব্য বিষয়।

উত্তর।

এই অবস্থায় পূর্ব্ব দিনই রাত্রিতে পশু বীরাদি সকলকে ৺শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা করিতে হইবে, পর দিবস নহে। ইহা শাস্ত্রানুকূল ব্যবস্থা।

প্রমাণ।

যত্রোভয় দিনে ভূতযুক্তকুহ্বাং মহানিশি।
ইমাং যাত্রাং কারয়িত্বা চক্রবর্ত্তী ভবেন্নৃপঃ॥

(কালীকল্প)

উভয় দিনে যদি অমাবস্যার প্রাপ্তি হয়, তবে চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতে, অর্থাৎ পূর্ব্ব দিনে মায়ের উৎসব করিবেন, ঐ দিনে উৎসব করিয়া, কামনা থাকিলে পৃথিবীর সাম্রাজ্য লাভ করিতে পারেন।

ভূতযুক্তা মহেশানি! মহারাত্রৌ যদা কুহূঃ।
সা কালরাত্রিরুদ্দিষ্টা কালীতারাপ্রিয়ঙ্করী॥
তত্র পূজা তয়োঃ কার্য্যা নানাপশুবিহিংসনং
বলিদানং বলিতিথাবাত্মনাশকরং পরং॥

মহেশ্বরি! মহারাত্রি (১২ টার পূর্ব্ব ২৪ মিনিট্ এবং পরের ২৪ মিনিট্) সময়ে অমাবস্যা যদি চতুর্দ্দশী যুক্তা হয়, তবে তাহাকে কালরাত্রি বলে, ঈদৃশী তিথি কালী এবং তারার বড়ই প্রীতিকরী, অতএব এই তিথিতে, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতে নানাপ্রকার পশুহিংসাদি দ্বারা কালী এবং তারার অর্চ্চনা করিবে। কিন্তু বলিতিথি * যুক্তা অমাবস্যাতে বলিদান করিবে না, ঐ তিথিতে বলিদান করিলে আত্ম বিনাশ হইয়া থাকে।

যত্রোভয়দিনে শস্তকালে ভূতযুতা যদা।
উমা মাহেশ্বরী সা চ তিথিঃ সিদ্ধিপ্রদা সতাং॥
বলিদানং বলিতিথাবাত্মনাশকরং পরং।
অতস্তত্র ন কর্ত্তব্যে বলিদানবিসর্জ্জনে॥

উভয় দিনেই যদি শ্যামা পূজার প্রশস্ত কাল লাভ হয়, তবেও চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই,—পূর্ব্ব দিনেই মায়ের অর্চ্চনাদি করিবে। চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যা উমা মাহেশ্বরী তিথি, ঐ তিথিতে মায়ের অর্চ্চনা করিলে সাধকের মনোরথাদি সিদ্ধি হয়। কিন্তু (পূর্ব্বোক্ত) বলিতিথিতে বলিদান এবং বিসর্জ্জন করিলে, আত্ম বিনাশ হইয়া থাকে, অতএব প্রতিপদ্ যুক্তা অমাবস্যাতে বলিদান বিসর্জ্জন করিবে না।

দীপোৎসবচতুর্দ্দশ্যাং ত্বমায়া যোগ এব চেৎ॥
কালরাত্রির্মহেশানি! কালীতারাপ্রিয়ঙ্করী॥

(শক্তি সঙ্গম তন্ত্র)

যদি চতুর্দ্দশী তিথির সহিত অমাবস্যার যোগ হয়, তবে সেই তিথিকে কালরাত্রি বলে। এই তিথিতেই, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই কালী এবং তারার অর্চ্চনা করিবে, কেননা এই তিথি কালী ও তারার বড়ই প্রীতিদায়িনী।

দ্বীপান্বিতা পার্ব্বণায় স্মৃতা কাল্যর্চ্চনায় চ।
মহানিশি দ্বিতয়ং স্যাৎ পূর্ব্বেদ্যুর্ব্ব্যাপ্ত্যনাপ্তয়োঃ॥
নিশার্দ্ধে সা তিথির্নাস্তি ঊর্দ্ধঞ্চেৎ ভূতসংযুতা।
তত্রাপি পূজয়েৎ কালীং ভূতযোগং ন লঙ্ঘয়েৎ॥

(ব্যোমকেশ সংহিতা)।

শ্যামা পূজার মুখ্য কাল মহানিশি, কিন্তু পূর্ব্বদিন মহানিশিতে অমাবস্যার প্রাপ্তি না হইয়াও যদি পরে অমাবস্যার প্রাপ্তি হয়, তবেও পূর্ব্বদিনেই, অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই শ্যামা পূজা হইবে। কিন্তু চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যা পরিত্যাগ করিয়া পর দিনে কখনই শ্যামা পূজা করিবে না।

ইত্যাদি বচনসমূহের দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ব দিনে শ্যামা পূজার যথাকালে অমাবস্যার যোগ হউক, অথবা যথাকালের পরেই অমাবস্যার যোগ হউক, কিন্তু পূর্ব্ব দিনেই,

---

* দ্বীপান্বিতা অমাবস্যার পরের প্রতিপদ্‌কে বলিতিথি, এবং বলি প্রতিপদ্ বলে।

অর্থাৎ চতুর্দ্দশী যুক্তা অমাবস্যাতেই ৺শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা করিতে হইবে। অতএব বর্ত্তমান বৎসরে উভয় দিনে অমাবস্যার যোগ থাকিলেও পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা পূর্ব্ব দিনেই শ্যামা পূজা করা সুসঙ্গত, ইহাই ব্যবস্থা।

পত্নীর প্রতি পতির ব্যবহার।

পত্নী মূলং গৃহং পুংসাং যদি ছন্দানুবর্ত্তিনী
গৃহাশ্রমাৎ পরং নাস্তি যদি ভার্য্যা বশানুগা॥

পুরুষের গৃহস্থতার মূল পত্নী, যদি তিনি পুরুষের মনোরথানুবর্ত্তিনী হয়েন, ভার্য্যা যাহার বশবর্ত্তিনী, তাহার পক্ষে গৃহস্থাশ্রমই অতি সুখকর হইয়া থাকে। দ-সং ৪। ১।

তয়া ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রিবর্গফলমশ্নুতে।
অনুকূলকলত্রো যঃ স্বর্গস্তস্য ন সংশয়ঃ॥

পুরুষ পত্নীর সাহায্যে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই ত্রিবর্গ ফল ভোগ করে, যাহার ভার্য্যা অনুকূলা, তাহারই ইহলোকে স্বর্গ ভোগ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই॥ ঐ ২৮

প্রতিকূলকলত্রস্য নরকো নাঽত্র সংশয়ঃ।
স্বগেহপি দুর্ল্লভং হ্যেতদনুরাগঃ পরস্পরং॥

যাহার পত্নী প্রতিকূলা, তাহার ইহলোকে নরক ভোগ হয়, ইহাতে সংশয় নাই; স্ত্রী পুরুষের পরস্পরানুরাগ স্বর্গেও দুর্ল্লভ॥ ঐ ৩।

রক্ত একো বিরক্তোঽন্য ততঃ কষ্টতরং নু কিম্।
গৃহবাসঃ সুখার্থো হি পত্নী মূলঞ্চ তৎসুখম্॥

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে একজন অনুরক্ত আর একজন বিরক্ত হইলে, ইহা অপেক্ষা কষ্টতর আর কিছুই নাই। সুখের জন্য গৃহবাস, কিন্তু পত্নীই সেই সুখের মূল॥ দ-সং ৪। ৪।

নগরস্থো বনস্থো বা পাপী বা যদি বা শুচিঃ।
যাসাং স্ত্রীণাং প্রিয়োভর্ত্তা তাসাং লোকা মহোদয়াঃ॥

নগরস্থই হউক বা বনস্থই হউক, পাপীই হউক বা অশুচিই হউক, যে লোকের স্ত্রী স্বামীপ্রিয়া হয়, তাহার ইহলোকেই স্বর্গসুখ লাভ হয়॥ বি-সং।

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃশ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥

স্ত্রীলোকেরা সন্তান প্রসব করেন বলিয়াই অতিশয় মঙ্গলকারিণী, অথচ গৃহের শোভা স্বরূপা এই নিমিত্ত তাঁহারা পূজার্হা হন; ফলতঃ গৃহের শ্রী ও স্ত্রীতে কোন বিশেষ নাই॥ ম-সং ৯। ২৬।

পুরুষাদ্বীর্য্যমুৎপন্নং বীর্য্যাৎ সন্ততিরেবচ।
তয়োরাধাররূপা চ কামিনী প্রকৃতেঃ কলা॥

পুরুষ হইতে বীর্য্য ও বীর্য্য হইতে সন্ততি উৎপন্ন হয়। কামিনী সেই সন্ততির আধাররূপা; অতএব কামিনী প্রকৃতির অংশরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৬।২১১।

যোভবেৎ পণ্ডিতঃ সোপি প্রকৃতিং নাবমন্যতি।
সর্ব্বে প্রাকৃতিকাঃ পুংসঃ কামিন্যঃ প্রকৃতেঃ কলা।

প্রকৃতির অবমাননা করা জ্ঞানবান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। কারণ, সকল পুরুষই প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত এবং কামিনীগণও প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং রমণীর অবমাননা করিলে প্রকৃতি বা জগন্মায়েরই অবমাননা করা হয় ব্র-বৈ-পু ২।১২।১৪।

কলাংশাংসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামপমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ॥

প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রীলোক আছে, 'তৎসমস্তই হয় প্রকৃতির অংশ, না হয় প্রকৃতির অংশের অংশ। অতএব তাহাদিগের অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয়॥ ঐ ২।১।১৩৭।

সর্ব্বা প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমাধ্যমাধমাঃ।
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমাঃজ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ॥

এই জগতে কি উত্তম, কি মধ্যম, কি অধম, সমুদায় স্ত্রীলোকই প্রকৃতির অংশ সম্ভূতা। তন্মধ্যে যাঁহারা সুশীলা, পতিপরায়ণা ও উত্তমা, তাঁহারা সত্ত্বগুণের অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন॥ ব্র-বৈ-পু ২।১।১৪০।

মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
সুখসম্ভোগবত্যশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা॥

যাঁহারা স্বকার্য্য সাধনে তৎপর হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাই মধ্যম, অর্থাৎ রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারাই ভোগ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ঐ ১৪১।

অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ।
দুর্ম্মুখাঃ কুলটাধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ॥

আর যাঁহারা দুর্ম্মুখা, কূলটা, ধূর্ত্তা, স্বেচ্ছাচারিণী, কলহপ্রিয়া এবং কোন্ কুল হইতে উদ্ভূতা, তাহার স্থিরতা নাই, তাঁহারাই তমোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥ ঐ ১৪২।

পৃথিব্যাং কুলটায়াশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাংগণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

যাহারা ভূলোকে বেশ্যা এবং যাহারা স্বর্গে অপ্সরা নামে বিখ্যাত, তাহারাও প্রকৃতির তমোগুণের অংশ হইতে উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু তাহারা পুংশ্চলী নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ২।১।১৪৩।

ক্রমশঃ

বিবিধ।

আগামী ১২ই আশ্বিন হইতে ২০শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত ধর্ম্মমণ্ডলী এবং বেদব্যাস সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য ৺দুর্গা পূজা উপলক্ষে বন্ধ থাকিবে। অতএব গ্রাহকগণ ইহা স্মরণ রাখিয়া টাকা কড়ি এবং চিঠিপত্রাদি বন্ধের মধ্যে পাঠাইবেন না।

এবারেও স্থানাভাববশতঃ সমালোচনাদি কিছুই প্রকাশিত হইল না। গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯১। কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
শিবস্তোত্র	... ...	৮১।
অসবর্ণ বিবাহ	শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮১।
তত্ত্বোপদেশ	... ...	৮৩।
মুক্তিমীমাংসা	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	৮৬।
সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা...	... ...	৯৩।
আমাদের জাতীয় লক্ষ্য ...	শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ	৯৬।
অপূর্ব্ব স্বপ্ন	শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র [illegible]	৯৮।
সমালোচনা	... ...	১০৭।
বিবিধ	... ...	১০৮।

কলিকাতা

১৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৩৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাস্ত্র প্রচার বিভাগ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

সুন্দর বঙ্গানুবাদ সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থ প্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, শাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণিকৃত অপূর্ব্ব
বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

বেদব্যাস সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং সহঃ, সম্পাদক

দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারদর্শী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সুখের বিষয় আজ কাল গীতা শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা নীহিত-তত্ত্বরাশি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত, সে কারণ গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নাম দিয়া হাজার হাজার গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। অনেকেই গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল কল্পনা প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত ভক্তগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই গীতার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষ্য ও টীকা সম্বলিত একখানিও গীতা প্রকাশিত হইল না। সে কারণ আমরা বহুযত্ন, বহু পরিশ্রম করিয়া যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশে কৃত সংকল্প হইয়াছি। প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে অতি সরল অন্বয়, যাহা এমন কি বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন, ক্রমে শাঙ্কর ভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত ভক্তজনাদৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। ইহার অতিরিক্ত আরও প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব টীকাটিপ্পনী বোধ সুগমার্থে নিম্নে দেওয়া হইবে। এখন বুঝুন কি অপূর্ব্ব রত্ন আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম। যাহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা যে অবিলম্বেই এই অপূর্ব্ব রত্ন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হইবেন, তাহাতে আর আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর রুচিকর করা হইতেছে: অথচ মূল্য সামান্য ৩৲ তিন টাকা এবং ডাকমাশুল ।৵০ আনা, মোট ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র দিলেই এই অপূর্ব্ব সুন্দর বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন।

৩০ শে মাঘ মধ্যে—যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে মাঁয় ডাকমাশুল ২৷৷০ আড়াই টাকায় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ দিব। সুতরাং যাঁহারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ সস্তা একবার ভাবিয়া দেখুন।

গীতা ফাল্গুন মাসে বাহির হইবে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ | কলিকাতা, ১২৯৯ সন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ। | ৭ম, ৮ম সংখ্যা।

শ্রীশ্রীশিবস্তোত্রং।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে
স্থাণো গিরিশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ১ ॥
হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে
ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভবরুদ্র পিনাকপাণে
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ২ ॥
হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র
লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ঘূর্জটে পশুপতে গিরীজাপতে মাং
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৩ ॥
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব
গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ ॥
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৪ ॥
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ
বীরেশ দক্ষমখকালবিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো
হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥
কৈলাসদোলবিনিবাস বৃষাকপে হে
মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৭ ॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ
বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ ॥
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো
সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৮ ॥
গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়
পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়।
সর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ
দারিদ্রদুঃখদহনায় নমঃ শিবায় ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিতম্
শিবনামাষ্টকং সংপূর্ণম্ ॥ ১০ ॥

অসবর্ণা বিবাহ।

শিষ্য। প্রাচীন হিন্দুরা অসবর্ণা বিবাহ করিতেন কেন?

গুরু। প্রাচীন কালের হিন্দুরা যে অসবর্ণা বিবাহ করিতেন, একথা তুমি কোথায় শুনিলে?

শিষ্য। জাতিভেদের বিরুদ্ধে আমি যে সকল প্রবন্ধ, বা পুস্তক পাঠ, কি যে সকল বক্তৃতা শুনিয়াছি, সকলেই মনু প্রভৃতি ঋষিদের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন হিন্দুরা অসবর্ণা বিবাহ করিতেন।

গুরু। প্রাচীন হিন্দুরা "ধর্ম্মার্থে" অসবর্ণা বিবাহ করেন নাই। কিন্তু "কাম" উদ্দেশ্যে অসবর্ণা বিবাহের ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে সত্য। তুমি যে মনুর দোহাই দিলে, আমি সেই ভগবান মনুর বচন উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। ভরসা করি, তুমি তাঁহার বচন শুনিয়া পূর্ব্বাপর সম্বন্ধে বিশেষ রূপে চিন্তা করিয়া দেখিবে। ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন;—

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশো বরাঃ।
তৃতীয় অধ্যায়। ১২॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদিগের প্রথম বিবাহে সবর্ণা স্ত্রীই প্রশস্তা, কিন্তু কাম বশতঃ বিবাহ করিতে হইলে পরবচনোক্ত বিবাহ করিবে।

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃ স্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্রজন্মনঃ॥"
ঐ ॥ ১৩ ॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকেই বিবাহ করিবে, বৈশ্য বৈশ্যা ও শূদ্রাকে, ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রাকে বিবাহ করিবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা, শূদ্রাকে বিবাহ করিতে পারিবে।

জাতি ভেদের বিরুদ্ধ বাদীগণ এই শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়াই, "প্রাচীন হিন্দুরা বিবাহে জাতিভেদ মানেন নাই, অসবর্ণা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত" ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। আমি এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া; ইহার পরের শ্লোক হইতেই ভগবান্ মনু অসবর্ণা বিবাহের দোষগুণ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া শুনাইতেছি। ভগবান্ মনু ঐ শ্লোকের পরের শ্লোকেই লিখিয়াছেন;—

"ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥"

ঐ শ্লোক॥ ১৪॥

ইতিহাসাদি কোন্ বৃত্তান্তে গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের বিপৎ কালেও শূদ্র ভার্য্যা গ্রহণের উপদেশ নাই।

"হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তোদ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥"

।১৫॥ ঐ

দ্বিজাতিরা হীন জাতি স্ত্রী বিবাহ করিলে, তাঁহাদিগের সেই স্ত্রীতে সমুৎপন্ন পুত্র পৌত্রাদির সহিত আপন আপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥

ঐ। ১৬॥

অত্রি ও গৌতম মুনির মতে শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন। শৌনক বলেন শূদ্র বিবাহ করিয়া তাহাতে সন্তানোৎপাদন করিলে পতিত হয়, ভৃগু বলেন, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হইলে পতিত হয়।

"শূদ্রাংশয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

ঐ। ১৭।

সবর্ণা স্ত্রী বিবাহ না করিয়া শূদ্রাকে প্রথম বিবাহ করিলে ব্রাহ্মণ নরক প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্তান উৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন। অতএব সবর্ণা বিবাহ না করিয়া দৈবাৎ শূদ্রা বিবাহ করিলে, সন্তানোৎপাদন করিবে না।

"দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তন্ন স্বর্গং সগচ্ছতি॥"

ঐ। ১৮।

যে ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রী কর্ত্তৃক দৈব, পিত্র্য ও আতিথ্য কার্য্য বিশেষরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার সেই হব্য কব্য দেবলোক ও পিতৃলোক গ্রহণ করেন না। সেই গৃহস্থ তাদৃশ আতিথ্য-দ্বারা স্বর্গ লাভ করিতেও পারে না।

"বৃষলীফেণপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাশ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥"

ঐ। ১৯॥

যে ব্যক্তি সেই শূদ্রের অধররস পান করে, এক শয্যায় শয়ন করে ও তাহার নিশ্বাস গ্রহণ করে এবং তাহাতে সন্তানোৎপাদন করে, তাহার প্রায়শ্চিত্তাদিদ্বারা ও শুদ্ধি হইতে পারে না।

"ভর্ত্তুঃ শরীরশুশ্রূষাং ধর্ম্মকার্য্যঞ্চ নৈত্যিকং।
স্বা চৈব কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষাং নাস্বজাতিঃ কথঞ্চন॥"

৯ অধ্যায়। ৮৬।

ভর্ত্তার দেহ পরিচর্য্যা, ভিক্ষাদান, অতিথি সেবাদি প্রতি দিন কর্ত্তব্য কার্য্য স্বজাতীয়া পত্নী করিবে, অন্য জাতীয়া পত্নী করিবে না।

'যস্তু তৎকারয়েন্মোহাৎ সজাত্যা স্থিতয়ান্যয়া।
যথা ব্রাহ্মণচাণ্ডালঃ পূর্ব্বদৃষ্টস্তথৈব সঃ॥"

ঐ। ৮৭॥

যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ স্বজাতীয়া স্ত্রী থাকিতে ভিন্ন জাতীয়া স্ত্রীদ্বারা ঐ সকল কার্য্য করায়, তাহাকে পণ্ডিতেরা ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বলিয়া থাকেন।

"যং ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রায়াং কামাদুৎপাদয়েৎ সুতং।
স পারয়ন্নেব শবস্তস্মাৎ পারশবঃ স্মৃতঃ॥

৯ বম অধ্যায়। ১৭৮।

ব্রাহ্মণ, পরিণীতা শূদ্রাতে কামতঃ যে পুত্র উৎপন্ন করিবেন, ঐ পুত্র জীবদ্দশায় উহার শ্রাদ্ধাদিতে অযোগ্য প্রযুক্ত মৃত তুল্য হয়, এজন্য ইহার নাম পারশব বলিয়া পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন।

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি শব্দে কহা যায়, যেহেতু উহাদের উপনয়ন সংস্কার আছে, চতুর্থবর্ণ শূদ্র দ্বিজ নহে, উহার উপনয়ন নাই, এবং অম্বষ্ঠাদি সঙ্কর জাতিগণও দ্বিজাতি পদ বাচ্য নহে।" ১০ম অধ্যায়। ৪ শ্লোক।

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃদোষবিগর্হিতান্॥

ঐ। ৬।

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়াতে উৎপন্ন, ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে উৎপন্ন, এবং বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে উৎপন্ন সন্তান মাতার জাতি দোষ প্রযুক্ত মাতৃ জাতি হইতে উৎকৃষ্ট জাতি হইলেও ব্রাহ্মণাদির সমান ভাবাপন্ন হইবে না।

"পরিণীতা বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ হইতে জাতকে অম্বষ্ঠ বলা যায় এবং ব্রাহ্মণ হইতে পরিণীতা শূদ্রা-জাতকে নিষাদ বলা যায়, ইহাকে পারশব ও কহে।"

ঐ। ৮।

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃ স্মৃতাঃ॥

ঐ॥ ১০।

ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় বৈশ্যা ও শূদ্রাতে জাত এবং ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রাতে উৎপন্ন ও বৈশ্যের শূদ্রাতে উৎপন্ন এই ছয় প্রকার সন্তান সবর্ণা পুত্র হইতে অপকৃষ্ট হয়েন।

ভগবান্ মনু অনুলোম ও প্রতিলোম জাত সঙ্কর জাতির উৎপত্তি ও পৃথক্ পৃথক্ কর্ত্তব্য কার্য্যের ও অধিকার সম্বন্ধে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আরোও কোন তত্ত্ব তোমার জ্ঞাত হওয়ার ইচ্ছা হইলে একবার বিশেষ মনোযোগের সহিত "মনুসংহিতা খানা পাঠ করিয়া দেখিও। ভগবান্ মনু অসবর্ণা বিবাহের ব্যবস্থা প্রদান করিয়া, যদি সবর্ণা স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহার করিতে ব্যবস্থা দিতেন এবং সেই অসবর্ণা বিবাহের

সন্তানাদি যদি সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় লালন পালন, বিষয় সম্পত্তি সমভাগে বিভাগ ও শ্রাদ্ধাতিতে সমান অধিকার পাইতেন, তবে আমরাও বলিতে বাধ্য ছিলাম যে, আর্য্য ঋষিরা জাতিভেদ মানেন নাই! কিন্তু আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, ঋষিরা একমাত্র কাম বৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্যই অসবর্ণা বিবাহের মত দিয়াছেন; ধর্ম্ম জগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অসবর্ণা বিবাহ যে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, ইহা শাস্ত্রাদি আলোচনা ও সাধারণ যুক্তিতর্কদ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।

শিষ্য। অসবর্ণা বিবাহ ধর্ম্মজগতে উন্নতির পক্ষে বিঘ্নজনক কেন?

গুরু। আমি ক্রমোন্নতি প্রণালী সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছি, তাহা বোধ হয় তোমার স্মরণ আছে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, কত জন্মজন্মান্তরের চেষ্টার ফলে ব্রাহ্মণ জাতির ধর্ম্মবৃত্তিগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই ব্রাহ্মণ যদি কোন শূদ্রাকে বিবাহ করেন, তবে ব্রাহ্মণ শূদ্রা সংসর্গে হীনত্ব প্রাপ্ত হন, এ ভিন্ন তাহাদের সন্তান সন্ততিগণেরও ধর্ম্মবৃত্তিগুলি ও ব্রাহ্মণের হইতে অপকৃষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ শূদ্র যদি চণ্ডালিনী বিবাহ করেন, তাহা হইলে শূদ্র সংসর্গ দোষে হীনত্ব প্রাপ্ত হন ও তাহাদের সন্তান সন্ততিগণও শূদ্র অপেক্ষা অপকৃষ্ট হইয়া পড়েন। অসবর্ণা বিবাহে ধর্ম্ম নষ্ট হয়, জাতি যায়, এ সকল কথার প্রকৃত অর্থ এই যে, অসবর্ণা বিবাহে ধর্ম্মবৃত্তিগুলি হীন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

শিষ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শাস্ত্রে অসবর্ণা বিবাহ সম্বন্ধে কি বলেন?

গুরু। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপীয় কোন কোন মহাত্মা ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, দুই জাতীয় মনুষ্যে বিবাহ হইলে সেই দোআঁশলা সন্তান, সকল বিষয়ে উত্তম হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ইতর জন্তু ও মনুষ্য জাতি উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব। নূতন জাতি কখনই চিরস্থায়ী হয় না। দুই জাতি মিশ্রিত করিয়া নূতন জাতির সৃষ্টি করা মনুষ্যের সাধ্য নহে; মনুষ্য চেষ্টা করিলেও কৃতকার্য্য হইতে পায় না।

যখন স্পেনের কতকগুলি অধিবাসী আমেরিকাতে বসতি করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, তৎপ্রদেশের আদিমবাসী ইণ্ডিয়ানদিগকে হত্যা করিয়া ক্রমে আপনারা সেদেশ অধিকার করিল, কিন্তু স্পেনিয়ার্ডদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই চাষক্রিয়া করিতে জানিত না, এজন্য আদিম ইণ্ডিয়ানদিগের সহিত সংসর্গ-দ্বারা মিউলোটার উৎপত্তি করিল। মিউলোটো অত্যন্ত ইতর প্রবৃত্তি যুক্ত জাতি। আপন জাতির মধ্যে বিবাহ করিয়া বংশ চিরস্থায়ী করিতে পারিল না। তৎপরে স্পানিষ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছিল। মেক্সিকো এবং পিরুদেশেতেও অসবর্ণা বিবাহ বা সংসর্গের ফল এই প্রকার হইয়াছে। এদেশে ঘটনাক্রমে চণ্ডাল ও অন্যান্য মিশ্রজাতি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও অসবর্ণা বিবাহদ্বারা জাতিভেদ নষ্ট করা সমাজের পক্ষে হিতকর নহে। এদেশে বর্ত্তমান সময়ে ইংরেজ, মুসলমান ও হিন্দু জাতিতে সংমিলিত হইয়া ইউরোপিয়ান্ (কলিকাতায় ট্যাঁফ ফিরিঙ্গী) উৎপত্তি হইয়াছে। ইহারা বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, বিদ্যা, সত্য-পরায়ণতা ইত্যাদি সকল বিষয়েই হীন। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ের ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও অসবর্ণা বিবাহের পক্ষপাতী নহেন।

শ্রীকামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

তত্ত্বোপদেশ।

নানারসবতী চিত্রা ভোগভূমিরিয়ং মুনে!।
স্ত্রিয়মাশ্রিত্য সংযাতা পরামিহ হি সংস্থিতিঃ॥

হে মুনে! নানাবিধ রসবিশিষ্টা ও বহুরূপে চিত্রিতা এই ভোগভূমি কেবল স্ত্রীলোকদিগকে সমাশ্রয় করিয়াই চিরকাল অবস্থিতি করিতেছে॥ যো-বা-রা ১।২১।২২।

যস্য স্ত্রী তস্য ভোগেচ্ছা নিস্ত্রীকস্য ক ভোগভূঃ।
স্ত্রিয়ং ত্যক্ত্বা জগত্যক্তং জগত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥

যাহার স্ত্রী থাকে, তাহারই ভোগেচ্ছা থাকে, স্ত্রীহীন ব্যক্তির ভোগেচ্ছা কোথায়? অতএব স্ত্রী পরিত্যাগ করিলেই জগৎ পরিত্যাগ করা হয় এবং জগৎ পরিত্যাগ করিলেই পরম পবিত্র অখণ্ড সুখ লাভে সমর্থ হওয়া যায়॥ ঐ ৩৫।

স্ত্রীসঙ্গাজ্জায়তে পুংসাং সুতাগারাদিসঙ্গমঃ।
যথা বীজাঙ্কুরাদ্বৃক্ষো জায়তে ফলপত্রবান্॥

বীজের অঙ্কুর হইতে ফলপত্রাদিযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় যোষিৎসঙ্গ হইতে পুত্র গৃহ প্রভৃতি বিষয় সকলে পুরুষের আসক্তি জন্মে॥

আ-পু ৫।২৬।

মন্দুরঞ্চ তুরঙ্গানামালানমিব দন্তিনাং।
পুংসাংমন্ত্র ইবাহীনাং বন্ধনং বামলোচনা॥

বামলোচনাগণ, তুরঙ্গগণের মন্দুরার ন্যায়, মাতঙ্গগণের আলানের ন্যায় এবং ভুজঙ্গগণের মন্ত্রৌষধির ন্যায় পুরুষদিগের সংসারবন্ধের কারণ হয়॥ যো-বা-রা ১।২১।২১।

মায়ারূপং মায়িনাঞ্চ বিধিনা নির্ম্মিতং পুরা।
বিষরূপা মুমুক্ষূণামদৃশ্যা অপ্যবাঞ্ছিতা॥

পূর্ব্বে বিধাতা স্ত্রীজাতিকে মায়াবী জনের মায়াস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহারা বিষরূপা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব ইহারা মুমুক্ষুদিগের দর্শনীয় ও বাঞ্ছনীয় নহে (এই সাংসারে স্ত্রীলোকেরাই জীবপ্রবাহ প্রবাহিত করে। প্রকৃতি যেমন পুরুষকে, তদ্রূপ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত স্ত্রীজাতিও জীব-সমূহকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ ঘোররূপ স্ত্রীলোকেরা প্রতিনিয়ত অবিচক্ষণ মনুষ্যগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে। উহাদের মূর্ত্তি রজোগুণে সূক্ষ্মরূপে স্থিতি করিতেছে; উহাদের প্রতি লোকের অনুরাগ থাকাতেই জীব সকল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব সর্ব্বতোভাবে উহাদের সংসর্গ পরিত্যাগ করা মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য॥) (১)॥

ব্র-বৈ-পু। ২।১৬।৬১।

স্ত্রীরূপং নির্ম্মিতং সৃষ্টৌ মোহায় কামিনাং মনঃ।
অন্যথা ন ভবেৎ সৃষ্টিঃ স্রষ্টা তেনেশ্বরাজ্ঞয়া॥

বিধাতা সৃষ্টিকালে কামিগণের চিত্ত মোহিত করিবার নিমিত্তই নারীরূপের সৃষ্টি করিয়াছেন; ঈশ্বরাজ্ঞাক্রমে সমস্ত বস্তু সৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহার সৃষ্টিসম্বন্ধে কোন বিষয়েরই অন্যথা হইবার নহে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৬১।৩৪।

সর্ব্বমায়াকরণ্ডশ্চ ধর্ম্মমার্গার্গলং নৃণাং।
ব্যবধানঞ্চ তপসাং দোষাণামাশ্রয়ং পরং॥

নারীরূপ সর্ব্বমায়ার করণ্ড (চুপড়ী), মানবগণের ধর্ম্মমার্গের অর্গল, তপস্যার বিঘ্নকর এবং অশেষ দোষের আকরস্বরূপ॥ ঐ ৩৫।

কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধানাং নিগড়ং কঠিনং সুত!।
প্রদীপরূপং কীটানাং মীনানাং বড়িশং যথা॥
বিষকুম্ভং দুগ্ধমুখমারম্ভে মধুরোপমং।
পরিণামে দুঃখবীজং সোপানং নরকস্য চ॥

উহা কর্ম্মবন্ধনিবদ্ধ পুরুষগণের কঠিন নিগড় স্বরূপ এবং উহা পয়োমুখ বিষকুম্ভের ন্যায় আপাততঃ মধুর জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু পরিণামে বিষম দুঃখের বীজস্বরূপ হইয়া বিষময় ফল উৎপাদন করে। কীটগণ যেমন সুখভ্রমে প্রজ্বলিত দীপে পতিত হয় এবং মীনগণ যেমন পিশিত লোভে বড়শি গ্রাস করে, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ জনগণ আত্মবিনাশার্থ সেই নরকের সোপানস্বরূপ নারীরূপে আসক্ত হইয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৬১।৩৬-৩৭।

স্ত্রীপুংসোর্ব্বর্দ্ধতে প্রেম নিত্যং তন্নিত্যনূতনং।
পরমাত্মজ্ঞানশূন্যং ভক্তিদ্বারকপাটকং।
মোক্ষমার্গব্যবহিতং চিরং বন্ধনকারণং॥
গর্ভাবাসস্য বীজঞ্চ পরং নরককারণাৎ।
পীযূষবুদ্ধ্যা গরলং ভুঙ্‌ক্তে পাপী নরাধমঃ॥

স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ক্রমেই বর্দ্ধমান এবং ক্রমেই নিত্য নূতন হয়। দম্পতিপ্রেমে পরমাত্মজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, ভক্তিদ্বার রোধ হয়, মোক্ষমার্গ সুদূরপরাহত হয়, চিরকাল সংসারবন্ধনে বদ্ধ থাকিতে হয়, গর্ভযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভের কোন উপায়ই থাকে না। এমন কি, সেই পাপপঙ্কনিমগ্ন নরাধম অমৃতবোধে গরল পান করিয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ৪।১৩০।৩১-৩২।

দৃষ্ট্বা স্ত্রিয়ং দেবমায়াং তদ্ভাবৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রলোভিতঃ পতত্যন্ধে তমস্যগ্নৌ পতঙ্গবৎ॥

অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেবমায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করতঃ তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধ হইয়া নরকে পতিত হয়॥ ভা-পু ১১।৮।৭।

চিত্তপাত্রকৃতা নারী বিচিত্রা রূপসম্পদা।
দৃশ্যতে তাবদেবাহো যাবন্মায়াতিসুন্দরী॥

যতদিন মায়াসুন্দরী (অবিদ্যা) বিদ্যমান থাকে, ততদিনই চিত্তরূপ চিত্রপটে রূপসম্পৎশালিনী নারী বিচিত্র দেখায়॥ বো-সা ৪৩

সন্মার্গস্তাবদাস্তে প্রভবতি পুরুষস্তাবদেবেন্দ্রিয়াণাং,
লজ্জাং তাবদ্বিধত্তে বিনয়মপি সমালম্বতে তাবদেব।
ভ্রূচাপাকৃষ্টযুক্তাঃ শ্রবণপথগতা নীলপক্ষ্মাণ এতে,
যাবল্লীলাবতীনাং ন হৃদি পরিণতা দৃষ্টিবাণাঃ পতন্তি॥

পুরুষ তাবৎকাল সৎপথে থাকে, তাবৎকাল ইন্দ্রিয়গণের প্রভু হয়, তাবৎকাল লজ্জার অধীন থাকে এবং তাবৎকাল বিনয়াবলম্বন করে, যাবৎ তাহার হৃদয়ে ললনাগণের শ্রবণপথাকৃষ্ট ভ্রূচাপে যোজিত নীলপক্ষ্মযুক্ত অব্যর্থ দৃষ্টিবাণ পতিত না হয়॥ হি উ।

নানা মুদ্রা বয়োদাস রাগিণাং সন্ততং রতিঃ
স্তনাভিধে মাংসপিণ্ডে ধারণা ননয়েহ শুচৌ॥

যাহারা নারীর নবযৌবন, বিবিধ হাব, ভাব ও হাস্যের অনুরাগী, তাহারা সতত রমণীর বক্ষঃস্থিত স্তনাভিধেয় মাংসপিণ্ডকে পরম পদার্থ জ্ঞান করে, পবিত্র নীতিমার্গে তাহাদিগের দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় না॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৮১।

শ্রোণি বক্ত্র স্তনং তাসাং কামদেবালয়ঃ সদা।
তস্মাত্তাং নহি পশ্যন্তি সন্তোহি ধর্ম্মভীরবঃ॥

যোষিদ্‌গণের শ্রোণি, মুখমণ্ডল ও স্তনযুগল সতত কন্দর্পের আলয়রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, এই জন্য ধর্ম্মভীরু সাধুগণ নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না॥ ব্র-বৈ-পু ৪।৩৫।৮২।

প্রাণাপহরৈকপরা নরাণাং
মনোমহাহারিতয়া হরন্তি।
রক্তচ্ছদাশ্চঞ্চলবট্‌পদাক্ষ্যো
বিষদ্রুমালোললতাঃ স্ত্রিয়শ্চ॥

চঞ্চল ভ্রমরযুক্তা লোহিতপত্রা বিষলতার ন্যায় তরলায়তলোচনা লোহিতচ্ছদা ললনাগণ মনোহর রূপলাবণ্য প্রদর্শনপূর্ব্বক পুরুষদিগের প্রাণ ও মন যুগপৎ হরণ করে॥ যো-বা-রা ১।২৭।২৪।

স্ত্রিয়া মোহিকয়া কে ন নিহতা ভুবনত্রয়ে।
কচ্ছো যথা জলদ্বহ্নিং দৃষ্ট্বৈবোল্লসিতো ভবেৎ।
দাহদুঃখং ন জানাতি স্ত্রিয়ং দৃষ্ট্বা তথা পুমান্॥

স্ত্রীলোকের মোহিনী শক্তিতে ত্রিভুবনে কে না বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে। কচ্ছ (ঝিল্লীকীট) যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি দর্শন করতঃ উল্লসিত হয় এবং তাহার ক্রোড়স্থ হইয়াও স্বীয় দাহজনিত দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, তদ্রূপ রমণী সন্দর্শনে পুরুষেরও ঘোর সংসার-দুঃখ অনুভব হয় না॥ র্জ্জা-পু ৭।১-২।

দেহং মূত্রপুরীষৈশ্চ পূরিতং মন্যতে বরম্।
মেদোহস্থিরক্তমজ্জাঢ্যং রমতে তত্র মোহিতঃ॥

তাহারা মূত্র-পুরীষ-পূরিত মেদোরক্তমজ্জাস্থিসমন্বিত দেহকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে মোহিতচিত্তে তাহাতেই রত হয়॥ আ-পু ৭।৩।

যথা বিষ্ঠাসমুদ্ভূতঃ কীটস্তত্রৈব মোদতে।
তথাঽপবিত্রে স্ত্রীদেহে মোদতে মোহিতোভৃশম্॥

বিষ্ঠা হইতে সমুৎপন্ন কীট যেমন সেই বিষ্ঠাতেই প্রমোদ করে, তদ্রূপ পুরুষও স্ত্রীদেহ হইতে জন্মলাভ করিয়া পুনরায় সেই অপবিত্র দেহেই মুগ্ধ হইয়া অতীব আনন্দ সম্ভোগ করে। ঐ ৪।

তদর্থং দুঃখমাপ্নোতি সুখবন্মন্যতে গৃহে।
ধনার্জনে পরং যত্নং করোত্যশুভকর্ম্ম চ॥

সেই কারণবশতঃ মনুষ্য দুঃখ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু তথাপি গৃহে থাকিয়া তাহাকেই সুখের ন্যায় মনে করে। অপিচ,

সেই কাল্পনিক সুখের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জনে অশেষ যত্ন এবং বিবিধ অশুভ কর্ম্মও করিয়া থাকে॥ ঐ ৫।

কিং বিদ্যয়া কিং তপসা কিং দানেন শ্রুতেন বা।
কিং বিবিক্তেন মৌনেন স্ত্রীভির্যস্য মনোহৃতং॥

স্ত্রীগণ যাঁহার মন হরণ করিয়াছে, তাঁহার বিদ্যায় কি? তপস্যায় কি? সন্ন্যাসে কি? শাস্ত্রজ্ঞানে কি? নির্জ্জন স্থানের সেবায় কি? বাক্য-দমনেই বা কি? অর্থাৎ তাঁহার সকল প্রকার সাধনই ব্যর্থ॥ ভা-পু ১১।২৬।১২।

আপাতরমণীয়ত্বং কল্পতে কেবলং স্ত্রিয়াঃ॥
মন্যে তদপি নাস্ত্যত্র মুনে! মোহৈককারণং॥

হে মুনে! রমণী-শরীর আপাতরমণীয় বলিয়া সকলে কল্পনা করে বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা কেবল মোহের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, আমার মতে নারীগণে আপাত রমণীয়তাও নাই॥ যো-বা-রা ১।২১।৮।

বিপুলোল্লাসদায়িন্যা মদমন্মথপূর্ব্বকং।
কোবিশেষো বিকারিণ্যা মদিরায়াঃ স্ত্রিয়াস্তথা॥

বিপুল উল্লাসদায়িনী চিত্তবিকারকারিণী, কামসন্তাপজননী রমণী হইতে মদ্যের বিশেষ কি?॥ ঐ ৯।

ললনালানসংলীনা মুনে! মানবদন্তিনঃ।
প্রবোধং নাধিগচ্ছন্তি দৃঢ়ৈরপি সমাঙ্কুশৈঃ॥

ললনাগণ মানবরূপ হস্তীর আলান স্বরূপ, পুরুষগণ তাহাতে এমন নিগূঢ়রূপে আবদ্ধ থাকে যে, তাহারা উপদেশরূপ দৃঢ়তর অঙ্কুশাঘাতেও প্রবোধ প্রাপ্ত হয় না॥ ঐ ১০।

মথিতং মানিনীলোকৈর্মনো মকরকেতুনা।
কোমলং খুরনিষ্পেষৈঃ কমলং করিণা যথা॥

যেমন করীগণ তীক্ষ্ণ খুর নিষ্পেষণ করতঃ সুকোমল কমল বনকে মথিত করে, তদ্রূপ মকরকেতন মানিনীগণের দ্বারা পুরুষজাতির মনকে মথন করে॥ যো-বা-রা ১।২৯।১১।

জলতামতি দূরেঽপি সরসা অপি নীরসাঃ॥
স্ত্রিয়ো হি নরকাগ্নীনামিন্ধনঞ্চারুদারুণং॥

কামিনীগণের অত্যাশ্চর্য্য দাহিকা শক্তি আছে, যেহেতু তাহারা দূরে থাকিয়াও গাত্র দাহ উপস্থিত করে এবং আপাততঃ রসপূর্ণা বোধ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে অত্যন্ত নীরসজ্ঞান হয়, ফলতঃ নারীজাতি দারুণ নরকাগ্নি উদ্দীপক সুচারু ইন্ধন স্বরূপা॥ যো-বা-রা ১।২১।১২।

পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী নরমারণতৎপরা।
দদাত্যুন্মত্তবৈবশ্যং কান্তাবিষলতা যথা॥

পুষ্পকেশরগৌরাঙ্গী, চিত্তোন্মাদকারিণী, বিবশতাপ্রদায়িনী রমণী বিষলতার ন্যায় পুরুষদিগের প্রাণ সংহার করে॥ঐ১৬।

সৎকার্য্যোচ্ছ্বাসমাত্রেণ ভুজঙ্গদলনোৎকরা।
কান্তয়োদ্ধ্রিয়তে জন্তুঃ করভ্যেবোরগোবিলাৎ॥

ভুজঙ্গদলনকারী জন্তুগণ যেরূপ নিশ্বাস, প্রশ্বাস ও ফুৎকারাদিদ্বারা আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বিল হইতে ভুজঙ্গগণকে আকর্ষণ করত গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ কামিনীগণ সৎকর্ম্মরূপ আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক পুরুষদিগের চিত্তাকর্ষণ করিয়া আত্মবশীভূত করে॥ যো-বা-রা ১।২১।১৭।

কামনামকিরাতেন বিকীর্ণা মুগ্ধচেতসাং।
নার্য্যোনরবিহঙ্গানামঙ্গবন্ধনবাগুরাঃ॥

কামনামক কিরাত মুগ্ধচিত্ত নররূপ বিহঙ্গমগণকে অবরুদ্ধ করণার্থ নারীরূপ বাগুরা (বন্ধনজাল) বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। অতএব তাহাতে বদ্ধ হওয়া উচিত নয়॥ ঐ ১৮।

ললনা-বিপুলালানে মনোমত্তমতঙ্গজঃ।
রতিশৃঙ্খলয়া ব্রহ্মন্! বদ্ধস্তিষ্ঠতি মূকবৎ॥

হে ব্রহ্মন্! যেমন মত্তহস্তী আলান-নিবদ্ধ হইয়া মূকবৎ অবস্থিতি করে, তদ্রূপ মনোরূপ মত্তমাতঙ্গ ললনারূপ স্তম্ভে রতিক্রিয়ারূপ শৃঙ্খলে নিবদ্ধ হইয়া জড়বৎ অবস্থিতি করিতেছে॥ ঐ ১৯।

ভূতপঞ্চকসংঘট্টসংস্থানং ললনাভিধং।
রসাদভিপতত্যেতৎ কথং নাম ধিয়ান্বিতঃ॥

নারী নামে যে দেহ খ্যাত হয়, তাহা কেবল পঞ্চভূত বিনির্ম্মিত আকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে, অতএব এমন অসার বস্তুর প্রতি অনুরাগী হইয়া ধীমান্ ব্যক্তিরা কেন নিরর্থক পতিত হয়? ইহাই আশ্চর্য্য॥ ঐ ৩১।

কিং স্তনেন কিমক্ষ্ণা বা কিং নিতম্বেন কিং ভ্রুবা।
মাংসমাত্রৈকসারেণ করোম্যহমবস্তুনা॥

নারীজাতির স্তনে বা নয়নে অথবা নিতম্বে কিংবা ভ্রূযুগলে কি সারত্ব আছে? কেবল মাংস মাত্রই সার, অতএব এই সকলকে অবস্তু বলিয়া আমি বিবেচনা করি॥ যো-বা-রা ১।২১।২৪।

ইতোমাংসমিতোরক্তমিতোঽস্থীনীতি বাসরৈঃ।
ব্রহ্মন্! কতিপয়ৈরেব যাতি স্ত্রী বিশরারুতাং॥

হে ব্রহ্মন্! এই মাংস, শোণিত ও অস্থিমাত্রনির্ম্মিত স্ত্রীদেহের লাবণ্য কতিপয় দিবসের মধ্যে বিশীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া বিকৃতাকার ধারণ করে॥ ঐ ২৫॥

মেরুশৃঙ্গতটোল্লাসিগঙ্গাজলরয়োপমা।
দৃষ্টা যস্মিন স্তনে মুক্তাহারস্তোল্লাসশালিতা॥
শ্মশানেষু দিগন্তেষু সএব ললনাস্তনঃ।
শ্বভিরাস্বাদ্যতে কালে লঘুপিণ্ডইবান্ধসঃ॥

যেমন প্রবাহিত গঙ্গাসলিলের তরঙ্গমালাদ্বারা উন্নত মেরুশৃঙ্গ শোভমান হয়, সেইরূপ মুক্তাহারে মণ্ডিত পীনোন্নত কুচও অত্যুল্লাসশালী দৃষ্ট হয়; কিন্তু ললনাগণের এবম্বিধ পয়োধর যুগল, কালক্রমে দিগন্তে শ্মশান ভূমিতে কুক্কুরগণ অত্যুত্তম অন্নপিণ্ড বোধে ভক্ষণ করে॥ ঐ ৫-৬।

ক্ব শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাং মহাচয়ঃ।
ক্ব কান্তিশোভাসৌরভ্যকমনীয়াদয়োগুণাঃ॥

শ্লেষ্মাদির পিণ্ডস্বরূপ সেই কামিনী-শরীরই বা কোথায় এবং তাহাদিগের অঙ্গের সেই শোভা, সৌন্দর্য্য, সৌরভ্য ও কমনীয়তা প্রভৃতি গুণই বা কোথা?॥ বি-পু ১।১৭।৬২।

মাংসাসৃক্‌পূয়বিন্মূত্রস্নায়ুমজ্জাস্থিসংহতৌ।
দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাঽপি সঃ॥

যদি কোন ব্যক্তি মাংস, শোণিত, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র, স্নায়ু, মজ্জা ও অস্থি সমুদায়ের সমষ্টিস্বরূপ দেহে প্রীতিযুক্ত হয়, তাহা

হইলে সেই মূঢ় ব্যক্তি নরকেও প্রীতি লাভ করিতে পারে; যেহেতু নরকেও ঐ সকল পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে॥ ঐ ৬৩।

স্তনয়োশ্চ স্ফিচোনৃণাংনিম্নে য়োনাস্তি বৈ ভিদা।
অনির্গতশ্মশ্রুমুখং পুংসাং স্ত্রীণাং চ বৈ সমম্॥

স্ত্রীগণের স্তনদ্বয়ের সহিত মনুষ্যগণের লোমরহিত কটীর অধোদেশস্থ মাংসপিণ্ডের কোন ভেদ নাই এবং স্ত্রীগণের মুখের সহিত অনির্গতশ্মশ্রু পুরুষগণের মুখেরও কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না; তবে যে ইহাদের ভেদ, তাহা কেবল ভ্রান্তিমূলক মাত্র॥ আত্ম-পু ১।২৮৬।

নপুংসকানাং স্ত্রীণাং চ নাস্তি ভেদো বিনা ধিয়ং।
পুরুষাণাং বধূনাং চ শরীরে কাপি নো ভিদা॥

নপুংসকের সহিত স্ত্রীগণেরও কোন রূপেই ভেদ লক্ষিত হয় না, ইহাদের ভেদ কেবল কল্পনামাত্র; আর, পুরুষগণের শরীরের সহিত স্ত্রীগণের শরীরেরও কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না॥ ঐ ২৮৭।

চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বানাং সমুদায়ঃ শরীরকম্।
জন্তুমাত্রস্য তত্ত্বে তৎ পুরৈবাস্মাভিরীরিতম্॥
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে চাহমহং প্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অনাধারঃ সর্ব্বগশ্চিদানন্দাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥

পূর্ব্ব বর্ণিত চতুর্ব্বিংশতি (চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব বর্ণনার পর এই শ্লোক আত্মপুরাণে বলিয়াছেন) তত্ত্বসমুদয়ের নাম শরীর, অতএব প্রাণিমাত্রের দেহেই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ব্যবস্থিত রহিয়াছে আর, অহংশব্দের বাচ্য অন্যাধার রহিত, সর্ব্বগত, জ্ঞান ও আনন্দরূপ পরমাত্মা সেই সকল প্রাণির হৃদয় মধ্যে প্রকাশিত-রূপে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ঐ ২৮৮-২৮৯।

এবং ব্যবস্থিতে তত্ত্বে কামগ্রহবশঙ্গতাঃ।
পুরুষাশ্চ স্ত্রিয়শ্চেতি কল্পয়িত্বা পরস্পরম্।
পিবন্তি লালাং মুখজাং মলাংশ্চাদদতেঽপি চ॥

এবম্বিধ অনাত্মা স্বরূপে ব্যবস্থিত চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বে, উন্মাদাদির হেতু কামরূপ গ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া পুরুষ ও স্ত্রীগণ "ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ", এই প্রকার কল্পনা করিয়া পরস্পরের মুখজাত লালা পান করিতেছে এবং শুক্রাদিরূপ মল সকলও গ্রহণ করিতেছে॥ আত্ম-পু ১।২৯০।

আস্ফালয়ন্তি চান্যোন্যং গাত্রাণ্যুন্মাদদূষিতাঃ।
মেষা ইব পিশাচা বা যদ্বদ্ধরবিনোদকাঃ॥

আর উক্ত কামজন্য উন্মাদাদি দোষে দূষিত চিত্তে পুরুষ এবং স্ত্রীগণ শত্তুর হর্ষজনোদ্যত পিশাচ কিংবা মেষের ন্যায় অন্যান্যের গাত্রে গাত্রসংযোগরূপ আস্ফালন করিতেছে॥ঐ২৯১।

এবং হি কুর্ব্বতামেষাং হৃদি কামো হসন্নিব।
গাত্রেভ্যো দির্গতো নৈব বিনির্গচ্ছতি কর্হিচিৎ॥

এইরূপ ক্রিয়মাণ লোকদিগের শরীরান্তঃস্থিত কামদেব যেন হাস্যবেগ হেতুই (রেতোরূপে) গাত্র হইতে কখন নির্গত হন, কখন বা নাও হন। আত্ম, পু ১।১৯২।

ক্রমশঃ।

মুক্তিমীমাংসা।

কোন সম্প্রদায়ীরা "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" (সাঙ্খ্যদর্শন) ইত্যাদি শাস্ত্র প্রমাণ অবলম্বন করিয়া মুক্তি বা পুরুষার্থ সাধনের উপায় একমাত্র জ্ঞানকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, ইহাঁদের মতে ভক্তি ও কর্ম্ম মুক্তির কারণ নহে। আবার আর এক সম্প্রদায়ীরা "ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়, নান্যৎ পরং সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ" (অধ্যাত্মরামায়ণ) ইত্যাদি শাস্ত্রীয় আজ্ঞানুসারে ভক্তিকেই মুক্তির উপায় বলেন, ইহাঁদের মতে জ্ঞান ও কর্ম্ম মুক্তির সাধক নহে, এবং অন্য আর এক সাম্প্রদায়িকেরা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" (শ্রুতি) ইত্যাদি বাক্য প্রমাণ করিয়া কর্ম্মকেই মুক্তি লাভের উপায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, ইহাদের মতে জ্ঞান ও ভক্তি মুক্তির কারণ নহে। এই প্রকার বিসদৃশ তিনটী মত প্রচারিত আছে, এবং এই প্রকার পরস্পর বিরুদ্ধ মতের প্রচার থাকায় প্রকৃত রহস্য, অর্থাৎ কোনটী প্রকৃত মুক্তির সাধক, তাহা সাধারণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, এবং শাস্ত্রে এই প্রকার বিরুদ্ধ কথার সমাবেশ থাকায় শাস্ত্রের প্রতি ও লোক বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন এবং কেহই আপন আপন গন্তব্য পন্থার অবলম্বন করিতে পারেন না, তাই আমরা যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, মুক্তি বা পুরুষার্থ-সাধনের যথার্থ উপায় কি—কোন পন্থার অনুসরণ করিলে মানব প্রকৃত কল্যাণের অধিকারী হইতে পারে, এবং প্রাগুক্ত অসমঞ্জস বাক্যাবলীর মীমাংসাই বা কি? ইহাই এই প্রস্তাবের আলোচ্য বিষয়।

মুক্তির কারণ নির্ণয়ের পূর্ব্বে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ও মুক্তির স্বরূপ এবং ইহার আনুসঙ্গিক কতকগুলি বিষয় বুঝিয়া রাখা আবশ্যক। তবেই প্রস্তাবিতব্য বিষয়ে অনায়াসে এবং অভ্রান্ত রূপে প্রবেশ করিতে পারিবেন, তাই প্রথমতঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মাদির প্রত্যেকটীর লক্ষণ শুনুন।—

জ্ঞানের লক্ষণনির্ণয়।

যে জ্ঞানের দ্বারা কৈবল্য পদ লাভ করিতে পারা যায়, তাঁহার স্বরূপ কি? ইহা বুঝাই জ্ঞানের স্বরূপ বুঝা। জ্ঞান বলিতে সাংখ্যাচার্য্যদের মতে "বিবেক জ্ঞান" বুঝিতে হইবে, আর বেদান্তাচার্য্যদের মতে "অভেদ জ্ঞান" বুঝিতে হইবে, কিন্তু ইহার ফল গত কোন পার্থক্য নাই। বিবেক জ্ঞানই বল, আর অভেদ জ্ঞানই বল, উভয়ই মুক্তির সাধক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং মনঃ প্রভৃতির কারণ-প্রকৃতির সহিত পুরুষের, (আত্মার, আমার) যে ভিন্নতা বোধ, তাহার নাম "বিবেকজ্ঞান" বা "বিবেকখ্যাতি", "সত্ত্বপুরুষান্যতা-প্রত্যয়ো বিবেকখ্যাতিঃ" (পাতঞ্জল,—বেদব্যাসভাষ্য) সন্নদ্ধ বীর পুরুষ যেমন আপন শরীরস্থ বর্ম্ম চর্ম্মাদি আপনা হইতে পৃথক্ ভাবে উপলব্ধি করে, তেমনি মনঃ, বুদ্ধি, অভিমানাদিকে পুরুষ বা আত্মা হইতে যে পৃথক্ রূপে উপলব্ধি করা, তাহার নাম বিবেক জ্ঞান। আমি (আত্মা) পৃথক্,—স্বতন্ত্র, চিত্ত

পৃথক্,—স্বতন্ত্র, এই প্রকার জ্ঞানকে "বিবেক জ্ঞান" বলে। কিন্তু এই প্রকার জ্ঞান, মানসিক ভাবনা নহে, যেমন, মনে করিলাম,—"আমি চিত্ত হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র" ইহা নহে। যেমন আঘাত করিলে বেদনার উপলাভ হয়, মধু খাইলে তাহার মধুরতার জ্ঞান হয়, সেই প্রকার আন্তরিক অনুভূতি, ভিতরে ভিতরে উপলব্ধি, পৃথক্‌রূপে গ্রহণ করার নাম বিবেক জ্ঞান। আবার অভেদ জ্ঞান বলিতে ও আত্মা বা আমির সহিত আন্তর পদার্থের একতা জ্ঞান বা একতানুভূতি বুঝিতে হয়। চিত্তাদি পদার্থ-মিথ্যা, উহারা অজ্ঞান-বিজৃম্ভিত পদার্থ,—এক মাত্র পরিব্যাপক আত্মাতেই ঐ সমস্ত পদার্থের ভান হইতেছে, সুতরাং এক আত্মাই সত্য, চিত্তাদি পদার্থ আত্মা হইতে অনতিরিক্ত। ঘট যেমন মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত নয়, তেমনি চিত্তাদি পদার্থ ও আত্মা হইতে অতিরিক্ত বস্তু নহে, কেবল নামের দ্বারা পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হয় মাত্র, ইত্যাদি বিচার পূর্ব্বক চিত্তাদি নিখিল পদার্থে যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মত্বানুভব, তাহার নাম অভেদ জ্ঞান। শুক্তিকাতে রজত ভ্রম হইয়া কোন কারণ বশতঃ ভ্রান্তির অপনোদন হইলে যেমন তখন শুক্তিরই উপলব্ধি হয়, তেমনি কোন উপায়ে চিত্তাদি বিভ্রম বিদূরিত হইয়া চিত্তাদি পদার্থে যে সত্য সত্য আত্মানুভব, তাহার নাম অভেদ জ্ঞান। বিবেক জ্ঞান এবং অভেদ জ্ঞানের পার্থক্য এই যে, বিবেক জ্ঞানে চিত্তাদি ও আত্মা এই উভয়ের যথার্থ সত্তার অনুভূতি হইয়া পরস্পরের পার্থক্য বোধ হয়, "আমি ও চিত্তাদি পৃথক্" এই প্রকার প্রত্যয় হয়, আর অভেদ জ্ঞানে চিত্তাদি পদার্থের অসত্যত্ব উপলাভ হইয়া, তাহাতে একমাত্র আত্মসত্তারই উপলব্ধি হয়। ইহাই জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়। এখন ভক্তির লক্ষণ শুনুন।

ভক্তির লক্ষণনির্ণয়।

ভক্তচূড়ামণি মহাত্মা শাণ্ডিল্য এবং নারদ মহর্ষি ভক্তির যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাই আমরা এখানে দেখাইব। "অথা-তোভক্তিজিজ্ঞাসা, সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" (শাণ্ডিল্যসূত্র) "ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ, সা কস্মৈচিৎ প্রেমরূপা" (নারদসূত্র)। উক্ত মহর্ষিদ্বয় ভক্তি মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়া এই লক্ষণ দুইটী করিয়াছেন, ইহার অর্থ;—কোন পদার্থের সম্বন্ধে যে অনুরক্তি, প্রেম, ভালবাসা, তারই নাম ভক্তি। এই ভক্তি দুই প্রকারে বিভক্ত। পরা ভক্তি, ও অপরা ভক্তি। ঈশ্বরে ভালবাসার নাম পরা ভক্তি এবং পুত্র কলত্রাদির প্রতি ভালবাসার নাম অপরা ভক্তি বা গৌণী ভক্তি, কিন্তু ভালবাসা বা অনুরাগ পদার্থটী একইরূপ, আধেয় ভেদে নাম ভেদ হয় মাত্র। এই ভক্তিও "আমি ভগবান্‌কে বা ভগবতীকে ভক্তি করিলাম, আমি ভগবান্‌কে বা ভগবতীকে ভালবাসি" ইত্যাদিরূপ মানসিক চিন্তা নহে। পুত্র কলত্রাদির প্রতি যেমন ভালবাসা হয়, পুত্রাদির সুখে আপনার সুখ বোধ হয়, পুত্রাদির ক্লেশে নিজের ক্লেশ হয়। পুত্রাদিকে ভাল আহার, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদাদি প্রদান করিলে আপনার শান্তি হয়; পুত্রাদির সন্দর্শনে যেমন অতুল আনন্দের পরিস্ফূর্ত্তি হয়, চিত্ত যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া যায়, চক্ষু নিমীলিত হইয়া পড়ে, এই প্রকার ঈশ্বরের প্রতি যে ভালবাসা, অনুরাগ তাহারই নাম ঈশ্বর-ভক্তি বা পরা ভক্তি। ঈশ্বরের সম্বন্ধে যখন ভক্তি হয়—ভালবাসা হয়, তখন তাহাঁকেই দেখিতে ইচ্ছা হয়, তদ্বিষয়িনী কথা শ্রবণ করিতেই সতত প্রবৃত্তি জন্মে, তাঁহার আকৃতি ভাবিলেই মনঃ অতুল আনন্দ বারিধিতে অবগাহন করে, মন যেন অমৃত-সাগরের অমৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয়, তাঁহাকেই খাওয়াইতে পড়াইতে আগ্রহ হয়, ঈশ্বরের কোন প্রকারে সুখবিধান করিতে পারিলেই যেন আপনার সুখসম্বিত্তি হয়, আপনাকে যেন কৃতার্থ মনে হয়, তাঁহার কোনরূপ দুঃখচিহ্ন দেখিলেই ভক্তের প্রাণ শুষ্ক হইয়া পড়ে, কি যেন অসহিষ্ণু যাতনার অনুভূতি হইতে থাকে। ভগবানের নিন্দাবাদ শুনিলেই চিত্ত-নদী উদ্বেলিত হইয়া উঠে, তাঁহার নাম শুনিলেই অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে, দেহের অভ্যন্তরে আনন্দজনিত এক প্রকার কম্পন বিশেষ উৎপন্ন হইয়া সমস্ত শরীরাবয়বকে প্রনর্ত্তিত করিয়া তোলে, ইত্যাদি নানা প্রকার বাহ্যলক্ষণাবলীর দ্বারা বাহিরে ও ভক্তির উচ্ছাস ও ভক্তির তরঙ্গলহরী প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ ভক্তি বা ভালবাসা অন্তরের পদার্থ, মনের ধর্ম্ম, বাহ্য লক্ষণের দ্বারা কেবলমাত্র উহার আভ্যন্তরিক প্রকাশের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বস্তুতঃ ভক্তি বৃত্তির উত্তেজনা কালে মন যে কিরূপ প্রসন্নতা লাভ করে, তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। এখন বুঝিতে পারিলাম যে ভালবাসা বা অনুরাগের নামান্তরই ভক্তি, ভক্তি অননুভাব্য, মনের অবিষয়ীভূত কোন পদার্থ নহে। ইহাই ভক্তির লক্ষণ।

এখানে আরো একটী কথা বলা আবশ্যক, তাহা এই,—বুঝিলাম পুত্র কলত্রাদির সুখ ও দুঃখ দর্শনে নিজের ও আন্তরিক সুখ দুঃখের অনুভূতি হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরেরত সুখ দুঃখ নাই; সুতরাং পুত্রকলত্রাদির সুখ বা দুঃখ দর্শনের ন্যায় তাঁহার সুখ দুঃখ দর্শনই অসম্ভব, কারণ তিনি সদানন্দময় পদার্থ, যাহা সদানন্দরূপ, তাঁহার কদাচ উৎপন্ন সুখ বা দুঃখ থাকিতে পারে না। অথবা কেবল মাত্র তিনি উৎপন্ন সুখবিশিষ্ট একথাও বলা যায় না, কারণ কেবল সুখবিশিষ্ট কোন পদার্থ নাই, যাহার সুখ আছে, সুখের অনুভূতি আছে, তাহার দুঃখানুভূতি থাকিবেই থাকিবে, যদি বল, দুঃখানুভব নাই, ঈশ্বর কেবল সুখোপলব্ধিই করেন, একথা অসম্ভব। দুঃখানুভব মূলকই সুখের অনুভব, যাহার কদাচ দুঃখজ্ঞান হয় নাই, সে কখনই সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। সুখ ও দুঃখ, এই দুইটী ভিন্ন জাতীয় বিরুদ্ধ পদার্থ, অথচ একটী অপরটীর অনুভবের সহায়, যেমন আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন জাতীয় পদার্থ এবং পরস্পর পরস্পরের জ্ঞানের কারণ, তেমনি সুখ দুঃখ ও পরস্পর পরস্পরের জ্ঞানের সহায়। এই জগতে যদি অন্ধকার আদৌ না থাকিত, যদি অন্ধকারের চিত্র চিত্তে অঙ্কিত না থাকিত এবং কেবল মাত্র আলোকই সর্ব্বদা প্রস্ফুরিত থাকিত, তবে আলোক পদার্থের অনুভব করিতাম বটে, কিন্তু অন্ধকারের ভিতর হইতে আলোকে গেলে যেরূপ উহার রমণীয়তা, স্পৃহণীয়তা, এবং চিত্তের আশাপ্রদতা, মনের স্ফুরণতার উপলব্ধি হয়, তাহা কখনই হইত না, সুধু পদার্থ মাত্রেরই জ্ঞান হইত। যেমন ঘটের জ্ঞান কালীন

ঘট মাত্রেরই জ্ঞান হয়, কিন্তু চিত্তের প্রসন্নতা, মনের পরিস্ফূর্তি, অন্তঃকরণের আপ্যায়নাদির উপলাভ হয় না, আলোক সম্বন্ধেও তাদৃশ জ্ঞানই হইত, কিন্তু অন্ধতমের ভিতর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে চিত্তের যাদৃশ ভাব হয়, তাহা তখনই হইত না। এইরূপ সুখ দুঃখ সম্বন্ধে ও বুঝিয়া লইতে হইবে, ভগবানের যদি একমাত্র সুখানুভূতি থাকাই স্বীকার করা যায়, তবে তাহার স্পৃহনীয়তা, আদরণীয়তা, সুখের সুখত্বটুকু থাকে না, তাহা কিম্ভূত কিমাকার একটা জিনিষে দাঁড়ায়, তাহাকে সুখ বলিলেও হয়, দুঃখ বলিলেও হয়। সুখের যে মধুরতা পাইলে লোকে সুখকে আদর করে, সুখ পাইতে ইচ্ছা করে, সেই চিত্তের শান্তিপ্রদভাবটুকু থাকিত না, সুতরাং সুখ থাকিলেই দুঃখ থাকিবে, আবার দুঃখ থাকিলেই সুখ অবশ্যই থাকিবে এবং যিনি সুখী, তিনি দুঃখী অবশ্যই হইবেন, এবং যিনি দুঃখী, তিনি সুখীও নিশ্চয়, ইহা ধারণা করিয়া লইতে হইবে। অতএব ভগবান্‌কে "নিত্য সুখী" ইহা বলা যাইতে পারে না, কারণ নিত্য সুখী বলিলেই "নিত্য দুঃখী" ও তিনি, ইহা বলিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরকে সুখী বা দুঃখী কিছুই বলা যায় না, তাই তাঁহাকে সুখী বা দুঃখী না বলিয়া একমাত্র আনন্দরূপ, সুখস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, তাঁহার সুখ ও নাই, দুঃখও নাই, কিন্তু তিনি এ কমাত্র সুখস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ।

ঈশ্বরেতে সুখ নাই, অথচ তিনি সুখস্বরূপ, ইহা কি প্রকারে সম্ভবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক, নতুবা মনে বড়ই একটা সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুখ ও সুখী এই দুইটী ভিন্নার্থবোধক বাক্য। যেমন ধন ও ধনী,—ধন একটী দ্রব্য, যাহার ধন থাকে, তাহাকে ধনী বলে, কিন্তু ধনের কখনই ধন থাকে না,—রামের ধন আছে, সুতরাং রাম ধনী হইতে পারে, রামের ধন কখনও ধনী নয়, কারণ রামের ধনের ধন নাই, সে নিজেই ধনস্বরূপ তেমনি সুখও নিজেই সুখস্বরূপ, নিজে সুখী নয়, যাহার সুখ থাকে, তিনি সুখী, সুতরাং ঈশ্বরের সুখ নাই, অতএব তিনি সুখী নন। কিন্তু সুখস্বরূপ,—আনন্দস্বরূপ, সুতরাং তিনি নিজে সুখী নন, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আনন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে" ইত্যাদি। সাধকেরও তিনি সুখস্বরূপ কিনা এইটুকু জানা আবশ্যক, তাঁহার সুখ আছে কিনা, তাহা জানিয়া সাধকের দরকার নাই। আমি চাই সুখ, আনন্দ, সেইটুকু তাঁহাতে পাইলেই আমি চরিতার্থ, সুতরাং ঈশ্বরের সুখ দুঃখ দেখার আবশ্যক নাই।

ভাল, যদি ঈশ্বরের সুখ দুঃখ নাই থাকিল, তবে তাঁহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া, খাওয়াইয়া পরাইয়া আমার শান্তি, আমার সুখ হইবে কেন? এবং তাঁহার কোন দুঃখ বা দুঃখের কারণ (আমার বিবেচনায়) দেখিয়া, তাহার পরিহার বিষয়ে আমার চেষ্টা হইবে কেন? এই আপত্তি আমাদের মনে হইতে পারে, এবং বিচার স্থলে ইহা বড়ই দুর্মীমাংস্য বিষয়, কিন্তু ভালবাসার টানে যে তাহা হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। একটী দৃষ্টান্ত বুঝুন, কোন বালক অম্ল বস্তু মোটেই ভালবাসে না, অর্থাৎ অম্ল বস্তুতে তাহার সুখানুভব হয় না, আবার কোন বালক মিষ্ট বস্তু ভালবাসে না (আপনার পিত্তাধিক প্রকৃতি অনুসারে) অর্থাৎ মিষ্ট দ্রব্য তাহার সুখদায়ক হয় না, আবার কোন বালক গব্য জিনিষ খাইতে পারে না, অর্থাৎ গব্য বস্তু তাহার সুখকর হয় না (অনেক বালক গব্য জিনিস খাইতে পারে না, জানি না কেন পারে না, হয়ত উহা তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধে কাম করে, তাই দুঃখ বোধে উহা গ্রহণ করিতে পারে না)। কিন্তু মাতা তাহাঁর পুত্র অম্লাদি খাইয়া সুখানুভব করে না জানিয়াও, নিজে অম্ল দ্রব্য ভালবাসেন, অম্ল খাইয় সুখানুভব করেন বলিয়া, অম্ল খাইলে পুত্রের যে কষ্ট হয়, অথবা কষ্ট হউক আর না হউক, কিন্তু সুখানুভব কিছুই হয় না, একথা জানিয়াও, তাহা বিস্মৃত হইয়া পুত্রকে অম্ল দ্রব্য খাইতে অনুরোধ করেন, কেননা পুত্র তাঁহার বড়ই ভালবাসার জিনিষ, সুতরাং অম্লের দ্বারা পুত্রের সুখ দুঃখ হয় কিনা, তাহা ভাবেন না, নিজের সুখ হয়, তাই পুত্রকে না খাওয়াইয়া থাকিতে পারেন না, যেমন করিয়াই হউক পুত্রকে অম্ল দ্রব্য কিছু খাওয়াইতে হইবে। এই প্রকার মিষ্ট ও গব্য দ্রব্য সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। আবার অনেক বস্তু পুত্রের প্রকৃতি অনুসারে উপাদেয়, এবং সুখকর হইলেও, মায়ের যদি তাহাতে সুখ বোধ না থাকে, তবে মা তাহা পুত্রকে দিতে পারিবেন না, পুত্র ঘোর করিয়া তাহা খাইলেও মায়ের পরম দুঃখ, পরম অশান্তি উপস্থিত হইবে, মা যেন আর সহ্য করিতে পারেন না, তাহাঁর প্রাণের ভিতর যেন কি এক প্রকার অতুলনীয় যাতনা উপস্থিত হইবে; অতএব বুঝিতে হইবে, প্রকৃত ভালবাসা হইলে, আত্ম সুখকর বস্তুই তাহার সুখকর এবং আত্মদুঃখকর বস্তুই তাহার দুঃখকর বলিয়া মনে হয়। আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার কোন বস্তু সুখকর, কোন বস্তু দুঃখকর, তাহা আমি ভাবিতে পারি না, ভালবাসার পাত্রকে আমি যাহা অর্পণ করি, ইহার দ্বারা তাহার সুখ আছে কিনা, তাহাও মনে হয় না, তাহাকে দিতে পারিলেই আপনি সুখ পাই। দুঃখকর বস্তু সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরের সুখ দুঃখ আছে কিনা, তাহা ভাবিতে বা বিচার করিতে ভক্ত সাধকের অবকাস থাকে না। তাঁহার কোন উপহারের দ্বারা সুখ থাকুক, আর নাই থাকুক, সাধক তাহা বিচার না করিয়াই আপনার সুখকর বস্তু তাঁহাকে নিবেদন করে, ইহা অনুরাগের শক্তি, ভালবাসার ধর্ম্ম, সুতরাং ঈশ্বরের সুখ বা দুঃখ থাকুক আর নাই থাকুক ভক্ত যে ভালবাসার আকর্ষণে তাহার নিজের মত ব্যবহার করিবে, ইহা অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। অতঃপর কর্ম্মের লক্ষণ বিষয়ে চিন্তা করা যাইতেছে।

কর্ম্মের লক্ষণনির্ণয়।

কর্ম্ম শব্দে ক্রিয়া মাত্রকে বুঝায়, সুতরাং কর্ম্ম শব্দের যোগার্থ ধরিয়া লইলে, আহার, বিহার, গমন, শয়ন, যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, নিয়ম, জপ, হোম, পূজা, চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, পরপীড়া ইত্যাদি নিখিল ক্রিয়াই কর্ম্ম শব্দের অর্থ, কিন্তু ক্রিয়া মাত্রই কর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ হইলেও এই ক্রিয়াকেই দুই বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা,—বিহিত ক্রিয়া এবং অবিহিত ক্রিয়া। যে সমস্ত ক্রিয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখের নিদান, তাহার নাম বিহিত ক্রিয়া, আর যাহা ইহ লোকের ও

পর লোকের ক্লেশজনক, তাহাই অবিহিত বা নিষিদ্ধ ক্রিয়া, সুতরাং কর্ম্ম শব্দটী প্রত্যেক ক্রিয়া মাত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে। ইহাই কর্ম্মের লক্ষণ। এখন মুক্তি কাহাকে বলে, তাহা শ্রবণ করুন।—

মুক্তির লক্ষণনির্ণয়।

"মুচ্" ধাতুর পরে ভাবার্থে "ক্তি" প্রত্যয় করিয়া "মুক্তি" এই পদটী সাধিত হইয়াছে, সুতরাং "মুচ্" ধাতুর অর্থ মোচন, আর ভাবার্থ "ক্তি" প্রত্যয়ের দ্বারা কেবল মাত্র ঐ ক্রিয়াটীকেই বুঝাইয়াছে, অতএব "মুক্তি" শব্দে "মোচন" মাত্রই বুঝাইয়াছে। "মুক্তি" শব্দের বৈয়াকরণ অর্থের অনুসারে "মুক্তি" শব্দে মোচন ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না, এবং শাস্ত্রকারগণও "মুক্তি" শব্দের মোচনার্থ গ্রহণ করিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সুতরাং সকলকেই "মুক্তি" বলিতে "মোচন" এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। আরও একটী কথা এই,—"মুক্তি" শব্দটী অপাদান কারক পদ সাপেক্ষ, "মুক্তি" বলিলেই কোন পদার্থ হইতে মুক্তি, ইহা জানা আবশ্যক, যেমন "কারা-মুক্তি," "গৃহ-মুক্তি" বলিলে কারা হইতে মুক্তি ও গৃহ হইতে মুক্তি, ইহা বুঝায়, সুতরাং এস্থলে মুক্তি কথাটী অপাদান কারক-"কারা" ও "গৃহ" পদার্থের অপেক্ষা করিল, এখানে "কারা" ও "গৃহ পদ না থাকিয়া কেবলমাত্র "মুক্তি" শব্দের প্রয়োগ করিলে অপেক্ষিত ভাবে কেবল মোচনার্থেরই প্রতীতি হইত, কারা ও গৃহ শব্দ পূর্ব্বে থাকায় "কারা হইতে মোচন" ও "গৃহ হইতে মোচন," ইত্যাদি অর্থের সম্বোধ হইল, তেমনি "আত্মার মুক্তি" বলিলেও নিরপেক্ষরূপে অর্থের প্রতীতি হয় না, সুতরাং এখানে ও "মুক্তি" শব্দ অপাদান কারক সাপেক্ষ। "আত্মার মুক্তি" বলিলেই কোন পদার্থ হইতে "আত্মার মুক্তি" এই জিজ্ঞাসা হয়। সুতরাং এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতে হয় যে, "বন্ধনাৎ আত্মনোমুক্তিঃ" বন্ধন হইতে আত্মার মুক্তি। সুতরাং এখানে অপাদান কারক-বন্ধনপদ সাপেক্ষ মুক্তিপদ, ইহা বুঝিতে হইবে। সুতরাং আত্মার মুক্তি বুঝিতে হইলে আত্মার বন্ধন কথাটীর অর্থ কি, তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হয়, তবেই "আত্মার মুক্তি" বাক্যটীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অতি সুখ কর হয়। অতএব আত্মার বন্ধনাদির বিবরণ শুনুন।—

নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, সমস্ত বিশেষণবিরহিত সত্তামাত্র যে পদার্থ, প্রকাশস্বরূপ যে বস্তু, তাহার নাম "আত্মা", "পুরুষ" বা "ব্রহ্ম"। এই আত্মাকে কোন প্রকার বিশেষণের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট করা যায় না, অথবা আত্মা অপর কোন বস্তুর মত, এই প্রকার দৃষ্টান্তের অবতারণার দ্বারাও নির্ব্বাচিত হন না, সুতরাং যাহা গুণ, ক্রিয়াদি নিখিল ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্ব বিশেষণ বিরহিত এবং যাহা অনুপমেয়, তাহার স্বরূপতঃ নির্দ্দেশ হইতে পারে না—অসম্ভব, তাই শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন:—"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যোন চক্ষুষা। অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে"। (যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষৎ) "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্‌গচ্ছতি নো মনোন বিদ্মোন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ"। (সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ) ভাবার্থ:—"আত্মা জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির অবিষয়ীভূত পদার্থ, সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদি আত্মাকে নির্দ্দিষ্ট করিতে পারে না, যাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় এবং মন বুদ্ধির অগোচর বস্তু, তাহাকে কেমন করিয়া উপদেশ করিতে পারা যাইবে? যে পদার্থ ইন্দ্রিয় ও চিত্তাদির গ্রাহ্য, তাহাই উপদেশের যোগ্য, সুতরাং "আত্মা আছেন" এই অস্তিত্ব মাত্র প্রতিপাদনের দ্বারাই তাঁহাকে নিরূপণ করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশের কোন উপায় নাই"। কিন্তু আত্মার স্বরূপ নির্দ্দেশ অসম্ভব হইলে ও ইন্দ্রিয়াদি পদার্থের দ্বারায় তাঁহার স্বরূপ কতকটা বুঝিয়া লইতে পারি। তাই শ্রুতি আবার আদেশ করিয়াছেন,—"যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতং তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" × + + "যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি" + × × যৎ শ্রোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদং শ্রুতং" × + ×। সামবেদীয় তলবকারোপনিষৎ। "অমনা অকর্ত্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সত্" ইত্যাদি। ভাবার্থ,—যে পদার্থকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না, ইন্দ্রিয়াদি যাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, যাহা ইন্দ্রিয়াদির বিষয় (রূপরসাদি) হইতে অতিরিক্ত বস্তু এবং যাহার সত্তায় ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ প্রকাশ পায়, অন্ধ,-জড় ইন্দ্রিয়াদি পদার্থ স্ব স্ব বিষয়ে প্রকাশিত হইয়া স্বস্ব বিষয়কে প্রকাশ করে, সেই চৈতন্যস্বরূপ-প্রকাশস্বরূপ পদার্থই আত্মা শব্দের বাচ্য, যে পদার্থটী আমার অন্তঃকরণের সহিত সম্বদ্ধ থাকায়, আমার মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের প্রকাশক হইতেছে, আমি নয়ন নিমীলন করিয়া একটু স্থিরভাবে লক্ষ্য করিলে আমার অন্তরে অন্তরে যে প্রকাশ প্রকাশভাব পরিলক্ষিত হয়, সেই প্রকাশস্বরূপ পদার্থই "আত্মা", "পুরুষ" বা "ব্রহ্ম" বলিয়া বিজ্ঞাত হয়েন (১)। আর একটী পদার্থ আছে, তাহার নাম প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সাম্য অবস্থাকে প্রকৃতি বলা যায়। যে অবস্থায় গুণত্রয়ের বিকৃতি হয় নাই, তাদৃশ অবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। "সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যদর্শন)। এই প্রকৃতি অচেতনা, অথচ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্রী। এই প্রকৃতি হইতেই বুদ্ধিতত্ত্বের বিকাশ হয়, সুতরাং প্রকৃতির প্রথম পরিনামই বুদ্ধিতত্ত্ব। এই বুদ্ধিতত্ত্ব সত্ত্বগুণপ্রধান, সুতরাং প্রকাশস্বভাব এবং নিখিল কার্য্যের কর্ত্তা। এতাদৃশ বুদ্ধি আর পুরুষের যে সংযোগ, তাহারই নাম "আত্মার বন্ধন"। তাই শাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"ন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্যোগস্তদ্‌যোগাদৃতে" (সাংখ্যদর্শন) "দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগোহেয়হেতুঃ" (পাতঞ্জল দর্শন) ইহার ভাবার্থ,—বুদ্ধি ও পুরুষের সান্নিধ্য বশতঃ উভয়ের একটী বিম্ব প্রতিবিম্বভাব কল্পনা করা হয়। যেমন স্ফটিক স্বচ্ছ

(১) এই প্রবন্ধ আত্ম-স্বরূপ নির্ণায়ক প্রবন্ধ নহে, সুতরাং "আত্মা কিং স্বরূপ" তাহা আর অধিক বিস্তার না করিয়া মোটামোটি একটু আভাস দেওয়া গেলমাত্র। আত্মার স্বরূপ কি, আত্মা সমস্ত বিশেষণ বিরহিত, কর্ত্তৃত্বাদি পরিশূন্য বস্তু, অথচ তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে কেন, ইত্যাদি বিষয় দ্বিতীয় প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়, এস্থানে যুক্তি তর্কের অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র শ্রুতির আজ্ঞানুসারে আমরা আত্মা পদার্থটী স্বীকার করিয়া লইয়া বক্তব্য বিষয়ের চিন্তা করিতেছি।

পদার্থ, সুতরাং ইহার সন্নিকটে কোন একটী রক্তবর্ণ পদার্থ থাকিলে, ঐ রক্তবর্ণ বস্তুটী উহাতে প্রতিবিম্বিত হয়, তখন স্বচ্ছ স্ফটিককে "রক্ত স্ফটিক" বলিয়া ব্যবহার করা হয়, বাস্তবিক রক্তিমা স্ফটিকের গুণ নহে, উহা রক্ত বস্তুর গুণ, আবার রক্তবর্ণ বস্তুটীর যে তাদৃশ চাকচিক্য সহকারে প্রকাশ হওয়া, উহা ও রক্তবর্ণ বস্তুটীর গুণ নহে, উহা স্ফটিকের গুণ, অথচ তাদৃশ বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হওয়ায় "স্ফটিক রক্তবর্ণ" এতাদৃশ ব্যবহার হইয়া থাকে, তেমনি পুরুষ ও বুদ্ধি সম্বন্ধে ও বুঝিতে হইবে, বুদ্ধি, শব্দাদি নিখিল বিষয় গ্রহণ করিয়া শব্দাদি আকারে আকারিত হয়, তৎপর শব্দাদি আকারে আকারিতা বুদ্ধি প্রকাশস্বরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং তখন শব্দাদি আকারে আকারিত বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশ হয়। এবং পরস্পরের বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হওয়ায় বুদ্ধি পুরুষের যেন একটা একীভাব সম্পাদিত হয়। তখন পুরুষ বুদ্ধির সহিত অভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েন। যেমন "ঘট দেখিতেছি" এই স্থলে তিনটী পদার্থের সম্মিলন হইয়া এতাদৃশ জ্ঞান হইতেছে "ঘট" একটী পদার্থ, দ্বিতীয় দর্শনবিষয়ে "নিশ্চয়াত্মক বৃত্তি," তৃতীয় "ঘট ও নিশ্চয়াত্মক বৃত্তির প্রকাশ". (নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিটুকুই বুদ্ধির স্বরূপ, এবং উহা জড়, স্বয়ং অপ্রকাশ)। এখানে প্রথমতঃ বুদ্ধি, ঘটকে বিষয় করিয়া ঘটের আকারের সহিত আপন আকারের অভিন্নভাব অবলম্বন করিল, তখন বুদ্ধির বৃত্তি ঘটাকারে পরিণত হইয়া-ঘটাকারে অনুরঞ্জিত হইয়া পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইল, সেই সময়ে ঘটাকারে আকারিতা বুদ্ধি বৃত্তির প্রকাশ হইয়া, "ঘট দেখিতেছি," ইত্যাকার জ্ঞান হইল। এই প্রকারে নিখিল পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে, এবং এইরূপ সংযোগ বা বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাব হওয়ায় নিষ্ক্রিয়, সুখ দুঃখাদিরহিত পুরুষ, সুখ দুঃখাদি বৌদ্ধ গুণের দ্বারা সম্বদ্ধ হইয়া যেন সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন, এইরূপ প্রতীতি হয়, বাস্তবিক তাঁহার সুখদুঃখাদি নাই, সুখ দুঃখাদির ভোগও নাই। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" (শ্রুতি) তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং গুণকর্তৃত্বেঽপি তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ"। (সাংখ্যকারিকা) সুতরাং বুদ্ধি পুরুষের সংযোগই আত্মার বন্ধন, এবং এই বন্ধন হইতে মোচন হওয়াই "মুক্তি" ইহা বুঝিতে পারিলাম।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এতাদৃশভাবে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"তদ্যোগোঽবিবেকাৎ"** (সাংখ্যদর্শন) "তস্য হেতুরবিদ্যা" (পাতঞ্জলদর্শন) অর্থ,—একমাত্র অবিবেক বা অবিদ্যা বশতই বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হয়, সংযোগ বা পরস্পর বিম্ব প্রতিবিম্ব ভাবের প্রতি একমাত্র অবিবেকই মুখ্য কারণ। যেমন শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, এস্থলে শুক্তি আর রজতের স্বরূপতঃ বিবেক জ্ঞান না থাকাই কারণ। যদি "এই শুক্তিকা" "এই রজত" এতাদৃশ পার্থক্য বোধ থাকে, তবে কখনই শুক্তিতে রজত জ্ঞান হইতে পারে না, অথবা যেমন অগ্নি সম্পিণ্ডিত এক খণ্ড লৌহ হস্তে উত্তোলন করিয়া লোকে ব্যবহার করে, "এই অগ্নিপিণ্ডটা বড় ভারি" বস্তুতঃ অগ্নি কখনই ভারি নহে, ভারিত্বগুণ লোহের ধর্ম্ম, কিন্তু পরস্পরের দৃঢ়তর সংযোগ হওয়ায় পরস্পরের গুণ পরস্পরে আরোপিত হইয়াছে, বস্তুতঃ এইরূপ আরোপ ও অবিবেক মূলক, যতক্ষণ অগ্নি আর লোহের পার্থক্য বুদ্ধি না হইয়া লোকে বাক্য প্রয়োগ করে, তখনই "অগ্নি ভারি" বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু যখন লোহ পৃথক্ বস্তু, এবং অগ্নি পৃথক্ বস্তু, এতাদৃশ জ্ঞান হয়, তখন আর "অগ্নি ভারি" একথা কেহই প্রয়োগ করে না। তেমনি বুদ্ধিপুরুষের সংযোগ সম্বন্ধে ও বুঝিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও পুরুষের বিবেক জ্ঞান না হয়, "এই বুদ্ধি—এতাদৃশ গুণবতী বুদ্ধি এবং এই পুরুষ-এবংস্বরূপ পুরুষ" ইত্যাকার জ্ঞান না হয়, তাবৎ বুদ্ধির গুণ পুরুষে, পুরুষের গুণ বুদ্ধিতে আরোপিত হইয়া পুরুষ সম্বদ্ধ হয়েন। যদি একবার উভয়ের বিবেক হয়, তবে কেহই কাহার গুণের দ্বারা সম্বদ্ধ হয়েন না, সুতরাং পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হয়েন, বুদ্ধিও আপন সত্তায় সংস্থিত হয়, ইহাই পুরুষের মুক্তি, সুতরাং অবিবেক জনিত বুদ্ধি পুরুষের সংযোগরূপ বন্ধন ছিন্ন হইলেই পুরুষ মুক্ত হন, ইহাই বন্ধন হইতে পুরুষের মুক্তি। শাস্ত্রে মুক্তি শব্দার্থ আরও অনেক গুলি শব্দ দ্বারায় বুঝাইয়াছেন, যথা "কৈবল্য" "স্বরূপপ্রতিষ্ঠা" ইত্যাদি।

এখন আমরা মুক্তি মীমাংসার উপকরণগুলি সংগ্রহ করিয়াছি, এখন একবার দেখিব, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ কি? ভক্তিই মুক্তির কারণ? তাহা বলিতে পারিনা। কারণ ভজনীয়, ভজন কর্ত্তা এবং ভজনীয়-বিষয়ক মানসিক চিন্তা ধ্যানাদি এই পদার্থ সমষ্টি না থাকিলে ভক্তি হইতে পারে না,—ইহার কোনটীর অভাব হইলে প্রকৃত ভক্তি আসিতে পারে না, অথচ ঈদৃশ মানসিক ব্যাপার ও বুদ্ধি পুরুষের সংযোগমূলক। বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ হইলে পুরুষ সমস্ত বিষয়ের উপভোগ করেন, (ইহা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে) সুতরাং যতক্ষণ ভজনীয়, ভজনকর্ত্তা, ভালবাসা ইত্যাদির উপলব্ধি হইবে, ততক্ষণ বুদ্ধি, পুরুষের সংযোগ ও থাকিবে, অবিবেকও থাকিবে, পুরুষ বুদ্ধি বৃত্তির দ্বারা অনুরঞ্জিত ও হইবেন, অতএব সে অবস্থায় প্রকৃত মুক্তি হইতে পারে না। যদি বল, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ থাকিবে না। অথচ ভক্তি হইবে, তাহাও অলীক কথা, কারণ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ বিনাশের নিমিত্তই সমস্ত যত্ন, সমস্ত প্রক্রিয়া, তাহাই যদি না থাকিল, তবে আর ভক্তির আবশ্যক কি? দ্বিতীয় কথা, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ-মূলকই এই নিখিল বিষয়ের উপলব্ধি, যদি তাহাই না থাকে, তবে কে ভালবাসিবে? তখনত পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হন, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধি সত্তামাত্রে অবস্থিত। সুতরাং যতক্ষণ ভক্তি থাকিবে, ততকাল বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ রূপ বন্ধন অনিবার্য্য, থাকিবেই থাকিবে, আর যখন বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ থাকিবে না, তখন ভক্তি ও হইতে পারে না। কারণ ভক্তি বা ভালবাসা মনের ক্রিয়া, মনের ধর্ম্ম, কিন্তু তাদৃশ অসংযুক্ত অবস্থায় মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদির স্বরূপতঃও উপলব্ধি থাকে না। সুতরাং ভক্তি কেমন করিয়া হইবে?।

আরও একটী কথা এই—অহৈতুক বা নিষ্কাম ভক্তির (১)

(১) শাস্ত্র যে স্থানে ভক্তিকে মুক্তির কারণ বলিয়াছেন, সেখানে ভক্তি বলিতে "অহৈতুক বা নিষ্কাম ভক্তি" বুঝিতে হইবে। আমরাও তাদৃশ ভক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই বিচার করিব।

চরম অবস্থায় ভজনীয় আর ভজন কর্ত্তার ঐকাত্ম্য সম্পাদিত হয়, সুতরাং আপনা হইতেই তখন সমাধির অবস্থা আসিয়া পড়ে, ক্রমে গাঢ়তর সমাধি অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়, তখন ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির রজঃ ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া যায়, সত্ত্বগুণ অতিপ্রবল ভাবে আবির্ভূত হইয়া উঠে এবং যতই সত্ত্বগুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই রজঃ ও তম ক্ষীণতর হইয়া পড়ে, ক্রমে ঐ অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে রজস্তম একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধিই থাকে না। (ক) তখন সত্ত্বগুণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, সেই সময়ে বুদ্ধি ও পুরুষের "বিবেক জ্ঞান" হয়, পুরুষ আর বুদ্ধি যে পৃথক্, স্বতন্ত্র, তাহারই উপলব্ধি হয়, সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ শ্লথ হইয়া পড়ে, এই অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায়, যে সত্ত্বগুণ বুদ্ধি পুরুষের তাদৃশ বিবেক বুদ্ধি জন্মাইয়া ছিল, সেই সত্ত্বগুণ ও এক কালে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন আর গুণবন্ধন থাকে না, পুরুষ স্বরূপে অবস্থিত হন, পুরুষ কেবল মাত্রই সেই অবস্থায় থাকেন, এই নিমিত্ত মুক্তিকে "কৈবল্য" বলে, এবং ইহাই প্রকৃত মুক্তি শব্দের অর্থ। এখন ভাবিয়া দেখুন, সাধক যখন নিষ্কাম ভক্তির শীর্ষস্থানে আরূঢ় হইবেন, তখন ভালবাসার স্বাভাবিক শক্তি অনুসারে সাধক উপাস্যের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হইবেন, এই প্রকারে উপাস্যে যতই একাগ্রতা হইবে, ততই চিত্তের অন্য বিষয়া বৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে, তখন একমাত্র ধ্যেয় বিষয়েরই মাত্র জ্ঞান হইতে থাকিবে, ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মাখাইয়া নিজের স্বরূপোপলব্ধি হইবে, এই অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে আর ধ্যেয় বস্তুটী থাকিবেই না, তখন বুদ্ধি পুরুষের "বিবেক জ্ঞান" হইবে। সুতরাং আর ভক্তি, ভজনীয় এবং ভজনকর্ত্তা বা উপাসনা, উপাস্য এবং উপাসক থাকিবে না। কারণ তখন একমাত্র আত্মাই স্বরূপে প্রকাশিত হইবেন। ইহার কারণ এই যে, উপাস্য উপাসক ভাব বুদ্ধি পুরুষের অবিবেকমূলক, সেই অবিবেক বিনষ্ট হইয়া গেলে তৎসঙ্গে উপাস্য উপাসক ভাবাদিও আপনিই বিদূরিত হইয়া যায়, উপাদান কারণ বিনষ্ট হইলে, তাহার সহিত উপাদেয়-কার্য্য স্বয়ংই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। এখন বুঝিতে পারিলাম যে, সাধক ভক্তির চরম সীমায় উপনীত হইলে তখন বিবেক জ্ঞানের বিকাস হইবেই হইবে এবং ভক্তি কালীন চিত্তের যে অবস্থা হইতেছিল, তাহা আর থাকিবে না, সুতরাং পরা ভক্তি একমাত্র "বিবেক জ্ঞানের" ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ, কিন্তু মুক্তির, অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ নাশের সাক্ষাৎ কারণ নহে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ" (পাতঞ্জল দর্শন)

এখন একটী জিজ্ঞাস্য বিষয় এই যে, যদি ভক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ না হয়, তবে "ভক্তিঃ প্রসিদ্ধা" ইত্যাদি পূর্ব্ব কথিত শাস্ত্রের দ্বারায় ভক্তিকে মুক্তির কারণরূপে শাস্ত্রে নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য কি? ইহার কারণ এই যে, ভক্তি যদিও সাক্ষাৎ রূপে মুক্তির কারণ নহে, তথাপি বিবেক জ্ঞানের সাক্ষাৎ রূপে সহায়ক এবং উদ্দীপক বলিয়া ভক্তিকেও মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "মুক্তি সাধনের কারণ ভক্তি" এই কথা বলিতে বিবেক জ্ঞান মুক্তির কারণ, বিবেক জ্ঞানের কারণ ভক্তি, এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ভক্তিকে মুক্তির উপযোগিনী বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই হেতু, যে অধ্যাত্ম রামায়ণে ভক্তিকে মুক্তির কারণ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই অধ্যাত্ম রামায়ণেই আবার স্থানান্তরে ভক্তিকে জ্ঞানেরই কারণ বলিয়াছেন; যথা,—

বিষ্ণোর্হি ভক্তিঃ সুবিশোধনং ধিয়ঃ।
ততোভবেৎ জ্ঞানমতীব নির্মলং।
বিশুদ্ধতত্ত্বানুভবোভবেত্ততঃ
সম্যক্ বিদিত্বা পরমং পদং ব্রজেৎ॥
(অধ্যাত্ম রামায়ণ)

এই প্রকার অন্যান্য শাস্ত্রেও এই কথাই বিশেষ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন,—"ভক্তির্জ্ঞানং তথা মুক্তিরিতি সাধারণঃ ক্রমঃ"। (বোধসার-ভক্তিযোগ প্রকরণ) সুতরাং আমরা শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, ভক্তি জ্ঞানেরই কারণ, কিন্তু মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, এই প্রকার মীমাংসার দ্বারা শাস্ত্রীয় বিরোধেরও পরিহার হইল। অতঃপর কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা যাইতেছে।

কর্ম্মের লক্ষণ এবং বিভাগ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু গমন, আহার, শয়ন ইত্যাদি কর্ম্মের দ্বারা বুদ্ধি পুরুষের

(ক) সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটী গুণ ভবাভিভবস্বভাব, পরস্পর পরস্পরকে অভিভূত করিয়া-জব্দ করিয়া আপন আধিপত্য বিস্তার করে। রজোগুণ প্রাদুর্ভূত হইলে, সত্ত্ব ও তম অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার তমঃ প্রাদুর্ভূত হইলে রজঃ ও সত্ত্ব অভিভূত হইয়া পড়ে, আবার যখন সত্ত্ব অতি প্রবল ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তখন রজস্তমোগুণ একেবারে অভিভূত হইয়া থাকে। গুণত্রয়ের এই প্রকার স্বাভাবিক ভবাভিভব ক্রিয়া সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, এবং বাহ্য ব্যাপারের দ্বারা ও ইহাদের এরূপ ক্রিয়া লক্ষ্য করিতে পারা যায়। যেমন ক্রোধ একটী রজোগুণের বৃত্তি, ইহা যখন আত্মাতে বিজৃম্ভিত হয়, তখন মোহ বা বিবেকাদি তম বা সত্ত্বগুণের বৃত্তি পরিস্ফুরিত হইতে পারে না; অর্থাৎ তখন রজোগুণের দ্বারা তমঃ ও সত্ত্ব অভিভূত হইয়া থাকে, আবার যখন মূর্চ্ছা হয়, তখন রজ ও সত্ত্ব অভিভূত থাকে, উহাদের ক্রিয়া হইতে পারে না, আবার যখন বিবেক বৈরাগ্যাদি সত্ত্বগুণের ক্রিয়া হইতে থাকে, তখন রজস্তমোগুণের ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়। একটীর উত্তেজনার মাত্রানুসারে অপরটী তাদৃশভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যখন রজোগুণ মৃদু মাত্রায় প্রবল হয়, তখন তমঃ এবং সত্ত্ব মৃদু মাত্রায় ক্ষীণ হয়, আবার রজ যখন মধ্য মাত্রায় প্রবল হইয়া উঠে, তখন তমঃ ও সত্ত্ব মধ্য মাত্রায় অভিভূত হইয়া থাকে, যখন রজ অতি তীব্র মাত্রায় বিকাসিত হইয়া উঠে, তখন তমঃ এবং সত্ত্ব তীব্র মাত্রায় অভিভূত হয়। ইহার অবান্তর আরও অনেক প্রকার মাত্রার বিভাগ করিয়া লইতে পারা যায়, বস্তুতঃ একটী গুণ অতি প্রবল ভাবে উত্তেজিত না হইলে, অপরটী একেবারে অভিভূত হয় না, থাকিয়া থাকিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই প্রকার অপর দুই গুণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এখন গুণের স্বরূপ শুনুন।—সত্ত্বগুণ প্রকাশ স্বরূপ, অভ্যন্তরে সত্ত্বগুণের উদয় হইলেই আন্তর পদার্থ রাশিকে প্রকাশ করে এবং চৈতন্যের আবরক তমোগুণকে অভিভূত করিয়া আত্মার স্বরূপাভিব্যক্তি করে; সুতরাং উহা সুখস্বরূপ, আর রজোগুণ চঞ্চল, ক্রিয়াত্মক, তমোগুণ গুরু ও আবরণাত্মক। ইহাদের কার্য্যের দ্বারাই বিশেষ অবস্থা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। সত্ত্বগুণের কার্য্য বিবেক, বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য ইত্যাদি, রজোগুণের কার্য্য তৃষ্ণা, বিষয়ে আসক্তি, ক্রোধ ইত্যাদি, তমোগুণের কার্য্য প্রমাদ, আলস্য, নিদ্রা, মুগ্ধতা ইত্যাদি। ইহাই ত্রিগুণের সংক্ষিপ্ত ক্রিয়া প্রণালী ও স্বরূপের বর্ণনা।

সংযোগ বিনাশ রূপ মুক্তি কখনই হইতে পারে না, কারণ ঐ সমস্ত ক্রিয়া কেবল মাত্র বাহিরেই হয়, উহাতে অভ্যন্তরের (মন বুদ্ধি প্রভৃতির) কোনই পরিবর্ত্তন হয় না, সুতরাং উহার দ্বারা সত্ত্বগুণের উদ্দীপনা হইয়া বুদ্ধি পুরুষের বিবেক জ্ঞান হওয়া সম্ভব নহে, ইহা সকলেরই অনুভবনীয় বিষয়, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ সকাম এবং নিষ্কাম বৈদিক কর্ম্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা আবশ্যক, তন্মধ্যে সকাম বৈদিক যাগ যজ্ঞাদির দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না, কেননা কামনাপূর্ব্বক যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে সংস্কারগ্রন্থি উপচিত হইতে থাকে, বিশেষতঃ কামনা রজোগুণের বৃত্তি, সুতরাং প্রবলভাবে রজোগুণের বিকাস হইলে, কখনই সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে না, এবং সত্ত্বগুণের কার্য্য-বিবেক জ্ঞানেরও বিজৃম্ভণ হইতে পারে না, অতএব সকাম কর্ম্মের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মুক্তি ফল সম্ভাবিত হইতে পারে না, তবে অবশ্যই সকাম কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গ ভোগাদি বিবিধ সুখকর ফল সাধিত হইতে পারে, তদ্ব্যতীত মুক্তি বা চিত্তের শুদ্ধ্যাদি কিছুই হইতে পারে না, বরং রজোগুণোদ্ভব কামাদির দ্বারা চিত্ত অধিকতর কলুষিত হইয়া পড়ে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ
স কামভির্জায়তে তত্র তত্র।
পর্য্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্ব্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥
(যজুর্ব্বেদীয় মুণ্ডকোপনিষৎ)

ভাবার্থ,—"যিনি যাদৃশ বিষয়ের উপভোগের নিমিত্ত কামনাবান্ হইয়া তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি সেই সেই বিষয় উপভোগের জন্য তত্তত্ স্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়া উহা ভোগ করিয়া থাকেন, আর যিনি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া বিষয়ের উপরে বীততৃষ্ণ হন, তাঁহার ইহ জন্মেই সমস্ত কামনা বিলুপ্ত হইয়া যায়, আর বিষয়ের ভোগের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না।" এখন বুঝিতে পারিলাম যে, সকাম কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা মুক্তি হইতে পারে কিনা, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম কি, ইহা জানা আবশ্যক। ঈশ্বরার্থে ঈশ্বরের প্রেরণাবশতঃ নিখিল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করার নাম "নিষ্কাম কর্ম্ম" কিন্তু এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে "ঈশ্বর আমার প্রতি পরিতুষ্ট হউন" এরূপ কামনা ও থাকিবে না, সমস্ত কর্তৃত্ব, সমস্ত কার্য্য এক মাত্র ঈশ্বরেতে সমর্পণ করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, যেমন যন্ত্র (মেশিন) কার্য্য করে,—অন্যের শক্তির প্রেরণায় নিস্তব্ধ থাকিতে পারে না, তাই কার্য্য করে, বস্তুতঃ কার্য্যের ফল বিষয়ে যন্ত্রের কিছুমাত্র ইচ্ছা থাকে না, তেমনি এই দেহ ঈশ্বরের প্রেরণায় কার্য্য করিবার যন্ত্রস্বরূপে ধারণা করিয়া অখিল কার্য্যের অনুষ্ঠান করার নাম নিষ্কাম কর্ম্ম। (ইহাই নিষ্কাম কর্ম্মের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) তাই গীতায় বলিয়াছেন,— "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়ঃ"। ***। এক্ষণ নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝিতে পারিলাম। এই নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা ও পূর্ব্বোক্ত মুক্তি হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে আত্ম-অভিমান বিনষ্ট হইয়া যায়, যতই আত্মার অভিমান নষ্ট হয়, সেই সঙ্গে সংস্কার গ্রন্থি ও শিথিল হইয়া পড়ে, কারণ একমাত্র আমিত্বের উপরেই সংস্কার গ্রন্থি অবস্থিত এবং একমাত্র কামনার নিবৃত্তি হইলেই কামনামূলক ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, তৃষ্ণা ও মুগ্ধতা প্রভৃতি রজস্তমোবৃত্তির কার্য্যগুলি অভিভূত হইয়া আসে, এবং ক্রমে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে, অর্থাৎ চিত্তের বা বুদ্ধির রজস্তমোংহংশ বিদূরিত হইলে তখন বিবেক জ্ঞান প্রস্ফুরিত হয় এবং ক্রমে পূর্ব্ব কথিত মুক্তি ফল সাধিত হয়। রজস্তমঃ অভিভূত হইলেই যে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইবে, এবং সত্ত্বগুণের স্বাভাবিক শক্তি বশতঃ বুদ্ধি পুরুষের বিবেক হইবে, একথা পূর্ব্বেই বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না, কারণ চিত্তের পূর্ণমাত্রায় বিশুদ্ধি হইলে বুদ্ধি পুরুষের বিবেক হয়, অতএব তখন জ্ঞানেরই প্রবলাবস্থা থাকে, এই নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মের আর অনুষ্ঠানের অবসর থাকে না। তাই গীতায় বলিয়াছেন,—

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥

যোগিগণ আত্মশুদ্ধি নিমিত্ত শরীর, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব বুঝিতে পারিলাম, কর্ম্ম একমাত্র চিত্ত শুদ্ধিরই সাক্ষাৎ কারণ এবং মুক্তির পরম্পরা সম্বন্ধে কারণ। সুতরাং শ্রুতি এবং অন্যান্য যে স্থানে কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিফল প্রতিপাদিত হইয়াছে, সে স্থানেও পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্ম মুক্তির কারণ, ইহাই বুঝিতে হইবে, অথবা তাদৃশ শ্রুতি এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় বাক্যের অর্থান্তরেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে, কেননা শ্রুতি নিজেই "কর্ম্ম মুক্তির কারণ নহে" ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেংনায়" ইত্যাদি। অন্যচ্চ"—

অনেকভবসম্ভূতকর্ম্ম-পঙ্কাঙ্কিতোবুধৈঃ।
আত্মা সদ্বাসনা-তোয়ৈঃ প্রক্ষাল্যোনিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ॥
(মার্কণ্ডেয় পুরাণ)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ভক্তি এবং কর্ম্ম যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ না হয়, তবে মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, একমাত্র "বিবেক জ্ঞান" বা "অভেদ জ্ঞান"ই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মুক্তির কারণ, ইহাই শাস্ত্রাকর শ্রুতি এবং সমস্ত শাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন। যথা,—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেংনায়" "তরতি শোকমাত্মবিৎ"

নির্ব্বাণং নাম পরমং সুখং যেন পুনর্জ্জনঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে তজ্জ্ঞানাদেব লভ্যতে॥
(যোগবাশিষ্ঠরামায়ণ)

তপোবিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরং।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়াংমৃতমশ্নুতে॥
(মনুসংহিতা)

"তপসা স্বর্গগমনং ভোগোদানেন জায়তে।
জ্ঞানেন মোক্ষোবিজ্ঞেয়স্তীর্থস্নানাদঘক্ষয়ঃ॥"
(মহাভারত)

"তপস্তীর্থং জপোদানং পবিত্রাণীতরাণি চ।
নালং কুর্ব্বন্তি তাং শুদ্ধিং যা জ্ঞানকলয়া কৃতা॥"
(ভাগবত)

"চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ॥"
(বিবেকচূড়ামণি)

এই উদ্ধৃত সমস্ত বচনেরই অর্থ সরল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তিলাভের একমাত্র জ্ঞান ব্যতীত আর উপায় নাই, জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্মাদির দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না, অবশ্যই কর্ম্মাদি অন্তঃকরণের শুদ্ধি সম্পাদন করতঃ পরম্পরা সম্বন্ধে মুক্তির কারণ হইতে পারে।

এ সম্বন্ধে দার্শনিকগণ কি বলিতেছেন, তাহাও শুনুন।— "জ্ঞানান্মুক্তিঃ" নিয়তকারণাৎ তদুচ্ছিত্তির্ধ্বান্তবৎ" (সাংখ্য-দর্শন) "বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" (পাতঞ্জলদর্শন, ভাবার্থ,—অন্ধকার যেমন একমাত্র আলোকের দ্বারাই বিনষ্ট হয়, আলোক ব্যতীত শত প্রক্রিয়ার দ্বারাও অন্ধকারের বিনাশ হয় না, তেমনি অবিবেক বিবেক জ্ঞানের দ্বারাই বিদূরিত হয়, সুতরাং বিবেক জ্ঞানই মুক্তির মুখ্য উপায়। বিবেক জ্ঞানের বিকাস হইলে আপনিই অবিবেক বিনষ্ট হয়, আবার অবিবেক নষ্ট হইলেই অবিবেক জনিত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগও নষ্ট হইয়া যায়, তখন আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হন। ইহাই আত্মার মুক্তি। অবিবেক বিনষ্ট হইলে বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ বিনাশের নিমিত্ত আর যত্নান্তর করিতে হয় না, যেমন জলের তাপাংশটুকু তুলিয়া নিলেই জল আপনি বরফ আকারে পরিণত হয়। জলের তাপাংশ বিমোক্ষণ, আর বরফরূপে পরিণাম, এই দুইটী কার্য্যের নিমিত্ত পৃথক্ যত্ন করিতে হয় না; জল যে জন্য জলাকারে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেই তাপের বিমোক্ষণ করার প্রযত্নেই জল আপনি বরফরূপে পর্য্যবসিত হয়, তদ্রূপ বুদ্ধি পুরুষের সংযোগের কারণ—অবিবেক নষ্ট হইলে আপনিই সংযোগ নষ্ট হইয়া যায়, আর যত্নান্তরের অপেক্ষা করে না। অবিবেক আর বিবেক জ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং একের বিকাস হইলেই অপরের অভিভব হয়, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম, যেমন উষ্ণতা আর শীতলতা বিরুদ্ধ পদার্থ, সুতরাং উষ্ণতার মাত্রানুসারে শীতলতার তিরোভাব অনিবার্য্য, আবার শীতলতার মাত্রানুসারে উষ্ণতারও তিরোভাব হইবেই হইবে, তেমনি বিবেক ও অবিবেক সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। বিবেক জ্ঞানের দ্বারা অবিবেকের বিনাশ হইয়া কি প্রণালীতে সংযোগের বিনাশ হয়, তাহা ভক্তি প্রকরণেই দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে, এখানে আরও একটু বিশদ করিয়া বলা যাইতেছে,—প্রথমতঃ নিষ্কাম ভক্তি, নিষ্কাম কর্ম্ম অথবা আত্মসমাধি প্রভৃতির দ্বারা চিত্তের রজস্তম মল কাটিয়া গেলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, তখন সত্ত্বগুণের তীব্র উদ্ভূতি হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সত্ত্বগুণের স্বাভাবিক শক্তি বলে (সত্ত্বগুণের বর্ণনা দেখুন) বুদ্ধি পুরুষের বিবেক জ্ঞানের পরিস্ফুরণ হইতে থাকে এবং বিবেক উদয়ের মাত্রানুসারে অবিবেক ক্ষীণ হইয়া যায়। এইরূপে ক্রমে অবিবেক একেবারেই নষ্ট হইয়া কেবল মাত্র বিবেক জ্ঞানেরই বিকাস অবস্থা হয় এবং এই অবস্থারই খুব গাঢ়তা হইলে, তখন বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ নষ্ট হইয়া যায় এবং বুদ্ধির সত্ত্বগুণ ও একেবারেই অভিভূত হইয়া পড়ে, সুতরাং গুণত্রয় অভিভূত হইয়া পড়িলে গুণত্রয়ের সমষ্টি স্বরূপ বুদ্ধির ও আর অস্তিত্ব থাকে না। কারণ যেমন দুজন মল্লযোদ্ধা (কুস্তিওয়ালা) পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করার নিমিত্ত তীব্র যত্ন করিয়া একজন অপর ব্যক্তিকে পরাভূত করে, কিন্তু পরাভূত করিয়া নিজে ও পরাভূত হইয়া পড়ে, তেমনি সত্ত্বগুণ রজস্তমকে অভিভূত করিয়া শেষে আপনি ও এককালে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, অস্তিত্ব হারা হইয়া যায়, তখন একমাত্র পুরুষই আপন স্বরূপে প্রকাশ পাইতে থাকেন, ইহাই পুরুষের মুক্তি, ইহাই বিবেক জ্ঞানের ফল। এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, কেবল মাত্র জ্ঞানই মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ এবং কর্ম্ম ও ভক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধির দ্বারা পরম্পরায় মুক্তির কারণ। এবং ভক্তি বা কর্ম্ম-নিরপেক্ষে যদি কাহারও ভাগ্য বশতঃ জ্ঞানের দীপ্তি হয়, তবে তিনি তদ্দ্বারাই মুক্তি পদ লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে ভক্তি বা কর্ম্মের কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না, কিন্তু ভক্তি বা কর্ম্ম যতই শীর্ষ স্থানে আরূঢ় হউক না কেন, চরমে জ্ঞান ব্যতীত কখনই মুক্তির সাধক হইতে পারে না। এখন আমরা নিশ্চয়ভাবে বুঝিতে পারিলাম যে, এক মাত্র বিবেক জ্ঞানই মুক্তির উপায়। ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্তিত বিষয়।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমরা পূর্ব্বে জ্ঞান বলিতে "বিবেক জ্ঞান" ও "অভেদ জ্ঞান" এই উভয় বুঝিতে হইবে, ইহা বলিয়াছি, কিন্তু এই প্রস্তাবে "বিবেক জ্ঞান" কেমন করিয়া মুক্তির উপায়, তাহাই প্রদর্শিত হইল, "অভেদ জ্ঞান" কেমন করিয়া মুক্তির সাধক, তাহা দ্বিতীয় প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিব। (ক)

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

প্রশ্ন।

যদি কোন ব্যক্তি নৌকাতে যে স্থানে কোনরূপে জবনাদির সাক্ষাৎ স্পর্শ না হয়, এরূপ স্থানে বিশুদ্ধভাবে পক্বান্ন ভোজন করতঃ কোন রূপে অভক্ষ্য ভক্ষণ না করিয়া সমুদ্রপথে রাজসমীপে সাধারণের উপকারজনক প্রস্তাবনার উদ্দেশে ম্লেচ্ছদেশে গমন করে, তবে তাহার কোন পাপ হইতে পারে কি না? যদি পাপ হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কি? এবং যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিলে সমাজে ব্যবহার্য্য হইতে পারে কি না?

(ক) পূর্ব্ব ৮৭ পৃষ্ঠায় ৩৩ পংক্তিতে মুদ্রাঙ্কণের ভ্রম বশতঃ "আধার বা আশ্রয়" এই কথার স্থানে "আধেয়" কথা বসান হইয়াছে, অতএব ঐ স্থানে "আধার" বা "আশ্রয়" শব্দ পাঠ করিবেন।

অস্যোত্তরম্।

সমুদ্রযানেন ম্লেচ্ছদেশং গত্বা তত্রানতিচিরকালমুষিত্বা চ স্বদেশমাগতেনার্য্যধর্ম্মাবলম্বিনা গৌড়দেশবাসিনা জ্ঞানতো যাতায়াতকৃতদ্বিরভ্যস্তসমুদ্রগমন-সার্দ্ধমাসান্যূনকালীন-প্রাত্যহিকদ্বির্ভোজননিষ্পাদিতনবতিবারান্যূনম্লেচ্ছাধিষ্ঠিতনৌকাধিকরণকম্লেচ্ছজবনাদিপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নভোজন-ম্লেচ্ছদেশানতিচিরকালাবস্থান-তাবৎ-

শ্রীশিবোজয়তি।
শ্রীকৃষ্ণনাথ শর্ম্মণাং।
ন্যায়পঞ্চাননোপাধিকানাং।
পূর্ব্বস্থলীনিবাসিনাং

—

শ্রীশ্রীতারাশরণং।
শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রিণাং
খাটরা নিবাসিনাং।

—

সার্ব্বভৌমোপাধিক
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাং।
বিল্লপুষ্করিণীনিবাসিনাং

—

শ্রীশিবোজয়তি।
বিদ্যারত্নোপাধিকানাং।
শ্রীযদুনাথ শর্ম্মণাং।

—

কালম্লেচ্ছসঙ্কীর্ণগৃহাধিবাস-জনিতোপপাতকক্ষয়ায় যথাশক্তিদক্ষিণকং সার্দ্ধসপ্তবিংশত্যধিকচতুঃশতপ্রাজাপত্যরূপং, তদশক্তাবষ্টাবিংশত্যধিকচতুঃশতধেনুদানরূপং, তত্রাশক্তৌ যথোচিতসার্দ্ধসপ্তবিংশত্যধিকচতুঃশতধেনুমূল্যদানরূপং, তত্রাপ্যশক্তৌ সার্দ্ধদ্ব্যশীতিকার্ষাপণ্যধিকদ্বাদশশতকার্ষাপণীদানরূপং প্রায়শ্চিত্তং করণীয়ম্। পরন্ত কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপি তস্য ব্যবহার্য্যতা নাস্তীতি বিদুষাম্পরামর্শঃ।

বিদ্যাবাগীশোপাধিক
শ্রীগঙ্গামোহনশর্ম্মণাং।

—

বাচস্পত্যুপাধিক
শ্রীশিবনাথ শর্ম্মণাং।

—

শ্রীশিবোজয়তি।
অগ্রদ্বীপনিবাসিনাং।
স্মৃতিকণ্ঠোপাধিকানাং
শ্রীনীলকণ্ঠ শর্ম্মণাং।

—

ন্যায়ভূষণোপাধিক
শ্রীশ্রীনাথ দেবশর্ম্মণাং।

—

শ্রীমধুসূদন তর্কপঞ্চাননানাং।
বহির্গাছিনিবাসিনাং।

—

বিদ্যারত্নোপাধিক।
শ্রীপ্রসন্নকুমার শর্ম্মণাং।

—

অত্র প্রমাণমনন্তরোক্তসন্দর্ভাদবগন্তব্যম্।

মিতাক্ষরাপরাশরভাষ্যয়োর্বৌধায়নঃ। "সমুদ্রযানং ব্রাহ্মণন্যাসাপহরণং সর্ব্বাপর্ণ্যৈর্ব্ব্যবহরণং ভূম্যনৃতং শূদ্রসেবা, যশ্চ শূদ্রায়ামভিজায়তে তদপত্যঞ্চ ভবতি তেষান্তু নির্দ্দেশঃ। চতুর্থকালমিতভোজনাঃ স্যুরপোঽভ্যুপেযুঃ সবনানুকল্পং স্থানাসনাভ্যাং বিহরন্ত এতে ত্রিভির্ব্বর্ষৈস্তদপঘ্নন্তি পাপ"মিতি। শূলপাণিনা তু "অথ পতনীয়ানি সমুদ্রযানং ব্রাহ্মণন্যাসাপহরণ"মিত্যাদি সমগ্রবৌধায়নবচনমুপন্যস্যতা সমুদ্রযানস্য পাতিত্যজনকত্বং দর্শিতম্। "চতুর্থকালমিতভোজনাঃ স্যু"রিত্যাদ্যুত্তরপ্রতীকোক্তব্রতস্য চ াতুর্ব্বার্ষিকপ্রাজাপত্যতুল্যত্বমভিহিতঞ্চ॥ তচ্চ সকৃদ্বিষয়ম্। যত্তু পরাশরভাষ্যকৃতা শূদ্রসেবাপ্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে এতদ্বচনমুদ্ধৃত্য তদ্বহুকালাভ্যাসবিষয়মিত্যভিহিতম্, তদপি শূদ্রসেবাপ্রকরণীয়ত্বেন তদ্বিষয়মেব। তত্রৈব লঘুপ্রায়শ্চিত্তান্তরশ্রবণাৎ। ন সমুদ্রযানাদৌ। অতএব শূলপাণিনাপি শূদ্রসেবাপ্রকরণে এতদ্বচনমভিধায় এতচ্চিরতরকালাভ্যস্তশূদ্রসেবাবিষয়মিতি স্পষ্টমভিহিতম্। সমুদ্রযানে লঘুপ্রায়শ্চিত্তান্তরানভিধানাৎ সকৃদ্বিষয়ত্বমেব ন্যায্যম্। এবঞ্চ চাতুর্ব্বার্ষিকপ্রাজাপত্যস্য বিংশত্যধিকশতসঙ্খ্যাত্বাৎ দ্বিরভ্যস্তসমুদ্রযানে চত্বারিংশদধিকদ্বিশতসঙ্খ্যকপ্রাজাপত্যরূপং প্রায়শ্চিত্তং সিধ্যতি॥

নৌকাধিকরণকপক্কান্নভোজনঞ্চাভক্ষ্যভক্ষণম্। "ন নাবি ভুঞ্জীতে"তি আহ্নিকতত্ত্বধৃতহারীতসূত্রেণ নিষেধাৎ। তত্র বিশেষপ্রায়শ্চিত্তাশ্রবণেঽপি সামান্যাভক্ষ্যভক্ষণপ্রায়শ্চিত্তমেব কার্য্যম্। সামান্যাভক্ষ্যমন্নং প্রায়শ্চিত্তবিবেকে অঙ্গিরসা নিরূপিতম্। যথা।—"দ্বিবিধং গর্হিতং প্রোক্তং নিত্যমন্নং মনীষিভিঃ। জাতিতোগর্হিতঞ্চৈব তথৈবাশ্রয়গর্হিত"মিতি। স্বপক্কান্নস্যাপি নৌকায়াং ভোজননিষেধাদাশ্রয়দূষিতত্বেন তদন্নস্যাভক্ষ্যত্বম্। তৎপ্রায়শ্চিত্তন্তু প্রায়শ্চিত্তবিবেকে সম্বর্ত্ত আহ। "অভোজ্যভোজনং কৃত্বা ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং গণঃ। গোমূত্রযাবকাহারঃ সপ্তরাত্রেণ শুধ্যতী"তি। সপ্তরাত্রগোমূত্রযাবকাহারেণ ধেনুপাদদ্বয়মিতি শূলপাণিসঙ্কলনাৎ একৈকবারেণার্দ্ধপ্রাজাপত্যপ্রাপ্ত্যা নবতিবারভোজনাৎ পঞ্চচত্বারিংশৎ প্রাজাপত্যানি॥

তথা তদন্নস্য ম্লেচ্ছজবনাদিপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নত্বাৎ তেনাপি বিংশত্যধিকশতপ্রাজাপত্যানি ভবন্তি। তথাহি প্রায়শ্চিত্তবিবেকে

ব্রহ্মণাদিপতিতসংসর্গপ্রকরণে "জ্ঞানতঃ পতিতস্পৃষ্টান্নভক্ষণে সংবৎসরেণ পাতিত্যম্, অজ্ঞানতোবৎসরদ্বয়েনে"তি ব্যবস্থাপ্য "পাতকিপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নভোজনে জ্ঞানতঃ সার্দ্ধবৎসরেণ অজ্ঞানতোবৎসরত্রয়েণে"তি ব্যবস্থাপিতম্। তথা সতি যৎ স্পৃষ্টান্নভক্ষণে ত্রিভির্ম্মাসৈঃ পাতিত্যং, তৎপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নভক্ষণে সার্দ্ধমাসচতুষ্টয়েন পাতিত্যং প্রাপ্তম্। ম্লেচ্ছচাণ্ডালাদিস্পৃষ্টান্নভক্ষণে তু "অমেধ্যপতিতপুক্কসরজস্বলাবধ্বতকুণিকুষ্ঠিস্পৃষ্টান্নানি ভুক্ত্বা কৃচ্ছ্রং চরে"দিতি শঙ্খবচনেন প্রাজাপত্যং বিহিতম্। "তচ্চাজ্ঞানত" ইতি শূলপাণিমহামহোপাধ্যায়স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যৈর্লিখিতম্। তেন জ্ঞানতঃ প্রাজাপত্যদ্বয়ম্। অতঃ সিদ্ধং ম্লেচ্ছাদিস্পৃষ্টান্নভক্ষণে ত্রিভির্ম্মাসৈঃ পাতিত্যম্। তদীয়পাকসঙ্কীর্ণপাকান্নভোজনে তু সার্দ্ধচতুর্ভির্ম্মাসৈঃ পাতিত্যাবশ্যকতয়া সকৃদ্ভোজনে কার্ষাপণ চতুষ্টয়াৎ নবতিবারভোজনে বিংশত্যধিকশতপ্রাজাপত্যানীতি॥

ম্লেচ্ছদেশগমনঞ্চ প্রতিষিদ্ধম্। তথা চ বিষ্ণুঃ। "ন ম্লেচ্ছবিষয়ে শ্রাদ্ধং কুর্য্যান্ন গচ্ছেদি"তি। তত্র প্রায়শ্চিত্তমাহ দেবলঃ। "সিন্ধুসৌরাষ্ট্রসৌবীরাংস্তথা প্রত্যন্তবাসিনঃ। অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাংশ্চ গত্বা সংস্কারমর্হতী"তি। তীর্থযাত্রাব্যতিরেকেনৈতান্ গত্বা তত্রৈব চিরমুষিত্বা গঙ্গাদিগমনং প্রায়শ্চিত্তং, তদশক্তৌ পুনরুপনয়নম্। "অতিচিরবাসে পুনরুপনয়নং কৃত্বা সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থত্বেন চান্দ্রায়ণং কর্ত্তব্য-"মিতি শূলপাণিমহামহোপাধ্যায়াঃ। "উপনয়নং চান্দ্রায়ণসম"মিতি শূলপাণিস্মার্ত্তভট্টাচার্য্যাঃ। তস্মাৎ ম্লেচ্ছদেশবাসে সার্দ্ধসপ্তপ্রাজাপত্যানি॥

এবং জ্ঞানতোঽনল্পকালম্লেচ্ছসঙ্কীর্ণগৃহাধিবাসেঽপি চান্দ্রায়ণদ্বয়ম্। তদাহ প্রায়শ্চিত্তবিবেকে আপস্তম্বঃ। "অন্ত্যজাতরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্যস্য বেশ্মনি। স বৈ জ্ঞাত্বা তু কালেন কুর্য্যাৎ তত্র বিশোধনম্। চান্দ্রায়ণং পরাকোবা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্। প্রাজাপত্যন্তু শূদ্রাণাং তথা সংসর্গদূষণে"। অত্রাল্পকালসঙ্করে চান্দ্রায়ণম্। স্বল্পেতরে পরাক ইতি শূলপাণিনা ব্যাখ্যাতম্। অত্রাজ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণপ্রাপ্ত্যা জ্ঞানতশ্চান্দ্রায়ণদ্বয়ং সিধ্যতি। তেন পঞ্চদশপ্রাজাপত্যানি॥

তস্মাৎ বুদ্ধিপূর্ব্বকদ্বিরভ্যস্তসমুদ্রযানাৎ চত্বারিংশদধিকদ্বিশতসঙ্খ্যকপ্রাজাপত্যানি। জ্ঞানকৃতনবতিবারান্যূননৌকাধিকরণকপক্কান্নভোজনাৎ পঞ্চচত্বারিংশৎ প্রাজাপত্যানি। তদন্নস্য ম্লেচ্ছজবনাদিপাকসঙ্কীর্ণপাকান্নত্বাৎ বিংশত্যধিকশতপ্রাজাপত্যানি। তত্র ম্লেচ্ছদেশানতিচিরকালাবস্থানাচ্চ সার্দ্ধসপ্তপ্রাজাপত্যানি। বুদ্ধিপূর্ব্বকানতিচিরকালম্লেচ্ছসঙ্কীর্ণগৃহাধিবাসাচ্চ পঞ্চদশপ্রাজাপত্যানীতি মিলিত্বা সার্দ্ধসপ্তবিংশত্যধিকচতুঃশতসঙ্খ্যকপ্রাজাপত্যানি ভবন্তীতি॥

তস্য দ্বিগুণদ্বাদশবার্ষিকব্রতান্যূনপ্রায়শ্চিত্তার্হত্বাৎ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপ্যব্যবহার্য্যতা। "তথাহি ব্রহ্মহা দ্বাদশাব্দানি কুটীং কৃত্বা বনে বসে"দিত্যনেনাজ্ঞানকৃতব্রহ্মহত্যাপাপস্য দ্বাদশবার্ষিকব্রতাপনেয়ত্বমুক্তম্। অঙ্গিরসা তু "ষড্‌ভির্ব্বর্ষৈঃ কৃচ্ছ্রচারী ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতী"ত্যনেন ষড়ব্দপ্রাজাপত্যাপনেয়ত্বমভিহিতম্। এবঞ্চ ষড়ব্দপ্রাজাপত্যদ্বাদশবার্ষিকব্রতয়োঃ সমানতা। অবিচ্ছিন্নষড়ব্দব্যাপকদ্বাদশাহসাধ্যপ্রাজাপত্যাচরণাৎ সাশীতিশতং প্রাজাপত্যানি ভবন্তি। তস্মাচ্চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতং ষষ্ঠ্যধিকত্রিংশতপ্রাজাপত্যসমমিতি সিধ্যতি। প্রকৃতে প্রায়শ্চিত্তস্য তদন্যূনত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তে কৃতেঽপি ব্যবহার্য্যত্বং নাস্তীতি॥ চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতপ্রায়শ্চিত্তার্হস্য ব্যবহার্য্যত্বাভাবো যাজ্ঞবল্ক্যবচনেন প্রতিপাদিতঃ। যথা। "মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈস্তথা। অন্বিতা যান্ত্যচরিতপ্রায়শ্চিত্তা নরাধমাঃ। প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদজ্ঞানকৃতং ভবেৎ। কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে" ইতি। পূর্ব্ববচনেনাকৃতপ্রায়শ্চিত্তা মহাপাতকোপপাতকযুক্তাঃ পূর্ব্বোক্তান্ নরকান্ যান্তীত্যভিধায় পরবচনেন কৃতপ্রায়শ্চিত্তানাং বিশেষমাহ প্রায়শ্চিত্তৈরিত্যাদিনা। "কামতোঽব্যবহার্য্যস্ত্বি"ত্যনেন জ্ঞানকৃতমহাপাতকিনস্তত্তুল্যোপপাতকিনশ্চ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপি অব্যবহার্য্যতা প্রতিপাদিতা। জ্ঞানকৃতমহাপাতকনির্দ্দেশাদেব জ্ঞানকৃতানুপাতকিবিশেষাণাং কামাকামকৃতাতিপাতকিনাঞ্চাব্যবহার্য্যতা সিধ্যতি। তেষাং সর্ব্বেষামেব চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতার্হত্বাৎ। উপপাতকস্য তু যদা অভ্যাসেন জ্ঞানকৃতমহাপাতকতুল্যপ্রায়শ্চিত্তাপনেয়তা জাতা, তদৈব তৎপাপিনামব্যবহার্য্যতা নান্যথেতি। অতএব মিতাক্ষরাকৃতা "যত্রার্থবাদেন প্রত্যবায়বিশেষঃ শ্রূয়তে প্রায়শ্চিত্তবহুত্বং বা তন্নিন্দিতকর্ম্মণি যাবত্যভ্যস্যমানে মহাপাতকতুল্যত্বং, তাবানভ্যাসঃ পাতিত্যহেতুঃ। অতো যুক্তমুপপাতকাদেরভ্যাসাপেক্ষয়া পতনহেতুত্ব"মিত্যুক্তম্। অতএব প্রায়শ্চিত্তবিবেকে মহাপাতকপ্রকরণে "কামতোব্রাহ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে" ইতি বচনব্যাখ্যানাবসরে নিষ্কৃত্যভাববচনং মরণবৈকল্পিকচতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকপ্রায়শ্চিত্তেঽপি কৃতে ব্যবহার্য্যতাভাবপরমিত্যভিহিতম্। অনুপাতকপ্রকরণে চ "চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়োগত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ। পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রোজ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতী"তি বচনব্যাখ্যায়াং চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতেঽপি কৃতে অব্যবহার্য্যতার্থং সমত্বাভিধানম্। অতএব "কামতোঽব্যবহার্য্যস্তু বচনাদিহ জায়তে" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তমিতি লিখিতম্। উপপাতকান্তর্গতান্ত্যজপ্রতিগ্রহপ্রকরণে চ জ্ঞানাৎ ব্রতদ্বৈগুণ্যং তথাপি সমত্বাদব্যবহার্য্যত্বমিত্যর্থ ইত্যুক্তম্। ব্যক্তমুক্তমাপস্তম্বেন। "নাস্যাস্মিন্ লোকে প্রত্যাসত্তির্ব্বিদ্যতে কল্মষন্তু বিহন্যতে" ইতি॥

তথা কৃতসমুদ্রযানস্য চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতানর্হত্বেঽপি বাচনিকং তস্যাব্যবহার্য্যত্বম্। তথাচ হেমাদ্রিপরাশরভাষ্যধৃতং বচনম্। "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নির্যাণং শোধিতস্যাপি সংগ্রহ" ইত্যাদ্যভিধায় "ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণ" ইতি। শোধিতস্য কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপি সংগ্রহোব্যবহার্য্যত্বমিত্যর্থঃ। "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নির্যাতু"রিতি চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যায়াং পঠিতম্। নির্ণয়সিন্ধৌ তু "দ্বিজস্যাব্ধৌ তু নৌযাতু"রিতি পাঠঃ। অতএব "সমুদ্রযাত্রাস্বীকার" ইত্যাদি বৃহন্নারদীয়পুরাণবচনেঽপি "সমুদ্রযাতুঃ স্বীকার" ইতি চতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যায়াং পঠিতং, ব্যাখ্যাতঞ্চ সমুদ্রে নৌকাদিনা যো যাতি তস্য প্রায়শ্চিত্তকরণেপ্যন্যৈঃ স্বীকারো ব্যবহার ইতি। "এবঞ্চ সমুদ্রযাত্রাস্বীকার" ইতি পাঠেঽপি সমুদ্রযাত্রা কলৌ বর্জ্যা, তৎকর্ত্তুঃ স্বীকারঃ পরিগ্রহশ্চ বর্জ্য ইত্যেবার্থঃ সমীচীনঃ। অতএব দ্বিজপদমুপলক্ষণম্। প্রায়শ্চিত্তবিধেঃ সামান্যতঃ শ্রবণাৎ। এবঞ্চ প্রাগুক্তবচনবিরোধাৎ মহাপ্রামাণিকচতুর্ব্বিংশতিস্মৃতিব্যাখ্যোক্তব্যাখ্যানবিরোধাচ্চ মরণ-

মুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রাস্বীকার ইতি ব্যাখ্যানমশ্রদ্ধেয়ম্। তদ্দৃষ্ট্বা প্রায়শ্চিত্তমপি মরণমুদ্দিশ্য সমুদ্রযাত্রাস্বীকর্ত্তুরেব, নান্যস্যেতি যেনোচ্যতে তং প্রতি পৃচ্ছামঃ। সমুদ্রযাত্রাস্বীকারেণ মৃতস্যৈতৎ প্রায়শ্চিত্তমুক্তং কিম্বা মর্ত্তুকামস্য মরণান্নিবৃত্তস্য বা। ন তাবদাদ্যঃ। মৃতস্য প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ। নাপি দ্বিতীয়ঃ। তত্র গুরুতমপ্রায়শ্চিত্তবিধানানুপপত্তেঃ। "জলাদ্যুদ্বন্ধনভ্রষ্টাঃ প্রব্রজ্যানাশকচ্যুতাঃ। বিষপ্রপতনপ্রায়শস্ত্রস্বাতচ্যুতাশ্চ যে। সর্ব্বে তে প্রত্যবসিতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ। চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেয়ুস্তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়েন বে"তি যমবচনোপদিষ্টলঘুপ্রায়শ্চিত্তবিরোধাচ্চ। তস্মাৎ ন কিঞ্চিদেতৎ। যৎ পুনর্ব্বৌধায়নবচনান্তরম্। "পঞ্চধা বিপ্রতিপত্তির্দক্ষিণতঃ অনুপনীতেন ভার্য্যয়া চ সহ ভোজনং পর্য্যুষিতভোজনং মাতুলদুহিতৃপিতৃস্বসৃদুহিতৃপরিণয়নম্। অথোত্তরতঃ ঊর্ণাবিক্রয়ঃ সীধুপানম্ উভয়তোদন্তির্ব্ব্যবহরণম্ আয়ুধীয়কং সমুদ্রযাননিতি। ইতর ইতরস্মিন্ কুর্ব্বন্ দুষ্যতি। ইতর ইতরস্মিন্ তদ্দেশপ্রামাণ্যা"দিতি। তত্র বিপ্রতিপত্তিশব্দেন বিরোধ উচ্যতে। তথাচ দক্ষিণতঃ পঞ্চধা শাস্ত্রবিরোধঃ। উত্তরতশ্চ পঞ্চধা শাস্ত্রবিরোধো দর্শিতঃ। এবঞ্চ তেষামাচারাণাং বিপ্রতিপত্তিশব্দেন শাস্ত্রবিরুদ্ধত্বপ্রতিপাদনান্ন বৈধত্বমবগন্তব্যম্। তত্তদ্দেশে তত্তদাচরণাৎ লৌকিকদোষাভাব এব প্রতিপাদিতঃ। অতএব তদ্দেশপ্রামাণ্যাদিত্যেব হেতুরুপদিষ্টো ন তু শাস্ত্রপ্রমাণসিদ্ধত্বাদিতি। ন চাচারস্য স্মৃতিকল্পকত্বাৎ তন্মূলভূতা শ্রুতিঃ কল্পনীয়েতি বাচ্যম্। শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধাচারস্য শ্রুত্যনুমাপকত্বাভাবাৎ। তদুক্তং মীমাংসাবৃত্তিকৃদ্ভিঃ। দাক্ষিণাত্যানাং মাতুলকন্যাপরিণয়নস্য প্রত্যক্ষস্মৃতৌ নিন্দিতত্বাৎ ন স্মৃতিকল্পনানিমিত্তত্বমিত্যুক্তম্। ন্যায়মূলাকৃতা চ তস্মাৎ শিষ্টাচারেণ স্মৃতিরেবানুমাতুং শক্যতে, ন তু শ্রুতিঃ। অনুমিতা তু স্মৃতির্ব্বিরুদ্ধয়া প্রত্যক্ষস্মৃত্যা বাধ্যতে ইত্যভিহিতম্।

তস্মাৎ সমুদ্রযানাদিবিবিধনিন্দিতকর্ম্মণা চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকব্রতার্হস্য গৌড়ীয়ার্য্যধর্ম্মাবলম্বিনঃ কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যাপি ব্যবহার্য্যতা নাস্ত্যেবেতি সিদ্ধম্॥

আমাদের জাতীয় লক্ষ্য।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখান গিয়াছে যে, মনুষ্য জাতির প্রকৃত লক্ষ্য নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমেই দুইটী বিষয় প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। ১ম, মনুষ্য জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রদর্শক, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের এই ভূমণ্ডলে মনুষ্য মূর্ত্তিতে অবতার; দ্বিতীয়, সকল বুদ্ধিজীবির প্রমাণ সম্পাদিত ঐক্যমত্যের সাহায্যে সমগ্র মনুষ্য জাতির প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয়। পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিশেষ রূপে দেখান গিয়াছে যে, প্রাচ্য সভ্যতায় সত্যালোক সমুদ্ভাসিত অনন্তরত্নপূরিত খনিস্বরূপ বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ এবং আবহমান কাল প্রচলিত সকল জাতির সকল প্রাচীন ইতিবৃত্তে উজ্জ্বল, অবিনাশী হীরকাক্ষরে লেখা রহিয়াছে যে, এই দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় মোহে মার্গভ্রষ্ট মানব জাতির প্রকৃত কর্ত্তব্য পথ দেখাইবার জন্য, ভক্তসাধকবৃন্দের চির সঞ্চিত অভিলাষ পূরণ করিবার জন্য সকলের একমাত্র অধীশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও মনুষ্য জগতে মনুষ্য রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ও হইবেন। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, শাস্ত্র, ইতিহাস ও কিম্বদন্তীতে সিদ্ধ এই অবতার বাদ কোন প্রকার যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ জগতের মধ্যে বরণীয় আসন লাভ করিতে পারে কি না?

মানব জাতির ইতিহাস সমষ্টিতে নানাবিধ ঘটনাবলীর পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশতা লক্ষিত হইলেও কতকগুলি এ প্রকার এক জাতীয় স্বভাবের স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইয়া থাকে, যে সকল ঘটনাবলীর পরস্পরে কোন বিসদৃশতা দেখিতে পাওয়া যায় না। নিম্নলিখিত বিষয়টী দেখিলে এই মতটী আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

সকল জাতিরই ইতিহাসে দেখা গিয়া থাকে যে, অতি পূর্ব্ব হইতেও পূর্ব্বতর কাল অবধি করিয়া অদ্য পর্য্যন্ত মনুষ্য জাতির সমাজ-জীবনে একটী সাধারণ নিয়ম সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে। সকল ইতিহাসই বলিয়া দিতেছে যে, মনুষ্য জাতির সময় সময় এমন এক প্রকার বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়; যে বিপদকে দূর করিবার জন্য সকল প্রকার উপায় অন্বেষণ করিয়া, তাহাতে কোন প্রকার ফলের অদর্শনে, ভগ্ন মনোরথ ও নিশ্চেষ্ট প্রায়, সাধু চরিত্রও সংসারহিতৈষি আদর্শ মনুষ্যগণও বিপদের ভয়ঙ্কর পরিণামময় ধ্বংসের বিস্তৃত গহ্বরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, সেই সময় জাতীয় জীবনের বিনাশদ্বারকে উদ্ঘাটন করিতে অগ্রসর-মনুষ্য জাতির সেই সুভীষণ দিনে এমন একজন মনুষ্যরত্ন জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন; যাঁহার একটী রোষকটাক্ষে মানুষের সেই ভীষণ হইতে ভীষণতম, অথচ অনিবার্য্য বিপদ যেন ভয়ে কোথায় লুকাইয়া যায়। মনুষ্য জাতির পরস্পরে মিলিত সমগ্র সামর্থ্যও যাঁহার আজ্ঞায় প্রতিক্ষণ পরিচালিত হয়। কখন কখন জড়প্রকৃতিও যাঁহার আজ্ঞাকে সম্পূর্ণ রূপে প্রতিপালন করে। অথচ যে ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতে জগৎ তৎকালে অত্যন্ত ব্যাকুল ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। আরও দেখা গিয়া থাকে, সেই মহাপুরুষ নিজের স্বার্থ পূরণ করিবার জন্য ক্ষণেকও স্বীয় পরিশ্রমকে ব্যয়িত করিতে প্রস্তুত হন না। সকল প্রাণীর সর্ব্ব প্রকার যথার্থ মঙ্গল সাধিত করিবার জন্য তাঁহার অনন্ত শক্তিময় রত্নরাজি বিরাজিত কৌশলময় পরিশ্রম ভাণ্ডার সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে।

এই ঘটনাটীর প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলে মনুষ্য সমাজ রক্ষার উপায়ভূত মনুষ্য সমাজের দুই শক্তি আমাদের জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। একটীর নাম লৌকিক শক্তি, অপরটীর নাম অলৌকিক শক্তি, লৌকিক শক্তির পরিচালনায় মনুষ্যগণ এক্ষণে যে যে বিপদ হইতে স্বীয় জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিয়া ভবিষ্যতের দিকে প্রতিক্ষণ অগ্রসর হইতেছে, সমাজের বিষয় ভাবিবার স্বল্প মাত্রও অধিকার যাহাদের আছে, তাঁহাদের নিকট সেই সকল বিপদের নামোল্লেখ করিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক নিরর্থক প্রবন্ধ বৃদ্ধি আমার অভিপ্রেত নহে।

দ্বিতীয় শক্তির (অলৌকিক শক্তির) সাহায্যে যে জাতীয় বিপদ হইতে মনুষ্য জাতির উদ্ধার হইয়াছে, তাহার বিষয় কথঞ্চিৎ ইতি পূর্ব্বেই বর্ণন করা হইয়াছে। এই অলৌকিক শক্তিও দুই ভাগে বিভক্ত। এক খণ্ডিত, দ্বিতীয় অখণ্ডিত। স্বার্থ সম্পর্কের লেশ মাত্রেও যে অলৌকিক শক্তির মিলন এক দিনের নিমিত্তেও হইয়াছে, যে শক্তির পরিচালককে একক্ষণের জন্যও স্বীয় জীবনের অদ্বিতীয় সহচর সর্ব্বজীবোপচিকীর্ষার বিরুদ্ধ কোন একটী মানসিক বৃত্তি, মনে মনেও বিচলিত করিয়াছে, সেই শক্তির নাম খণ্ডিত শক্তি। শক্তিও যেমন খণ্ডিত, ফলও তাহার সেই প্রকার খণ্ডিত। সেই শক্তিও যেমন স্বার্থের দূষনীয় সম্পর্কে কলুষিত, তাহার ফল-সেবনকারীগণও সেই প্রকার স্বার্থকলঙ্কিত শরীর। যেমন কারণ, সেই প্রকার কার্য্য, কোন অংশে বৈসাদৃশ্য নাই।

আর যে শক্তি স্বার্থ সম্ভাবনায় পরম্পরা সম্বন্ধেও দূষিত নহে। সার্ব্বজনীন অকপট উপচিকীর্ষার সমুজ্জ্বল শান্তিময় আলোকের যে শক্তি প্রতিক্ষণ সমুদ্ভাসিত, জড় প্রকৃতিও যাহার উদ্দেশ্য সাধনের পথকে অবিরত সুপরিষ্কৃত করিয়া থাকে, সেই শক্তির নাম অখণ্ডিত শক্তি। সেই অখণ্ডিত শক্তির অদ্বিতীয় পরিচালককেই লোকে, শাস্ত্রে, ইতিহাসে, বিজ্ঞানে ও আয়ুর্ব্বেদে, পরমেশ্বরের লীলাবতার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। জড় প্রকৃতির জড়ভাবাপন্ন শক্তিগুলির উপর বিচিত্রতা ও ঘোর বৈষম্যময়, অথচ সর্ব্বানুগত এক জাতীয় অপরূপ কৌশলময়। এই বিশ্ব সংসারের পরিচালনার ভরে নির্ভর করিয়া স্বভাবনাদী নাস্তিক বৈজ্ঞানিকগণ দম্ভ প্রকাশ করিয়া যে সকল বৃথা আস্ফালন করেন, ঈষৎ বিবেচনা করিলেই তাঁহাদের সেই সকল বাক্য নিতান্ত অর্থ শূন্য হইয়া পড়ে। নিম্নলিখিত বিষয়টী দেখিলে এ কথার ভাব অধিক স্পষ্টতর হইয়া যাইবে।

জগৎ জড়েরই অধীন, এই কথা যাহারা বলেন, তাহাদের মতের উপর নির্ভর করিতে গেলে, মনুষ্য জাতির অদ্যাবধি জগতে স্থিতি এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহারা বলিয়া থাকেন, কোন প্রকার চেতন শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মিত হয় নাই। পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয় পরমাণু সমষ্টির বিজাতীয় সংমিশ্রণে সকল বস্তুই উৎপন্ন হইয়াছে, মনুষ্যাদি জীব হইতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, প্রস্তর, জল, বাত্যা যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের গোচর হইয়া থাকে, তাহা সকলই জড়ের উপাদেয় পরমাণুই তাহাদের আদি অবস্থা। এবং পরমাণুই তাহাদের শেষাবস্থা, পরমাণু জগতের বহির্ভূত কোন চেতনা শক্তি, এ পরমাণু সমুদ্ভূত দৃশ্য জগতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর যে, মানিলাম তোমার মুক্তির খাতিরে পরমাণু সমষ্টিরই সাহায্যে মনুষ্যাদি জীবদেহ অনায়াসে নির্ম্মিত হইতে পারে। কিন্তু সেই মনুষ্য জগৎ সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় (তোমাদের মতের মধ্যমাবস্থায়) উৎপন্ন মনুষ্য জড় প্রকৃতির নিকট স্বীয় জীবনী শক্তি রক্ষা করিবার জন্য কোন্ কোন্ প্রকার সাহায্যে পরিপুষ্ট থাকে? নিঃশ্বাস, প্রশ্বাস, ক্রন্দন, হস্ত, পদও মস্তক পরিচালন ও কথঞ্চিৎ ভূমিতে বিলুণ্ঠন, এই কয়টী দৃশ্যমান বাহিরের কার্য্য দেখিয়া ক্ষুধা ও তৎপ্রতীকারের জন্য অব্যক্ত বাসনা। আজ কালের সংসার দেখিয়া তোমার ধারণা আছে যে, শিশু হইল, তাহার মাতা বলপূর্ব্বক স্তন্য পানাদি কার্য্য করাইয়া তাহার দৈহিক পরিবর্ত্তন ও বাসনাগুলি পরিস্ফুটত্ব সম্পাদনদ্বারা জ্ঞান শক্তির উত্তেজন করিতে লাগিল, অনায়াসে দেখিতে দেখিতে সেই প্রকৃতির ক্ষুদ্র শিশু তোমার ন্যায় বড় বুদ্ধিমান্ মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইল, কিন্তু পর্য্যালোচনীয় বিষয়টীর ক্ষেত্র অদ্যকার বা আট দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের নহে, যখন জগতে কাল গণনা আরম্ভ হয় নাই, মনুষ্য যে দিন প্রথম জন্ম গ্রহণ করিল, সেই দিনের। আকস্মিক জন্ম, স্বীকার করিলাম জড় প্রকৃতির জ্ঞানের অবিষয়, সুতরাং কোন অব্যক্ত বিজাতীয় সংমিশ্রণের সাহায্যে এ জগতে সর্ব্ব প্রথমে মনুষ্য জাতির জনকয়েক আদি পুরুষ ও আদি জননী হঠাৎ জন্ম গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের জনক জননী কেহই নাই, থাকিবার মধ্যে আছে, তাহাদের অপরিস্ফুট ইন্দ্রিয়চয়, আর উপকরণের মধ্যে সূর্য্য কিরণ, চন্দ্রালোক, হিম, বসু, পৃথিবী, অনন্ত অরণ্যানী, অসংখ্য নদী, হ্রদ, সমুদ্র ও উপরে অনন্ত আকাশ, ক্ষুধায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় তাহাদের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, রৌদ্র তাহাদিগকে দগ্ধ করিতে অগ্রসর, হিম তাহাদের অন্তর্গত জীবনাকুল উত্তাপটুকুকে শান্ত করিতে পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তাহাদিগকে শুষ্ক করিয়া তৃণের ন্যায় উড়াইবার জন্য বায়ু সর্ব্বদা বহনশীল। স্বীয় বুভুক্ষা বৃত্তির চরিতার্থতা করিবার জন্য আমিষলোভী বন্য হিংস্র পশুগণের তাহাদের প্রতি ভীষণ লোলুপ দৃষ্টি। প্রকৃতির স্বভাব সিদ্ধ ও চিরন্তন এই মৃত্যুকর ভাব হইতে মনুষ্য জাতির অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসকে চিররুদ্ধ করিবার জন্য সেই সময় সেই ভয়ানক বিপদজালে জড়িত মনুষ্যের সর্ব্ব প্রথম বংশকর্ত্তা কয়টীকে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতির নিজের কোন্ জাতীয় শক্তির ব্যবহার হইয়া থাকে? বল দেখি জড় প্রকৃতির নিয়ত শক্তি নিচয়দ্বারা জগদুৎপত্তি বাদীগণ আদিম মনুষ্যগণের সেই আদিম সুদুস্তর বিপদ রাশিকে দূর করিবার উপযুক্ত কয়টী পরিচিত প্রাকৃতিক শক্তির পরিচয় দিতে তোমাদের সামর্থ্য আছে? বোধ করি একটীরও নাই, কিন্তু অবতার বাদের উজ্জ্বলতম সত্যের আলোকে প্রবেশ কর, দেখিবে, সেই কারণ নিবহের কারণ স্বরূপ, কার্য্যানুমেয় শক্তি, সর্ব্ব জ্ঞান সম্পন্ন, সুতরাং সর্ব্ব বিষয়ক কৌশলময় এক অনন্ত শক্তির অগাধ অনন্ত নিকেতন!, নিরুপাধি করুণাময় অমৃত সাগরের সুধাময় উচ্ছ্বাসে সেই নিকেতন প্লাবিত রহিয়াছে। সেই নিকেতনের অধিস্বামী অপার করুণায় পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তির অদ্বিতীয় ভাজন সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তির অনন্য অধিষ্ঠাতা! সেই লীলাময়ের অচিন্ত্য অহেতুক লীলা বিলাসে সকল প্রকার খণ্ড শক্তিই নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে, যাঁহার অচিন্ত্য হেতুক ইচ্ছা শক্তির সাহায্যে এই সংসার ও সংসারের জীবগণ ব্যবহার বুদ্ধিতে আরূঢ় রহিয়াছে, সেই ইচ্ছা শক্তিরই সাহায্যে সংসারের সর্ব্ব প্রথমোৎপন্ন জীবগণ সর্ব্ব প্রকার বিপদ জাল হইতে উত্তীর্ণ হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে।

লোক ব্যবহারে দেখিতেছি, মনুষ্য প্রভৃতি উৎকৃষ্ট জীবনিকর জন্মানন্তর জননীর সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্যের উপর স্বীয় জীবনী শক্তির

সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করিয়া থাকে, চেতনের সাহায্য না পাইলে তাহারা নিশ্চয়ই মৃত্যুর অনিবার্য্য দণ্ডাঘাতে সল্প কালের মধ্যেই ধ্বংসাবরোধ হইয়া যায়। কোন দেহধারী চেতনের নিবারণ না থাকিলে জড় প্রকৃতিও সেই সকল সদ্যোজাত জীবগণের দ্বারকে আগ্রহের সহিত যেন উদ্ঘাটন করিতে উদ্যত হয়। জড় প্রকৃতিরও জীবনিবহের এই প্রকার চিরন্তন সর্ব্ব জনানুভব সিদ্ধ স্বভাবগুলি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া আবিষ্কৃত বিজ্ঞান শাস্ত্র, জানি না কোন যুক্তির সাহায্যে বলিতে প্রস্তুত হইবে? যে, সর্ব্ব প্রথম মনুষ্য জনক জননীর সাহায্য ব্যতিরেকে অপরিস্ফুট ইন্দ্রিয় ও নিতান্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করত স্বীয় ক্ষীণ শক্তির সাহায্যে এই বিরাট দৃশ্যমান অত্যাশ্চর্য্যকর সভ্যতা মাখা মানবীয় সমাজ-শরীরের রক্ষা ও বৃদ্ধির উপযোগী এত অসংখ্যাত উপায় রাশির সংগ্রহ করিয়া গিয়াছে, শরতের লীলা ফলকে সাগর সাজাইয়া তাহার মধ্যে বিকশিত শতদল বনরাজির সৌরভভ্রাণ করিবার কল্পনার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত কল্পনা ও সহৃদয় সমাজে উপসহনীয় হইয়া থাকে, তাহার সন্দেহ নাই।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে সকলের অনুভব সিদ্ধ সহজ প্রমাণদ্বারা সমুপার্জ্জিত নিয়মজ্ঞান বলে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, যখন জাতীয় জীবনের যে জাতীয় বিনাশের প্রতিরোধ করিতে কোন লৌকিক উপায় কার্য্যক্ষম বলিয়া প্রতীয়মান হয় না, অথবা সেই সম্ভাবিত বিনাশ ও হয় না, তখন নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক উপায়দ্বারা সেই জাতীয় বিনাশের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কার্য্য যখন দেখিতে পাইতেছি, কারণ তখন নিশ্চয়ই আছে, তবে সেই কারণ সাধারণ বা লৌকিক, কিম্বা অসাধারণ বা অলৌকিক হউক না কেন? তাহাতে ক্ষতি কি?

এইত গেল যুক্তিদৃঢ়ীকৃত ধারণা, তাহার উপর জগতের সর্ব্বপ্রাচীন পূর্ণসভ্যময় বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ-প্রভৃতি শাস্ত্রনিচয়, যখন একবাক্যে সেই অলৌকিক শক্তির পরিচালককে যথোপযুক্ত সময়ে যথাযোগ্য মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছে, যখন বিরোধীনিচয়ের এমন কোন মুক্তি আছে, যাহার সাহায্যে চিন্তাশীল শীতল মস্তিষ্কে সভ্য মনুষ্যের বুদ্ধি অবতার বাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিবে?

অবতার বাদের বিস্তৃত অনুশীলন দ্বারা এস্থানের প্রকৃত বক্তব্যাংশ অত্যন্ত দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাঠকগণের বিরক্তি উৎপাদন না করিয়া এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের দিকে অগ্রসর হওয়াই উচিত এই বিবেচনায় অবতার বাদের বিস্তৃত আলোচনা এস্থানে পরিহার হইল। এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনায় মহান্ আগ্রহ আছে আশা করি সময়ক্রমে প্রবন্ধান্তরে উক্তবিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় তাঁহাদের অভিলাষের অনুসরণ করিতে যত্নবান্ হইবে।

শ্রীমথনাথ তর্কভূষণ।

অপূর্ব্ব স্বপ্ন।

যামিনী দ্বিপ্রহরা, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নিবীড়, অন্ধকারে গগন-মণ্ডল সমাচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে তারকা-জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে, মৃদু মন্দ গতিতে পবন-হিল্লোল এক দিক হইতে দিগন্তরে খেলিতেছে, অপর দিগে সৌদামিনী ঝলসিত হওয়ায় প্রকৃতির অপূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছে। মানব সকলে নিদ্রিত, সুতরাং আমিও নিদ্রিত। এমত সময় দেখিলাম,—সুকোমল সুখ-শয্যায় উপবেশন করিয়া আছি। আমার চতুর্দ্দিক আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিশোভিত, পরিচারকগণ সর্ব্বদা তৃপ্তি বিধান করিতেছে। নির্ম্মল আলোক সহকারে প্রাণাধিক, পুত্র কলত্রাদির মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া হৃদয় বড়ই প্রফুল্ল, নানা-বিধ সুস্বাদু সামগ্রী বান্ধবের সহিত পানভোজনে অতীব তৃপ্ত, গায়কবর্গের সুকণ্ঠধ্বনি বিস্তারে শ্রবণেন্দ্রিয়ের অলৌকিক তৃপ্তি বিধান করিতেছে, এই সকল কারণে আমার আত্মা যেন আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন ছিল। সহসা দেখিতে পাইলাম, চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া উঠিল, গৃহের সে আলোক নাই, সে সুকণ্ঠ ধ্বনি নাই, অধিক কি, জীবনের সম্বল স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলেই কোথায় পলায়ন করিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। চতুর্দ্দিক হইতে গভীর ভীমনাদ আসিয়া কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল, অতি মৃদু ক্রন্দনধ্বনি ঐ শব্দের সহিত মিলিত হইল, মৃত পূর্ব্বপুরুষগণ আমার নিকটে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, বৎস! অনেকদিন হইল তোমার সহিত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণ আমাদিগের সঙ্গে আইস, আমাদিগকে ছাড়িয়া তোমার এখানে থাকা উপযুক্ত নহে, কারণ আমরা তোমার বিরহে দুঃখের সহিত কালযাপন করিতেছি। আবার বাহিরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখি ভূয়ঃ ভূয়ঃ নক্ষত্র পতন, দিগ্দাহ, উল্কাপাত, মাংসলোভী পশু, পক্ষী সকল চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত, বারম্বার ধরা বিকম্পিত হইতেছে, ইত্যাদি দর্শনে মানবগণ প্রাণভয়ে আকুল হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। আবার দেখি, ছিন্নশির, রুধিরাক্ত কলেবর, তমালবর্ণ এক সুমহান্ পুরুষ আকাশ মার্গে দীর্ঘবাহু প্রসারিত করিয়া আমায় আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে। গৌরবর্ণ বিশাল নেত্র শুভবস্ত্র পরিধান এক ব্রাহ্মণ হস্তোত্তলন পূর্ব্বক আমায় অভিশাপ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে শরীরে ভয়াবহ যন্ত্রনা উপস্থিত হইল, শ্বাস প্রশ্বাসের গতি ক্রমশই শিথিল হইয়া আসিল, অসহনীয় যন্ত্রণায় শরীর পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। কিছুকাল পরে দেখি—আমি পিপীলিকা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছি, স্থূল শরীর জড়ের ন্যায় অচেতন ভাবে সম্মুখে নিপতিত রহিয়াছে! গৃহে ভয়ানক ক্রন্দনধ্বনি হইতে লাগিল, আত্মীয়গণ সকলেই আমার জন্য নানা প্রকার বিলাপ করিতেছে। বারম্বার বাহিরে যাইবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু চলিবার শক্তি নাই। বায়ুভরে পরমাণুর ন্যায় গৃহাভ্যন্তরে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে গবাক্ষদ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া গগনমার্গে বায়ুকর্ত্তৃক নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম। তখন অপেক্ষাকৃত হৃদয়ে শান্তি

অনুভূত হইল। স্বীয় ইচ্ছায়, কোন কার্য্যই সম্পাদিত হয় না। যে দিকে বায়ুস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, সেই দিকেই আমার গতি, পবনগতির বিরুদ্ধে কোথাও অবস্থান করিবার উপায় নাই, এইভাবে অনেক সময় অতীত হইবার পর দেখি শুভ্রবর্ণ, স্নিগ্ধনেত্র, হাস্যবদন, সুরম্যকান্তি এক পুরুষ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিনিই একমাত্র ধর্ম্মের আকর। ঐ ব্যক্তি আমায় ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধদিকে চলিলেন। তাঁহার সহিত গমন করিতে করিতে ক্রমশঃই শান্তিলাভ করিতে লাগিলাম। যখন মেঘস্থান অতিক্রম করিয়া উঠিলাম, তখন ঐ পুরুষের শরীর ক্ষীণ ও বিবর্ণ হইয়া গেল। তজ্জন্যই অতীব ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন। আমাকে ধারণ করা যেন তাঁহার দুষ্কর বোধ হইল। আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? কোথা হইতে আসিয়াছেন? কি জন্য আমায় ঊর্দ্ধদিকে লইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন? এই সময় মধ্যে আপনকার শারীরিক অবস্থান্তর ঘটিয়া গমনশক্তি শিথিল হইয়া আসিতেছে। আপনাকে দেখিলে এবং কার্য্য-দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে আপনি আমার পরম বান্ধব, অতএব এই সকল রহস্য প্রকাশ করিতে আজ্ঞা হউক। তখন ঐ মহাত্মা বলিতে লাগিলেন, তাত! আমি অন্য কোন স্থান হইতে আসি নাই, তোমার আত্মাই আমার বাসস্থান, অথবা আমাকে তোমার আত্মজ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তাহা কোন কালে ধ্বংস হইবার নহে, এতদিন সাংসারিক স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, যাহাদিগকে পরমাত্মীয় জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলে, তৎসমস্তাপেক্ষায় আমার সহিত তোমার আত্মার বিশেষ সম্বন্ধ। তাহারা একমাত্র তোমার সুখেরই ভাগী, দুঃখের নহে। তুমি যে কোন অবস্থায় থাক, আমি সেই অবস্থায়ই তোমাকে আশ্রয় করিয়া থাকি। তুমি পৃথিবীতে থাকিলে নিয়ত তাহাদিগকে সুখী করিতে, এই ভাবিয়াই তোমার জন্য তাঁহারা দুঃখিত, যদি তুমি তাহাদিগকে নিয়ত যত্ন শুশ্রূসা না করিতে, তাহা হইলে তাহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হইত না। যে শরীরের দ্বারা দিবা নিশি যাহাদিগের উপকার করিতে, এক্ষণ শরীর অকর্ম্মণ্য হওয়ায় তাহারা স্বীয় মঙ্গল কামনায় সেই শরীরকে হরিনাম বলিতে বলিতে অগ্নিতে ভস্মীভূত করিতেছে। গগনচর পিশাচগণ চিতাধূম পান করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ভাবিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই বুঝিবে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি সকলে নিজসুখের জন্যই তোমার মঙ্গল কামনা করে। আমি দিবানিশি তোমার মঙ্গল কামনা করিয়া থাকি, তোমার মঙ্গল ব্যতীত আমার স্বীয় সুখের জন্য কোনরূপ চেষ্টা নাই। ঊর্দ্ধ দিকে যে সকল স্থান আছে, তাহা প্রাণিমাত্রেরই একান্ত বাঞ্ছনীয়, ঐ স্থান প্রাপ্ত হইলে মানবের অপূর্ব্ব সুখ হয়, এই জন্য তোমায় ঊর্দ্ধে লইয়া যাইতেছি, কিন্তু কাল প্রভাবে শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, একারণ কতদূর কৃত কার্য্য হইব, বলিতে পারি না। এই সকল কথা বলিতে বলিতে যখন নক্ষত্র লোকের নিকটবর্ত্তি হইলাম, তখন নানাবিধ জ্যোতি নয়ন গোচর হইতে লাগিল, কত প্রকার অদ্ভুত ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিল, অপূর্ব্ব সৌরভে নাসিকা পরিতৃপ্ত হইল। সুশীতল সমীরণে শরীর শীতল হইতে লাগিল। ভাবিলাম যে স্থানের নিকটে আসিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম, না জানি তথায় উপনীত হইলে কতই সুখ হইবে। এরূপ ভাবিতে ভাবিতে ঐ পুরুষ পানে চাহিয়া দেখি, তাহার শরীর অতীব সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতে লাগিলেন তাত! এতক্ষণ তোমায় ধারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন এতই হীনবল হইয়াছি যে, তোমায় ধারণ করিতে সক্ষম হইতেছি না, সুতরাং গন্তব্য স্থানে যাইবার আশা নাই। এই বলিয়া ঐ ব্যক্তি ত্রসরেণুর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া কোথায় চলিয়া গেলেন, বুঝিতে পারিলাম না। তখন আমার মানসিক আশা ভরসা বিলুপ্ত হইয়া গেল। শরীর ভারাক্রান্ত হইলে শারীরিক গুরুত্ব বিষয়ে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে চলিলাম। পৃথিবীতে উপনীত হইয়া দেখি, মলিনবর্ণা অতি দীর্ঘাঙ্গী এক রমণী নানাবিধ প্রাণীর উৎপাত করিতে করিতে আমার চতুষ্পার্শ্বে বিচরণ করিতেছেন। সম্মুখে যাহা দেখিতেছেন, তাহাই ছিন্ন ভিন্ন করাই যেন তাঁহার ব্রত, যে কোন জীবের অনিষ্ট হইলে তাঁহার সুখানুভূতি হয়। তাঁহার রূপ দর্শনে ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? রমণী বলিলেন, আমার কার্য্যদ্বারাই স্বভাবের পরিচয় পাইয়াছ। তুমিই আমার আশ্রয় স্থান, এতদিন বিলুপ্ত ভাবে তোমাতেই অধিষ্ঠিতা ছিলাম। আমার বিরোধী অনেক ব্যক্তি তোমাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা যে সময় প্রকাশ্য ভাবে বিচরণ করিতে থাকেন, তখন আমি এবং আমার সহোদর সহোদরা সকলকেই সঙ্কোচিত ভাবে থাকিতে হয়। এতদিন আমার শত্রুগণ তোমাতে আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। তাহারা যে দিকে চলিত, তুমিও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে। কাল প্রভাবে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণ তোমাকে আমার অধীন হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এমত সময় আমার দক্ষিণ দিক্ হইতে অগ্নিবর্ণ, রক্তাক্ষ, ঊর্দ্ধকেশ, ভীম দর্শন, এক পুরুষ অসি হস্তে ঘন ঘন হুঙ্কার ছাড়িয়া আমার নিকটে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ রমণী আনন্দিতা হইলেন, উভয়ে মিলিত হইয়া নানাবিধ ভৌতিক উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। কিছু কাল পরে ক্ষীণ কলেবর ভস্মবর্ণ, কুটিল নেত্র, ছিন্ন বস্ত্র পরিধান এক পুরুষ নয়ন গোচর হইলেন, সর্ব্বদাই তাঁহার চক্ষু সঙ্কোচিত রহিয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্ব ব্যক্তিদ্বয় উল্লাসিত হইলেন। আমি ভাবিতে লাগিলাম ইহাঁরা সকলেই আমার শত্রু, কারণ ইহাদিগের কার্য্যে কাহারও ইষ্ট সাধনের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আমাকেও দুঃখে নিপতিত করিবার জন্যই উহারা মিলিত হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কি অভিপ্রায়ে এখানে সমবেত হইয়াছ? তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, যে রমণী তোমার সম্মুখে বিচরণ করিতেছেন, আমি উহার সহোদর, আমার মতের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি কার্য্য করে, তাহারই অনিষ্ট করিতে উদ্যত হই। ন্যায়, অন্যায় বিবেচনা করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি না। আমি যখন কার্য্য ক্ষেত্রে উপস্থিত হই, তখন সহোদর, সহোদরা এবং শত্রুবর্গ সকলেই পলায়ন করে, এতদিন শত্রুগণ প্রবল ছিল, এইক্ষণ আমি প্রবল হইয়াছি, তাই তাহারা বিদূরিত

হইয়াছে। অপর যাহাকে দেখিতেছ, ইনিও আমার ভ্রাতা। এতৎ ব্যতীত আমার আরও সহোদর আছে, বোধ হয় অল্প সময় মধ্যেই তাহারা আসিবে, আমার উপস্থিত ভ্রাতা অতীব বলহীন, কোন জীবের মঙ্গল দেখিলে উহার বড়ই কষ্ট হয়, অথচ নিজ শক্তিতে কাহারও অনিষ্ট করিতে পারেন না তাই অন্যের হিত দেখিতে হইবে বলিয়া চক্ষু সঙ্কোচিত করিয়া আছেন। এইরূপ বলিতে বলিতে সুক্ষোদর বিস্তৃতানন ক্ষীণ কলেবর এক পুরুষ এবং তাহার পার্শ্বে অরুণ বর্ণ, সুন্দর কান্তি, হাস্যবদন এক যুবা পুরুষ, উভয়ে দ্রুতপদে আসিয়া পূর্ব্ব ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইল। যুবা ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া আমার অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। তাহার ন্যায় এমত অপূর্ব্ব লাবণ্য কোন কালে দর্শন করিয়াছি কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা বলিলেন পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা তোমার নিকটে রহিয়াছেন, আমরা উহাঁদিগেরই সহোদর।

পরে ঐ ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিতে লাগিল,—আমি সংক্ষেপে স্বীয় পরিচয় প্রকাশ করিতেছি, দিবানিশি ভোগ বাসনা বলবতী থাকায় আমার শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, ভোগ্য বস্তু দর্শন করিলেই তাহা পাইবার জন্য মন উৎকণ্ঠিত হয়, কর্ত্তব্য বিষয়ে কিছু মাত্র দৃষ্টি থাকে না। এই যে যুবা পুরুষ দেখিতেছ, আমার অন্যান্য সহোদরাপেক্ষা ইনিই আমার প্রিয়, আমরা উভয়ে সর্ব্বদা এক স্থানে বাস করি। আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা এই সহোদরের বল বিক্রম অধিক, ইনি মনে করিলে স্বীয় শক্তি প্রভাবে সকল জীবকেই পরাভূত করিতে পারেন। মনুষ্য যুগযুগান্ত তপস্যা করিয়া যে শক্তি লাভ করে, তাহা এই যুবকের দৃষ্টি মাত্রেতে বিনষ্ট হইয়া যায়, তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, তোমাকে ছাড়িয়া ক্ষণকাল যাইতে ইচ্ছা নাই। পূর্ব্বে শত্রুগণ তোমাকে অধিকার করিয়াছিল, এ কারণ আমাদিগকে দেখিতে পাও নাই, এইক্ষণ আমরা যে দিকে যাইব, তোমাকে তাহারই অনুগামী হইতে হইবে। আমরা যে কার্য্যে সুখানুভব করিব, তোমার অবশ্যই তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তোমাকে দুঃখ দিবার জন্য আমরা ইচ্ছুক নহি, কারণ তুমি আমাদিগের আশ্রয় দাতা পিতা। আমি বলিলাম, তোমরা যদি আমার পুত্র হইবে, তবে কোন দিন দেখিতে না পাইবার কারণ কি? তাঁহারা বলিল, এতদিন যাহাদিগকে পুত্র বলিয়া জানিতে, তাহারা তোমার তেজ হইতে উৎপন্ন হইয়া মাতৃ গর্ভে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, আমরা তোমার সেরূপ পুত্র নহি। মাতৃ গর্ভে কখন যাইতে পাই নাই, তোমার আত্মাই আমাদিগের আশ্রয় স্থান। কিছু কাল পরে ঐ ব্যক্তিগণ বলিল, তাত! তুমি আমাদিগের সঙ্গে আইস, এখানে অপেক্ষা করা বিধেয় নহে, এই বলিয়া সকলেই আমায় লইয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিল। তখন শুভ্র বর্ণা, ক্ষীণ কলেবরা, নীল বস্ত্র পরিধানা এক কামিনী শূন্যপথে প্রত্যক্ষভূতা হইলেন। তিনি সেই দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মা! তুমি কে? কি জন্য আমায় ধারণ করিলে এবং তোমার শরীরই বা এত ক্ষীণ হইয়াছে কেন? তোমাকে দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি কষ্টের সহিত কাল অতিবাহিত করিতেছ, সংসারে তোমার এরূপ অশান্তির কারণ কি? যাহাতে তোমার এত শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে। তখন রমণী বলিলেন বৎস! আমি জগতের সকল প্রকার প্রাণীর অস্তিত্বের কারণ, আমি না থাকিলে প্রাণীর প্রাণীত্ব, জড়ের জড়ত্ব কিছুই থাকে না। সংসারের যত প্রকার ভৌতিক পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিচিত, অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বহ্নি, আকাশ প্রভৃতি যে সকল জড় বস্তু নানা নামেতে অভিহিত আছে, আমি না থাকিলে উহাদিগকে পৃথক্ রূপে জানা যায় না। আমি নানা রূপে নানা স্থানে বিরাজ করিতেছি, তাই জগৎও বহু নামে, বহু রূপে বর্ত্তমান। যেরূপ এক মাধবী লতা বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইলেও যে দিকে আশ্রয় পায়, সেই দিকেই বিস্তৃত হয়, অপর দিকের শাখা সকল সঙ্কোচিত হইয়া যায়, আমিও তদ্রূপ নানাবিধ শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট হইলেও জীব আমার যে অংশকে বাড়াইতে চেষ্টা করে, সেই ভাগই পরিবর্দ্ধিত হয়। আমি কোন স্থানে স্ত্রী রূপে বর্ত্তমান, কোথাও বা পুরুষ রূপে বর্ত্তমান, কখন সূক্ষ্ম, কখন স্থূল, কোন সময়ে হ্রস্ব, আবার এক সময়ে দীর্ঘ রূপও ধারণ করিয়া থাকি, যেরূপ পরমাণু সমষ্টি হইতে এই মহান্ ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে, আবার এক সময় পরমাণু রূপে অবস্থান করিবে, আমিও সেইরূপ যখন সূক্ষ্ম ভাবে থাকি, তখন ঐ অবস্থাকে লোকে "নাশ" বলিয়া কীর্ত্তন করে, স্থূল ভাবে অবস্থান করিলে "জন্ম" বলিয়া সকলে বলে। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখিতে গেলে সকল বস্তুরই "নাশ" ও "জন্ম" সংকীর্ণ ও বিস্তীর্ণ এই দুটি অবস্থা ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। যেরূপ বট বৃক্ষ প্রথম পরমাণু রূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জল সিঞ্চনাদি যত্নে মহৎ শরীর ধারণ করে, সেইরূপ আমার নানাবিধ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মধ্যে যে যে ভাগকে যত্ন করে, তাহার সহায় স্বরূপে সেই ভাগই পরিবর্দ্ধিত হইয়া কার্য্য করে। যে সকল ব্যক্তিগণ তোমায় উত্তরাভিমুখে লইয়া যাইতেছে, উহারা আমারই শাখা প্রশাখা বিশেষ মাত্র। ক্ষণভঙ্গুর অচিরস্থায়ী সংসারে ভ্রমে নিপতিত হইয়া দিবানিশি উহাদিগেরই সেবা করিয়াছ। তোমার অসাধারণ যত্ন শুশ্রূষায়ই উহারা প্রবল পরাক্রমশালী হইয়াছে। আমার আর অনেক অঙ্গ আছে, তাহাকে তুমি কদাচিৎ সামান্য ভাবে যত্ন করিয়াছ, তাই এত ক্ষীণ ভাবে রহিয়াছি! যদিও তোমার সুখের জন্য সদা সর্ব্বদা আমার অভিপ্রায়, তথাপি তুমি আমায় হীনবলা করিয়াছ। তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। যে সকল পুত্র নামে পরিচিত ব্যক্তিগণ তোমায় আকর্ষণ করিতেছে, উহাদিগের সঙ্গে কেহ সুখী হইতে পারে না। উহারা যদিও আমার সন্তান সন্ততি, তথাপি আমি জীবকে যেরূপ সুখী করিতে পারি, উহাদিগের তাহা কোন কালেও সম্ভাবনীয় নহে, তুমি যদি আমায় প্রকৃত ভাবে যত্ন করিতে পারিতে, তবে এই সকল সন্তানগণ কিছুতেই তোমায় কষ্ট দিতে পারিত না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ সকল পুত্র, কন্যাগণই আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। আমার যে ভাগকে যে যত্ন করে, সেই অংশ বর্দ্ধিত হইয়া তাহার কার্য্য করিতে থাকে। তুমি যদি অন্যরূপ যত্ন করিতে, তবে দেখিতে পাইতে এ সকল ব্যক্তিগণ না আসিয়া আমার অন্যান্য পুত্রগণ আসিয়া তোমায় ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া যাইত। এ বিষয় এইক্ষণ আলোচনা করা

নিষ্প্রয়োজন। যখন ইহাদিগের হস্তে নিপতিত হইয়াছ, তখন অবশ্য ইহাদিগের মতানুসারে কিছু কাল ভোগ করিতে হইবে। এইক্ষণ তোমার দুঃখের সময় আসিয়াছে, পরে যে সুখ হইবে না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। যেহেতু এ সংসারে সকলই ভোগের দ্বারা ক্ষয় হইয়া যায়। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া আমার বড়ই ভয় হইল, ভাবিতে ভাবিতে অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। জ্ঞান লাভ করিয়া দেখি, ঐ পুত্র, কন্যা ও পরিচিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পর্ব্বতোপরি নীত হইয়াছি। চতুর্দ্দিক বৃক্ষ, গুল্ম প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত, মধ্যে মধ্যে ঊর্দ্ধদিকে অগ্নিশিখা উঠিতেছে, বেগবতী তটিনীসমূহ গিরিগহ্বর হইতে সমুদ্রাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। নানাবিধ পশুপক্ষীর কলরবে ঐ স্থান প্রতিধ্বনিত হইতে ছিল। শেষে দেখি, সাল বৃক্ষের সঙ্ঘর্ষণ হইয়া ভয়াবহ অগ্নি উৎপাদন হইল। ঐ বহ্নি ক্রমে বিস্তীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ পত্র, পুষ্প, ফলে পরিশোভিত লতা, গুল্ম, বিটপী সকলকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বহুতর হিংস্র জন্তু প্রাণভয়ে ভীত হইয়া ধাবিত হইল। আমিও তখন প্রাণভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সেই চেষ্টায় বাধা দিয়া পুত্রগণ বলিতে লাগিল,—তাত! তুমি বিফল চেষ্টা করিতেছ কেন? এইক্ষণ তুমি আমাদের অধীন, আমরা যে দিকে যাইব, তোমাকেও সেই দিকে চলিতে হইবে। যেরূপ দেখিলে, ঘর্ষণে বৃক্ষ শরীরস্থ বহ্নি বাহির হইয়া আশ্রয় সকলকে বিনাশ করিল। তোমার পুত্র বলিয়া পরিচিত আমরাও সেইরূপ তোমার দৈহিক, মানসিক প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে সম্ভূত হইয়া তোমায় মহান্ দুঃখে ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। তাই স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি করিবার মানসে তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি। যেখানে গেলে স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে পারিব, তোমাকে লইয়া এই ক্ষণ সেই স্থানেই প্রবেশ করিব।

এই সকল কথা বলিতে বলিতে পুত্র কন্যাগণ অতীব সূক্ষ্ম রূপ ধারণ করিয়া আমার সহিত মিসাইয়া গেল। তখন বোধ হইল যেন বায়ু কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া সমীপস্থ এক সুমহান্ ব্যাঘ্র শরীরে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন শারীরিক, মানসিক বৃত্তি সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গেল। সে অবস্থা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিয়া বলিবার নহে। কিছু দিন এই ভাবে অতিবাহিত হইল, পরে ঐ ব্যাঘ্রের শরীর হইতে তদীয় শুক্রের সঙ্গে মিশিয়া এক ব্যাঘ্রীর অন্তরে প্রবেশ করিলাম। প্রবিষ্ট হইয়া দেখি, চতুর্দ্দিক নানাবিধ নাড়ীতে বেষ্টিত, তথায় পুষ্প মধ্যস্থিত শিশির বিন্দুর ন্যায় মাংস নির্ম্মিত এক পুষ্পাকারে আকারিত কোমল পদার্থের অন্তরবর্ত্তি তৈজসিক বুদ্বুদের মধ্যে অতীব সূক্ষ্মকীট স্বরূপে অবস্থান করিতে লাগিলাম। তখন স্থূল শরীরে যে সকল শক্তি সঞ্চালিত হইত, তাহার কোন শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিলাম না। কেবল মাত্র জলপোকার ন্যায় বারম্বার স্পন্দিত হইতে লাগিলাম, গর্ভ ধারিণীর আহারীয় বস্তুর ভৌতিক অংশ স্নায়ুদ্বারা প্রবাহিত হইয়া ক্রমশঃই বুদ্বুদকে পরিবর্দ্ধিত করিতে লাগিল। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল, পরে ঐ সকল ভৌতিক পদার্থের সহিত জননীর শারীরিক শক্তি আসিয়া সূর্য্যালোকে কাচের স্বচ্ছতা প্রকাশের ন্যায় আমার শারীরিক শক্তিকে প্রকাশিত করিতে লাগিল। অথবা যেরূপ মনুষ্যের সৎসঙ্গে বাস করিলে সৎবৃত্তি, কুসংসর্গে বাস করিলে কুবৃত্তির উদ্দীপনা হয়, তদ্রূপ আমারও দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভে বাস করাতে মায়ের শারীরিক, মানসিক বৃত্তি অনুসারে আমারও শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি সকল প্রসারিত হইতে লাগিল। বারম্বার হস্তের বৃত্তি বা শক্তি আন্দোলিত হওয়ায় ঐ সকল ভৌতিক অংশ হস্তাকারে সম্বদ্ধ হইল। এইরূপ যখন যে সকল বৃত্তি প্রবলভাবে ক্রিয়া করিতে লাগিল, তখন সেই ক্রিয়ার প্রকাশক উপযুক্ত ভৌতিক পদার্থ মিলিত হইয়া শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল গঠিত হইতে লাগিল। এই ভাবে যখন নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ সবল হইয়া উঠিল, তখন মল, মূত্র, পূরীষ, অস্থি প্রভৃতির সম্পর্ক বড়ই কষ্টের কারণ হইয়া উঠিল। দিবা নিশি ভাবিতে লাগিলাম, কিরূপে এই কুস্থান হইতে পরিত্রাণ পাইব, এ যন্ত্রণা অপেক্ষায় মৃত্যুও শত গুণে শ্রেয়। আমি অতীব পাপী, নহিলে ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ একথা জানিয়াও ধর্ম্মকে অযত্ন করিয়া অধর্ম্মকে ক্রোড়ে স্থান দিয়াছি কেন? কেনই বা সেই প্রাচীন মহাত্মাগণের পদানুসরণ করিলাম না। যাহারা সাংসারিক স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্রকে ক্ষণস্থায়ী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যাদ্বারা অধর্ম্মকে নিস্তেজ করিয়া ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, যাঁহারা জন্ম, মৃত্যু ভয় বিবর্জ্জিত হইয়া নিত্যানন্দে বাস করিতেন। আবার মনে মনে বলিতে লাগিলাম হে ঈশ্বর! মহাপুরুষ! তোমায় ভুলিয়াই আমি এই নরক স্বরূপ গর্ভকোশে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছি। অতএব হে দয়াময়! তুমি এই বিপদ হইতে সত্বর আমায় উদ্ধার কর। এবার পৃথিবীতে গিয়া ক্ষণ কালের জন্যও তোমায় বিস্মৃত হইব না। চির দুঃখের কারণ অসার সংসারে কিছুতেই আবদ্ধ হইব না। তোমার উপাসনারূপ-অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সমস্ত কর্ম্মচয়কে ভস্মীভূত করিয়া জন্ম মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূতলে বাহির হইলাম। বাহির হইবামাত্র কিছুকাল অজ্ঞান হইয়া রহিলাম, পরে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া জননীর মুখমণ্ডল ও জগতের অন্যান্য বস্তু সকল দেখিয়া গর্ভ যন্ত্রণা ও বিস্মৃত হইয়া গেলাম। দিনে দিনে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠিল। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রবল হওয়ায় তখন জননীর স্তন-দুগ্ধে তৃপ্ত থাকিতে না পারিয়া নানাবিধ জীব হিংসা করিয়া স্বজাতীয়ের সহিত রুধির পানে শরীর পোষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইল, ক্রমশই ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল। প্রাণবায়ু মাত্র জীবনী শক্তির পরিচায়ক হইল, শরীর জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিল। তখন ভাবিলাম আমার জীবনের শেষ দিন আসিয়াছে, পরে এক দিন সন্ধ্যার সময় আকাশে ভয়ানক মেঘ উঠিল। প্রবল বেগে সন্ধ্যার পর হইতে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি তখন ঐ পর্ব্বতের এক বৃক্ষ মূলে নিপতিত রহিয়াছি। যখন রাত্রি দ্বিতীয়প্রহরা, তখন ঐ সকল দৈব জনিত কষ্ট আমার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রমে শ্বাস, প্রশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল। পরে দেখিলাম পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাঘ্র শরীর পরিত্যাগ করিয়া অতীব সূক্ষ্ম রূপ গ্রহণ করিয়াছি।

বায়ুভরে আকাশ পথে গমন করিতে লাগিলাম, কিছু কাল পরে পুনর্ব্বার সেই পুত্রগণকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা সকলেই অতীব সূক্ষ্মীভাব ধারণ করিয়াছে, অতি মৃদুভাবে বিচরণ করিতেছে, কাহারও সেই আনন্দ বা উৎসাহ নাই, সকলেই মৃদু মন্দ গতিতে আমার নিকটে আসিল, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—তোমরা এইক্ষণ আমায় লইয়া কোথায় যাইবে। তাহারা বলিল,—তাত! আমাদিগের গমন করিবার শক্তি নাই, সুতরাং তোমায় লইয়া কোন দিকে যাইতে পারিব না। অথচ তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, তাই তোমাকে ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইব না। তুমি যেখানে যে ভাবে অবস্থান করিবে, আমরাও সেই ভাবেই তোমায় আশ্রয় করিয়া থাকিব। এই সকল কথা বলিতে বলিতে দেখি মলিন বর্ণ কুৎসিতাঙ্গ খর্ব্বাকার কয়েকটী পুত্র কন্যা বক্ষে ধারণ করিয়া কৃষ্ণকেশ ছিন্নবস্ত্রপরিধান অতীব কৃশ এক রমণী দীনভাবে আমার নিকট উপনীত হইলেন। সর্ব্বদাই যেন তাহার নিদ্রা আবির্ভূত হইতেছে, সকল শরীরে মৃত্তিকা সংলগ্ন রহিয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মাতঃ! তুমি কে? কি জন্যে এই স্থানে আসিলে? যে কয়েকটী শিশু কন্যা তোমায় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, উহাদিগের ঐরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? তখন ঐ রমণী বলিলেন, বৎস! আমি সর্ব্বদাই নিদ্রিত অবস্থায় জড়ের ন্যায় একস্থানে থাকিতে ভাল বাসি। সংসারে কোন কর্ম্ম করিতে কোন সময়ই আমার ইচ্ছা হয় না, তাই আমার শারীরিক অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে। এই বালক বালিকাগণ আমারই সন্তান সন্ততি, ইহারা আমারই গর্ভে জন্মিয়াছে বলিয়া জীবিত থাকিলেও মৃতাবস্থায় রহিয়াছে, আমরা যত দিন জীবিত থাকিব, তত দিন এই ভাবেই থাকিব। এ অপেক্ষায় উন্নত অবস্থা কোন দিন আমাদিগের হইবে না। তুমিই আমাদিগের আশ্রয়, এতদিন তোমার পুত্র বলিয়া পরিচিত ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা সূক্ষ্মভাবে তোমার নিকটে রহিয়াছে, উহারা প্রবল বলশালী ছিল, তাই আমি এবং আমার এই পুত্রগণ ইহার কেহই প্রকাশ হইতে পারি নাই। এইক্ষণ তাহারা হীনবল হইয়াছে বলিয়া আমি পুত্র, কন্যা সহ তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমাদিগকে লইয়া তোমার কিছুকাল বাস করিতে হইবে। যে স্থানে গেলে আমরা নিরাপদে দিন যামিনী সুখের সহিত অতিবাহিত করিতে পারিব, তোমাকে সেই দিকে যাইতে হইবে। এই বলিয়া ঐ রমণী সন্তান, সন্ততির সহিত সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিয়া আমায় আশ্রয় করিলেন। আমার শরীর তখন ভারাক্রান্ত বোধ হইল। কোন দিকে চলিবার শক্তি রহিল না। অধিক কি, জড় পদার্থের ন্যায় অটল ভাবে পতিত রহিলাম। কিছুকাল এইভাবে অতীত হইল, পরে এক দিন বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া এক পুষ্পমধ্যে নিপতিত হইলাম। পুষ্প মধ্যে পতিত হইবা মাত্র পুষ্প মুদিত হইল, পরে ক্রমশঃ বৃক্ষ হইতে ভৌতিক অংশ আসিয়া আমার শরীরকে পিণ্ডাকারে আকারিত করিল। কিছু দিন পরে দেখিতে পাইলাম, আমার শরীর একটী পূর্ণফলরূপে পরিণত হইয়াছে। কিছু দিন পরে ফল সুপক্ক হইল। এক দিন সূর্য্যতাপে উত্তপ্ত হইয়া সামান্য বায়ুর আঘাতে ভূতলে নিপতিত হইলাম। কিছুদিন এইভাবে শেষ হইল, পরে আমার শারীরিক মাংস যখন ভূমিতে মিশাইয়া গেল, তখন আমি অঙ্কুর রূপে পরিণত হইলাম। কিছুদিন পরে একটী শাখা পল্লববিশিষ্ট বৃক্ষ হইয়া পৃথিবী উপরি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। যখন চেতনস্বভাব জীবগণ আমার অনিষ্ট করিত এবং যে সময় প্রবল বায়ুর আঘাতে আমার শাখা প্রশাখা ছিন্ন ভিন্ন হইত, তখন বড়ই দুঃখ হইত, কিন্তু সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তি শিথিল হওয়ায় কিছুই প্রকাশ করিতে পারিতাম না। যে সময় আমার পুষ্প হইত, সে সময় ঐ পুষ্পে নানাবিধ সূক্ষ্ম শরীরবিশিষ্ট জীব আসিয়া মিলিত হইত এবং আমার শরীরাভ্যন্তরেও অনেক জীব অবস্থান করিত। এইভাবে অনেক দিন গত হইল, পরে একদিন প্রবল বায়ুর আঘাতে মূল ছিন্ন হইয়া শাখা প্রশাখার সহিত ভূতলে শায়িত হইলাম। তখন পুনর্ব্বার পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্মরূপ ধারণ করিলাম। বায়ুর দ্বারা আকাশ মার্গে বিচরণ করিতে লাগিলাম। মনে নানাবিধ ভাব উপচিত হইল, ভাবিলাম এইক্ষণ কোথায় যাইব। যে সকল পুত্র বলিয়া পরিচিত ব্যক্তিগণ আমার সঙ্গে ছিল, তাহারাই বা কোথায় রহিল, যে রমণীদ্বয় আমার আশ্রিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহারাই বা কোথায়? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখি রক্তবস্ত্রপরিধান, বিকটাকার, জটাবেষ্টিতশির, ভীমদর্শন এক পুরুষ আসিয়া আমার হস্ত ধারণ করিল। তদ্দর্শনে আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। কিছুকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, এক রাজভবনে উপনীত হইয়াছি। তখন আমি ভয়ানক এক কঠিন শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি! শরীরের কঠিনতা অনুভব করিয়া ভয়াবহ চিন্তা উপস্থিত হইল। ঐ সভার চারিটী দ্বার, নীলবর্ণ, রক্ত বস্ত্র পরিধান, গলে রক্তপুষ্পমালা পরিশোভিত, দীর্ঘকায়, ভীমদর্শন পুরুষদ্বয়দ্বারা সুরক্ষিত হইতেছে। প্রশস্তললাট অতি সুবিশাল নেত্রদ্বয়, দীর্ঘ বাহু, শ্যামবর্ণ ভূপতি রক্তসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছেন, তাঁহার তেজে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। গৃহের যে দিকে দৃষ্টি করি, তাহাতেই চক্ষু নিস্তেজ হইয়া যায়। ভয়েতে আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ভূপতি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, তোমার ভয় হইয়াছে কেন? আমি নিরর্থক কোন জীবকে কষ্ট দিতে পারি না। অল্প দিন হইল, তুমি আমার আলয় হইতে নানাবিধ ভোগাবসানে মনুষ্য জন্ম পাইয়াছিলে, তাহাতে যেরূপ কার্য্য করিয়াছ, তাহার ফলেই একবার ব্যাঘ্র ও একবার বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, এইক্ষণ তোমার এমন একটী কর্ম্মাশয় আছে, যাহা আমার, এস্থান ব্যতীত ক্ষয় হইতে পারে না। ঐ কর্ম্মের যে পর্য্যন্ত নাশ না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুমি অন্য কোন জন্ম গ্রহণ করিতে পারিবে না। ভোগ ব্যতীত জীবের পাপ-পুণ্য কিছুরই ক্ষয় হয় না। পাপজন্যই দুঃখ ভোগ, পুণ্য জন্যই সুখ ভোগ হইয়া থাকে। সম্প্রতি পাপ ক্ষয়ের জন্য তোমার কিছু দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। আমি তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, মহারাজ! আমি না জানিয়া অজ্ঞান বশতঃ কুকর্ম্ম করিয়াছি, আবার যদি জন্ম গ্রহণ করি, তবে কোনও সময় পাপ করিব না। অতএব আমায় ক্ষমা করিতে

আজ্ঞা হয়। তখন তিনি বলিলেন,—তুমি না বুঝিয়া বিলাপ করিতেছ কেন? মর্ত্ত্য লোকে যেরূপ রাজা দেখিয়াছ, আমি সেরূপ রাজা নহি। আমার ইচ্ছায় কোন কর্ম্মই হইতে পারে না, কর্ম্ম হইতেই জীবের যাবতীয় উপভোগ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তোমার যদি ভয়াবহ পাপ বলীয়ান্ না হইত, তবে আমি তোমায় স্পর্শ করিতে পারিতাম না। অধিক কি? যেরূপ চিকিৎসক রোগীকে তিক্ত দ্রব্য ব্যবস্থা করিয়া রোগ হইতে মুক্ত করিয়া থাকে। আমিও তদ্রূপ নানাবিধ নরক যন্ত্রণা ভোগদ্বারা পাপীর পাপ মুক্তি করিয়া ধর্ম্মের উদ্দীপনা করিয়া দেই, এই জন্য আমাকে লোকে ধর্ম্মরাজ বলিয়া থাকে। বোধ হয় এইক্ষণ বুঝিতে পারিলে যে আমি নিজে কোন কার্য্যই করি না। স্বীয় কর্ম্মের ফলে জীব সুখ, দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। অপর যাহা বলিলে যে আমি না জানিয়া পাপ কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা কোন মতে সম্ভব নহে। কারণ মনুষ্য মাত্রেই জানে যে ধর্ম্ম হইতে সুখ, অধর্ম্ম হইতে দুঃখ, তবে কেহ ঐ কথা অবিশ্বাস করে। কেহ বা বুঝিয়াও অলসতা বশতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠান করে না। সুতরাং তোমার অবশ্যই স্বকৃত কর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে।

এভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল, পরে এক পুরুষ আসিয়া আমায় লইয়া এক অন্ধকারময় গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল। তথায় নানাবিধ হিংস্র জন্তু ক্রোধভরে আসিয়া আমার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া রুধির পান করিতে লাগিল, এই সকল কষ্টে সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িলাম। চৈতন্য লাভ করিয়া দেখি, ঐ গর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি। অতীত নানাবিধ যাতনায় শরীরের কোন অংশ ক্ষয় হয় নাই! ভাবিলাম, এত কষ্ট পাইয়াও দেহের কিছুমাত্র বৈকল্য না হইবার কারণ কি? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকার এক পুরুষ আসিয়া বলিল, তাত! এতকাল আমি যত্নে তোমার আশ্রয়ে বাস করিতে ছিলাম, কিন্তু এইক্ষণ আমার প্রাণ ধারণ করা অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতীত দুঃখ ভোগে তোমার শরীর নষ্ট না হইয়া আমিই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছি। অতি কষ্টে তোমার সহিত কথা বলিতেছি, এই দেখ, আমার হস্ত পদ প্রভৃতি শরীরের অবয়ব সকল ভগ্ন, হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ বলিবার শক্তি নাই। এই মাত্র বলিতে বলিতে ঐ ব্যক্তি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন এক ভয়ানক পুরুষ আসিয়া আমায় পূতিগন্ধ বিশিষ্ট এক গর্ত্তে নিক্ষেপ করিল। তথায় মধ্যে মধ্যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ পাইতেছে। বোধ হইল যে, উত্তাপে শরীর ভস্মীভূত হইয়া গেল। যদিও ঐ স্থান অন্ধকার যুক্ত নহে, তথাপি আমি কিছুই চক্ষে দেখিতে পাইলাম না। পিপাসায় আকুল হইয়া বারম্বার জল চাহিতে লাগিলাম। কেহই আমায় জল দিল না, পরন্তু ভূয়োভূয় তিরস্কৃত হইলাম। এই সকল কারণে ধৃতি প্রভৃতি জীবনী শক্তি বিলুপ্ত প্রায় হইয়া গেল। পুনর্ব্বার সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখি, ঐ স্থান হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। আমার সম্মুখে জীর্ণ কলেবর মলিন ভাবাপন্ন এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান, সে বলিল,—পিত! এতকাল সুখের সহিত বাস করিতে ছিলাম। এই ক্ষণ আমার দুঃখের সময়। আর জীবিত থাকিতে পারি, এমত বোধ হয় না। সংসারে ধন মদে মত্ত হইয়া অনেক প্রাণিকে উত্তাপ জন্মাইয়াছিলে, তাহাতেই আমি স্থূল দেহ পাইয়াছিলাম। পরে এইরূপ ভয়াবহ স্থানে ভোগের নিমিত্ত এতকাল ছিলে, তাহাতেই আমি মৃত প্রায় হইয়াছি। এইক্ষণ চলিলাম, এই বলিয়া পুত্র অন্তর্হিত হইল। তখন ভীম দর্শন রক্তাক্ষ এক ব্যক্তি আসিয়া আমায় ধারণ করিলেন। তাঁহাকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে? আমাকে কি জন্য ধরিতেছেন? আমাকে এ ভাবে আর কতকাল কষ্ট পাইতে হইবে, শরীরে আর সহ্য হয় না, মৃত্যুই আমার শ্রেয়। তিনি বলিলেন, তুমি যে বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলে, আমি সেই বিচারপতি; আমি স্বকীয় কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য নানারূপে বিরাজিত। এ যাত্রায় আর অধিক ক্লেশ তোমায় পাইতে হইবে না। তবে পুনর্ব্বার যে এসকল ভোগ হইবে না, তাহা বলা যায় না। এইক্ষণ তোমার যে শরীর রহিয়াছে, এ শরীর অতীব কঠিন। কোন কষ্টেই ইহার নাশ হইবার নহে। পৃথিবীতে কামপরতন্ত্র হইয়া যে সকল পাপ কার্য্য করিয়াছিলে, এইক্ষণ ঐ পাপকে ক্ষয় করিবার জন্য অন্য একটী স্থানে যাইতে হইবে। সেই ভোগাবসানে পুনর্ব্বার মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। কিছুকাল পরে ঐ ব্যক্তি এক উদ্যানে আমায় লইয়া উপনীত হইলেন। তথায় রুধিরাক্ত বহুতর যুবক যুবতি চতুর্দ্দিক্ প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। তাহার পশ্চাতে বিকটদশনা, পিঙ্গলবর্ণা, শুভ্রকেশা, ছিন্নবস্ত্রপরিধানা এক রমণী উহাদিগকে নখাঘাত করিতে করিতে প্রধাবিতা হইতেছে, তদ্দর্শনে মনে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। ভাবিলাম, ঐ যুবক যুবতিদিগকে কি জন্যে তাড়না করিতেছে। যদি পাপী বলিয়া ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও পাপী, আমারও ঐরূপ বিপদে পতিত হইতে হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখি কোটরস্থ চক্ষু, দীর্ঘনাসা, করালবদনা, ক্ষীণোদরী মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক বাহু প্রসারিত করিয়া আমায় গ্রাস করিতেই যেন আগমন করিতেছে। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঐ উদ্যানের যে দিকেই গমন করি, তাহতেই উদ্যানজাত বৃক্ষের পত্র সকল গাত্রে সংলগ্ন হওয়ায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রুধির প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন যতই বেগে চতুর্দ্দিক প্রধাবিত হইতে লাগিলাম, ততই যেন শরীরে অসির আঘাতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল এবং ইহাও, বুঝিলাম, পূর্ব্ব যুবক ও রমণীগণ এইজন্যই রুধিরাক্ত কলেবরে গমন করিতেছে। এইভাবে অনেকস্থান অতিক্রম করিয়া এক পুষ্প উদ্যানে উপনীত হইলাম। সেস্থান নানাবিধ কুসুম ভারাক্রান্ত বৃক্ষে পরিশোভিত, ঐ উদ্যানের চতুর্দ্দিক কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত, একটীমাত্র দ্বার, তাহাতে এক বৃদ্ধা রমণী দণ্ড হস্তে রক্ষা করিতেছে। আমি নির্ব্বিঘ্নে ঐ স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কোথাও কোন বাধা প্রাপ্ত হইলাম না। ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ উদ্যানের মধ্যস্থিত এক জলাশয় নিকটে উপনীত হইলাম। তথায় ইষ্টক নির্ম্মিত একটী গৃহ রহিয়াছে। জলাশয়ের জল অতীব নির্ম্মল; দুই পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত ঘাট রহিয়াছে। ঐ

ঘাটে কয়েকটী নবযৌবন সম্পন্ন স্ত্রীলোক জলকেলী করিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া আমার মন মুগ্ধ হইল, কিছু কাল পরে ঐ রমণীগণ আমায় আহ্বান করিল, আমিও তাহাদিগের নিকটে গিয়া ঐ আনন্দে যোগদান করিয়া অনুপম আনন্দে নিমগ্ন রহিলাম। কিছুকাল এই ভাবে অতীত হইল, আমাদিগের আনন্দধ্বনি শুনিতে পাইয়া শুভ্রকেশা, বিকটদশনা, দীর্ঘনখবিরাজিতা এক বৃদ্ধারমণী বালু প্রসারণ পূর্ব্বক আমাদিগকে ভৎসনা করিতে করিতে আসিয়া আমাদিগের অংশ পরিমাণ বালুকা নিক্ষেপ করিল, তখনই যেন সকলের শরীরে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। জলাশয়ের জল অগ্নি তুল্য বিবেচনা হইল। শারীরিক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সকলেই নানাস্থানে পলায়ন করিলাম। আমি কিছুদূর যাইয়া দেখি, পূর্ণযৌবনা তপ্তকাঞ্চন-পীত-জ্যোতিবিশিষ্টা বিশালনেত্রা এক রমণী সুধাকর বিনিন্দিত বদন নত করিয়া আমার দিকে কটাক্ষ করিতেছে, তাহার অলৌকিক ভাব দর্শন করিয়া আমার সমস্ত জ্বালা বিদূরিত হইল। স্থির ভাবে তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম এবং মনে মনে তাহার সহিত মিলন কামনা করিতে লাগিলাম। অনেক সময় এই ভাবে অতীত হইবার পর, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তুমি কে? তখন রমণী বলিল, আমি কুমারী, এই উদ্যানই আমার চিরবাসস্থান, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি পুরুষ দর্শন করি নাই, অথচ সর্ব্বদাই পুরুষসঙ্গ বাঞ্ছনীয়, এই জন্য তোমায় দর্শন করিয়া আমার লোভ হইয়াছে। তাহাতেই ভূয়োভূয় তোমার প্রতি চাহিতেছি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাতে উপগত হইতে পার। এই মাত্র বলিতে বলিতে আমার হৃদয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় ক্রমশঃই ঐ কামিনীর দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। পরে অল্প সময় মধ্যেই ঐ রমণীতে উপগত হইলাম। কিছু কাল পরে বোধ হইল যেন ঐ রমণী অগ্নি নির্ম্মিতা, আমার শরীর জলন্ত আলয়ের ন্যায় দগ্ধ করিতে লাগিল। শরীরের ত্বক্, মাংস ক্রমে ক্রমে গলিয়া পড়িতে লাগিল। অনেক সময় বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অগ্নি প্রবিষ্ট পতঙ্গের ন্যায় বিফলচেষ্ট হইলাম। কিছুকাল পরে অস্থি, মজ্জা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন পুনর্ব্বার সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হইয়া বায়ু ভরে গগনমণ্ডলে বিচরণ করিতে লাগিলাম। কিছু কাল পরে দেখি, স্থিরনেত্র দীর্ঘকায়, শুভ্রবর্ণ সেই পুত্র বলিয়া পরিচিত একটী পুরুষ কন্যা-সমভিব্যাহারে আমার সমীপে উপস্থিত হইল। যে আমায় প্রথমে নক্ষত্র লোকের নিকটে লইয়া গিয়াছিল, তিনি বলিলেন তাত! এইক্ষণ তোমার সুখের সময় আসিয়াছে, অতএব অপেক্ষা না করিয়া আমার সঙ্গে আইস। আমি বলিলাম, তোমরা কোথায় লইয়া যাইবে এবং তোমার সঙ্গে যাহারা আসিয়াছে, উহারাই বা কে? তখন সঙ্গী ব্যক্তিগণ মধ্যে এক ব্যক্তি বলিলেন, আমি জীবের সর্ব্বদাই উপকার করিতে চাই, কোন বস্তু সঞ্চয় করিতে ভাল বাসি না। আপনার উপভোগের সামগ্রী অন্য ব্যক্তিকে দিয়া সুখী হই। যে যাহা আমায় চায়, আমি কিছুতেই না বলিতে পারি না। আমরা সকলেই তোমার আশ্রিত। দ্বিতীয় সঙ্গী বলিল, আমার কেহ অপকার করিলেও আমি তাহার হিংসা করি না। জগতে এরূপ কোন ব্যক্তিই নাই, যাহাকে আমি শত্রু মনে করি। চিরদিন আমি তোমার আশ্রিত। তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, আমার আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যত আছে, তাহাদিগের বিয়োগে আমি দুঃখিত হই না। কোন তাপদ্বারা আমি অভিভূত হই না। সর্ব্বদাই স্থির চিত্তে অবস্থান করি। তোমায় আশ্রয় করিয়াই আমার অবস্থান। এইক্ষণ তোমাকে লইয়া যে স্থানে গেলে শান্তিতে বাস করিব, সেই স্থানেই তোমায় লইয়া যাইব। চতুর্থ ব্যক্তি বলিল, আমি ন্যায় পূর্ব্বকই ধনাগমদ্বারা সকল কর্ম্ম করিয়া থাকি, কোন সময় পর ধনে আমার প্রবৃত্তি যায় না। তুমিই আমার আশ্রয়। পঞ্চম ব্যক্তি বলিল, সর্ব্বদা শুদ্ধ ভাবে, পবিত্র ভাবে থাকিয়া প্রীত হই। কোন সময়ই অশুচি ভাবে থাকিতে পারি না, অপবিত্রতা আমার বড়ই অসহনীয়। ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিল, আমি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয় শক্তিকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত রাখিতে চেষ্টা করি। ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। তোমার হিত কার্য্যে আমার মতি, তুমিই আমার আশ্রয় দাতা। সপ্তম ব্যক্তি বলিল, আমি দিবানিশি ভগবানের রূপ দেখিতে ভাল বাসি। জগতে আত্ম সম্পর্কীয় যে সকল জীব আছে, তাহাদিগের প্রতি ক্ষণকালের জন্যও আমার মন যায় না। সকলের মমতা, ভালবাসা আমি ঈশ্বরেতেই অর্পণ করিয়াছি। যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধাচরণ না করে, তাহার সহিত আমি একত্রে বাস করি। তুমিই আমার আশ্রয়। এতকাল মগ্ন ভাবে তোমাতে অবস্থান করিতে ছিলাম, বোধ হয় এইক্ষণ কিছু আনন্দিত ভাবে থাকিব। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইল, পরে ঐ কয়েকটী ব্যক্তি সমবেত হইয়া আমায় ঊর্দ্ধ দিকে লইয়া চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভাবিলাম, এবার আমার দুঃখের অবসান হইয়াছে। বোধ হয় পৃথিবীর নানাবিধ যাতনা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধস্থিত কোন একটী বিশিষ্ট স্থানে বাস করিতে পারিব, এই ভাবিতেছি, এমত সময় ঐ ব্যক্তিগণ স্থির ভাবে দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমরা এখানে কি জন্য অপেক্ষা করিতেছ, তাহারা বলিল আমাদিগের আর ঊর্দ্ধে যাইবার শক্তি নাই। কারণ আমাদের গর্ভধারিণী জননীর সঙ্গে আমরা সকল স্থানেই যাইতে পারি, তিনি এইক্ষণ জীর্ণ কলেবরে নীচে অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং আমরাও তোমায় লইয়া তাহার নিকটে যাইব। তিনি যে দিকে যাইবেন, আমরাও সেই দিকেই যাইব। এই বলিয়া আমায় লইয়া সকলেই ভূমিতে আগমন করিল। তখন আমার সকল আশা ভরসা বিদূরিত হইয়া প্রবল চিন্তা উপস্থিত হইল।

অনন্তর পৃথিবীতে নামিয়া দেখি, শুভ্রবর্ণা, স্নিগ্ধনয়না, ক্ষীণকলেবরা এক রমণী দ্বিতীয়ার শশধরের ন্যায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বুঝিলাম, ইনিই আমার সঙ্গিদিগের মাতা। বলিলাম,—মাতঃ! আপনি কি জন্যে এ ভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি বলিলেন, বৎস! যাহাদিগের সঙ্গে তুমি এখানে আসিলে, ঐ সকল সন্তান সন্ততি আমারই, এতদ্ভিন্ন আমার আরও পুত্র কন্যা আছে। তাহাদিগকে এইক্ষণ

দেখিতে পাইবে না। যেরূপ হস্ত পদাদি সমস্ত লইয়া তোমার শরীরের পূর্ণতা, তদ্রূপ আমার সন্তান সন্ততিদিগকে লইয়া আমার পূর্ণতা। আমি ও আমার পুত্র, কন্যা সকলই তোমার আশ্রিত। তুমি যে কয়েকটীকে যত্ন করিয়াছ, তাহাদিগকেই সহাস্য রূপে দেখিতেছ, অন্য বালক, বালিকাকে উপযুক্ত শুশ্রূষা কর নাই, এজন্য তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি উহাদের দ্বারাই আমার পূর্ণতা, সুতরাং যে পর্য্যন্ত আমার অবশিষ্ট সন্তান সন্ততি ইহাদিগের মত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুমিও আমাদিগকে দেখিতে পাইবে না। এবং আমারও সবলতা হইবে না। এই জন্যই এত হীন ভাবে রহিয়াছি। যে সময় তুমি আমার সন্তান সন্ততিদিগকে উন্নত করিতে পারিবে, তখন আমারও অবস্থা ভাল হইবে। আমার সকল সময়ই ঊর্দ্ধ দিকে যাইতে ইচ্ছা, এইক্ষণ হীনবলা হইয়াছি বলিয়া তাহা পারিতেছি না। যখন সমর্থ হইব, তখন আমি মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিয়া সে স্থানে যাইব। সুতরাং তখন তুমিও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইবে, পরন্তু তুমি ইতি পূর্ব্বে যে সকল দুঃখ ভোগ করিয়া আসিয়াছ, তদপেক্ষায় অনেক সুখেই থাকিবে। এই বলিয়া রমণী অন্তর্হিতা হইলেন। তখন পূর্ব্ব ব্যক্তিগণ আমায় লইয়া এক রাজ বাটীতে উপনীত হইল। তথায় যাইবা মাত্র ঐ সকল ব্যক্তি আবার ক্ষুদ্র রূপ ধারণ করিয়া আমাতেই যুক্ত হইয়া গেল। আমি তখন বায়ুদ্বারা বিতাড়িত হইয়া একবার জলে, একবার স্থলে, একবার বৃক্ষে, এইরূপ ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এক দিন রাজা আহার করিতে বসিয়াছেন, ঐ সময় বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া রাজার জল পাত্রে নিপতিত হইলাম। তাহা কেহই দেখিতে পাইল না, কিন্তু আমি বুঝিলাম, বোধ হয় এবার রাজ শরীরে প্রবিষ্ট হইব, পরে যাহা ভাবিলাম, তাহাই হইল। পানীয় জলের সঙ্গে রাজার অন্তরে প্রবিষ্ট হইলাম। কিছু দিন পরে রাজ-দারার গর্ভ কোষে স্থান পাইলাম। তথাকার যে কষ্ট, তাহা বাক্যদ্বারা বুঝাইবার নহে। যখন জননী সুখে থাকিতেন, তখন আমিও নানাবিধ ক্লেশজনক স্থানে বাস করিয়াও শান্তিতে থাকিতাম। গর্ভধারিণীর যখন নিদ্রা হইত, তখন আমি নিদ্রায় অভিভূত হইতাম। যে সময় জননী নানাবিধ উৎকৃষ্ট আহার করিতেন, তাহার কিছু কাল পরেই আমি ঐ সকল বস্তুর রস গ্রহণ করিতাম। কোন কারণে মায়ের হৃদয়ে দুঃখ হইলে আমিও দুঃখিত হইতাম। এই ভাবে কিছুদিন অতীত হইল, পরে যখন শারীরিক সমস্ত অবয়ব পূর্ণ হইল, তখন কোন উপায়ে বহির্গত হইব, সর্ব্বদাই এই চিন্তা করিতে লাগিলাম, এবং ঈশ্বর সমীপে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, প্রভো! তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতেছ। তুমি ভিন্ন জগতের কোন কার্য্যই হয় না। তোমার চক্রে নিপতিত হইয়া কতবার গর্ভযন্ত্রণা, কতবার মৃত্যুর ক্লেশ ভোগ করিলাম। এইক্ষণ এই মহা পাপীকে এই মহান্ নরক হইতে উদ্ধার কর। অনেক বার এই ভাবে যন্ত্রণা পাইলাম, কিন্তু নাথ! কৃপা করিয়া এবার ভূমিষ্ট হইলে পুনর্ব্বার গর্ভকোষে নিক্ষেপ না করিয়া তোমার চরণে আশ্রয় প্রদান করিও। হে মহান্ ঈশ্বর! একবার পাপীর পানে দৃষ্টি করিয়া তোমার দয়াময় নামের মহিমা বুঝিতে দাও। এই ভাবে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে একদিন প্রভাত সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলাম। তখন রাজ-ভবন নানাবিধ আনন্দ উচ্ছ্বাসে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। পরে বহুতর যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইতে হইতে বাল্যকাল অতীত হইল। ঐ বাল্যাবস্থায়ই পিতা উপযুক্ত শিক্ষকের করে আমায় ন্যস্ত করিয়াছিলেন, এ কারণ যৌবনদশায় ইন্দ্রিয়গণ আমায় কুপথে চালিত করিতে পারিল না। গুরুর সারগর্ভ উপদেশ আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরিত ছিল। এই উপদেশ প্রভাবে যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের কোন সময়ই ব্যাঘাত ঘটিত না। এই ভাবে অনেক দিন গত হইয়া যৌবনের পূর্ণাবস্থায় দার গ্রহণ করিলাম। পরে বনিতার সহিত একত্রে বাস করায় দিন দিন ভোগ পিপাসা পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এ দিকে পিতা উপযুক্ত জ্ঞানে আমায় রাজ্য শাসনে নিয়োগ করিলেন। আমিও নিজ বিবেকের সাহায্যে রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। পরে কাল সহকারে পিতা মাতা উভয়েই পর লোকে গমন করিলেন, তজ্জন্য বিশেষ অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল।

এক দিন মৃগয়ার্থ কাননে যাত্রা করিলাম। অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া মহোচ্চ পর্ব্বতোপরি উপনীত হইলাম। কিছু কাল পরে একটী সুন্দর মৃগ আমার নয়নগোচর হইল, তখন শর সন্ধান পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলাম। ক্রমে দিবা অবসান প্রায় হইল, তথাপি মৃগ আমার সন্ধানে পতিত হইল না। যখন রাত্রি হইয়াছে, তখন দেখি, ঐ মৃগ এক অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইল। আমি তাহার নিকটে গিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। আপনি কে? রমণী বলিল, আমি মানুষ নই, এই পর্ব্বতের উপরি ভাগে আমার বাস, সেখানে আমি ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীর যাইবার শক্তি নাই। যদি কেহ সাহস করিয়া অগ্রসর হয়, তবে হীন প্রভাবে তাহার শরীর নষ্ট হইয়া যায়। তুমি পৃথিবীর লোক, সুতরাং কোন দৃষ্টান্তে সে স্থানের অবস্থা তোমায় বুঝাইতে পারিব না। আমি বলিলাম, আপনি মৃগ রূপ ধারণ করিয়া ছিলেন কেন?

সে উত্তর করিল। মানুষের সহিত কৌতুক করিতে আমরা বড়ই ভাল বাসি, মনুষ্য যদিও আমার স্বধর্ম্মে নহে, তথাপি অনেক মানুষ এরূপ আছে, যাহাদিগকে আমরা ঘৃণা করি না, পরন্তু কোন মহৎ মনুষ্য মন্ত্রবলে আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া আমাদিগের সঙ্গে ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়। তোমায় দেখিয়া আমার প্রীতি হইয়াছে, তাই তোমার সহিত কৌতুক করিতে ছিলাম। তুমি যদি আমার সহিত যাইতে ইচ্ছা কর, তবে যাইতে পার। আমি বলিলাম, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমায় সঙ্গে নিলে বড়ই সুখী হইব। রমণী তখনই আমার হস্তে একটী পত্র ছিঁড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এই পত্র তোমার সঙ্গে থাকিলে তুমি হিমে মরিবে না। যদি পত্র হারাইয়া যায়, তবে তখনই আমায় স্পর্শ করিও, এই কথা বলিয়া রমণী উত্তরাভিমুখে চলিলেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

কিছুকাল পরে এক প্রস্তরময় পুরী দর্শন করিলাম। ঐ পুরীর

মধ্যে অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি হইতেছে, ওরূপ সঙ্গীত আর কখন কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তখন ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে আমার অধিকার আছে কি? রমণী বলিলেন, যদিও তুমি ওস্থানে যাইবার উপযুক্ত নও, তথাপি আমার সঙ্গে অবশ্য যাইতে পারিবে, এই বলিয়া রমণী আমায় লইয়া ঐ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখি, গৌর বর্ণ, শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক পুরুষ সঙ্গীত করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে বহুতর ভূষণে বিভূষিত রমণীগণ দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং ঐ ব্যক্তির পার্শ্বে অলৌকিক শোভা বিশিষ্ট দুইটী পুরুষ বসিয়া রহিয়াছে, আমি রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহারা কে? রমণী বলিলেন, যিনি সঙ্গীত করিতেছেন, ইনি একটী যোগী, যে সকল পুরুষ ইহার নিকটে বসিয়াছেন, উহাদিগের নাম রাগ এবং ঐ রমণীগণ সকলেই রাগিণীরূপে বিরাজ করিতেছে। রাগরাগিণীর রূপ আদায় করিতে পারিলেই ঐ সকল রূপ সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মর্ত্ত্য লোকে সঙ্গীতশাস্ত্রে প্রকৃত অধিকারী লোক নাই বলিয়া সঙ্গীতের এতদূর মহিমা দৃষ্ট হয় না। যে কএকটী পুরুষ বসিয়া আছেন, উহাদিগের নাম শ্রীরাগ, বসন্ত মল্লার, ভৈরব, মেঘবৃষন্নাট। ঐ যুবতিগণ মধ্যে ছজন করিয়া এক একটী পুরুষের স্ত্রী, তৎভিন্ন ইহাদিগেরও সন্তান সন্ততি আছে, তাহাদিগকে উপরাগ, উপরাগিণী বলে। যেরূপ এই যোগীকে সঙ্গীত পারদর্শী দেখিলে, এস্থানে এরূপ অনেক লোক আছে, যাহারা এ অপেক্ষায় উৎকৃষ্ট সঙ্গীতাভিজ্ঞ। ঐ যে ব্যক্তি সঙ্গীত করিতেছেন, ইনিও মনুষ্য। যোগ বলে অপূর্ব্ব ক্ষমতা লাভ করিয়া এস্থানে আসিতে সক্ষম হইয়াছেন। পরে এস্থানবাসী কোন ব্যক্তির নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া এতদূর ক্ষমতালাভ করিয়াছেন। এক্ষণ আমাদিগের এস্থানে অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন, এই বলিয়া রমণী তথা হইতে বহির্গতা হইলেন। আমিও তাঁহার পশ্চাৎ গামী হইলাম। কিছু দূর যাইয়া রমণী আমাকে লইয়া এক উত্তম গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের মধ্যস্থান অতীব মনোরম, দুই পার্শ্বে সুকোমল শয্যা প্রস্তুত রহিয়াছে, কামিনী এক পার্শ্বে উপবেশন করিয়া অপর পার্শ্বে আমায় বসিতে বলিলেন। আসন গ্রহণ করিয়া বলিলাম আমি বহুতর সৌভাগ্যফলে আপনার দর্শন পাইয়াছি। অতএব কৃপা পূর্ব্বক আমাকে আপনাদিগের যে সকল অমানুষ ক্ষমতা আছে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ শিখাইতে আজ্ঞা হউক। তখন রমণী বলিলেন, আমাতে মানুষের অসাধ্যত কোন ক্ষমতাই নাই। জগতে এরূপ কার্য্য অতীব বিরল, যাহা মানুষের অসাধ্য। অধিক কি, মানুষ চেষ্টা করিলে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। বর্ত্তমান সময় মানবগণ অজ্ঞান রূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাহাতেই অলৌকিক বস্তুতে বিশ্বাস লোপ হইয়া গিয়াছে। যাহার বিশ্বাস আছে, তাহারও অলসতার জন্য কোন কার্য্য হয় না। আবার অনেক লোক আছে, তাহারা অলৌকিক অনেক পদার্থ স্বীকার করে, কিন্তু মনের সহিত বিশ্বাস করে না। এই সকল কারণেই মানুষের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তুমি বিশেষ কোন শক্তি লাভ করিতে চাহিলে মন্ত্র বিদ্যার প্রথমে অধিকারী হও। যেরূপ দেখিলে সঙ্গীতধ্বনি দ্বারা ঐ সকল মূর্ত্তি সাক্ষাৎ হইয়াছে, তদ্রূপ মন্ত্র বিশেষের প্রভাবে নানাবিধ মানুষের অদৃশ্য জীবও আকৃষ্ট হয়। আমরা মন্ত্র প্রভাবে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতে পারি। তাহাতে শরীর নষ্ট হয় না। মন্ত্র বলে আমাদিগকেও মানুষে সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। তুমি কিছুকাল মন্ত্র শিক্ষা করিলে আমাদের ন্যায় ক্ষমতা লাভ করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, অতএব তুমি স্নান করিয়া আইস, তোমায় যন্ত্রযোগ শিখাইব। আমি তখনই স্নান করিয়া আসিলাম, পরে রমণীর উপদেশানুসারে মন্ত্র যোগে প্রবৃত্ত হইলাম। এই ভাবে ক্রমে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল, পরে এক রমণী বলিলেন, তোমায় শেষে যে মন্ত্র শিখাইয়াছি, ঐ মন্ত্র পাঠ করিলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবনের যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবে, তথাই যাইতে পারিবে এবং এতকাল মন্ত্র জপদ্বারা তুমি এই ক্ষমতা লাভ করিয়াছ। তোমার যত বার জন্ম হইবে, প্রত্যেক বারই পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল মনে থাকিবে। তুমি অনেক দিন সংসার পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, এইক্ষণ গৃহে ফিরিয়া যাও। আমি বলিলাম, যখন আমার প্রতি কৃপা করিয়াছেন, তখন অবশ্য আমার আর একটী অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে। যদিও আমার নানা স্থানে যাইতে উপায় করিয়া দিয়াছেন, তথাপি আপনার সহিত স্বর্গলোক দর্শন করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে। রমণী বলিলেন, তাহাই হইবে। এই বলিয়া রমণী আমায় লইয়া তথা হইতে যাত্রা করিলেন। অল্প সময় মধ্যেই আকাশ পথে গমন করিয়া স্বর্গ ধামে উপনীত হইলাম। তথায় সর্ব্বদা বসন্ত বিরাজিত। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি নব নব ভাবে প্রকাশিত। জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপের ভয় নাই। প্রাণিগণ হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া প্রভৃতি দোষ বিবর্জ্জিত, অকাল মৃত্যু, অত্যাচার, অনাচার, রোগ, শোকাদির অনুচিত আক্রমণ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী, সর্ব্বদা শান্তি বিরাজিত, কাহারও কোন বিষয়ের অভাব নাই। রমণী বলিলেন, এই স্থান মানব গণের একান্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু যুগ যুগান্ত তপস্যা ব্যতীত এখানে কাহারও আসিবার ক্ষমতা নাই। তোমায় যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছি, ঐ মন্ত্র প্রভাবেই তোমার পাপ নষ্ট হইয়াছে, তাই এই অপূর্ব্ব দেব ভূমি দর্শন করিলে, এখানে জীবের কোন প্রকার উপদ্রব নাই। তথাপি নিশ্চিন্ত নহে। যে কর্ম্মের দ্বারা এই স্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই কর্ম্ম ভোগ শেষ হইলেই এখান হইতে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এই চিন্তাই সর্ব্বদা উদিত হয়। ঐ দেখ! অনতি দূরে দেব, দেবীগণ আনন্দে বিরাজ করিতেছেন, ঐ স্থানের নাম নন্দন কানন। দেব সমীপে এখনও তোমার যাইবার শক্তি নাই। তাই তুমি ওখানে যাইতে পারিবে না। এই স্থানে যিনি রাজত্ব করিতেছেন, ইহাঁর নাম ইন্দ্র। ইনিও কালেতে এস্থান হইতে বিতাড়িত হয়েন, ইন্দ্র কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। যে যখন এ স্থানে রাজা হইবেন, তাঁহারই নাম ইন্দ্র, স্বীয় তপস্যাদ্বারা জীবে ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। আর যখন তপস্যা জন্য ধর্ম্মের শেষ হইয়া যায়, তখনই ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ করিতে হয়। ঐ দেখ?

ভাগিরথী গঙ্গা উর্দ্ধ হইতে এখানে অবস্থান করিয়া হিমালয় ভেদ করিয়া দক্ষিণ সমুদ্রাভিমুখে গমন করিয়াছেন। যেরূপ পৃথিবী মধ্যে নানাস্থান নানাভাবে সংস্থিত, সেইরূপ পৃথিবীর উর্দ্ধদিকে অনেক স্থান আছে, তন্মধ্যে এই একটী রম্য স্থান, একারণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সকলেই এখানে অনেক সময় বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানের সজাতীয় অনেক স্থান ইহার সম দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবস্থান করিতেছে। ইহার উপরি ভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই তিনেরই তিনটী বাসস্থান আছে। ঐ বিষ্ণু লোক হইতেই পতিতপাবনী সুরধুনী উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ সকল স্থানের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক। এই সমস্ত স্থানই এক একটী লোক বলিয়া বিখ্যাত। যথা শিবলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, স্বর্গলোক, প্রকৃতিলোক। যে সকল লোকের কথা তোমায় বলিলাম, উহার প্রত্যেক স্থানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গেলে অনেক সময় শেষ হয় এবং সে বিষয়ে শ্রম করিলেও বিশেষ ফল নাই। তোমায় যে মন্ত্র প্রদান করিয়াছি, বহুকাল ঐ মন্ত্র জপ করিলে তোমার দেবতা দর্শন হইবে। তাহার প্রসাদে ও সকল স্থান জীবের সহজতই লাভ হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সাধন বলে তোমার যত টুকু শক্তি জন্মিয়াছে, তাহাতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই তিনটী স্থান মাত্র যাইতে অধিকারী হইয়াছ; তাহাতেও স্বর্গে কিম্বা রসাতলে অনেক সময় বাস করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব এইক্ষণ তুমি পৃথিবীতে যাও; কিন্তু দেখিও কোন সময় ঐ মন্ত্র ভুলিও না। যাহার প্রভাবে আমার সহিত এখানে আসিলে, এই পবিত্র ভূমি দেবলোক যুগ যুগান্ত তপস্যা করিয়া মানব লাভ করিতে পারে না। তুমি সাধনা বলে আমায় লাভ করিয়াছ বলিয়া আমার আবাস ভূমিতে অল্পকাল মধ্য সাধনাতেই তোমার শরীর এই অপূর্ব্ব লোক দর্শনের উপযুক্ত হইয়াছে। যদিও ভারত ভূমি পুণ্য ক্ষেত্র, তথাপি বর্ত্তমান সময় অনেক কারণ বশত সাধনের অনুপযুক্ত হইয়াছে, এই জন্যই বারম্বার তোমায় সাবধান করিতেছি। যে শক্তি লাভ করিয়াছ, সঙ্গ দোষে তাহা হারাইও না, পরন্তু অল্প সময় মধ্যে সাংসারিক কার্য্য শেষ করিয়া আত্মোন্নতির কামনায় বহির্গত হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিও। সে চেষ্টা অন্য কিছুই নাই, আমি যেরূপ সামান্য রাজ্যের রাজা, তদ্রূপ সমস্ত ভৌতিক জগৎও অন্তর্জগৎ এতৎ সমস্তের অধীশ্বর একজন আছে,। যাহার ইচ্ছায় জগৎ প্রপঞ্চ নানা পুষ্প সমবেত এক সূত্রে গ্রথিত মালার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, বন্ধু, আত্মীয়গণ কেহই আমার সুখের কারণ নহে। যদি তিনি আমায় দয়া করেন, তবেই আমার উপকার হইবে। না হলে কোন দিন আমি শান্তিলাভ করিতে পারিব না। এই ভাবনা পূর্ব্বক সংসার ক্ষেত্রে যতই কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, প্রত্যেক কার্য্যের এই ভাবনায় সত্য অনুভব করিবে। এই ভাবনাদ্বারা তোমার সংসার বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে এবং সকলের ঈশ্বর পরম পদার্থ, তাঁহারই অনুগ্রহ পিপাসা উপস্থিত হইবে। তাঁহার দয়ার পাত্র হইতে গেলে প্রথমে তাঁহার সহিত আমার পরিচয় চাই, সে পরিচয়ের উপায় সাধনা ভিন্ন কিছুই নহে। সাধনের মধ্যে জপ সাধনাই শ্রেষ্ঠ, এ কথা তোমায় বিশেষ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ এখানে অপেক্ষা করা উপযুক্ত নহে। তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সেই মন্ত্র শরণ কর, অল্পকাল মধ্যেই নিজ গৃহে উপনীত হইবে। যদি কোন ও সময় বিপদাপন্ন হও, তবে আমাকে শরণ করিও। আমি তখনই সাক্ষাৎ হইব। নহিলে অনর্থক আমায় ত্যক্ত করিও না। এই বলিয়া কামিনী অন্তর্দ্ধান হইলেন। আমি কিছুকাল পরে নিজ ভবনে উপনীত হইলাম।

শ্রীরামচন্দ্র ন্যায়রত্ন।

সমালোচনা।

শ্রীরামলীলা। (গীতিকাব্যং) বিষম পদ ব্যাখ্যা ও বঙ্গানুবাদসহ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক রচিত ইহাতে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই কাব্যখানি কবিবর জয়দেব গোস্বামীর অনুকরণে লিখিত। ইহাতে লেখক মহাশয়ের শব্দবিন্যাস শক্তির পরিচয় আছে, পুস্তক খানিতে যদিও কোন নূতন ভাবের সমাবেশ নাই, তথাপি উহা পড়িয়া আমরা সন্তুষ্ট হইলাম, কারণ বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষার যাদৃশ দুরবস্থা উপস্থিত, তাহাতে আধুনিক কোন সংস্কৃত পুস্তক দেখিলে মন বড়ই প্রফুল্ল হয়। এই প্রকার যতই সংস্কৃত ভাষার প্রচার হয়, ততই ভাবি উন্নতির আশা করা যায়।

অবধূত গীতা। মহর্ষি দত্তাত্রেয় কৃত ও ৺ কাশীধাম হইতে শ্রীমান্ রামরাম সংযমীর দ্বারা প্রকাশিত। এই পুস্তক খানির সম্বন্ধে অধিক কিছু বলার নাই। এই গীতাখানি অদ্বৈত জ্ঞানীর পরম ধন, পরম পদার্থ, ইহাতে আত্মার স্বরূপ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং চরম আত্মজ্ঞান অবস্থায় যোগী কিরূপ উপলব্ধি করেন, তাহাও বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইহার কএকটী শ্লোক পড়িলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তাই নিম্নে কএকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

পঞ্চভূতাত্মকং বিশ্বং মরীচিজলসন্নিভম্।
কস্যাপ্যহো নমস্কুর্য্যামহমেকোনিরঞ্জনঃ॥
আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
অস্তি নাস্তি কথং ব্রূয়াং বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে॥
বেদান্তসারসর্ব্বস্বং জ্ঞানবিজ্ঞানমেব চ।
অহমাত্মা নিরাকারঃ সর্ব্বব্যাপী স্বভাবতঃ॥
যো বৈ সর্ব্বাত্মকো দেবো নিষ্কলো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ॥
অহমেবাব্যয়োঽনন্তঃ শুদ্ধবিজ্ঞানবিগ্রহঃ।
সুখং দুখং ন জানামি কথং কস্যাপি বর্ত্ততে॥
ন মানসং কর্ম্ম শুভাশুভং মে
ন কায়িকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে।
ন বাচিকং কর্ম্ম শুভাশুভং মে
জ্ঞানামৃতং শুদ্ধমতীন্দ্রিয়োঽহম্॥
মনো বৈ গগনাকারং মনো বৈ সর্ব্বতোমুখম্।
মনোঽতীতং মনঃ সর্ব্বং ন মনঃ পরমার্থতঃ॥

অহমেকমিদং সর্ব্বং ব্যোমাতীতং নিরন্তরম্।
পশ্যামি কথমাত্মানং প্রত্যক্ষং বা তিরোহিতম্॥
ত্বমেবমেকং হি কথং ন বুধ্যসে
সমং হি সর্ব্বেষু বিমৃষ্টমব্যয়ম্।
সদোদিতোঽসি ত্বমখণ্ডিতঃ প্রভো
দিবা চ নক্তং চ কথং হি মন্যসে॥
গুণবিগুণবিভাগো বর্ত্ততে নৈব কিঞ্চি-
দ্রতিবিরতিবিহীনং নির্ম্মলং নিষ্প্রপঞ্চম্।
গুণবিগুণবিহীনং ব্যাপকং বিশ্বরূপং
কথমহমিহ বন্দে ব্যোমরূপং শিবং বৈ॥
শ্বেতাদিবর্ণরহিতো নিয়তং শিবশ্চ
কার্য্যং হি কারণমিদং হি পরং শিবশ্চ।
এবং বিকল্পরহিতোঽহমলং শিবশ্চ
স্বাত্মানমাত্মনি সুমিত্র! কথং নমামি॥
নির্ম্মূলমূলরহিতো হি সদোদিতোঽহং
নির্ধূমধূমরহিতো হি সদোদিতোঽহম্।
নির্দীপদীপরহিতো হি সদোদিতোঽহং
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥
নিষ্কামকামমিহ নাম কথং বদামি
নিঃসঙ্গসঙ্গমিহ নাম কথং বদামি।
নিঃসারসাররহিতঞ্চ কথং বদামি
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥
অদ্বৈতরূপমখিলং হি কথং বদামি
দ্বৈতস্বরূপমখিলং হি কথং বদামি।
নিত্যং ত্বনিত্যমখিলং হি কথং বদামি
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহম্॥
স্থূলং হি নো নহি কৃশং ন গতাগতং হি
আত্যন্তমধ্যরহিতং ন পরাপরং হি।
সত্যং বদামি খলু বৈ পরমার্থতত্ত্বং
জ্ঞানামৃতম্ সমরসংগগনোপমোহং॥
সম্বিদ্ধি সর্ব্বকরণানি নভোনিভানি
সম্বিদ্ধি সর্ব্ববিষয়াশ্চ নভোনিভাশ্চ।
সম্বিদ্ধি চৈকমমলং ন হি বন্ধমুক্তং
জ্ঞানামৃতম্ সমরসংগগনোপমোহং॥
দুর্ব্বোধবোধগহনো ন ভবামি তাত!
দুর্লক্ষ্যলক্ষ্যগহনো ন ভবামি তাত!
আসন্নরূপগহনো ন ভবামি তাত!
জ্ঞানামৃতম্ সমরসংগগনোপমোহং॥
নিষ্কর্ম্মকর্ম্মদহনো জ্বলনো ভবামি
নির্দুঃখদুঃখদহনো জ্বলনো ভবামি।
নির্দেহদেহদহনো জ্বলনো ভবামি
জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোহং॥
নিষ্পাপপাপদহনো হি হুতাশনোঽহং
নির্ধর্ম্মধর্ম্মদহনো হি হুতাশনোঽহম্।
নির্ব্বন্ধবন্ধদহনো হি হুতাশনোঽহং
জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোহং॥
নির্ভাবভাবরহিতো ন ভবামি বৎস
নির্যোগযোগরহিতো ন ভবামি বৎস।
নিশ্চিত্তচিত্তরহিতো ন ভবামি বৎস
জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোহং॥
নির্মোহমোহপদবীতি ন মে বিকল্পো
নিঃশোকশোকপদবীতি ন মে বিকল্পঃ।
নির্লোভলোভপদবীতি ন মে বিকল্পো
জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোহং॥
সংসারসন্ততিলতা ন চ মে কদাচিৎ
সন্তোষসন্ততিসুখে ন চ মে কদাচিৎ।
অজ্ঞানবন্ধনমিদং ন চ মে কদাচিৎ
জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোহং॥
সংসারসন্ততিরজো ন চ মে বিকারঃ
সন্তাপসন্ততিতমো ন চ মে বিকারঃ।
সত্ত্বং স্বধর্ম্মজনকং ন চ মে বিকারো
জ্ঞানামৃতম্ সমরসং গগনোপমোহম্॥

বিবিধ।

গয়ালিগণের অত্যাচারের কথা চিরপ্রসিদ্ধ, যাত্রীদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়িত করিয়া সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা তাহাদিগের ব্যবসায়। সরল নির্ব্বোধ দরিদ্র পল্লিগ্রাম বাসিনী বিধবা স্ত্রীলোকগণের বহু ক্লেশে সঞ্চিত অর্থ ধর্ম্মের ভান করিয়া লুণ্ঠন করিয়া থাকে। অবশেষে অসহায়া যাত্রীদিগকে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হয়, এই ভীষণ অত্যাচার হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার মানসে ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার বসু মহাশয় ৺গয়াধামে একটি সুলভ যাত্রীনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। তিনি অল্প ব্যয়ে সুযোগ্য পাণ্ডাদ্বারা ৺ গয়ার কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন করাইয়া দেন ন্যূন-তিন হইতে উর্দ্ধ সংখ্যা আট টাকার মধ্যে, শাস্ত্রবিহিত যথাবিধ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। আমরা ভরসা করি গয়াকার্য্যকরণেচ্ছু হিন্দুগণ প্রসন্নবাবুর যাত্রীনিবাসের বন্দোবস্ত মতে গয়াকার্য্য করিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। পৌষ, মাঘ।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
আনন্দলহরীস্তোত্র	... ...	১০৯।
তত্ত্বোপদেশ	... ...	১১০।
ব্রাহ্মণমূলক-সমাজ	শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ	১১৫।
গায়ত্রী	শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী ...	১১৯।
বিবেক	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১২৪।
ইন্দ্রিয়-সংযম	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৩১।

কলিকাতা
৯৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্
অবনি যন্ত্রে
শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাস্ত্র প্রচার বিভাগ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

সুন্দর বঙ্গানুবাদ সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থ প্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, শাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণিকৃত অপূর্ব্ব
বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

বেদব্যাস সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং সহঃ, সম্পাদক
দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারদর্শী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সুখের বিষয় আজ কাল গীতা শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা নীহিত-তত্ত্বরাশি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত, সে কারণ গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নাম দিয়া হাজার হাজার গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হই-তেছে। অনেকেই গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল কল্পনা প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত ভক্তগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই গীতার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষ্য ও টীকা সম্বলিত একখানিও গীতা প্রকাশিত হইল না। সে কারণ আমরা বহুযত্ন, বহু পরিশ্রম করিয়া যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশে কৃত সংকল্প হইয়াছি। প্রথমে মুল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে অতি সরল অন্বয়, যাহা এমন কি বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন, ক্রমে শাঙ্কর ভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত ভক্তজনাদৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। ইহার অতিরিক্ত আরও প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব টীকাটিপ্পনী বোধ সুগমার্থে নিম্নে দেওয়া হইবে। এখন বুঝুন কি অপূর্ব্ব রত্ন আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম। যাহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা যে অবিলম্বেই এই অপূর্ব্ব রত্ন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হইবেন, তাহাতে আর আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর রুচিকর করা হইতেছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩ তিন টাকা এবং ডাকমাশুল ।৶০ আনা, মোঁট ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র দিলেই এই অপূর্ব্ব সুন্দর বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন।

৩১ শে চৈত্র মধ্যে—যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে মাত্র মায় ডাকমাশুল ২॥০ আড়াই টাকায় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ দিব। সুতরাং যাঁহারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ সুলভ একবার ভাবিয়া দেখুন। মূল্য পশ্চাৎ বৃদ্ধি হইবে।

গীতা বৈশাখ মাসে বাহির হইবে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, পৌষ, মাঘ। { ৯ম, ১০ম সংখ্যা

আনন্দলহরীস্তোত্রম্।

ভবানি! স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ
প্রজানামীশানস্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্‌ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ॥ ১॥
ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপি পদৈ-
র্ব্বিশিষ্যানাখ্যেয়োভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।
তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ
কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে!॥ ২॥
মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী
ভজামস্ত্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্॥ ৩॥
বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী
নদন্নানাদশ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গীরুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্ব্বিজয়তে॥ ৪॥
নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ-
র্বৃতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙ্গী কৃতশিবা।
তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীরসুভগা
মমাঽপর্ণাপূর্ণা নিরবধিসুখৈরস্তু সুমুখী॥ ৫॥
হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা
সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমরকলিতা চালকভরৈঃ।
কৃতস্থাণুস্থানা কুচফলনতা সূক্তিসরসা
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা॥ ৬॥
সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অপর্ণে! কা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎপরিবৃতঃ
পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্॥ ৭॥
বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রিকমলে!।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি! কৃতকন্দর্পবিজয়ে!
সতাং মুক্তের্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী॥ ৮॥
প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে
ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ॥ ৯॥
কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে!
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে।
ন চেদিষ্টং দদ্যাদনুপদমহো কল্পলতিকা
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ॥ ১০।
মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে
নিধায়ান্যন্নৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুমে!।
তথাঽপি ত্বচ্চেতোযদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং
নিরালম্বোলম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্॥ ১১
অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হেমপদবীং
যথা রথ্যাপাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্।
তথা তত্তৎপাপৈরতিমলিনমন্তর্মম যদি
ত্বয়ি প্রেম্না সক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্॥ ১২
ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভেন নিয়ম-
স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে।
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন-
স্ত্বদাসক্তং নক্তন্দিবমুচিতমীশানি! কুরু তৎ॥ ১৩
স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়ভিত্তিপ্রতিফল-
ত্ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধরবিলাসৌঘশিখরম্।
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতিপরিবারং বিজয়তে
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি!॥ ১৪॥
নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনিধরাধীশতনয়ে!
ন তে সৌভাগ্যস্য ক্বচিদপি মনাগস্তি তুলনা॥ ১৫॥
বৃষোবৃদ্ধোযানং বিষমশনমাশা নিবসনং
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো ভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি! সৌভাগ্যমহিমা॥ ১৬॥
অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূলোককৃপয়া

শাস্ত্র প্রচার বিভাগ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

সুন্দর বঙ্গানুবাদ সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থ প্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, শাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণিকৃত অপূর্ব্ব
বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

বেদব্যাস সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং সহঃ, সম্পাদক
দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারদর্শী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সুখের বিষয় আজ কাল গীতা শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা নীহিত-তত্ত্বরাশি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত, সে কারণ গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নাম দিয়া হাজার হাজার গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। অনেকেই গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল কল্পনা প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত ভক্তগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই গীতার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষ্য ও টীকা সম্বলিত একখানিও গীতা প্রকাশিত হইল না। সে কারণ আমরা বহুযত্ন, বহু পরিশ্রম করিয়া যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধভাবে মুদ্রিত করিয়া এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশে কৃত সংকল্প হইয়াছি। প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে অতি সরল অন্বয়, যাহা এমন কি বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন, ক্রমে শাঙ্কর ভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত ভক্তজনাদৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। ইহার অতিরিক্ত আরও প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব টীকাটিপ্পনী বোধ সুগমার্থে নিম্নে দেওয়া হইবে। এখন বুঝুন কি অপূর্ব্ব রত্ন আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম। যাহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা যে অবিলম্বেই এই অপূর্ব্ব রত্ন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হইবেন, তাহাতে আর আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর রুচিকর করা হইতেছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৲ তিন টাকা এবং ডাকমাশুল ।৶০ আনা, মোট ৩।৶০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র দিলেই এই অপূর্ব্ব সুন্দর বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন।

৩১ শে চৈত্র মধ্যে—যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে মাত্র মায় ডাকমাশুল ২॥০ আড়াই টাকায় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ দিব। সুতরাং যাঁহারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ সুলভ একবার ভাবিয়া দেখুন! মূল্য পশ্চাৎ বৃদ্ধি হইবে।

গীতা বৈশাখ মাসে বাহির হইবে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ | কলিকাতা, ১২৯৯ সন, পৌষ, মাঘ। | ৯ম, ১০ম সংখ্যা

আনন্দলহরীস্তোত্রম্।

ভবানি! স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ
প্রজানামীশানস্ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্‌ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ ॥ ১ ॥
ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপি পদৈ-
র্বিশিষ্যানাখ্যেয়োভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।
তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্মাত্রবিষয়ঃ
কথঙ্কারং ব্রূমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে! ॥ ২ ॥
মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী
ভজামস্ত্বাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্ ॥ ৩ ॥
বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী
নদদ্বীণানাদশ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গীরুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্ব্বিজয়তে ॥ ৪ ॥
নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ-
র্বৃতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙ্গী কৃতশিবা।
তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীরসুভগা
মমাহপর্ণাপূর্ণা নিরবধিসুখৈরস্তু সুমুখী ॥ ৫ ॥
হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা
সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমরকলিতা চালকভরৈঃ।
কৃতস্থাণুস্থানা কুচফলনতা সূক্তিসরসা
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥ ৬ ॥
সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অপর্ণে! কা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎপরিবৃতঃ
পুরাণোহপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্ ॥ ৭ ॥
বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রিকমলে!।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি! কৃতকন্দর্পবিজয়ে!
সতাং মুক্তের্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী ॥ ৮ ॥
প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে
ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥
কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে!
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে।
ন চেদিষ্টং দদ্যাদনুপদমহো কল্পলতিকা
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লীপরিকরৈঃ ॥ ১০ ॥
মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে
নিধায়ান্যন্নৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুমে!।
তথাহপি ত্বচ্চেতোযদি ময়ি ন জায়েত সদয়ং
নিরালম্বোলম্বোদরজননি! কং যামি শরণম্ ॥ ১১
অয়ঃ স্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হেমপদবীং
যথা রথ্যাপাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্।
তথা তত্তৎপাপৈরতিমলিনমন্তর্মম যদি
ত্বয়ি প্রেম্ণা সক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্ ॥ ১২
ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভেন নিয়ম-
স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে।
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মন-
স্ত্বদাসক্তং নক্তন্দিবমুচিতমীশানি! কুরু তৎ ॥ ১৩
স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়ভিত্তিপ্রতিফল-
ত্ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধরবিলাসৌধশিখরম্।
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতিপরিবারং বিজয়তে
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি! ॥ ১৪ ॥
নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনিধরাধীশতনয়ে!
ন তে সৌভাগ্যস্য ক্বচিদপি মনাগস্তি তুলনা ॥ ১৫ ॥
বৃষোবৃদ্ধোযানং বিষমশনমাশা নিবসনং
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো ভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি! সৌভাগ্যমহিমা ॥ ১৬
অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূলোককৃপয়া

ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি! কলয়ে ॥ ১৭ ॥
ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া
ভিয়ৈবাসীদ্গঙ্গা জলময়তনুঃ শৈলতনয়ে!।
তদেতস্যাস্তাম্যদ্বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥
বিশালশ্রীখণ্ডদ্রবমৃগমদাকীর্ণযুগণ-
প্রসূনব্যামিশ্রং ভগবতি! তবাভ্যঙ্গসলিলম্।
সমাদায় স্রষ্টা চলিতপদপাংসূন্নিজকরৈঃ
সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধপুরপঙ্কেরুহদৃশাম্ ॥ ১৯ ॥
বসন্তে সানন্দে কুসুমিতলতাভিঃ পরিবৃতে
স্ফুরন্নানাপদ্মে সরসি কলহংসালিসুভগে।
সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়পবনান্দোলিতজলে
স্মরেদ্যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিতপীড়াঽপসরতি ॥২০॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতাঽনন্দলহরীসম্পূর্ণা।

তত্ত্বোপদেশ।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

অতীসারোযথা নৃণাং সর্ব্বতেজোঽপহারকঃ।
রেতসোনির্গমস্তদ্বদ্বলবীর্য্যাপহারকঃ ॥

অতিসার যেরূপ লোকের সমুদায় তেজঃ অপহরণ করে, রেতোনির্গমও সেইরূপ পুরুষের সমুদায় বল বীর্য্য অপহরণ করে ॥ আত্ম-পু ৪৫১।

অস্যাবস্থানতঃ পুংসামোজোনামাষ্টমী দশা।
ভবত্যয়ং যয়া জন্তুস্তেজস্বী সন্ হি জীবতি ॥

রেতোরূপ সপ্তম ধাতু নিরুদ্ধ হইলে, ইহার ওজ নামে একটী অষ্টমী দশার উৎপত্তি হয়, ইহা পীতবর্ণ ও হৃদয়মধ্যস্থিত জীবের আবাসভূত এবং ইহাদ্বারাই জীবগণ তেজস্বী হইয়া দীর্ঘকাল জীবিত থাকে ॥ ঐ ৪৫২।

অস্য সংস্থাপনে নৃণাং জরা বৈরূপ্যকারিণী।
মৃত্যুশ্চ ন ভবেৎ শীঘ্রং বলঞ্চেহ ন নশ্যতি ॥

এই রেতের সম্যক্‌রূপে সংস্থাপন করিলে জীবের শরীর-বিরূপকারিণী জরাবস্থা ও মৃত্যু শীঘ্র ঘটে না এবং শরীরের বলও নাশ হয় না ॥ ঐ ৪৫৩।

পরলোকে ব্রহ্মলোক অধস্তাদূব্রহ্মচারিণাম্।
কীর্ত্তিশ্চ বিপুলা লোকদ্বয়ং তেষাং ভবেৎ সদা ॥

যে ব্যক্তি রেতোনিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, তাহার পরলোকে ব্রহ্মলোক লাভ হয় এবং মনুষ্যলোকে বিপুলা কীর্ত্তি সংস্থাপিত হয়, অতএব সেই ব্যক্তির লোকদ্বয়ই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ ১।৪৫৪।

অস্য বন্ধনতোযোগঃ খেচরত্বং বদন্তি হি!
ঐশ্বর্য্যং চাষ্টধা নৃণামনিমাদিকমেব হি ॥

এই রেতোনিরোধ হেতু মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা যোগবিৎ, তাহাদের আকাশগমনেও ক্ষমতা জন্মে এবং অণিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যও লাভ হয় ॥ আত্ম-পু ৪৫৫।

যথেক্ষুদণ্ডোনিঃসারঃ পীড়িতস্তদ্বদেব হি।
পুমান্ ভবতি নিঃসারোবধূবাহুনিপীড়নাৎ ॥

পীড়িত ইক্ষুদণ্ড যেমন অসার হয়, সেইরূপ বধূবাহুদ্বারা নিপীড়িত পুরুষও রেতোরূপ-সারনির্গমজন্য নিতান্ত অসার হইয়া পড়ে ॥ ঐ ৪৫৬।

আত্মনশ্চোদ্ধৃতং তেজস্তস্যামেষ নিষিঞ্চতি।
আয়ুর্ব্বলকরং মূঢ়োমোহিতোমায়য়া স্বয়া ॥

মূঢ়, অর্থাৎ বিপরীতদর্শী ব্যক্তিরাই স্বকীয় মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আয়ু ও বলকর আত্মীয় তেজোরূপ রেতকে নারীযোনিতে উৎসর্গ করে ॥ ঐ ৪৫৭।

ন হি মৈথুনধর্ম্মেণ কামনাশঃ কচিদ্ভবেৎ।
ন হি কামে বিনষ্টেঽপি প্রবৃত্তিস্তত্র দৃশ্যতে ॥

মৈথুনধর্ম্মে কামনাশ কোথাও লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, কিন্তু যাহাদের কাম বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয় না, অতএব প্রবৃত্তিই কামের চিহ্ন, সেই প্রবৃত্তির নাশ হইলেই কামনাশ হইয়া থাকে, এজন্য প্রবৃত্তি নাশ করাই বিধেয় ॥ ঐ ১।২৯৫।

কিন্তু যাবৎশ্রমং তত্র প্রবর্ত্তন্তে পরস্পরম্।
শ্রান্তা অপি নিবর্ত্তন্তে সুখং নৈবাত্র কিঞ্চন ॥

কিন্তু মৈথুনধর্ম্মে স্ত্রী ও পুরুষ এই পরস্পরের যখন শ্রমোৎপত্তি হয়, তখন তাহারা বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়া নিবৃত্তি লাভ করে, অতএব ইহাতে কিছু সুখই নাই ॥ ঐ ২৯৬।

মল্লয়োর্যুধ্যতোর্যদ্বৎ শ্রমোৎপত্তৌ নিবর্ত্তনম্।
স্ত্রীপুংসয়োরগ্র্যাম্যধর্ম্মে তদ্বন্নাত্রাস্তি বৈ সুখম্ ॥

যেমন যুধ্যমান মল্লগণের পরস্পরের শ্রমোৎপত্তি হইলেই যুদ্ধ নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের শ্রমোৎপত্তি হইলে মৈথুনকার্য্যে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, অতএব ইহাতে কোনরূপ সুখই নাই ॥ ঐ ২৯৭।

রেতসোনির্গমে যাবৎ সুখং তাবদ্ধি বিদ্যতে।
বিন্মূত্রয়োর্ব্বিসর্গেঽপি ততোনাত্যধিকং পুনঃ ॥

রেতোবিনির্গমে যাদৃশ সুখ জন্মে, বিষ্ঠা ও মূত্র নির্গমেও তাদৃশ সুখ জন্মে, অতএব তাহা হইতে রেতোনির্গমে অধিক সুখ কোনরূপেই লক্ষিত হয় না ॥ ঐ ১।২৯৮।

অপি নাম সুখং চেৎ স্যান্নারী ন নরমাবজেৎ।
নরোঽপ্যেবং ততোনাত্র সুখং দেহেঽস্তি কস্যচিৎ ॥

যদি সুখ দেহ হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নারীগণ কখনই পুরুষে উপগতা হইত না, আর পুরুষগণও নারীসকলে উপগত হইত না, অর্থাৎ শরীর সুখের কারণ হইলে স্বীয় দেহরূপ সুখকারণ সত্ত্বে সুখরূপ কার্য্যের সর্ব্বদাই উৎপত্তি হইতে পারিত, অন্য দেহরূপ কারণান্তরের অপেক্ষা থাকিত না, অতএব দেহ যে সুখের কারণ নহে, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ঐ ৩০০।

স্ত্রীপুংসয়োর্ন যোগোঽপি সুখকারণমিষ্যতে।
রত্যন্তে স তয়োরেব সন্তাপায় যতোভবেৎ ॥

স্ত্রীপুরুষের সংযোগকেও সুখকারণ বলা যায় না, যেহেতু

রতির অবসানে সেই স্ত্রীপুরুষসংযোগই সন্তাপের কারণ হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ৩০১।

ন চ প্রজায়া উৎপত্তৌ সুখং ভবতি কর্হিচিৎ।
কর্ম্মান্নংকুণকীটাদেরুৎপাদান্ন সুখং হি নঃ ॥

প্রজার উৎপত্তিও কদাচ সুখের কারণ হইতে পারে না, যেহেতু মৎকুণ (উকুন) প্রভৃতি কীটরূপ প্রজার উৎপত্তি হইলে আমাদিগের কোন সুখই জন্মে না। যদি সন্তানের দ্বারাই কিছু সুখোৎপত্তি হইত, তবে শরীর হইতে উৎপন্ন কীটাদিদ্বারাও সুখ হইতে পারিত, সন্তান যেমন দেহ হইতে উৎপন্ন, কীটাদিও তেমনি দেহ হইতে উৎপন্ন হয় ॥ ঐ ১।৩০২।

ন বা সমানজাতীয়সমুৎপাদাৎ সুখং ভবেৎ।
প্রজাবন্তোহি দৃশ্যন্তে প্রজয়া পীড়িতাঃ স্বয়া ॥

সমান জাতীয় প্রজার উৎপত্তিকেও সুখকারণ বলা যাইতে পারে না, যেহেতু প্রজাবিশিষ্ট মনুষ্যেরাও স্বীয় প্রতিকূলবর্ত্তী সন্তানের দ্বারা পীড়িত এবং অনুকূলবর্ত্তী প্রজার শারীরিক মঙ্গলচিন্তায় সর্ব্বদা ক্লেশযুক্ত হইয়া থাকে, অতএব সমান জাতীয় প্রজাও সুখকারণ কোন রূপেই হইতে পারে না ॥ ঐ ৩০৩।

কা ক্রীড়া কিং সুখং পুংসোবিন্মূত্রপুয়বেশ্মনি।
তেজঃ প্রনষ্টং সম্ভোগে দিবালাপে যশঃক্ষয়ঃ ॥
ধনক্ষয়মতিপ্রীতৌ চাত্যাশক্তৌ বপুঃক্ষয়ঃ।
সাহিত্যে পৌরুষং নষ্টং কলহে মান্যনাশনং ॥
সর্ব্বনাশশ্চ বিশ্বাসে ব্রহ্মন্! নারীষু কিং সুখং।
যাবদ্ধনী চ তেজস্বী সুশ্রীকোযোগ্যতাযুতঃ ॥
পুমান্নারী বশীকর্ত্তুং সমর্থস্তাবদেব হি।
রোগিনং নির্দ্ধনং বৃদ্ধং যোষিন্ন প্রেক্ষতে প্রিয়ং ॥

বিষ্ঠা, মূত্র ও ক্লেদের আগারস্বরূপা যে নারীজাতি, তাহা কিরূপে পুরুষের ক্রীড়া বা সুখের স্থান হইতে পারে? রমণী সম্ভোগ করিলে তেজঃ বিনষ্ট হয়, তাহাদের সহিত দিবসে আলাপ করিলে যশঃ ক্ষয় হয় এবং অধিক প্রণয় করিলে ধনক্ষয় হয়। নারীতে অধিক আসক্ত হইলে দেহ নষ্ট হয়, তাহাদের সহিত সহবাস করিলে পৌরুষ নষ্ট হয় এবং কলহ করিলে মান নাশ হয়। অধিক আর কি কহিব, রমণীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব হে ব্রহ্মন্! নারী হইতে কি সুখ হয়, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। পুরুষগণ যতকাল ধনী, তেজস্বী, শ্রীমান্ ও যোগ্যতাশালী থাকে, ততকালই নারীদিগকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, কিন্তু পুরুষেরা রোগী বা নির্দ্ধন, অথবা বৃদ্ধ হইলে নারীগণ ঘৃণা করিয়া তাহাদের প্রতি দৃক্‌পাতও করে না ॥

ব্র-বৈ-পু ১।২৩।৩৪-৩৭।

অমেধ্যপূর্ণে কৃমিজালসংকুলে
স্বভাবদুর্গন্ধিবিনিন্দিতান্তরে।
কলেবরে মূত্রপুরীষভাবিতে
রমন্তি মূঢ়া বিরমন্তি পণ্ডিতাঃ ॥

যে কলেবর অস্পৃশ্য অপবিত্র পদার্থ সমূহে পরিপূর্ণ, কৃমিজালে পরিবেষ্টিত, স্বাভাবিক দুর্গন্ধে বিনিন্দিত এবং বিষ্ঠামূত্রাদি মিশ্রিত, তাহাতে নিতান্ত মূর্খ অজ্ঞানীরাই আসক্ত হইয়া রমণ করে, কিন্তু বিবেকী জ্ঞানীগণ তাহাতে সততই বিরত হয়েন ॥ যো-উ ৮৩।

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেহঙ্গ-পঞ্জরে।
স্নায়ুস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিবশোভনং ॥

শকটাদি যন্ত্রবৎ চঞ্চলগতিবিশিষ্ট অঙ্গপঞ্জরধারিণী এবং স্নায়ু, অস্থি ও গ্রন্থিশালিনী মাংসময়ী পুত্তলিকাসদৃশী রমণীগণের শোভাই বা কি? যো-বা-রা ১।২১।১।

ত্বঙ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যঞ্চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যতি ॥

নারী-শরীর হইতে ত্বক্, মাংস, রক্ত, বাষ্প ও জল পৃথক্ করিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক অবলোকন করিলে, তাহাতে যদি কিছু রমণীয় বলিয়া দৃশ্য হয়, তবেই তাহাতে মোহিত হওয়া বিধেয়, নতুবা বৃথা মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কি? ॥ ঐ ২।

মধুমত্তাৎ সুরামত্তাৎ কামমত্তোবিচেতনঃ।
মৃত্যুং ন গণয়েৎ কামী কামেন হৃতমানসঃ ॥

কামমত্ত পুরুষকে মধুমত্ত ও সুরামত্ত ব্যক্তি অপেক্ষাও বিচেতন বলিতে হয়, যেহেতু কামী কামাসক্ত হইয়া আপনার মৃত্যু পর্য্যন্ত গণনা করে না ॥ ব্র-বৈপু-৪।৫৯।১১৫।

শ্লেষ্মণস্তু সমুদ্রেকাদ্যথা মধুরতাং ব্রজেৎ।
নিম্বাদিঃ কামজোদ্রেকান্নারীদেহস্তথা সুখং ॥

যেমন কোন ব্যক্তির শ্লেষ্মাদির অধিকতর উদ্রেক হইলে নিম্বাদি তিক্ত বস্তুও মধুর বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ কামিদিগের কামকৃত রেতের উদ্রেক হইলে, নিম্বাদিতুল্য নারীদেহও সুখজনক বলিয়া বোধ হইয়া থাকে ॥ আত্ম-পু ১।৩৯৪।

মুখং দুর্গন্ধনীরাঢ্যং চন্দ্রবদ্ভাতি কামিনঃ।
অক্ষিণী মলসম্পূর্ণে পদ্মপত্রোপমে যথা ॥

কামিগণের কামোদ্রেক বশতঃ দুর্গন্ধবিরোধিও গ্লানিজনক দুর্গন্ধ জলাদি বিশিষ্ট নারীমুখও সুধাপূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং মলপূর্ণ চক্ষুর্দ্বয় সুনির্ম্মল পদ্মপত্রের ন্যায় দৃশ্য হয় ॥ ঐ ৩৯৫।

কটাক্ষা বামনেত্রাণাং নরকগ্রামমার্গণাঃ।
পুষ্পাণীব প্রমত্তস্য কামিনে ভান্তি সর্ব্বদা ॥

নরকসমূহের হেতুভূত বিষাক্ত বাণসদৃশ বামলোচণাগণের কটাক্ষও প্রমত্ত কামিদিগের পক্ষে প্রফুল্ল পুষ্প সমূহের ন্যায় দীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ঐ ৩৯৬।

নাসিকা শ্লেষ্মণোমার্গঃ পয়োবদ্ভাতি কামিনঃ।
অধরঃ পায়ুসদৃশোমধুরোভাতি কামিনঃ ॥

শ্লেষ্মানির্গমনের পথস্বরূপ যে নাসিকা কামিদিগের সম্বন্ধে দুগ্ধের ন্যায় আভাত হয় এবং পায়ুসদৃশ অধর দেশও কামিগণের সম্বন্ধে মধুর বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ঐ ৩৯৭।

কেশাস্তমঃসমা অস্য নেত্রাপ্যায়নকারিণঃ।
মাংসগ্রন্থী স্তনৌ তদ্বদ্ধেমকুম্ভৌ সুপূরিতৌ।
অমৃতেনেব নির্ভাতঃ কামিনোনিজদোষতঃ ॥

নারীগণের অন্ধকার সদৃশ শ্যামল কেশজালও কামিগণের তৃপ্তিজনক হয় এবং নারীদিগের প্রচুর মাংসময় স্তনযুগলও

কামিগণের নিজদোষ প্রযুক্ত অমৃতপূর্ণ হেমকুম্ভের ন্যায় প্রতীয়মান হয়॥ ঐ ১৷৩৯৮।

উদরং মাংসলং চাস্যা নির্মাংসমথবা পুনঃ।
শ্বশূকরোদরাকারং বিন্মূত্রাত্যালয়ঃ পরম্।
ভাতি কামগ্রহার্ত্তস্য সদানন্দস্য কারণম্॥

শূকরের উদরতুল্য সামান্য মাংসল, অথবা কুক্কুরের উদর তুল্য সামান্য মাংস বিশিষ্ট এবং বিষ্ঠা ও মূত্রের আলয় স্বরূপ যে নারীগণের উদর, তাহাও কামার্ত্ত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা আনন্দের কারণ হয়॥ ঐ ৩৯০।

স্ফিচৌ পায়ুনদীতীরভূতে বিষ্ঠানুলেপিতে।
পীবরে জঘনং রম্যং নির্ভাত ইতি কামিনঃ॥

পায়ুরূপ নদীর তীরস্বরূপ বিষ্ঠানুলিপ্ত যে নারীজঘন, তাহাও কামিদিগের সম্বন্ধে রম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৫০০।

ভগন্দরসমা যোনির্মূত্রগন্ধবিদূষিতা।
কামিনঃ সর্গসদৃশী প্রতিভাতি বিমোহতঃ॥

ভগন্দররোগসদৃশ এবং মূত্রগন্ধাদিদ্বারা বিশেষরূপে দূষিতা যে যোনিদেশ, তাহাও মোহ বশতঃ কামুক ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে সর্গ সুখের আস্পদ স্বরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥

ঐ ১৷৪০১।

এবমূর্ব্বাদিকৌ পাদাবস্থিস্থূণৌচ মাংসলৌ।
স্বর্ণরম্ভাসমৌ ভার্তঃ কামিনৌ নিজদোষতঃ॥

ঐই প্রকারে কামিদিগের নিজ দোষ বশতঃ প্রচুর মাংসযুক্ত অস্থি স্তম্ভস্বরূপ উরু প্রভৃতি পাদাগ্র পর্য্যন্ত অবয়বও স্বর্ণনির্ম্মিত রম্ভার ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৪০২।

পুরুষস্য যথা কামান্নারী ভাত্যমৃতোপমা।
ন্যার্য্যা অপি তথা কামাৎপুমানমৃততাং ব্রজেৎ॥

কামবশতঃ পুরুষগণের সম্বন্ধে নারীগণ যদ্রূপ অমৃততুল্য প্রতিভাত হয়, কামহেতু নারীগণের সম্বন্ধে পুরুষগণও তদ্রূপ অমৃতবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে॥ ঐ ৪০৩।

এবং কামাগ্নিজে পিত্তে কামিনঃ কুপিতে সতি।
বেত্তি ধর্ম্মং ন চাধর্ম্মং রাত্রিং বা বাসরং তথা॥
আত্মানং চ পরং চৈব সুহৃন্মিত্রাদিকং তথা।
পশ্যন্নপ্যন্ধবৎ স স্যাৎ শৃণ্বন্ স বধিরোপমঃ॥
জিঘ্রন্নিব ঘ্রাণদোষী রসয়ন্ রসনাং বিনা॥
ত্বগ্দোষীব স্পৃশন্ বক্তি ...ণ্ডিতোহপি জড়োযথা॥

উক্ত প্রকারে যেমন পিত্তাদি প্রাদুর্ভূত হইলে বিপরীত জ্ঞানের উদয় হয়, সেইরূপ উন্মাদাদির হেতু কামাগ্নি প্রকুপিত হইলে কামিগণ ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, রাত্রি, দিবা, আত্মীয়, পর, সুহৃৎ (স্নেহবান্) এবং মিত্র প্রভৃতি কিছুই জানিতে পারে না; তখন তাহারা নারীগণের অবয়বে দোষ দর্শন করিয়াও দর্শনেন্দ্রিয় সত্ত্বে অন্ধের ন্যায় তাহা অবলোকন করে না এবং দোষ শ্রবণ করিয়াও শ্রবণেন্দ্রিয় সত্ত্বে বধিরের ন্যায় তাহা শ্রবণ করে না, দুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়াও ঘ্রাণেন্দ্রিয় সত্ত্বে ঘ্রাণরোগির ন্যায় আঘ্রাণ করে না, রসনা ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়াও রসনারহিত ব্যক্তির ন্যায় ব্যবহার করে, স্পর্শনেন্দ্রিয় সত্ত্বেও ত্বগ্দোষীর ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকে এবং পণ্ডিত হইলেও মূর্খের ন্যায় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে॥ ঐ ১৷৪০৪-৪০৬।

সপ্রাণোহপি মৃতপ্রাণোদরিদ্র ইব ভূতিমান্।
প্রভুশ্চ ভৃত্যবদ্ভাতি কামগ্রহসমাবৃতঃ॥

কামরূপ গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তি বলবান্ হইলেও বলহীনের ন্যায়, ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও দরিদ্রের ন্যায় এবং প্রভু হইলেও ভৃত্যের ন্যায় নারীগণের নিকট লক্ষিত হইয়া থাকে॥

ঐ ৪০৯।

বুদ্ধিমানপি দুর্ব্বুদ্ধিঃ সমনা নির্ম্মনা ইব।
নিরহঙ্কারবদ্ভাতি সাহঙ্কারস্বরূপবান্।
অচিত্ত ইব চিত্তেঽস্মিন্ স্থিতে কামী প্রজায়তে॥

কামুক ব্যক্তিগণ বুদ্ধিমান্ হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধির ন্যায়, মনোবিশিষ্ট হইয়াও নির্ম্মনের ন্যায়, অহঙ্কারযুক্ত হইয়াও নিরহঙ্কারের ন্যায়, এবং চিত্তবান্ হইয়াও অচিত্তের ন্যায় হইয়া থাকে॥

ঐ ১৷৪১০।

স তদা ললনাং নেত্রৈঃ পিবত্যবিরতং সদা।
কর্ণাভ্যামপি তামেব শৃণোত্যেকাগ্রমানসঃ॥

তখন সেই কামার্ত্ত পুরুষ স্ত্রীকে পেয় দুগ্ধাদির ন্যায় চক্ষুর দ্বারা আপনার অন্তরে প্রবেশ করায় এবং সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে কর্ণদ্বারা সেই স্ত্রীকৃত শব্দাদি শ্রবণ করিতে থাকে॥ ঐ ৪১২।

জিঘ্রত্যেতাময়ং কামী ঘ্রাণেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
আস্বাদয়ত্যমুষ্যাঃ স রসং রসনয়া মুহুঃ॥

তৎকালে সেই কামরূপ ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় হইয়া নাসিকাদ্বারা ঐ স্ত্রীকেই আঘ্রাণের বিষয় করে এবং রসনেন্দ্রিয়দ্বারা তাহার সরস রসনাদিকেই আস্বাদনের বিষয় করে॥ ঐ ৪১৩।

স্পৃশত্যেনাং সর্ব্বগাত্রৈঃ স্পর্শনেনাদৃতোহি সঃ।
বক্তি চৈতাং সুখকরীং বচনেন স কামভৃৎ॥

তখন সেই কামিব্যক্তি কৃতাদর হইয়া সর্ব্বগাত্রদ্বারা সেই স্ত্রীকেই স্পর্শ করিতে থাকে এবং সর্ব্বদা বাক্যদ্বারা তাহাকেই সুখকরী বলিয়া প্রকাশ করিতে থাকে॥ ঐ ১৷৪১৪।

আদত্তে চ তথৈবৈনাং হস্তাভ্যামাদৃতোমুহুঃ।
গচ্ছত্যেনাময়ং কামী পদ্ভ্যাং দেবগুরূপমাম্॥

অতঃপর সেই কামুক মনুষ্য পরম সমাদরে তাহাকেই হস্তদ্বারা পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে থাকে এবং তাহাকে দেব বা গুরুতুল্য জ্ঞান করিয়া নিরন্তর তাহারই অনুগমন করিবার কামনায় পদ বিক্ষেপ করিতে থাকে॥ ঐ ৪১৫।

প্রবর্ত্ততে ত্বয়ং কামী বিসর্জ্জয়িতুমপ্যমূম্।
পায়ুনা কিন্ত্বশক্যত্বাৎ কর্ম্মণোঽস্মান্নিবর্ত্ততে॥

সেই কামার্ত্ত পুরুষ পায়ুদ্বারা ঐ স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যুক্ত হয়, কিন্তু পরিশেষে অশক্যতা প্রযুক্তই তৎসম্বন্ধীয় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়॥ ঐ ৪১৬।

মনসাপি স্মরত্যেষ ললনাং নিজদৈববৎ।
ধিয়াপি প্রমিণোত্যেনামাত্মানমিব যোগভৃৎ॥

সেই কামুক ব্যক্তি মনদ্বারা সেই স্ত্রীকেই নিজ ইষ্টদেবের ন্যায় স্মরণ করিয়া থাকে এবং যেমন যোগীগণ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে নিশ্চয় করেন, সেইরূপ কামিগণ বুদ্ধিদ্বারা স্ত্রীকেই নিশ্চয় করিয়া থাকে॥ আত্ম-পু ১৷৪১৭।

চিন্তয়ত্যেষ ললনাং কামী বিষ্ণুমহর্নিশম্।
যোগারুরুক্ষুর্যদ্বৎ স বিশুদ্ধধিষণোনরঃ॥

যোগমার্গে আরোহণাভিলাষী ব্যক্তি যেমন বিশুদ্ধবুদ্ধি হইয়া দিবা নিশি কেবল বিষ্ণুরই চিন্তা করে, সেইরূপ কামিগণ একমাত্র স্ত্রীকেই নিরন্তর চিন্তা করিয়া থাকে॥ ঐ ৪১৮।

আত্মানমপি তামেব মন্যতে কামদীপনাৎ।
যতোঽনয়া ভৎর্সিতোহপি তামেব বহু মন্যতে॥

যেহেতু স্ত্রীকর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইলেও কামোদ্রেক বশতঃ কামিগণ তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করে, এই হেতু তাহারা স্ত্রীকেই যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ঐ ৪১৯।

সাপ্যেনং কামুকং স্বস্য ক্রীড়ামৃগসমং নরম্।
নর্ত্তয়ত্যনিশং দীনং নরোযদ্বদ্ধমর্কটম্॥

তখন সেই স্ত্রী স্বকীয় ক্রীড়ামৃগের ন্যায় ঐ কামাসক্ত পুরুষকে স্বাভিপ্রায় অনুসারে সর্ব্বদা ভ্রমণ করাইতে থাকে, যেমন মনুষ্য স্বকীয় পালিত দীন বানরকে নিরন্তর স্বেচ্ছামত ভ্রমণ করায়॥ ঐ ৪২০।

কশ্চিদেনং মানয়তি বিবিধৈরুপচারকৈঃ।
ভৎর্সয়ত্যপি কুত্রাপি কর্ণবাণৈঃ সুদুঃসহৈঃ॥

কোন সময়ে ঐ স্ত্রী নানাবিধ সেবাদ্বারা কামুক পুরুষের সম্মান করে, কখন বা কর্ণকুহরে অসহ্য বাক্যরূপ বাণ বর্ষণদ্বারা তাহাকে ভৎর্সনাও করিয়া থাকে॥ ঐ ১৷৪২১।

পুরুষান্তরসংসক্তা ক্বাপি সুপ্তং নিপাতয়েৎ।
পতিং স্বকীয়ং কুত্রাপি বঞ্চয়েদ্বচনাদিনা॥

কোন সময়ে ঐ স্ত্রী পুরুষান্তরে আসক্তা হইয়া তদ্দ্বারা নিদ্রিত নিজ পতির প্রাণ সংহার করে, কখন নানাপ্রকার কৌশল বাক্যদ্বারা পতিকে বঞ্চনাও করে॥ ঐ ৪২৪।

যোষিতঃ স্ত্রিবিধা ব্রহ্মন্! গৃহিণাং মূঢ়চেতসাং।
সাধ্বী ভোগ্যা চ কুলটা তাঃ সর্ব্বাঃ স্বার্থতৎপরাঃ॥

হে ব্রহ্মন্! বিষয়াসক্ত মূঢ়বুদ্ধি গৃহীগণের স্ত্রী তিন প্রকার। সাধ্বী, ভোগ্যা ও কুলটা। ইহারা সর্ব্বদা কেবল সার্থসাধনে তৎপরা॥ ব্র-বৈ-পু ১৷২৩৷২১।

পরলোকভিয়া সাধ্বী ভথেহ যশসাত্মনঃ।
কামস্নেহাচ্চ কুরুতে ভর্ত্তুঃ সেবাঞ্চ সন্ততং॥

উক্ত ত্রিবিধ স্ত্রীগণের মধ্যে যিনি সাধ্বী, তিনি পরলোক ভয়ে ভীত হইয়া ইহলোকে আত্মযশঃ প্রকাশ করণার্থ কামের অনুরোধে নিরন্তর পতিসেবা করিয়া থাকেন॥ ঐ ২১॥

ভোগ্যা ভোগার্থিনী শশ্বৎ কামস্নেহেন কেবলম্।
কুরুতে কান্তসেবাঞ্চ ন চ ভোগাদৃতেক্ষণা॥

আর, ভোগ্যা স্ত্রী ভোগাভিলাষিণী হইয়া কেবল কামানুরোধেই কান্তের সেবা করিয়া থাকে, নতুবা তদ্বিপরীত ভাবই প্রত্যক্ষ হয়॥ ব্র-বৈ-পু ১৷২৩৷২৩।

বস্ত্রালঙ্কারসংভোগং সুস্নিগ্ধাহারমুত্তমং।
যাবৎ প্রাপ্নোতি সা ভোগ্যা তাবচ্চ বশগা প্রিয়া॥

সেই ভোগ্যা স্ত্রী যত কাল বস্ত্রালঙ্কার ও সুস্নিগ্ধ আহারাদি উত্তম ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়, ততকালই পতিসেবা করিয়া থাকে॥ ব্র-বৈ-পু ২৪।

কুলাঙ্গারসমা নারী কুলটা কুলনাশিনী।
কপটাৎ কুরুতে সেবাং স্বামিনোনচ ভক্তিতঃ॥

এবং কুলটা স্ত্রী কুলনাশিনী ও কুলের অঙ্গার স্বরূপ। কুলটা কামিনী সর্ব্বদা কপটভাবেই স্বামী সেবা করে, কখনই ভক্তি সহকারে পতিসেবা করে না॥ ঐ ২৫।

জারার্থে স্বপতিং তাত! হন্তুমিচ্ছতি পুংশ্চলী।
তস্যাং যোবিশ্বসেন্মূঢ়োজীবনং তস্য নিষ্ফলং॥

হে তাত! অধিক আর কি বলিব, সেই কুলটা কামিনী উপপতির নিমিত্ত স্বীয় পতিকে হত্যা করিতেও ইচ্ছা করে। অতএব এরূপ নীচাশয়া কামিনীগণকে যে মূঢ় বিশ্বাস করে, তাহার জীবনই নিষ্ফল॥ ঐ ১৷২৩৷২৭।

এবং পত্যাদিভিশ্চান্যান্ স্বানিষ্টান্ পুরুষানপি।
ঘাতয়ত্যাত্মনোনারী সাধ্বী ত্বায়ভনেষ্বিহ॥

এইরূপ সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাত স্ত্রীগণও নিজ গৃহমধ্যে আপনার অনভীষ্ট পুরুষকে পত্যাদির দ্বারা বিনাশ করাইয়াও থাকে॥ আত্ম-পু ১৷৪২৫।

সাধূনপি ক্বচিন্নারী বিড়ম্বয়তি সংসদি।
পিতরং ভ্রাতরং পুত্রং ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্।
অপ্যল্পে হি স্বকার্য্যে সা বুধূর্হন্তি ন সংশয়ঃ॥

নারীগণ সচ্চরিত্র ব্যক্তিগণকেও কোন সময়ে সভামধ্যে মিথ্যাবাক্যদ্বারা উপহাসের যোগ্য করিয়া থাকে এবং তাহারা কখন স্বকীয় অত্যল্প কার্য্যের নিমিত্ত পিতা, ভ্রাতা, পুত্র ও সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণগণকেও অনায়াসে বিনাশ করিয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই॥ ঐ ৪২৭।

সঙ্গে বধ্বা ভবেদ্দুঃখমিহ জন্মনি নিশ্চিতম্।
মৃতস্য নরকস্তদ্বৎ কোঽস্যাঃ সঙ্গং সমাচরেৎ॥

অতএব স্ত্রীগণে আসক্ত হইলে ইহলোকে যে দুঃখভোগ করিতে হয়, ইহা নিশ্চয়, আর মরণান্তে পরলোকে এই প্রকার নরক বাসরূপ দুঃখভোগও অনিবার্য্য; এই নিমিত্ত উভয় লোকে সুখেচ্ছুক পুরুষ স্ত্রীগণে আসক্ত হইবেন না॥ ঐ ১৷৪২৮।

যদ্বন্নারী দুঃখকরী কামিনঃ পুরুষস্য হি।
নার্য্যা অপি চ কামিন্যাঃ পুমান্ দুঃখকরস্তথা॥

আর কামুক পুরুষের সম্বন্ধে নারী যেরূপ, দুঃখকরী, কামুক স্ত্রীগণের সম্বন্ধে পুরুষও তদ্রূপ দুঃখকর, ইহার কোন সংশয় নাই॥ ঐ ৪৩৬।

ততোদুঃখকরঃ কামোন নারী ন নরোঽপি চ।
এবং বিজ্ঞায় মতিমান্ কামং শত্রুমিমং ত্যজেৎ॥

অতএব স্ত্রী ও পুরুষ ইহাদিগের মধ্যে কেহ কাহারও দুঃখকর নহে, কেবল কামই পুরুষ ও স্ত্রীগণের দুঃখকর, এইরূপ অবধারণ করতঃ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই কামরূপ শত্রুকে পরিত্যাগ করিতে সচেষ্ট হইবেন, তাহা হইলে কোনরূপ দুঃখানুভব করিতে হইবে না॥ ঐ ৪৩৭।

কল্পয়িত্বাত্মনা যাবদাভাসমিদমীশ্বরঃ।

দ্বৈতং তাবন্ন বিরমেত্ততোহস্ত বিপর্য্যয়ঃ ॥

স্বরূপসাক্ষাৎকার লাভ করত দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে আভাস-মাত্র বোধ করিয়া জীব যত দিন স্বতন্ত্র না হয়, তত দিন তাহার "আমি পুরুষ" ও "ইনি স্ত্রী" এইরূপ ভেদজ্ঞান বিরত হয় না। ভেদ জ্ঞান বিরত না হওয়াতে "আমি ভোগী ও ইনি আমার ভোগ্যা" এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে ॥ ভা-পু ৭।১২।৮।

ন চ স্ত্রী ন পুমানেষ নৈব চায়ং নপুংসকঃ।
অমূর্ত্তঃ পুরুষঃ পূর্ণোদ্রষ্টা দেহী স জীবিনঃ ॥

বস্তুতঃ স্ত্রী কেহ নহে, পুরুষও কেহ নহে এবং নপুংসকও কেহ নাই; কেবল একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাই প্রতিভাস রূপে দেহ ধারণ করিয়া সকল বিষয় দর্শন করেন ॥ শি-গী ২।১৪।

আত্মা যদেকলস্তেষু পরিপূর্ণঃ সনাতনঃ।
কা কান্তা তত্র কঃ কান্তঃ সর্ব্ব এব সহোদরাঃ ॥

যখন একমাত্র পরিপূর্ণ সনাতন আত্মাই সর্ব্বদেহে বিরাজমান রহিয়াছেন, তখন কে কাহার স্ত্রী এবং কেই বা কাহার পতি হইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই সহোদর স্বরূপ বলিয়া বোধ হইবে ॥ ঐ ১৮।

কা কস্য পত্নী কঃ কোবা কস্য বা ভুবনত্রয়ে।
মূর্খাংশ্চ বঞ্চনং কর্ত্তুং করোতি মায়য়া হরেঃ ॥

ত্রিভুবনে কেহ কাহারও পত্নী বা কেহ কাহারও পতি নহে। কেবল অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ শ্রীহরির মায়াতে মুগ্ধ হইয়া ঐ অনিত্য বিষয়ে আসক্তি নিবন্ধন পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হয় ॥ ব্র-বৈ-পু ৪।২৪।৮০।

কাদিগ্‌ভূততয়াচেতো ধনগর্ব্বান্ধমাকুলম্।
পরং মোহমুপাদত্তে যূথভ্রষ্টমৃগোযথা ॥

আবার যেমন যূথভ্রষ্ট মৃগ দিগ্‌ভ্রমে ব্যাকুল হইয়া কোন্ দিকে ধাবমান হইবে নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় না, তাহার ন্যায় পুরুষগণ স্ত্রীর ভরণপোষণার্থ ধনলোভে অন্ধপ্রায় হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মহামোহ প্রাপ্ত হয় ॥ যো-বা-রা ১।২১।৩৩।

যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতোরমতে জন্তুস্তমোবিশতি পূর্ব্ববৎ ॥

জীব যদি সৎপথে থাকিয়াও শিশ্ন ও উদরের প্রয়াস-সহকারে অসাধু ব্যক্তিদিগের সহিত ক্রীড়া করে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বের ন্যায় নরকে পতিত হইতে হয় ॥ ভা-পু ৩।৩১।৩২।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমোদমোভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সঙ্ক্ষয়ম্ ॥
তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ॥

অশান্ত, মূঢ় ও দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অসাধু ব্যক্তিগণের এবং শোচনীয় ক্রীড়ামৃগ স্ত্রীগণের সাহচর্য্যে সত্য, চিত্তশুদ্ধি, দয়া, মুনিব্রত বুদ্ধি, লজ্জা, লক্ষ্মী, যশঃ, ক্ষমা, শম, দম ও সৌভাগ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, অতএব তাহাদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে ॥ ভা-পু ৩।৩১।৩৩-৩৪।

ন তথাস্য ভবেন্মোহোবন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্‌যথা পুংসোর্যথা সংসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥

স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সাহচর্য্যে পুরুষের যেরূপ মোহ এবং বন্ধ উপস্থিত হয়, অন্য কাহারও সংসর্গে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ভা-পু ৩৫।

যদা ন পশ্যত্যযথা গুণেহাং
স্বার্থে প্রমত্তঃ সহসা বিপশ্চিৎ।
গতস্মৃতির্ব্বিন্দতি তত্রতাপা-
নাসাদ্য মৈথুন্যমগারমজ্ঞঃ ॥

স্বার্থসাধনে উন্মত্ত হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি যতদিন ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে না পারেন, ততদিন আপনার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত এবং মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীসঙ্গজন্য সুখে পরিপূরিত গৃহে অবস্থিতি করিয়া তাপিত হন ॥ ঐ ৫।৫।৭।

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথোহৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ
অতোগৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি ॥

স্ত্রী পুরুষের পরস্পর মিলনই তাহাদিগের উভয়ের হৃদয়-গ্রন্থি স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই মিলন হইতেই গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র, কন্যা ও আত্মীয় ব্যক্তিগণের প্রতি মনুষ্যের "আমি" ও "আমার" এইরূপ অভিমান জন্মে ॥ ঐ ৮।

যদা মনোহৃদয়গ্রন্থিরস্য
কর্ম্মানুবদ্ধোদৃঢ় আশ্লথেত।
তদা জনঃ সংপরিবর্ত্ততেঽস্মা-
ন্মুক্তঃ পরং যাত্যতিহায় হেতুম্ ॥

যখন জ্ঞান প্রভাবে কর্ম্মজনিত সুদৃঢ় মনোরূপ হৃদয়গ্রন্থি শিথিল হইয়া আইসে, পুরুষ তখনই স্ত্রীর সাহচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং অহঙ্কার হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদে আরোহণ করে ॥ ঐ ৫।৫।৯।

এই পর্য্যন্ত পাঠকগণ তত্ত্বোপদেশ পাঠ করিলেন, কিন্তু তত্ত্বোপদেশসম্বন্ধে আমাদের দুই একটী বক্তব্য বিষয় আছে।

তত্ত্বোপদেশ তত্ত্বজিজ্ঞাসুর পাঠ্য, যোগী, ঋষিগণের আদরের সামগ্রী, যাঁহাদের সংসার বাসনা বিলুপ্ত হইয়াছে, যাঁহাদের ইন্দ্রিয় বৃত্তি বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইয়াছে, যাঁহারা সত্য সত্যই অবলাকে বিষলতা জ্ঞানে অস্পৃশ্যা মনে করেন, সেই অন্তর্ব্বিচরণশীল সাধু মহাত্মাদিগেরই তত্ত্বোপদেশ পঠনীয়, তাঁহাদেরই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণে অধিকার, আমাদের নহে, আমরা সর্ব্বদাই বিষয় লোলুপ, সাংসারিক সুখের আশায় লালায়িত, আমাদের ইন্দ্রিয় শক্তি অসংযতা, নিয়তই বহির্ব্বিষয়ের সহিত মিলনের জন্য উৎসুক, আমরা চাই বিষয়, ভালবাসী সংসার। সংসারের কিছুমাত্র অনিত্যতা, কিছুমাত্র অসারতা আমাদের কখনই উপলব্ধি হয় নাই, আমরা কেমন করিয়া দু'চারটা বচন পড়িয়াই তত্ত্বোপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। বহু তপস্যা, নানা প্রকার যোগপ্রণালী অবলম্বন করিয়া কত যত্নে, কত চেষ্টায়, কত শত দুঃসাধ্য প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া যোগী, ঋষি, সাধু, সন্ন্যাসীগণ যাহার কুহক পরিত্যাগ করিতে

পারেন না, আমরা সংসারের কীট; নরকের প্রাণী হইয়া কেমন করিয়া সেই রমণীর রমণীয় কটাক্ষ পরিহার করিব? ইহা কি কখনও হইতে পারে? কদাচ নহে। পাঠকগণ অবশ্যই আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি তত্ত্বোপদেশের অধিকারী আমরা নই, তবে আমাদিগকে উহার আলোচনা করার প্রয়োজন কি? তত্ত্বোপদেশর তত্ত্ব লওয়ার আবশ্যক কি? আমরা বলি, অবশ্যই কিছু আছে।

আমরা নিশ্চয়ই জানি, তত্ত্বোপদেশের তত্ত্বাধিকারী আমরা নই, কিন্তু তত্ত্বোপদেশের যে প্রকৃত অধিকারী আমরা নই, এটুকু জানাই আমাদের প্রয়োজন। ভারত আজ স্বাধীন, স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী, ভারতে শাস্ত্রের আদর নাই, গুরুবাক্যে বিশ্বাস নাই, ধর্ম্মনীতিতে শ্রদ্ধা নাই। সকলই স্বস্ব প্রধান, যাহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহারই অনুশীলন করেন। ভারত আজ মত্ত মাতঙ্গ সদৃশ, অথচ প্রকৃত হস্তিপকের অভাব, অথবা হস্তিপক থাকিয়াও পদদলিত, সুতরাং হস্তীকে শাসন করে কে? ভারত যদি স্বাধীন না হইত, গুরুবাক্যে বিশ্বাসবান্ হইত, তবে আজ দুগ্ধপোষ্য বালক হইতে প্রবলেন্দ্রিয় যুবকপর্য্যন্ত প্রত্যেককেই আমবা সাধু সন্ন্যাসীর সাজে ঘরে ঘরে বিরাজিত দেখিতে পাইতাম না। আজ কাল মুনি ঋষির অভাব নাই, সাধু সন্ন্যাসীর অভাব নাই, ঘরে ঘরে, সাধু সন্ন্যাসীর ছড়াছড়ি, ঘাটে, হাটে, মাঠে যেখানে যাইবে, সেইখানেই সাধুর মেলা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় নব্য সাধুর লক্ষণই রঞ্জিত বস্ত্র, চিমটা, রুক্ষ কেশ এবং দুই একটী মুখস্থ করা তত্ত্বকথা। জিজ্ঞাসা করিলেই শুনিতে পাওয়া যায়, "আমি ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়াছি," "ইহাই আমার বিবেকে বলিয়া দেয়" ইত্যাদি ইত্যাদি। কস্য কেন সম্বন্ধঃ, যদি একটু ধরিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়, অমনি দীর্ঘ নিশ্বাস বহিতে থাকে, মুখ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন বলা হয় "আপনারা বড়ই তার্কিক, তার্কিকদিগের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই" ইত্যাদি। কিন্তু ভারতের এমনই দুর্দ্দশার দিন আসিয়াছে যে, এইরূপ ভণ্ড পাষণ্ডের দল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সাধু মহাত্মা এখান হইতে একেবারে লুক্কায়িত হইয়াছেন। তাঁহারা ত আর ঈদৃশ কপটাচারীর সংসর্গ করিতে পারেন না, তাই আজ ভারত প্রায় সাধু শূন্য হইয়াছে। যতই সাধুর অভাব হইবে, ততই ভারতের অকল্যাণ, ইহা নিশ্চয় সিদ্ধান্ত। সাধুই দেশের রক্ষক, সাধুই দেশের আদর্শ, তাঁহার অভাবেই দেশের অধঃপাত। ভারত আজ মনে করে, সমস্তই বাহিরের বস্তু, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলই মুখের কথা। যাহা কিছু সমস্তই সাজ সজ্জায় এবং মুখের কথায় পর্য্যবসিত, কোন ব্যাপারই অন্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। শিক্ষা বল, ধর্ম্ম বল, কর্ম্ম বল, সকলই কথায় কথায় হইয়া যায়। পূর্ব্বেকার শিক্ষা জীবনের অনুগামিনী ছিল, আর এখন কার শিক্ষা পাশের অনুগামিনী। কারণ এখন যাহা কিছু শিক্ষা হয়, উহা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, মনকে আলোড়িত করিতে সক্ষম নহে, মনের দৃঢ়তর সংস্কাররূপে পরিণত হইতে পারে না, তাই এক কর্ণে শ্রবণ করে, অপর কর্ণ বিবর হইতে বাহির হইয়া যায়, এইরূপ ধর্ম্মও একটা মুখের কথার জিনিষ, মুখে যে যত বলিতে পারিবে, সে তত ধার্ম্মিক, তাই কেহ লিখিয়া রাখিলেন "সত্য কথা বলিব, সকালে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত ভগবানের উপাসনা করিব, সদা সত্য পথে থাকিব" ইত্যাদি। এই পর্য্যন্তই কার্য্য শেষ হইয়া গেল, হয়ত সকাল হইতে আমি ২৪ ঘণ্টা মিথ্যা কথা বলিতে পারি, এ জন্মেও উপাসনা না করিতে পারি, সর্ব্বদা অসৎ পথে থাকিতে পারি, তাহাতে কিছু বাধা নাই। কাগজে খুব বড় অক্ষরে লেখা থাকিলেই আমি বড় ধার্ম্মিক হইয়া গেলাম। শুনিবে বাজারে আমার মত ধার্ম্মিক পৃথিবীতে আছে কিনা সন্দেহ। এই প্রকার সমস্ত বিষয়ই এখন এক কথার উপরে নির্ভর করিয়া আছে, মনে যাহাই থাকুক, বাহিরে যাহাই করি, মুখের কথায় লোককে ভুলাইতে পারিলেই আমি পরম ধার্ম্মিক। তাই আজ সাধু সন্ন্যাসী ও মুখের কথার উপরে চলিতেছে, বাহিরের সাজ সজ্জায় দাঁড়াইয়াছে। অন্তরে যতই আবিলতা থাকুক না কেন, বাহিরটী পরিষ্কার থাকিলেই তিনি পরম সাধু, পরম যোগী হইলেন। তাই পাঠকগণকে একবার অনুরোধ করি, আপনারা তত্ত্বোপদেশ পাঠ করুন, সাধুর চরিত্র বুঝুন, সাধুরা কোন চক্ষুতে স্ত্রীকে দেখেন, তাহা শিক্ষা করুন, প্রকৃত সাধুকে জানিয়া লউন, কি প্রকার বিবেক জ্ঞানের দ্বারা স্ত্রীকে বিসর্জ্জন করিতে হয়, তাহা বুঝুন এবং আমরা সংসার ত্যাগের, পুত্র কলত্রাদি ত্যাগের অধিকারী নই, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জানিয়া রাখুন। স্ত্রীর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার, মুখে বলিলে হইবে না, বক্তৃতায় হইবে না, পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বোপদেশের প্রণালী অনুসারে বিবেক জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে, বৈরাগ্যের সেবা করিতে হইবে, সে জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসারে থাকিতে হইবে। আশ্রমোচিত ও বর্ণোচিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, অত্যুচ্চ আশা করিলে কিছুই ফল হইবে না। অতএব সকলেই আপন অধিকারের মাত্রা অনুসারে সাধু, সন্ন্যাসী হউন, বেশী আড়ম্বর পরিহার করুন। মিথ্যা করিয়া লোক ভুলাইয়া না ঐহিকফল না পারত্রিক ফল কিছুই না, "ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ"।

ব্রাহ্মণমূলক-সমাজ।

এই বিশ্ব অনন্ত প্রাণির আকর হইলেও শাস্ত্রকারগণ নিজ নিজ সিদ্ধান্তের পরিপোষণে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সেই প্রাণীসকলকে দেব, দনুজ, মনুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ইত্যাদিরূপে অনেক প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, (১)। বেদব্যাস স্থাবর এবং জঙ্গম এই দ্বিবিধ ভূতমধ্যে জঙ্গম পদার্থ আবার অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ এই ত্রিধা বিভক্ত করিয়া জরায়ুজ প্রাণীকে পুনর্ব্বার গ্রাম্য ও আরণ্য এই দ্বিবিধ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে গো, অজা, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই সপ্ত গ্রাম্যপশু, এবং সিংহ,

(১) অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥
পঞ্চদশী।

ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সপ্ত আরণ্য পশু। গ্রাম্য পশুর মধ্যে মনুষ্য ও বৈন্য পশুর মধ্যে সিংহই শ্রেষ্ঠ (৩)। গীতায় আবার মনুষ্যকেও নানা প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, নির্ভয় চিত্তশুদ্ধি প্রসন্নতা তত্ত্বজ্ঞানব্যবস্থা, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, যজ্ঞ, সারল্য, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ঔদাস্য, শান্তি, অপৈশুন্য, দয়া, অলোভ, কোমলতা, লোকলজ্জা, চপলতাশূন্যতা, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, পবিত্রতা, জিঘাংসারাহিত্য, অভিমান ইত্যাদি মোক্ষের হেতু দৈবী সম্পৎ এবং বন্ধনের কারণ দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অজ্ঞান ইত্যাদি আসুরী সম্পৎ। এই দুই প্রকার গুণভেদে মনুষ্যকেও দৈব এবং আসুর এই দ্বিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। (৪) এবং স্বভাব ভেদে পুনর্ব্বার ত্রিবিধ লোক বর্ণিত হইয়াছে, (৫) যেমন সুখ, দুঃখ ও মোহ জনক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা ক্রিয়া, আহার, কর্ত্তা ও জ্ঞান ত্রিবিধ পরিস্ফুট হইয়াছে, যেমন সত্ত্ব, রজঃ, এ তমোগুণদ্বারা ক্রমশঃ দেব, মানব ও পশু সৃষ্ট হইয়াছে, সেই প্রকার সাত্ত্বিকাদি গুণের তারতম্যে প্রত্যেক দেব, মনুষ্য ও পশু ও ত্রিবিধরূপে বিভক্ত হইতে পারে, যথা বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধানে দেবপ্রকৃতি দেব-বিষ্ণু প্রভৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি দেব কুবের প্রভৃতি, এবং পশুপ্রকৃতি দেব পিশাচাদি, এবং দেবপ্রকৃতি মনুষ্য মুনি, পণ্ডিত প্রভৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতিমনুষ্য রাজা প্রভৃতি ও পশু প্রকৃতিমনুষ্য মূর্খ বাহিকাদি, এবং দেবপ্রকৃতি পশু হনূমান্ প্রভৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি পশু শিক্ষিত হস্তী, বানর প্রভৃতি এবং পশুপ্রকৃতি পশু সাধারণ পশ্বাদি, এই প্রকার বিভাগ করিতেও যুক্তি কুণ্ঠিত হইতে পারে না।

উক্ত ত্রিবিধ দেবপ্রকৃতি, মনুষ্যপ্রকৃতি ও পশুপ্রকৃতি মনুষ্যই উত্তম, মধ্যম ও অধম রূপে নির্ণীত। যে সমাজ উৎকৃষ্ট মনুষ্যগঠিত, তাহাই উৎকৃষ্ট সমাজ, এবং যাহা অপকৃষ্ট-লোকদ্বারা কলুষিত, তাহাই অধম সমাজ, অতএব লোকগত উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতাই সমাজের উন্নতি ও অবনতির কারণ। পুরুষের আকৃতিগত স্থূলোদরত্ব প্রভৃতি পদমর্দ্দিত স্থূল প্রস্তর খণ্ডের ন্যায় উৎকর্ষতার সাধক নহে, এবং কৃশতাদিও স্পর্শাসহ ক্ষীণদীপশিখার ন্যায় অপকর্ষতার কারণ নহে, পরন্তু জ্ঞানের উৎকর্ষতাই উৎকৃষ্টতা ও অপকর্ষতাই অপকৃষ্টতার পরিচায়ক। যেমন সাধারণ পশু হইতে আপেক্ষিক জ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রযুক্ত মনুষ্য উৎকৃষ্ট, আবার মনুষ্য হইতে ও মদ্যপায়ী ক্লেদপ্রণালীতে অবলুণ্ঠিত পুরুষ হইতে প্রকৃতিস্থ নির্ম্মদ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যে ও সাধারণ মনুষ্য হইতে জ্ঞানের আধিক্য প্রযুক্ত পণ্ডিত ও শিল্পী উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় লৌকিক ও অলৌকিক জ্ঞানের উচ্চতানিবন্ধন ঋষি ও যোগীগণ উৎকৃষ্ট, এইরূপ মুনিগণ হইতে দেবতা এবং তদপেক্ষায় জ্ঞানের বিশুদ্ধতামূলক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব উৎকৃষ্ট, তদপেক্ষায় সমষ্টি অখণ্ড নিত্যজ্ঞান রূপ ঈশ্বরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

বিষয় বিশেষে প্রাণিবিশেষের কিয়ৎ পরিমিত জ্ঞানের উৎকর্ষতা হেতুক তাহারাই মনুষ্য হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা আমাদের অভিপ্রেত নহে। অন্যথা গুটীকীটের গৃহ নির্ম্মাণ কৌশল ও বাবুই পক্ষীর নীড় বিরচন কৌশল, বানরাদির শাখাপ্লবনরূপ অসাধারণ জ্ঞান মনুষ্যতে লক্ষিত হয় না বলিয়া মনুষ্য হইতে পশুই উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

পরন্তু শিল্পীগণের অনির্ব্বচনীয় শিল্প মহিমা ও শিক্ষাবলে সারকাস্‌কারিদিগের ধাবিত অশ্ব হইতে অধঃপতন ও উৎপতন দর্শনে অনুমান করা যায় যে, শিক্ষা নৈপুণ্যে মনুষ্য ও বানর সদৃশ শাখা প্লবনে অপারগ নহে, কিন্তু উহা পশু প্রভৃতির স্বাভাবিক ও মনুষ্যের অস্বাভাবিক বলিয়া সার্ব্বভৌম প্রচরিত নহে। বস্তুতঃ জ্ঞানবিশেষদ্বারা মনুষ্যই প্রাণিসমূহ মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ইহা সহৃদয় মাত্রেরই অনুময়। আবার মনুষ্যের মধ্যে শ্রদ্ধা, দয়া, পবিত্রতা, বিজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান, প্রকৃতব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি পবিত্র গুণসমূহ ভূষিত মনুপ্রভৃতি মহাত্মাগণই হিন্দুসমাজের গঠনপূর্ব্বক জীবন প্রদান করিয়া যান। অসীম চিন্তানুশীলনে প্রথমতঃ ব্যবহারের মুখরূপ ভাষার সংস্কারক ব্যাকরণাদি শব্দ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া মহার্ঘ রত্নমঞ্জুষা বেদাদি শাস্ত্রীয় কপাটের অর্গল অপসারিত করিয়া দেন। প্রথমতঃ যিনি নিজ নিজ চিত্ত ক্ষেত্র হইতে সেই ব্যাকরণের প্রক্রিয়া সকল উত্তোলিত করিয়া লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহার চিন্তাশক্তির অদ্বিতীয় মহিমা স্মরণ করিতে কার না চিন্তা শক্তি শিথিল হয়? তৎপর সেই সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষা রচিত হিন্দুসমাজের জীবন বেদাদি শাস্ত্রের অর্থমাধুর্য্যের কথা দূরে থাকুক, অতি প্রাচীন হইলেও তাহার ভাষা-মাধুর্য্য রসাস্বাদন করিয়া অনার্য্য মানবের কথা কি বলিব? পশু পক্ষীও মুগ্ধ হইয়াছে। যে প্রতিভার দ্বারা তাদৃশ ভাষা ও তাদৃশ শাস্ত্র নিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার মূল কারণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ ব্রাহ্মণ্যদ্বারা পরিপূত হৃদয় না হইলে মহোর্ব্বর ক্ষেত্রের অভীষ্ট শস্যের ন্যায়

---

(২) দ্বিবিধানীহ ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
এতেষাং বিবিধা যোনিরণ্ডস্বেদজরায়ুজাঃ॥

(৩) গৌরজাবিমনুষ্যাশ্চ অশ্বাশ্বতরগর্দ্দভাঃ।
এতে গ্রাম্যাঃ সমাখ্যাতাঃ পশবঃ সপ্ত সাধুভিঃ॥
অরণ্যবাসিনঃ সপ্ত সপ্তৈষাং গ্রামবাসিনঃ।
সিংহা ব্যাঘ্রা বরাহাশ্চ মহিষা বানরাস্তথা॥
ঋক্ষাশ্চ বানরাশ্চৈব সপ্তারণ্যাঃ স্মৃতা নৃপ!।
গ্রাম্যাণাং পুরুষা শ্রেষ্ঠাঃ সিংহাশ্চারণ্যবাসিনাং॥
(ইতি ভীষ্ম পর্ব্ব ৪র্থ অধ্যায়ঃ)

(৪) অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনং।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলং॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহোনাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত!॥
দম্ভোদর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানঞ্চাভিজাতস্য পার্থ! সম্পদমাসুরীম্॥
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ॥
(১৬শ অধ্যায়)

(৫) রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ—
মহাত্মনস্তু মাং পার্থ! দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ॥

তাদৃশ হিতকর বস্তু উৎপন্ন হইত না, লোকহিতৈষী আর্য্য-ঋষিগণ বিবেচনাপূর্ব্বক প্রথমতঃ গুণ কর্ম্মাদিদ্বারা মানবগণকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি পৃথক্ করেন (১)। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যেরূপ বর্ণ বিভাগ করা যাইতে পারে, তেমনি জ্ঞানের উচ্চতা অনুসারেও বর্ণ বিভাগ করিতে পারা যায়। যদি সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা বর্ণ বিভাগ না করিয়া জ্ঞানের উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টতা লইয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই প্রকার পর পর উৎকৃষ্ট অপকৃষ্টরূপে চার শ্রেণিতে মানবমণ্ডলীকে বিভক্ত করা আবশ্যক। সুতরাং সমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, একথা বলিলে কাহারও কিছুমাত্র অমর্ষের কারণ নাই, বরং তাদৃশ গভীর জ্ঞান মহিমা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সকলকারই হর্ষোৎফুল্ল হওয়া একান্ত উচিত। এই প্রকার ব্রাহ্মণ অপেক্ষায় ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণত্রয়কে ক্রমশঃ জ্ঞানাদির ন্যূনতানুসারে নিম্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। ফলপক্ষে আজকাল ব্রাহ্মণের যতদূর অবনতি হইয়াছে, এ দৃষ্টান্তে ব্রাহ্মণকে সমাজের শীর্ষ স্থানীয় বলিতে আমরা কুণ্ঠিত হই, ইহা সত্য কথা, কিন্তু যে সময়ে ব্রাহ্মণমূলক-সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই সময়ে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ব্রাহ্মণই সমস্ত লোকের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। 'এক দিন জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, শিক্ষাশাস্ত্র, কল্পশাস্ত্র, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ব বেদ, নীতিশাস্ত্র, ব্যাবহারিক শাস্ত্র, বাণিজ্যশাস্ত্র, অধিক কি, জগতে যাহার যাহা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়, তৎসমস্তই ব্রাহ্মণের শির হইতে বাহির হইয়াছিল। এমন একটী কথা পাইবে না, যাহা প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ জাতির মুখ হইতে বাহির না হইয়া অন্যে তাহার আবিষ্কার করিয়াছে। ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়া অনেকেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু মোটের উপর প্রথম উদ্ভাবনের কর্ত্তা এক মাত্র ব্রাহ্মণ। যে ধনুর্ব্বেদের দ্বারা এই অসীম জগন্মণ্ডল পরিরক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রণেতা একমাত্র ব্রাহ্মণ, যে আয়ুর্ব্বেদ জগতের প্রাণস্বরূপ, তাহারও নির্ম্মাতা ব্রাহ্মণ। চরক, শুশ্রুত প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থনিচয় ঋষিগণেরই প্রণীত। তৎপর অনেকেই তাহার দৃষ্টান্ত অবলম্বনে অনেকানেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদজ্ঞান প্রকাশের প্রথম কারণ ব্রাহ্মণ। তৎপর সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি যে দর্শন শাস্ত্র, অজ্ঞানান্ধ মানবগণকে চক্ষুষ্মান্ করিয়াছে, নাস্তিকগণের ভয়ানক উৎপীড়ন হইতে মানবকে রক্ষা করিয়াছে, যাহা জগতের উজ্জ্বল রত্ন, যাহা অনন্ত জ্ঞানের খনি, সেই দর্শন শাস্ত্রও ব্রাহ্মণের কণ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়াছে। সাঙ্খ্য দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি কপিল, পাতঞ্জলের প্রণেতা ভগবান্ পতঞ্জলি, ন্যায় দর্শনের প্রণেতা মহর্ষি গৌতম, বৈশেষিক দর্শনের প্রণয়নকর্ত্তা কণাদ, বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা ভগবান্ বেদব্যাস। ইহার প্রত্যেক গ্রন্থেই এত জ্ঞান-রত্ন নিহিত রহিয়াছে যে, ইহার মূল্য, ইহার পুরস্কার জাগতিক লোকে দিতে অক্ষম, তাই পূর্ব্বকালের কৃতজ্ঞ মনুষ্যগণ সেই ঋষিবৃন্দের চরণে মস্তক হেট্ করিয়া থাকিত, তাঁহাদিগের পদানুসরণ করিত। তৎপর যে পুরাণ শাস্ত্র জগৎকে অশেষ প্রকার ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছে, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থশাস্ত্র, ব্যবহারিক তত্ত্ব, পুরাবৃত্ত ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞান যে পুরাণ হইতে মানবগণ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহারও একমাত্র প্রণেতা ব্রাহ্মণ। তৎপর কৃষিশাস্ত্রও পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণয়ন করিয়া জগতের পরমোপকার করিয়াছেন; বেদ যদিও ঋষিগণ প্রণয়ন করেন নাই সত্য, তথাপি তাহার বিস্তার কর্ত্তা, প্রকাশকর্ত্তা একমাত্র ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ নহে। এই প্রকার জ্ঞানময়, তপোময়মূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণ যদি সমাজের শীর্ষস্থানীয় না হইবেন, তবে কে হইবে? জ্ঞানের দ্বারাই সমাজে উচ্চতা, জ্ঞানের দ্বারাই আদরণীয়তা, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য, একমাত্র গুণকেই লোকে পূজা করিয়া থাকে (২)। আজও ইহার শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তপোনিষ্ঠ, জ্ঞাননিষ্ঠ একজন চাণ্ডালও উপস্থিত হন, তবে ব্রাহ্মণাদি সকলেই অবনত শিরে তাঁহার মর্য্যাদা করিয়া থাকেন (৩)। এই দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই ভূরি ভূরি ঋষিগণ সূতের নিকট ধর্ম্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করার জন্য সূতের নিকট সমবেত হইতেন। সূতের নিকট ধর্ম্মবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ভাবিতেন। ঋষিগণ স্পর্দ্ধাবিহীন ছিলেন, তাঁহারা একমাত্র জ্ঞানেরই আদর, জ্ঞানেরই গরিমা জানিতেন, সুতরাং যেখানে জ্ঞান আছে, যেখানে পরম জ্যোতি আছে, যেখানে সত্যনিষ্ঠা আছে, তাঁহাকেই অবনত মস্তকে পূজা করিতেন এবং সমাজও তাদৃশ অসীম গুণ মহিমা দর্শন করিয়া একমাত্র ব্রাহ্মণগণকে সমাজের শীর্ষস্থানে সংস্থাপন করিয়া, কেহ তাঁহাকে রক্ষা, কেহ তাঁহার জীবন ধারণের উপায়, কেহ তাঁহার শুশ্রূষা করিয়া সমাজের কল্যাণ সংসাধন করিতেন, তাই এক দিন ব্রাহ্মণমূলক সমাজ হইয়াছিল। আজ আমরা স্বেচ্ছাচারী, জ্ঞানের মহিমা জানি না, তাই স্পর্দ্ধাপ্রেরিত হইয়া আর্য্যগণের পরম উদ্দেশ্যকে অবহেলা করিয়া সকলেই বড় হইতে চেষ্টা করি। বস্তুতঃ ইহা আমাদের অতীব ভ্রান্তি, সন্দেহ নাই; কারণ বড়, ছোট ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সংসার যত দিন আছে, সমাজ যত দিন আছে, তত দিন বড়, ছোট বিভাগ অবশ্যই থাকিবে। মনুষ্য মধ্যে কেন, প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে উচ্চ নীচ বিভাগ আছে। ঐ যে সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানর, কীট, পতঙ্গ, পিপীলিকা প্রভৃতি প্রাণীকে দেখিতেছ, উহাদের মধ্যেও ছোট বড় বিভাগ আছে, উহাদেরও সমাজ আছে, সমাজের অধিনায়ক আছে। অতএব সকল কালেই প্রত্যেক সমাজের এক শ্রেণী অধিনায়ক থাকা আবশ্যক, নতুবা সমাজ থাকে না। সকলই যদি স্ব স্ব প্রধান হয়, তবে সামাজিক বিপ্লব ঘটে। যেমন বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে ঘটিয়াছে। এই সমস্ত অশেষ প্রকার চিন্তা করিয়াই

---

(১) চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
(গীতা)

(২) গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।
(৩) চাণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠোজ্ঞানভক্তিসমন্বিতঃ।
জ্ঞানভক্তিবিহীনোঽপি দ্বিজোঽহি শ্বপচাধমঃ॥

আর্য্য ঋষিগণ সমাজ বন্ধন সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎকালের লোক গুণের গরিমা জানিত, তাই গুণের পুরস্কার স্বরূপে ব্রাহ্মণকেই সমাজের অধীশ্বর করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণকেই সমাজের মূলে সংস্থাপিত করিয়া সমাজ গঠন করিয়াছিল এবং সকলে সমবেত হইয়া ব্রাহ্মণগণকেই পূজা করিত। তাঁহারা নিশ্চিন্তান্তঃকরণে নানা প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া জগৎকে উপকৃত করিতেন। তদ্ব্যতীত জোর করিয়া কখনই কেহ সমাজের অধীশ্বর হইতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বর্ব্বরগণকে ঠকাইয়া সমাজের আধিপত্য গ্রহণ করেন নাই। সমাজ ব্রাহ্মণের গুণে বিমুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে সমাজের অগ্রস্থানে অধিরোহণ করাইয়াছিলেন।

আর একটী কথা এই,—সকলেই বর্ত্তমান কালের ব্রাহ্মণগণকে দৃষ্টান্ত স্থানীয় করিয়া ব্রাহ্মণের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক ইহা তাহাদের নিতান্তই ভুল, সন্দেহ নাই। কারণ ইদানীন্তন ব্রাহ্মণগণের সহিত তুলনা করিয়া আর্য্য ঋষিগণের বা পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণগণের সমালোচনা করিলে তাঁহাদের নিতান্তই তিরস্কার করা হয়। খদ্যোতের দৃষ্টান্তে যিনি চন্দ্রের মহিমা বুঝিতে চান, কূপের দৃষ্টান্তে যিনি সাগরের গভীরতা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা যেমন নিতান্তই হাস্যাস্পদ হয়েন, তদ্রূপ আমাদের দৃষ্টান্তে যাহারা প্রাচীন, সাক্ষাৎ জাজ্বল্যমান ব্রহ্মবর্চস্ সম্পন্ন প্রত্যক্ষ জ্ঞানমূর্ত্তি ব্রাহ্মণগণের গরিমা বুঝিতে উদ্যুক্ত হন, তাহারাও নিতান্তই উপহাসের পাত্র সন্দেহ নাই। আর্য্য ঋষিবৃন্দের জ্ঞান চর্চ্চা, তাঁহাদের তপশ্চর্য্যাতে এক দিন সমস্ত পৃথিবী বিস্মিত, স্তম্ভিত ও পরাভূত হইয়াছিল, তাঁহাদের নিঃস্বার্থ পরোপকার দর্শনে জগৎ বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ভাই! বল দেখি, এ অবনীমণ্ডলে কে আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিয়া, আহার, নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, ঝড়, বৃষ্টি, শীত, তাপ অনায়াসে, অক্লেশে মস্তকে ধরিয়া জগতের হিতকর কার্য্যে সময় অতিপাত করিয়াছে? সমস্ত জগৎ এক তানে উচ্চৈঃস্বরে বলিবে আর্য্য ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, আর কেহ নয়। তাঁহারা যদি ধর্ম্মের সংস্কার, শাস্ত্রের সংস্কার, জ্ঞানের উৎকর্ষ না করিতেন, বল দেখি, তা হইলে জগতের কিরূপ পরিণাম হইত! জগৎ অন্ধ হইত, পৃথিবী মহাশ্মশান হইত। জ্ঞান ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব, জগতের প্রাণ থাকিতে পারে না। অতএব বলি, ভাই! আর্য্য ঋষিগণকে কেহ স্বার্থপর বলিও না, যদি স্বার্থপর বলিতে চাও, তবে আমাদিগকে বল। যদি এ সংসারে নিঃস্বার্থতা শিখিতে চাও, তবে আর্য্য ঋষিদের নিকটে যাও, তাঁহাদের শ্রীপদানুসরণ কর, তবেই নিস্বার্থভাব শিখিতে পারিবে। ভাই! যে আর্য্য ব্রাহ্মণগণকে স্বার্থপর বলিয়া তিরস্কার কর, যে মনুর নাম শুনিলে তোমাদের সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে, সেই মনু ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ জীবিকা কি বলিয়াছেন, তাহা কখনও পড়িয়াছ কি? বোধ হয় পড় নাই। শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে, এই পাপ জীবনকে বৃথা বলিয়া মনে করিবে, ঋষিদের চরণে শরণ লইয়া কৃতার্থ হইতে চেষ্টা করিবে। শোন একবার ব্রাহ্মণের জীবিকার বার্ত্তা।—

মনু (২) ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত, সত্যানৃত এবং শ্ববৃত্তি এই পাঁচ প্রকার জীবিকার কথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে শ্ববৃত্তি নিষেধ করিয়া অপর পাঁচ প্রকারে জীবন নির্ব্বাহের উপদেশ দিয়াছেন। তন্মধ্যে ঋতই শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তদপেক্ষায় ক্রমে একটী হইতে অপরটী নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কৃষকগণ নিজ নিজ ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি লইয়া গেলে ক্ষেত্রে যে একটী একটী ধান্যাদি গাছ থাকে, তাহাকে কুড়াইয়া লওয়ার নাম উঞ্ছ, এবং ধান্যের ছরাশুদ্ধ কতকগুলি ধান্যাদি কুড়াইয়া লওয়ার নাম শীল। কোন অবাধিত স্থান, পন্থা, এবং ক্ষেত্র হইতে এই প্রকার উঞ্ছ ও শীল কুড়াইয়া যে জীবিকা নির্ব্বাহ করা, তাহার নাম ঋতবৃত্তি এবং এইটীই ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ জীবিকা। এই বৃত্তি সত্যময়, ইহাতে কোন প্রকার বঞ্চনা, যাচনা, শঠতা প্রভৃতির লেশমাত্রও নাই, এই জন্য ইহার নাম ঋত। কোন ব্যক্তির নিকট কোন প্রকারে কিছু প্রার্থনা না করিয়া, ইচ্ছাপূর্ব্বক যদি কেহ কিছু দেন, তদ্দ্বারা যে জীবন ধারণ, তাহার নাম অমৃতবৃত্তি। অযাচিত ভাবে প্রাপ্তি অমৃতস্বরূপ, এই জন্য ইহার নাম অমৃত। প্রার্থনাপূর্ব্বক ভিক্ষা লব্ধ বস্তুর দ্বারা জীবন যাপন করার নাম মৃতবৃত্তি। ইহা মরণের ন্যায় পীড়া জনক বলিয়া ইহাকে মৃতবৃত্তি বলিয়াছেন। তৎপর কৃষি কার্য্যের দ্বারা জীবন ধারণের নাম প্রমৃতবৃত্তি। ইহাতে ভূমিকর্ষণের কালে নানাপ্রকার প্রাণীর বিনাশ হয় এবং গবাদি পশুর অতিশয় ক্লেশ দায়ক বলিয়া ইহাকে মরণ অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টজনক মনে করিয়া প্রমৃত বলিয়াছেন, এবং বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের নাম সত্যানৃত বৃত্তি, সত্য মিথ্যা উভয় সম্মিশ্রিত বলিয়া, ইহাকে সত্যানৃতবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং চাকরি করিয়া জীবন যাপনের নাম শ্ববৃত্তি, ইহাতে সর্ব্বদাই দীনভাবে থাকিতে হয়, প্রভুর তর্জ্জন, গর্জ্জন সহ্য করিতে হয় এবং প্রভুর আদেশ অনুসারে নানা প্রকার নীচ কার্য্যও করিতে হয়, সুতরাং কুক্কুরের ন্যায় কাল যাপন করিতে হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে কুক্কুর বৃত্তি বলিয়াছেন এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৃত্তির অভাবে পর পর বৃত্তির দ্বারায় জীবন নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু শ্ববৃত্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে, একেবারেই নিষেধ করিয়াছেন। এখন একবার ভাবিয়া দেখ যদি ব্রাহ্মণই স্বার্থপর হইতেন, তবে সমস্ত উৎকৃষ্ট বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশেষত চাকরি বৃত্তিকে শ্ববৃত্তি বলিয়া উঞ্ছ কুড়ানের ব্যবস্থার কি দরকার ছিল? অতএব বুঝিয়া লও, ব্রাহ্মণ স্বার্থপর নহেন, তাঁহারা বিলডিং বালাখানা চাহিতেন না, সুখের অভিলাষ করিতেন না, তাঁহাদের ধনের পিপাসা ছিল না, তাঁহারা চাহিতেন ধর্ম্ম, তাঁহারা চাহিতেন জ্ঞান, তাই ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণমূলক সমাজ হইয়াছিল, ব্রাহ্মণকেই সমাজের অগ্রণী করিয়া সকলে তদনুবর্ত্তী হইতেন। এখন আর সে ব্যবস্থা নাই, সুতরাং সমাজ দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে। এ সংসারে অধিনায়ক ব্যতীত কোন বস্তুরই অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, এই জন্য প্রত্যেক দেশেই সমাজের নায়ক আছে, সকলেই নায়কের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাই সামাজিক বিপ্লব উপস্থিত হইতে পারে না। আর আমরা মনে করি, নায়কের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই হয়, আমরা সকলেই নায়ক, কাহার আর অধীনতা স্বীকার করিব? কিন্তু সকলকারই একবার চক্ষু প্রসারণ করিয়া দেখা উচিত যে, কোন একস্থানে সমাজ ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে, নতুবা প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের ভার থাকিতে পারে না, তাহাতে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যায়। অতএব সকলে একত্রিত হইয়া প্রথমতঃ সমাজের মূল ভিত্তি সুদৃঢ় করার চেষ্টা করুন, মূল সুদৃঢ় হইলে সমাজ-বৃক্ষ অবশ্যই সুফল প্রদান করিবে।

শ্রীজয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ।

(২) ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃত্রেন বা।
সত্যানৃতাখ্যয়া বাপি ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন॥
ঋতমুঞ্ছশীলং জ্ঞেয়ং অমৃতং স্যাদযাচিতং।
মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতং॥
সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
(মনু, ৪অ, ৪,৫,৬।)

গায়ত্রী।

ধর্ম্মের দুর্দ্দিনে, ঘোর কলি কালে প্রায় প্রতি কার্য্যেই অন্তরায় বা ব্যভিচার উপস্থিত। কতকগুলি লোক যেমন পাষণ্ড-পদবী সমারূঢ় হইলে আত্মসাফল্য বোধ করে, তেমন আর কতকগুলি লোক প্রকারান্তরে বেদ বিরুদ্ধ বাদ প্রচারে মুক্তকণ্ঠ। বেদবিরুদ্ধ বাক্য সর্ব্বথা পরিত্যজ্য ও শিষ্টজনের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য, এই শাসন বাক্যে ক্রমশঃ অনাদর ঘটিতেছে। তাহারই উদাহরণ স্বরূপ আজ আমরা গায়ত্রী উপাসনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা পতিত বঙ্গভূমি সকল বিষয়েই অগ্রসর, কিন্তু সারগ্রহণে সর্ব্বথা পশ্চাৎপদ, শাস্ত্রাচার বিরুদ্ধে বদ্ধকটি, সেই জন্যই বঙ্গদেশ হইতে বেদ-বিজ্ঞান ক্রমে অপসারিত হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধের অত্যাচারে বঙ্গদেশ এক সময়ে প্রায় বেদ, ব্রাহ্মণ বিহীন হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গরাজ আদি শূরের প্রযত্নে ঐ অভাব বিদূরিত হইলেও উহা অধিক কাল স্থায়ী হইল না। লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়াও অনেক উৎসাহ প্রদান করিলেন, কিন্তু তখনই কাল বা দেশ মাহাত্ম্যে বঙ্গের বেদ-তেজ মলিন হইতেছিল। লক্ষণসেনের ধর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীমান্ হলায়ুধ স্বরচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব গ্রন্থে উহার আভাস দিয়া গিয়াছেন। লক্ষণসেন হইতে তৃতীয় পুরুষে যবনাধিকার প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং বেদ পাঠ প্রায় নির্মূল হইতে ছিল। যদিও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাগমে বেদধ্বনির কিঞ্চিৎ প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছিল, কিন্তু অচিরে তাহাও বিলয় প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বঙ্গদেশে স্বাধ্যায় প্রবচনের সহিত বেদাঙ্গ সমালোচনাও তিরোহিত হইতে লাগিল। সংস্কার ক্রিয়াগুলি ক্রমশঃ সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইতে লাগিল। দ্বিজাতির প্রধানতম সংস্কার উপনয়ন-গায়ত্রীদীক্ষা। গায়ত্রীদীক্ষার গুরু, মহাগুরু-আচার্য্য। পিতা, মাতা ও আচার্য্য এই তিন জন মহাগুরু, এতদ্ব্যতীত মহাগুরু আর নাই। কালপ্রভাবে এই মহাগুরুত্রয়ের বিশেষতঃ আচার্য্যের আদর, গৌরব ও তৎপ্রতি ভক্তি অতি অল্পই হইতে লাগিল। গায়ত্রীর প্রতিও আদর ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল। ইহার একতর কারণ যেমন কলিকালের প্রভাব, তেমন তান্ত্রিকগুরুর অযুক্তব্যবহার ও অন্যতর কারণ। তান্ত্রিকগণের মধ্যে অনেকে বলিয়া থাকেন,—গায়ত্রী ত্রিবর্গসাধিকা, গায়ত্রীদ্বারা পরমপুরুষার্থ মোক্ষ হয় না, তাঁহাদের এই উপায়ে তন্ত্রের প্রাধান্য সংস্থাপন চেষ্টা কতদূর সঙ্গত, আদৌ তাহারই আলোচনা করা যাউক। গায়ত্রী সেবায় চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধ হয় না, এই কথা তাঁহারা কোথায় পাইলেন? তন্ত্রশাস্ত্রে বেদের প্রণব, গায়ত্রী ও প্রাণায়ামাদি সংগৃহীত হইয়াছে। তন্ত্রে যে সকল বীজমন্ত্র প্রকাশিত, তাহা প্রণব পূর্ব্বক উচ্চারিত হয়, অথচ তান্ত্রিকগণ বেদ, কলির জন্য নহে বলিয়া শিষ্যকে তৎপ্রতি বীতরাগ করিয়া থাকেন। আবার সন্ধ্যা গায়ত্রী পূর্ব্বে সমাধা করিয়া পরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিতে দেখি, অথচ বেদবর্ত্ত কলির নহে, শুনিতে পাই। এখনও উপনয়নাদি সংস্কার বেদানুসারী, তন্ত্রানুসারী নহে, তথাপি বেদবর্ত্ত অকিঞ্চিৎকর, এ কথা কেমন করিয়া শ্রদ্ধেয় হইতে পারে? বিশেষতঃ উপনয়নের সময়াতিপাতে ব্রাত্য হইতে হয়। ইহাও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যদি বেদ কলির জন্য নহে, তবে ব্রাত্য হইতে হইবে কেন? যাউক, আমরা অনেকদূর আসিয়াছি, এখন প্রকৃত কথার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই।

গায়ত্রী চতুর্ব্বর্গসাধিনী, ইহা শ্রুতি, স্মৃতি এবং পুরাণে ভূয়োভূয়ঃ লিখিত আছে। প্রথম দেখা যাউক স্বয়ং শ্রুতি এসম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। প্রথমতঃ গায়ত্রী একটী বৈদিকচ্ছন্দঃ, উষ্ণিগাদি অন্য ছন্দ অপেক্ষা গায়ত্রীই প্রথম ছন্দঃ, ইহা অষ্টাক্ষরা ত্রিপদী, অথবা ষড়ক্ষরা চতুষ্পদী। ইহা ছন্দ হইলেও যোগারূঢ় শক্তির দ্বারা মন্ত্রবিশেষেরই বোধক।

"যোগারূঢ়ে মন্ত্রবিশেষস্য বোধকঃ—
"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীয়ং ততঃ স্মৃতা"।

যিনি এই মন্ত্রের গান করেন, উচ্চারণ করেন, এই ঋক্ তাঁহাকে ত্রাণ করেন বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী। প্রথমতঃ নামের ব্যুৎপত্তিদ্বারাও বুঝায় যে, গায়ত্রী ত্রাণকারিণী। আবার অপর ব্যুৎপত্তিতে দেখি—"গীয়তে অনেন গৈধাতোর্ঘঞ্ নিপাতনে হ্রস্বঃ গয়ঃ প্রাণস্তং ত্রায়তে"। গায়ত্রী প্রাণের ত্রাণকারিণী। ত্রাণকারিণী বলিলেই হয়ত তান্ত্রিকগণ বিদ্বেষ পরবশ হইয়া উঠিবেন, কিন্তু শাস্ত্র বলিলে আমরা কি করিব? শুদ্ধ শাস্ত্র নয়, কাজেও হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে।

"সাধ্যা বৈ নাম দেবা আসংস্তে সর্ব্বে যজ্ঞেন সহ স্বর্গলোক-
মায়ংস্তে দেবাশ্ছন্দাংস্যব্রুবন্ সোমমাহরতেতি।
তে জগতীং প্রাহিন্বন্ সা ত্রীণ্যক্ষরাণি হিত্বা একাক্ষরা ভূত্বাগচ্ছৎ।
ত্রিষ্টুভং প্রাহিন্বন্ সৈকমক্ষরং হিত্বা ত্র্যক্ষরা ভূত্বাগচ্ছৎ।
গায়ত্রীং প্রাহিন্বংশ্চ চতুরক্ষরাণি বৈ তর্হি ছন্দাংস্যাসন্ সা তানি
চাক্ষরাণি হরন্ত্যা গচ্ছদষ্টাক্ষরা ভূত্বা"। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণে)

ভাষ্য—"পূর্ব্বং সাধ্যাখ্যা দেবা আসন্, তে সর্ব্বে যজ্ঞেন সোপকরণেন সোমাদি সাধনমাদায়ৈব স্বর্গং লোকমায়ন্নগমন্, তে প্রসিদ্ধা বস্বাদয়োদেবা আদৌ স্বর্গসাধনযজ্ঞার্থং সোমহরণায় ছন্দাংসি গায়ত্র্যাদীনি "যূয়ং সোমং দ্যুলোকাৎ আহরত" ইত্যুক্তবন্তঃ, তান্যপি তথৈবাঙ্গীচক্রুরিতি শেষঃ। তথোক্তাস্তে জগতীং প্রাহিন্বন্ অপ্রেরন্, সা তত্রত্যৈঃ সোমপালৈঃ সহ যুদ্ধা ত্রিণ্যক্ষরাণি হিত্বা একাক্ষরা ভূত্বা পুনর্দ্দেবানাগচ্ছৎ চতুরুত্তরাণি বৈ তর্হি ছন্দাংসি বক্ষ্যতি। তদভিপ্রায়কমিদং পুনস্তে ত্রিষ্টুভং প্রাহিন্বন্, সাপি পূর্ব্ববৎ সোমপালেষ্বেকমক্ষরং হিত্বা ত্র্যক্ষরা ভূত্বা পুনরাগচ্ছৎ তে পুনর্গায়ত্রীং প্রাহিন্বন্ ছন্দাংসি সর্ব্বাণিঃ চতুরুত্তরাণ্যাসন্, অতঃ সা গায়ত্রী দ্যুলোকে সোমরক্ষকৈ কৃষ্ণপ্রভৃতিভির্বির্জিতানি জগতীত্রিষ্টুভোশ্চতুরক্ষরাণি হরন্তী অষ্টাক্ষরা ভূত্বাগচ্ছৎ।"

পূর্ব্বে সাধ্য প্রভৃতি দেবগণ স্বর্গসাধক যজ্ঞ-যজনার্থ গায়ত্রী-প্রভৃতি ছন্দগুলিকে বলিল "তোমরা দ্যুলোক হইতে সোম আহরণ কর। তাহারা স্বীকার করিলে প্রথমতঃ জগতী নামক ছন্দ প্রেরিত হইল। জগতী তত্রত্য সোমপালদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিন অক্ষর পরিত্যাগ পূর্ব্বক একাক্ষরা হইয়া আসিলেন, এইরূপে ত্রিষ্টুভ ও প্রেরিতা হইয়া এক অক্ষর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ত্র্যক্ষরা হইয়া আসিলেন। গায়ত্রী সোমপালদিগকে পরাজিত করিয়া পূর্ব্ব পরিত্যক্ত চতুরক্ষর গ্রহণপূর্ব্বক অষ্টাক্ষরা হইয়া আসিলেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও বলিয়াছেন,—

"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চ বাগ্বৈ গায়ত্রী বাগ্বা ইদং সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ ত্রায়তে চ ॥১॥

য়া বৈ সা গায়ত্রীয়ং বাব সা য়েয়ং পৃথিব্যস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব নাতিশীয়তে ॥২॥

যা বৈ সা পৃথিবীয়ং বাব সা যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরমস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৩ ॥

যদ্বৈতৎ পুরুষে শরীরমিদং বাব তদয়মিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতা এতদেব নাতিশীয়ন্তে ॥ ৪ ॥

সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনূক্তম ॥৫॥ তাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ পাদোস্য সর্ব্বা-ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি ॥৬॥

তদ্বৈতদ্ব্রহ্মেতীদং বাব তদ্যোঽয়ং বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশোযো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশঃ ॥ ৭ ॥

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃ পুরুষ আকাশো য়ো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ ॥৮॥

অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয় আকাশস্তদেত পূর্ণং অপ্রবর্ত্তি পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীং শ্রিয়ং লভতে য এবং বেদ ॥ ৯ ॥

ভাষ্যং যথা,—"স্বৎস্বনেকেষু ছন্দঃসু গায়ত্র্যা এব ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারতয়োপাদানং প্রাধান্যাৎ। সোমাহরণাদন্তরছন্দোঽক্ষরাহরণেন ইতরছন্দোব্যাপ্ত্যা চ সর্ব্বসবনব্যাপককত্বাচ্চ যজ্ঞে প্রাধান্যং গায়ত্র্যাঃ। গায়ত্রীসারত্বাচ্চ ব্রাহ্মণস্য। মাতরমিব হিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোঽন্যদ্গুরুতরং ন প্রতিপদ্যতে যথোক্তং ব্রহ্মাপীতি। তস্যামত্যন্তগৌরবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, অতো-গায়ত্রীমুখেনৈব ব্রহ্মোচ্যতে, গায়ত্রী বৈ ইত্যবধারণার্থোবৈ শব্দঃ। ইদং সর্ব্বং ভূতং প্রাণিজাতং যৎকিঞ্চ স্থাবরং জঙ্গমং বা তৎসর্ব্বং গায়ত্র্যেব। তস্যাশ্ছন্দোমাত্রায়াঃ সর্ব্বভূতত্বমনুপপন্নমিতি গায়ত্রীকারণং বাচং শব্দরূপামাপাদয়তি গায়ত্রীম্॥

বাগ্বৈ গায়ত্রীতি। বাগ্বাইদং সর্ব্বভূতম্। তস্মাৎ বাক্শব্দরূপা সতী সর্ব্বং ভূতং গায়তি চ শব্দয়তি অসৌ গৌরশ্ব ইতি ত্রায়তে চ রক্ষত্যমুষ্মাম্মা ভৈষীঃ কিং তে ভয়মুত্থিতমিত্যাদি। সর্ব্বতোভয়ান্নিবত্যমানোবাচা ত্রাতঃ স্যাৎ। যদ্বাগ্ভূতং গায়তি ত্রায়তে চ গায়ত্র্যেবেতদ্গায়র্তি চ বাচোঽনন্যত্বাৎ গায়ত্র্যা গানাত্রাণাচ্চ গায়ত্র্যা গায়ত্রীত্বম্। যা বৈ সৈবংলক্ষণা সর্ব্বভূতরূপা গায়ত্রী। ইয়ং বাব সা যেয়ং পৃথিবী। কথং পুনরিয়ং পৃথিবী গায়ত্রীত্যুচ্যতে সর্ব্বভূতসম্বন্ধাৎ। কথং সর্ব্বভূতসম্বন্ধোঽস্যাং পৃথিব্যাং হি যস্মাৎ সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমঞ্চ ভূতং প্রতিষ্ঠিতমেতামেব পৃথিবীং নাতিশীয়তে নাতিবর্ত্তত ইত্যেতৎ॥

যথা গানত্রাণাভ্যাং ভূতসম্বন্ধোগায়ত্র্যা এবংভূতপ্রতিষ্ঠানা দ্ভূতসম্বন্ধাদ্বা পৃথিবী অতোগায়ত্রী পৃথিবী যা বৈ সা পৃথিবী গায়ত্রীয়ং বাব সা ইদমেব। তৎ কিং যদিদমস্মিন্ পুরুষে কার্য্যকারণসঙ্ঘাতে জীবতি শরীরং পার্থিবত্বাচ্ছরীরস্য। কথং শরীরস্য গায়ত্রীত্বমিত্যুচ্যতে। অস্মিন্ হীমে প্রাণাভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। অন্তঃ পৃথিবীবদ্ভূতশব্দবাচ্যপ্রাণপ্রতিষ্ঠানাচ্ছরীরং গায়ত্রী। এতদেব যস্মাচ্ছরীরং নাতিশীয়ন্তে প্রাণাঃ। যদ্বৈ তৎপুরুষে শরীরং গায়ত্রীদং বাব তৎ। যদিদমস্মিন্নন্তর্মধ্যে পুরুষে হৃদয়ং পুণ্ডরীকাক্ষমেতদ্গায়ত্রী। কথমিত্যাহ অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ অতঃ শরীরবদ্গায়ত্রী হৃদয়ম্। এতদেব চ নাভিশীয়ন্তে প্রাণাঃ। প্রাণোহি পিতা প্রাণোমাতা অহিংসন্ সর্ব্বভূতানীতি শ্রুতেঃ। ভূতশব্দবাচ্যাঃ প্রাণাঃ। সৈষা চতুষ্পদা ষড়ক্ষরপাদা ছন্দোরূপা সতী ভবতি গায়ত্রী ষড়বিধা বাগ্ভূতপৃথিবী শরীরহৃদয়প্রাণরূপা সতী ষড়্বিধা ভবতি। বাক্প্রাণয়োরণ্যার্থনির্দ্দিষ্টয়োরপি গায়ত্রীপ্রকারত্বম্; অন্যথা ষড়্বিধসঙ্খ্যাপূরণানুপপত্তেঃ, তদেতস্মিন্নর্থে এতদ্গায়ত্র্যাখ্যং ব্রহ্ম গায়ত্র্যনুগতং গায়ত্রী মুখেনোক্তম্। ঋচাপি মন্ত্রেণাভ্যনূক্তং প্রকাশিতং তাবানস্য গায়ত্রাখ্যব্রহ্মণঃ সমস্তস্য মহিমা বিভূতিবিস্তারঃ যাবাংশ্চতুষ্পাদষড়বিধশ্চ ব্রহ্মণোবিকারঃ পাদোগায়ত্রীতি ব্যাখ্যাতঃ। অতস্তস্মাদ্বিকারলক্ষণাৎ গায়ত্রাখ্যাদ্বাচারম্ভণমাত্রাত্ততোজ্যায়ান্মহত্তরশ্চ পরমার্থসত্যরূপোঽবিকারঃ পুরুষঃ সর্ব্বপূরণাৎ পূরীশয়নাচ্চ। তস্যাস্য পাদঃ সর্ব্বা সর্ব্বানি ভূতানি তেজোঽবন্নাদীনি সস্থাবরজঙ্গমানি ত্রিপাত্রয়ঃ পাদা অস্য সোঽয়ং ত্রিপাৎ ত্রিপাদমৃতং পুরুষাখ্যং সমস্তস্য গায়ত্র্যাত্মনোদিবি দ্যোতনবতি স্বাত্মন্যবস্থিতমিত্যর্থ ইতি। যদ্বৈতত্রিপাদমৃতং গায়ত্রী মুখেনোক্তং ব্রহ্মেতীদং বাব তদিদমেব। তদ্যোঽয়ং প্রসিদ্ধোবহির্দ্ধা বহিঃ পুরুষাদাকাশঃ ভৌতিকো যো বৈ স বহির্দ্ধা পুরুষাদাকাশ উক্তঃ। অয়ং বাব স যোঽয়মন্তঃ পুরুষে আকাশঃ। যো বৈ সোঽন্তঃ পুরুষ আকাশঃ। অয়ং বাব স যোঽয়মন্তর্হৃদয়ে পুণ্ডরীক আকাশঃ। কথমেকস্য সতঃ আকাশস্য ত্রিধা ভেদ ইতি। উচ্যতে বাহ্যেন্দ্রিয়-বিষয়ে জাগরিতস্থানে নভসি দুঃখবাহুল্যং দৃশ্যতে। অতঃ শরীরে স্বপ্নস্থানভূতে মন্দতরং দুঃখং ভবতি। স্বপ্নান্ পশ্যতোহৃদয়স্থে পুনর্নভসি ন কঞ্চন কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। অতঃ সর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিরূপমাকাশঃ সুষুপ্তস্য স্থানম্। অতোযুক্তমেকস্যাপি ত্রিধা ভেদানুব্যাখ্যানম্। বহির্দ্ধা পুরুষাদারভ্যাকাশস্য হৃদয়ে সঙ্কোচকরণচেতঃসমাধানস্থানস্তুতয়ে। যথা ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং বিশিষ্যতে। অর্দ্ধতস্ত কুরুক্ষেত্রমর্দ্ধতস্ত পৃথূদকমিতি তদ্বৎ। তদেতদ্বার্দ্দাকাশাখ্যং ব্রহ্ম পূর্ণং সর্ব্বগতং ন হৃদয়মাত্র পরিচ্ছিন্নমিতি মন্তব্যম্। যদ্যপি হৃদয়াকাশে চেতঃ সমাধীয়তে অপ্রবর্ত্তি ন কুতশ্চিৎ প্রবর্ত্তিতুং শীলমস্যেতি অপ্রবর্ত্তি তদনুচ্ছিত্তিধর্ম্মকম্। যথান্যানি ভূতানি পরিচ্ছিন্নান্যুচ্ছিত্তিধর্ম্মকানি ন তথা হার্দ্দং নভঃ পূর্ণমপ্রবর্ত্তিনীমনুচ্ছেদাত্মিকাং শ্রিয়ং বিভূতিং গুণফলং লভতে দৃষ্টম্। য এবং যথোক্তং পূর্ণমপ্রবর্ত্তিগুণং ব্রহ্ম বেদ জানাতীহৈব জীবংস্তদ্ভাবং প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অতএব "ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥ ২৫ (পরমার্ষসূত্রম্)

ছান্দোগ্যশ্রুতি বিশদরূপে বলিয়া দিয়াছেন, গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান হয়, গায়ত্রী ব্রহ্ম। "তদ্ব্রহ্ম"। ব্রহ্মরূপ গায়ত্রীর এক পাদে বিশ্ব, ত্রিপাদ স্বয়ং অমৃত। গায়ত্রী মুখেই ব্রহ্মের উপাসনা। গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার ফল পূর্ণ ও অপ্রবর্ত্তিগুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তি। গায়ত্রী আরাধনায় কেবল ত্রিবর্গ সাধন হইবে, পরম পুরুষার্থ লাভ হইবে না, ইহা কোন শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে নাই। তান্ত্রিক, বেদ বিরুদ্ধবাদ কোন্ সাহসে প্রচার করেন, তাহা তিনিই জানেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি গায়ত্রীকে বাক্, ভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ রূপে ষড়্বিধ বলিয়াছেন। এই সমস্ত প্রকার ভেদদ্বারা গায়ত্রী মাহাত্ম্যই বিস্তার হইয়াছে। "তাবানস্য" এই ঋক্‌টী পুরুষসূক্তেও আছে এবং গীতাতেও ইহার অনুবাদ আছে। এই বিশ্বব্যাপি মাহাত্ম্য-সম্বলিত গায়ত্রী ব্রহ্মোপাসনার ফল অনন্ত। ধর্ম্ম চাও, গায়ত্রী প্রদান করিতে অগ্রহস্ত। পরম পুরুষার্থ মোক্ষ অভিলাষ কর গায়ত্রীর স্নেহময় পবিত্র অঙ্কে নিশ্চিন্ত থাক। গায়ত্রী যাহা পারে না, ব্রহ্মও তাহা পারে না; ব্রহ্ম ও গায়ত্রী অভিন্ন। আচার্য্য জনক, গায়ত্রী জননী, এই উভয় হইতে দ্বিজত্বলাভ হইয়া থাকে। গায়ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা, জননীর প্রতি অবজ্ঞা অপেক্ষা অধিক দোষাবহ। ব্রাহ্মণের গায়ত্রীই সার। ভাষ্যকার ঐ শ্রুতি ব্যাখ্যা কালে জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন,—"মাতরমিব হিত্বা গুরুতরাং গায়ত্রীং ততোঽন্যদ্গুরুতরং ন প্রতিপদ্যতে যথোক্তং ব্রহ্মাপীতি।—তান্ত্রিকগণ বলিতেছেন, গায়ত্রী বিসর্জ্জন কর, উহার কোন ক্ষমতা নাই। ধন্য কলি!

ছান্দোগ্য শ্রুতির কথা শেষ করিয়া এখন বৃহদারণ্যক শ্রুতির কথা লিখিত হইতেছে।

"ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌ (দিঔ) রিত্যষ্টাবক্ষরাণি, অষ্টাক্ষরং হবা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদুহৈবাস্যা এতৎ স যাবদেষু তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ। ঋচোযজূংষি সামানীতি অষ্টাবক্ষরাণি অষ্টাক্ষরং বা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদুহৈবাস্যা এতৎ স যাবতীয়ং ত্রয়ীবিদ্যা তাবদ্ধ জয়তি যোস্যা এতদেবং পদং বেদ। প্রাণোঽপানোব্যানঃ (বি আনঃ) ইত্যষ্টাবক্ষরাণি অষ্টাক্ষরং হবা একং গায়ত্র্যৈ পদমেতদুহৈবাস্যা এতৎ স যাবদিদং প্রাণিতি তদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ। অথাস্যা এতদেব তুরীয়ং দর্শতং পদং পরোরজা য এষ তপতি যদ্বৈ চতুর্থং তত্তুরীয়ং দর্শতং পদমিতি তাদৃশে ইব এষ পরোরজা ইতি সর্ব্বমু হ্যেষরজ উপর্যুপরি তপতি এবং হৈষ শ্রিয়া যশসা তপতি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ সৈষা গায়ত্রী এতস্মিংস্তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতেত্যাদি। তদ্বৈতৎ সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতং প্রাণে প্রতিষ্ঠিতমিত্যাদি সা হৈষা গয়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। স যা মে বা মুমন্বা হৈ ষৈব সা স যস্মা অন্বাহ তস্য প্রাণাংস্ত্রায়তে"।

ভাষ্যং যথা—"ব্রহ্মণোহৃদয়াদ্যনেকোপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনমুক্তমথেদানীং গায়ত্র্যুপাধিবিশিষ্টস্যোপাসনং বক্তব্যমিত্যারভ্যতে সর্ব্বচ্ছন্দসাং হি গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রধানভূতং তৎপ্রয়োক্তৃগায়ত্রাণাৎ গায়ত্রীতি বক্ষ্যতি। ন চান্যেষাং ছন্দসাং প্রয়োক্তৃ-প্রাণত্রাণসামর্থ্যং প্রাণাত্মভূতা সা সর্ব্বছন্দসাং চাত্মা প্রাণঃ প্রাণশ্চ ক্ষতঃ 'ত্রাণাৎ ক্ষত্রম্" ইত্যুক্তং প্রাণশ্চ গায়ত্রী তস্মাৎ তদুপাসনমেবং বিধিৎস্যতে দ্বিজোত্তম হেতুত্বাচ্চ গায়ত্র্যা ব্রাহ্মণমসৃজত ত্রিষ্টুভা রাজন্যং জগত্যা বৈশ্যমিতি দ্বিজোত্তমস্য দ্বিতীয়জন্ম গায়ত্রীনিমিত্তং, তস্মাৎ প্রধানা গায়ত্রী ব্রাহ্মণাদ্যর্থা। যোব্রাহ্মণান্ অভিবদন্তি স ব্রাহ্মণঃ বিপাপোবিরজাবিচিকিৎসোব্রাহ্মণোভবতি ইত্যুক্তেন পরমপুরুষার্থসম্বন্ধং ব্রাহ্মণস্য দর্শয়তি, তচ্চ ব্রাহ্মণত্বং গায়ত্রীজন্মমূলম্। অতো বক্তব্যং গায়ত্র্যাঃ স তত্ত্বং গায়ত্র্যা হি যঃ সৃষ্টোদ্বিজোত্তমে। নিরঙ্কুশ এবোত্তমপুরুষার্থসাধনে অধিক্রিয়তে ততস্তন্মূলঃ পরমপুরুষার্থসম্বন্ধস্তস্মাদেতদুপাসনবিধানায় হি ভূমিঃ অন্তরীক্ষং দ্যৌঃ ইত্যেতানি অষ্টৌ অক্ষরাণি অষ্টাক্ষরম্ অষ্টাবক্ষরাণি যস্য তদিদং অষ্টাক্ষরং হ বৈ প্রসিদ্ধাবদ্যোতকৌ। এবং প্রথমং গায়ত্র্যৈ, গায়ত্র্যাঃ পদং পাদঃ প্রথমোভূম্যাদিলক্ষণঃ ত্রৈলোক্যাত্মাষ্টাক্ষরত্বসাম্যাৎ এবং এতৎ ত্রৈলোক্যাত্মকং গায়ত্র্যাঃ প্রথমং পদং যোবেদ তস্যৈতৎ ফলং স বিদ্বান্ যাবৎ কিঞ্চিদেষু ত্রিষু জেতব্যং তাবৎ সর্ব্বং হ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং পদং বেদ। তথা ঋচঃ যজূংষি সামানি ইতি এয়ীনাং অক্ষরাণি এতন্যপ্যষ্টাবেব। তথৈবাষ্টাক্ষরং একং গায়ত্র্যাঃ দ্বিতীয়ং পদং এতদুহৈবাস্যা এতদ্ যদৃগ্যজুঃসামলক্ষণম্ অষ্টাক্ষরত্বসাম্যাৎ এবং স যাবতীয়ং ত্রয়ী বিদ্যা ত্রয্যাবিদ্যায়া যাবৎ ফলজাতমাপ্যতে তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্য এতৎ গায়ত্র্যাস্ত্রৈবিদ্যলক্ষণং পদং বেদ। তথা প্রাণঃ অপানঃ ব্যানঃ এতান্যপি প্রাণাদ্যভিধানাক্ষরাণি অষ্টৌ তচ্চ গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদং যাবদিদং প্রাণিজাতং তাবদ্ধ জয়তি যোঽস্যা এতদেবং গায়ত্র্যাস্তৃতীয়ং পদং বেদ। অথানন্তরং গায়ত্র্যাস্ত্রিপদায়াঃ শব্দাত্মিকায়াস্তুরীয়ং পদমুচ্যতে অভিধেয়ভূতং অস্যাঃ প্রকৃতায়াঃ গায়ত্র্যা এতদেব বক্ষ্যমাণং তুরীয়ং দর্শতং পদম্ পরোরজা য এষ তপতি তুরীয়মিত্যাদি বাক্যপদার্থং স্বয়মেব ব্যাচষ্টে শ্রুতিঃ। যদ্বৈ চতুর্থং প্রসিদ্ধং লোকে তদিহ তুরীয়শব্দেনাভিধীয়তে। দর্শতং পদমিত্যস্য কোঽর্থঃ? ইত্যুচ্যতে দদৃশ ইব দৃশ্যত ইব হি সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গতঃ

পুরুষঃ অতোদর্শতপদমুচ্যতে। পরোরজা ইত্যস্য পদস্য কোঽর্থঃ? ইত্যুচ্যতে সর্ব্বং সমস্তং উ হি এষ মণ্ডলান্তর্গতঃ পুরুষঃ রজঃ রজোজাতং সমস্তং লোকমিত্যর্থঃ। উপর্য্যুপরীতি বীপ্সা সর্ব্বলোকাধিপত্যজ্ঞাপনার্থা। নন্থ সর্ব্বশব্দেনৈব সিদ্ধত্বাৎ বীপ্সা নার্থিকা নৈষ দোষঃ যেষামুপরিষ্টাৎ সবিতা দৃশ্যতে চ দ্বয় এব সর্ব্বশব্দঃ স্যাদিত্যাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থা বীপ্সা, যে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চোলোকাস্তেষাং চেষ্টে দেবকামানঞ্চেতি, শ্রুত্যন্তরাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাববোধার্থা বীপ্সা। যথাসৌ সবিতা সর্ব্বাধিপত্যলক্ষণয়া শ্রিয়া যশসা চ খ্যাত্যা তপতি এবং হৈষ শ্রিয়া যশসা চ তপতি যোঽস্যা এতদেবং তুরীয়ং দর্শতং পদং বেদ। সৈষা ত্রিপদা উক্তা যা ত্রৈলোক্যত্রৈবিদ্যপ্রাণাদ্যাত্মিকা গায়ত্রী, এতস্মিন্ চতুর্থে তুরীয়ে দর্শতে পদে পরোরজসি প্রতিষ্ঠিতা মূর্ত্তামূর্ত্তরসত্বাদাদিত্যস্য, রসাপায়ে হি বস্তু নীরসমপ্রতিষ্ঠং ভবতি যথা কাষ্ঠাদি দগ্ধসারং তদ্বৎ। তথা মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মকং জগৎ। ত্রিপদা চ গায়ত্রী আদিত্যপ্রতিষ্ঠিতা তদ্রূপত্বাৎ। সহ ত্রিভিঃ পদৈঃ তদ্ধি তুরীয়ং পদং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্। ইত্যাদি। তদ্ধি তুরীয়ং পদাশ্রয়ং সত্যং বলে প্রতিষ্ঠিতম্। কিং পুনস্তদ্বলমিত্যাহ প্রাণোবৈ বলম্ তস্মিন্ প্রাণে বলে প্রতিষ্ঠিতং সত্যং তথাচোক্তং সূত্রে তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চেতি,, তস্মাৎ বলে সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্। সৈষা গায়ত্রী প্রাণঃ অতঃ গায়ত্র্যাং জগৎ প্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বে দেবা একীভবন্তি, সর্ব্বে বেদা কর্ম্মাণি ফলানি চ সৈষা গায়ত্রী প্রাণরূপা সতী জগতঃ আত্মা সা হৈষা গয়াংস্তত্রে ত্রাতবতী। কে? পুনর্গয়াঃ এতে প্রাণা বাগাদয়োবৈ গয়া শব্দকরণাৎ তান তত্রে। সৈষা গায়ত্রী তৎ যস্মাৎ গয়াংস্তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী নাম। গয়ত্রাণাৎ গায়ত্রীতি প্রথিতা স আচার্য্য উপনীয় মানবকমষ্টবর্ষং যামেব অমূ সাবিত্রীং সবিতৃদেবতাকাম্ অস্বাহ পচ্ছঃ অর্দ্ধশঃ সমস্তাঞ্চ এষৈব সা সাক্ষাৎ প্রাণোজগতঃ আত্মা মানবকায় সমর্পিতা ইহেদানীং নান্যা স আচার্য্যঃ যস্মৈ মানবকায় অস্বাহ অনুবভ্তি তস্য মানবকস্য গয়ান্ প্রাণান্ ত্রায়তে নরকাদিপতনাৎ।"

উপরি লিখিত শ্রুতি ও ভাষ্যে সুস্পষ্টরূপে বলিয়াদিয়াছে গায়ত্রী প্রাণত্রাণকারিণী। প্রাণকে গয় বলে, গয়ত্রাণকারিণী এই জন্য গায়ত্রী। প্রণব যেরূপ পরাবর ব্রহ্মরূপী, ব্রহ্মপ্রতীক গায়ত্রী ও তদ্রূপ। গায়ত্রীদ্বারা একতঃ যেরূপ যাবতীয় দেবারাধনা সম্পাদিত হয়, তেমন পরোরজাপ্রভৃতি উক্তিদ্বারা মোক্ষফলদায়িনী গায়ত্রী স্পষ্টরূপে শ্রুত হইয়াছে। স্বয়ং শ্রুতি যাহা নির্দ্দেশ করিবেন, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা কাহারও সাধ্য নাই। শ্রুতির বলে স্মৃতি বলবতী। স্মৃতি ও গায়ত্রী সম্বন্ধে কি স্মরণ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করা যাউক।

"সর্ব্বাত্মনা হি যা দেবী সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
গায়ত্রী মোক্ষহেতুর্বৈ মোক্ষস্থানমলক্ষণম্" ॥
(ঋষ্যশৃঙ্গঃ)

"ন ভিন্নাং প্রতিপদ্যেত গায়ত্রীং ব্রহ্মণা সহ।
সোঽহমস্মীত্যুপাসীত বিধিনা যেন কেনচিৎ ॥
(ব্যাসঃ)

"প্রণবঃ ব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
(যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

"সর্ব্বেষামেব বেদানাং গুহ্যোপনিষদস্তথা।
সারভূতা তু গায়ত্রী নির্গতা ব্রহ্মণোমুখাৎ ॥
(ছন্দোগপরিশিষ্টে কাত্যায়নঃ)

"গায়ত্রীজপনিরতা গচ্ছন্ত্যমৃততাং দ্বিজাঃ" ॥
(বৃহৎযমঃ)

"যোঽধীতেঽহন্যহন্যেতাং ত্রীনি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্ম পরমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্ ॥"
(মনুবৃহদ্বিষ্ণূ)

ইত্যাদি স্মৃতিকারগণ একবাক্যে গায়ত্রী জপে মোক্ষলাভ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং জপে মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। যুগভেদে গায়ত্রীর মোক্ষপ্রদান ক্ষমতা রহিত হইবে, ইহার নাম, গন্ধও নাই।

পুরাণ অনুসন্ধান করিলেও ঐরূপই উপদেশ পাওয়া যায়। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে,—

"দুর্লভা সর্ব্বমন্ত্রেষু গায়ত্রী প্রণবান্বিতা।
ন গায়ত্র্যধিকং কিঞ্চিত্রয়ীষু পরিবিদ্যতে ॥
ন গায়ত্রীসমোমন্ত্রোন কাশীসদৃশী পুরী।
ন বিশ্বেশসমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী ব্রাহ্মণপ্রসূঃ।
গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীতি প্রগীয়তে ॥
বাচ্যবাচকসম্বন্ধোগায়ত্র্যাঃ সবিতুর্দ্বয়োঃ।
বাচ্যোঽসৌ সবিতা সাক্ষাৎ গায়ত্রী বাচিকা পরা ॥
প্রভাবেনৈব গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়ঃ কৌশিকী বশী।
রাজর্ষিত্বং পরিত্যজ্য ব্রহ্মর্ষিপদমীষিবান্ ॥
সামর্থ্যং প্রাপ্য চাত্যুচ্চৈরন্যদুবনসর্জ্জনে।
কিং কিং ন দদ্যাদ্গায়ত্রী সম্যগেবমুপাসিতা ॥
ন ব্রাহ্মণোবেদপাঠান্ন শাস্ত্রপঠনাদপি।
দেব্যাস্ত্রিকালমভ্যাসাৎ ব্রাহ্মণঃ স্যাদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥
গায়ত্র্যেব পরোবিষ্ণুর্গায়ত্র্যেব পরঃ শিবঃ।
গায়ত্র্যেব পরোব্রহ্মা গায়ত্র্যেব ত্রয়ী যতঃ ॥
(কাশীখণ্ডে)

"ওঁকারস্তৎ পরং ব্রহ্ম সাবিত্রী স্যাত্তদক্ষরম্।
এষু মন্ত্রোমহাযোগঃ সারাৎসার উদাহৃতঃ ॥
(কূর্ম্মপুরাণম্)

"ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজ্ঞানমুচ্যতে" ॥ ঐ
গায়ত্রীং জপতে যস্তু দ্বে কালে ব্রাহ্মণঃ সদা।
অর্ব্বা প্রতিগ্রহীতাপি স গচ্ছেৎ পরমাং গতিম্ ॥
(অগ্নিপুরাণম্)

এইরূপ বহুবিধ পুরাণে গায়ত্রীর উপাসনায় পরমপদ মোক্ষ প্রাপ্তির উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। আবার দেখা যাইতেছে, গায়ত্রীর প্রতিবর্ণে বিভিন্ন দেবারাধনা সম্পাদিত হইয়া থাকে। চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গায়ত্রী। উহাতে কোন দেবতা পরিত্যক্ত হয় নাই।—

"অক্ষরাণাং তু দৈবত্যং সংপ্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।
আগ্নেয়ং প্রথমং জ্ঞেয়ং বায়ব্যঞ্চ দ্বিতীয়কং ॥
তৃতীয়ং সূর্য্যদৈবত্যং চতুর্থং বৈদ্যুতং তথা।
পঞ্চমং যমদৈবত্যং বারুণং ষষ্ঠমুচ্যতে ॥
বার্হস্পত্যং সপ্তমন্তু পার্জ্জন্যং চাষ্টমং বিদুঃ।
ঐন্দ্রন্তু নবমং জ্ঞেয়ং গান্ধর্ব্বং দশমন্তথা ॥
পৌষ্ণমেকাদশং প্রোক্তং মৈত্রাবরুণন্তু দ্বাদশম্।
ত্বাষ্ট্রং ত্রয়োদশং জ্ঞেয়ং বাসবঞ্চ চতুর্দ্দশম্ ॥
মারুতং পঞ্চদশমং সৌম্যং ষোড়শকং স্মৃতম্।
সপ্তদশং ত্বাঙ্গিরসং বৈশ্বদেবমতঃ পরম্ ॥
আশ্বিনঞ্চৈকোনবিংশং প্রাজাপত্যন্তু বিংশকম্।
সর্ব্বদেবময়ং প্রোক্তমেকবিংশমতঃ পরম্ ॥
রৌদ্রং দ্বাবিংশকং প্রোক্তং ত্রয়োবিংশন্তু ব্রাহ্মকম্।
বৈষ্ণবন্তু চতুর্ব্বিংশমেতাশ্চাক্ষরদেবতাঃ ॥
জপ্যকালেষু সঞ্চিন্ত্যাস্তাসু সাযুজ্যতাং ব্রজেৎ ॥
(যোগী যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

এইজন্য যখন কোন মন্ত্রের আদেশ না থাকে, তখন গায়ত্রী পড়িতে হইবে, এরূপ স্মৃতির শাসন আছে। গায়ত্রী গায়ককে পরিত্রাণ করে এই ত্রাণ সামর্থ্য প্রণব ব্যতীত অন্য মন্ত্রের নাই। গায়ত্রী প্রণব পুটিত হইয়া উচ্চারিত হয়, গায়ত্রীর আদি ও অন্তে প্রণবোচ্চারণ করিয়া গায়ত্রীর সহিত জপিত হয়। গায়ত্রীদ্বারা ব্রহ্মোপাসনা হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন দেবতা প্রধান ব্রহ্ম শক্তি।

"শক্তয়োযস্য দেবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাব্রহ্মন্! প্রধানাব্রহ্মশক্তয়ঃ ॥
সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ ॥"

গায়ত্রী মুখে কালত্রয়ে ঐ দেবতাত্রয় আরাধিতা হয়। এবং উহাতেই সমস্ত পাপ বিধৌত হইয়া আত্মার সম্পূর্ণ উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং মোক্ষবর্ত্মে উন্নীত করে। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ এমন কি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও গায়ত্রী সেবা করিতে হইবে।

"কুটীচরা পরিব্রজ্য স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ।
ভিক্ষাং বন্ধুভ্য আদায় ভুঞ্জতে শক্তিসংক্ষয়াৎ ॥
শিখী যজ্ঞোপবীতি স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
সপবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা ॥
(বৌধায়নঃ।)

আশ্রম চতুষ্টয়ের প্রত্যেক আশ্রমই চারিভাগে বিভক্ত, সন্ন্যাসাশ্রমও চারিভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগ কুটীচর বা কুটীচক, তৎপর বহূদক হংস ও পরমহংস। সন্ন্যাসের প্রথমভাগে (দণ্ডীর) গায়ত্রীজপ নিত্যবিধি। ক্রমে আত্মোন্নতি লাভে দণ্ডাদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তদবধি আত্মতত্ত্বজ্ঞ পরমহংস সুসিদ্ধ প্রণবে তন্ময়, তখন অবশ্য গায়ত্রী জপের অধিকার হইতে উন্নীত। পরং সন্ন্যাসাশ্রমে ঔপনিষদী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া আচার্য্য সেবা করিতে হয় "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ" ইতি শ্রুতি।

অনেকে এরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন, সন্ধ্যাত্রয়ে ত্রিমূর্ত্তি আরাধিত হয়, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যসময়ে কোন্ বর্ণের ধ্যান হইবে? আমরা ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বে সবিনয়ে এই বলিতেছি যে, ধ্যান, জপ, গায়ত্রীর চতুর্ব্বিংশতি অক্ষর পূরণ সম্বন্ধে এরূপ ভাবে লিখিতে পারিব না। স্বীয় আচার্য্যসমীপে এই সমস্ত প্রশ্ন করিবেন। আমরা সকল বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইব না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি "আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ"। উপসনা, উপাস্য ও উপাসনার প্রকারাদি জানা আবশ্যক। এই সমস্ত কথার বিস্তারে ক্ষান্ত হইয়া এইমাত্র বলিতে পারি যে, ব্যাসের শাসনে সন্ধ্যাত্রয় ব্যতীত অন্য সময়ে শুক্ল বর্ণা গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হইবে।—

এবং তিস্রষু বেলাসু রূপমস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
অন্যাস্বামপি বেলায়াং ধ্যাতব্যা শুক্লবর্ণিকা ॥

অনেকের বিশেষতঃ তান্ত্রিকের আপত্তি এই যে, গায়ত্রী মুখে দেবতাত্রয়ের উপাসনা করিতে হয় বলিয়া, কোন দেবতাতে নির্ভর থাকে না। ইহার প্রতিবচনে প্রথম এই বলা যাইতেছে যে, যাহার অন্তঃকরণ কষায় পরিপূর্ণ, সত্ত্ববিভবের অল্পতাপ্রযুক্ত তাহার একেও ধারণা থাকিবে না, চিত্তবিক্ষেপ সর্ব্বদা ঘটিবে। চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটিলেও অভ্যাস যোগে এককালে চিত্তস্থিরতা আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু ত্রিমূর্ত্তিতে দুঃসাধ্য। এরূপ আপত্তির-প্রথম উত্তর এই যে, শাস্ত্র ও আচার্য্য যোগে উপাসনা যোগ আরম্ভ কর, দেখিবে হৃৎপদ্মে ত্রিমূর্ত্তি একাকার হইয়া পরব্রহ্ম মূর্ত্তিতে পরিণত হইবে। শাণ্ডিল্য বিদ্যাদি সাধনে তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে, বেদান্ত (উপনিষদ্) পাঠেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। পরোক্ষ ব্রহ্ম ভাবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। তাহাও উপাসনা, অপর ঐ সমস্ত রহস্য তত্ত্ব বিস্তৃত করিতে না পারিলেও এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সন্ধ্যাত্রয় ব্যতীত কালে, অন্য বর্ণা গায়ত্রী ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিলে এই সমস্ত আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে না। যে কোন দেবতার পূজা হউক বা অন্যরূপে উপাসনা হউক, অথবা দেবমূর্ত্তি সন্নিধানে ধ্যান করা হউক, উহার কোনটীই ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত কিছুই নহে দেব বিগ্রহেও ব্রহ্মদৃষ্টিই করিতে হইবে। প্রণব ও গায়ত্রী উভয়ই ব্রহ্ম প্রতীক। ব্রহ্মাবলম্বন, সাধকের সাধ্য ও অধিকারানুরূপ মূর্ত্তি পার্থক্য হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মদৃষ্টি সাধারণ এবং তাহারই উৎকর্ষ। এই জন্য

"ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" (পরমার্থসূত্রম্)

আদিত্য ব্রহ্ম এই শ্রুতিতে আদিত্য প্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, এরূপ বুঝিতে হইবে। এস্থলে এরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে যে, ব্রহ্মে আদিত্য কি, আদিত্যে ব্রহ্ম জ্ঞান করিতে হইবে। ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, দৃশ্যমান আদিত্য জড়পিণ্ড উপাস্য নহে, আদিত্যে ব্রহ্মই উপাস্য। নিকৃষ্টে উৎকৃষ্টের অধ্যাসে আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টি সাধকের বিহিত। গায়ত্রী ব্রহ্ম, ইহাও তদ্বিধ। ইহাদ্বারা দেব পূজা, উপাসনা প্রভৃতি নিষ্পাদিত হইতে পারে। সুতরাং ত্রিমূর্ত্তির ধ্যান বশতঃ চিত্তধারণার ব্যাঘাত ঘটে, এরূপ আপত্তি অকিঞ্চিৎকর।

তান্ত্রিকগণের প্রধান আপত্তি শিবোক্তি বলিয়া তন্ত্রই গ্রাহ্য, বেদাদি কাজে না হইলেও মুখে অগ্রাহ্য। এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে।—তন্ত্র নামক আগম শাস্ত্র শিবোক্ত। তন্ত্রমতে আগম শাস্ত্রের প্রভাব কলির জন্য, ইহা সর্ব্বত্র সর্ব্বথা শিষ্টগ্রাহ্য হয় নাই। প্রথমতঃ শ্রুতি স্মৃতিতে যুগভেদে ধর্ম্মানুষ্ঠানের আদেশ বিভেদ আছে। কিন্তু কলিতে আগমের প্রভাব বিধেয় বলিয়া কোন শাসন বাক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ আগমের শাসনে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের বাধা হইতে পারে না। বরং শ্রুত্যনুসারী আগমোক্ত বিধান অনেক তান্ত্রিকগণ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। তৃতীয়তঃ এখনও গৃহকর্ম্মাদি ও বর্ণাশ্রমোচিত কার্য্যাদি বেদমতে হইয়া থাকে, তন্ত্রমতে হয় না। বেদবেদান্তে কিছু হইতে পারে না, ইহা হইলে উপনয়নাদি সংস্কার এবং কাশী, নারায়ণাশ্রম ও কেদার তীর্থাদি হইতে দণ্ডী ও পরমহংসদিগকে অকর্ম্মকারী বলিয়া নিরস্ত করিতে হয়। চতুর্থ তন্ত্রের প্রসার গৌড়দেশে ও তদ্দেশীয়দিগের নিকটেই বিস্তৃত। প্রদেশান্তরে উহার শাসন বাক্যগুলি তত প্রচারিত হয় নাই।

ষষ্ঠতঃ তন্ত্রের স্বাধীনতা থাকিলে অনেক বিচক্ষণ আগমী তন্ত্রকে বেদ হইতে উৎপাদিত বলিয়া প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিতেছেন কেন? স্পষ্টই দেখা যায় যে, অথর্ব্ববেদের অভিচার ক্রিয়া তন্ত্রে বর্ত্তমান। সাঙ্খ্য শাস্ত্রের প্রকৃতি পুরুষ বিবেক তন্ত্রের অবয়ব। বেদান্তের তত্ত্বমস্যাদি সোঽহং ভাব তন্ত্রের অন্তরে রহিয়াছে, যোগশাস্ত্রের যোগসাধন তন্ত্রের অস্থিগত, বেদের প্রণব ব্যতীত তন্ত্রের বীজমন্ত্র সম্পূর্ণ হয় না।

ষষ্ঠতঃ অনেক তান্ত্রিক তন্ত্রের স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য বলিয়া থাকেন, বেদ ভিন্ন যে মুক্তির উপায় নাই, ইহা কোন শাস্ত্রে নাই। আমরা বলি তাদৃশ তান্ত্রিক তন্ত্র ভিন্ন অন্য শাস্ত্র দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। পরম পুরুষার্থ মোক্ষ, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত হইতে পারে না। "মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।" তত্ত্বজ্ঞানে ঔপনিষদ জ্ঞান প্রয়োজন। কর্ম্ম ও ভক্তি মুক্তির দূরতর কারণ, কিন্তু সাক্ষাৎ কারণ জ্ঞান। জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ। তাহা জন্য নহে, জ্ঞান নিত্য, মোক্ষও নিত্য, অতএব এক। বেদান্ত বিজ্ঞানে তাহা প্রকাশিত হয়। এই জন্য বলিয়াছেন "নাবেদবিন্মনুতে তং" "বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি" শ্রুতিঃ

বেদ বিরুদ্ধাচার সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য ইহাও শিবোক্ত। সুতরাং দূরদর্শি বিজ্ঞগণ শিবোক্তি প্রতিপালন করিতে বেদানুসারে করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গতঃ আমরা অনেক দূর আসিয়াছি। বস্তুতঃ গায়ত্রী ত্রিবর্গ সাধিকা, মোক্ষদায়িকা নহে, ইহা বেদ ও শাস্ত্র বিরুদ্ধ। গায়ত্রীর চতুর্ব্বর্গ প্রদানের ক্ষমতা না থাকিলে কাহারও নাই। গায়ত্রী কেবল ত্রিবর্গসাধিকা, ইহা বঞ্চকের বচন।

উপসংহারে এই বলিতেছি যে, আমাদের কথায় অনেক তন্ত্রভক্ত ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ক্ষোভের কোন কারণ নাই। অনেক তান্ত্রিকগণ কেবল মুখে না বলিয়া বেদবিরুদ্ধ বাদ লিখিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদ বিরুদ্ধ বাদ প্রচারদ্বারা লোকের চিত্তাকর্ষণ করিতে যাওয়া একান্ত অসঙ্গত এবং উহা পাষণ্ডতা ভিন্ন কিছুই নহে। তন্ত্র সাধনে সাধনা কর, যদি সাধক হইতে পার, তবে লোকে অনুকরণ করিবে; নচেৎ বিবাদে বদ্ধকটি হইলে কখনই তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে না। বেদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলে তন্ত্রের সত্তা থাকিবে কি না সন্দেহ। চার্ব্বাকাদির মত একান্ত হেয় হইতে হইবে। তান্ত্রিকগণ সতত সন্দিগ্ধ। বেদও ছাড়িতে পারেন না, তন্ত্রও ছাড়িতে চাহেন না; সংশয়াত্মার উদ্ধার নাই। এই নিমিত্ত ভগবান বলিয়াছেন,—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি"। আপদ্ সময়ে এরূপ বিবাদের পথ নির্দ্ধারণে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। সাবধানে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করা উচিত। বেদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে আমরা প্রতি বচন প্রদান করিবই করিব, না করিলে প্রত্যবায় ঘটে, এরূপ আমাদের বিশ্বাস। আমরা নামাদি নির্দ্দেশ না করিয়া সাধারণ ভাবে দুই একটী কথা বলিলাম। সবিনয়ে বলিতেছি, তন্ত্রের সাধনা প্রচার করিতে হয় করুন, কিন্তু বেদের বিরুদ্ধে না বলিয়া অনুকূলে যেন মতি থাকে।

শ্রীকামিনীমোহন শাস্ত্রি সরস্বতী।

বিবেক।

প্রাণি-গণ যখন যথাযোগ্য সৌর তাপ লাভ করিতে পায়, তখন ভাস্কর মূর্ত্তি ভগবানের গৌরব বুঝিতে পারে না, "প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ" এই সূর্য্যদেবই জগতের প্রাণরূপে উদিত হইয়া থাকেন" এই মহামান্য বেদবাক্যের সমাদর বিস্মৃত হয়। কিন্তু শীতের তাণ্ডবে যখন রুধিররাশি ঘনীভূত হইতে থাকে, উহার প্রবাহ স্থগিত প্রায় হইয়া উঠে, হৃৎপিণ্ডাদি সর্ব্ব যন্ত্রের ক্রিয়া শক্তি ক্ষীণ হইয়া সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়, তখন অংশুমালীকে দেখিতে পাইলে প্রাণের বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেষ্টার অপেক্ষা হয় না। আবার খরতর নিদাঘ তাপে পরিপীড়িত না হইলেও জলের সম্মান শিক্ষা করা হয় না, "পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ" ইত্যাদি বচনের সার্থকতা বুঝিতে পারা যায় না, জলের "জীবন" নামের সূত্র পাওয়া যায় না। জীবনে প্রকৃত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া কখনও অন্ন ভোজন না করিলে অন্নের মহিমা হৃদয়ঙ্গম হয় না, "লক্ষ্মীস্ত্বং ধান্যরূপেণ আগতাসি মমালয়ে" "জগতঃ প্রাণরক্ষার্থং ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পুরা" এই সকল ধান্যস্তুতিও প্রলাপের ন্যায় পরিগণিত হয়, শীতকাল না হইলে শীতারি বস্তের সহিত প্রণয় থাকে না, অভাব বোধ না থাকিলেও অর্থের গৌরব অনুভূত হয় না, বিপন্ন না হইলেও সুহৃন্মিত্রের মহত্ত জানা যায় না। এইরূপ যাহার অভাবে যখন প্রাণের যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এবং সদ্ভাবে সর্ব্বপ্রাণ প্রকৃতিস্থ হয়, তখনই তাহার প্রকৃত শক্তি, প্রকৃত সম্পর্কের গুরুত্ব পরিচিত হয়। আর যতক্ষণ তাহা না হয়, ততক্ষণ কোন বস্তুরই প্রকৃত গুণ অবগত হওয়া যায় না। ইহা প্রাণি-রাজ্যের সাধারণ নিয়ম। প্রাণি-গণ সকল বিষয়েই এই নিয়মে সম্মানাদর ও

ভালবাসার শিক্ষা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে, ঐরূপে বস্তুর গৌরব বুঝিতে পারিয়া যাঁহারা চিরদিনের মত তাহা স্মরণ রাখিতে পারেন, সর্ব্বদা তাহার সমান আদর গৌরব, সমান পরিচর্য্যা, সমান পরিসেবা করেন, তাঁহারা আর কখনো বিপদে পতিত হয়েন না, তাঁহারাই প্রকৃত কৃতজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারাই জগতের পূজনীয় পাত্র। আর যাঁহারা তাহা বিস্মৃত হইয়া যান, তাঁহারা বারম্বার সেই সকল বিষয়ে অভাবাপন্ন হইয়া নানাবিধ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়েন, তাঁহারাই যথার্থ কৃতঘ্ন ও দুঃখভাগী পুরুষ।

শাস্ত্রের মুখে একটি বস্তুর, আমরা, বড় সুখ্যাতি, বড় মহিমা শুনিতে পাই, পৃথিবীর মহাপূজার্হ মহাত্মগণের নিকটেও উহার অতীব আদর গৌরব দেখা গিয়া থাকে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমরা তাহার আদর করিতে শিখিলাম না। অনেকবার অনেকরূপ অভাবে পড়িয়াও তাহার গৌরব বুঝিতে পারিলাম না। কখন কখনো কিছু কিছু বুঝিয়াও তাহা মনে রাখিতে পারিলাম না। এজন্য আমরাই জগতের অতুল দুঃখ ভাজন, ঘৃণিত প্রাণী, আমরাই প্রকৃত কৃতঘ্ন পুরুষ।

ঐ বস্তুটির নাম "বিবেক"। যাবৎ হিন্দুশাস্ত্রের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে বিবেকের প্রশংসার সীমা সঙ্খ্যা নাই, উহার আদর গৌরবের ইয়ত্তা নাই। কোন শাস্ত্রে ইহাকে প্রকৃত নয়ন বলিয়া আদর করিয়াছেন, এবং বিবেক বিহীনকে অন্ধ বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন, যেমন—"সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্। যস্য নাস্তি সএবান্ধঃ কথং ন স্যাদমার্গগঃ!॥" আবার কোনস্থানে বিবেকের অভাবকে সর্ব্বদুঃখের হেতু বলিয়া আতঙ্ক প্রকাশ করিয়াছেন, যেমন—"যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবিবেকতা। একৈকমপ্যনর্থায় কিমু তত্র চতুষ্টয়ং!॥" কোন খানে ইহার অভাবকে ভববন্ধনেরও রজ্জুরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যেমন—"তদ্‌যোগোপ্যবিবেকান্ন সমানত্বং"। কোনখানে একমাত্র বিবেককেই সর্ব্বদুঃখ সন্তরণের অক্ষয্য তরণি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যেমন—"বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ"। আবার কোন খানে ইহাকে "বিচার" নাম দান করিয়া সেই পরম পদ সন্দর্শনের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, যেমন—"দীর্ঘসংসাররোগস্য বিচারোহি মহৌষধম্। বিচারাত্তীক্ষ্ণতামেত্য ধীঃ পশ্যতি পরং পদং"।

এইরূপে কতজনে কতভাবে বিবেকের গৌরব করিয়াছেন, ইহা আমরা অবগত আছি। আবার প্রত্যেক মনীষী লোকের নিকটেই বিবেকের অপরিসীম সমাদর প্রত্যক্ষে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাপি আমরা ইহার সম্মান জানিলাম না! এতদ্ব্যতীত, নিজ নিজেও অসঙ্খ্য সময়ে বিবেকের, শরণাপন্ন হইয়া অসঙ্খ্য যন্ত্রণা, অসঙ্খ্য বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি এবং পাইতেছি। তথাপি ইহার আদর বুঝিতে পারিলাম না! বিবেক আপনা হইতে আসিয়া, অলক্ষিত ভাবে, আমাদের দুঃখ মোচন করিয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ স্মৃতিপথ অতিক্রমণ করিয়া লুক্কায়িত হয়েন, তাই বলি আমরাই প্রকৃত কৃতঘ্ন প্রাণী, আমরা এই জগতের প্রকৃত ঘৃণার পাত্র।

বাস্তবিক, এ সংসারে বিবেকই একমাত্র অনাথের নাথ, বলহীনের বল এবং দরিদ্রের ধন। বিবেক সর্ব্বদুঃখের অশনি, বিবেক অগতির গতি, বিবেক অন্ধের যষ্টি, বিবেক পুত্র শোকীর পুত্র, বিবেক নিষ্পতৃকের পিতা, বিবেক পীড়া যন্ত্রণার মহৌষধ, বিবেক ঈর্ষ্যা দম্ভাদি আধিসমূহের ভস্মাবশেষক অগ্নি, অধিক কি, একমাত্র বিবেকই মানুষের সর্ব্বাপদুত্তারিণী তরণি। ত্রিলোকের সমস্ত সহায় সম্পদ্ এক দিকে, আর এক মাত্র বিবেক এক দিকে, তথাপি তাহার তুলনা হইতে পারে না। এক বিবেক যাহা করিতে পারেন, ত্রিলোকীর যাবৎ সহায় একীভূত হইয়াও তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগ উপকারদানে সমর্থ নহেন। আবার এরূপ শত সহস্র ঘটনা আছে যেখানে একমাত্র বিবেক ব্যতীত আর কেহই তাহার নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন না। কিন্তু বিবেকের অনধিকৃত স্থান ত্রিলোকের মধ্যে নাই। বিবেক সকল কালে, সকল অবস্থায়, সমানভাবে একাকীই সর্ব্বদুঃখ, সর্ব্বাভাব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন।

অবশ্যই, এ বিবেক এখনকার অভিমত বিবেক নহে, কিম্বা এখনকার পরিচিত সহজজ্ঞান, বা আত্মপ্রত্যয় ও নহে। এ বিবেক সত্য জ্ঞানের নামান্তর মাত্র। প্রত্যক্ষাদিবিচার-সিদ্ধ বেদাভিমত যথার্থ জ্ঞানই বিবেক। বিবেক ভ্রান্তি জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান। সংশয় প্রমাদাদির লেশ মাত্র সম্পর্ক থাকিলেও তাহা বিবেকের মধ্যে পরিগণিত নহে। যে বস্তু বাস্তবিক যেরূপ তাহাকে সেই রূপ ধারণা করার নামই বিবেক, আর সেই ধারণা স্থির করিবার নিমিত্ত যে নানাবিধ চিন্তা করিতে হয়, তাহার নাম বিচার। বাস্তবিক ইহাও ঐ বিবেকেরই অপরিপক্ক অবস্থা মাত্র, এনিমিত্ত এই বিচারকেও অনেক স্থলে বিবেক বলিয়াই ব্যবহার করিয়াছেন। আবার অনেক স্থলে বিচার নামেই উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা যথার্থ জ্ঞান নহে, যাহাতে এক বস্তু অন্য বস্তু বা বিপরীতরূপে উদ্ভাসিত হয়, তাহার নাম ভ্রান্তি। ভ্রান্তির অন্য নাম "বিপর্য্যয়" "মিথ্যা জ্ঞান" ইত্যাদি। ইহার বিপরীত সত্য জ্ঞানই বিবেক।

বিবেক জ্ঞান, অভিনব আত্মপ্রত্যয় বা সহজ জ্ঞানাদির ন্যায় ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইতে পারে না, বিপরীত রূপও হইতে পারে না। বিবেক আপনার অবস্থাদি ভেদে নানাবিধ হইলেও অবিরোধী ভাবে সকলকে সংস্পর্শ করিয়া থাকে। দুই একটি দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেই কথাটি হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনে কর, নরনারীর দাম্পত্য সম্পর্ক। এখানে অভিনব আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞান, অথবা বিবেক, আর শাস্ত্রাভিমত বিবেক এই দুইকেই উপস্থিত করা যাউক। উপরি উক্ত স্থলে অভিনব বিবেক বা সহজ জ্ঞান পরস্পরে বিরুদ্ধ হইয়া এক এক জনের হৃদয়ে এক একরূপে স্ফুরিত হইতেছেন। কাহারো বিবেক বলিতেছেন যে, গোগর্দ্দভাদির যখন স্থিরতর দাম্পত্য সম্বন্ধ নাই, তখন মানুষেরও তাহা থাকা উচিত নহে, অতএব গর্ভধারণ সময় উপস্থিত হইলে যথেচ্ছায় যে কোন পুরুষের দ্বারা জনন ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য। আর ঋতু সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে যখন কোন প্রাণীরই ইন্দ্রিয় লীলা দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন মানবের অন্য সময়ে উহা

কর্ত্তব্য নহে। আবার কাহারো বিবেক বলিতেছেন যে, ক্ষুধা কালে আহার এবং পিপাসায় পান না করিলে যখন শরীরের অনিষ্ট হয়, তখন ইচ্ছা সত্ত্বে ইন্দ্রিয় লীলা না করিলেও বিশেষ হানি হইবে, অতএব যখন ইচ্ছা, তখনই যে কোন স্ত্রীপুরুষে সম্পর্ক হওয়া উচিত। এই বিবেক প্রথম বিবেকের বিপরীত হইল। আবার বানরাদির দৃষ্টান্ত দেখিয়া কাহারো বিবেক বলিতেছেন যে, স্বামী যতদিন জীবিত থাকে, কিম্বা কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত এক স্বামীর সহিতই সম্পর্ক রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলে, অথবা কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদাদি হইলে তৎক্ষণাৎ অন্যপুরুষ নেওয়া কর্ত্তব্য। এই বিবেক আবার প্রথম ও দ্বিতীয় বিবেকের বিরোধী। ইহাই বোধ হয় অভিনব বিবেক, অথবা আত্মপ্রত্যয় ও সহজ জ্ঞান। কিন্তু শাস্ত্রীয় বিবেকের সহিত ইহার কোনই সম্পর্ক নাই। শাস্ত্রীয় বিবেক ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। উহা ভিন্ন ভিন্ন লোকের হৃদয়ে বিরুদ্ধ বা ভিন্নভাবে উদিত হয় না। উহা সকলের আত্মাতেই সমানভাবে উপস্থিত হয়। উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

শাস্ত্রীয় বিবেক, দৃষ্টান্ত স্থানের পর্য্যালোচনা করিতে গিয়া প্রথমে স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রবেশ করিবেন। তৎপর ঐ ক্রিয়া সাধনের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ ইষ্টানিষ্ট ঘটে কি না, তাহাও দেখিবেন। তৎপর ঐ ক্রিয়া-প্রবৃত্তির মূল কারণ অন্বেষণ করিবেন। অনন্তর উহার সময় ও পাত্রাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে এই চারিটি বিষয় শাস্ত্রীয় বিবেকের অধিকৃত স্থল।

ইহার কোন্‌টির সমালোচনে কিরূপ সার নিষ্কাসিত হইবে, তাহাও বলা যাইতেছে।

(স্ত্রী পুরুষ সম্মীলনের উদ্দেশ্য।)

প্রাচীন বিবেক, স্ত্রীপুরুষ সম্মীলনে, মানব পশ্বাদির প্রত্যক্ষ সুখ ফল দেখিয়াই নিশ্চিন্ত নহেন, এবং সেই কারণে সুখানুভব বা আমোদ প্রমোদকেই উহার ফল বলিয়া বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন। ইনি উহার উদ্দেশ্যান্বেষণে পৃথিবীর যাবৎস্থান পরিভ্রমণ করিবেন, যে যে বস্তুর মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সম্মীলন সম্ভবে, তাহার সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তৎপর ইহার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিবেন। বিবেক বলেন যে, যে ক্রিয়া জগদম্বার নিয়মানুসারে সকলের মধ্যেই সমান, তাহার উদ্দেশ্যাদিও ঠিক সমানই হইবে। উহা এক এক জাতির পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন এক এক রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীপুরুষ সম্মীলন, জগতের একটি সার্ব্বভৌম ঘটনা। উহা কেবল মানব পশ্বাদির মধ্যেই আছে, এমত নহে। জড়রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণী পর্য্যন্ত উহার অধিকার। অতএব কেবল মনুষ্য পশ্বাদির সুখ প্রমোদ ফল দেখিয়া তাহাকেই স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের ফল বা উদ্দেশ্যরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুখ প্রমোদ ফল সার্ব্বভৌম নহে। যেখানে সুখামোদের লেশ মাত্র সত্তা অনুমিত হইতে পারে না, সেখানেও স্ত্রীপুরুষ সম্মীলন আছে। অতএব উহার এমন কোন উদ্দেশ্য থাকিবে, যাহা যাবৎ স্ত্রীপুরুষ সম্মীলন ঘটনাতেই সমুপযুক্ত হয়। কুসুমাদি পর্য্যবেক্ষণে উদ্ভিজ্জের মধ্যেও, মনুষ্যাদির ন্যায় স্ত্রীপুং যন্ত্রের সম্মীলন দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু সুখ দুঃখের অনুভব বা অভিলাষাদি নাই, সুতরাং সুখ প্রমোদাদি উহাদের স্ত্রীপুং সম্মীলনের ফল হইতে পারে না। অতএব চলন্তপ্রাণী সম্বন্ধেও তাহা বলিতে পারা যায় না। এখন অন্য উদ্দেশ্যের অন্বেষণ করিতে হইবে। যাহা চল, অচল সকল প্রাণী সম্বন্ধেই সমভাবে সন্নিহিত হয়, এরূপ কোন ফল বা উদ্দেশ্য স্থির করিতে হইবে।

উদ্ভিজ্জাদির স্ত্রী পুং সম্মীলনে দুটি মাত্র মুখ্যফল পরিলক্ষিত হয়। একটি, সন্তানোৎপত্তি, দ্বিতীয়টি, আত্ম-সম্পূর্ত্তি, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পরিপুষ্ট হওয়া। এই দুয়ের মধ্যে, প্রথমটি সকলকার প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, আর দ্বিতীয়টি, মনীষি-গণের অনুভব ও অনুমানসিদ্ধ। আত্মবান্ পুরুষগণ নিজদেহে উহার উপলব্ধি করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারাই অন্যব্যক্তি ও অন্য জাতির মধ্যে উহার অনুমান করিতে পারেন। স্ত্রী পুং জাতীয় তড়িৎ শক্তি এবং চুম্বক শক্ত্যাদির সম্মীলন ফল দেখিয়াও এই অনুমানের প্রতিপোষণ করেন। পৃথিবীর কোন স্থানেই উক্ত ফলদ্বয়ের অভাব দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য হইতে তির্য্যক্ এবং উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই স্ত্রী পুং সম্মীলনের উক্ত ফলদ্বয় প্রত্যক্ষ হইতেছে। অতএব সৃষ্টি বা সন্তানোৎপত্তি আর আত্মসম্পূর্ত্তিই স্ত্রী পুং সম্মীলনের ঈশ্বরাভিমত উদ্দেশ্য হইবে। কিন্তু সুখ বা আমোদ প্রমোদ নহে, কি মানব, কি পশু, কি পতঙ্গ, কাহারই নহে। সকলেরই উক্ত ফল দ্বয় মাত্র, স্ত্রী পুং সম্পর্কে, ঈশ্বরাভিমত ফল। মনুষ্যগণ, পশু হইতে উদ্ভিজ্জ পর্য্যন্ত সমস্ত ঈশ্বর-রাজ্যের বিপরীত, অসময়ে যে স্ত্রী পুং সম্পর্ক করে, তাহাতে উক্ত উভয় ফলই দৃষ্ট হয় না সত্য, কিন্তু তাহা ঐ উদ্দেশ্যের বাধক দৃষ্টান্ত নহে, প্রত্যুত, তদ্দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অসাময়িক স্ত্রী সম্পর্ক যখন জগদম্বার উদ্দেশ্যের বিপরীত, তখন উহা করা অতীব অকর্ত্তব্য। বিবেক ইহাই শিক্ষা দেয়। মনুষ্য পশু প্রভৃতি প্রাণীরা উক্ত ঘটনায় সুখ প্রমোদ ফল পায় বলিয়া উহাকেও ক্রিয়ার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারে, এবং সেই জন্যই ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইতেও পারে। কিন্তু তাহা যখন সার্ব্বভৌম নহে, তখন মানুষ গোরুর উদ্দেশ্য হইলেও উহা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যের মধ্যে কদাচ সম্ভব পর নহে। তবে যে, জগদম্বা, চেতন প্রাণীর মধ্যে, উহাতে সুখামোদের সংস্রব করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় জীবের তাদৃশ ক্রিয়ায় প্রবৃত্তির নিমিত্ত। প্রত্যক্ষ সুখফল না পাইলে, মনীষিগণ ব্যতীত আর কেহই বোধ হয় উহাতে প্রবৃত্ত হইত না। এ সংসারে নিজের কোনরূপ সুখ না বুঝিলে, কেবল ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির মানসে, লক্ষের মধ্যে, একজনও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। পশ্বাদি প্রাণীর পক্ষে তো একবারেই উহা অসম্ভব। এজন্যই ভগবান্ উহাতে সুখামোদের মিশ্রণ করিয়া দিয়া থাকিবেন। ঘৃণাদি বিস্মৃত হওয়া ও উহার কারণ হইতে পারে। অতএব সুখামোদ ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার উদ্দেশ্য শুভ সন্তানোৎপত্তি আর আত্ম-সম্পূর্ত্তি। ইহাই প্রাচীন বিবেকের সিদ্ধান্তিত ফল।

(স্ত্রী পুং সম্পর্কের সহলব্ধ ইষ্টানিষ্ট)

অতঃপর, স্ত্রী পুং সম্পর্কের প্রাসঙ্গিক সহলব্ধ ইষ্টানিষ্ট ফল বিবেকের অধিকৃত বিষয়। কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্থিরীকৃত হইলে, সেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য কোনরূপ অবশ্যম্ভাবী হিতাহিত আছে কিনা, উহা আয়ত্ত করার চেষ্টা করা বিবেকের স্বতঃসিদ্ধ ক্রিয়া। উদ্দেশ্যের নির্ণয় করিয়া বিবেক আর একটু বিস্তৃত হইলে, উক্ত বিষয় ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে চায় না। উক্ত বিষয়ে বিবেকের এইরূপ বিতর্ক হইতে থাকে।—

১ম। সংসারে অনেক বলিষ্ঠ মাতা পিতা হইতে দুর্ব্বল সন্ততি দেখিতে পাওয়া যায়, আবার দুর্ব্বল পিতা মাতা হইতেও অনেক সময়ে বলবান্ সন্তান প্রসূত হয়। এইরূপ, নীরোগ পিতা মাতা হইতে কখনো চিররোগী, জন্মান্ধ, জন্ম বধিরাদি সন্তান, আবার অন্ধ বধিরাদি হইতে নিষ্কলঙ্ক সন্তান এবং নির্ব্বোধ, মূর্খ অধার্ম্মিকাদি হইতে সুবোধ, সুপণ্ডিত ও ধার্ম্মিকাদি সন্তান জন্মিতে দেখা গিয়া থাকে। আবার কখনও ভাল হইতে ভাল এবং মন্দ হইতে মন্দ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহার বহুতর দৃষ্টান্ত আছে। তবেই জানা গেল যে সন্তানের ভাল মন্দ সমস্তই, সময়, এবং পরস্পর সম্পর্ককালে পিতা মাতার শরীর, মন, এবং আধ্যাত্মিক সম্মীলনের অবস্থাদি ঘটিত। সুতরাং ইহা সেই মূল উদ্দেশ্যের অবশ্যম্ভাবী সহলব্ধফল। সৎসময়ে, সদবস্থায়, সদ্ভাবে, সুমনস্কতায় এবং সুসমঞ্জস রূপে আত্মদ্বয়ের সম্মীলিতাবস্থায় স্ত্রী পুং সম্মীলন হইলে সদ্‌গুণযুক্ত সন্তান উৎপন্ন হয়, আর অসৎসময়ে, অসদবস্থায়, অসদ্ভাবে দুর্ম্মনস্কতায় এবং আত্ম সম্মীলনের অসামঞ্জস্যাবস্থায় স্ত্রী পুং সম্মীলনে দোষযুক্ত সন্তান উৎপন্ন হয়।

২য়। কোন স্থলে যৌবনাবস্থার সূচনা হইতে দম্পতির উভয়কেই ওজস্বী, তেজস্বী, এবং শ্রী লাবণ্যাদি ভূষিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। আবার অনেক স্থলে উহার একতর অকর্ম্মণ্য হইয়া কালকবলিত হয়। অত্যধিক পরিমাণে এবং অসাময়িক সম্পর্কেও ঐরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে, আবার কেবল ঋতুকালে যথাসময়ে সম্পর্কে উহার বিপরীত ফল লব্ধ হইয়া থাকে। অতএব জানা গেল যে শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণের তেজের ক্ষয়, রোগ, তাপ, যন্ত্রণা এবং আরোগ্যাদি লাভও স্ত্রী পুং সম্পর্কের প্রকৃত উদ্দেশ্যের সহলব্ধ ফল। ইত্যাদি বিষয় প্রকৃত স্থলীয় বিবেকের দ্বিতীয় সোপানের দ্রষ্টব্য বস্তু। এখন ইহার তৃতীয় স্থান চিন্তা করা যাউক।

(স্ত্রী পুং সম্পর্কের মূলপ্রবর্ত্তক কারণ বিবেক।)

উদ্দেশ্য এবং তাহার সহলব্ধ ইষ্টানিষ্ট ফল চিন্তা করিয়া বিবেক আর একটু বিস্তৃত হইতে পারিলে, কোন্ মূল কারণ হইতে সর্ব্ব জীবের মধ্যে এই ঘটনার প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা চিন্তা বিতর্ক না করিয়া থাকিতে পারেন না। কারণ ইহাই পূর্ব্ব সোপানের ঊর্দ্ধতন সোপান।

মনুষ্য পশ্বাদিরা সুখামোদ স্পৃহায় স্ত্রী পুং সম্পর্কে প্রবৃত্ত হইলেও এই স্পৃহাকেই ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক মূল কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। কারণ উদ্ভিজ্জাদি অচেতন প্রাণী এবং মহাত্মগণের মধ্যে উহার স্পৃহা নাই। কিন্তু প্রসঙ্গিত ক্রিয়া সকলের মধ্যেই আছে, অতএব ঐরূপ মূল কারণ সার্ব্বভৌম হইতে বাধিত হইল। উহার মূল প্রবর্ত্তক কারণ এমন কিছু হওয়া চাই, যাহা কোনরূপ জীবরাজ্যেই ব্যাহত হইবে না। তাহা বোধ হয় পুংস্বশক্তি আর স্ত্রীত্বশক্তির আত্মলাভের স্পৃহা। জড়পদার্থের শক্তিরাজ্যে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় যে, পরস্পরে বিরুদ্ধ এক শক্তিই অপর শক্তির জীবন রূপে অবস্থিতি করে। অপর একটি বিরুদ্ধ শক্তিকে নির্ভর না করিয়া, তাহাকে আশ্রয় না করিয়া কোন শক্তিই আত্মলাভ কিম্বা কোন ক্রিয়া করিতে সমর্থ হয় না। এই ঘটনায়, সর্ব্বদাই শক্তিরাজ্যে পরস্পরের উপমর্দ্দ চলিতেছে, জয় পরাজয় চলিতেছে, আবির্ভাব তিরোভাব চলিতেছে এবং পরস্পরের সামঞ্জস্য নির্ব্বাহ হইতেছে। এমন কি, মনে হয় যেন, এক শক্তিকে পরাভব করার নিমিত্তই অপর শক্তির বিকাশ এবং তাহারই নিমিত্ত উহার আত্মবতী থাকা। চুম্বক শক্তির পর্য্যালোচনায় মনে হয় যে, যদি সমাকর্ষক চুম্বক শক্তি না থাকিত, তবে বিপ্রকর্ষক চুম্বক শক্তিও এ পৃথিবীতে লক্ষিত হইত না। আবার বিপ্রকর্ষক না থাকিলেও, বোধ হয়, সমাকর্ষক চুম্বক শক্তির চিহ্ন পাওয়া যাইত না। এইরূপ, সংযোজক তড়িৎ শক্তির অসদ্ভাব থাকিলেও বোধ হয়, জগতে বিয়োজক তড়িতের অস্তিত্ব থাকিত না। আবার বিয়োজকের অভাবেও সংযোজক তড়িৎ পাওয়া যাইত না। দেহের দক্ষিণাঙ্গের শক্তি নষ্ট হইলে বামাঙ্গের শক্তি বিনষ্ট হয়, আবার বামাঙ্গের শক্তি বিনষ্ট হইলেও দক্ষিণাঙ্গের সর্ব্বশক্তি অন্তর্হিত হয়। শক্তি জগতের সর্ব্বত্রই এইরূপ লীলা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব ও এক একটী শক্তি। যাহার দ্বারা স্ত্রীদেহ স্ত্রীআকারে গঠিত এবং পুংদেহ পুরুষাকারে গঠিত হইতেছে, তাহাই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব, তাহাই এক একটি শক্তি বিশেষ। তবে অবশ্যই, উহা তড়িৎ বা চুম্বকাদি শক্তির ন্যায় স্থূল শক্তি নহে, কিন্তু সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মতম বস্তু এবং নিতান্ত অবিপশ্চিতের এককালেই অনভিজ্ঞেয় বিষয়। বাস্তবিক ঐ তাড়িদাদি শক্তিও স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব শক্তিরই স্থূলতম রূপান্তর মাত্র। সংসারে যত প্রকার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসমস্তই স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব। ঐ দুইটি শক্তিই পরস্পরের ভবাভিভব চেষ্টায় বা আত্মলাভের চেষ্টায় পরস্পরে আলিঙ্গিত থাকিয়া নানা স্থানে নানাভাবে বিকসিত হয় এবং তদ্দ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য সম্পন্ন করে। তবে এখানে নাকি আমাদের জীব জগতের স্ত্রীত্ব পুরুষত্বই বিতর্কিতব্য বিষয়, ঐনিমিত্ত, জড়রাজ্য উপেক্ষা করিয়া তাহারই চিন্তা করা যাইতেছে। উক্ত স্ত্রীত্ব আর পুরুষত্ব শক্তি আপনার অস্তিত্ব রক্ষা এবং পরিবৃদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই পরস্পরের আলম্বনে চেষ্টা করিতেছে। তদ্দ্বারা উভয়েরই তেজও বলের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সেই ওজস্বিনী শক্তিদ্বয়ই প্রকৃত বিবাহ কাল হইতে দম্পতিকে একীভূত করে। লৌহ খণ্ডদ্বয়ে পরিস্ফুরিত বিরুদ্ধ চুম্বক শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের সংমীলনের ইচ্ছায় আলম্বিত লৌহদ্বয়কে সঙ্গে করিয়া সম্মীলিত হয়। অথবা পরমাণুদ্বয়ে উত্তেজিত শক্তিদ্বয় যেমন পরস্পরের একতা ইচ্ছায় আশ্রিত পরমাণুদুটীকে সঙ্গে করিয়া একত্রিত

হয়, স্ত্রীপুরুষে উদ্বেলিত স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব শক্তিও সেইরূপ, নিজ-নিজের আশ্রিত স্ত্রী ও পুরুষের মনোবৃত্তিকে সঙ্গে লইয়া একত্রিত হয়। তদ্দ্বারা আনুভাবিক দৃষ্টিতে স্ত্রী ও পুরুষের মনদ্বয়ের একতা পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে, কার্য্যতায়, মনোদ্বয়ের একতা ঘটিলেও, উভয়ের মনের আশ্রয় স্ত্রীত্ব পুরুষত্ব শক্তির একতাই প্রকৃত ঘটনা। এইরূপ স্ত্রী ও পুরুষের বুদ্ধির আশ্রয় স্বরূপ স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব শক্তি উভয়ের বুদ্ধি বৃত্তি লইয়া পরস্পরে একত্রিত হয়। এস্থলেও দৃশ্যতায় বুদ্ধিদ্বয়ের একতা প্রতীয়মান হইলেও বুদ্ধিদ্বয়ের আলম্বন স্ত্রীত্ব পুরুষত্বের সম্মীলনই বাস্তবিক ঘটনা। এইরূপেই সময় বিশেষে স্ত্রী পুরুষের দেহাশ্রিত স্ত্রী, পুংশক্তিদ্বয় পরস্পরের সম্মীলনের ইচ্ছায় উত্তেজিত হইয়া আলম্বিত শরীরদ্বয়ের সহিত পরস্পরে একীভূত হয়। এখানেও দেহের একতা স্থূল দৃশ্য ফল হইলেও শক্তিদ্বয়ের একতাই বাস্তবিক ঘটনা। এই প্রকারে স্ত্রীত্ব, পুরুষত্বের সম্মীলন ব্যাপারেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের বুদ্ধি, মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ, দশইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং সময় বিশেষে দেহের একতা সম্পাদিত হয়। এইরূপ একতারদ্বারা উভয় শক্তির মধ্যে একটী সুসমঞ্জসতা ঘটিয়া শক্তির পূর্ণতা গঠিত হয়, এবং উভয় আত্মা এক হইয়া আত্মার পূর্ণতা, উভয় প্রাণ এক হইয়া প্রাণের পূর্ণতা এবং সমস্ত ইন্দ্রিয়াদি শক্তির একতা হইয়া সকলের পূর্ণতা ফল নিষ্পন্ন হয়। স্ত্রীশক্তি ও পুংশক্তির এরূপ সম্মীলন চেষ্টার স্বভাবই স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কের প্রবর্ত্তক মূল কারণ। প্রথমে, এই কারণ হইতেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের অন্তঃকরণ, আপনা আপনার মধ্যে আপনা আপনার পরিচালক, সম্মীলনের প্রবৃত্তি রূপ সূক্ষ্মভাব উপলব্ধি করে। তৎপর পরিণাম ঘটনায় সুখানুভবের স্মরণ হইয়া উক্ত প্রবৃত্তিকে পরিপোষণ করে। তদ্দ্বারায় উপযুক্ত চেষ্টা হইয়া দৈহিক সম্মীলন ঘটে। অমনস্বী লোকেরা এই রহস্যের ভেদ করিতে না পারিয়া আপন সুখস্পৃহাকে ঘটনার প্রবর্ত্তক বলিয়া মনে করে। উদ্ভিজ্জাদি অন্ধ প্রাণীর মধ্যে এরূপ ঘটনা ঘটে না। তাহাদের সুখানুভব নাই, তাহার স্মরণ ও নাই, সুতরাং অন্ধ ভাবেই স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব শক্তির দ্বারায় পরিচালিত হইয়া উভয়ের জড় পদার্থের সম্মীলন ঘটে। অতএব জানা গেল যে, স্ত্রীত্ব, পুরুষত্ব শক্তির স্বভাবজাত পরস্পর সম্মীলন চেষ্টাই স্ত্রী, পুরুষ সম্পর্কের আদি প্রয়োজক, কিন্তু সুখস্পৃহাদি নহে।

এই হইল বিবেকের তৃতীয় সোপান রচনা। চতুর্থ সোপান বিবেকের সিদ্ধান্ত স্বরূপ। বিবেক যতক্ষণ উপরি উক্ত সোপানত্রয় অধিকার করিয়া থাকেন, ততক্ষণ বিচার নামে অভিহিত হয়েন। আর যখন চতুর্থ সোপানে উত্থিত হয়েন, তখন বিচার সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিবেক নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিচার বিতর্কের দ্বারায় সিদ্ধান্তের নিশ্চয় হইয়া গেলে ঐ সংস্কার যখন স্থায়ী ভাব গ্রহণ করে, ঐ সিদ্ধান্ত যখন হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়, আর বিচার বিতর্কাদির অপেক্ষা করে না। তখনই প্রকৃত বিবেক বলিয়া পরিগণিত হয়। অতএব বিবেকের চতুর্থ অবস্থাটি পূর্ব্বতন অবস্থাত্রয়ের দ্বারায় রচিত ফলস্বরূপ মাত্র। উহা পূর্ব্বতন এক একটীর ন্যায় পৃথক্ কোন পদার্থ নহে। সুতরাং তাহার কোন বর্ণনাও হইতে পারে না। বিবেক বিচার অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিবেক অবস্থায় কি প্রকারে আইসে তাহা প্রকাশ করিলেই বিবেকের চতুর্থ অবস্থা প্রদর্শিত হইল।

(স্ত্রী পুং সম্পর্কের সিদ্ধান্ত বিবেক)

বিবেক বিচার ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া, প্রকৃত স্থলে, এই সার কএকটির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ১ম। ঋতুসময় ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য। (২) যাহাদের সন্তান সম্ভাবনা কোন কারণে বিনষ্ট হইয়াছে, ঋতু হইলেও সেই স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৩) জাতি ও প্রকৃতির পরস্পর অনুকূলতা না থাকিলে অর্থাৎ এক জাতি ও এক প্রকৃতি না হইলে, ঋতুকালেও, স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৪) চিরাভ্যাস বশাৎ আত্মা, মন প্রাণাদির একতাপন্ন দম্পতি ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৫) যে স্ত্রীতে অন্য পুরুষের প্রকৃতি সংক্রান্ত হইয়াছে। অর্থাৎ বিধবা বা অন্যোঢ়া সধবা তাহাতে সঙ্গত হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৬) শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও আত্মার অবিশদ অবস্থায় স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৭) গ্রহ ও নক্ষত্রাদি ঘটিত অনুকূল সময় ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৮) এক এক ঋতুতে এক এক বার ব্যতীত স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। (৯) শুভ সন্তানোৎপাদনের দ্বারা ঈশ্বরের শুভ উদ্দেশ্য সাধন করার কামনা ব্যতীত সুখামোদাদির অভিলাষে স্ত্রী পুং সম্পর্ক হওয়া ঈশ্বরের শুভ ইচ্ছার বিপরীত। এই নয়টিই স্ত্রী পুং সম্পর্ক বিষয়ে বিবেকজাত নিশ্চয়। এখন বিবাহ বিষয়ের সিদ্ধান্ত ও ইহা হইতেই নিষ্কাসিত করিতে হইবে। যেরূপ বিবাহে উক্ত নববিধ বিবেক সিদ্ধান্তের কোন বাধা উপস্থিত না হয়, এইরূপ বিবাহই মনুষ্যজাতির কর্ত্তব্য। তাহা হইলে এইরূপ জানা গেল যে, অন্যের অনূঢ়া, সর্ব্বথা অনুকূল প্রকৃতি সম্পন্না, কন্যকাবস্থাপন্না, সজাতীয়া বালিকা বিবাহ করিতে হইবে, ইহাই জগদম্বার শুভাবহ ইচ্ছা। আর ইহার বিপরীত মতের বিবাহ তাঁহার শুভ ইচ্ছার বিপরীত।

এই সকল সিদ্ধান্তের সংস্কার যখন হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হয়, এবং ইহার প্রতিকূলতায় কখনো কোন প্রবৃত্তি হইলে যখন দণ্ডধারী পুরুষের ন্যায় হৃদয়কে আপনার আয়ত্ত করিয়া প্রকৃতিস্থ করে। তখনই দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে প্রকৃত বিবেক আত্মলাভ করিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা না হয়, ততক্ষণ বিবেকের অন্বেষণ করা আবশ্যক। ইহাই দাম্পত্য সম্পর্কে বিষয়ের শাস্ত্রীয় বিবেক।

এই শাস্ত্রীয় বিবেক প্রতি পুরুষভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে বা বিরুদ্ধরূপে আবির্ভূত হয় না। নিতান্ত জড়চেতা লোকেরও ইহার সেবা করিতে অধিকার নাই। যাঁহারা প্রকৃত মনস্বী মানব বলিয়া গণিত হইতে পারেন, তাঁহারাই শাস্ত্রীয় বিবেকের প্রকৃত সেবক। তাঁহাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এই বিবেক একই রূপে, একই প্রণালীতে, একই পারম্পর্য্যে আবির্ভূত

ও বিস্তৃত হইয়া একইরূপ সিদ্ধান্ত করিবে। ঐরূপ উদ্দেশ্যের লক্ষ্যও সকলেরই হইবে, সহলব্ধ ইষ্টানিষ্টের বিচারও সকলেরই হইবে, মূল কারণের চিন্তাও সকলেরই হইবে, সুতরাং নিষ্কাসিত সিদ্ধান্ত ও একরূপই হইবে, কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিবে না। তবেই দেখ, আমাদের শাস্ত্রীয় বিবেক, আর অভিনব বিবেক কত বিভিন্ন বস্তু। সংসারের যাবৎ বিষয়ই এইরূপ বিবেকের অধিকৃত ক্ষেত্র। প্রত্যেক বিষয়েই এক একরূপ শাস্ত্রীয় বিবেক আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে, পিতার ন্যায় পুত্রকে, সখার ন্যায় সখাকে, স্বামীর ন্যায় ভৃত্যকে, সর্ব্বাপদ্ হইতে পরিত্রাণের চেষ্টা করিয়া থাকে।

(বিবেকের ক্রিয়া ও অবস্থা)

প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে, প্রবল কাম-নিপীড়িত হইয়া মানব অযোগ্য ইন্দ্রিয় লীলায় প্রবৃত্তোন্মুখ হইলে একমাত্র বিবেক ব্যতীত আর কেহই তাহাকে সর্ব্বনাশ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারে না। যদি বিবেকের শুভদৃষ্টি নিপতিত হয়, তবেই রক্ষা পাওয়ার ভরসা, নতুবা আর কেহই কিছু করিতে পারিবেন না। বিবেক-মূর্ত্তি ভগবান্ যদি অনুগ্রহ করেন, তবে হয়ত কথিত রূপে মূর্ত্তিমান্ হইয়া কামার্ত্তকে পরিত্রাণ করিবেন, না হয় আর এক ভাবে আবির্ভূত হইয়া বিপদুদ্ধার করিবেন।

প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে বিবেকের যে মূর্ত্তি দর্শিত হইয়াছে, তাহা ইহার ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তি। উহাতে সত্ত্ব, রজ, আর তম এই তিন গুণই বিমিশ্রিত আছে। আর ঐ এক সিদ্ধান্তের সাধনের নিমিত্তই বিচারাবস্থায় বিবেকের আরো তিনটি মূর্ত্তি আছে। তাহার একটি তামসী মূর্ত্তি, আর একটি রাজসী, আর একটি সাত্ত্বিকী, এই তিন মূর্ত্তির কোন এক মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সিদ্ধান্তাবস্থায় সকলের হৃদয়েই একরূপে দণ্ডায়মান হইবেন। বিবেক সর্ব্বত্রই উক্তরূপে চতুর্ব্বিধ। তন্মধ্যে ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিতে যাহাকে উদ্ধার করিতে না পারেন, তাহার নিকটে তমোমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে রজোমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েন, তদ্দ্বারাও অকৃতকার্য্য হইলে সত্ত্বমূর্ত্তির পরিগ্রহ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েন। প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে ও ত্রিগুণময়রূপে ক্রিয়া করিতে না পারিলে বিবেক তমোময়রূপের আলম্বন করেন। তাহার অবস্থা এই,—

"প্রাণি-গণের শরীর মাত্রেই নিতান্ত অমেধ্য অপবিত্র এবং ঘৃণার বস্তু। ইহা প্রথমে শুক্র শোণিতের দ্বারা আরব্ধ, পরে অন্ন ব্যঞ্জনাদির দ্বারা পরিপুষ্ট ও সঙ্গঠিত। ইহা কতকগুলি নাড়ী, ভুঁড়ী, অন্ত্র, যন্ত্র, অস্থি, মাংস, মজ্জা ও শুক্র, শোণিতাদির একটা পিণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাতে আবার মল, মূত্র, লালা, শ্লেষ্মাদির দ্বারা রক্ষিত। ইহার মুখ হইতে বিষাক্ত লালারূপে মল নির্গত হইতেছে, নয়ন হইতে ক্লেদরূপ মল স্রবিত হইতেছে, নাসিকা হইতে বায়ুর সহিত অতি দারুণ বিষ নিঃসৃত হইতেছে, কর্ণদ্বয় ও মলেরই খনি, ইহার শিশ্ন গুহ্য হইতে কত ঘৃণার্হ প্রস্রাব বিষ্ঠা নির্গত হইতেছে। অধিক কি, ইহার সর্ব্বাবয়ব ব্যাপক প্রতিরোম-কূপ হইতেই ঘর্ম্মনামে মহাঅমেধ্য মল স্যন্দিত হইতেছে। এক ক্রমে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত যদি ইহার পরিক্রিয়া না করা যায়, তবে দুর্গন্ধের নিমিত্ত ইহার নিকটে যাইতে পারা যায় না। সুতরাং এই দেহ হইতে অপবিত্র কি হইতে পারে। অহোবত! আমরা কি মোহান্ধ ঘৃণার্হ পুরুষ! আমরা ঈদৃশ অমেধ্যতা পরিপূর্ণ স্ত্রীদেহটাকে অতি পবিত্র বোধে কতরূপে ভোগ করিতেছি! ইহাতে কত প্রকারে লোভ করিতেছি, কত সেবা করিতেছি! কত গৌরব কত আদরে সম্মান করিতেছি, নিজ দেহের ও কত অসীম সমাদরে কত অভিমানে স্ফীত হইয়া কত কিছু মনে করিতেছি! আহো মোহ-মহিমা! অহো জঘন্যতা, অহো নীচতা! আমার তুল্য আধমাধম আর কে হইবে? আমি এই সকল ঘৃণার দ্রব্য দেখিয়াও দেখিতেছি না, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, শুনিয়াও শুনিতেছি না! ধিক্ আমার হৃদয়ে, ধিক্ আমার আত্মায়, ধিক্ আমার মনে, আর প্রাণে আর জ্ঞানে। এজন্যই শিহ্লনাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—

সমাশ্লিষ্যত্যুচ্চৈর্ঘনপিশিতপিণ্ডং স্তনধিয়া,
মুখং লালাক্লিন্নং পিবতি চষকং সাসবমিব।
অমেধ্যে ক্লেদার্দ্রে পথি চ রমতে স্পর্শরসিকো-
মহামোহান্ধানাং কিমিহ রমণীয়ং ন ভবতি!॥

এ সংসারে যাহারা মহামোহে অন্ধ, তাহাদের যে কোন্ বস্তু রমণীয় ও প্রীতিকর না হয়, তাহা জানা যায় না। এই দেখ, এই অমেধ্যতার সাগর স্ত্রীদেহটাকে লইয়া কত কি করিতেছে! ইহার ঘন মাংসপিণ্ড দুটাকে স্তন নামে একটা দ্বিতীয় বস্তু মনে করিয়া কত ঔৎসুক্য সহকারে দৃঢ়তর আলিঙ্গন করিতেছে! লালাক্লিন্ন মুখটাকে আসব পাত্রের ন্যায় চুম্বন করিতেছে! আর ততোধিক অমেধ্য ক্লেদাদির দ্বারা দ্রবাকার দ্বারেতে কত স্পর্শ রসিক হইয়া রমণ করিতেছে!" অহোবিড়ম্বনা! পুরোভাগি কামদেব! তোমার কি অদ্ভুত শক্তি! তোমারই শক্তির দ্বারা এই ঘোরতর নরককুণ্ড আমার নিকটে স্বর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে! যাহাই হউক এখন প্রতিবুদ্ধ হইলাম, মোহ-নিদ্রা অন্তর্হিত হইল, আর ভ্রমে পতিত হইব না, আর নরক কুণ্ডের সেবা করিব না, যাহা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, তাহারই অনুতাপ চিরদিন সন্দগ্ধ করিবে। তবে অবশ্যই, জগদম্বার আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত নরক সেবাও জীবের কর্ত্তব্য কার্য্য। যে কার্য্যে তিনি সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাই পবিত্র বলিয়া মনে করিতে হইবে। রত্ন লোভী ব্যক্তির অমেধ্য হইতে রত্ন উদ্ধার করার ন্যায় এই অপবিত্র ব্যাপার হইতেও ঈশ্বরের অভিপ্রায় সিদ্ধিরূপ রত্নের উদ্ধার করিতে হইবে। অতএব ঈশ্বরের অভিমত সৃষ্টি ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত যথাবিধি নরক সেবা করিব, কিন্তু অন্যরূপে নহে। ইহাই প্রস্তাবিত ক্ষেত্রে বিবেকের তামসী-মূর্ত্তি। এই তামসী তনুর দ্বারাও বিবেক সেই ত্রিগুণময় সিদ্ধান্তেরই আবিষ্কার করিলেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত গত কোন প্রভেদই নাই, প্রভেদ আছে বিচারের অবস্থায়। পূর্ব্ব বিবেক, কথিত প্রকারের স্তম্ভ চতুষ্টয় লইয়া বিচার করিয়াছেন, আর এই বিবেক কেবল বস্তুর তত্ত্ব লইয়া আলোড়ন করিয়া থাকেন। এই বিবেকের মধ্যে বীভৎসিত বৃত্তির সম্মিশ্রণ আছে, এ

নিমিত্ত ইহা তামস বিবেক। বীভৎসা বৃত্তিটা তমোগুণের পরিণাম।

এখন বিবেকের রাজসী মূর্ত্তির অবতারণায় চেষ্টা করিব। প্রস্তাবিত বিষয়ে রাজস বিবেকের এইরূপ আকার হইবে।— সুখ কামনায় কোন বিষয়ের অনুষ্ঠান করা নিতান্ত ভ্রান্তির কার্য্য। জগতে সুখ দুঃখের চক্রবৎ গতি। দুঃখের অনন্তর সুখের সমাগম অযত্ন সুলভ, আবার সুখের পরে ও দুঃখের আবির্ভাব নিতান্ত অনিবার্য্য বিষয়। এখন যে পরিমাণে সুখবোধ করিবে, পরে আবার ঠিক সেই পরিমাণেই দুঃখের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে হইবে। সুখের অভাববর্ত্তী দুঃখ অধিকাধিক অসহনীয় হয়। সংসারের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতিও কালেতে চূর্ণ বিচূর্ণিত হয়। আমাদের দেহ আবার তত্তুলনায় নিমেষস্থায়ী, আবার তাহার সঙ্গে যদি এই দেহের সুখ দুঃখাদির তুলনা করা যায়, তবে ইহার অস্তিত্বই খুজিয়া পাওয়া যায় না, অতএব ইহার আশায় স্ফীত হইয়া কোন কার্য্য করিলে পরক্ষণেই যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে হয়, ইহা সকল বিষয়ের অব্যর্থ নিয়ম, সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্যতার নির্ণয় করিয়া যাবৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা উচিত।

কেবল ইহাও নহে, সুখের পর কালেই যে দুঃখ হয়, তাহাই নহে, উহার সম কালেও উহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের অণুপ্রবেশ থাকে। দুঃখানুবিদ্ধ ব্যতীত বৈষয়িক সুখসত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—"শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাঞ্জরয়ন্তি তেজঃ। অপি সর্ব্বঞ্জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥" এবং "ন বিত্তেন তর্পনীয়োমনুষ্যোলপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষ্ম চেত্বা" বিষয় ঘটিত সুখ মাত্রেই আজ না হয় কাল বিনষ্ট হইবে, উহারা দুই এক দিনের সত্তাবান্ বস্তু, বিশেষতঃ উহার সেবা করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তেজ জীর্ণ হইয়া যায়, অতএব আমি শতবৎসর আয়ুকেও অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী মনে করি এবং গজ, তুরঙ্গ, নারী প্রভৃতিরও আকাঙ্ক্ষা করি না। প্রকৃত মানব কখনই বিত্তাদির দ্বারা পরিতৃপ্ত হইতে পারেন না। ***" সাংসারিক সুখের মধ্যে চারিপ্রকারে দুঃখানুবেধ আছে। উহা সুখভোগের সমকালেও জীবকে সন্দগ্ধ করে। এক পরিণাম দুঃখ, দ্বিতীয় সুখের অন্তর্গত স্বাভাবিক তাপ, তৃতীয়, পূর্ব্বানুভূত দুঃখের সংস্কার, চতুর্থ, ত্রিগুণবৃত্তির সাতত্য সংঙ্ঘর্ষণ। যাহা ভগবান্ পতঞ্জলিদেব সূত্রিত করিয়াছেন,—"পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ॥" সুখীগণ সর্ব্বদাই সুখাবসানে অবশ্যম্ভাবী দুঃখের সদ্ভাব চিন্তা করিয়া পরিক্লিষ্যমাণ থাকেন, ইহারই নাম সুখ সমকালে পরিণাম দুঃখের মিশ্রণ। আর উপরিস্থ লোকের অধিকাধিক সুখের তুলনা করিয়া যে নিজসুখের অল্পতাবোধে পরিতাপ জন্মে, তাহা তাপ দুঃখের মিশ্রণ। সুখের স্বাভাবিক তাপকেও তাপ দুঃখ বলে। পূর্ব্বানুভূত দুঃখের স্মরণাদিজনিত পরিতাপের নাম সংস্কার দুঃখ এবং ত্রিগুণবৃত্তির নিয়ত সঙ্ঘর্ষণ জনিত দুঃখই গুণবৃত্তিবিরোধ জনিত দুঃখ। এই চারি প্রকার দুঃখই সুখের নিয়ত সহচর। ইহার একটিকেও বাদ দিয়া কদাপি কোন রূপ সুখ থাকিতে পারে না। যখন যে কোন বিষয়ে সুখ উৎপন্ন হইবে, তখনই তাহার সঙ্গে এই চারিটির বিমিশ্রণ থাকিবে, সুতরাং দুঃখের অনমুবিদ্ধ সুখ কেহই ভোগ করিতে পারে না। অতএব বিবেকী ব্যক্তির পক্ষে সমস্তই দুঃখ। দুঃখ নিজেতো দুঃখই বটে; যাহা অবিবেকীর সুখ বলিয়া পরিচিত, তাহাও তাঁহার নিকট দুঃখ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া অনুভূত হয় না। ইহাতো সাধারণ সুখের নিয়ম। অতএব কোনরূপ সুখের আশা করা, অথবা তদুদ্দেশে কোন কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রীঘটিত সুখও এই নিয়মের একরেখাও অতিক্রম করিতে পারে না। উহাতেও কথিত যাবৎ দোষ, যাবৎ দুঃখের বিমিশ্রণ আছে। উহাও ক্ষণকালস্থায়ী এবং পশ্চাত্তাপপ্রদ, উহাও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তেজ অপহরণকারী, উহাও পরিণাম দুঃখে সুপরিপূর্ণ। যাহারা এই সুখের লোলুপ, তাহারা যৌবনান্ত হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই ঐ সুখের অভাব জনিত যন্ত্রণানুভব করে, এবং সুখভোগ সত্ত্বেও তাহার ঐরূপ পরিণাম মনে করিয়া সর্ব্বদা প্রব্যথিত হয়। কেবল ইহাও নহে, যৌবন সত্ত্বেও ২৪ ঘণ্টায় সর্ব্বদাই কোন প্রাণী ঐ সুখের অনুভব করিতে পারে না, তাহা কোন মতেই সম্ভবযোগ্যও নহে। উহা দিবারাত্র মধ্যে অত্যল্পক্ষণ ব্যতীত কাহারোই লব্ধব্য নহে। স্পৃহা কিন্তু সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিবার কথা। ২৪ ঘণ্টা মধ্যে যে যে ক্ষণে ঐ সুখের উপলব্ধি হয়, সেই সময় টুকু ব্যতীত সর্ব্বদাই তাহার অভাবজনিত ক্লেশানুভব করিবে। এতদ্ব্যতীত, বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ক্লেশানুভব করিবে, ভার্য্যার মৃত্যুপীড়াদি হইলে ক্লেশানুভব করিবে, অনুরাগ ভঙ্গ হইলে ক্লেশানুভব করিবে, তৎপর নিজদেহে ব্যাধ্যাদি হইলেও ক্লেশানুভব করিবে। এইরূপে কত সময়ে কত বাধায় কত প্রকার যন্ত্রণানুভব করিবে। নিজের স্ত্রী অপেক্ষায় অন্যের স্ত্রীকে সুশ্রী ও সুচরিত্রতাদি গুণসম্পন্ন দেখিলে প্রগাঢ়তর গ্লানিদুঃখের উপলব্ধি করে, নিজ স্ত্রীর যৌবনান্ত হইলেও যুবজানি সন্দর্শনে ঈর্ষ্যাদি দুঃখানুভব করে। এইরূপে পদে পদে কত দুঃখের উপভোগ করিতে হয়, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। এতৎ সমস্তই স্ত্রীসম্পর্কে সুখাশার ফল। অতএব সুখাশার প্রেরণায় বিবাহ বা স্ত্রী সম্পর্ক নিতান্ত অন্ধপুরুষের কার্য্য। এজন্যই শিহ্লনাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—"স্ত্রীরূপং কেন লোকে বিষমমৃতময়ং ধর্ম্মনাশায় সৃষ্টম্?" জগতের ধর্ম্মনাশের নিমিত্ত এই অমৃত মাখা বিষরূপিনী স্ত্রীকে কে সৃষ্টি করিল?" আর বলিয়াছেন যে,—

"কৈতদ্বক্ত্রারবিন্দং ক তদধরমধু কায়তাস্তে কটাক্ষাঃ
কালাপাঃ কোমলাস্তে ক চ মদনধনুর্ভঙ্গুরোভ্রূবিলাসঃ।
ইত্থং খট্বাঙ্গকোটৌ প্রকটিতরদনং মঞ্জুগুঞ্জৎসমীরং
রাগান্ধানামিবোচ্চৈরুপহসতি মহামোহজালং কপালম্॥"

শ্মশানে শূল বাঁশের উপরে নিবদ্ধ একটি স্ত্রীলোকের মস্তক কঙ্কাল দেখিয়া শিহ্লন মনে করিতেছেন যে, মস্তক কঙ্কালের মধ্যে প্রকটি দন্তাস্থিগুলি দৃষ্ট হইতেছে, আর উহার গলরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া মুখরন্ধ্র হইতে নিঃসরণকালে বায়ুজনিত শব্দ

শ্রুত হইতেছে, ইহার দ্বারা বোধ হইতেছে যে, ঐ কপাল যেন ঘোর কামান্ধ মানবদিগকে উপহাসের হাস্য করিতেছে, আর বলিতেছে যে, রে! মোহান্ধ মনুষ্যগণ! এই শ্মশানের নিকট দাঁড়াইয়া একবার এই মুখখানির প্রতি দৃষ্টি কর এবং যাহার জন্য তুমি অন্ধ হইয়া কতরূপ পশ্বাচার করিয়াছ, সেই স্ত্রীর মুখখানিও স্মরণ কর। এই দেখ তাহার পরিণাম, এই দেখ তাহার শেষের অবস্থা। এখন দেখ দেখি, সেই মুখারবিন্দই বা কোথা, আর কোথায়ই বা ঈদৃশ অবস্থা! এই কঙ্কালের মধ্যে তাহার কিছু চিহ্ন দেখিতে পাইতেছ কি? এখন ভাব দেখি, যাহা সুধাসমাদরে পান করিতে, সেই অধর মধু কোথা? সেই মধুমাখা সুকোমল আলাপই বা কোথা এবং সেই মদন ধনুর বিলাসের ন্যায় ভ্রূভঙ্গীর বিলাসই বা কোথা? এখন তাহারই এইরূপ পরিণাম, তাহারই মধ্যে ইহা আচ্ছাদিত ছিল। তুমি রাগান্ধ হইয়া চর্ম্মাবৃত এই কঙ্কালকেই কত মধুমাখা দ্রব্য মনে করিয়া কত আদর গৌরব করিয়াছ, কত সুখ, কত আনন্দ মনে করিয়াছ। অন্ধ! সেই সময়ে যদি তোমার এই পরিণাম মনে পড়িত, তাহা হইলে আর ঐরূপ দ্রব্য লইয়া অত আহ্লাদিত হইতে না, স্ত্রীমুখে অত সম্মান দান করিতে না।" ধন্য শিহ্লন কবি, ধন্য তাঁহার চিন্তা, ধন্য তাঁহার বিবেক! হৃদয়! শিহ্লনাচার্য্যের নিকটে বিবেক শিক্ষা কর। আর কামুক হইও না, কামুক হইয়া রমণী স্পৃহা বা বিবাহ করিও না। কেবল ঈশ্বরের অভিমত রক্ষার নিমিত্ত যথাবিধি দার পরিগ্রহ করিয়া যথাকালে যথাবিধি স্ত্রীসংসর্গ করিও।

এইরূপ বিবেকের নাম রাজস বিবেক। এই বিবেকে দুঃখের ত্রাস আছে, সুতরাং অন্তরূপে সুখাভিলাষ সম্মীলিত আছে। দুঃখের ত্রাস কিম্বা সুখাভিলাষ রজোগুণের পরিণাম। এই বিবেকও সেই ত্রিগুণাত্মক বিবেক আর তামস বিবেকের সমান ফলের আবিষ্কার করিলেন। অতঃপর সাত্ত্বিক বিবেকের চিন্তা করা যাইবে।

ক্রমশঃ—

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ইন্দ্রিয়-সংযম।

ইন্দ্রিয় দুই প্রকার, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক্, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পাদ, পায়ু, উপস্থ, বাক্য, এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, নাসিকার বিষয় গন্ধ, জিহ্বার বিষয় রস, ত্বকের বিষয় স্পর্শ এবং হস্তেন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ, পাদেন্দ্রিয়ের বিষয় গমন, পায়ুর বিষয় মল মূত্রের পরিত্যাগ, উপস্থের বিষয় আনন্দ। মন উভয় ইন্দ্রিয়েরই অন্তর্গত। কারণ মনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই উভয় ইন্দ্রিয় বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। মনের সংকল্পাত্মক ক্রিয়া, মনের সংকল্পনা না হইলে কোন ইন্দ্রিয়ই কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, সুতরাং সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয়ে প্রবৃত্তির মূলীভূত কারণ মন, এই জন্য মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়াত্মক বলিয়াছেন। যথা,—"উভয়াত্মকমত্র মনঃ সংকল্পকমিন্দ্রিয়ঞ্চ সাধর্ম্ম্যাৎ।" (সাঙ্খ্যকারিকা) ইহাই হইল ইন্দ্রিয়ের স্থূল বিবরণ। এখন প্রকৃত বিষয় শ্রবণ করুন।

প্রত্যেক মানবই কিছু না কিছু ধর্ম্ম সঞ্চয়ের জন্য ব্যস্ত, বিশেষতঃ আজ কাল ধর্ম্ম কর্ম্ম করুক না করুক দুই চারিটা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কথা বার্ত্তা না করে, এইরূপ লোক বড়ই বিরল, কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত কারণ কি, কি প্রণালী হইতে ধর্ম্মের বিকাশ হয়, তাহা বোধ হয়, অনেকেই খবর করে না। কেহ কেহ মনে করে, দু একটা ব্রত, নিয়ম করিলেই পরম ধর্ম্ম করা হইল, কেহ কেহ মনে করে, দুবার "হরে কৃষ্ণ!" বলিলেই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম হইল, কেহ ভাবে, গৈরিক রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করা, গাত্রে ভস্মমাখা, চিমটা হাতে করা, ইহাই চরম ধর্ম্মের লক্ষণ, কিন্তু প্রকৃত পন্থার দিকে কেহই যায় না। সকলেই সুপরিষ্কৃত পন্থা লঙ্ঘন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ গহনে প্রবেশ করে, তাই কিছু কাল ইতস্ততঃ ঘূরিয়া পাপ-কণ্টকে ক্ষত বিক্ষত শরীরে পথোপদেষ্টা একমাত্র শাস্ত্রকেই সকলে কুৎসা করে, কিন্তু কেহই একবার ভাবিয়া দেখে না যে, উপদেশক কোন পন্থায় কি ভাবে যাইতে বলিতেছেন, উপদেশকের কথানুসারেই চলিয়াছি কিনা।

শাস্ত্র ব্রত, নিয়ম, তপস্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইলে অনুষ্ঠানের প্রণালী জানা আবশ্যক, নতুবা কোনই ফলের আশা নাই। কাঁটাল অতি সুমধুর ফল সত্য, কিন্তু তাহা খাইতে না জানিয়া অন্য ফলের সাদৃশ্যে যদি কেহ উপরের ত্বকের আস্বাদন করিতে আরম্ভ করে, তাহার যেমন কাঁটালের প্রকৃত মধুরতা গ্রহণ করা হয় না, প্রত্যুত লাঞ্ছনামাত্রই পাইতে হয়, আমাদের ভাগ্যেও ধর্ম্ম কর্ম্মসম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। আমরাও সার অংশ বাদ দিয়া বাহিরের অসার অংশ লইয়াই টানাটানি করিতেছি, তাই ফলের প্রকৃত আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকি।

শাস্ত্রে যত প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্মের উপদেশ আছে, তৎ সমস্তেরই মূলীভূত কারণ ইন্দ্রিয়-সংযম, ইন্দ্রিয়গণকে সুসংযত করিতে না পারিলে, তাহার কোন ধর্ম্ম কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় সংযম আমাদের ধর্ম্ম কার্য্যের পরম বন্ধু, এমন কি যদি কোন ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান ব্যতীত কোন মহাত্মার ইন্দ্রিয়গ্রাম আপনা হইতেই সুসংযত থাকে, তবে তিনি সমস্ত ধর্ম্ম কার্য্যের ফল ভাগী হয়েন, তাঁহার কোন প্রকার অনুষ্ঠানের আর আবশ্যকতা থাকে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুম্॥

(মনু)

মন এবং ইন্দ্রিয়বর্গকে সুসংযত করিতে পারিলে সমস্ত প্রয়োজন সুসিদ্ধ হয়, অতএব যোগোপায়ের দ্বারা শরীরকে ক্ষীণ না করিয়া প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় ও মনের সংযম বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। গীতায়ও পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

যততোহপি কৌন্তেয় ! পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ॥
তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥
ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি॥
তস্মাৎ যস্য মহাবাহো ! নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

(গীতা। ২য় অং)

হে কৌন্তেয়! প্রজ্ঞাস্থৈর্য্য লাভ করিতে হইলে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা আবশ্যক, কারণ যাহাদের ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত হয় নাই, সেই বিদ্বান্ পুরুষগণ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যের নিমিত্ত অতিশয় প্রযত্ন করিলেও প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণ বলাৎকার পূর্ব্বক তাঁহাদের মনকে বিষয়াভিমুখে লইয়া যায়। অতএব প্রথমতঃ সেই ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া সমাধির অনুষ্ঠান করতঃ "সোঽহং" (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি করিবে, কারণ যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত, তাঁহারই প্রজ্ঞা স্থিরতা লাভ করিতে পারে। ইন্দ্রিয়গণের বিষয় বিচরণ কালে যদি মনও তাহার অনুকূলে চলে, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলমধ্যে নিমগ্ন করে, মনও সেইরূপ সংযমীর বিবেকবুদ্ধিকে হরণ করিয়া ফেলে, অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ বিষয় হইতে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই ব্রহ্ম-সংস্থিতি হইতে পারে। এই পর্য্যন্ত শাস্ত্র আলোচনার দ্বারা একমাত্র সংযমই যে, সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের নিদান, ইহা প্রতিপন্ন হইল, এখন এই সংযম কেমন করিয়া লাভ করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা যাইতেছে।

কেহ কেহ বলেন, "বিষয়ের সম্পর্ক না করিয়া বিষয় হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই, ইন্দ্রিয়গণ বিষয় না পাওয়ায় আপনিই সংযত হয়।" কিন্তু আমরা একথাটীকে তত শ্রদ্ধাস্পদ বলিয়া মনে করিতে পারিব না। কারণ বিষয় সন্নিহিত না থাকিলে তত্তৎ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ হওয়া প্রকৃত ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নহে। বিষয় সন্নিহিত থাকিবে, আমার লাভ করারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকিবে, অথচ ইন্দ্রিয়গণ সেই সেই বিষয়কে চাহিবে না, তাহা হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া সংযতভাবে থাকিবে, ইহাই প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম বলিয়া আমাদের ধারণা। দেখুন, পল্লীবাসী এক ব্যক্তি বাড়ী থাকিয়া কখনই সন্দেশ পায় না, সুতরাং সন্দেশ খাইতেও পারে না, সন্দেশ খাইতে রসনেন্দ্রিয় ব্যগ্রও হয় না, অথচ সেই ব্যক্তি যখন সহর বন্দরে গমন করে, সন্দেশের দোকানে বিবিধ রকম সন্দেশ সজ্জিত দেখিতে পায়, তখনই তাহার রসনেন্দ্রিয় সন্দেশের রস গ্রহণের নিমিত্ত লালায়িত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মন ও নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ সে সন্দেশ না খাইয়া থাকিতে পারে না। বলুন দেখি, যদি বিষয় অসন্নিধানে রাখিয়াই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইত, তবে সন্দেশ দেখিবামাত্রই রসনেন্দ্রিয় তাহা গ্রহণের জন্য লালায়িত হইল কেন? অতএব বুঝিতে হইবে, বিষয় সন্নিধানে না থাকিলে, অথবা বিষয় অপ্রাপ্য হইলে, তাহা হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, প্রকৃত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নহে। উহা কেবল বিষয়ের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ঘটিয়া থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই বিষয় সংগ্রহে সচেষ্ট থাকে, যখন বিষয় প্রাপ্তব্য হয়, তখনই তাহার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে; সুতরাং বিষয় অসন্নিহিত রাখিয়া যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তাহা প্রকৃত ফলোপযোগী নহে। আবার কেহ বলেন যে, ইন্দ্রিয়গণ এবং মন বিষয়ের জন্য লালায়িত হয়, হউক, তাহাতে কোনই বাধা নাই। মন সর্ব্বদাই বিষয়ের ধ্যান করে করুক, ইন্দ্রিয় সমূহও বিষয়ের আহরণে যত্ন করুক, কিন্তু ক্রিয়াটী আমি না করিলেই আমার ইন্দ্রিয় সংযম হইল। যেমন, রসনেন্দ্রিয় সন্দেশ গ্রহণের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে, করুক, মন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সন্দেশ-বিষয়ের চিন্তাদি তৎপর হউক, তাহাতে ইন্দ্রিয় সংযমের কোনই বাধা হইতে পারে না, কিন্তু অতি যত্নে রসনেন্দ্রিয়কে কেবলমাত্র রসের আস্বাদ করিতে না দিয়া প্রত্যাহৃত করিয়া রাখিতে পারিলেই হইল। এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। ইহাই ইন্দ্রিয় সংযম। যাহা এখনকার সংযমীদের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এ মতেরও পক্ষপাতী নহি। কেননা শাস্ত্রই আমাদের অবলম্বন, শাস্ত্রপন্থাই আমাদের অনুসর্ত্তব্য, কিন্তু শাস্ত্র এতাদৃশ সংযমের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন। যথা,—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি যংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

(গীতা)।

"যে হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া মনের দ্বারা বিষয়ের চিন্তাদি করিয়া থাকে, সেই বিমূঢ়াত্মা ব্যক্তিকে কপটাচারী বলিয়া জানিবে।" অতএব জানা যাইতেছে যে, বিষয়ের গ্রহণ না করাই বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সংযম নহে, কিন্তু বিষয়ের আসক্তিত্যাগই বিষয় হইতে প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম। হস্তাদির দ্বারা বিষয় সমূহ গ্রহণ কর, তাহাতে কোনই দোষ নাই, কিন্তু মন যদি বিষয় রাশিকে না চায়, মন যদি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত থাকে; তবেই বুঝিতে হইবে, ইন্দ্রিয় সংযত হইয়াছে। গীতায় ও এই কথাই সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন।—

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন !।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥

হে অর্জ্জুন! যিনি মনের দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃত সংযমী, তিনিই সমস্ত অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ। অতএব ইন্দ্রিয় সংযম বলিতে মুখ্যরূপে মনেরই সংযম বুঝায়, কারণ একমাত্র মন সংযত হইলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় বর্গ আপনিই সংযত হইয়া পড়ে এবং মানসিক সংযমপূর্ব্বক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্যক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ও মানসিক সংযমশীল ব্যক্তির তাহাতে কোনই অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা নাই, বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তি না থাকিলেই প্রকৃত সংযমের ফল সংসাধিত হইতে পারে। তাই মনু বলিয়াছেন,—

একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
তস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ

মন সংকল্পাত্মক বৃত্তিদ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক, সুতরাং মনকেই উভয়েন্দ্রিয়াত্মক বলা যাইতে পারে, অতএব মন সংযত হইলেই দশেন্দ্রিয় সংযত হইয়া থাকে। অতএব মনের সংযমই প্রকৃত সংযমের লক্ষ্য। এখন একবার সংযমের উপায় বিষয়ে চিন্তা করা যাউক। শাস্ত্র বলেন,—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

(মনু)

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ।
তথাপ্যনুদিনং তৃষ্ণা যত্তেষ্বেব হি জায়তে॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

বিষয়ের উপভোগ করিয়া কখনই কামনার নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নি যেরূপ অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, অভিলাষও তেমনি বিষয় সম্ভোগের দ্বারা ক্রমে বিবৃদ্ধ হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণের বচনেরও তাৎপর্য্য একরূপই, সুতরাং আর পুনরুক্তির আবশ্যক নাই।

এই মনুর আদেশের দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, বিষয়ের সেবা করিতে করিতে তাহাতে বীততৃষ্ণ হইয়া বিষয় পরিত্যাগ করা, কাহারও হইবার সম্ভব নাই। প্রত্যুত বিষয়তৃষ্ণা দিন দিন প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে, আবার মনু স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—

ন তথৈতানি শক্যন্তে সংনিয়ন্তুমসেবয়া।
বিষয়েষু প্রজুষ্টানি যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ॥

বিষয়লিপ্সু ইন্দ্রিয়গণকে বিষয়ের সেবা না করিয়া কখনই সংযত করিতে পারা যায় না। কেন পারা যায় না, একথাও আমরা পূর্ব্বে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া আসিয়াছি।

এখন একটী সমস্যা, আসিয়া উপস্থিত। মনু পূর্ব্বে বলিলেন, বিষয়ের উপভোগ করিয়া ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হয় না, আবার বলিলেন, বিষয়ের সেবা না করিলেও ইন্দ্রিয় সংযম হয় না। সুতরাং এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্যের মীমাংসা কি? মনুই ইহার মীমাংসা করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,—"যথা জ্ঞানেন নিত্যশঃ" জ্ঞান বিরহিত হইয়া বিষয়ের উপভোগ করিলে সেই উপভোগ ইন্দ্রিয় নিগ্রহের কারণ হইতে পারে না, বরং তদ্দ্বারা ক্রমে বিষয় পিপাসা প্রবৃদ্ধ হইতে থাকে, আবার জ্ঞানপূর্ব্বক বিষয়ের সেবা করিলে সেই বিষয় সেবাই ইন্দ্রিয় বৃত্তি প্রসারের সহায়তা না করিয়া প্রত্যুত ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে প্রত্যাকৃষ্ট করে। অতএব মনুবচনে বিষয়ভোগের যে দোষ কীর্ত্তন আছে, তাহা অজ্ঞানীর পক্ষে, আর বিষয় সেবা করিয়া বিষয় হইতে যে ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিবৃত্তির উপদেশ, তাহা জ্ঞানীর পক্ষে, সুতরাং মনু বাক্যে কোনই বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নাই। এখন একবার বুঝিতে হইবে, মনু যে জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের কথা বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান বলিতে কোন জ্ঞান? এবং জ্ঞান বুঝিতে হইলেই লোকে বিষয় ভোগ করে কেন? ইন্দ্রিয় বিষয় লাভের জন্য ব্যগ্র কেন? এই কথাগুলিও অগ্রে বুঝিয়া রাখিতে হইবে।

"ইন্দ্রিয়গণ বিষয় (ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নিখিল বস্তুই বিষয় বলিতে বুঝিতে হয়) গ্রহণ করিয়া সুখ উপলব্ধি করে এবং শরীরকেও সঙ্গে সঙ্গে সুখিত করে। সুতরাং সুখ পাওয়ার জন্যই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সংগ্রহ করে। যাহাতে সুখ নাই, ইন্দ্রিয়গণ সেই বিষয়ে কখনই প্রবৃত্ত হয় না, তবে অবশ্যই সুখের আশায় নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও সুখের আহরণের চেষ্টা করে, আবার অনেক স্থানে সুখের আশায় প্রথমতঃ প্রবৃত্ত হয়, সত্য, কিন্তু পরে দুঃখ পাইলেই তাহা হইতে বিনিবৃত্ত হয়। আবার দুঃখ-কারণ কোন বিষয়ের দিকে একবার যাইয়া দুঃখানুভূতি করিয়াও তাহা ভুলিয়া যাইয়া সুখের আশায় পুনঃ পুনঃ তাহাতেই প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে যে দিকেই ইন্দ্রিয়গণের প্রবৃত্তি হয়, একমাত্র সুখ পাওয়াই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, সুখের আশায়ই ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। এখন একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, যে সুখের জন্য ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা লালায়িত, সতত ব্যাকুল, সেই সুখ এবং তত্তৎ বিষয়গুলি সত্য কি না এবং যে দেহের পরিতুষ্টির নিমিত্ত নানাপ্রকার বিষয়রাশি সংগ্রহ করিতে হয়, তাহাও প্রকৃত অবিনশ্বর কি না। যখন দেখিতে পাই, বিষয়, সুখ এবং যাহার জন্য সুখের আহরণ, সেই শরীর, ইহারা ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ, তখন ইহাদের জন্য সুখের আহরণ করা নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যে সুখের জন্য এত ব্যগ্রতা, সেই সুখও যদি সহস্রগুণ অধিক দুঃখের দ্বারা সম্মিশ্রিত হয়, তবে তাদৃশ সুখের নিমিত্ত যত্ন করাও বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য নহে। সংসারে রমণী আর রত্নই লোকের বিশেষ আদরের বস্তু, ইন্দ্রিয়গণও উহার সংগ্রহের নিমিত্ত সর্ব্বদা উদ্যুক্ত। কেন উদ্যুক্ত? উহার দ্বারা সুখ হইবে। ভাল, ভাবিয়া দেখুন, সুখ পদার্থটী কি? সুখ আর কিছুই না, অন্তঃকরণের (মনের) এক প্রকার বৃত্তিবিশেষ। উহা উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং ক্ষণে ক্ষণে ইহার বিনাশ হইবে, ইহাও অনিবার্য্য। কারণ যাহা কিছু উৎপত্তিশীল পদার্থ, তাহার বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। মনে করুন, কাল অতি সুস্বাদু আঙ্গুর ফল খাইয়া রসনাকে চরিতার্থ করিয়াছি, অর্থাৎ আঙ্গুর ফলের রস রাসনিক শিরার দ্বারা গৃহীত হইয়া রসনেন্দ্রিয় সুখিত হইয়াছে। কিন্তু আজ কি সেই সুখের উপলব্ধি আছে? নাই। যদি থাকিত, তবে আজ আবার আঙ্গুর ফল খাইবার জন্য ইচ্ছা হইত না। এই প্রকার যত বিষয় উপভোগ করিয়া যত সুখ অনুভব করি, তাহা প্রত্যেকটীই ক্ষণকাল সুখানুবিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান থাকে, পরে আর কিছুই না, সুখও না, দুঃখও না। ভুঁয়া পদার্থ। এইরূপ দুঃখ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। দুঃখও ক্ষণকাল স্থায়ী পদার্থ, পরে আর দুঃখ বলিয়া জ্ঞান থাকে না, সুতরাং সুখ দুঃখের তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উহারা উভয়ই ক্ষণ বিনাশী, সুতরাং কোনটীরই আদরণীয়তা বা অনাদরণীয়তা নাই। আবার যাহার দ্বারা সুখ হইবে, সেই রমণী রত্নাদি পদার্থগুলিও ক্ষণ বিনাশী, সুতরাং তজ্জনিত সুখও ক্ষণকাল পরেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তবে আর তাদৃশ সুখ আহরণের নিমিত্ত যত্ন করা নিষ্প্রয়োজন। পরন্তু সুখ এবং সুখের কারণ ক্ষণস্থায়ী না হইলেও, সত্য হইলেও যে দেহের জন্য নানাপ্রকার সুখ সামগ্রীর আসাদন করিতে হয়, সেই দেহই অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী, সুতরাং যাহা ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ, তাহার জন্য সুখ সামগ্রীর

সমাসাদন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। এই যেমন বিষয়ের ক্ষণভঙ্গুরত্ব একটী দোষ দেখান হইল, এই প্রকার আরও অনেক দোষ আছে। প্রথমতঃ বিষয় সমূহের সংগ্রহের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ বিষয় সংগৃহীত হইলেও সেই বিষয় হইতে যে সুখানুভূতি হয়, তাহাও সর্ব্বদা দুঃখ সম্মিশ্রিত। ভাবিয়া দেখুন, ধনের দ্বারা সুখ হয় বটে, কিন্তু তাহার পূর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে সুখ অপেক্ষায় সংগ্রহাদি নিমিত্ত কষ্টের ভাগই অধিক। তবেই প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইতেছে যে, যে সুখের আশায় ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদা বিষয় লোলুপ, সেই সুখও অল্প মাত্রাই ঘটিয়া থাকে, প্রত্যুত দুঃখ ভোগই অধিক পরিমাণে করিতে হয়। অতএব বিষয় ভোগ না করিয়া উহা হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করাই কর্ত্তব্য," এইরূপ ধারণাকেই মনু বচনের "জ্ঞান" বলিতে বুঝিতে হইবে। এই প্রকার জ্ঞান পূর্ব্বক বিষয়রাশি ভোগ করিতে করিতে তাহার দোষানুভব করিয়া ইন্দ্রিয়গণের যে তাহা হইতে প্রত্যাহরণ করা, তাহার নাম প্রকৃত সংযম এবং পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের দোষ পর্য্যালোচনাই ইন্দ্রিয় সংযমের প্রধান উপায়। ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহ গ্রহণ করিবে বটে, কিন্তু মনে সর্ব্বদাই তাহার দোষের পর্য্যালোচনা করিবে, এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে বীততৃষ্ণ হইবে। যেমন কোন ইন্দ্রিয় নিজের প্রতিকূল কোন বস্তু আস্বাদন করিয়া একবার দুঃখানুভবের দ্বারা বিরক্ত হইলে আর সেই বিষয়ের আস্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হয় না, তেমনি সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ সমস্ত বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী অনুভব করিতে পারিলে আর তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট হইতে পারে না। কিন্তু যাবৎ পর্য্যন্ত সেই দোষের অনুভূতি না হয়, দোষের স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত ভাবে না থাকে, কেবল গুরুবাক্যে বা শাস্ত্রবাক্যে দোষাবলী শুনিয়া বিষয়ের পরিত্যাগ করে, তাবৎ পর্য্যন্ত বিষয়ের প্রতি প্রকৃত বৈতৃষ্ণ্য হইতে পারে না। তাই কোন বিষয় সন্নিহিত হইলে আর ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখিতে পারে না। এই নিমিত্তই শাস্ত্র বলিয়াছেন, বিষয় রাশি ভোগ কর, অথচ বিষয়-দোষ দর্শন করিয়া অন্তরে তাহার চিন্তা করিয়া ক্রমে বিষয়ের সম্বন্ধে বিরক্ত হও, তদ্ব্যতীত মন যতক্ষণ বিষয় চায়, বিষয় পাইবার জন্য আগ্রহ করে, ততক্ষণ বিষয় হইতে মনকে বঞ্চিত করিলে প্রকৃত ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইবে না। বিষয় গ্রহণ কর, তৎ সঙ্গে তাহার দোষাবলী প্রত্যেক অণুতে অণুতে আলোচনা কর, দোষযুক্ত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ কর। এই প্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়া যাঁহারা বিষয় ত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রামকে প্রত্যাহরণ করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী, তাঁহারাই প্রকৃত সংযমী। এই স্থানে আর একটী বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। ভাল, বুঝিলাম বিষয়ের দোষ, তাহা হইলেই ইন্দ্রিয়গণ বা মন তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে কেন? আমরাত জানি যে, চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তি করিলে রাজার নিকট ভয়ানক যাতনাময় দণ্ড পাইতে হয় এবং প্রত্যক্ষতও ইহার কত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, অপরাধীর কত ক্লেশ, কত নরক ভোগ অপেক্ষায়ও সহস্র গুণে অধিক যাতনা ভোগ করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু চৌর্য্যবৃত্তি বা দস্যুবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হই কি? তাহাত হই না। যখন কোন লোভনীয় সামগ্রী সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই যে কোন উপায়ে তাহা আত্মসাৎ করিয়া লই, আবার দেখুন, গত কল্যও অমিতাহারে কত কষ্ট, কত যাতনা পাইয়াছি, এমন কি ডাক্তার, কবিরাজ পর্য্যন্ত ডাকিতে হইয়াছিল। তখন মনে ভাবিয়াছিলাম, "আর কখনও অমিতাহার করিব না। অমিতাহারের যখন এত দোষ, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং আর যতই সুস্বাদু দ্রব্য আসাদিত থাকুক না কেন, অধিক আর আহার করিব না।" ইত্যাদি কত ভাবনা, কত প্রতিজ্ঞা অন্তরে, অন্তরে করিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু আজ যখন ভোজনের কালে নানাপ্রকার সুস্বাদু উপাদেয় বস্তু আমার নিকট আসিল, তখন কোথায় ভাবনা, কোথায় প্রতিজ্ঞা, কোথায় অমিতাহারের দোষ, কোথায় বা চিত্তের দৃঢ়তা, সমস্তই যেন বার্ষিক দামোদরের প্রবাহ-নিপতিত তৃণ-রাশির ন্যায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, চিত্ত-ক্ষেত্র তখন পরিষ্কার, আর কোথায়ও কিছুই নাই। তখন বোধ হইল, যেন আমি অদ্যই ভূমিষ্ঠ হইলাম, কখনও কোন কষ্ট পাই নাই, কিছুই যেন আমি জানি না। আবার ভোজন করিতে বসিয়া গেলাম, প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ বস্তু উদরসাৎ করিতে লাগিলাম। এক একবার যদিও স্বপ্নবৎ গত কল্যের যাতনার কথা মনে হইতে লাগিল, অমনই বায়ু-বিতাড়িত জলদজালে চন্দ্রমার ন্যায় তাহা যেন কোন এক শক্তির দ্বারা অতর্কিত ভাবে আবৃত হইয়া গেল, তখন যথেচ্ছায় পুনরায় পূর্ব্ববৎ আহার করিলাম, আবার সেই দিন ও তদ্রূপ যাতনা ভোগ করিতে হইল। এখানেও ত বিষয়ের দোষ দেখিয়া ছিলাম, কার্য্যকালে তাহা মনে রহিল কৈ? এই প্রকারে যতই বিষয়ের দোষ দেখি না, কেন, প্রবৃত্তির প্রবল বিস্ফুরণ কালে, তাহা মনে থাকে না, জোর করিয়াই কার্য্য সম্পাদন করাইয়া দেয়, তবে আর বিষয়ের দোষ দেখিয়া কেমন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারা যাইবে?

এ আপত্তিটী অতিতীব্র হইলেও ইহার উত্তর আছে, সুতরাং হতাশ হইবার কারণ নাই। কিন্তু এ আপত্তির উত্তরটী সুন্দররূপে বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ মানসিক বৃত্তি ও তাহার ক্রিয়া প্রণালী বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হয়, তবেই ইহার উত্তর বুঝিতে পারা যায়।

আন্তর বা বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া মনের যে এক প্রকার অবস্থা বিশেষ, তাহাই মানসিক বৃত্তি। যেমন "আমি ঘট পটাদি বস্তু দেখিতেছি" এই সময়ে মন ঐ ঘট পটাদি আকারে আকারিত হইল, তদাকারে সংশ্লিষ্ট হইল, মন যেন ঘটাদি আকারে মিশিয়া গেল। মনের যে এতাদৃশ বিষয়াকারে পরিণতি, তাহারই নাম মননর বৃত্তি। এই বৃত্তি কালীন মনও তাহার বৃত্তিতে কোন ভেদ পরিলক্ষিত হয় না। কেবল মাত্র তত্তৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় মনের তাদৃশরূপে পরিণতি হয় মাত্র, তখন মন যেন তন্ময় হইয়া যায়, আবার সেই বিষয়টী অন্তর্হিত হইলে যখন আর একটী বিষয় আসিয়া মনের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন আবার মন তাদৃশ

আকারে পরিণত হয়, তখন মনের তাদৃশ বিষয়াকারে বৃত্তি হইতে থাকে। এই প্রকারে অনন্ত দ্রব্যের সহিত মনের সম্বন্ধ হইয়া অনন্ত প্রকার মনের বৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু একটী আশ্চর্য্য এই যে, মনের এই বৃত্তি এক কালে একটী ব্যতীত হয় না। যখন ঘট দেখিতেছি, তখন মনের একমাত্র ঘটাকারেই বৃত্তি হইতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন বিষয়ের প্রবল বৃত্তি উপস্থিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এক ঘটাকারেই বৃত্তি হয়। কিন্তু মন এত চঞ্চল যে, এক বিষয়ের বৃত্তি অনেকক্ষণ হইতে পারে না, একটী বিষয় লইয়া বৃত্তি হইতে না হইতে আবার আর একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া মনের বৃত্তি হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে এক পলের একশত ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে সহস্রবিষয়ে মনের বৃত্তি হইয়া থাকে, এইরূপে মনের বৃত্তি অতি শীঘ্র গামিনী বলিয়াই বোধ হয়, যেন একদাই অনেক বিষয়ের বৃত্তি হইল, বাস্তবিক তাহা হয় না। আর একটী কথা এই, যে, মনের বৃত্তির পরস্পর বলের তারতম্যানুসারে ক্রিয়া হইয়া থাকে, যে বৃত্তির বল অধিক, যে বৃত্তি অধিকতর বিস্ফুরিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই ক্রিয়া প্রথমে নিষ্পন্ন হয় এবং যেটী দুর্ব্বল, সেই বৃত্তিটী তখন অভিভূত হইয়া পড়ে। যেমন চৌর্য্যবৃত্তি, দস্যুবৃত্তির দোষাবলী পূর্ব্বে দেখিয়া শুনিয়া "উহা করিব না," বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছি, অথবা অমিতাহারে কষ্ট পাইয়া "আর অমিতাহার করিব না" এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু যখন সুবর্ণাদি নানাবিধ ব্যবহার্য্য বিষয় নিকটে উপস্থিত হইল, অথবা সুমিষ্ট আহার্য্য বস্তু হস্তগত হইল, তখন পূর্ব্বকৃত সংকল্প ভুলিয়া গেলাম, অর্থাৎ পূর্ব্বকৃত সংস্কারের বল কম বলিয়া পশ্চাৎ উৎপন্ন লোভের দ্বারা পূর্ব্বকৃত সংস্কার অভিভূত হইয়া পড়িল, ক্ষণে ক্ষণে স্বপ্নবৎ পূর্ব্বসংস্কার যেমন একটু একটু মনে উদিত হইতে লাগিল, অমনি শেষেকার প্রবল বৃত্তিদ্বারা উহা অভিভূত হইতে লাগিল, এইরূপে পূর্ব্বেকার ধারণা একেবারেই ক্ষীণ হইয়া লয় প্রাপ্তবৎ হইল, আর শেষেকার বৃত্তি যথেচ্ছায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। পরে যখন কোন উদ্দীপক কারণের সাহায্যে পূর্ব্বেকার বৃত্তি বিজৃম্ভিত হইল, তখন অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এই প্রকারে নিখিল বৃত্তির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং পূর্ব্বে চৌর্য্যাদিবৃত্তি যতই দোষের বলিয়া ধারণা করিয়া রাখি না কেন, লোভনীয় বিষয় সন্নিহিত হইলে, যে মাত্রায় তাহা গ্রহণের জন্য প্রলোভ বৃত্তি উত্তেজিত হইয়াছে, তদপেক্ষায় বিবেক বৃত্তি অধিকতর বলবতী না হইলে প্রলোভ বৃত্তিকে কিছুতেই নিবৃত্তি করিতে পারিবে না। এই কারণেই সদ্বৃত্তির সংস্কার আমাদের অন্তরে থাকিলেও অসদ্বৃত্তির এতই প্রবল বল যে, সে নিজের দিকেই টানিয়া লইবে। প্রবল ঝড়ে নদীবক্ষঃস্থিতা তরণী যেমন নাবিকের সমস্ত যত্ন, চেষ্টা অতিক্রমণ করিয়া বায়ুর অনুগামিনী হয়, তেমনি মনও মানবের পূর্ব্ব সংস্কার জনিত বাধা বিঘ্ন কাটাইয়া পরোৎপন্ন বৃত্তিরই অনুগত হইবে। অতএব অসদ্বৃত্তি নিগ্রহের জন্য সদ্বৃত্তির বল বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে, তবেই সদসৎ বৃত্তির তুমুল সংগ্রামে সদ্বৃত্তিরই জয়াশা করিতে পারা যায়। ইহার দৃষ্টান্তও সর্ব্বদাই আমাদের পরিলক্ষিত হইতেছে। যেমন সদ্বৃত্তিকে বাধিত করিয়া অসদ্বৃত্তির ক্রিয়া দেখিতে পাই, তেমনি অনেক সময়ে আবার অসদ্বৃত্তিকে বাধিত করিয়া সদ্বৃত্তিরও ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক সময়ে জীবনে ঘটিয়াছে যে, অসদ্বৃত্তি ক্রিয়োন্মুখী হইয়াছে, কিন্তু কোথা হইতে তাহার বিরুদ্ধ সদ্বৃত্তি আসিয়া অসদ্বৃত্তিটাকে আবৃত করিয়া ফেলিল, আর অসদ্বৃত্তির ক্রিয়া হইতে পারিল না। অতএব বুঝিতে পারিলাম, সদসদ্বৃত্তির মধ্যে যাহার বল অধিক, তাহারই ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবিণী, সুতরাং কোন স্থানে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারি নাই বলিয়া যে "ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ" কথাটীই মিথ্যা, তাহা নহে, ব্যুত্থান শক্তির বল বেশী, তাই নিরোধের বল দুর্ব্বল হইয়া অভিভূত হইয়াছে। যদি নিরোধের বল বৃদ্ধি করিতে পারি, তবে আপনিই ব্যুত্থানের বল খর্ব্ব হইয়া আসিবে। সুতরাং কোন সময়ে কোন বিষয়ের সহিত মনের সম্পর্ক হইয়া নিগ্রহের বলকে অতিক্রমণ করিয়া বিষয়াভিমুখে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি হয় বলিয়াই হতাশ হওয়ার কারণ নাই। নিগ্রহের শক্তি প্রবল হইলে ঐ বলকে বাধা করিয়াও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ হইতে পারে। এক বারে নিরুদ্ধ হয় নাই বলিয়াই শিথিলপ্রযত্ন হইতে নাই, যে বিষয়ের জন্য ইন্দ্রিয় বৃত্তি স্খলিত হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ তাহারই দোষাবলী চিন্তা করিতে হয়, এই রূপ চিন্তার অভ্যাস করিতে করিতেই সংযমের বল বৃদ্ধি হয়। একবার এক বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করিতে পারিলাম না, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া চরিতার্থ হইল, আবার একটু অনুতাপের আবির্ভাব হইল, তখন আবার অতি দৃঢ়তার সহিত সেই বিষয়ের দোষাবলী চিন্তা করিতে লাগিলাম, এই রূপে অনেক যত্নে এক এক ইন্দ্রিয় এক এক বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। কোন ইন্দ্রিয় এক বারেই সংযত না হইলেও তাহাকে যথেচ্ছায় বিষয়াভিমুখে বিচরণ করিতে না দিয়া নিবৃত্তি রাখিতে হইবে। এখন দেখা আবশ্যক যে, ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বিষয়প্রবণতা খর্ব্ব হইয়াছে কিনা, ইহা জানিবার উপায় কি? ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভিমুখী বৃত্তির শিথিলতা বুঝিবার নিমিত্ত অনুতাপই নিদর্শনরূপে দণ্ডায়মান আছে। বিষয় ভোগ করিয়া ভোগাবসানে যাহার সেই বিষয় ভোগের জন্য অনুতাপ উপস্থিত হয়, তাহারই সেই বিষয়ের ভোগ তৃষ্ণা শিথিল হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। যে বৃত্তির ক্রিয়া হইয়াছে, তাহার বিরুদ্ধ বৃত্তি উত্তেজিত না হইলে কাহারই অনুতাপ হয় না। যেমন আমি কোন সময়ে বিবেকের অমৃতময় আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছি, বিবেক যে অতিশয় স্পৃহণীয়, অতিশয় সুখকর বস্তু, তাহা বুঝিয়াছি, কিন্তু হটাৎ সংসারাশক্তি আসিয়া আমার সেই বিবেকজ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিল, তখন ক্ষণকাল আমি সংসারাভিমুখেই ধাবিত হইলাম, সংসারের সুখেই পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলাম, কিন্তু কালচক্রের ভ্রমণে যখন সাংসারিক নানাবিধ দুঃখ আসিয়া আমাকে অভিভূত করিতে লাগিল, তখন আবার পূর্ব্ব বিবেকের সংস্কার একটু একটু ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করিল, সেই সময়ে বিবেকের অপূর্ব্ব মধুরতা আমার মনে পড়িল, তখন তাহা স্মরণ করিয়া সাংসারিক সুখে বড়ই অশ্রদ্ধা হইল এবং "আমি কেন সেই অপূর্ব্ব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া, স্বর্গের সুধা পরিহার করিয়া, বিষয়-বিষ অস্বাদন করিলাম" ইহা বলিয়া মনে গ্লানি যাতনা উপস্থিত হইল, "আর সংসারাভিমুখে যাইব না" বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম, এবং ক্রমে বিষয়ের দোষ দেখিয়া দেখিয়া আবার পূর্ব্ববৎ বিবেকের স্ফূর্ত্তি হইল। এই প্রকারে যতই অনুতাপের মাত্রা বৃদ্ধি হইবে, ততই বিবেক স্ফূর্ত্তির মাত্রাও বাড়িয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে, সুতরাং অনুতাপই ইন্দ্রিয় নিগ্রহের পরিচায়ক। যাহারা ঘোর বিষয়াসক্ত, তাহাদের সম্বন্ধে সাংসারিক সহস্র দুঃখ, সহস্র যাতনা উপস্থিত হইলেও তাহারা তাহার উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহাদের সেই দুঃখ কষ্ট জনিত বিবেকেরও স্ফূর্ত্তি হয় না, কোন প্রকার অনুতাপও হয় না, তাহারা বিষয় সংসর্গে শত শত দুঃখ পাইলে ও উহা যেন পাইতেই হয়, এইরূপ মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ আবার অন্য বিষয়ের দিকে ধাবিত হয়। ইহার অর্থ এই যে, সাংসারিক বাসনাদ্বারা সংসারীর চিত্ত সর্ব্বদা বাসিত থাকে, এবং অবিবেকের বৃত্তি অতি প্রবলরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে, সুতরাং বিবেক বৃত্তির স্ফূর্ত্তির আর অবকাস থাকে না, তাই সংসারীর পক্ষে যতই দুঃখাদি সমুপস্থিত হউক না কেন, তাহারা তাহাতেই ডুবিয়া থাকে। যাঁহারা আঙ্গুরের মধুরতা এবং নিম্বের তিক্ততা উভয়ই আস্বাদ করিয়াছেন, তাহাদের

অবশ্যই নিম্ব ফলের দিকে চিত্তের আসক্তি হইতে পারে না, এবং আঙ্গুর ফলের অপ্রাপ্তিতে অনুতাপেরও সম্ভব, আর যাহারা একমাত্র নিম্বফলেরই আস্বাদ করিয়া জীবন কাটাইয়াছে, তাহাদের পক্ষে কোন সময়ে উহা কটু বোধ হইলেও তজ্জাতীয় অন্য কোন ফলেই তাহাদের তৃষ্ণা হইবার সম্ভব, তদ্ব্যতীত এক-কালে আঙ্গুর ফলের রসে তৃষ্ণা হইতে পারে না এবং তাদৃশ কোন বস্তু আছে বলিয়াও ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং তাহার অপ্রাপ্তিতেও অনুতাপের সম্ভাবনা নাই। কারণ বিসদৃশ ইচ্ছা কখনও লোকের হয় না। যাহারা কুটীরবাসী, তাহাদের ইচ্ছা হইতে পারে, তদ্ব্যতীত অতি প্রকাণ্ড সুরম্য প্রাসাদে বাস করিব, এতাদৃশ অভিলাষ কখনও হয় না। ইহাকে বিসম্বাদিনী ইচ্ছা বলে। তবে মুখের কথায় কল্পনামাত্র হইতে পারে, যথার্থ অভিলাষ হয় না। এই প্রকার সংসার-রসে যাহাদের চিত্ত নিমজ্জিত, তাহারা সাংসারিক সুখের মধ্যে একটায় না হয় আর একটা অন্বেষণ করিয়া লয়, তদ্ভিন্ন একেবারে বিবেক-রসের আস্বাদ করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, ঐরূপ কোন অপূর্ব্ব রস আছে, ইহাও ধারণায় আসে না। তাই সংসারের মানব এক বিষয়ে দুঃখ কষ্ট পাইয়াও সুখের আশায় আবার আর এক বিষয় ধরে। অনু-তাপের প্রতাপ তাহাদের সম্বন্ধে অধিকার করিতে পারে না। অতএব যে বিষয় ভোগ করিতে করিতে প্রবল পশ্চাত্তাপ উপস্থিত হয়, সেই বিষয়ই মনের শীঘ্র পরিত্যজ্য, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। মন ক্রমে অনুতপ্ত হইয়া হইয়া আর সে বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় না, এই রূপে অনুতাপের প্রবল অবস্থা দেখিয়া বিষয় বৈরাগ্যের উন্নত অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারা যায়। এই পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক প্রণালী অনুসারে মান-সিক ব্যাপারের দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের বিবরণ কথিত হইল। এখন বাহ্য বস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযমের সহায়তার বিষয় বলা যাইতেছে।

বাহ্য বস্তুর দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের সহায়তা।

আমরা যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, পূজা এবং শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যা-নুষ্ঠানের পূর্ব্বে সংযম করিয়া থাকি, অর্থাৎ কতকগুলি বিহিত বস্তু আহারাদি করিয়া থাকি এবং পর দিনে যাগ, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করি, কিন্তু পূর্ব্বদিনে তাদৃশ আহারাদি ব্যাপারকেও আমরা "সংযম" বলিয়া ব্যবহার করি। ইহা মানসিক কোন ব্যাপার নহে, ইহা কেবল বাহ্য কতক-গুলি আহার ব্যবহাররূপ প্রক্রিয়া মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে আভ্যন্তর প্রযত্নের দ্বারা বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করাই প্রকৃত ইন্দ্রিয়-সংযম। তবে অবশ্যই তাদৃশ সাত্ত্বিক আহার ব্যবহারের দ্বারাও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের সহায়তা হয় বলিয়া উহাকেও "সংযম" নামে ব্যবহার করা হয়। পূর্ব্বে যে সংযমের ব্যাখ্যা করা হইল, যাগ, যজ্ঞাদির পূর্ব্বেও ঐ সংযমই করিতে হয়। কিন্তু আহারাদি একেবারে না করিলে দেহ থাকিতে পারে না এবং দৈহিক কোন ক্রিয়াও নিষ্পন্ন হইতে পারে না, এই নিমিত্ত সংযম বিষয়ে হিতকর আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃত সংযমের অভ্যাস করার পদ্ধতি ছিল, কালক্রমে প্রকৃত উদ্দেশ্য হারা হইয়া কেবল মাত্র কতকগুলি বাহ্য ব্যব-হারের উপরই সংযম পদার্থটী দণ্ডায়মান হইয়াছে। ফলপক্ষে দুগ্ধ, ঘৃত, আতপ তণ্ডুলের অন্ন প্রভৃতি পান ভোজনই সংযম পদার্থ নহে, উহারা সংযমের সাহায্য কারক। সুতরাং বহি-রঙ্গ সাধন মাত্র। কারণ মনের এক এক বৃত্তির ক্রিয়া নিষ্পন্ন হওয়ার নিমিত্ত এক একপ্রকার ভৌতিক পদার্থের আবশ্যক, একজাতীয় ভৌতিক পদার্থে সকল রকম মনের বৃত্তি ক্রিয়া করিতে পারে না। তাই সদসদ্বৃত্তির ক্রিয়ার নিমিত্ত কতকগুলি ভৌতিক পদার্থেরও প্রয়োজন হয়। ইহার একটী দৃষ্টান্ত বুঝিয়া দেখ।—অবলাদাস মদ খায়, উল্লম্ফন, প্রলম্ফন করে, আবার সময়ে বিচেতন হইয়া পড়ে। আবার যখন মদ খায় না, তখন অন্য মানুষের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকে। তাহার এতাদৃশ বিরুদ্ধ অবস্থা হয় কেন? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, মাদক পরমাণুর দ্বারা তাহার শারীর শোণিতের অবস্থান্তর ঘটিতেছে, তাই মনের শক্তি নিজের ক্রিয়ার উপযুক্ত মত দ্রব্য পাইয়া এক একবার এক এক আকারে প্রবাহিত হইতেছে, বাহিরেও সেই ক্রিয়ার প্রবাহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে। তাহা না হইলে অবলা দাসের, একই মনে এরূপ বিভিন্ন জাতীয় শক্তির বিজৃম্ভণ কোথা হইতে আসিল? এখানে বুঝিতে হইবে,—প্রথমতঃ মাদক পরমাণু অবলার শোণিতের সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া স্নায়ুর অভ্যন্তরে অতিশয় তাপের বৃদ্ধি করিল, তৎপর তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তদীয় শোণিতরাশি বিশ্লথ হইয়া পড়িল। যে দ্রব্যের অভ্য-ন্তরে তাপের আধিক্য হইবে, তাপ স্বীয় শক্তির দ্বারাই তাহাকে বিশ্লথ করিবে, বিরল সন্নিবেশ করিবে, এই প্রকারে যতই রক্তীয় পরমাণুর বিরল ভাব হইবে, ততই মনের শক্তিও তীব্র যত্ন সহকারে অতি শীঘ্র শীঘ্র ক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইবে। এই সময়ে ইচ্ছা করিলে অন্য কোন ক্রিয়াও তীব্ররূপে হইতে পারিত, কিন্তু অবলা দাস তাহা চায় না, সে উল্লম্ফন প্রলম্ফনই চায়, এই নিমিত্ত কেবল একটী অপসারণ শক্তিরই ক্রিয়া হইতে লাগিল, মন ও শক্তি পরিচালনার উপযুক্ত ভৌতিক পদার্থ পাইয়া একাগ্র ভাবে সেই দিকেই থাকিল, পরে যখন ক্রিয়া করিতে করিতে মানসিক শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন অবলাও বিচেতন হইয়া থাকিল, মনের আর ক্রিয়া করার ক্ষমতা রহিল না, আবার যখন রক্তীয় মাদক পর-মাণুর ক্ষয় হইয়া শোণিতের তাপ কমিয়া আসিল, তখন অবলা ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইল। ইহার দ্বারা বুঝিতে পারিলাম, অব-লার একই মন স্নায়ুর ভৌতিক পদার্থের প্রকারানুসারে নানা প্রকার ক্রিয়া করিয়া ফেলিল। অতএব জানিলাম যে, মনের প্রত্যেক শক্তির ক্রিয়ার জন্য কিঞ্চিন্মাত্রায়ও বিভিন্ন পদার্থের প্রয়োজন। যদি তাহাই না হইত, তবে অবলার স্বাভাবিক অবস্থায়ও তাদৃশ ক্রিয়া হইবার সম্ভব ছিল। আর একটী কথা এই যে, যদি মনের প্রত্যেক শক্তি এক পদার্থের উপরেই ক্রিয়া করিতে পারিত, অথবা ভৌতিক পদার্থের সাহায্য ব্যতীতও ক্রিয়া করিতে পারিত, তবে নানা পদার্থের দ্বারা নানা রকমে নানা সংস্থানে ঈদৃশ দেহ গঠন এবং নানা পদার্থের দ্বারা ইহার পরিপুষ্টির কোনই প্রয়োজন ছিল না। ইহাদ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলাম যে, পূর্ব্বোক্ত আহারাদি মুখ্য সংযম না হইলেও সংযমের সহায়তা করে, রক্তীয় পরমাণু সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা পরিপুষ্ট হইলেই সদ্বৃত্তি পরিস্ফুরণের সাহায্য করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ তাদৃশ সাত্ত্বিক আহারের দ্বারা শরীর শীতবীর্য্য হয়, সুতরাং শারীর তাপের সামঞ্জস্য থাকাতে মনঃশক্তি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ক্রিয়া করিতে পারে না। ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে যাইয়াই একটু বাধা পায়, সুতরাং একটু বিবেকের দিকে ঘুরিয়া আসে। এইরূপে মনের কতকটা স্থিরতা হয়। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ব্বোক্ত প্রণালী অনুসারে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করাই প্রকৃত ইন্দ্রিয় সংযম। এখন আপনারা ইন্দ্রিয়-সংযম বুঝিলেন, এখন হইতে প্রথমতঃ সংযমের অভ্যাস করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন, তবেই অনুষ্ঠানের প্রকৃত ফল লাভে সমর্থ হইবেন এবং শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্যে শান্তি সুখ পাইলেই শাস্ত্রের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ভক্তির বিকাশ হইবে।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী।

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। ফাল্গুন।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	পৃষ্ঠা।
অন্নপূর্ণাস্তোত্র	... ...	১৩৭।
আয়ুর্ব্বেদ	শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বিশারদ	১৩৭।
মুক্তিমীমাংসা	শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী	১৩৯।
বিবেক	শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি	১৪১।
জীবের গতি কি?	... ...	১৪৭।
আহার-নিয়ম	... ...	১৪৮।
শুভসংবাদ	... ...	১৫২।

কলিকাতা।

৯৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ১৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শাস্ত্র প্রচার বিভাগ।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত

সুন্দর বঙ্গানুবাদ সহ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, সরলার্থ প্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, শাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণিকৃত অপূর্ব্ব
বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।

বেদব্যাস সম্পাদক

শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়

এবং সহঃ, সম্পাদক

দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারদর্শী

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সুখের বিষয় আজ কাল গীতা শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা নীহিত-তত্ত্বরাশি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত, সে কারণ গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নাম দিয়া হাজার হাজার গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। অনেকেই গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল কল্পনা প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত ভক্তগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই গীতার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষ্য ও টীকা সম্বলিত একখানিও গীতা প্রকাশিত হইল না। সে কারণ আমরা বহুযত্ন, বহু পরিশ্রম করিয়া যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশে কৃত সংকল্প হইয়াছি। প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে অতি সরল অন্বয়, যাহা এমন কি বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন, ক্রমে শাঙ্কর ভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত ভক্তজনাদৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। ইহার অতিরিক্ত আরও প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব টীকাটিপ্পনী বোধ সুগমার্থে নিম্নে দেওয়া হইবে। এখন বুঝুন কি অপূর্ব্ব রত্ন আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম। যাহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা যে অবিলম্বেই এই অপূর্ব্ব রত্ন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হইবেন, তাহাতে আর আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর রুচিকর করা হইতেছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৲ তিন টাকা এবং ডাকমাশুল ।৵০ আনা, মোট ৩।৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র দিলেই এই অপূর্ব্ব সুন্দর বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন।

৩১ শে চৈত্র মধ্যে—যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে মাত্র মায় ডাকমাশুল ২৷৷০ আড়াই টাকায় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ দিব। সুতরাং যাঁহারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ সুলভ একবার ভাবিয়া দেখুন। মূল্য পশ্চাৎ বৃদ্ধি হইবে।

গীতা বৈশাখ মাসে বাহির হইবে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ } কলিকাতা, ১২৯৯ সন, ফাল্গুন। { ১১শ সংখ্যা

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী
নির্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১ ॥
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ২ ॥
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধিশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঁকারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥
উর্ব্বী সর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৬ ॥
আদিক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী
কাশ্মীরা ত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরা শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জলোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৭ ॥
দেবী সর্ব্ববিচিত্রবত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী
বামং স্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৮ ॥
চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুন্তলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশসাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৯ ॥
ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদাশিবকরী বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১০ ॥
অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে!।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি! ॥ ১১ ॥
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবোমহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশোভুবনত্রয়ম্ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণাস্তোত্রং

সম্পূর্ণম্।

আয়ুর্ব্বেদ।

ইংরেজী ভাষায় "ম্যালেরিয়া" কাহাকে বলে, বিদ্যমান সময়ে এতদ্দেশে অনেকেই তাহার সূত্র নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও অস্ফুটরূপে বিষয়টী বুঝিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত,—বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশের অধিবাসিগণ দীর্ঘকাল ম্যালেরিয়ার গ্রাসে পতিত হইয়া স্নেহময়ী জননী, অদ্বিতীয় হিতৈষী জনক, জীবনার্দ্ধ পত্নী, প্রাণাধিক পুত্র কন্যা, সহজ বান্ধব সহোদর প্রভৃতিকে চিরকালের নিমিত্ত হারাইতেছেন, শারীরিক ক্লেশ ও মানসিক শোকে জর্জ্জরীভূত হইতেছেন এবং অর্থাভাবের দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। এমন সময়ে ম্যালেরিয়া কিরূপ পদার্থ, তাহার সমালোচনা পাঠকগণের বিরক্তিকর না হওয়াই সম্ভব। এই প্রস্তাবে অদ্য তদ্বিষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে।

যমের সহোদর স্বরূপ ম্যালেরিয়ার প্রথম চিহ্ন "ডেঙ্গুজ্বর" এতদ্দেশে উপস্থিত হইলে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া যাঁহার যেরূপ জ্ঞান, যেরূপ অনুসন্ধিৎসা, যেরূপ বিশ্বাস

ও যেরূপ বুদ্ধিবৃত্তি, তিনি সেইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং তদীয় ভক্তেরা তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ম্যালেরিয়ার কারণ বিনাশের চেষ্টা পাইয়াছিলেন ও পাইতেছেন। কেহ কেহ কহেন, গ্রামনগরাদিতে জঙ্গলের উৎপত্তি, পুষ্করিণী ও ডোবাতে বৃক্ষাদির পাতা পচিয়া যাওয়া, জল নিকাশ না হওয়া ইত্যাদি কারণে যে দূষিত বাষ্প উত্থিত হয়, তাহারই নাম "ম্যালেরিয়া"। তাহাই ডেঙ্গুজ্বর প্রভৃতির কারণ।—কেহ কহেন, রেলওয়ে স্থাপিত হওয়াতে নদী ও খালের জলস্রোতের চিরনিয়মিত গতির বিপর্য্যয় অথবা অনেক পরিমাণে গতিরোধ এবং পাথুরে কয়লার ধূম, ও কেরোশিন তৈলের ধূম ইত্যাদিই উহার কারণ। কেহ কহেন এতদ্দেশের প্রায় নিরামিষ ভোজী ব্যক্তিদিগের পক্ষে চিরকালের অনভ্যস্ত অতি শীত-প্রধান দেশের ব্যবহৃত ও ব্যবহার যোগ্য ব্রাণ্ডী প্রভৃতি মদ্য, বিষস্বরূপ কুইনাইন ও মেষ, শূকর, কুক্কুট এবং গো প্রভৃতির মাংস উপযোগ, ম্যালেরিয়ার কারণ।

জন সমাজে অধিকাংশ মনুষ্যের মানসিক সত্ত্বগুণের এতই অল্পতা আর রজঃ ও তমোগুণের এতই আধিক্য এবং তজ্জন্য বাহ্য জড় পদার্থ সংক্রান্ত নিয়ম বা জড় বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রতি এমনই নির্ভর, আর ধর্ম্মাধর্ম্ম ঘটিত কার্য্য নিয়মে এমনই অবিশ্বাস বা অল্প ও সন্দিগ্ধ বিশ্বাস যে, এতাদৃশ দেশধ্বংশকারী মহামারীর কারণ নির্দ্দেশ কালেও অধর্ম্ম, পাপ, দুরদৃষ্ট, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়া তাহার অভিধেয় পদার্থকে বুঝাইতে বর্ত্তমান সময়ে কাহারই প্রবৃত্তি হইতেছে না, অথবা কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি হইলেও সামাজিক বিশ্বাসের বিরোধী ও মোহজনক সভ্যতার বিরুদ্ধতা ভয়ে রসনা সঙ্কুচিত ও লেখনী শিথিল হইয়া যাইতেছে, বলিতে হইবে। কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, মানবমূর্ত্তিধারী দেবতাস্বরূপ আমাদিগের পূর্ব্বকালীন ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য মহর্ষিগণ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এতাদৃশ অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপারের কারণ ও কার্য্যের বিষয় সবিশেষ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা অসঙ্কোচে, তাহা পাঠকগণের গোচর করিব।

ম্যালেরিয়া নূতন পদার্থ নহে। ইহার কারণ ও কার্য্য প্রাচীন আর্য্য জাতির অজ্ঞাত নহে। প্রাচীনতম আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে এতাদৃশ রোগের সাধারণ নাম "জনপদোদ্ধংসনীয় রোগ" অথবা "মহামারী"। এই রোগের উৎপত্তি বিষয়ে দ্বিবিধ কারণ আছে। যথা, অচেতন জড় পদার্থ সংক্রান্ত এবং অধর্ম্ম বা পাপ সংক্রান্ত।

১। অচেতন জড় সংক্রান্ত কারণ এইরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—

কোন কোন দেশ বা প্রদেশের চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বতাদিতে মধ্যে মধ্যে নানাবিধ বিষবৃক্ষ এবং বিষজাতীয় লতাদি (সংস্কৃত ভাষায় তাহাদিগের নাম "সুবিনিন্দ বৃক্ষ" প্রভৃতি) জন্মিয়া থাকে। তাহাদিগের পুষ্প অতিশয় ভঙ্গুর। হঠাৎ প্রবল বায়ু উপস্থিত হইয়া ঐ সকল পুষ্পের পরমাণু লইয়া দেশ বা প্রদেশের সর্ব্বত্র জল, বায়ু ও ব্যবহার্য্য অন্যান্য দ্রব্য সকল বিষাক্ত করিয়া দেয়। সুতরাং সেই বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া তত্রস্থ যাবতীয় ব্যক্তির শরীর একভাবে দূষিত হইয়া উঠে। সুতরাং অল্পকাল মধ্যে সকল লোকেরই অতি দুশ্চিকিৎস্য (বিষাক্ততা প্রযুক্ত) কাস, শ্বাস, বমন, নাসা-স্রাব, শিরোরোগ এবং জ্বররোগ ও পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া সকল লোকের বিনাশ করিয়া ফেলে। [ক]

২। এতদ্ বিষয়ে পাপ বা অধর্ম্ম সংক্রান্ত কারণ সকল এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

মনুষ্যদিগের স্বাভাবিক অধর্ম্ম প্রবৃত্তির প্রবলতা, অথবা অজ্ঞানতা, অথবা কুশিক্ষা ও কুসংসর্গাদিদ্বারা বুদ্ধিবৃত্তির বিকৃতি প্রযুক্ত যে কার্য্য হয়, তাহাকে প্রজ্ঞাপরাধ বলা যায়। [খ] লোকে—প্রজ্ঞাপরাধ বশতঃ নানাবিধ অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং অন্যকে করাইয়া থাকে। সেই অসৎ কর্ম্ম জন্য বহু সংখ্যক লোকের অধর্ম্ম বা দুরদৃষ্ট উপস্থিত হয়। তাহার ফল স্বরূপে একেবারে দেশ বা প্রদেশাদির জল, বায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়। [গ]

নিম্ন লিখিত রূপে ঐ ব্যাপার আনুপূর্ব্বিক ঘটিয়া থাকে। যথা,—

কোন কোন দেশ, প্রদেশ, নগর ও গ্রামে যে সকল প্রধান ব্যক্তি থাকে, তাহারও প্রজ্ঞাপরাধ প্রযুক্ত প্রকৃত ধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে অধর্ম্মকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করে। তাহাদিগের আশ্রিত এবং সেই আশ্রিত ব্যক্তিদিগের আশ্রিত পুরবাসী, প্রদেশবাসী ও কর্ম্মচারী ব্যক্তিগণ, প্রভুর আদেশ ক্রমে সকল মনুষ্যের প্রতি সেই অধর্ম্মকে সঞ্চারিত করিয়া তাহার পরিমাণ বর্দ্ধিত করে। অনন্তর সেই প্রবল অধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রভাবে ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়েন। তখন দেবতারা সেই ধর্ম্মত্যাগী ও অধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্যক্তিগণকে পরিত্যাগ করেন।

[ক] "বিষৌষধীপুষ্পগন্ধেন বায়ুনোপনীতেন আক্রম্যতে যোদেশঃ, তত্র দোষ-প্রকৃত্যবিশেষেণ কাসশ্বাসবমথুপ্রতিশ্যায়শিরোরুগ্জ্বরৈরূপতপ্যন্তে জনপদাঃ।" পাঠান্তর—'কাসশ্বাসপ্রতিশ্যায়[illegible]শিরো[illegible]ক্ষয়মসূরিকাভিরুপধাম্যন্তে।'

(সুশ্রুত সংহিতা, সূত্রস্থান, ৬ষ্ঠ অধ্যায়)

[খ] "ধীধৃতিস্মৃতিবিভ্রষ্টঃ কর্ম্ম যৎ কুরুতেঽশুভং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং বিদ্যাৎ সর্ব্বদোষপ্রকোপনম্॥"
"যচ্চান্যদীদৃশং কর্ম্ম [illegible]মহসমুত্থিতং।
প্রজ্ঞাপরাধং তং শিষ্টা ব্রুবতে ব্যাধিকারণম্॥"

(চরক, শারীর স্থান, ১অ)

[গ] "বায়্বাদীনাং যদ্‌বৈগুণ্যমুৎপদ্যতে, তস্য মূলমধর্ম্মঃ। তন্মূলকাসৎ কর্ম্ম পূর্ব্বকৃতম্। তয়োর্যোনিঃ প্রজ্ঞাপরাধ এব।"

(চরক, বিমান স্থান, ৩য় অধ্যায়)

তেষাং ব্যাপাদঃ অদৃষ্টকারিতঃ। শীতোষ্ণবাতবর্ষাণি খলু বিপরীতান্যোষধীঃ ব্যাপাদয়ন্ত্যপশ্চ। তাসামুপযোগাদ্ বিবিধরোগপ্রাদুর্ভাবোমরকোবা ভবেদিতি।

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৬অধ্যায়)

তাহারই ফল স্বরূপে সেই ধর্ম্মত্যাগী, অধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ও দেবতা-দিগের পরিত্যক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের পক্ষে শীতগ্রীষ্মাদি ঋতু সকল স্বাভাবিক ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতভাব ধারণ করে। [খ]

ক্রমশঃ।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ

মুক্তিমীমাংসা।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিবেকজ্ঞানের দ্বারায় কেমন করিয়া মুক্তি হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং কর্ম্মাদি যে সাক্ষাৎরূপে মুক্তির কারণ নহে, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। আমরা জ্ঞান বলিতে শাস্ত্র প্রসিদ্ধ বিবেকজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান বুঝিতে পারি, তন্মধ্যে বিবেক জ্ঞানের উদয় হইলেই মুক্তি হয়, ইহাই পূর্ব্ব প্রস্তাবে সুন্দররূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, এখন একবার অভেদ-জ্ঞানের দ্বারায় কিরূপে মুক্তি হয়, তাহা প্রদর্শন করাইতে চেষ্টা করিব। অভেদ জ্ঞানের বিবরণ পূর্ব্বপ্রস্তাবেই (৮৬পৃঃ) দেখয়াইয়া আসিয়াছি, অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আত্মা হইতে অভিন্ন দর্শন বা আত্মময় দর্শনই, অভেদ জ্ঞান।

এখন একটী জিজ্ঞাস্য এই, "অভেদ জ্ঞান" এই কথাটী কেমন করিয়া সঙ্গত হইতে পারে? কারণ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন সত্য, পরিদৃশ্যমান পদার্থ, তখন অনন্ত জগতের জ্ঞান না হইয়া তাহাতে একমাত্র আত্মার উপলব্ধি হওয়া কখনই সম্ভব নহে, যদিও কোন কারণ বশতঃ এই সত্য জগৎ পদার্থের ভান না হইয়া তাহাতে একমাত্র আত্মারই ভান হয়, তবে সে জ্ঞানকেও মিথ্যাই বলিতে হইবে, অতএব মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা মুক্তি কখনই হইতে পারে না। পরন্তু যদি নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মিথ্যা বস্তু হয় এবং রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় একমাত্র আত্মাতেই জগ-তের ভ্রমাত্মক জ্ঞান হইয়া থাকে, তবে রজ্জুজ্ঞানের দ্বারা সর্পজ্ঞানের ন্যায় আত্মজ্ঞানের দ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব এবং এক-মাত্র আত্মময়ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে, নতুবা সত্য জগতে এক মাত্র আত্মারই উপলব্ধি হওয়া অসম্ভব। এই আপত্তির উত্তরে শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ং। ওঁমিত্যেতত্ সর্ব্বং তস্যোপব্যাখ্যানং ভূতং ভবৎ ভবিষ্যাদাত সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব। সর্ব্বং হ্যেতৎ ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম ***।"

(মাণ্ডুক্যোপনিষৎ)

[খ] "দেশনগরনিগমজনপদপ্রধানা ধর্ম্মমুৎক্রম্য অধর্ম্মেণ প্রজাং বর্ত্তয়ন্তি। তদাশ্রিতোপাশ্রিতাঃ পৌরজানপদা ব্যবহারোপজীবিনশ্চ, তমধর্ম্মমভিবর্দ্ধয়ন্তি। ততঃ সোঽধর্ম্মঃ প্রসভং ধর্ম্মমন্তর্ধত্তে। ততস্তে অন্তর্হিতধর্ম্মানো দেবতাভিরপি ত্যজ্যন্তে। তেষাং তথান্তর্হিতধর্ম্মণাম্ অধর্ম্মপ্রধানানাম্ অপক্রান্তদেবতানাম্ ঋতবো-ব্যাপদ্যন্তে।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

ভাবার্থ,—সমস্ত শ্রুতি এক বাক্যে আদেশ করিতেছেন, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এক আত্মসত্তায় প্রতিভাত হইতেছে, আত্মা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুরই প্রকৃত সত্তা নাই, যেমন শুক্তিতে রজতজ্ঞান, রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, বাস্তবিক রজত ও সর্প মিথ্যা পদার্থ, কিন্তু শুক্তি আর রজ্জুই সত্য বস্তু, তেমনি আত্মাই সত্য পদার্থ আর অনন্ত জগৎই মিথ্যা।

এখন বড়ই সমস্যা উপস্থিত হইল, কারণ যে সমস্ত পদার্থ সর্ব্বদা অনুভূয়মান, তাহা সমস্তই মিথ্যা, এবং আত্মাই সত্য, একথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায়। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সর্ব্বদা দেখিতেছি, সর্ব্বদাই ব্যবহারের উপযোগী হই-তেছে, তাহা কখনই মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে শ্রুতির আদেশই সত্যরূপে বুঝিতে পারিব। আমরা যে কিছু বস্তু অনুভব করি, তত্সমস্তই বিকারের মধ্যে গণ্য, সুতরাং সেই সকল পদার্থই বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা, অর্থাৎ উহাদের প্রকৃত সত্তা নাই, কিন্তু যাহার বিকার, যে উপাদান কারণের বিকৃতি হইয়া ঐ পদার্থটী উৎপন্ন হই-য়াছে, সেই বস্তুটীই সত্য পদার্থ, সেই সত্য পদার্থটীকেই ব্যব-হারের নিমিত্ত নানাপ্রকার নাম দেওয়া হইয়া থাকে এবং সেই এক একটী নামমাত্র লইয়াই কেবল ব্যবহার জগতে এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বস্তু কল্পনা করা হয় মাত্র। যেমন "ঘট" বলিয়া একটা বস্তু ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এবং উহা যে মৃত্তিকা হইতে একটী বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য, তাহাও সকলের ধারণা আছে, কিন্তু বাস্তবিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে ঐ ঘটটী মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত কোন বস্তু বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। মৃত্তিকারই অবস্থাবিশেষ হইলে তাহাকে ঘট বলিয়া ব্যবহার করা হয়, আবার অন্য কোনরূপ অবস্থায় পরিণত হইলে, সেই মৃত্তিকাকেই প্রসাদ বলা হইয়া থাকে এবং আর একরূপ সংস্থান হইলে তাহাকেই আবার ইষ্টক বলা যায়, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মৃত্তিকাও যে পদার্থ ঐ ঘট, প্রসাদ, ও ইষ্টকাদি ও ঠিক সেই পদার্থ, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যদি ঘট, প্রাসাদ ও ইষ্টকাদি কথাগুলি প্রচলিত ও ব্যবহৃত না হইত, তবে সাধারণ মৃত্তিকা মনে করিয়া যেরূপ "মৃত্তিকা" এই কথাটী মাত্রই ব্যবহার করা হয়, ঘট, প্রাসাদ ও ইষ্টকাদি পদার্থরাশি মনে করিয়াও সেইরূপ কেবল মৃত্তিকা কথাটী ভিন্ন আর কি কথা ব্যবহার করা যাইত? ফলপক্ষে তাহা হইলে ঘটাদি প্রত্যেক বস্তুকেই কেবল মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিতে হইত। কিন্তু ব্যবহার ক্ষেত্রে থাকিলে পৃথক পৃথক্ রূপে অব-স্থিত মৃত্তিকাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহার না করিয়া কোন মতে ও ব্যবহার কার্য্য চলে না। ভাবিয়া দেখ, যদি ঘট আনিবার ইচ্ছায় "এক খণ্ড মৃত্তিকা আন" বলা হয়, আবার একখানি ইষ্টক আনিতে বলিলেও "একখণ্ড মৃত্তিকা আন" এই কথাই বলা হয়, তবে যাহাকে উহা আনীতে বলা হয়, সে নিতান্ত বিপদেই নিপতিত হয়, কিছুই বুঝিতে পারে না। আর যদি ঘটাকার মৃত্তিকা এব ইষ্টকাকার মৃত্তিকার আকৃতি বর্ণনাপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিয়া পারে "এইরূপ একখণ্ড মৃত্তিকা লইয়া আইস" এইরূপ বলা হয়, তাহাও অনেক সময়ের কার্য্য, এই নিমিত্ত একই

মৃত্তিকা পদার্থকে ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে ব্যবহারমাত্র করা হয়। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া ঘটাদির অস্তিত্ব বা সত্তাও কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত একটা কথার কথা মাত্র, বস্তুতঃ কল্পে উহা কিছুই না, মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ। আবার আর একটু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিলে দেখিবে, যে মৃত্তিকাও ঘটাদির ন্যায় একটা মুখের কথার পদার্থ, উহাও মিথ্যা, উহার ও বাস্তবিক সত্যতা নাই। কতগুলি পরমাণুর এক প্রকার সন্নিবেশ হইলে তাহাকে মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, আবার আর এক প্রকারে সন্নিবেশ হইলে সেই পরমাণু-রাশিকেই কাষ্ঠাদি বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, সুতরাং মৃত্তিকাও কাষ্ঠাদি পদার্থগুলি কতকগুলি পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। তাহা হইলে এখন জানা গেল যে, মূল কারণের অনুসন্ধান করিলে ঘটাদিও পরমাণুরাশি ব্যতীত আর কিছুই না। আবার পরমাণুরাশি ও যখন উৎপন্ন পদার্থ, সুতরাং তাহাও একটা কথার দ্রব্য মাত্র, বাস্তবিক কোন পদার্থ নহে। যে পদার্থ হইতে পরমাণুরাশি বিকসিত হয়, তাহারই একটা নামান্তরমাত্র "পরমাণু", অতএব দৃশ্যমান ঘটাদিকে পরমাণুরাশি না বলিয়া যে দ্রব্য হইতে পরমাণুসমষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে, সেই দ্রব্য বলিলেই ঠিক হয়। এইরূপ সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিতে করিতে ইহা নিশ্চয় হইয়া আসিবে যে, এই সংসারে যতপ্রকার বিকার পদার্থ আছে, তৎ সমস্তই অসৎ, অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তাহাঁর সত্তা নাই। কেবল ব্যবহারের নিমিত্ত এক একটা নাম কল্পনা করা হয় মাত্র। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন "বাচারম্ভণং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"। গীতায় ও একথা আরও বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন,—"নাসতো-বিদ্যতে ভাবোনাভাবোবিদ্যতে সতঃ। উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তঃস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" এইরূপে নিখিল উৎপন্ন পদার্থই মিথ্যা, একমাত্র তাহার কারণই সত্য, আবার কারণও যখন অন্য কারণের অপেক্ষা করে, তখন তাহাও মিথ্যা, তাহার কারণই সত্য, এপ্রকারে ক্রমে ঊর্দ্ধদিকে কারণের অনুসন্ধান করিলে সর্ব্ব কারণের কারণ একটী বস্তু ধরা পড়িবে, তাহার নাম "অজ্ঞান" "অবিদ্যা" বা "মায়া"॥

যেমন ধরিয়া লও, "ঘট" একটা বস্তু, উহা মৃত্তিকার পরিণাম, সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, ঘটটী মিথ্যা পদার্থ, আবার মৃত্তিকাও কতকগুলি পরমাণু সমষ্টি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং সেই পরমাণুরাশিই সত্য, মৃত্তিকা মিথ্যা পদার্থ, আবার পরমাণুও বিকার পদার্থ, (সাংখ্যবেদান্তাদিমতে, নৈয়ায়িক মতে নহে) সুতরাং উহাও একটা কথার বস্তুমাত্র, যাহার বিকার, সেই তন্মাত্র বা সূক্ষ্মভূতই সত্য পদার্থ, আবার সূক্ষ্মভূতও বিকার পদার্থ, সুতরাং মিথ্যা, সূক্ষ্মভূতের কারণ অজ্ঞান বা মায়াই সত্য পদার্থ(১)। এই প্রকারে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডই মরীচিকার জলের ন্যায় মিথ্যা পদার্থ এবং এক মাত্র অজ্ঞানই সত্য পদার্থ। এখন একবার ভাবিয়া দেখা আবশ্যক যে, যে অজ্ঞান বা মায়া নিখিল পদার্থের উপাদান, তাহাও প্রকৃত সত্ কিনা, না তাহাও মিথ্যা পদার্থ? শাস্ত্র বলেন "মায়া" বা "অজ্ঞান" মিথ্যা পদার্থ। যথা,—

"নাসদ্রূপা ন সদ্রূপা মায়া নৈবোভয়াত্মিকা।
সদসদ্ভ্যামনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী॥"
অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং
জ্ঞানবিরোধি যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি॥"

নিখিল পদার্থের উপাদান কারণের নাম "মায়া" "অজ্ঞান" বা "প্রকৃতি," যাহার পরিণাম হইয়া এই বিচিত্র দৃশ্য জগৎ বিকাসিত ও পরিশোভিত হইতেছে, তাহারই নাম "মায়া", এই মায়া সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী এবং অনির্ব্বচনীয়া, অর্থাৎ মায়াকে "মায়া এইরূপ" এইপ্রকারে নির্ব্বাচন করা যায় না, কারণ মায়াকে সত্ পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না, যে হেতু "মায়া" আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা পদার্থ, পরমার্থ বিচারে মায়ার প্রকৃত সত্তার উপলব্ধি হয় না, আবার মায়াকে মিথ্যা ও বলা যাইতে পারে না, কারণ যতক্ষণ পরমার্থ বিচার জনিত জ্ঞানের পরিস্ফূর্ত্তি না হয়, ততক্ষণ মায়া বা তৎ-কার্য্যাবলীকে সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। যেমন রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প বাস্তবিক পক্ষে মিথ্যা হইলেও যখন সেই সর্প দেখিয়া ভয় হয়, দূরে পলায়ন করিতে হয়, তখন সেই ভ্রমাত্মক সর্প রজ্জুজ্ঞানের অনন্তর মিথ্যা হইলে ও সর্প জ্ঞান কালে তাহাকে দ্রষ্টা মিথ্যা রূপে কল্পনা করিতে পারে না। যদি পারিত, তবে সেই সর্প দর্শনে পলায়নাদি ক্রিয়া হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্পকে ভ্রান্তি অবস্থায় সত্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে, আবার এই সর্প ভ্রমাপনোদনের পর থাকে না, তাদৃশ পলায়নাদি ক্রিয়াও জন্মায় না, সুতরাং উহা মিথ্যা পদার্থ। প্রকৃত সর্প কখন ভয় জন্মায়, কখনও ভয় জন্মায় না, এরূপ কদাচ হয় না। তেমনি মায়াও ভ্রমাবস্থায় স্বীয় কার্য্যের দ্বারা ব্যবহারের উপযোগী হয়, সুতরাং তখন সত্য বলিয়া তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে, আবার প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানের পর অর্থাৎ মুক্ত অবস্থায় মায়া বা তৎ কার্য্যের সত্তার উপলব্ধি হয় না, অতএব মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং মায়াকে প্রকৃত সতী এবং ব্যবহার অবস্থায় অত্যন্ত অসতী বলা যায় না। এবং মায়া যখন অবস্থা ভেদে বিদ্যমানা এবং অবস্থাভেদে অবিদ্যমানা হয়, তখন ইহাকে সত্ এবং অসৎরূপে উভয়াত্মক ও বলা যায় না, কারণ সত্তা এবং অসত্তা এই অবস্থাদ্বয় এক বস্তুতে এক কালীন সম্ভব হইতে পারে না, যাহা সত্তাশালী, তাহা তৎ-কালে অসত্তাশালী নয়, আবার যাহা অসত্তাশালী, তাহাও সেই কালে সত্তাশালী নয়, এই অবস্থাদ্বয় পরস্পর বিরুদ্ধ, সুতরাং এককালীন এক বস্তুতে উভয়ের সমাবেশ হইতে পারে না। যেমন যতক্ষণ রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি থাকে, ততক্ষণ সর্পকে সত্তা-শালী পদার্থ বলিতে হইবে, আবার ভ্রমের অপনোদন হইলে সর্পকে মিথ্যা বলিতে হইবে। এই প্রকার অবস্থাভেদে বস্তু সৎ ও অসৎ হইতে পারে, তদ্ব্যতীত এককালে বস্তু সৎ ও অসৎ হইতে পারে না। এইজন্য মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া এবং মিথ্যা

(১) উৎপত্তি প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সাঙ্খ্য ও বেদান্তাদি শাস্ত্রে একটু বিসদৃশ মত আছে, আমরা তাহার বিচার না করিয়া প্রকৃত বিষয় বুঝানের নিমিত্ত সৃষ্টি প্রক্রিয়ার একটুমাত্র ধরিয়া দেখাইলাম।

ভূতা বলিয়াছেন, এবং ব্যবহার জগতে মায়াকে সত্তাশালিনী বলিয়া স্বীকার করেন। মায়া সম্বন্ধে এবার এই টুকুই মাত্র বলা হইল। মায়া সম্বন্ধে অন্যান্য কথা এবং এই প্রস্তাবের শেষ অংশ বারান্তরে প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী

বিবেক।

(বিবেকের সাত্ত্বিকী মূর্ত্তি)

দাম্পত্য সম্পর্কে বিবেকের ত্রিগুণময়রূপ এবং তামসী আর রাজসী মূর্ত্তি গতবারে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবার সাত্ত্বিক বিবেকের বিষয় পর্য্যালোচনার চেষ্টা করিব।

সাত্ত্বিক বিবেক তামস বিবেকের মত বীভৎসাদি বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করেন না, রাজস বিবেকের ন্যায় সুখ দুঃখ চিন্তার ও সহায়তা লয়েন না। সাত্ত্বিক বিবেক অতি পবিত্র মূর্ত্তি, পবিত্র কীর্ত্তি। ইনি একমাত্র সত্ত্বগুণে অনুবিদ্ধ হইয়া আত্ম-লাভ করেন। তত্ত্ব বিদ্যাই ইহার প্রকৃত মূর্ত্তি। বস্তুর তত্ত্বপ্রদর্শন করাইয়া ইনি জীবগণকে বিপদ্‌গ্রাস হইতে পরিত্রাণ করেন।

প্রস্তাবিত বিষয়ে বিচার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া বিবেক এইরূপ তত্ত্বের উদ্‌গাহ করিতে থাকেন। জীব! তুমি যে বস্তুটাকে "আমি" বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, উহাতে তোমার ভ্রান্তির বিমিশ্রণ আছে। ঐ বস্তুটার ঠিক সমস্তটাই তোমার "আমি" নহে। উহার কতক অংশ তোমার "আমি" আর কতক অংশ "আমি" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। উহা ঠিক একটি বস্তু নহে। উহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন দুইটি ব্যূহ আছে। তাহার একটির নাম জড়ব্যূহ, আর একটির নাম চৈতন্য ব্যূহ। ঐ শরীরটা হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু ক্রিয়া গুণ যুক্ত পদার্থ আছে, তৎসমস্তের নামই জড়ব্যূহ। যাবৎ ক্রিয়া, গুণ ও শক্তি সমন্বিত এই ভৌতিক দেহ এবং সমস্ত ক্রিয়া, গুণ, শক্তি সমন্বিত দশটি ইন্দ্রিয়, সমস্ত ক্রিয়া, গুণ, শক্তি-সমন্বিত পঞ্চপ্রাণ, আর সমস্ত ক্রিয়া, গুণ, শক্তি সমন্বিত মন, অভিমান, বুদ্ধি, প্রকৃতি, এতৎ সমস্তই জড়ব্যূহের মধ্যে নিপতিত। জড়ব্যূহটি ইহাদের দ্বারাই বিরচিত, সুতরাং ইহাদের এই সমষ্টির নামই জড়ব্যূহ। এই জড়ব্যূহটা তোমার প্রকৃত "আমি" নহে। প্রকৃত "আমি" ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ। ভাবিয়া দেখ, দেহ মাত্রেই ভিন্ন ভিন্ন অন্নপানাদির দ্বারা রচিত। যাহার যাহা খাদ্য এবং পেয় তদ্দ্বারাই তাহার দেহ নির্ম্মিত হইয়া থাকে। নির্ম্মাণের পরে, তাহারই দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং তাহারই দ্বারা পরিরক্ষিত হয়, আবার তাহারই অভাব হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তোমার ঐ দেহ টাও ঐ রূপেই নির্ম্মিত, বর্দ্ধিত, রক্ষিত এবং ক্ষীণ হইতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যে যে অন্ন পানাদির দ্বারা ঐ দেহটা গঠিত হইয়াছে, পৃথক্‌ভাবে থাকা কালে তাহার কিছুই তোমার "আমি" নহে। তাহার কিছুকেই তুমি "আমি" বলিয়া বিশ্বাস করিতেছ না, তাহা কখনো হইতেও পারে না। তবে তদ্দ্বারা গঠিত দেহটা তোমার "আমি" হইবে কিরূপে? ঐ দেখ, ঐ স্থালী এবং থালিকাদিতে তোমার ভক্ষণীয় অন্নাদি সংস্থাপিত আছে। এই অন্নাদি অবশ্যই তোমা হইতে বিভিন্ন ও পৃথক্‌ভাবে আছে, ইহা তুমিই অনুভব করিতেছ। ইহাকে তুমি "আমি" বলিয়া মনে করিতেছ না, সেইরূপ ইচ্ছাও হইতেছে না। পরে ঐ অন্নাদি যখন তোমার হস্তের দ্বারা গৃহীত হইতে থাকে, তখনও তুমি জানিতেছ যে, উহা তোমা হইতে বিভিন্ন ও পৃথক্ ভূত বস্তু। অনন্তর মুখস্থিতি সময়েও ঐরূপই বুঝিয়া থাক্, পরে উদরস্থ হইয়া যতকাল পর্য্যন্ত রক্ত মাংসাদি রূপে পরিণত না হয়, ততক্ষণও সেইরূপ ধারণাই করিয়া থাক। তবে উহা যখন রক্ত মাংসে উপনীত হইল, তখন তোমার "আমি" হইল কিরূপে? যাহা চিরদিন তোমার "আমি" নহে, এক নিমেষ পূর্ব্বেও যাহা "আমি" ছিল না, এখন তাহা "আমি" হইবে কিরূপে? উহা তোমার "আমি" হইলে যখন ধান্যাদিরূপে ক্ষেত্রে অবস্থিত ছিল, সেই সময় হইতেই এখনকার মত "আমি" বলিয়া বুঝিতে। কিন্তু তাহা কখনো বুঝ নাই, সুতরাং এখনও উহা তোমার "আমি" হইতে পারে না।

কেবল ইহাও নহে। রক্ত মাংসাদিরূপে পরিণত হইলেও উহার কোন অংশ যদি ঐ দেহ হইতে বিবিক্ত করা যায়, যদি কিছু রক্ত, বা কিছু মাংস, অথবা এক আধটুকু শিরা, ধমনী, বা অস্থি মজ্জাদি কোন কিছু, অস্ত্রাদির দ্বারা শরীর হইতে বিভিন্ন করা যায়, তখনও উহাকে তুমি "আমি" বলিয়া মনে কর না, তখনও তুমি জান যে, উহা তোমা হইতে বিভিন্ন বস্তু। তবে এখন উহাকে "আমি" বলিয়া ধরিয়া লইতেছ কেন? যাহা এক নিমেষ পূর্ব্বেও তুমি নহে, একনিমেষ পরেও তুমি নহে, এই মধ্যের নিমেষে তাহা তুমি হইবে কিরূপে? ইহা কখনই সম্ভাব্য নহে। অতএব ঐ অন্নরসাদির পরিণাম দেহটা তোমার "আমি" নহে।

আরো দেখ, তোমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে, এবং ঘর্ম্মাদি রূপে সর্ব্বদাই ঐ দেহটা উড়ীয়া যাইতেছে। উহার রক্ত মাংসাদি অংশগুলি, অণুশঃ বিভক্ত হইয়া বহির্গত হইতেছে, ২৪ ঘণ্টায় পাঁচ সের, ছয়সের পরিমাণে উৎসৃপ্ত হইতেছে, বাষ্পের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইতেছে, এই অবস্থায় তুমি উহাদিগকে "আমি" বলিয়া মনে কর কি? তাহা কদাচ নহে। তবে যখন শরীরের মধ্যে অবস্থিতি করে, তখনই উহা আমি" হইবে কিরূপে?

এস্থলে এরূপ কখনো মনে করিও না যে, "এই দেহটাই যখন "আমি", তখন ইহার সঙ্গে যতক্ষণ যে বস্তু মীলিত হইয়া থাকে, তাহাও ততক্ষণ "আমি" হইয়া যায়" কারণ শরীরটা কোন দিনও তোমার "আমি" ছিল না, এখনও নহে। ইহা চিরদিনই ঐ অন্ন ব্যঞ্জনের পরিণাম। ইহা যখন পরমাণুর ন্যায় ক্ষুদ্রতম আকারে ছিল, তখনও উহা তোমার পিতার ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের একটী কণিকা ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং তোমার "আমি" হইতে পারিল না। তৎপর মাতার ভুক্ত অন্ন ব্যঞ্জনের দ্বারা ইহার পুষ্টি ও সংরক্ষণ

হইয়াছে। এখন আবার নিজভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা রক্ষিত ও উপচিত হইতেছে, অতএব কোন দিনই উহা অন্নপানাদি ব্যতীত, ঐ বাহিরের বস্তু ব্যতীত, দেহনামে একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র পৃথক্‌ভূত বস্তু ছিল না। উহা এখনও ধান্য বিকৃতি, পরেও ঐ ধান্য বিকৃতিই থাকিবে। সুতরাং চিরদিনই উহা তোমার "আমি" হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। অতএব শরীর তোমার "আমি" হইতে পারে না। তাহা হইলে বাহিরের অন্নব্যঞ্জনাদিকেও "আমি" বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

আবার দেখ, এই শরীরের হস্ত পদাদি প্রত্যেক অংশকে তুমি "আমি" বলিয়া মনে কর না। মনে কর, "আমার" বলিয়া। "আমার হস্ত, আমার অঙ্গুলী, আমার পদ," ইত্যাদিরূপে ব্যবহার করিয়া থাক। তবেই বুঝিতে হইবে যে, যাহার প্রত্যেক অংশের কোন অংশই তুমি নহে, তাহার সমস্তটা একত্রিত হইলেও তুমি নহে, ইহা অতি সহজ জ্ঞেয় বিষয়। অতএব দেহ কখনই "আমি" হইতে পারে না।

আবার দেখ, এই শরীরের উৎপত্তিকাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কোন সময়েই তোমার "আমির" অস্তিত্বের অভাব বা বিনাশ দৃষ্ট হয় নাই। তোমার "আমি" সর্ব্বদাই অখণ্ডিতরূপে বিরাজ করিতেছে। এই দেহটি কিন্তু বহুবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্বদা ক্ষয় হইতে হইতে কিছুদিন পরে উহার একবারেই শেষ হইয়া যায়, আবার সর্ব্বদাই নূতন নূতন ভৌতিক পদার্থ সংগৃহীত হইয়া অভিনব অভিনব দেহ নির্ম্মাণ করিতে থাকে। এইরূপে প্রতিদিন কিছু কিছু পরিমাণে পুরাতন পদার্থের ক্ষয় এবং কিছু কিছু অভিনব পদার্থের সমাবেশ হইয়া কএক বৎসরের মধ্যে যাবৎ পুরাতন পদার্থই অন্তর্হিত হয়, এবং তাহার স্থানে অভিনব পদার্থের সমাবেশ হয়। এই ক্ষয় আর উপচয়ের ফল এই যে, অদ্য এই দেহের মধ্যে যে পরমাণু গুলি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিছুদিন পরে ইহার একটিও থাকিবে না, আবার নূতন কতকগুলি পরমাণু আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিবে। নূতন মতে এই পরিবর্ত্তনের সীমা সাত বৎসর কাল। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তোমার এখন ৪২ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে ছয়বার দেহের পরিবর্ত্তন বা মৃত্যু হইয়াছে। এই বর্ত্তমান দেহে সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহের একটি পরমাণু ও বিদ্যমান নাই, ইহা অভিনব পরমাণুরাশিতে রচিত একটি অভিনব দেহ। অথচ তোমার "আমি" কিন্তু অখণ্ডভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এখন দেখ, যদি ঐ দেহই তোমার "আমি" হইত, তাহা হইলে এক "আমি"ই এই ৪২ বৎসর থাকিতে পারিত না, দেহের মত উহাও ছয়বার মৃত্যুগ্রস্ত হইত। তোমার নূতন নূতন ছয়টি "আমি" হইত। কিন্তু তাহা কখনো হয় না। অতএব দেহ কখনই "আমি" পদার্থ নহে।

আরো দেখ, যখন নিদ্রাবস্থা হয়, তখন তোমার "আমি" পরমানন্দে অবস্থিতি করে, তখন কত স্বাস্থ্য, কত সুখ, তাহার তুলনা করা যায় না। ঐ সময়ে কিন্তু তোমার দেহের সঙ্গে কিছু মাত্র সংস্রব দেখা যায় না। দেহটা তখন অচেতন, অসার হইয়া পড়ে। তোমার "আমি" তখন দেহ হইতে ভিন্ন ও পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করে। তবেই দেখ, ঐ দেহটা তোমার "আমি" নহে, যদি দেহটাই তোমার "আমি" হইত, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে না। অতএব দেহটা তোমার "আমি" বস্তু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্নপদার্থ। তবে যে তুমি উহাকে "আমি" বলিয়া গ্রহণ করিতেছ, তাহা তোমার ভ্রান্তিমূলক অভ্যাসের কার্য্য। পার্থিব পদার্থে বিরচিত দেহটা তোমার "আমি"র নিকটে সর্ব্বদা থাকে বলিয়া উহাকেই "আমি"র মধ্যে ধরিয়া লইতেছ। ভ্রান্তির প্রনোদনায় "আমার—আমার" ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে "আমি" বলিয়াই গ্রহণ করিতেছ। পরের পুত্র নিকটে রাখিয়া সর্ব্বদা "আমার আমার" করিতে করিতে যে অবশেষে আমার হইয়া যায়, এবং তাহার দুঃখে, তাহার সুখে দুঃখ সুখের উপলব্ধি হয়, অথবা সহবাসাদি নিবন্ধন পরব্যক্তিকে "আমার আমার" ভাবিতে ভাবিতে যেমন আমার পরম সুহৃৎ বন্ধু হইয়া যায়, এবং সমান সুখী, সমান দুঃখী হয়, কিম্বা পরালয়ে পরের গৃহে অবিরোধে কিছুদিন বাস করিতে করিতে যেমন এক একটু করিয়া মমতা আকৃষ্ট হয়, যেমন এক একটু "আমার আমার" ভাব সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং অবশেষে যেমন আমার বাড়ীর আমার গৃহের ভাবেই পরিণত হয়, যেমন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে কষ্ট কষ্ট অনুভূত হয়, অথবা অন্যের একটা ঘটী বাটী প্রভৃতি দ্রব্য কিছু দিন অবিরোধে ব্যবহার করিলে যেমন তাহাতে "আমার" ভাব উপস্থিত হয়, কিম্বা ভাড়ার নৌকায়, ভাড়ার গাড়ীতে দুই চারিদিন যাইতে যাইতে যেমন মমতা সূত্রের গ্রন্থি হইয়া আইসে, অথবা পরের রাজত্বে কর্ম্মচারী হইলে যেমন দিনে দিনে এক একটু করিয়া উহা আপনার রাজত্বের ন্যায় প্রতিভাত হয়, রাজার বাড়ী, রাজার ঘর, রাজার ভূমি, রাজার বাহন, সমস্তই "আমার" ভাবে মিশ্রিত হইয়া যায়, অথচ উহার কোন কিছুতেই আমার কিছু মাত্র সত্বাধিকার নাই, উহার কোন কিছুই বাস্তবিক আমার নহে। "আমার" বুদ্ধি সর্ব্বত্রই ভ্রান্তি সর্ব্বত্রই মিথ্যা। এই দেহাদি সম্বন্ধে তোমার "আমিভাব" ও "আমার ভাব" ও ঠিক সেইরূপই জানিবে। ইহাও ঠিক এইরূপ ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাসের ফল, ইহাও সেইরূপ "আমার" ভাবনাভ্যাসের পরিণাম। এই শরীরটা তোমার "আমির" সন্নিধানে সর্ব্বদা আছে বলিয়া "আমার আমার" ভাবিতে ভাবিতে "আমার" হইয়া উঠিয়াছে, অবশেষে "আমার" ভাবের ঘনীভূত অবস্থা "আমি" ভাবে পরিণত হইয়াছে। সেই পরমাণুর মত পরিমাণের সময় হইতেই এই শরীরটা তোমার "আমির" সন্নিধিতে অবস্থিত, সেই জন্য সেই সময় হইতেই উহাকে সংস্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, এবং সংস্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে এক একটু করিয়া "আমার আমার" ভাবিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে সতত সংস্পর্শ ও "আমার" ভাবনার অভ্যাস হইতে লাগিল। ক্রমে তোমার সত্যদৃষ্টির সম্মুখে আবর্জ্জনা উপস্থিত হইল। নির্ম্মল প্রভাত কালে মেঘারম্ভ হইল। মেঘের ভার ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কুজ্‌ঝটিকায় দিগ্বিদিক অন্তর্হিত হইতে লাগিল। তোমার নয়ন কোণে ভ্রান্তির উচ্ছ্বাস প্রবুদ্ধ হইয়া আত্ম পর সমাচ্ছাদন করিল,

আত্ম পরের পার্থক্য প্রকাশের অন্তরায় হইল, সুতরাং যাহা আমার নয়, তাহাও আমার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিল। ক্রমে দুইদিন, চারিদিন, দশদিন, শতবার, সহস্রবার, লক্ষবার "আমার আমার" ভাবনার অভ্যাস হইতে হইতে উহা মিথ্যা দৃষ্টি হইলেও সত্যের ন্যায় পরিগণিত হইল, দেহটা যেন সত্য সত্যই তোমার "আমার" হইয়া পড়িল। দেহই যখন আমার হইয়া পড়িল, তখন দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে নূতন নূতন অন্নপানাদি যাহা কিছু উহার সহিত সম্মীলিত হয়, তাহাও পূর্ব্ব-দেহের সঙ্গে সঙ্গে আমার হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে মমতা রজ্জুর গ্রন্থিসমূহ সুদৃঢ় হইতে লাগিল, সুতরাং দেহটা একবারে খাটি খাটি আমার হইয়া উঠিল। অবশেষে ঐ আমার ভাব ঘনীভূত হইয়া "আমি" ভাবে পরিণত হইল। তখন দেহই "আমি" হইয়া উঠিল। তাই আজ তুমি ঐ দেহটাকে "আমি" বলিয়া মনে করিতেছ। এইরূপে ভ্রান্তিমূলক অভ্যাসের দ্বারা দেহের উপরে "আমিত্ব" সংস্থাপিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ঐ দেহটা তোমার "আমি"ও নহে। "আমার" ও নহে। ইহার সহিত তোমার "আমার" কিছু মাত্র সংশ্লেষ নাই। তুমি এখন যদি তোমার প্রকৃত "আমি"কে চিনিতে পার, বুঝিতে পার, ধরিতে পার, আর ঐ দেহের উপরে "আমার আমার" ভাবের অভ্যাস বন্ধন খুলিয়া দিতে পার, তবে এখনই দেখিবে উহা একটা দারুময় পুত্তলের ন্যায় প্রতিভাত হইবে। উহার সঙ্গে তোমার কিছুমাত্র সম্পর্ক থাকিবে না, উহা তোমা হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিবে। অভ্যাস বন্ধন একবারে খুলিতে না পারিলে যতটুকু শ্রম করিতে পারিবে "আমার, আমি" ভাব ও ততটুকু বিশ্লথ হইবে, দেহটা ততটুকুই তোমা হইতে সন্ভিন্ন হইবে।

ব্যবহার রাজ্যে যাহা প্রকৃত "আমার", তাহাও "আমার আমার" না ভাবিলে, কিম্বা তাহার সন্নিধি ও সহবাস না থাকিলে আমার হইতে বিভিন্নবৎ থাকে, তাহাতে সুদৃঢ় মমতাবন্ধন জন্মিতে পারে না, তাহার ভাবাভাব কি উপচয়াপচয়ে সুখ দুঃখের বিশেষ উপলব্ধি হয় না। নিজের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া জানা থাকিলেও যদি কখনো সহবাস, দেখা সাক্ষাৎ না থাকে, কোন ব্যবহার না থাকে, সতত "আমার আমার" ভাব অভ্যস্ত না হয়, তবে তাহার সহিত অতি অল্পই মমতা বন্ধন হয়, যেমন বহু বিবাহকারী কুলীনের পুত্র। আবার পরের পুত্রকে নিকটে রাখিয়া সতত ব্যবহার ও "আমার আমার" ভাব অভ্যাস করিলে ও দুশ্ছেদ্য মমতাবন্ধন সঞ্জাত হয়, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ এই দেহটাকেও যদি প্রথম হইতে "আমার আমার" ভাবে ব্যবহার না করিতে, কিম্বা এখনেও সেই আমার ভাব এড়াইতে পার, তবে এই মুহূর্ত্তেই এই দেহের সহিত তোমার কিছুমাত্র সম্পর্ক অনুভূত হইবে না। অতএব অন্বয় এবং ব্যতিরেক উভয় মতেই জানা গেল যে, ঐ দেহটা তোমার "আমার" কিছু নহে, এবং "আমি"ও নহে, ভ্রান্তির কুহকে "আমার আমার" ভাবিতে ভাবিতেই উহা তোমার "আমার" এবং "আমি" রূপে পরিণত হইয়াছে।

যে ভ্রান্তির এইরূপ অদ্ভুত মোহিনী শক্তি, তাহার শাস্ত্রপ্রথিত নাম "অবিদ্যা"। শাস্ত্রই বলেন যে "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা॥" (পাত-দঃ) যে ভ্রান্তি অনিত্যবস্তুর সতত অবিনশ্বরতা বিস্মৃত করাইয়া তাহাকে নিত্যবৎ প্রতীয়মান করে, যে ভ্রান্তি অশুচি বস্তুর অশুচি ভাব বিস্মৃত করাইয়া তাহাতে শুচির ভাব উদ্ভাবিত করে, যে ভ্রান্তি দুঃখরাশির দুঃখত্ব প্রতীতি হইতে না দিয়া তাহাতে সুখের ভাব আবির্ভূত করে, আর যে মহাভ্রান্তি "আমার" ও "আমি" ভিন্ন বস্তুতে "আমার" ও "আমি" ভাব উদ্ভাসিত করে, তাহার নাম "অবিদ্যা"। এই অবিদ্যাই ঐ দেহটাকে তোমার "আমির" মধ্যে মিশাইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক দেহ তোমার "আমি" পদার্থ নহে।

এতদ্ব্যতীত, এই যে দশটি ইন্দ্রিয় এই দেহের মধ্যে বিচরণ করিয়া কত রঙ্গভঙ্গ, কতলীলা খেলা করিতেছে, ইহারাও দেহের মতই জড় রাজ্যের বিকার। দেহেরই নিয়মে ইহারাও তোমার "আমার" বা "আমি" বস্তুর অন্তর্গত নহে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে পঞ্চ প্রাণ ধরিতে পাওয়া যায়, তাহারাও ঐরূপ জড় পরিণাম বস্তু, তাহারা এবং ইহারাও তোমার "আমি" পদার্থ নহে। আবার এই যে, এই পঞ্চপ্রাণ আর দশ ইন্দ্রিয়ের কোলে কোলে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বিরাজ করিতেছে, ইহার কেহই তোমার "আমি" পদার্থ নহে এবং ইহার উপরে, মধ্যে বা নিম্নে যে কোন রূপ জড় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই তোমার "আমি" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দ্রব্য। এতৎ সমস্তের নামই জড়ব্যূহ। জড় ব্যূহের প্রত্যেকের সহিতই সেই এক নিয়মে একরূপে তোমার "আমি" ভাব সঞ্জাত হইয়াছে। দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতি পর্য্যন্ত সকলই "আমার আমার" হইতে হইতে অবশেষে তোমার ঐ "আমার" হইয়াছে, চিরাভ্যাসের পারিপাট্যে "আমার" হইয়াছে এবং ঐ "আমার" ভাব ঘনীভূত হইয়া অবশেষে সমস্তই "আমি" রূপে পরিণত হইয়াছে। এতৎ সমস্ত আমিভাবের কারণই সেই অবিদ্যানাম্নী ভ্রান্তি। তাঁহারই মহিমায় এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সাধিত হইয়াছে। বাস্তবিক সমস্তই মিথ্যা, সমস্তই অবিদ্যার কুহক। যথার্থ জ্ঞানে যাবৎ জড়পদার্থই তোমার "আমি" হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়া উদ্ভাসিত হয়। অতএব দেহাদি প্রকৃতি পর্য্যন্ত, কেহই তোমার "আমার" কিম্বা "আমি" পদার্থ নহে। তবে তোমার প্রকৃত "আমি" কে? প্রকৃত "আমি" তোমার চৈতন্যব্যূহ।

এই যে সর্ব্বদেহের সঙ্গে সঙ্গে মাখাইয়া একরূপ অনির্ব্বচনীয় অলৌকিক পদার্থের অনুভব করিতেছ, যাহা ঐ সমস্তদেহটার অভ্যন্তর ভাগ সমুজ্জলিত করিয়া রাখিয়াছে, মৃৎপিণ্ডাকার জড়বস্তু হইলেও, অন্নব্যঞ্জনের রূপান্তর মাত্র হইলেও যাহার দ্বারা ঐ দেহটা চেতিত হইতেছে, উহার চরণাঙ্গুলী হইতে মস্তক ভাগ পর্য্যন্ত যাবৎ অবয়ব অন্তরে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছে, উহার যাবৎ পরমাণু তপ্তায়ঃপিণ্ডের মত স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, যাবৎ অংশ, যাবৎ পরমাণু জাগ্রত রহিয়াছে, যাহার জন্য এই দেহটার সরস ভাব, নীরস ভাব, রুক্ষতা, স্নিগ্ধতা প্রভৃতি অন্তরে

অন্তরে সমস্ত প্রকাশ পাইতেছে, যাহার জন্য এদেহটার আলস্য, অবসাদ ও গুরুত্ব, লঘুত্বাদি অন্তরে অন্তরে উদ্ভাসিত হইতেছে, যাহার জন্য এই দেহটার বিক্ষোভণ, পরিচালন, স্ফূর্ত্তি, নিঃস্ফূর্ত্তি প্রভৃতি অবস্থা সমূহ প্রতিভা পাইতেছে, যাহার জন্য ঐ দেহটার প্রকৃতাবস্থা বিকৃতাবস্থার উদ্ভাস হইতেছে, যাহার জন্য ঐ দেহটার অভ্যন্তরে একটি সূচিকাবিদ্ধ করিলেও তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহার জন্য ঐ দেহটার অস্থি, মাংস, নাড়ী, মজ্জা, শুক্র, রুধিরাদির যৎসামান্য সংস্থান চ্যুতি হইলেও তৎক্ষণাৎ উদ্ভাসিত হয়, যাহার জন্য ঐ দেহটার একটি অবয়বের একটু কিছু পরিচালন হইলেই তৎক্ষণাৎ অন্তরে অন্তরে প্রকাশ হইয়া থাকে, এবং যাহার জন্য ঐ দেহটার একটিমাত্র পরমাণুর সমালোড়নাদি ক্রিয়াও প্রকাশিত হয়, তাহাই এই দেহাদি সমস্ত জড় বস্তুর অতীত চৈতন্য বস্তু, তাহারই নাম চৈতন্যব্যূহ। চৈতন্যের অন্য নাম ব্রহ্ম ও আত্মা ও পুরুষ। যাহার সহিত সম্মিশ্রণ থাকাতে তড়িৎশক্তির ন্যায় অন্ধ তোমার নয়নস্থ দর্শন শক্তি বা দর্শনেন্দ্রিয় নয়নের অন্তরে থাকিয়া নিজের অস্তিত্বে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার অন্ধতা দূর হইতেছে, জড় হইয়াও চেতন হইতেছে, আবার বাহিরের পদার্থ গ্রহণ করিয়া তাহাকেও প্রকাশ করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত সম্মিশ্রণ থাকাতে তোমার কর্ণ কুহরের শ্রবণশক্তি বা শ্রবণেন্দ্রিয় স্বয়ং অন্ধ, অপ্রকাশ দ্রব্য হইয়াও শ্রবণপ্রণালীর মধ্যে থাকিয়া নিজের সত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, আবার বাহিরের ধ্বনিসমূহ গ্রহণ করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রকাশ করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত সম্মিশ্রণ থাকাতে তোমার রসনাবর্ত্তী রসনাশক্তি বা রসনেন্দ্রিয় মৃত্তিকার মত নিজে অপ্রকাশ পদার্থ হইলেও নিজসত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, এবং বহিঃস্থিত অম্লমধুরাদি নানাবিধ রস সমূহ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত সম্মিশ্রণ থাকাতে তোমার অন্ধীভূত ঘ্রাণ শক্তি বা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নাসিকার অন্তরে থাকিয়া নিজ সত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, আবার বহিঃস্থিত সুগন্ধ দুর্গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। যাহার সহিত বিমিশ্রত হইয়া তোমার সর্ব্বগাত্র ব্যাপী ত্বক্‌শক্তি বা স্পর্শেন্দ্রিয় কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিবৎ জড় পদার্থ হইয়াও নিজসত্তায় উদ্ভাসিত হইতেছে, আবার বহিঃস্থিত শীতোষ্ণাদি স্পর্শকেও প্রতিগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্যবস্তু। আর যাহার সহিত সম্মিশ্রিত হইয়া তোমার অন্ধ, জড় অন্তঃকরণসমূহ নিজ নিজ সত্তায় প্রকাশিত হইতেছে, এবং বহিঃস্থিত কত বিষয়ের কত কল্পনা, কত ভাবনা, কত চিন্তা, কত ধ্যান, কত অধ্যবসায়, কত কিছু করিতেছে, তাহাই সেই চৈতন্য বস্তু। সর্ব্বজ্ঞানময়ী শ্রুতিও এইরূপই সাক্ষ্যদান করেন।—"যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি যেন চক্ষুংষি পশ্যতি তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ** "যচ্ছোত্রেণ ন শৃণোতি যেন শ্রোত্রমিদম্ শ্রুতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, ** "যদ্বাচা নাভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ** "যৎপ্রাণেন ন প্রাণিতি যেন প্রাণঃ প্রণীয়তে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ** "যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি ** কেনেশিতং পততি প্রেষিতং মনঃ, কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ। কেনেশিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং কউ দেবোযুনক্তি" শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং সউ প্রাণস্য প্রাণঃ। চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতাস্তে ভবন্তি॥" "নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং **" ইত্যাদি। অর্থ,—যে বস্তু চক্ষুর দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, যাঁহার সহযোগে অন্ধ নয়নদ্বয় চেতনাপন্ন হইয়া অন্যবস্তুকে দেখিতে পায়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বস্তু (চৈতন্য) বস্তু বলিয়া জানিবে, যে বস্তু কর্ণের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যে বস্তুর সহযোগে শ্রবণেন্দ্রিয় সচেতন হইয়া শব্দসমূহ গ্রহণ করিতে পারে, তাহাই ব্রহ্মবস্তু জানিবে। যাহা এই জড় প্রাণশক্তির দ্বারা প্রাণবান্ নহে, যে বস্তুর সম্পর্ক লাভ করিয়া প্রাণগণ ঐ দেহের প্রাণকার্য্য সম্পন্ন করিতেছে, তাহাকেই ব্রহ্মবস্তু বলিয়া অবগত হও। যাহা বাক্যের দ্বারা বিষয় করা যায় না, যাহার সম্বন্ধ প্রাপ্ত হইয়া সচেতন বাগিন্দ্রিয় অন্য বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই ব্রহ্মবস্তু জানিবে। যাহাকে মনের দ্বারা ধরিতে পাওয়া যায় না, যাহার সংযোগে জড়রূপী মন চৈতন্যাপন্ন হইয়া অন্যকে অধিকৃত করে, তাহাই ব্রহ্ম পদার্থ বলিয়া জানিবে।" "কাহার আধিপত্যে, কাহার প্রেরণায় অন্তঃকরণ নানাবিষয়ে ধাবিত হইতেছে? কাহার সহিত সংযুক্ত হইয়া আদিপ্রাণ প্রাণত্ব লাভ করিল? কাহার আধিপত্যে এই নানাবিধ বাক্য প্রয়োগ করিতেছে? চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় কাহার অধীনতায় নিজ নিজ বিষয়ে যুক্ত হইতেছে? চৈতন্য বস্তুর দ্বারা। সেই চৈতন্য পদার্থই শ্রোত্রের শ্রোত্রত্ব স্বরূপ। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত শ্রবণেন্দ্রিয় আত্মলাভ করিতে পারে না। তাঁহার দ্বারাই চেতিত হইয়া উহারা নিজ বিষয়ে ক্রিয়া করিয়া থাকে। তিনিই মনের মানসত্ব স্বরূপ। তাঁহার সম্পর্ক ব্যতীত মনের অস্তিত্ব সঙ্গঠিত হয় না, চৈতন্যও হয় না, কোন ক্রিয়াদিও হয় না। তিনি বাক্যের বাক্যত্ব স্বরূপ। তাঁহারই সম্বন্ধাধীন বাগিন্দ্রিয়ের সত্তা, চেতনা, এবং ক্রিয়া। তিনিই প্রাণের প্রাণত্ব বস্তু। তাঁহা ব্যতীত পঞ্চ প্রাণ দৃষ্টি গোচর হয় না, ক্রিয়াশীলও হয় না, সচেতনও হয় না। তিনিই নয়নের নয়নত্বস্বরূপ। তাঁহারই অনুপ্রবেশে দর্শনেন্দ্রিয় অস্তিত্ব লাভ করে এবং চেতনাপন্ন হইয়া অন্যবিষয়ের প্রকাশ করিয়া থাকে। ধীরগণ এই বস্তুতে অবস্থিতি করিতে পারিলে এই জড়রাজ্য অতিক্রম করিয়া মৃত্যুভয় বিমুক্ত হয়েন।" "এই জড়রাজ্য মধ্যে যে নিত্যতার আভাস দেখিতেছ, ইহা তাঁহারই নিত্যতার অধীন বা পরিচায়ক মাত্র। সেই চৈতন্য বস্তুই একমাত্র নিত্য, তদ্ব্যতীত সমস্তই মিথ্যা বা অনিত্য তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে এই জগৎ প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া ইহাও নিত্যের মত প্রতীতি হয়। তিনি চেতনের চেতন। অন্ধ জড় ইন্দ্রিয়গণ ও অন্তঃকরণ তাঁহার দ্বারাই চেতন হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবর্ত্তমান হয়।"

আবার দার্শনিকগণ ও বলেন "অন্তঃকরণস্য তদুজ্জলিতত্বাৎ লোহবদধিষ্ঠাতৃত্বং" তাপ সম্মীলিত হইলে যেমন কৃষ্ণবর্ণ লৌহও উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্দ্বারা তাহার নিজ শরীর প্রকাশিত হয়;

আবার নিকটবর্ত্তী অন্যবস্তুকেও প্রকাশ করিতে পারে, এই ইন্দ্রিয়গণ এবং মন প্রভৃতি অন্তঃকরণও তেমন নির্জ্যোতি, অন্ধ, অপ্রকাশ জড় পদার্থ। উহারা সকলেই চৈতন্য পদার্থের দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট হইয়া প্রকাশমান হয়। তদ্দ্বারা উহাদের নিজের জড়তা নিবৃত্তি হইয়া জাগ্রত ভাব হয়, উহাদের নিজনিজের অবস্থা ও আকার প্রকার সমস্তই পরিদীপ্ত হয়, এবং নিকটবর্ত্তী অন্য বিষয়কেও প্রকাশ করিতে পারে"। (সাঙ্খ্যদর্শন)। "তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং" সেই চৈতন্য পদার্থের সহিত সংযোগ আছে বলিয়াই জড়রূপী অচেতন ইন্দ্রিয়গণ ও মন প্রভৃতি যাহা কিছু এই দেহের মধ্যে আছে, সকলেই চেতনাপন্ন হয়" (সাংখ্যকারিকা)। অন্যান্য দর্শনেও এই মতই নিরূপিত হইয়াছে।

এই চৈতন্য বস্তুটি বাস্তবিক সমরস ও একমাত্র বস্তু হইলেও উপাধি জড় পদার্থের প্রভেদ মতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহৃত হয়েন। দেহের সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে দেহীয় চৈতন্য বলা হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে ও ঐন্দ্রিয়িক চৈতন্য বলা হয়। প্রাণের সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে প্রাণীয় চৈতন্য বলা হয়, এবং অন্তঃকরণাদির সহিত সংযুক্ত চৈতন্যকে মানস চৈতন্য, চিত্তচৈতন্য, এবং বুদ্ধি চৈতন্য ইত্যাদি নামে ব্যবহার করা গিয়া থাকে। বস্তুতঃ কিন্তু এক চৈতন্যই দেহাদি সকলের সহিত সংযুক্ত হইয়া সকলকেই সমভাবে প্রকাশ করিতেছেন। একটি প্রদীপ যেমন গৃহস্থিত যাবৎ বস্তুকে প্রকাশিত করে, ইনিও তেমন একাকীই সমস্তকে প্রদীপ্ত করিতেছেন। প্রকাশ্য দেহ ইন্দ্রিয়াদি পদার্থের পরস্পরের প্রভেদ আছে বলিয়া সর্ব্ব প্রকাশক চৈতন্য বস্তুর লেশ মাত্রও পার্থক্য নাই। তিনি সর্ব্বদাই এক, সর্ব্বদাই অদ্বিতীয়, অনন্ত ও অখণ্ডরূপবস্তু। তথাপি ঐ প্রকাশ্য বস্তুর প্রভেদে ইহাঁকে ভিন্নবৎ ব্যবহার করা হয়। এককেই অনেকবৎ কল্পনা করা হয়। এই কাল্পনিক প্রভেদ অনুসারেই একমাত্র চৈতন্য বস্তুকে চৈতন্যের ব্যূহ বলিয়া ব্যবহার করা হয়।

এই চৈতন্য বস্তুটি ষড় বিকার রহিত সদাতন পদার্থ। হার কখনো উৎপত্তি হয় না, বিনাশ হয় না, হ্রাস হয় না, বৃদ্ধি হয় না, অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, এবং স্বাভাবিক অস্তিত্ব স্থির রাখিবার নিমিত্তও কোনরূপ প্রযত্ন নাই। ইহা অনাদি, অনন্ত বস্তু।

তুমি যদি ঐ দেহটার মধ্যে কিছুকাল একটু প্রবেশ করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে নিজ হইতেই একথার সত্যতা অনুভব করিতে পাইবে। ঐ দেখ, তোমার দেহের আভ্যন্তরিক ভাব প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, হয়ত প্রাতঃকালে উহাতে সুপ্রসন্ন ভাব প্রকাশ পাইয়া ছিল, এখন ৮টা ৯টার সময়ে যেন একটু তীব্র তীব্র ভাব উপস্থিত হইয়াছে। অথবা প্রাতঃকালে আলস্য, অবসাদ বা গুরুতা ভাব ছিল, এখন যেন সুপ্রসন্ন স্ফূর্ত্তি ও উদ্যম অধ্যবসায়ের ভাব আবির্ভূত হইয়াছে, সুতরাং দেহের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহার চৈতন্যের অবস্থার পরিবর্ত্তন নাই। উহা সেই প্রাতঃকালেও যে অবস্থায় বিদ্যমান ছিল, এখনও ঠিক সেই ভাবেই বিরাজ করিতেছে। ঐ দেহের যখন প্রসন্ন ভাব বা আনন্দ অবসাদাদি উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তাহা যেরূপ সুস্ফুট প্রকাশ পাইয়াছে, এখন তীব্রভাব বা স্ফূর্ত্তি উদ্যমাদির ভাব ও ঠিক সেইরূপই পরিস্ফুট প্রকাশ পাইতেছে। সেই প্রকাশ আর এই প্রকাশের কিছু মাত্র তারতম্য করা যায় না, তারতম্য কেবল প্রকাশ্য বস্তুর, অর্থাৎ ঐ দেহের অবস্থা সমূহের। সূর্য্যের আলোকরাশির মধ্যে সকল বস্তুই বিরাজ করিতেছে, সকলেই প্রকাশ পাইতেছে। যখন যেস্থে অবস্থায় উপস্থিত হইতেছে, সে সেই ভাবেই প্রকাশ পাইতেছে। ঐ বৃক্ষটার পত্রগুলি যখন লোহিত বর্ণ ছিল, তখন লোহিত রূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল, পরে যখন হরিতবর্ণ ছিল, তখন হরিত রূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল, আবার এখন পীতবর্ণ হইয়া পীতবর্ণ রূপেই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যদেবের আলোক বা প্রকাশ পদার্থের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে না। সেই লোহিত বর্ণ বৃক্ষটির প্রকাশ বা তৎ সম্বন্ধী সূর্য্যালোক যে ভাবের যে পদার্থ ছিল, প্রকাশ্য বৃক্ষটির হরিত বর্ণ অবস্থায় ও উহা সেই ভাবের সেই বস্তুই ছিল। আবার এখন তাহার ঐ পীতবর্ণ অবস্থায় ও প্রকাশ বা আলোক ঠিক একরূপই আছে। তাহার অণুমাত্র অন্যথা নাই। অন্যথা দৃষ্ট হয় কেবল ঐ প্রকাশ্য বস্তু বৃক্ষের। তবে ঐ বৃক্ষটা হইতে ভিন্ন করিয়া নাকি প্রকাশ বা আলোক বস্তুটি ধরিতে পারা যায় না, এনিমিত্ত ঐ প্রকাশ্যের পরিবর্ত্তনই যেন প্রকাশের ও পরিবর্ত্তন বলিয়া আপাতত মনে মনে উপলব্ধি হয়, কিন্তু বাস্তবিক ইহা নিতান্তই ভ্রান্তি। রঙ্গক্ষেত্রে প্রদীপ রহিয়াছে, অভিনায়কগণ ক্ষণে ক্ষণে নানা বেশে, নানাকারে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছেন, তাই বলিয়া আলোকটি বা প্রকাশ বস্তুর পরিবর্ত্তন হইতেছে, ইহা মনে করা নিতান্তই মুগ্ধ দৃষ্টির কার্য্য। সেইরূপ চৈতন্য বস্তু এই দেহাদি জড় পদার্থের প্রকাশক, অথবা ইহাদের প্রকাশ পদার্থই সেই চৈতন্য। সুতরাং এই দেহের ভাব ও অবস্থাদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাশ বস্তুটিরও পরিবর্ত্তন কল্পনা করা অতীব ভ্রান্তি জ্ঞানের কার্য্য। তুমি দেহের মধ্যে কিছুকাল ডুবিয়া থাকিতে পারিলেই ইহা সুস্পষ্টরূপে মনে মনে প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে।

পরিবর্ত্তনের ন্যায়, হ্রাস বৃদ্ধিও, চৈতন্য বস্তুর পরিলক্ষিত হয় না। উহাও ঐ প্রকাশ্য দেহাদির মধ্যেই অধিকার করিতেছে। এজন্য ভ্রান্তিবশগ হইয়া উহাও অনেকে সেই সদাতন অবিকারী চৈতন্য বস্তুতে আরোপিত করে। দেহের অবস্থা ও ভাব সমূহের সর্ব্বদা হ্রাস এবং বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু তাহার প্রকাশরূপ চৈতন্য বস্তুটি ঠিক এক রূপেই অবস্থিতি করে। দেহের ক্ষুদ্রাবস্থায় উহা যেরূপ প্রকাশ পাইতেছিল, এখন বৃহদবস্থায় ও সেইরূপই প্রকাশ পাইতেছে। প্রকাশের লেশ মাত্র ন্যূনাধিক্য নাই। ইহাও তুমি শরীরের মধ্যে ডুব দিলেই অনুভব করিতে পাইবে।

আবার দেখ, তোমার ঐ দর্শনেন্দ্রিয় বা দর্শন শক্তি ঐ নয়ন যন্ত্রের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কতরূপে, কত ভাবে

পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বাহিরের এক একটি বস্তুর প্রত্যক্ষ করার সময়ে এক এক সাজে পরিণত হইতেছে। লোহিত বর্ণ কোন বস্তুর গ্রহণ করার সময়ে উহাও যেন লোহিতাকার পরিগ্রহ করে। আবার পীতবর্ণ বস্তুর প্রত্যক্ষ সময়ে পীতবর্ণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এবং নীল বস্তুর উপলব্ধি কালে নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়। এইরূপে দৃশ্যবস্তুর অসংখ্য বর্ণভেদে অসঙ্খ্যবর্ণে বিভূষিত হয়। আবার দীর্ঘ প্রশস্তাদি অসঙ্খ্য আকার ভেদে অসঙ্খ্য আকারে পরিণত হইয়া থাকে। কিন্তু উহার সঙ্গে যে সেই প্রকাশরূপী চৈতন্য বস্তুটি আছে, যাহার দ্বারা নয়নেন্দ্রিয়ের নিজের অস্তিত্ব স্ফুটিত হইতেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের দৃশ্যবস্তু প্রকাশ পাইতেছে, তাহার অণুমাত্র পরিবর্ত্তন নাই। তাহা সর্ব্বদা একরূপেই বিরাজ করিতেছে। আবার নয়ন শক্তির হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে উহার হ্রাস বৃদ্ধিও পরিলক্ষিত হয় না।

আবার মন প্রভৃতি অন্তঃকরণের চৈতন্যের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহাতেও ঐরূপই অপরিণাম অবস্থার সন্দর্শন হইবে। ঐ দেখ, তোমার মন সর্ব্বদা কতভাবে কতরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কখনো বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি সাত্ত্বিকী বৃত্তি গ্রহণ করিয়া সত্ত্বময়রূপে বিরাজ করিতেছে। কখনও দম্ভাহঙ্কার ধনলোভাদি রাজস বৃত্তির পরিগ্রহ করিয়া রজোময়রূপে অবস্থিতি করিতেছে, কখনো বা ঈর্ষ্যা, অবসাদ, প্রমাদাদি তমোবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তমোময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইতেছে। আবার বাহিরের বিষয়ের সহিত সমাসক্ত হইয়া কতসময় কতভাবে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু ঐ মনের অস্তিত্ব প্রকাশক চৈতন্য বস্তুটি ঠিক সেই একই রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তুমি যখন প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় অবস্থিতি কর, তখনও তোমার অন্তরের অস্তিত্ব প্রকাশের কিছুমাত্র অভাব বা অন্যথা দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নাবস্থায় সেই প্রকাশ বস্তুটি সেই রূপই থাকে। আবার জাগ্রত অবস্থায় ও সেই রূপই থাকে। অন্যথা হয় কেবল তোমার সেই চৈতন্য-প্রকাশ্য অন্তঃকরণের অবস্থার। উহাই ক্ষণে ক্ষণে নানা ভাবে নানাকারে পরিবর্ত্তিত হয়। অতএব চৈতন্য বস্তুর হ্রাস, বৃদ্ধি বা কোন প্রকার পরিবর্ত্তন নাই। যাহার বৃদ্ধি, ক্ষয় ও পরিবর্ত্তন দোষ নাই, তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ কখনো ঘটিতে পারে না। ইহা স্বতঃ সিদ্ধ নিয়ম। নিদ্রাদি অবস্থায় যে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না, তাহার কারণ চৈতন্যের অভাব বা অন্যথা নহে। তাহার কারণ অন্য। দেহের সহিত চৈতন্যের সংযোগের অভাব, আর ইন্দ্রিয়গণের অস্তিত্বের অভাব, এই দুই কারণ হইতে নিদ্রাদি অবস্থায় দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির চৈতন্য অনুভূত হয় না। নিদ্রা ও স্বপ্নাদি সময়ে চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং মনের মধ্যে লীন হইয়া থাকে। "পরেহব্যয়ে মনস্যেকীভবন্তি" (শ্রুতি)। এজন্য ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্বই লুপ্তপ্রায় হয়, সুতরাং তাহার সঙ্গে চৈতন্যের প্রকাশ হইবে কিরূপে? আর দেহের সহিত সংযোগের অভাব হইয়া যায় বলিয়া দেহের সঙ্গেও চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। তখন উহাকে অচেতন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। অতএব চৈতন্য অজর, অমর, ক্ষয়োৎপত্তিরহিত সনাতন বস্তু। এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন যে,—"ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজোনিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণোন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" "নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং ** ** "মহতঃ পরং ধ্রুবং**" ইত্যাদি।

এই চৈতন্য বস্তু সর্ব্বভূতেই এক অদ্বিতীয় এবং সর্ব্বব্যাপক। ইনি একাই প্রতি প্রাণীদেহে বিরাজ করিয়া সকলকে আত্মবান্ করিতেছেন। ইহাও শ্রুতিই বলেন,—"একোবশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥" "সূর্য্যোযথৈকোভুবনং প্রবিষ্টোরূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব॥" "অগ্নির্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টোরূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ॥"

চৈতন্য পদার্থের মধ্যে সুখ, দুঃখাদি ভাব বা কোনরূপ ক্রিয়া গুণাদি নাই। ইহা সমস্ত ভাবের অতীত, সমস্ত ক্রিয়ার অতীত এবং সমস্ত গুণের অতীত বস্তু। ভাবগুণাদি সমস্তই দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন প্রভৃতি অন্তঃকরণের ধর্ম্ম। এই দেহের মধ্যে যতপ্রকার ক্রিয়া হইতেছে, এতৎ সমস্তই দেহাদি জড় পদার্থের লীলা। ইহার কোন ক্রিয়া এই দেহ হইতে নিষ্পন্ন হইতেছে। কোন ক্রিয়া নয়নাদি ইন্দ্রিয় হইতে সম্পন্ন হইতেছে। কোন ক্রিয়া প্রাণাদি শক্তি হইতে এবং কোন ক্রিয়া মন প্রভৃতি অন্তঃকরণ হইতে সম্ভূত হইতেছে। গমন, গ্রহণ, শয়ন, বসন, গান, ভোজন ও সঞ্চলনাদি সমস্তই কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং দেহের ক্রিয়া। দর্শন, স্পর্শনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া। আর ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা, অভিমান ও অধ্যবসায় প্রভৃতি সমস্তই মন, অভিমান ও বুদ্ধি নামক অন্তঃকরণের ক্রিয়া। এইরূপ আরও যত কিছু ক্রিয়া আছে, তৎসমস্তই এই জড়ব্যূহের মধ্যেই কোন না কোন একটির দ্বারা সম্পাদিত হয়, কিন্তু চৈতন্য বস্তু একবারেই নিষ্ক্রিয়রূপে দেহের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি গুণ, সুখ, দুঃখ, আলস্য, অবসাদ ও গুরুত্ব, লঘুত্বাদি ভাবগুলিও উক্ত জড়ব্যূহের মধ্যেই যথাযোগ্য অবস্থিতি করে। চৈতন্যের সহিত ইহাদের কিছুমাত্র সংশ্লেষ নাই। নিজের মধ্যে ডুবিতে পারিলে ইহাও তুমি সুস্পষ্ট অনুভব করিতে পাইবে। শ্রুতিও এই কথাই বলেন,—"বায়ুর্যথৈকোভুবনং প্রবিষ্টোন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥" "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ॥" "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তন্মহতঃ পরং ধ্রুবং বিচার্য্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥" "নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃ প্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং। যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং ব্রহ্ম॥" অতএব চৈতন্য পদার্থ সর্ব্বগুণ, সর্ব্বভাব ও সর্ব্বক্রিয়া বিরহিত বস্তু।

এই চৈতন্য ব্যূহই তোমার প্রকৃত "আমি"। এই "আমি"র সহিত সান্নিধ্য আছে বলিয়াই ভ্রান্তির লীলায় ঐ দেহাদি ঘটিত জড়ব্যূহটা তোমার "আমি" বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তোমার "আমির" সহিত কৃত্রিম একতাভাবে প্রকাশ পাইতেছে। বাস্তবিক উহাদের সহিত তোমার প্রকৃত "আমির" কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। অতএব ঐ ভ্রান্তি বিনির্ম্মিত "আমি"র সুখ দুঃখের নিমিত্ত তুমি ব্যস্ত হইও না। উহার সুখের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত হইও না, অনুরাগী হইও না, আসক্ত হইও না, তন্নিবন্ধন কোন কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইও না। আবার উহার দুঃখ প্রাপ্তির ভয় করিয়াও পীড়িত হইও না, চকিত হইও না, পলায়ন করিও না, কিম্বা সেই জন্য কোন ক্রিয়ার আরম্ভ করিও না। সুখের আশা পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখের ভয় বিসর্জ্জন করিয়া নির্ম্মল, নির্দ্বন্দ্ব, নিস্পৃহ ভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। যাহা জগদম্বার নিয়োজিত কর্ম্ম, তাহার আচরণ কর। জড়ব্যূহের সুখ হউক আর দুঃখই হউক, যাহা হইবার তাহা হউক, তুমি সেই ভাবে মগ্ন হইয়া কোন কার্য্যের কল্পনা করিও না। একমাত্র ভগবানের নিয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখ। বিচার বিবেকের সহায়তায় তাঁহার অভিপ্রায় চিনিয়া লইয়া তদনুরূপ যাবৎ ক্রিয়ায় সংবৃত্ত হও। এই বিবাহ ও দাম্পত্য সম্পর্কেও তাহারই অন্বেষণ কর। ইহাতেও সুখ, লোভ ও দুঃখের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য কর। পরে যেরূপ দাম্পত্য সম্পর্কে ও বিবাহে তাহা পরিরক্ষিত হয়, তদনুরূপ আচরণ কর। কামান্ধ হইয়া, গো শূকরাদির ন্যায় বিমোহিত হইয়া স্ত্রীদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিও না। অন্ধভাবে, পাশবভাবে বিবাহ করিও না। সেই ভাবে রত হইও না। ভগবানের অভিমত ক্রিয়া সাধনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া দাম্পত্য ভাবে দৃষ্টিপাত কর। ইহাই দাম্পত্য সম্পর্কীয় বিবেকের সাত্ত্বিকী মূর্ত্তির অবস্থা। এই বিবেকে কেবল সত্যজ্ঞান মাত্র প্রকাশ পাইতেছে। সত্য জ্ঞান সত্ত্বগুণের পরিণাম। এ নিমিত্ত এই বিবেকের নাম সাত্ত্বিক বিবেক। এই সাত্ত্বিক বিবেকও সেই পূর্ব্বতন বিবেক ত্রয়ের অনুপাতী হইলেন। প্রস্তাবিত দৃষ্টান্তে চতুর্ব্বিধ বিবেকই এক সিদ্ধান্তের অবতারণা করিলেন। সকলেই এক বাক্যে, একতানে সেই ভগবানের শুভ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুরূপ দাম্পত্য সম্পর্কে ব্যবস্থা বন্ধন করিলেন। এই বিবেকই আমাদের শাস্ত্রীয় বিবেক, ইহারই নাম প্রাচীন বিবেক। এই বিবেকের অধিকার অতি বিস্তৃতও বৃহৎ। এইরূপ বিবেকই ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণকে পরিত্রাণ করেন। এইরূপ বিবেকই আমাদিগের পরম সেব্য, পরমারাধ্য বস্তু। ইনিই সেই ভগবানের মূর্ত্যন্তর মাত্র।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

জীবের গতি কি?

তাপত্রয়ে পরিক্লিষ্ট মানবহৃদয়ে নিরন্তর এই প্রশ্নের উদয় হয়, যে "কি উপায়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখ লাভ করিবে। কোন পক্ষ অবলম্বন করিলে পরা শান্তি উপভোগে সমর্থ হইবে। কোন স্থাণু আশ্রয় লইলে এ বিপুল তরঙ্গায়িত সংসার-সমুদ্রে নিরুদ্বেগে অচল, অটল ও স্থির ভাবে, চিরানন্দে ভাসিতে থাকিবে।" জীব মাত্রেরই এই লক্ষ্য। কিন্তু এলক্ষ্য সিদ্ধ হয় কয় জনের? আবর্ত্তময় সংসার-সমুদ্রে পড়িয়া মানব সদা আত্মবিস্মৃত। লক্ষ্য স্থির থাকিলেও তৎসাধনে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়। কোন পথ অবলম্বন করিলে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তাহা স্থির করিতে সর্ব্বদা অসমর্থ। মানব অন্ধের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া ভীষণ বিষয় বিষ পূর্ণ কূপে নিপতিত হইয়া আত্মবলি দেয়। যিনি বিষয় মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখাশা করিয়া তদ্দিকে ধাবিত হন, তাহা অপেক্ষা অন্ধ আর কে? মনুষ্য এক বার বিষয়াসক্ত হইলে তাহার আর রক্ষার উপায় নাই। কারণ বিষয়াসক্তি এবং স্নেহময় রজ্জুদ্বারা দৃঢ়তর নিবদ্ধ অজীতেন্দ্রিয় পুরুষ স্বীয় আত্মাকে উন্মোচন করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। যাহারা সংসারে অন্ধভাবে কামিনী, কাঞ্চন-সেবী তাহাদের উদ্ধারের আশা কোথায়? নিরবচ্ছিন্ন সুখাশা তাহাদের পক্ষে সুদূর পরাহত। যাহারা অনুকম্পিত প্রণয়িনীর সহিত মধুর আলাপে একবার নিমগ্ন হইয়াছে, আত্মীয় সুহৃৎ জনের চপলতাময় মন মুগ্ধ কারি স্নেহে নিবদ্ধ হইয়াছে, অস্ফুট স্বর তনয়, তনয়ার মধুর আলাপ একবার কর্ণ গোচর করিয়াছে, অপিচ যাহারা এই সংসারে অতীব মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ যুক্ত গৃহ, অতুল সম্পদ, বিবিধ ঐশ্বর্য্য মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়াছে, তাহাদের পরা শান্তি লাভের আশা কোথায়? সে শেষে কোশকার কীটের গৃহ নির্ব্বাণবৎ আপনার নির্গমনের পথ হারাইয়া সর্ব্বদা অবিতৃপ্ত কাম হইয়া সর্ব্বদা এই সংসারে দুঃখ ভোগ করে।

ইহারাই নির্গুণ আত্মায় প্রাণধর্ম্ম ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম (অন্ধত্ব-বধিরতাদি) মনোধর্ম্ম (কাম ক্রোধাদি) এবং সংকল্পাদি আরোপ করতঃ যৎকিঞ্চিৎ বিষয় সুখ চিন্তা করিয়া নিরন্তর আমি ও আমার বলিয়া সংসারে কার্য্য করে।

এই আমি ও আমার বুদ্ধিই যত অনিষ্টের মূল। মনুষ্য দেহ মধ্যে আমি ও আমার বুদ্ধিকেই সমাশ্রয় করিয়া আপনাতে (আত্মাতে) প্রাণধর্ম্মও অন্ধত্ব বধিরত্বাদি ইন্দ্রিয় ধর্ম্ম এবং কাম ক্রোধাদি মনোধর্ম্ম আরোপ করতঃ অতি অকিঞ্চিৎকর বিষয় সুখে উন্মত্ত হইয়া ঐ সমস্তকেই আমিও আমার বোধে অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা অহং সুখী, অহং দুঃখী ইত্যাদি বোধ করিয়া থাকে। সুতরাং মানব তখন অমর হইয়া মরণশীল, দেহশূন্য হইয়াও দেহবান্, অচল হইয়াও সচল, জন্মবিহীন হইয়া জন্মযুক্ত এবং অক্ষর হইয়াও ক্ষর বলিয়া আপনাকে অনুমান করতঃ সংসারে ভ্রমণ করে। তখন নির্ম্মল পরমাত্মা স্বয়ং শুদ্ধ হইয়াও অশুদ্ধ দেহের সংস্রব নিবন্ধন অপবিত্রতা, চৈতন্য স্বরূপ হইয়াও জড়দেহের সংসর্গ হেতু জড়ত্ব এবং নির্গুণ হইয়াও

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সংস্পর্শ জনিত ত্রিগুণত্বলাভ করিয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন। সুতরাং জীব আত্মসংস্থ হইবে কিরূপে? যতদিন পর্য্যন্ত না আত্মস্বরূপ দর্শন করিতে পারিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত এ মোহ কাটিবে কি করিয়া? আর যত দিন না এ মোহ কাটিবে, ততদিন প্রকৃত নিরবচ্ছিন্ন সুখাশা মানবের স্বপ্নবৎ। সে জন্য ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব শান্তি-পিপাসু হইয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিতে থাকেন যে, এ ঘোর মোহের মূল কোথায়? শাস্ত্র বলিয়াছেন, জীবের বাসনাই এই ভীষণ মোহের মূল।

এই বাসনা অনাদি। যেহেতু মানবের মায়ামোহ নিত্যই বিদ্যমান আছে। আমি নিত্য সুখ সাগরে ভাসিতে থাকি, আমার যেন কদাচ সুখের অভাব না হয়, শান্তির রাজ্যে যেন চির আধিপত্য বলবৎ থাকে, ইত্যাদিরূপ সংকল্প মানবান্তঃকরণে সর্ব্বদাই বিদ্যমান, এই সঙ্কল্পই বাসনার কারণ। ঐ বাসনা হইতে কর্ম্মের সৃষ্টি, কর্ম্মজনিত যে সংস্কার সঞ্চিত হয়, তাহাই মানবকে জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করাইয়া এই মরুভূমিবৎ সংসারে ত্রিতাপে ক্লিষ্ট করে। ঐ সংস্কারেরই অবস্থা বিশেষের অপর নাম প্রারব্ধ, অদৃষ্ট, ধর্ম্মাধর্ম্ম, পুণ্যাপুণ্য ইত্যাদি। এইরূপে সংস্কার হইতে স্মৃতি, স্মৃতি হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে সুখ দুঃখ ভোগ এবং পুনরায় কর্ম্ম, তাহা হইতে আবার স্মৃতি, সংস্কার প্রভৃতি হইতে থাকে। প্রকৃতির নিয়মে বাধ্য হইয়া এই ঘূর্ণায়মান কর্ম্ম চক্রের আবর্ত্তে নিপতিত হইয়া জীব এক কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তর আশ্রয় করিয়া নিরন্তর ঘুরিতেছে। এই প্রবল চক্রের এরূপই ভীষণ মাধ্যাকর্ষনী শক্তি যে কাহার সাধ্য সহজে ইহার পরিধি অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। ঐ কর্ম্ম দুই ভাগে বিভক্ত। প্রারব্ধ কর্ম্ম, এবং ভাবী কর্ম্ম। ভোগ ভিন্ন প্রারব্ধ কর্ম্মের কদাচ অবসান হয় না। তত্ত্বজ্ঞানীই হউন, আর পরম ভাগবতই হউন, সকলকেই কর্ম্ম চক্রের আবর্ত্তনে প্রারব্ধ কর্ম্মভোগ করিতেই হইবে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন;—

শরীরারম্ভকং যত্তু প্রারব্ধং কর্ম্ম তন্মতম্।
তদ্ভোগেনৈব নষ্টং স্যান্ন তু জ্ঞানেন নশ্যতি॥
শিব, গী।

অর্থ,—যে কর্ম্ম শরীরের আরম্ভক, অর্থাৎ যে কর্ম্ম থাকিলে শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম বলা যায়। ঐ কর্ম্ম কেবল ভোগ দ্বারাই বিনষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা তাহার বিনাশ সম্ভবে না, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ যেরূপ নির্দ্দিষ্ট, তাহা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিকেও অবশ্য ভোগ করিতে হইবে, ইহার অন্যথা হয় না।

এখন বুঝিলেন যে প্রারব্ধ কর্ম্ম কি ভীষণ। আর একমাত্র-কর্ম্মজালে আবদ্ধ হওয়াতেই আমরা এরূপ আত্মহারা অবস্থায় উপনীত, আমাদের ন্যায় ঘোর পাপীর কর্ণে এ নিদারুণ বার্ত্তা ধ্বনিত হইলে আতঙ্কে সর্ব্বাবয়ব শিহরীয়া উঠে ও প্রাণ ভয়ে ঘন ঘন প্রকম্পিত হইতে থাকে, নিরাশায়, সর্ব্বদেহ অবসাদ প্রাপ্ত হয়। তখন মনে হয় হায়! নিরবচ্ছিন্ন নির্ম্মল, শান্তিপ্রদ সুখাশা আমাদের ন্যায় পাপীর পক্ষে স্বপ্নবৎ। তখন ত্রিতাপের প্রবল উত্তাপ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়, বিষ বৃক্ষের কণ্টক স্বরূপ পাপের সংস্কার রাশি দারুণ বেগে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে, হৃদয়ে কেবল নৈরাশ্যের হা হুতাশ ধ্বনি প্রবল হুঙ্কারে প্রতি অস্থি মর্জ্জার স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত করিয়া দেয়। ওহো! সে দারুণ জ্বালা যে একবার উপভোগ করিয়াছে, সে কি এই ভ্রান্তিময় সংসারে মরীচিকাবৎ সর্ব্বানর্থের আকর বিষয় সুখ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া শ্বাস রুদ্ধাবস্থায় ক্ষুব্ধ প্রাণের আবেগে ক্ষণকালের জন্য সাগর বক্ষে মস্তক তুলিয়া আপনাকে বিপন্মুক্ত ও সুখী মনে করিতে পারে? ত্রিতাপদগ্ধ জীব মোহের বিভোরতায় অজ্ঞানে থাকিয়া আত্মযাতনা উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু ক্ষণকালের জন্য যদি বিভোরতা কাটিয়া যায়, তখন ভয়ঙ্কর যাতনা উপলব্ধি করিয়া উন্মাদবৎ চতুর্দ্দিকে ছুটিতে থাকে। কিন্তু হায়! কর্ম্ম চক্রের পরিধি অতিক্রম করে কাহার সাধ্য? যেদিকেই চাও না কেন, ঐ চক্রের মধ্যেই ঘুরিতে হইবে। ইহাই শাস্ত্র বাক্য। তবে কি জীব চিরদিনই সংসারের নিদারুণ জ্বালা নিরন্তর ভোগ করিয়া সদা হা-হুতাশ ধ্বনি করিবে? হায়! তবে কি জীবের উদ্ধারের উপায় নাই? উপায় আছে। শাস্ত্রই সে উপায় স্থির করিয়াছেন। আমারা ক্রমে সে উপায় দেখাইব।

আহার-নিয়ম।

লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।
অভ্যক্ষ্যাণি দ্বিজাতীনামমেধ্যপ্রভবাণি চ॥

রশুন, গৃঞ্জন (সালগোম,) পলাণ্ডু (পেঁয়াজ), কবক (ভূচ্ছত্র) এবং অশুচি স্থান (বিষ্ঠাদিতে) সম্ভূত শাকাদি দ্রব্যসকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অভক্ষ্য জানিবে॥ ম-সং ৫।৫।

অনির্দ্দশায়া গোঃ ক্ষীরমৌষ্ট্রমৈকশফং তথা।
আবিকং সন্ধিনীক্ষীরং বিবৎসায়াশ্চ গোঃ পয়ঃ॥
আরণ্যানাঞ্চ সর্ব্বেষাং মৃগাণাং মাহিষং বিনা।
স্ত্রীক্ষীরঞ্চৈব বর্জ্যানি সর্ব্বশুক্তানি চৈব হি॥

গো প্রভৃতি যে সকল পশুর দুগ্ধ পান করা যায়, প্রসবের পর দশ দিন গত না হইলে তাহাদিগের দুগ্ধ, উষ্ট্রের দুগ্ধ, অশ্বাদি এক খুরবিশিষ্ট পশুর দুগ্ধ, মেষের দুগ্ধ, ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ, অসন্নিহিতবৎসা বা মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ, মহিষ ভিন্ন মৃগাদি যাবতীয় আরণ্য পশুর দুগ্ধ, স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ এবং শুক্ত (পর্য্যুষিত দুগ্ধ) পান করিবে না॥ ম-সং ৫।৮-৯।

দধিভক্ষ্যঞ্চ শুক্তেষু সর্ব্বঞ্চ দধিসম্ভবং।
যানি চৈবাভিষূয়ন্তে পুষ্পমূলফলৈঃ শুভৈঃ॥

উক্ত শুক্তের মধ্যে দধি ও দধি হইতে সম্ভূত নবনীতাদি এবং যে সকল দুগ্ধ উৎকৃষ্ট পুষ্প, মূল ও ফল জলের সহিত মিলিত হয়, তাহা ভোজন করা যায়॥ ঐ ১০।

যোযস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।

যে যাহার মাংস আহার করে, তাহাকে তন্মাংসাদ, অর্থাৎ

তাহার মাংসভোজী বলে, যেমন বিড়াল, মূষিকাদ ইত্যাদি। কিন্তু মৎস্যাদকে সর্ব্ব মাংসভোজী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়, অতএব মৎস্য আহার পরিত্যাগ করিবে (ক)॥

ম-সং ৫।১৫।

ব্রাহ্মণানাং সদা ভক্ষ্যং হবিষ্যান্নং নিরামিষম্।
আমিষস্য পরিত্যাগাৎ সূর্য্যবত্তেজসা ভবেৎ॥

ব্রাহ্মণগণের নিত্য নিরামিষ হবিষ্যান্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। বিপ্র আমিষ পরিত্যাগে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী হন॥

ব্র-বৈ পু ৪।৮৩।৫২।

প্রাণস্যান্নমিদং সর্ব্বং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ।
স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব সর্ব্বং প্রাণস্য ভোজনম্॥

প্রাণী ও উদ্ভিদ (ব্রীহিযবাদি) এতদুভয়ই জীবগণের অন্ন বলিয়া প্রজাপতি (ব্রহ্মা) নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত পদার্থকেই প্রাণাত্যয় স্থলে আহার করা যাইতে পারে, কিন্তু যখন উদ্ভিদ পদার্থের দ্বারাই অনায়াসে জীবন ধারণ হইতে পারে, তখন প্রাণী হিংসা করিয়া কদাচ তাহা খাইবে না। যখন আর উপায় নাই, তখনকার জন্যই এই বিধান॥ ম-সং ৫।২৮।

চরাণামন্নমচরা দংষ্ট্রিণামপ্যদংষ্ট্রিণঃ।
অহস্তাশ্চ সহস্তানাং শূরাণাঞ্চৈব ভীরবঃ॥

হরিণাদি বিচরণশীল পশুগণ অচল তৃণাদি ভোজন করে, দংষ্ট্রাশালী ব্যাঘ্রাদি প্রাণীগণ সামান্য দন্তশালী হরিণাদি প্রাণীগণকে আহার করে, হস্তবিশিষ্ট মনুষ্যগণ হস্তবিহীন মৎস্যাদিকে আহার করে, এবং সিংহ প্রভৃতি বীর পশুরা ভয়শালী হস্তী প্রভৃতি পশুগণকে আহার করে; ঈশ্বরের নিয়মই এইরূপ জানিবে। (এই বিধিও প্রাণ বিনাশের সময়ই বুঝিতে হইবে, কারণ মনু নিজেই মৎস্য, মাংসাহারের ভূয়সী নিন্দা করিয়াছেন, সুতরাং ইহা সাধারণ বিধি হইতে পারে না।)॥

ম-সং ৫।২৯।

যজ্ঞায় জগ্ধির্ম্মাংসস্যেত্যেষ দৈবোবিধিঃ স্মৃতঃ।
অতোঽন্যথা প্রবৃত্তিস্তু রাক্ষসোবিধিরুচ্যতে॥

যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞীয় মাংস ভোজন করাকে দৈব অনুষ্ঠান বলা যায়, কিন্তু তদন্যথায় আপনার জন্য পশু বধ করিয়া মাংস ভোজনের যে প্রবৃত্তি, তাহাকে রাক্ষসী প্রবৃত্তি বলা যায়॥

ঐ ৩১।

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূত্যৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

যজ্ঞ সিদ্ধির জন্য স্বয়ম্ভু (ব্রহ্মা) স্বয়ংই পশু সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই জগতের বৃদ্ধির নিমিত্তই যজ্ঞ কার্য্য সকল সম্পাদিত হয়, অতএব যজ্ঞার্থে যে পশু বধ হয়, তাহা বধ নহে॥ ম-সং ৫।৩৯।

অগ্নয়োমাংসকামাশ্চ ইত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ।
যজ্ঞেষু পশবোব্রহ্মন্! বধ্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ॥
সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্।
যদি নৈবাগ্নয়োব্রহ্মন্ মাংসকামাঽভবন্ পুরা॥
ভক্ষ্যং নৈবাঽভবন্মাংসং কস্যচিদ্দ্বিজসত্তম!।
অত্রাপি বিধিরুক্তশ্চ মুনিভির্মাসভক্ষণে॥

শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে অগ্নির পরিতুষ্টির নিমিত্ত পশু হিংসা করিয়া থাকেন এবং যে সমস্ত পশু যজ্ঞে মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হয়, তাহাদের আত্মাও স্বর্গাদি লাভে সমর্থ হয়। হে ব্রহ্মন্! অগ্নি যদি মাংসকাম না হইতেন, অর্থাৎ যজ্ঞ সাধনার্থ যদি মাংসাদির প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের (রাক্ষস প্রকৃতি মনুষ্য ব্যতীত) ভক্ষ্য হইত না। অতএব মুনিগণও যজ্ঞাদি সম্পাদনার্থ মাংসের বিধান করিয়া গিয়াছেন॥ ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।১১-১৩।

দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে দত্ত্বাপি যঃ সদা।
যথাবিধি যথাশ্রাদ্ধং ন প্রদুষ্যতি ভক্ষণাৎ॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংস ভোজন দোষাবহ নহে॥

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।১৪।

অমাংসাশী ভবত্যেবমিত্যপি শ্রূয়তে শ্রুতিঃ।
ভার্য্যাং গচ্ছন্ ব্রহ্মচারী ঋতৌ ভবতি ব্রাহ্মণঃ।

প্রত্যুত সেই ব্যক্তিকে (বিধিপূর্ব্বক মাংসাহারীকে) শ্রুত্যনুসারে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না, তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোন ক্রমে তাহাকে পাপস্পর্শ করিতে পারে না॥ ঐ ১৫।

নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যোমাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্।

যে মনুষ্য পিতৃ ও দেবোদ্দেশে বিধি পূর্ব্বক মাংস প্রদান করিয়া ঐ মাংস ভোজন না করে, সে মরণান্তে ক্রমে এক বিংশতি জন্ম পশুযোনি প্রাপ্ত হয়॥ ম-সং ৫।৩৫।

ন তাদৃশং ভবত্যেনোমৃগহন্তুর্ধনার্থিনঃ।
যাদৃশং ভবতি প্রেত্য বৃথামাংসানি খাদকঃ।

বৃথা মাংসাহারী লোকদিগের পরলোকে যাদৃশ দুঃসহ দুঃখরাশি ভোগ হইয়া থাকে, যাহারা ধনাকাঙ্ক্ষায় মৃগ বধ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, সেই ব্যাধদিগেরও সেই পাপ জন্য পরলোকে তাদৃশ দুঃখ ভোগ হয় না। (অতএব বৃথা মাংস ভক্ষণ অতীব গর্হণীয়)॥ ম-সং ৫।৩৪।

নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।
জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেঽবশঃ॥

মাংস ভক্ষণের দোষগুণের বিধিজ্ঞ দ্বিজাতি বিপৎপাত না হইলে, অর্থাৎ অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে কদাচ অবৈধ মাংস ভক্ষণ করিবেন না, যিনি যে যে প্রাণীর অবৈধ মাংস

(ক) মৎস্য, মাংস দুই প্রকার, বিহিত এবং নিষিদ্ধ। যাহা দেবতা এবং পিতৃ উদ্দেশ্যে যথাবিধি সংস্কৃত হয়, তাহাই বিহিত, আর কেবলমাত্র নিজের তৃপ্তির জন্য যে মাংস, আর শাস্ত্রোক্তি অনুসারে অখাদ্য যে মাংস, তাহা নিষিদ্ধ। এই, যে মনু মৎস্যাহারের দোষ কীর্ত্তন করিলেন, ইহা অসংস্কৃত এবং নিষিদ্ধ মাংস সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে।

ভোজন করেন, সেই সকল জন্তু পরলোকে তাঁহাকে আবার ভোজন করে।

ম-সং ৫।৩৩।

বসেৎ স নরকে ঘোরে দিনানি পশুরোমভিঃ।
সম্মিতানি দুরাচারোযো হন্ত্যহবিধিনা পশূন্ ॥

অবিধি পূর্ব্বক (অর্থাৎ দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সম্পাদন কিম্বা কোন ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাওনের অভিপ্রায়, অথবা মাংস ভিন্ন অন্য খাদ্য দ্রব্যের অভাবে প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর ইত্যাদি কারণ ব্যতীত) যে দুরাচার বৃথা পশু হিংসা করে, সে সেই হিংসিত পশুর রোমসংখ্যক দিন পর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে। অর্থাৎ সেই পশুর শরীরে যত রোম, ততদিন নরকে বাস করিতে হয়। যা-সং ১।১৭৯।

গৃহে গুরাবরণ্যে বা নিবসন্নাত্মবান্ দ্বিজঃ।
নাবেদবিহিতাং হিংসামাপদ্যপি সমাচরেৎ ॥

কি গৃহস্থাশ্রমে কি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কি বানপ্রস্থাশ্রমে সকল অবস্থাতেই শুদ্ধাত্মা দ্বিজাতিগণ বিপৎকালেও কদাচ বেদনিষিদ্ধ হিংসা করিবেন না।

ম-সং ৫।৪৩।

যা বেদবিহিতা হিংসা নিয়তাস্মিংশ্চরাচরে।
অহিংসামেব তাং বিদ্যাদ্বেদাদ্ধর্ম্মোহি নির্ব্বভৌ ॥

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতে শ্রুতিবিহিত যে পশু হিংসা, তাহাকে অহিংসা বলিয়া জানিবে, যেহেতু বেদ হইতেই ধর্ম্মের প্রকাশ হইয়াছে। অতএব বেদ যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ম-সং ৫।৪৪।

যোহহিংসকানি ভূতানি হিনস্ত্যাত্মসুখেচ্ছয়া।
স জীবংশ্চ মৃতশ্চৈব ন ক্বচিৎ সুখমেধতে ॥

যে ব্যক্তি আপনার সুখের নিমিত্ত অহিংসক পশুগণকে বিনাশ করে, সে কি জীবিতাবস্থায় ইহলোকে কি জীবনান্তে পরলোকে কুত্রাপি সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না।

ঐ ৪৫।

যোবন্ধনবধক্লেশান্ প্রাণিনাং ন চিকীর্ষতি।
স সর্ব্বস্য হিতপ্রেপ্সুঃ সুখমত্যন্তমশ্নুতে ॥

যে ব্যক্তি প্রাণিগণকে বধ বন্ধনাদিরূপ ক্লেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা না করেন, পরন্তু সকলের কেবল হিতাকাঙ্ক্ষা করেন, তিনিই চিরকাল অনন্ত সুখভোগ করেন।

ঐ ৪৬।

অহিংসায়ান্তু নিরতা যতয়োদ্বিজসত্তম!।
কুর্ব্বন্ত্যেব হি হিংসাং তে যত্নাদল্পতরা ভবেৎ ॥

(ইহা সত্য বটে যে,) অহিংসানিরত যতিগণ যদি দৈবাৎ কোন হিংসা করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ তাঁহাদের হিংসা না করাই ইচ্ছা, কেবল যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থেই তাঁহারা হিংসায় প্রবৃত্ত হয়েন।

ম-ভা-বনপর্ব্ব ২০৮।৩৪।

যদ্ধ্যায়তি যৎ কুরুতে ধৃতিং বধ্নাতি যত্র চ।
তদবাপ্নোত্যযত্নেন যোহিনস্তি ন কিঞ্চন ॥

যে ব্যক্তি দংশ মশকাদি কোন জীবের হিংসা না করেন, তিনি যাহা ধ্যান (চিন্তা) করেন, যে শ্রেয়স্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং যে পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করেন, তিনি তৎসমুদায় অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারেন, অর্থাৎ অহিংসকের ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সকল কার্য্যই অনায়াসে সিদ্ধ হয় ॥

ম-সং ৫।৪৭।

সমুৎপত্তিঞ্চ মাংসস্য বধবন্ধৌচ দেহিনাং।
প্রসমীক্ষ্য নিবর্ত্তেত সর্ব্বমাংসস্য ভক্ষণাৎ ॥

যে সকল পদার্থ হইতে মাংসের উৎপত্তি হয়, সেই সকল পদার্থের বিষয় এবং দেহীদিগের বধবন্ধনাদি নিষ্ঠুরাচরণের বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সকল প্রকার মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্তি হইবে ॥

ম-সং ৫।৪৯।

ন ভক্ষয়তি যোমাংসং বিধিং হিত্বা পিশাচবৎ।
স লোকে প্রিয়তাং যাতি ব্যাধিভিশ্চ ন পীড্যতে ॥

যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিধি সমুদয় উল্লঙ্ঘন করিয়া পিশাচের ন্যায় মাংস ভক্ষণ না করে, সে লোক সমূহের প্রিয় হয় এবং ব্যাধি কর্ত্তৃক পীড়িত হয় না ॥ ঐ ৫০।

অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ ॥

পশু হত্যা করিতে যে অনুমতি করে, যে পশুর অঙ্গাদি অস্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ করে, যে হনন করে, যে ক্রয় বিক্রয় করে, যে পাক করে, যে পরিবেশন করে এবং যে ভক্ষণ করে, তাহারা সকলেই ঘাতক বলিয়া পরিগণিত ॥

ম-সং ৫।৫১।

ন মাংসভক্ষণে দোষোন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং ৰিবৃত্তিস্তু মহাফলা ॥

মাংস ভক্ষণ, মদ্যপান ও মৈথুন ইত্যাদি কার্য্য সকল যে দোষাবহ এমন নহে, কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে জীবগণের যে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ অনুরাগ, তাহাই দোষাবহ, আর নিবৃত্তি অর্থাৎ বিরাগই মহাফল। অতএব মাংসাদি আহারে কখনই প্রবৃত্তি করিবে না।

ঐ ৫৬।

সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি বাজিমেধফলং তথা।
গৃহেহপি নিবসন্ বিপ্রোমুনির্ম্মাংসস্য বর্জ্জনাৎ।

যে ব্রাহ্মণ মাংস বর্জ্জন করেন, তিনি গৃহবাসী হইলেও মুনি তুল্য এবং সেই মাংস বর্জ্জন জন্য তাঁহার সকল কামনাই সিদ্ধ হয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥

যা-সং ১।১৮০।

দেবোদ্দেশং বিনা ভদ্রে হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ।
কৃতায়াং বৈধহিংসায়াং নরঃ পাপৈর্ন লিপ্যতে ॥

দেবোদ্দেশ ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণেই হিংসা করিবে না। যদি কেহ দেবতাদির উদ্দেশে অথবা সংগ্রামস্থলে বৈধ হিংসা করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি পাপে লিপ্ত হইবে না ॥

ম-নি-ত ১১।১৪৩।

যোহত্তি যস্য যদা মাংসমুভয়োঃ পশ্যতান্তরম্।
একস্য ক্ষণিকা প্রীতিরন্যঃ প্রাণৈর্ব্বিমুচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি যাহার মাংস-ভোজন করে, তদুভয়ের বিভিন্নতা দেখিলে কেহই মাংস খাইতে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ একের ক্ষণকালমাত্র প্রীতি জন্মে, কিন্তু অন্যের প্রাণ বিয়োগ হয়। (অতএব এমন কার্য্যে কখনই বুদ্ধিমানের প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে) ॥

হি-উ।

পশূনভক্ষ্যমাংসাংশ্চ ব্যাধিযুক্তানপি প্রিয়ে!।
ন হন্যাদ্দেবতার্থেহপি হত্বা চ পাতকী ভবেৎ ॥

হে প্রিয়ে! যে সকল পশুর মাংস অভক্ষ্য এবং যে সকল পশু রোগযুক্ত, দেবোদ্দেশেও সে সকল পশু বধ করিবে না, বধ করিলে পাতকী হইবে ॥

ম-নি ত ১১।১৩৩।

নরমাংসং ন ভুঞ্জীয়াৎ নরাকৃতিপশূংস্তথা।
বহূপকারকান্ গাশ্চ মাংসাদান্ রসবর্জ্জিতান্ ॥

মাংস ভোজন করা নিতান্ত আবশ্যক হইলেও নরমাংস, নরাকৃতি পশুর মাংস, বহূপকারক গো সমুদায়ের মাংস, গৃধ্র প্রভৃতি মাংসভোজী জন্তুদিগের নীরস মাংস ভোজন করিবে না ॥

ম-নি-ত ৮।১০৮।

নকুলানাং গণ্ডকানাং মহিষাণাঞ্চ পক্ষিণাম্।
সর্পাণাং শূকরাণাঞ্চ গর্দ্দভানাং বিশেষতঃ ॥
মার্জ্জারাণাং শৃগালানাং কুক্কুরাণাং ব্রজেশ্বর!।
ব্যাঘ্রাণামপি সিংহানাং ত্যাজ্যং মাংসং নৃনাং সদা ॥

নকুল, গণ্ডক, মহিষ, পক্ষী, বিশেষতঃ সর্প, শূকর, গর্দ্দভ, মার্জ্জার, শৃগাল, কুক্কুর, ব্যাঘ্র ও সিংহগণের মাংস পরিত্যজ্য, অতএব মানবগণ ঐ সমুদায়ের মাংস কদাচ ভোজন করিবে না ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৩-১৪।

জলৌকানাঞ্চ নক্রাণাং গোধিকানাং তথৈব চ।
মণ্ডূকানাং কর্কটীনাং কঞ্চুকানাঞ্চ নিশ্চিতম্।
গবাঞ্চ চমরীণাঞ্চ কলৌ মাংসমভক্ষ্যকম্ ॥

জলৌকা, কুম্ভীর, গোধিকা (গোসাপ) মণ্ডূক, কর্কটী, কঞ্চুক, (সাপের খোলস) গো ও চমরীর মাংস কলিযুগে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ঐ ১৫।

হস্তিনাং ঘোটকানাঞ্চ নৃণামেব চ রাক্ষসাম্।
দংশশ্চ মশকশ্চৈব মক্ষিকা চ পিপীলিকা।
অন্যেষাঞ্চ নিষিদ্ধানাং লোকে বেদে ব্রজেশ্বর! ॥

হস্তী, ঘোটক, মানব, রাক্ষস ও অন্যান্য নিষিদ্ধ জন্তুর মাংস এবং দংশ, মশক, মক্ষিকা ও পিপীলিকাদি ভোজন বৈদিক ও লৌকিক নিয়মে নিষিদ্ধ আছে ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৮৫।১৬।

ফলানি গ্রাম্যবন্যানি মূলানি বিবিধানি চ।
ভূমিজাতানি সর্ব্বাণি ভোজ্যানি স্বেচ্ছয়া শিবে! ॥

হে শিবে! ভূমিজাত গ্রাম্য ও বন্য নানাবিধ ফল, মূল স্বেচ্ছানুসারে ভোজন করিতে পারিবে ॥

ম-নি-ত ৮।১০৯।

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে।
অস্য দগ্ধোদরস্যার্থে কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহৎ ॥

বনমধ্যে স্বচ্ছন্দে জাত যে শাক তাহাতেও উদর পূরণ হয়, তবে এই দগ্ধোদরের জন্য প্রাণিহিংসা করিয়া কে মহাপাতক করে? ॥ হি-উ

বধে চ ক্ষুদ্রজন্তূনাং হিংসকানাঞ্চ পণ্ডিতঃ।
কার্ষাপণং সমুৎসৃজ্য মৃত্যুকালে প্রমুচ্যতে ॥

দংশ মশকাদি হিংস্র ক্ষুদ্র জন্তুর বধেও যে পাপ সঞ্চয় হয়, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সেই পাপক্ষালনার্থ মৃত্যুকালে কার্ষাপণ পরিমিত বরাটক উৎসর্গ করিয়া নিষ্পাপ হইয়া থাকেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৭।২০।

অহিংসকানাং ক্ষুদ্রাণাং বধে শতগুণং ধ্রুবম্।
প্রায়শ্চিত্তং মৃত্যুকালে কথিতং পদ্মযোনিনা ॥

হিংস্র জন্তুর বধে যে পাপ হয়, অহিংসক ক্ষুদ্র জন্তুর বিনাশে নিশ্চয় তাহার শতগুণ পাপ জন্মে। পদ্মযোনি ব্রহ্মা মানবের মৃত্যুকালে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধি নিরূপণ করিয়াছেন ॥

ব্র-বৈ-পু ৪।৭।২১।

অহুত্বা চ তথাহজপ্ত্বা অদত্বা যস্তু ভুঞ্জতে।
দেবাদীনামৃণী ভূত্বা দরিদ্রশ্চ ভবেন্নরঃ ॥

যিনি হোম, জপ ও দান না করিয়া ভোজন করেন, তিনি দেব, পিতৃ ও মনুষ্যাদির নিকট ঋণী হইয়া দেহান্তে দরিদ্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন ॥

দং-সং ২৫৮।

হবিষ্যান্নং ব্রাহ্মণানাং প্রশস্তং গৃহিণাং সদা।
নারায়ণোচ্ছিষ্টমিষ্টমনিবেদ্যমভক্ষকম্ ॥

গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে নিত্য হবিষ্যান্ন ভোজন করাই প্রশস্ত ও একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহা নারায়ণ হরিকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হইবে। নিবেদন না করিয়া অন্নাদি ভক্ষণ করিলে অভক্ষ্য ভক্ষণ করা হয় ॥

ব্র-বৈ পু ১।২৭।৫।

অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্।
বিন্মূত্রং সর্ব্বপাপোক্তং মলঞ্চ হরিবাসরে ॥

পরম পুরুষ বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিলে, খাদ্যদ্রব্য বিষ্ঠা সদৃশ এবং পেয়বস্তু মূত্রতুল্য হয়। আর হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীতে ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন করিলে তাহা বিষ্ঠা মূত্র স্বরূপ এবং সর্ব্বপাপ জনক হইয়া থাকে ॥

ঐ ৬।

অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপী পূয়শোণিতম্।
অসংস্কৃতান্নভূঙ্‌মূত্রং বালাদিপ্রথমং শকৃৎ ॥

যে ব্যক্তি অস্নাত হইয়া ভোজন করে, তাহার মল ভক্ষণ করা হয়, যে ব্যক্তি জপ না করিয়া আহার করে, তাহার পূয় ও শোণিত পান করা হয়, যে ব্যক্তি অসংস্কৃত অন্ন ভোজন করে, তাহার মূত্র পান করা হয়। এবং যে ব্যক্তি বালকাদির অগ্রে আহার করে, তাহার বিষ্ঠা ভক্ষণ করা হয়। অতএব গৃহস্থ ব্যক্তি উক্তরূপ অসদাচরণ পরিত্যাগ করিবেন ॥

বি-পু. ৩।১২।৭১।

একোহি ভুঙ্ক্তে হ্যন্নং অপরোঽন্যেন ভোজ্যতে।
ন ভুজ্যতে স একোবৈ যোভুঙ্ক্তে তু সমাংশকম্॥

কোন ব্যক্তি একক ভোজন করে, আবার কোন ব্যক্তি অন্যকে ভোজন করায়। যিনি একা ভোজন করেন, তিনি ভোজন করেন না। যিনি অংশ করিয়া ভোজন করেন, তিনিই যথার্থ ভোজন করেন। অর্থাৎ অন্যকে ভোজন না করাইয়া কেবল আপনিই ভোজন করিবে না॥

দ-সং ২।৬০।

ভ্রষ্টদ্রব্যং তথান্নঞ্চ ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী।
পাদপ্রক্ষালনং কৃত্বা ভুঙেক্ত স্থানে পরিষ্কৃতে॥

ব্রাহ্মণ পাদ প্রক্ষালন ও ধৌত বস্ত্র যুগল পরিধান করিয়া পরিষ্কৃত স্থানে ভ্রষ্টদ্রব্য বা অন্ন ভোজন করিবেন॥

ব্র-বৈ-পু ৫৮৩।৫৭।

শুভসংবাদ।

১লা ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত অষ্টাহকাল বর্দ্ধমান—কালনা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাটীতে সনাতন ধর্ম্ম সভার নবম সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এই উসবের সময় নানারূপ ব্যাখা বক্তৃতা হইয়াছিল।

২৭শে ফাল্গুন হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত গোস্বামি দুর্গাপুর হরিভক্তি প্রদায়িণী সভার সপ্তম সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের সময় এখানে বক্তৃতা ও পুরাণ পাঠাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

দোল উপলক্ষে ২০।২১।২২শে ফাল্গুন বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সপ্ত বিংশ বার্ষিক অবিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে এই উৎসরের সময় দেবার্চ্চনা, বেদাদি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ, শাস্ত্রের বিচার, বক্তৃতা এবং সংস্কৃত পরীক্ষার্থীদিগের পরীক্ষাদি গ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৯শে ফাল্গুন বুধবার হইতে ২৩শে ফাল্গুন রবিবার পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস জামালপুর হরিসভার ষোড়শ বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। এখানে ও ধর্ম্মব্যাখ্যাদি সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানেই উৎসব কার্য্য সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৭ই ফাল্গুন বলিহারের রাজা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর মহাশয় কৃষ্ণকালী নামে স্বভবনে ৺কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই উপলক্ষে রাজা বাহাদুর অনেক ব্যয় বিধান করিয়াছেন এবং দেশ বিদেশ হইতে বহুবিধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের যথাযোগ্য পূজা করিয়াছেন। আমরা ইহা শুনিয়া সুখী হইলাম। আজ কালকার দিনে এই প্রকার সাধু অনুষ্ঠানের কথা শুনিলে মন বড়ই প্রফুল্ল হয়। এইরূপ সংবাদ যদি মধ্যে মধ্যে প্রত্যেক রাজধানী হইতেই আমরা শুনিতে পাই, তবে আমাদের বড়ই আনন্দের বিকাস হইবে। আমরা ৺জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করি, মা যেন "কৃষ্ণকালী" নামে চিরদিনই কৃষ্ণেন্দ্রের কল্যাণ এবং এইরূপ সত্‌কার্য্যে উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

বিগত ১৯শে ফাল্গুন কলিকাতা তালতলা হরিসভাতে পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এক দিন বক্তৃতা করিয়াছেন। অনেক ভদ্র বিশিষ্ট লোক সভাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এবার বৎসর সমাপ্ত হইয়া আসিল, আর একখানি মাস গেলেই আমরা ১৩০০ সনে উপনীত হইব। দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও ১২৯৮ ও বর্ত্তমান (১২৯৯) সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকী আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকী রাখিলে ধর্ম্মমণ্ডলীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের কাগজ নহে, বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র, সুতরাং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যকর। সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ দেয় মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সহ, বেদব্যাস সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডে আমাদিগকে একবার জানাইবেন। এই বিনীত প্রার্থনা যেন, ধর্ম্মমণ্ডলীকে দায়গ্রস্ত না করেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

১২৯৯। চৈত্র।

শ্রীভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বিষয়।	লেখকগণ।	
		১৫৩।
হরিহরাত্মকস্তোত্রম্	...নচন্দ্র বিশারদ	১৫৪।
আয়ুর্ব্বেদ	...নচন্দ্র বিশারদ	১৫৬।
দ্বৈরণতা	...শধর তর্কচূড়ামণি	১৬১।
বিবেক		১৭২।
ধর্ম্মমণ্ডলীর বিজ্ঞাপন		১৭২।
ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যারম্ভ		১৭২।
অবশ্য দ্রষ্টব্য		

কলিকাতা।

৯৩নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্

অবনি যন্ত্রে

শ্রীমোহিনী মোহন হড় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সংবৎ ১৯৪৯।

বেদব্যাস পত্রিকার ডাক মাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সমর্থ পক্ষে ৪৲ টাকা অসমর্থ পক্ষে ২৲ টাকা।

শ্রীপ্রসন্নকুমার শাস্ত্রী—সহঃ সম্পাদক বেদব্যাস।
ধর্ম্মমণ্ডলী কার্য্যালয়।
৬৩নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

বেদব্যাস।
শাস্ত্র প্রচার বিভাগ।
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত
সুন্দর বঙ্গানুবাদ সহ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
মূল, সরলার্থ প্রবোধিনী, শাঙ্করভাষ্য, স্বামিকৃত টীকা,
মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, শাস্ত্র মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত
শ্রীযুক্ত শশধর তর্ক চূড়ামণিকৃত অপূর্ব্ব
বঙ্গানুবাদ ও নানাবিধ প্রয়োজনীয়
টিপ্পনী সম্বলিত।
বেদব্যাস সম্পাদক
শ্রীযুক্ত ভূধর চট্টোপাধ্যায়
এবং সহঃ সম্পাদক
দর্শন ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারদর্শী
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী
কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

সুখের বিষয় আজ কাল গীতা শাস্ত্রের আদর চারিদিকে। দেশী, বিদেশী, হিন্দু, অহিন্দু, গীতা নীহিত-তত্ত্বাশি পাঠ ও শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত, সে কারণ গীতার বহুল প্রচারের জন্য চারিদিক হইতে চেষ্টা হইতেছে। মূলগীতা, পকেটগীতা ইত্যাদি নাম দিয়া হাজার হাজার গীতা দেশ বিদেশে প্রচারিত হইতেছে। অনেকেই গীতা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছেন। আবার নানাজনে নানারূপ স্বকপোল কল্পনা প্রসূত নব অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত ভক্তগণকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু গীতার মর্ম্ম তত্ত্বদর্শী গুরুর উপদেশ সহ মহাজনদিগের কৃত ভাষ্য ও টীকাবলী অধ্যয়ন না করিলে কিছুতেই গীতার প্রয়োজন হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আজ পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ ভাষ্য ও টীকা সম্বলিত একখানিও গীতা প্রকাশিত হইল না। সে কারণ আমরা বহুযত্ন, বহু পরিশ্রম করিয়া যতদূর সম্ভব, বিশুদ্ধ ভাবে মুদ্রিত করিয়া এই গীতা গ্রন্থ প্রকাশে কৃত সংকল্প হইয়াছি। প্রথমে মূল, তৎপরে সরলার্থ প্রবোধিনী নামে অতি সরল অন্বয়, যাহা এমন কি বাঙ্গলা ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিও সহজে বুঝিতে পারিবেন, ক্রমে শাঙ্কর ভাষ্য স্বামিকৃত টীকা ও প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীমান্ মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, তদনন্তর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি কৃত ভক্তজনাদৃত বঙ্গানুবাদ থাকিবে। ইহার অতিরিক্ত আরও প্রয়োজনীয় অপূর্ব্ব টীকাটিপ্পনী বোধ সুগমার্থে নিম্নে দেওয়া হইবে। এখন বুঝুন কি অপূর্ব্ব রত্ন আপনাদের সম্মুখে ধরিলাম। যাহাদের কিছুমাত্র গীতার প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহারা যে অবিলম্বেই (১২৯৯) অপূর্ব্ব রত্ন প্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হইবেন, তাহাতে আর আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ছাপা অতি পরিষ্কার, কাগজ অতি সুন্দর, বাঁধাই অতি মনোরম। সর্ব্বাংশেই ইহাকে সুন্দর রুচিকর করা হইতেছে। অথচ মূল্য সামান্য ৩৲ তিন টাকা এবং ডাকমাশুল ৵০ আনা, মোট ৩৷৵০ তিন টাকা ছয় আনা মাত্র দিলেই এই অপূর্ব্ব সুন্দর বৃহৎ গ্রন্থ পাইবেন।

৩১ শে চৈত্র মধ্যে—যাঁহারা গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া টাকা পাঠাইবেন, তাঁহাদিগকে মাত্র মায় ডাকমাশুল ২৷০ আড়াই টাকায় এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ দিব। সুতরাং যাঁহারা ইতিমধ্যে গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদের পক্ষে কিরূপ সুলভ একবার ভাবিয়া দেখুন। মূল্য পশ্চাৎ বৃদ্ধি হইবে।

গীতা বৈশাখ মাসে বাহির হইবে।

টাকা কড়ি চিঠি পত্রাদি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী মহাশয়ের নামে ৬৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

বেদব্যাস।

৭ম বর্ষ।

৭ম ভাগ। | কলিকাতা, ১২৯৯ সন, চৈত্র। | ১২শ সংখ্যা।

হরিহরাত্মকস্তোত্রম্।

গোবিন্দ মাধব মুকুন্দ হরে মুরারে!
শম্ভো শিবেশ শশিশেখর শূলপাণে!।
দামোদরাচ্যুত জনার্দ্দন বাসুদেব!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১॥
গঙ্গাধরান্ধকরিপো হর নীলকণ্ঠ!
বৈকুণ্ঠ কৈটভরিপো করঠাঙ্গপাণে!।
ভূতেশ খণ্ডপরশো মৃড় চণ্ডিকেশ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ২॥
বিষ্ণো নৃসিংহ মধুসূদন চক্রপাণে!
গৌরীপতে গিরিশ শঙ্কর চন্দ্রচূড়!।
নারায়ণ সুরনিবর্হণ শার্ঙ্গপাণে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৩॥
মৃত্যুঞ্জয়োগ্র বিষমেক্ষণ কামশত্রো!
শ্রীকান্ত পীতবসনাম্বুদনীল শৌরে!।
ঈশান কৃত্তিবসন ত্রিদশৈকনাথ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৪॥
লক্ষ্মীপতে মধুরিপো পুরুষোত্তমাদ্য!
শ্রীকণ্ঠ দিগ্বসন শান্ত পিনাকপাণে!।
আনন্দকন্দ ধরণীধর পদ্মনাভ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৫॥
সর্ব্বেশ্বর ত্রিপুরসূদন দেবদেব!
ব্রহ্মণ্যদেব গরুড়ধ্বজ শঙ্খপাণে!।
ত্র্যক্ষোরগাভরণ বালমৃগাঙ্কমৌলে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৬॥
শ্রীরাম রাঘব রমেশ্বর রাবণারে!
ভূতেশ মন্মথরিপো প্রমথাধিনাথ!।
চাণূরমর্দ্দন হৃষীকপতে মুরারে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৭॥
শূলিন্ গিরীশ রজনীশকলাবতংস!
কংসপ্রণাশন সনাতন কেশিনাশ!।
ভর্গ ত্রিনেত্র ভব ভূতপতে পুরারে!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৮॥
গোপীপতে যদুপতে বসুদেবসূনো!
কর্পূরগৌরবৃষভধ্বজ ভালনেত্র!।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ধর্ম্মধুরীণ গোপ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ৯॥
স্থাণো ত্রিলোচন পিনাকধর স্মরারে!
কৃষ্ণানিরুদ্ধ কমলাকর কন্মষারে!।
বিশ্বেশ্বর ত্রিপথগার্দ্রজটাকলাপ!
ত্যাজ্যা ভটা য ইতি সন্ততমামনন্তি॥ ১০॥
অষ্টোত্তরাধিকশতেন সুচারুনাম্নাং
সন্দর্ভিতাং ললিতরত্নকদম্বকেন।
সন্নায়কাং দৃঢ়গুণাং নিজকণ্ঠগাং যঃ
কুর্য্যাদিমাং স্রজমহো স যমং ন পশ্যেৎ॥ ১১॥
ইত্থং দ্বিজেন্দ্র নিজভৃত্যগণান্সদৈব
সংশিক্ষয়েদবনিগান্স হি ধর্ম্মরাজঃ।
অন্যেঽপি যে হরিহরাঙ্কধরা ধরায়াং
তে দূরতঃ পুনরহো পরিবর্জ্জনীয়াঃ॥ ১২॥
যোধর্ম্মরাজরচিতাং ললিতপ্রবন্ধাং
নামাবলিং সকলকল্মষবীজহন্ত্রীম্।
ধীরোঽত্র কৌন্তভভৃতঃ শশিভূষণস্য
নিত্যং জপেৎস্তনরসং ন পিবেৎ স মাতুঃ॥ ১৩॥
ইতিশৃণ্ন্ কথাং রম্যাং শিবশর্ম্মা প্রিয়েঽনঘাম্।
প্রহর্ষবক্ত্রঃ পুরতোদদর্শাপ্সরসাং পুরীম্॥ ১৪॥

ইতি শ্রীস্কন্দপুরাণে কাশীখণ্ডে ধর্ম্মরাজবিরচিতা হরিহরাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা।

আয়ুর্ব্বেদ।

(ফাল্গুনমাসে প্রকাশিতের পর)

উল্লিখিত কারণে (১৩৭ পৃষ্ঠা দেখ) জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা কদাচ যথাকালে জলবর্ষণ করেন, কদাচ করেন না, কদাচ বিকৃত জলবর্ষণ করিয়া থাকেন। বাহ্য বায়ু আর স্বাভাবিকরূপে প্রবাহিত হয় না। পৃথিবীর উর্ব্বরতা গুণাদির বিকৃতি উপস্থিত হয়। অনেক স্থলে জল শুষ্ক হইয়া যায়। শস্য সকল হিতকারক স্বভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিকৃতি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ঐ বিকৃত শস্য আহার, বিকৃত জল পান এবং বিকৃত বায়ুর স্পর্শ দোষে দেশাধিবাসী সমস্ত লোক উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। (ঙ)

এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, এক প্রদেশ বা এক দেশবাসী বহু সংখ্যক লোকের প্রকৃতি, আহার, দেহ, বল, সাতত্য অর্থাৎ আহারাদি বিষয়ক অভ্যাস, মনের অবস্থা ও বয়ঃক্রম, এ সমস্তই ভিন্ন ভিন্ন, তথাপি সকলেই একবিধ মহামারীদ্বারা আক্রান্ত হয় কেন, ভগবান্ আত্রেয় (পুনর্ব্বসু ঋষি) তদ্‌বিষয়ে এই বলিয়াছেন যে,—বহু সংখ্যক মনুষ্য উল্লিখিত প্রকৃতি ও আহারাদি বিষয়ে অসমান ভাবাপন্ন হইলেও যে সকল পদার্থ সকলের পক্ষেই সাধারণ, তাহাদিগের বিকৃতি ঘটিলেই সকলের পক্ষে সমান কারণ ঘটিয়া উঠে। এই নিমিত্তই বহু লোকের এককালে একবিধ ব্যাধি উপস্থিত হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। সেই সাধারণ পদার্থগুলি এই,—বায়ু, জল, দেশ ও কাল। (চ)

নিম্নলিখিত রূপ বায়ুকে বিকৃত অর্থাৎ পীড়াজনক বুঝিতে হইবে। যথা—

যে ঋতুতে যেরূপ বায়ুবহন হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম, তাহার বিপরীত,—অতি নিশ্চল, অতি চঞ্চল, অতি কর্কশ, অতি শীতল, অতি উষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতিশয় অভিষ্যন্দি (বাত পিত্তাদি দোষ রস রক্তাদি ধাতু ও মূত্র কিট্টাদি মলের ক্লেদ জনক), অতি ভয়ানক শব্দ বিশিষ্ট, পরস্পর বিপরীত দিক হইতে আসিয়া যাহারা পরস্পরের গতি প্রতিহত করে, অতিশয় কুণ্ডলাকার (ঘূর্ণিবায়ু) অনিষ্টকারী গন্ধ, বাষ্প, বালুকা, পাংশু (ছাই) ও ধূমযুক্ত। [ছ]

নিম্নলিখিত রূপ জলকে স্বগুণ রহিত অর্থাৎ বিকৃত বুঝিতে হইবে। যথা,—

অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শবিশিষ্ট, অতিশয় ক্লেদ যুক্ত, যাহাতে জলচর পক্ষীসকল (হংস প্রভৃতি) বিচরণ করিতে চাহে না, জলাশয়ের অধিকাংশ জল শুষ্ক হইবার পর যাহা অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, যাহা দর্শন ও স্পর্শনাদিতে অপ্রীতিজনক [জ]।

নিম্নলিখিত রূপ দেশ ও প্রদেশাদিকে বিকৃত অর্থাৎ পীড়াজনক বুঝিতে হইবে। যথা,—

যে স্থানের বর্ণ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ স্বাভাবিকের বিপরীত হইয়াছে। যাহাতে অধিক ক্লেদ হইয়াছে। সরীসৃপ, সর্প, মশক, অন্যান্য পতঙ্গ, মক্ষিকা, মূষিক, (ইন্দুর) পেচক, শ্মশানিক (হাড়গেলা পাখীর প্রকার বিশেষ) শকুনি (হাড়গেলা) ও শৃগাল প্রভৃতি বাস করিতেছে। যে স্থান নানাবিধ তৃণ ও উলুঘাসদ্বারা জঙ্গলের ন্যায় হইয়া গিয়াছে। যথায় বহুতর গুল্ম ও লতাদি জন্মিয়াছে। যাহা কর্ষণাদির অভাবে অত্যন্ত পতিত এবং যথাকার শস্য সকল শুষ্ক ও নষ্ট হইয়াছে। বায়ু স্বচ্ছতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধূম্রবর্ণ হইয়াছে। পক্ষীসকল সর্ব্বদা চিৎকার করিতেছে। কুক্কুরেরা ক্রন্দন ধ্বনি করিতেছে। বিবিধ মৃগ ও পক্ষী ব্যথিত হইয়া বিশৃঙ্খল ভাবে গতাগতি করিতেছে। অধিবাসী ব্যক্তিরা ধর্ম্ম, সত্য, লজ্জা, আচার ও সৎস্বভাবকে পরিত্যাগ (অথবা বিকৃত) করিয়াছে। জলাশয় সকল বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে সর্ব্বদা বিলোড়িত ও উচ্ছলিত হইয়া থাকে। উল্কাপাত, বজ্রপাত ও ভূমিকম্প হইতেছে। সর্ব্বদাই অতি ভয়ানক শব্দ শ্রুত হয়। সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা সকল সর্ব্বদা রুক্ষ, তাম্র বা অরুণ, অথবা শুভ্রবর্ণ মেঘসমূহদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। অন্তঃকরণ যেন নিরন্তর সম্ভ্রান্ত ও উদ্‌বিগ্ন হইতে থাকে। সর্ব্বদাই যেন ভয়ের সহিত রোদন ধ্বনি শ্রুত হয়। দিক্ সকল যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন বোধ হয় এবং কোথা হইতে যেন পিশাচবৎ জন্তুদিগের শব্দের ন্যায় বহুতর শব্দ শ্রুত হইতে থাকে [ঝ]।

[ঙ] "তেন আপো যথা কালং দেবোবর্ষতি, নবা বর্ষতি, বিকৃতং বা বর্ষতি। বাতা ন সম্যগ্‌বান্তি। ক্ষিতির্ব্যাপদ্যতে। সলিলান্যুপশুষ্যন্তি। ওষধয়ঃ স্বভাবং পরিহায় আপদ্যন্তে বিকৃতিম্। তত উদ্ধ্বংসন্তে জনপদাঃ স্পর্শাভ্যবহার্য্যদোষাৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অ)

[চ] "অপি তু খলু জনপদোদ্ধ্বংসনমেকেন ব্যাধিনা যুগপদসমানপ্রকৃত্যাহারদেহবলসাতত্ম্যসত্ত্ববয়সাং মনুষ্যাণাং কস্মাদ্‌ভবতীত্যত্র উবাচ ভগবানাত্রেয়ঃ।

এবমসামান্যবতামেভিরপি প্রকৃত্যাদিভির্ভাবৈর্মনুষ্যাণাং যেঽন্যে ভাবাঃ সামান্যাঃ তদ্বৈগুণ্যাৎ সমানকালাঃ সমানলিঙ্গাশ্চ ব্যাধয়োঽভিনির্বর্ত্তমানা জনপদমুদ্ধ্বংসয়ন্তি। তে তু খল্বিমে ভাবাঃ সামান্যাঃ জনপদেষু ভবন্তি। তদ্‌যথা, বায়ুরুদকং দেশঃ কাল ইতি।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ছ] "অত্র বাতমেবংবিধম্ অনারোগ্যকরং বিদ্যাৎ। তদ্‌যথা, যথর্ত্তু-বিষমম্, অতিস্তিমিতম্ অতিচলম্, অতি পরুষম্, অতি শীতলম্, অত্যুষ্ণম্, অতি রুক্ষং, অত্যভিষ্যন্দিনম্, অতিভৈরবারাবম্, অতি প্রতিহতপরস্পরগতিম্, অতি কুণ্ডলিনম্, অসাতত্ম্যগন্ধবাষ্পসিকতাপাংশুধূমোপহতম্ ইতি।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[জ] "উদকন্তু খলু অত্যর্থবিকৃতগন্ধবর্ণরসস্পর্শবৎ, ক্লেদবহুলম্, অপক্রান্তজলচরবিহঙ্গম্, উপক্ষীণজলাশয়ম্, অপ্রীতিকরম্ অপগতগুণং বিদ্যাৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ঝ] "দেশং পুনঃ প্রকৃতিবিকৃতবর্ণগন্ধরসস্পর্শম্ ক্লেদবহুলম্। সরীসৃপব্যালমশকশলভমক্ষিকামূষিকোলূকশ্মাশানিকশকুনিজম্বুকাদিভিরুপসৃষ্টম্, তৃণোলূপোপবনবন্তম্, লতাপ্রতানাদিবহুলম্, অপূর্ব্ববৎ অবপতিতং, শুষ্কনষ্টশস্যম্, ধূম্র-

নিম্নলিখিত কালকে অহিতকর বুঝিতে হইবে। যথা,—

যে ঋতুতে যে সকল লক্ষণ হওয়া স্বাভাবিক নিয়ম, তাহাতে সেই সকল লক্ষণ অত্যল্প ভাবে অথবা অত্যধিক ভাবে কিম্বা বিপরীত ভাবে উপস্থিত হইলে [ঞ]। উল্লিখিত রূপ চতুর্ব্বিধ পদার্থ, অর্থাৎ বিকৃত বায়ু, জল, দেশ ও কাল, দেশধ্বংসকারিণী মহামারীর কারণ হইয়া থাকে [ট]

৩। কখন কখনও অধর্ম্মের প্রভাব বশতঃ গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতু সকলের বাহ্যদৃশ্য অন্যথা ভাব না হইয়াও মহমারী ঘটিয়া থাকে। তদ্‌বিষয়ে নিম্ন লিখিত কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

কৃত্যা (রাজার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন মন্ত্রীর কৃত অভিচার নামক দৈব কর্ম্ম)। অভিশাপ (গুরু ও সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতির নিকট অপরাধ প্রযুক্ত তাঁহাদিগের মুখ হইতে অনিষ্ট সাধক বাক্য প্রয়োগ)। পিশাচ ও রাক্ষসদিগের ক্রোধ, মনুষ্যদিগের শরীর, বাক্য ও মনঃদ্বারা অনুষ্ঠিত অসৎকর্ম্ম জন্য অধর্ম্ম। বিরুদ্ধগ্রহ (শনৈশ্চর প্রভৃতি)। বিরুদ্ধ নক্ষত্রদিগের আচরণ (উল্কাপাত প্রভৃতি)। বিধি বিরুদ্ধরূপে নির্ম্মিত গৃহ। শাস্ত্র বিরুদ্ধরূপে পরিণীতা কুলক্ষণা ভার্য্যা। বিধি বিরুদ্ধ শয্যা, আসন, বাহন (পালকী প্রভৃতি) মণি (হীরক, স্ফটিক প্রভৃতি) অন্যান্য রত্ন এবং অপরাপর কুলক্ষণাক্রান্ত গৃহোপকরণ সকল উহার কারণ হইয়া থাকে [ঠ] (১)।

চিকিৎসা।

পূর্ব্বোক্ত অতিভয়ঙ্কর মহামারীর কারণ কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াই পরম পূজনীয় মহর্ষিগণ নিশ্চিন্ত হন নাই। তাঁহারা তাদৃশ বিপৎকালে জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ বেদ মতানুযায়িনী চিকিৎসারও নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, জনপদোদ্ধ্বংসনীয় রোগের সময়ে যে সকল লোকের সমভাবে আয়ুক্ষয় না হইয়াছে এবং যাহারা রোগের কারণ স্বরূপ সমানরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াছে, অথচ অন্যের অপরাধে পীড়ারূপ দণ্ডের ভাগী হইতেছে, চিকিৎসাদ্বারা তাহাদিগের রোগ শান্তি ও সুস্থতা বৃদ্ধি হইতে পারে। [ড]

তাহাদিগের চিকিৎসা এই,—

১। সমস্ত দেশে জল, বায়ু ইত্যাদি দূষিত হইবার পূর্ব্বে যে সকল ঔষধ দ্রব্য উদ্ধৃত করা আছে, তাহার দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিবে।

২। বিকৃত দেশ ছাড়িয়া যে সকল দেশ বা প্রদেশ অবিকৃত আছে, তথায় গমন পূর্ব্বক অবস্থান ও চিকিৎসা করিবে।

৩। সাধারণতঃ অন্যান্য রোগীর ন্যায় এতাদৃশ রোগীর পক্ষেও অবস্থা বিশেষে পঞ্চকর্ম্ম অর্থাৎ বাতের শান্তির জন্য "নিরূহ" (একপ্রকার পিচ্‌কারী), পিত্তের শান্তির জন্য, "কায়বিরেক" (জোলাপ) এবং কফের শান্তির জন্য, "বমন" ও "শিরোবিরেক" (নস্য ইত্যাদি দ্বারা মস্তকের কফ নিঃসারণ), আর অপরিষ্কৃত রক্তের শান্তি জন্য রক্তমোক্ষণ, [*] এই পাঁচ প্রকার সংশোধন চিকিৎসা করিবে। এস্থলে প্রয়োজন মত সংশমন চিকিৎসা অর্থাৎ জ্বরাদি নাশক গুলঞ্চ প্রভৃতি ঔষধের প্রয়োগও বুঝিয়া লইতে হইবে।

৪। আয়ুর বৃদ্ধি নিমিত্ত ও গুরুতর রোগ নাশের সাহায্যার্থ আয়ুর্ব্বেদীয় "রসায়ন তন্ত্র" নামক অংশের উপদেশানু-

---

পবনম্ প্রধ্মাতপতত্রিগণম্, উৎক্রুষ্টশ্বগণম্, উদ্‌ভ্রান্তব্যথিতবিবিধমৃগপক্ষিসঙ্ঘম্, উৎসৃষ্টধর্ম্মসত্যলজ্জাচার-শীলজানপদম্, শশ্বৎ ক্ষুভিতোদীর্ণসলিলাশয়ম্, প্রততোল্কাপাতনির্ঘাতভূমিকম্পম্, অতিভয়ারাবরূপম্, রুক্ষতাম্রারুণসিতাভ্রজালসংবৃতার্কচন্দ্রতারকম্, অভীক্ষ্ণং, সম্ভ্রমোদ্‌বেগমিব, সত্রাসরুদিতমিব, সতমস্কমিব, গুহ্যকাচরিতমিব, অক্রন্দিতশব্দবহুলঞ্চ, অহিতং বিদ্যাৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ঞ] "কালন্তু খলু যথর্ত্তুলিঙ্গাদ্‌বিপরীতলিঙ্গম্, অতি লিঙ্গম্, হীনলিঙ্গঞ্চ অহিতং ব্যবস্যেৎ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ট] "ইমানেবং যুক্তাংশ্চতুরোভাবান্ জনপদোদ্ধ্বংসনকরান্ বদন্তি কুশলাঃ।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

[ঠ] "কদাচিদব্যাপন্নেষ্বপি ঋতুষু কৃত্যাভিশাপপিশাচরক্ষঃক্রোধাধর্ম্মৈরুপধ্বস্যন্তে জনপদাঃ। গ্রহনক্ষত্রচরিতৈর্ব্বা। গৃহদারশয়নাসনযানবাহনমণিরত্নোপকরণগর্হিতলক্ষণনিমিত্তপ্রাদুর্ভাবৈর্ব্বা।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৬ অ)

"রক্ষোগণাদিভির্ব্বা বিবিধৈর্ভূতসঙ্ঘৈস্তমধর্ম্মম্ অন্যদ্বা অপচারান্তরম্ উপলভ্য অভিহন্যন্তে। তথা অভিশাপস্য অধর্ম্ম এব হেতুর্ভবতি। তে লুপ্তধর্ম্মাণোধর্ম্মাদপেতা গুরুবৃদ্ধসিদ্ধর্ষিপূজ্যান্ অবমত্য অহিতান্যাচরন্তি। ততস্তাঃ প্রজাঃ গুর্ব্বাদিভিরভিশপ্তা ভস্মতামুপযান্তি প্রাগেবানেকপুরুষকুলবিনাশায়।"

(চরক, বিমানস্থান, ৩ অধ্যায়)

(১) শাস্ত্ররূপগভীর সমুদ্রে জগতের কার্য্য কারণ নির্ণয় বিষয়ে কত কোটি-সিদ্ধান্ত রত্ন নিহিত আছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ ব্যাপার নহে। সামান্য বুদ্ধিতে প্রস্তাবিত স্থলে অভিচার কার্য্যের সত্যতা, অভিশাপের প্রভাব, পিশাচ ও রাক্ষসাদির ক্রোধ, শনৈশ্চরাদি গ্রহের এবং অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্রের বিরুদ্ধতা, পরিণীতা পত্নীর কুলক্ষণ এবং মণিরত্নাদির অশুভলক্ষণের বিষয় আপাততঃ অনেকের নিকট উপহাসাস্পদরূপে বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য জীবন তত্ত্ব যে সকল ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষির জ্ঞান-নেত্রের গোচর হইয়াছে, তাঁহারা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং বেদাঙ্গ স্বরূপ জ্যোতিষশাস্ত্রে যাহা স্বীকৃত হইয়াছে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির নিকট তাহা উপহাসের বিষয় হইতে পারে না।

[ড] "চতুর্ষ্বপি তু দুষ্টেষু কালান্তেষু যদা নরাঃ।
ভেষজে নোপপাদ্যন্তে ন ভবন্ত্যাতুরাস্তদা।
যেষাং ন মৃত্যুসামান্যং সামান্যং ন চ কর্ম্মণাম্॥"

(চরক সংহিতা বিমানস্থান, ৩ অ)

[*] "উদীরয়েৎ বহির্দ্দোষান্ পঞ্চধা শোধনং হি তৎ।
নিরূহোবমনংকায়শিরোরেকোঽস্রবিস্রুতিঃ॥"

(বাভট সূত্রস্থান, ১৪ অ,)

স্থায়ী বিবিধ ঔষধ প্রয়োগ ও স্বাস্থ্য রক্ষা ঘটিত নিয়ম পালন করিবে। [গ]

৫। অধর্ম্ম জন্য দুর দৃষ্ট নাশার্থ প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে নিম্ন-লিখিত কার্য্য করিবে। যথা,—

সর্ব্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ। প্রাণীদিগের প্রতি দয়া। সৎপাত্রে দান। দেবতাদিগের উদ্দেশে নানাবিধ বলি (উপহার)। ন্যায়, ভক্তি প্রভৃতি সৎবৃত্তি সকলের অবলম্বন। শান্তি ও নিরহঙ্কারতা প্রকাশ। ব্রহ্মচর্য্য ঘটিত নিয়ম সকলের সেবন, অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের দমন। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিদিগের সেবা। জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক মহর্ষিগণের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র ঘটিত উপদেশ গ্রহণ ও তাহার চর্চ্চা। জ্ঞান বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের ও মাননীয় সত্ত্বগুণপ্রধান ধার্ম্মিক ব্যক্তি-গণের সহিত সর্ব্বদা অবস্থান। [ঢ]

এস্থলে মনুষ্যদিগের জীবন, সুস্থতা ও পীড়ার সহিত এবং আয়ুর বৃদ্ধি ও হ্রাসের সহিত ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, বা পুণ্য ও পাপের সম্বন্ধের বিষয় পাঠ করিয়া বিদ্যমান সময়ের অনেকেই হয়ত হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু জীবন ব্যাপা-রের সহিত ঐ সকল পদার্থের কেমন নিত্য, অকাট্য ও বিজ্ঞান সম্মত সম্বন্ধ আয়ুর্ব্বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, আমরা তাহা প্রমাণ সহিত অপর প্রবন্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকগণের গোচর করিব।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[গ] "রসায়নতন্ত্রং নাম, আয়ুর্ম্মেধাবলকরং রোগাপহরণসমর্থঞ্চ।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ অধ্যায়)

[ঢ] কর্ম্ম পঞ্চবিধং তেষাং ভেষজং পরমুচ্যতে।
রসায়নানাং বিধিবচ্চোপযোগঃ প্রশস্যতে।
শস্যতে দেহবৃত্তিশ্চ ভেষজৈঃ পূর্ব্বমুদ্ধৃতৈঃ॥
সত্যং ভূতে দয়া দানং বলয়োদেবতার্চ্চনম্।
সদ্বৃত্তস্যানুবৃত্তিশ্চ প্রশমোগুপ্তিরাত্মনঃ॥
হিতং জনপদানাঞ্চ শিবানামনুসেবনম্।
সেবনং ব্রহ্মচর্য্যস্য তথৈব ব্রহ্মচারিণাম্॥
সঙ্কথা ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং মহর্ষীণাং জিতাত্মনাম্।
ধার্ম্মিকৈঃ সাত্ত্বিকৈর্নিত্যং সহাস্যা বৃদ্ধসম্মতৈঃ॥
ইত্যেতদ্ভেষজং প্রোক্তং আয়ুষঃ পরিপালনম্।
যামনিয়তোমৃত্যুঃ তস্মিন্ কালে সুদারুণে॥

(চরক সংহিতা, বিমানস্থান, ৩ অ,)

"তত্র অব্যাপন্নানামোষধীনামপাঙ্কোপযোগঃ। * * * তত্রস্থানপরিত্যাগ—শান্তিকর্ম্ম—প্রায়শ্চিত্ত—মঙ্গল—জপহোমোপহারেজ্যাঞ্জলি—নমস্কার—তপো—নিয়ম—দয়া—দান—দীক্ষাভ্যুপগম—দেবতা—ব্রাহ্মণ—গুরু—পরৈর্ভবিতব্যম্। এবং সাধু ভবতি।"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৬ অধ্যায়)

স্ত্রৈণতা।

বিবাহরূপ পবিত্র সংযোগদ্বারা একটী স্ত্রীর সহিত একটী পুরুষের যাবজ্জীবন সংসারবন্ধন পৃথিবীর সভ্যাসভ্য সকল জাতিতেই চিরকাল প্রচলিত আছে। উহা যে মানব প্রকৃতির অনুযায়ী এবং পরম হিতকর, তাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ রূপে সম্বন্ধিত ঐরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা বিবেচ্য বিষয়। পৃথিবীর পণ্ডিত শিরোমণি আর্য্যজাতীয়, মহর্ষিগণ ঐরূপ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পুরুষের নাম স্বামী রাখিয়াছেন। স্বামীশব্দের প্রকৃত অর্থ প্রভু (১)। তিনি আপন স্ত্রীর ভরণ পোষণাদি করেন, এই নিমিত্ত তাঁহার অপর নাম ভর্ত্তা ও পতি (২) হইয়াছে। পত্নী যে কোনও বিষয়ে পতির প্রতি প্রভুত্ব করিবেন, আর্য্যজাতির শাস্ত্রে তাহার কোনও বিধান নাই। ছায়া যেমন বৃক্ষাদির অনুগামিনী, সেইরূপ পত্নী সর্ব্বদাই পতির অনুগামিনী (৩) হইবেন, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রেত।

বহুদর্শী অথচ জগতের হিতৈষী শাস্ত্রকারদিগের ঐরূপ ব্যবস্থা প্রকৃতির অনুযায়ী ব্যতিরেকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ নহে। স্বাভাবিক নিয়মে স্ত্রীজাতির শারীরিক অবয়ব গত বৈলক্ষণ্য (যথা নিতম্ব ও স্তনদ্বয়ের উচ্চতা) প্রযুক্ত সর্ব্বতোভাবে পুরুষবৎ শরীর সঞ্চালনে অপটুতা এবং গর্ভধারণের নিয়মানুসারে সময়ে সময়ে ক্রমাগত কিছুকাল শারীরিক অকর্ম্মণ্যতা, পর-সাহায্যের সাপেক্ষতা ইত্যাদি ঐশ্বরিক নিয়মদ্বারা অকাট্য রূপে প্রতিপন্ন হয় যে, পত্নী, পতির তুল্য নহে। প্রত্যুত সর্ব্বদা বহুতর বিষয়ে তাঁহাকে পতির মুখাপেক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এই প্রকৃতির নিয়ম পালন করিলেই সুখ ও লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত।

পত্নীকে নিজদেহের অর্দ্ধাংশ স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, তাঁহার দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করা অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহার দুঃখ নিবারণ ও সুখবর্দ্ধনের চেষ্টা করা পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু যাহা করিতে গেলে নিজ স্বামিত্বের বিলোপ হয়,—দয়া, ন্যায়পরতা ও ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল, কাম, লোভ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের নিকট পরাজিত হয়, সংসারের বহুতর নিয়ম শৃঙ্খলার ছেদন হওয়াতে একজনের নিকৃষ্ট সুখের নিমিত্ত অনেক ব্যক্তির শত সহস্র দুঃখের আবির্ভাব হইতে থাকে, তাহা পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। যে পুরুষ ব্যক্তি আপন ধর্ম্ম প্রবৃত্তির অল্পতা এবং

(১) স্ব শব্দে ঈশ্বরত্ব অর্থাৎ প্রভুত্ব। যাহার স্ব অর্থাৎ প্রভুত্ব আছে, এই অর্থে স্ব শব্দের উত্তর আমিন্ প্রত্যয় করিয়া স্বামী শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "স্বাদামিন্ ঐশ্বর্য্যে" [ব্যাকরণ কৌমুদী]

(২) "ভরণাদ্ভর্ত্তা পালনাচ্চ পতিঃ স্মৃতঃ" [স্মৃতি]

(৩) চ্ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিতকর্ম্মসু।
দাসীব দিষ্টকার্য্যেষু ভার্য্যা ভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ॥
শুক্রনীতি, ৪ অ, ৪ প্র, ১২ শ্লোক।

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রযুক্ত উল্লিখিত রূপে পত্নীর নিকট আপনার ন্যায়ানুযায়ী স্বামিত্ব বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাঁহাকেই আমরা এস্থলে, স্ত্রৈণ পুরুষ (৪) বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

এতাদৃশী স্ত্রৈণতা নিতান্ত গর্হিত এবং অত্যন্ত অনিষ্টকর, ইহা প্রতিপাদন করাই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। তথাহি,—

১। পিতা, মাতা প্রভৃতি একান্ত কৃতজ্ঞতা ভাজন ব্যক্তি-গণের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন এবং তদর্থে শারী-রিক পরিশ্রম, মানসিক চিন্তা এবং অর্থদ্বারা সাহায্য করা পুত্রাদির অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত ও সর্ব্বতো-ভাবে বিশুদ্ধ যুক্তির অনুমোদিত, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষদিগের এতাদৃশ কার্য্যের প্রবৃত্তি স্বতঃই অল্প হইয়া যায়। তাহার কারণ এই—আলোক ও অন্ধকার এই দুই পদার্থ যেমন পরস্পর বিরোধী, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই দুইটীও সেইরূপ। ইহাদিগের একের বৃদ্ধি হইলেই অন্যের হ্রাস হইবে, ইহা স্বতঃ সিদ্ধ। স্ত্রৈণ পুরুষেরা আপন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা প্রযুক্ত তৎপ্রবৃত্তি সাধনের উপকরণ স্বরূপ পত্নীকে অতি উপাদেয় পদার্থ এবং অদ্বিতীয় প্রীতির আধার ও পরম সুহৃৎ মনে করিতে থাকে। এইরূপে ন্যায়পরতা নামক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মলিনতা হইয়া উঠে। আবার ক্রমশঃ অভ্যাসদ্বারা কাম, লোভ ও স্বার্থপরতা রূপ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির অতি প্রবলতা হইলেই ন্যায়পরতা, দয়া ও ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবৃত্তিগুলি নিতান্ত হীনপ্রভা হইয়া আইসে। এতাদৃশ অব-স্থায় পাপাত্মা স্ত্রৈণ পুত্রের বিকৃত অন্তঃকরণে জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি এবং জনকের অদ্বিতীয় হিতৈষিতা ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হয় না। তখন পিতা, মাতা প্রভৃতিকে কুপোষ্য ব্যক্তি বলিয়া তাহার সংস্কার জন্মে। সুতরাং তাদৃশ পুত্র আপন পিতা মাতা প্রভৃতির ভরণ পোষণে একেবারে বিরত, অথবা নিতান্ত শিথিলপ্রযত্ন হয়। অথবা তৎকার্য্যে অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। এতাদৃশ ব্যাপার অতিশয় নিন্দনীয় ও অসা-ধারণ অনিষ্টকর, তাহার সন্দেহ নাই।

২। স্ত্রৈণ ব্যক্তির প্রকৃতি ভেদে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম প্রবৃত্তি-গুলি সর্ব্বতোভাবে হীন না হইলেও তাদৃশ ব্যক্তি আপন সৎ ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে পারে না। তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে।

চিরপরিচিত ও স্নেহ-মমতাকারী পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে ছাড়িয়া ভিন্ন দেশস্থ অপরিচিত ব্যক্তির বাটীতে গিয়া, শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতিকে পিতা মাতার স্থানীয় বলিয়া বিবেচনা করা, স্ত্রীজাতির পক্ষে এক প্রকার অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহা যে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্বিষয়ে শত শত কারণ এবং শত শত শাস্ত্রীয় শাসন বিদ্যমান রহিয়াছে ও অদ্যাবধি আবহমান কাল ঐ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণের এই অতি প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনটী স্বামীর প্রতি নিতান্ত নির্ভর করে। স্বামী যখন, বাক্যদ্বারা বলিবেন এবং কার্য্যদ্বারা দেখাইবেন যে, তাঁহার পিতা মাতা প্রভৃতি তাঁহার অদ্বিতীয় হিতৈষী ও পরম পূজাস্পদ ব্যক্তি, তিনি তাঁহাদিগের উপকারের নিমিত্ত জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন, তখন তাঁহার পত্নীর অন্তঃকরণেও শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতির প্রতি ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হইতে থাকিবে এবং তাহা ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু স্ত্রৈণ পুরুষদিগের স্বকীয় প্রকৃতির স্বাভাবিক নীচতাপ্রযুক্ত নিজ পত্নীর প্রতি তাদৃশ উপদেশ প্রদানের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং তাদৃশ পুরুষের পত্নীও শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতির আনুগত্য করিতে সম্মত হয় না। এ দিকে লোকসমাজের নিয়মানু-সারে শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতির নিকট তাদৃশ বধূদিগকে কিছু না কিছু নিন্দাবাদ সহ্য করিতেই হয়। তখন তাদৃশী পত্নীর ভক্তি নামক ধর্ম্ম প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে প্রতিহিংসা নামক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উদিত হইয়া সুখের সংসারে বিষাগ্নি প্রজ্বলিত করে। স্ত্রীর একান্ত মতবিরুদ্ধ, অথবা সম্পূর্ণ নিষেধকে অতিক্রম করিয়া স্ত্রৈণ পতি, আর আপন পিতা মাতার আনুগত্য এবং অবশ্য কর্ত্তব্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয় না।

৩। স্ত্রৈণ পতির পত্নী স্বার্থসাধনার্থ আপন পতির স্ত্রৈণপ্রকৃতিকে অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবর, ননান্দৃ (ননদ—অর্থাৎ স্বামির ভগিনী) প্রভৃতির সহিত আপন স্বামীর মনান্তর করিয়া দিবার বিষয়ে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকে এবং তাহাতে প্রায়ই কৃতকার্য্যতা লাভ করে; ইহা বিখ্যাত রহিয়াছে। এতাদৃশ ঘটনাদ্বারা মানবসমাজের কত অনিষ্ট সংঘটন হইয়া থাকে, তাহা ইতিহাস শাস্ত্রে জাজ্বল্যমান রহি-য়াছে, এবং পৃথিবীর সকল দেশে, সকল অঞ্চলে, এমন কি সকল গৃহেই অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে, এরূপ বলিলে অসঙ্গত হয় না।

সূর্য্যবংশীয় মহারাজা দশরথ, সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত হইয়াও স্ত্রৈণতাদোষে সর্ব্বগুণসম্পন্ন নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস প্রদান করিয়া পৃথিবীস্থিত যাবতীয় সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ে যে ব্যথা প্রদান করিয়াছেন, তাহা রামা-য়ণ গ্রন্থে মহাকবি বাল্মীকির অমৃতময়ী রচনাতে গ্রথিত আছে।

ফলতঃ যে সকল ব্যক্তি সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থার অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, স্ত্রৈণ পুরুষেরা আপন পিতাকে পর, আর পত্নীর পিতাকে পূজনীয়, আপন জননীকে একজন সাধারণ পোষ্যব্যক্তি, আর পত্নীর মাতাকে নিজ গর্ভধারিণী অপেক্ষা শতগুণে আত্মীয় ও পূজনীয়, আপনার আজন্মবান্ধব সহোদরগণকে কুপোষ্যবর্গ এবং পত্নীর ভ্রাতাদিগকে সহোদর অপেক্ষা সহস্রগুণে হিতৈষী ও আত্মীয়, সহোদরা ভগিনীদিগকে নিতান্ত কুপোষ্য এবং পত্নীর ভগিনী-দিগকে পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া কায়মনোবাক্যে ও অর্থ সম্পত্তিদ্বারা পিতৃকুলের প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য সাহায্যের ত্যাগ বা হ্রাস করিয়া শ্বশুর কুলের প্রতিই বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। ফলতঃ স্ত্রৈণতারূপ মহাপাপের আক্রমণে মানবের

(৪) "স্ত্রিয়া জিতঃ স্ত্রৈণঃ" [ব্যাকরণ কৌমুদী] অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রীর নিকট পরাজিত হইয়াছে, এই অর্থে স্ত্রী শব্দের উত্তর ঈন প্রত্যয় করিয়া স্ত্রৈণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

স্বর্গীয় প্রকৃতি অস্বাভাবিকরূপে বিকৃত হইয়া যায়, তাহার সংশয় নাই।

যখন দৃষ্ট হয় যে, পাষাণচিত্ত স্ত্রৈণপুরুষের বাটীতে সপ্ততিবর্ষীয়-বৃদ্ধতরা জননী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক স্বহস্তে সমস্ত পরিবারের আহারীয় দ্রব্যের উপকরণ সকল সংগ্রহ, পাকক্রিয়া নিষ্পাদন, ভোজনের স্থান-মার্জ্জন, অন্নপরিবেশন, এবং উচ্ছিষ্ট পাত্রের প্রক্ষালন করিতেছেন। আর সমর্থবয়স্কা পুত্রবধূ বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া পতির সহিত আমোদ এবং আপন ভগিনী ভ্রাতা ইত্যাদিকে নিজবাটীতে আহারার্থে আহ্বান করিতেছে, হাস্য, ক্রীড়া ও গানবাদ্য, ইত্যাদিদ্বারা সময় ক্ষেপন করিতেছে, আহার কালে পাকক্রিয়ার কোনও ত্রুটি পাইলে, সেই বৃদ্ধতরা শ্বশ্রূকে দাসীবৎ তিরস্কার করিতেছে, অথচ সেই বৃদ্ধার নয়নের মণিস্বরূপ হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ যুবা অথবা প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র, তৎকালে জননীর প্রতি কিছু মাত্র দয়া বা মমতাসূচক কোন বাক্য প্রয়োগ করিতেছে না, প্রত্যুত আপন পত্নীর পোষকতা করিতেছে, তখন কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তির নেত্রযুগলে অশ্রুধারা প্রবাহিত, এবং হৃদয়দেশ বিদীর্ণপ্রায় না হয় !!!

যখন দৃষ্ট হয় যে, পাপাত্মা স্ত্রৈণপুরুষের অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধতম পিতা, আপন পুত্রবধূর বিবেচনায় কুপোষ্য মধ্যে গণ্য হওয়াতে ভয়ে ও লজ্জাতে সংসারের সাহায্য করিবার নিমিত্ত কখনও পাকক্রিয়ার কাষ্ঠাহরণে বিব্রত হইতেছেন, কখনও বা তৈলপাত্র হস্তে লইয়া যষ্টিহস্তে গ্রামের প্রান্তভাগস্থিত তৈলিকবাটী হইতে আগমন করিবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিতেছেন এবং বাটীতে পৌছিবার বিলম্ব হওয়াতে নির্ম্মমা, নির্লজ্জা যুবতী পুত্রবধুর নিকট তিরস্কৃত হইতেছেন, এদিকে তিনি অন্ধের যষ্টিস্বরূপ অদ্বিতীয় মমতার ধন, আপন পুত্রের প্রতি কম্পিত হস্তে, শুষ্কমুখে এই বিপন্নিবারণার্থ সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেও তাঁহার যৌবনাবস্থ অথবা প্রৌঢ়বয়স্ক পুত্র তাঁহার প্রতি কিছু-মাত্র দয়া ও মমতা প্রকাশ না করিয়া, আপন পত্নীর পোষকতা করিতেছে; তখন কোন হৃদয়বান ব্যক্তির নয়ন যুগলে অশ্রু-স্রোত প্রবাহিত এবং হৃদয়দেশ বিদীর্ণপ্রায় না হয় !!!

যখন দৃষ্ট হয় যে, বিকৃত-চিত্ত স্ত্রৈণপুরুষের প্রকৃত পক্ষে অদ্বিতীয় বান্ধব কনিষ্ঠ সহোদরেরা অল্পবয়স্কতা বা অক্ষমতা প্রযুক্ত স্বয়ং অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারায়, অর্থোপার্জ্জনক্ষম জ্যেষ্ঠ সহোদরের অধিকতর কুপোষ্যমধ্যে গণ্য হওয়াতে তাহারা ভ্রাতৃ-শ্যালকের সেবা শুশ্রূষা এবং চণ্ডালপ্রকৃতি ভ্রাতৃ-পত্নীরও আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এদিকে স্বার্থ-পর ভ্রাতৃশ্যালক আপন স্ত্রৈণ ভগিনীপতির নিকট প্রশ্রয় পাইয়া তদীয় ভ্রাতৃবর্গের প্রতি প্রভুত্ব করিতেছে। অথচ যে সহোদর এক মাতার স্তন্যপানে ও এক পিতার স্নেহ মমতায় জীবন লাভ করিয়া চিরকাল একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র ক্রীড়া এবং দীর্ঘকাল একবিধ শিক্ষালাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছেন। বাল্যকালে জ্যেষ্ঠের চক্ষে অশ্রুপাত হইলে যে কনিষ্ঠ সহো-দরদিগের চক্ষে নিশ্চয়ই অশ্রুপাত হইত, সেই জ্যেষ্ঠ সহোদর, আজি সেই স্বীয় সৌভাত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দাস হইয়া সহোদরগণের প্রতি কিছুমাত্র সহানুভূতি, বা দয়া, স্নেহ ও মমতা প্রকাশ না করিয়া আপন শ্যালক ও পত্নীর পোষকতা করিতেছে, তখন কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তির নেত্র-যুগলে অশ্রুজল প্রবাহিত এবং হৃদয়দেশ অত্যন্ত ব্যথিত না হয় !!!

৪। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা কেবল যে পরম শ্রদ্ধাস্পদ পিতা, মাতা ও পরমাত্মীয় ভ্রাতা, ভগিনীর প্রতি অবশ্যকর্ত্তব্য দয়া, স্নেহ ও মমতা পরিত্যাগ করিয়াই ক্ষান্ত হয় এরূপ নহে; তাহারা ঐ সকল ব্যক্তিকে অমৃতের পরিবর্ত্তে বিষ প্রদান করে, দয়ার পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুরতা ও উৎপীড়ন, স্নেহের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষ ও মমতার পরিবর্ত্তে শত্রুতা প্রকাশ করিয়া অনন্ত নরকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত (৫) করে।

কোন বস্তুর গতি উপস্থিত হইলে যদি সেই গতির বাধা না ঘটে, তবে সেই বস্তুটী অনন্তকাল সমভাবে চলিতেই থাকিবে, আবার আরও বল পাইলে সেই গতির সমভাবে বৃদ্ধি হইবে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। বন্দুকের গুলি যখন বন্দুকের অভ্যন্তর ছাড়িয়া দ্রুতবেগে আকাশপথে গমন করিতে থাকে, তখন যদি প্রতিকূল বায়ুর বাধা, পৃথিবীর আকর্ষণ এবং পর্ব্বত, বৃক্ষ বা অট্টালিকাদির প্রতিঘাত না পাইত, তবে সে সমান বেগে অনন্তকাল অসীম আকাশে গমন করিত। আবার অনুকূল বাত্যার (ঝড়) আঘাত পাইলে, তাহা আরও দ্রুতবেগে চলিত, ইহা বিজ্ঞানশাস্ত্রের অকাট্য সিদ্ধান্ত।

পিতার কুসন্তান স্বরূপ স্ত্রৈণপুরুষের অন্তঃকরণ হইতে আপন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা এবং তদীয় নীচ-প্রকৃতি পত্নীর উত্তেজনাবশতঃ দয়া, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তিগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেই নির্দ্দয়তা, বিদ্বেষ ও নির্ম্মমতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল যেন কোথা হইতে আসিয়া সেই সকল স্থান অধিকার করিয়া ফেলে, আবার যদি তাদৃশ ব্যক্তি যে সকল লোকের সহবাসে কাল হরণ করে, তাহাদিগের প্রকৃতিও সেইরূপ নীচ ও নিন্দনীয় হয়, তবে সোণায় সোহাগা মিলিয়া যায়। তখন অন্যান্য লোকেও সেই স্ত্রৈণ পুরুষের সেই স্ত্রৈণতা ধর্ম্মের পোষকতা করিতে থাকে। সুতরাং তাদৃশস্থলে সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি বা নিকৃষ্ট ধর্ম্ম ক্রমশঃ পূর্ণতা ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি?

বিদ্যমান সময়ে এতাদৃশ দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করিলে দুই চারিখানি প্রকাণ্ড পুস্তক প্রস্তুত হইতে পারে। ফলতঃ এক্ষণে কত কত স্ত্রৈণপুরুষ পিতৃত্যাগ, মাতৃত্যাগ ও সহোদর ত্যাগ করিয়া, তাঁহাদিগের প্রতি অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগ ও অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছে,—তাঁহাদিগের শত্রুকুলের সহিত মিলিত

(৫) "ভরণং পোষ্যবর্গস্য প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্।
নরকং পীড়নে চাস্য তস্মাৎ যত্নেন তং ত্যজেৎ॥"
স্মৃতিসংগ্রহ।

"অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্।
প্রসজ্জংস্তেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতন মৃচ্ছতি॥"
মনুসংহিতা।

হইতেছে,—বিদ্রোহাচরণ করিতেছে এবং স্থল বিশেষে বিষ প্রয়োগাদিদ্বারা পিতা, মাতা প্রভৃতির প্রাণনাশ পর্য্যন্ত করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করিতে হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে, লেখনীও লজ্জা অনুভব করে।

দুঃখের বিষয় এই যে, কোনও পাপাচারী ব্যক্তিকে নির্ভয়ে ও স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ দান করে, এরূপ ব্যক্তি নিতান্ত বিরল। পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোনও উচ্চপদাধিরূঢ় হয় এবং তাহার নিকট কোনও রূপে উপকার পাইবার প্রত্যাশা থাকে, তবে সামান্য লোকে তাহার সেই পাপকার্য্যের দূষণীয়তা প্রখ্যাপন করিতেই পারে না, প্রত্যুত তাদৃশ কার্য্যের পোষকতা করিতেই বাধিত হয়। নিজের আভিজাত্য, বিদ্যা, বুদ্ধি ধনসম্পত্তি, সদাচারতা ও তেজস্বিতা অধিক না হইলে, অন্যকে উপদেশ দেওয়া বা অন্যের শাসন করা, কাহারই সাধ্যায়ত্ত হয় না।

৫। স্ত্রৈণ পুরুষেরা কেবল যে নিজেই কতকগুলি আত্মীয় লোকের অনিষ্ট করে, এরূপ নহে; তাহারা নিজের ন্যায় নীচ প্রকৃতি সন্তানপরম্পরা উৎপাদন করিয়া জগতে পাপাত্মার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সন্তান যে পিতা মাতার প্রকৃতির অনেক অনুরূপ হয়, ইহা অনেকেই অবগত আছেন। স্ত্রৈণ পুরুষের সন্তান জিতেন্দ্রিয় হওয়া নিতান্ত বিরল দৃষ্টান্ত, তাহার সন্দেহ নাই। আবার যদিও স্ত্রৈণ পুরুষের ঔরসে কোনও সাধু প্রকৃতি সন্তানের উৎপত্তি হয়, তথাপি তাহার অন্তঃকরণ শিক্ষার দোষে দূষিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ পিতামহ ও পিতামহীর নিকট আপনাকে দাসবৎ প্রদর্শন করা পৌত্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, কিন্তু সেই পৌত্র, বাল্যকালে যদি দেখে যে, তাহার পিতা মাতা, সেই ব্যক্তিদিগের প্রতি কিছু-মাত্র সদ্ব্যবহার করিতেছেন না; প্রত্যুত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছেন, তবে কি সে ব্যক্তির মনে তৎকাল হইতেই সেই পিতামহদেব ও পিতামহী দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে না? কেবল অঙ্কুর হইবে এরূপ নহে, নিজ পিতা-মাতার প্রাত্যহিক ব্যবহার দর্শনরূপ জল সেচনদ্বারা সেই অঙ্কুর বর্দ্ধিত ও দৃঢ়মূল হইবে, তাহার সন্দেহ কি?

৬। স্ত্রৈণ ব্যক্তিরা কুদৃষ্টান্তদ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিকেও স্ত্রৈণ করিয়া ফেলে এবং অপরাপর স্ত্রৈণ ব্যক্তিগণের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করে। এইরূপে পৃথিবীতে পাপাত্মার সংখ্যা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজন স্ত্রৈণ হইলে, দুর্ব্বলমতি অন্যান্য ভ্রাতৃগণ এবং গ্রামের মধ্যে প্রধান প্রধান দুইচারি ব্যক্তি স্ত্রৈণ হইলে সেই দৃষ্টান্তে অন্যান্য সামান্য ব্যক্তিগণ যে, স্ত্রৈণতা অব-লম্বন করিতে উদ্যত হইবে ও করিবে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা কি?

৭। স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীদ্বারা পৃথিবীর অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়। তথাহি—

ক। স্ত্রীজাতির অনেকেই স্বতঃসিদ্ধ অল্পবুদ্ধি ও অদূরদর্শিতার (৬) বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের প্রতি সর্ব্বদা অন্যায় ও অত্যাচার প্রকাশ পূর্ব্বক স্বার্থপরতা চরিতার্থ করিতে বাসনা করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামী প্রভৃতির দূরদর্শিতা ও ন্যায় পরতার শাসনে থাকিলে, তাহা ঘটিতে পায় না। স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীকে সেরূপ শাসনে থাকিতে হয় না। সুতরাং তাহার প্রশ্রয়প্রাপ্ত পত্নী অবাধে আপন জাতৃ (৭) ননান্দৃ, দেবর, শাশুরী ও প্রতিবেশীদিগের প্রতি যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়া থাকে। যাঁহারা গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের আভ্যন্তরিক অবস্থা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, স্থানে স্থানে পাপাত্মা স্ত্রৈণ ব্যক্তির দুর্ব্বৃত্ত পত্নীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে কত কত ব্যক্তি অহোরাত্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে।

খ। সময়ে সময়ে স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীর নিকট অতি সাধু চরিত্র ব্যক্তিগণকেও অসাধুচরিত্র বলিয়া গণ্য হইতে হয়। মনুষ্য প্রকৃতি হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে গিয়া না করিতে পারে এরূপ কার্য্যই নাই। সহজ উপায়ে বৈরনির্য্যাতন করিতে না পারিলে অতি অসৎ উপায় অবলম্বন করিতে তাহার সঙ্কোচ হয় না। স্ত্রৈণ ব্যক্তির পত্নীর প্রতি সাধু পুরুষদিগের বিরাগ থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ রাক্ষসী মূর্ত্তিধারিণী নারী হয় ত আপন দাসবৎ স্বামীর নিকট সেই সাধু পুরুষদিগের প্রতি অসচ্চরিত্রতার অপবাদ প্রদান করে। এদিকে মনুষ্যতাশূন্য স্ত্রৈণ স্বামী অপর সহস্র প্রমাণকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন পরমপ্রীতিভাজন পত্নীর বাক্যেই বিশ্বাস করে। এইরূপে কত কত মহান্ ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হৃদয়বিদারক ক্ষোভ প্রাপ্ত হইতে হয়, তাহা চিন্তা করিলে শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। এই সকল চিন্তা করিয়াই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি-

(৬) অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।
অশৌচং নির্দ্দয়ং দর্পঃ স্ত্রীণামষ্টৌ স্বভূর্গুণাঃ॥
[শুক্রনীতি ৩ অ, ১৩৪ শ্লো

(৭) ন প্রিয়াকথিতং সম্যঙ্মন্যেতানুভবং বিনা।
মাতৃ-স্বসৃ-ভ্রাতৃপত্নী-সপত্নীজং হি দুষ্কৃতম্॥
[শুক্রনীতি, ৩ অ ১৩৩ শ্লো]

গণ পুরুষদিগকে সাবধানতা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকের সকল কথায় বিশ্বাস করিতে নিষেধ করিয়াছেন (৮)।

গ। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের সর্ব্ববিষয়ক স্বাধীনতা শাস্ত্র বিরুদ্ধ (৯) যুক্তি বিরুদ্ধ (১০) প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ (১১) সুতরাং উহাদ্বারা জগতের ঘোরতর অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টলাভের সম্ভাবনা নাই। পশ্বাদি ইতর জন্তুগণের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা দেখিয়া যাঁহারা মনুষ্যজাতীয় স্ত্রী ও পুরুষের সমান স্বাধীনতা উচিত ও আবশ্যক বলিয়া বোধ করেন, পশ্বাদি জন্তুগণের সহিত মানবজাতির গুরুতর প্রভেদ বৃত্তান্ত, তাঁহারা অবগত নহেন। প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির অধিকতর চিন্তাশক্তি, বাক্‌শক্তি, প্রবলতর বুদ্ধিবৃত্তি ও অমূল্য ধর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকাতে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার ইতর প্রাণীদিগের সহিত সমান হইতে পারে না। এদিকে স্ত্রৈণ পুরুষেরা আপনার কাপুরুষতা প্রযুক্ত পত্নীকে সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া ফেলে, সুতরাং সেই স্বাধীনতার বিষময় ফল স্বরূপ ব্যভিচার দোষ আসিয়া পবিত্র সংসারকে অপবিত্রতার আধার করিয়া দেয়। ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনার বিষয় আর কি হইতে পারে। যাঁহারা স্বাধীন প্রকৃতি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা বিবিধ কারণে মুখে না বলুন, কিন্তু বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতার সহিত ব্যভিচারের কেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

ঘ। স্ত্রীলোকে আপন সতীত্ব হারাইলে, সে কেমন ভয়ঙ্কর পদার্থ হইয়া উঠে, তাহা বোধ হয়, অনেকেই অবগত আছেন। দয়া, মমতা, স্নেহ, ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি সংবৃত্তিগুলি তাহার অপবিত্র অন্তঃকরণ হইতে তিরোহিত হইয়া যায়, সুতরাং এতাদৃশী কালসর্পীস্বরূপ পত্নীর নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়াও হতভাগ্য স্ত্রৈণ পুরুষ আপন প্রাণ লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে ঈদৃশী পত্নী ঈদৃশ পতির প্রাণনাশের কারণ হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে।

ঙ। স্ত্রৈণতারূপ মহাপাতকের ফল স্বরূপ, স্ত্রৈণ ব্যক্তি ও তদীয় পত্নী দ্বারা যে সকল অনিষ্ঠোৎপত্তি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতেই যে ঐ পাপের ফল পর্য্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এরূপ নহে। ঐ পাপের ফল পুরুষানুক্রমে ফলিতে থাকে। সংক্রামক রোগের ন্যায় গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বিস্কারিত হইয়া পৃথিবীর দুঃখ স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। সন্তানে পিতামাতার প্রকৃতি অনেক পরিমাণে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এই অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মানুসারে অসতী রমণীর গর্ভে যে কন্যা সন্তান উৎপন্ন হইবে, তাহার প্রকৃতি তদনুরূপ অসতী হইবে, তাহাতে অল্পই সন্দেহ থাকে। অপিচ একজন স্ত্রীলোকের অসৎ দৃষ্টান্তে অপরাপর স্ত্রীলোকের প্রকৃতিও জঘন্য হইয়া যাইবে, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভাবিত।

উল্লিখিত বিষয় সকলের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। ম্লেচ্ছধর্ম্মের অনুযায়ী পুরুষগণের স্ত্রীবাধ্যতা এবং নারীগণের অনুচিত স্বাধীনতাদ্বারা যে সহস্র সহস্র অনিষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা বহুতর পুস্তকে লিখিত আছে এবং এখনও প্রতিদিন সংবাদ পত্রে উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। অতএব এই প্রস্তাবের লিখিত উপদেশ বাক্য গুলির ফল অনুমেয় বা যুক্তিগুলি বিচারসাপেক্ষ নহে। ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই।

এতাদৃশী মহদনিষ্টকারিণী প্রথার পরিবর্ত্তন অথবা মানবকুল কলঙ্ক ব্যক্তিগণের এতাদৃশী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দমনার্থ উপায় উদ্ভাবন করা, দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা বলিবার অপেক্ষা কি? ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু বা সর্ব্বস্বহরণ লোলুপ দস্যুর প্রবৃত্তি, উদ্যম ও কার্য্যে বাধা দিবার উপায় করা যদি মানব সমাজের কর্ত্তব্য হয়, তবে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখের অপহরণকারী ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখের আকরস্বরূপ এবং দুর্দ্দমনীয় সংক্রামক রোগ স্বরূপ প্রস্তাবিত স্ত্রৈণতা প্রবৃত্তির উদ্যম ও কার্য্যে বাধা দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সামাজিক শাসন সকল বিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। মূঢ় ব্যক্তিরা পারত্রিক সুখ দুঃখে বিশ্বাস না করিতে পারে, তাহারা বিবিধ অসদুপায়ে রাজদণ্ড হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে, কিন্তু সামাজিক শাসন অতিক্রম করা প্রায় কাহারই সাধ্যায়ত্ত হয় না, অতএব অন্যান্য উপায়ের পূর্ব্বে এতদ্‌বিষয়ে সামাজিক শাসনের নিতান্ত প্রয়োজনীয়তা হইতেছে কি না, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করুন।

শ্রীঈশানচন্দ্র বিশারদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

---

(৮) আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধিঃ বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্ব্বিনাশায়, স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী॥
[মহাভারত]

(৯) বাল্যে পিতুর্ব্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাম্॥
[মনুসংহিতা]

১০। সগর্ভাবস্থায় আপনার প্রাণরক্ষা এবং সকল সময়ে বহুতর দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ হইতে সতীত্ব রক্ষা স্ত্রীলোকের সাধ্যায়ত্ত নহে। এই সকল কারণে আত্মীয় ও হিতৈষী পুরুষদিগের অধীনে থাকা স্ত্রীলোকের নিজ মঙ্গলসাধনার্থই কর্ত্তব্যমধ্যে ব্যবস্থিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকের সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতাদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না, অতএব উহা যুক্তি বিরুদ্ধ।

(১১) যে স্থলে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগত বৈলক্ষণ্য ঈশ্বরের নিয়ম বা প্রাকৃতিক নিয়মে হইয়াছে, সে স্থলে, [illegible] ও পুরুষ উভয়ের শরীরগত, মনোগত ও বাক্যগত কার্য্য সকল যে সমান হইবে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী হইতে পারে না।

বিবেক।

প্রস্তাবিত দৃষ্টান্তে দাম্পত্য সম্পর্কাদি বিষয়ে যেমন বিবেকের ত্রিবিধ অবস্থা দর্শিত হইয়াছে, অন্য সকল বিষয়েও ঐরূপই বুঝিতে হইবে। বিবেক পদার্থটি স্বরূপতঃ এক বস্তু এবং এক প্রকার ফলের সাধক হইলেও লোকের অবস্থাভেদে তিন অবস্থায় তিন পরিচ্ছদে প্রকাশিত হয়েন। সূর্য্যের আলোক যেমন একরূপ পদার্থ হইলেও আধারের অবস্থা প্রভেদে নানারূপে প্রকাশিত হয়, বিবেকও তেমন অন্তঃকরণের প্রকৃতি প্রভেদে বিভিন্নাকারে আবির্ভূত হয়েন। সৌর আলোকের মধ্যে বিবিধ বর্ণমালা আছে, কিন্তু প্রতি আধারেই তাহার সমস্তগুলি প্রকাশিত হয় না। যে আধারটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত সেইখানে আলোকেরও রক্তবর্ণটি মাত্র উদ্ভাসিত হয়, যেটি পীতবর্ণে রঞ্জিত আধার, সেইখানে আলোকের পীতবর্ণটিমাত্র প্রকাশিত হয়, আর নীলবর্ণে রঙ্গিত আধারে সূর্য্যালোকের নীলবর্ণ মাত্র পরিদৃষ্ট হয়। ত্রিগুণময়মূর্ত্তি বিবেক ও তেমন আধারের গুণানুসারে নিজগুণের প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে হৃদয়ে তমোগুণের আধিক্য আছে, সেইখানে বিবেকের তামসী মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়। অপর সাত্ত্বিকী আর রাজসী মূর্ত্তি অপরিস্ফুট অবস্থায় অবস্থিতি করে। আর রজঃপ্রকৃতি-সম্পন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে বিবেকের রাজস ভাব প্রাদুর্ভূত হয় এবং তামস আর সাত্ত্বিক ভাব অপ্রকাশিত থাকে। এইরূপ সত্ত্বপ্রকৃতিক অন্তঃকরণে কেবল সত্ত্বমূর্ত্তি লইয়াই বিবেকদেব দর্শন দিয়া থাকেন। তখন তাঁহার তামসী এবং রাজসী মূর্ত্তি লুক্কায়িত হয়। আবার যে হৃদয় সমভাবে ত্রিগুণের দ্বারা গঠিত, তাহাতে বিবেকের ত্রিগুণময়ী মূর্ত্তিই পরিস্ফুরিত হয়। ইহার বিপরীতমতের পরিস্ফুরণ কখনই হইতে পারে না। তামস প্রকৃতির হৃদয়ে রাজস বা সাত্ত্বিক বিবেক উদিত হইতে পারে না। রাজস প্রকৃতির অন্তরে তামস এবং সাত্ত্বিক বিবেক স্ফুরিত হইতে পারে না। আবার সাত্ত্বিক প্রকৃতির মনেও রাজস কিম্বা তামস বিবেক আবির্ভূত হয় না। যদি কোন সময়ে কোন কারণে প্রকৃতির বিপরীত কোনরূপ বিবেকের আবির্ভাব হয়, তাহা পদ্মপত্রের জলের ন্যায় হৃদয় ক্ষেত্রে সংরক্ষিত হয় না। হৃদয়ের অভ্যন্তর প্রদেশে প্রবেশ করে না। অসংলগ্ন ভাবে উপরে উপরে টলমলরূপে আভাসিত হয়। রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ অভিনায়ক যেমন ক্ষণকালের জন্য উপরে উপরে এক একটু রামের ভাব সংস্পর্শ করে, কিন্তু অন্তরে সে নিজভাবেই প্রকাশ পাইতে থাকে, প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিবেকোদয় ও সেইরূপ। আচার্য্যাদির উপদেশ পরবশে প্রকৃতির বিরুদ্ধ কোনরূপ বিবেকের সমুদ্ভাসন হইতে পারে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে হৃদয় তাহার নিজের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিতে পারে না, অথচ বাহিরে বাহিরে বিরুদ্ধ বিবেকের সহিত ক্ষণিক সম্পর্ক করে। ধাত্বন্তরে উপরঙ্গিত ধাতুদ্রব্যের ন্যায় হৃদয়ের নিজ রূপটা বিরুদ্ধ বিবেকের দ্বারা উপরঙ্গিত হয় মাত্র। এইরূপ বিবেকর স্থায়িত্বের সময় অতি অল্প, উহা এক নিমেষের জন্য আবির্ভূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ মনের অগোচর হয়। সুতরাং ইহার দ্বারা কিছুমাত্র ফল সিদ্ধি হয় না। এজন্য উহার আবির্ভাব হওয়া আর না হওয়া উভয়ই সমান। অতএব প্রকৃতির বিরুদ্ধ বিবেকের সেবার নিমিত্ত সময় ব্যয় করা নিতান্ত অবোধতার কার্য্য। তন্নিমিত্ত পরিশ্রম করা ও গজ স্নানের মত নিষ্ফল। এজন্য প্রকৃতির অনুকূল বিবেকই সকলের সেবনীয়। যিনি যে প্রকৃতির লোক, তাঁহাকে সেই প্রকৃতির বিবেকের আরাধনা করিতে হইবে। বিবেকের সেই মূর্ত্তিই তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে। সেই মূর্ত্তির দ্বারাই বিবেক তাঁহাকে পরিত্রাণ করিবেন। সেই মূর্ত্তিই তাঁহার হৃদয়ে সম্যক্ অধিকার করিবে। হৃদয়ের অন্তস্তর ও বহিস্তর উভয়ত্র অণুস্যূত হইবে। হৃদয়ের পরলে পরলে অনুবিদ্ধ হইবে। জল দুগ্ধের ন্যায় উভয়ের মিশ্রণ হইয়া যাইবে এবং উপযুক্ত সেবা করিলে চিরদিনের মত সংস্কাররূপে অবস্থিতি করিবে।

যাঁহাদের তমোগুণাধিক প্রকৃতি, একমাত্র তামসবিবেকই তাঁহাদিগের প্রকৃতির অনুকূল। এজন্য বিবেকের তমোগুণময় অবস্থাই তাঁহাদের সেবনীয় হইবে। সেই রূপেই বিবেক তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা যত অভ্যাস করিবেন, বারম্বার যত অধিক সমালোড়ন করিবেন, যত অধিক অনুধ্যান অনুধাবন করিবেন, তামস বিবেক তত অধিক বদ্ধমূল হইয়া হৃদয়সূত্রে সংগ্রথিত হইবে।

যাঁহারা রাজস প্রকৃতির লোক, তাঁহাদের অনুকূল রাজস বিবেক। বিবেক রাজসী মূর্ত্তি পরিগ্রহে তাঁহাদের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া বিপদুদ্ধার করিবেন। এজন্য একমাত্র রাজস বিবেকই তাঁহাদের আরাধ্য বিষয়। অভ্যাস, সমালোড়ন, অনুধ্যান, ও সমবধানাদি সেবার ন্যূনাধিক্য অনুসারে রাজস বিবেকই তাঁহাদের হৃদয়ে ন্যূনাধিক রূপে বদ্ধমূল হইবে এবং ফলসাধক হইবে।

এইরূপ সত্ত্বপ্রকৃতি মহাপুরুষের অনুকূল সাত্ত্বিক বিবেক। সুতরাং সাত্ত্বিক বিবেকই তাঁহাদের সতত আরাধনীয়। সাত্ত্বিকী মূর্ত্তির দ্বারাই বিবেকদেব তাঁহাদিগকে চরিতার্থ করিবেন। অভ্যাসাদি অনুসারে সেই রূপেই তাঁহাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া চিরস্থায়ী এবং ফলদাতা হইবেন।

ত্রিগুণময় প্রকৃতির পুরুষের অনুকূল ত্রিগুণময় বিবেক। বিবেক ত্রিগুণময় রূপেই আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত এক মাত্র ত্রিগুণময় বিবেকই তাঁহাদিগের সেব্য। সতত আরাধনা করিতে করিতে ত্রিগুণময় বিবেকই তাঁহাদের যত্নানুরূপ ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

বলা বাহুল্য যে, বিবেকের এইরূপ বিভাগাদি কল্পনা সমস্তই বিচারাবস্থার অনুগত। বিচারাবস্থায়ই বিবেকের তামস রাজসাদি বিভাগ এবং সেবকের অনুকূল প্রতিকূলতাদির ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। কিন্তু সিদ্ধান্তাবস্থায় বা ফলাবস্থায় নহে। সিদ্ধান্ত বা ফলাবস্থায় সকল বিবেকেরই একপ্রকার মূর্ত্তি। সকলেই তখন এক অবস্থায় পরিণত হয়েন। সিদ্ধান্ত তামস বিবেকের যাহা, রাজসবিবেকেরও তাহাই, আবার সাত্ত্বিক বিবেকেরও তাহাই। সুতরাং ত্রিগুণময় বিকেরও

কিছুমাত্র অন্যভাব নাই, তবে তাহার আর প্রভেদ হইবে কিরূপে। এজন্য তাহা সকল প্রকৃতির লোকের পক্ষেই সমান।

বাস্তবিক বিবেকের সিদ্ধান্তাবস্থায় কেহ তাঁহাকে সেবা করিতে পারে না। সেবা করিতে পারে বিচারাবস্থায়। বিচারাবস্থারই পুনঃ পুন আলোড়ন, অনুধ্যান, ও সমবধানাদি করিতে পারে। পরে বিচারাবস্থার পরিত্যাগ করিয়া যখন ফলে দাঁড়ায়, তখন আর তাহাতে সমালোড়নাদি কিরূপে সম্ভবপর হইবে। তাহার যে, সমালোড়নের ফল স্বরূপ সিদ্ধান্তই হইল, আবার তাহার সমালোড়ন কি। তবে তাহাকে হৃদয়ের মধ্যে ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত যত্ন অবশ্যই করিতে হইবে। যদি সেইরূপ যত্নকেই তাহার সেবা বা আরাধনা বলিতে চাও তবে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু ঐরূপ সেবাতে সকল প্রকৃতির লোকেরই সমান অধিকার। পরন্তু সেই সেবাকে আমরা এখানে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিয়াছি, সমালোচন, সমালোড়ন, অনুধ্যান, সমবধান, ও গাঢ়তর অভিনিবেশাদি রূপ সেবা। ইহা কেবল বিবেকের বিচারাবস্থাকেই অধিকার করিয়া থাকে। অতএব আমাদের এই সমস্ত আলোচনই বিবেকের বিচারাবস্থা লইয়া। এখন স্থির হইল যে, তামসপ্রকৃতির উদ্ধার কর্ত্তা তামস বিবেক। রাজসপ্রকৃতির উদ্ধারকর্ত্তা রাজস বিবেক। সত্ত্বপ্রকৃতির উদ্ধারকর্ত্তা সাত্ত্বিক বিবেক। আর ত্রিগুণময়প্রকৃতির উদ্ধার কর্ত্তা ত্রিগুণময় বিবেক।

ইহার পর, তামসাদি প্রকৃতির লক্ষণ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। কে কোন্ প্রকৃতির লোক তাহা না বুঝিতে পারিলে প্রকৃতির অনুকূল বা প্রতিকূল বিবেক কোন রূপে ধরা যাইতে পারে না। এই প্রশ্নের বিস্তারিত মীমাংসা করিতে অনেক সময়ের আবশ্যক হয়। এখন তত অবকাশ নাই। অতএব সঙ্ক্ষেপে একটা পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইহার দ্বারাই বোধ হয় আপনাপন প্রকৃতি বিষয়ে কাহারো অনভিজ্ঞতা থাকিবে না।

যে প্রকৃতির বিবেকের সেবা করিতে যাঁহার অধিকতর মনস্তুষ্টি হয়, রুচির আনুকূল্য হয়, অধিকতর মিষ্ট বোধ হয়, তিনি সেই প্রকৃতির লোক বলিয়া আপনাকে নির্দ্ধারিত করিবেন। সেই প্রকৃতির বিবেকই তিনি প্রাণপণে আরাধনা করিবেন। তামস বিবেকের অনুধ্যানাদি করিতে যাঁহার চিত্ত অধিকতর পরিতৃপ্ত হয়, তিনি তামস প্রকৃতির লোক বলিয়া আপনাকে বুঝিবেন। এবং অন্য বিবেক উপেক্ষা করিয়া তিনি তামস বিবেকের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। আবার রাজস বিবেকের অনুধাবনাদিতে যাঁহার অধিকতর সম্প্রীতি অনুভূত হয়, তিনি আপনাকে রাজস প্রকৃতির পাত্র বলিয়া অবধারণ করিবেন, তিনি সেই বিবেকেরই সেবা শুশ্রূষা করিবেন। সাত্ত্বিক এবং ত্রিগুণময় প্রকৃতিরও এই রূপেই পরিচয় করিয়া লইবে।

এখন বিবেকেরও সাধারণ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক হইল। কোন্ বিবেক তামস, কোন্ বিবেক রাজস ইত্যাদি পরিচয় না থাকিলে তদ্দ্বারা আপনার প্রকৃতি চিনিতে পারা [illegible] না। পূর্ব্বে যে, বিবেকের চতুর্ব্বিধা মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত স্থল লইয়া। কেবল সেই দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ক বিবেকেরই চতুর্ব্বিধা মূর্ত্তি দর্শিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সর্ব্ব স্থানের বিবেকের তামসাদি মূর্ত্তি চিনিতে পারা যায় না। এজন্য সর্ব্বস্থলীয় বিবেকের সাধারণ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

যে বিবেকের মধ্যে অদ্ভুত, হাস্য, এবং বীভৎসভাব পরিপূরিত থাকে, আলস্য, অবসাদ, মোহবৃত্তি ও ঈর্ষ্যা অসূয়াদি বিমিশ্রিত থাকে, তাহাই তামস বিবেক। এইরূপ বিবেক যাহাঁদের অধিকতর প্রীতিকর হয় তাহাঁরাই তামস প্রকৃতির পাত্র। যে বিবেকের মধ্যে বীর, ভয়ানক এবং রৌদ্রভাব আর দম্ভ, অহঙ্কার, যশঃস্পৃহা ও প্রভুত্বাদি পরিপূরিত থাকে, অথবা সুখ দুঃখাদির চিন্তা থাকে, তাহা রাজস বিবেক। এই বিবেকে যাহাঁদিগের অধিকতর পরিতুষ্টি সাধিত হয়, তাঁহারাই রাজস প্রকৃতির লোক। যে বিবেকে করুণ এবং শান্তভাব বিমিশ্রিত থাকে, অথবা বৈরাগ্য, ঔদাসীন্যাদি সম্বলিত তত্ত্বজ্ঞানাদি সমাশ্লিষ্ট থাকে, তাহাই সাত্ত্বিক বিবেক, এবং এইরূপ বিবেকে যাঁহাদের হৃদয় অধিকতর সমাকৃষ্ট হয়, তাহাঁরাই সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহাপুরুষ। আর যে বিবেকে উপরি উক্ত ত্রিগুণের ভাবই কিছু কিছু সম্বলিত থাকে, তাহা ত্রিগুণময় বিবেক। ত্রিগুণময় বিবেকে প্রীতিমান্ মনুষ্যেরাই ত্রিগুণময় প্রকৃতির পাত্র।

এইরূপে বিবেকের রুচির দ্বারা আপনার প্রকৃতির নির্ণয় করিয়া যিনি যে প্রকৃতির লোক হইবেন, তিনি সেই প্রকৃতির বিবেকের আরাধনা করিবেন। বিবেক সেই মূর্ত্তিতেই তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া কৃতার্থ করিবেন। এইরূপে বিবেকরূপী ভগবান্ সর্ব্বশ্রেণীর সেবকদিগেরই যথাযোগ্য সহায়তা করিয়া থাকেন। যে ঘটনায়, যেরূপ বিপ্লবে পড়িয়া মানবগণ বিবেকের আরাধনা করে, বিবেক তাহার অধিকারানুযায়ী মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ করেন। কি সাংসারিক বিষয়, কি ব্যবহারিক বিষয়, কি সামাজিক বিষয়, কি অর্থনীতির বিষয়, কি রাজনীতির বিষয়, কি ধর্ম্মনীতির বিষয়, কি প্রাকৃত তত্ত্ব, শরীর-তত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্বাদি বিজ্ঞেয় বিষয়, কি শোক, তাপ-অভাবাদি কি আধি সর্ব্বত্রই বিবেকের সমভাবে অধিকার। সেবক যে স্থানে যে অভাবে নিপতিত হইয়া একাগ্র মনে বিবেকের অনুধ্যান করেন, সেইখানেই তিনি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া নির্ম্মল জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া মঙ্গলময় পথের প্রদর্শন করিয়া দেন। আবার অনেক স্থলে আরাধনা ব্যতীত ও বিবেক স্বয়ংই আবির্ভূত হইয়া অপরিসীম করুণার পরিচয় দিয়া থাকেন। শোক, পরীতাপ ও অভাবাদি ঘটিত যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়িলে সমুচিত সেবা কর, আর নাই কর, বিবেক আপনা হইতেই হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া দুঃখ যন্ত্রণা বিমোচন করিয়া থাকেন। ঘনতর শীতের প্রপীড়নে প্রজাপুঞ্জ অধীর হইয়া পড়িলে যেমন সেবা না করিলেও ভগবান্ গ্রীষ্মের অবতারণা করিয়া সকলের রক্ষা বিধান করেন, আবার খরতর নিদাঘ-তাপে শুষ্কায়মান প্রাণিগণকে যেমন স্বয়ংই বর্ষার আবির্ভাব করিয়া উজ্জীবিত করিয়া থাকেন, শোকাদি যন্ত্রণায় ম্রিয়[illegible] মানবের পক্ষেও তেমন দয়া করিয়া আপনিই ভগবান [illegible]দি নানাবিধ বিবেকরূপে আবির্ভূত হইয়া তাহার সর্ব্ব

যাতনা বিদূরিত করিয়া থাকেন। প্রবল তামসপ্রকৃতির মানব যখন পুত্রশোকে অধীর হইয়া হাহাকার করিতে থাকে, হৃদয় বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যখন আত্ম হারা হয়, নৈরাশ্যের প্রবল প্রবাহ আসিয়া যখন দশদিক্ শূন্যসম করিয়া তোলে, শোক প্রবাহের খরতর নিষ্পেষণে হৃদয়ের সঙ্কোচ হইয়া গিয়া যখন পঞ্চপ্রাণ প্রসারিত হইতে পারে না, হৃৎপিণ্ড ফুসফুসাদি যন্ত্রগুলি থাকিয়া থাকিয়া স্থগিতপ্রায় হয়, আবার প্রাণপণে জোর দিয়া এক একবার আঘ্রাত হইতে থাকে, প্রাণবায়ু এক একবার অবরুদ্ধ প্রায় হইয়া ফল্গুনদীর জলের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ধীরে ধীরে মৃদুভাবে প্রবাহিত হয়, আবার সর্ব্বপ্রাণে বেগ দিয়া এক একবার উচ্ছ্বসিত হয়, চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ যখন মৃতের ন্যায় পরিম্লান হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে বিরত হইয়া পড়ে, যখন দশ দিক্ অন্ধকারময় হয়, জীবনের অস্তিত্ব নষ্টপ্রায় হয়, শোকাগ্নির খরতর জ্বালায় যখন সর্ব্ব শরীরের স্নেহভাগ দগ্ধ হইতে থাকে, জলাংশ শুষ্ক হইয়া যখন সমস্ত দেহটা সন্ধুক্ষিত হয়, যখন মরুভূমির বালুরাশির ন্যায় ধপ্ ধপ্ করিয়া চতুর্দ্দিকে জ্বালামালা বিস্তার করিতে থাকে, যখন সর্ব্ব জ্ঞান বিনষ্ট হইয়া পড়ে, যখন সর্ব্বপ্রাণ শুষ্ক হইয়া মৃত্যু দশায় উপনীত হয়, তখন আর সেই বিবেকরূপিণী জগদম্বা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। মানব সেবা করুক আর নাই করুক তখন সেই স্নেহময়, হৃদয়ধাম আপনা হইতেই দ্রব হইয়া উঠে। বিবেকদেব আপনা হইতেই তাহার হৃদয়ের মধ্যে আত্ম প্রকাশ করিয়া নানাভাবে নানামতে সান্ত্বনা করিতে থাকেন। তখন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া হৃদয়ে সুশীতল কর স্পর্শ করিতে করিতে মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে এইরূপ বলিতে থাকেন—"বাবা! তুমি এত অধীর হইলে কেন? কি জন্য এই সুদারুণ যন্ত্রণার প্রপীড়নে মুমূর্ষু হইয়া পড়িলে? কি কারণে এত তীক্ষ্ণতর অনুতাপ করিতেছ? উঠ! একবার জাগ্রত হও, অভিনিবিষ্ট হইয়া আমার দুটি কথা শ্রবণ কর। বৎস! এ সংসারে কেবল তোমার একের জন্যই এই ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা নহে। সংসারী লোকের মধ্যে প্রত্যেকেরই এইরূপ প্রতিকূল প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে ও প্রত্যেকেই এইরূপ সুদারুণ ঘটনার পরিচয় পাইতেছে। একবার অনুসন্ধান কর, দেখিবে প্রতি গৃহেই তোমার মত নরনারী বিদ্যমান রহিয়াছেন। পিতা মাতা হইয়া পুত্র কন্যাদির বিয়োগ দর্শন করিতে হয় না, এরূপ লোক অতি বিরল। ঐ দেখ, তোমার সন্নিহিত প্রতিবাসীগণের অবস্থা। ঐ দেখ, ঐ রামদাস কি ভাবে কালযাপন করিতেছেন। উহাঁর তিনটি পুত্রের মধ্যে উপযুক্ত পুত্রটিই গত বৎসরে কালের অধীন হইয়া রামদাসকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে, আবার একমাস কাল অতীত না হইতেই স্বর্ণ প্রতিমা কন্যাটিও পার্থিব রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। তৎপর তোমার বাড়ীর দক্ষিণে শ্যাম দাসের অবস্থার স্মরণ করিয়া দেখ। ইনি আবার ততোধিক দুর্ভাগ্যশালী পুরুষ। ইহাঁর বংশের প্রদীপ, প্রাণের অবলম্বন একটি মাত্র পুত্র। তাহাও সে দিন কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। বিপ্রদাস আবার ইহাঁ হইতেও দুঃখী। ইহাঁর সে বার অতীসারের সংক্রমণে পাঁচটি সন্তানে পাঁচটিই সপ্তাহের মধ্যে লোকান্তরিত হইল। অবশেষে সেই ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী ভার্য্যাটিই তাহাদিগের পথানুসরণ করিলেন। এখন নিঃসহায় নিঃসম্বল বিপ্রদাসের অন্তঃশূন্য দেহটা মাত্র অবশিষ্ট। এইরূপ আরও কত লক্ষ লক্ষ দুর্ভাগ্য লোক আছে, তাহার সংখ্যা নাই। তুমি যে দিকে কর্ণপাত করিবে, সেই দিকেই পুত্র কলত্রাদি শোকের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে। তবে আর তুমি এত বিহ্বল হইতেছ কেন? যদি এমন হইত যে, এই পৃথিবীলোকে কেবল তোমারই এই সর্ব্বনাশ হইল, তবে তুমি অধীর হইলেও পারিতে। কিন্তু যে ঘটনা সর্ব্বসাধারণকেই সমভাবে স্পর্শ করিতেছে, তোমাকেও অধীন করিতেছে, তাহাতে তোমার ঈদৃশ প্রব্যথিত হওয়া সমুচিত নহে। ঐ দেখ, ঐ রামদাস শ্যামদাস প্রভৃতি সকলেই শোকাপনোদন করিয়া আবার শান্তভাবে সমস্ত কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতেছে, সকলেই সংসার করিতেছে, সময়ানুযায়ী আমোদ আহ্লাদেও বিরত হইতেছে না। তবে তুমি এ ভাবে রহিলে কেন? শান্ত হও, শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া গাত্রোত্থান কর। ক্লৈব্য অবসাদাদি পরিত্যাগ করিয়া অন্যের ন্যায় সাংসারিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হও (ক)।

আরও দেখ। এ সংসারে অপত্যবান্ অপেক্ষায় নিরপত্য গৃহী যে সর্ব্বাংশে দুঃখী তাহাও নহে। তুলনা করিলে বরং নিরপত্যেরই অধিকতর শান্তি অনুভূত হয়। যাহাদের পুত্র কন্যাদি বিদ্যমান থাকে, তাহারা তদ্দ্বারা অনেক সময়ে অনেকাংশে অনেক রূপ অনুকূলতা পাইতে পারে সত্য, কিন্তু তাহা সন্দেহাবহ। কার্য্যকালে তাহা হইতেও পারে, না হইতেও পারে। সদ্‌গুণ সম্পন্ন সন্তান হইলে তাহা ঘটিতে পারে, কিন্তু অসৎ সন্তানের পক্ষে নহে। তদ্দ্বারা বরং নানাবিধ অশান্তিরই লাভ হইয়া থাকে। পরন্তু নিরপত্য ব্যক্তির যে টুকু শান্তি তাহা সর্ব্বথা অসন্দিগ্ধ। তাহাতে কোনরূপ সংশয়ের সম্ভাবনা

(ক) এই বিবেকের মজ্জাস্থানে ঈর্ষ্যা প্রবৃত্তির সম্মিশ্রণ আছে। যে প্রবৃত্তির দ্বারা পর সুখে দুঃখানুভব এবং পর দুঃখে সুখানুভব হয় তাহার নাম ঈর্ষ্যা। এখানে পর দুঃখের দৃষ্টান্তের দ্বারা নিজের দুঃখ ত্যাগ পূর্ব্বক শান্তি লাভের ইচ্ছা হইতেছে, সুতরাং পরের দুঃখে সন্তুষ্টির ভাব থাকিল। যদি সংসারে সকলেই পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা সুখবান্ থাকিত, আর কেবল মাত্র গুরুদাস পুত্র বিয়োগ হইয়া সেই সুখে প্রবঞ্চিত হইতেন, তাহা হইলে অসহনীয় ক্লেশাগ্নি পরিদীপ্ত হইয়া গুরুদাসের শোকাগ্নিকে বাড়বাগ্নির ন্যায় প্রলয়কারী করিত। সুতরাং পরের সুখে দুঃখানুভবের প্রবৃত্তি থাকিল। আবার, সকলেই ঐরূপ দুঃখে সন্দহ্যমান হইতেছে বলিয়া শান্তির ভাব সমাবিষ্ট হইয়া শোকাগ্নিকে শীতল করিতেছে এজন্য পরদুঃখে সুখানুভবের প্রবৃত্তিও থাকিল। অতএব ইনি ঈর্ষ্যাবৃত্তি বিমিশ্রিত বিবেক। ঈর্ষ্যা বৃত্তিটি তমোগুণের বিকার, সুতরাং বিবেকের মধ্যে তমোগুণের বিমিশ্রণ থাকিল। শোকার্ত্ত গুরুদাসের যদি তমোগুণ অধিক পরিমাণে না থাকিত, ঈর্ষ্যা দোষ না থাকিত, তবে অন্যের পুত্র শোক মনে করিয়া তাঁহার শান্তি হওয়া দূরা[illegible]ভূত ঐ সকল দুর্ভাগ্য লোকের শোকের সহানুভব করিয়া তিনি দ্বিগুণতর শোকার্ত্ত হইতেন। তাহা না হইয়া যখন তদ্দ্বারা শান্তির ভাব আসিতেছে, তখন [illegible] হৃদয়ে তমোগুণ প্রবলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই জন্য [illegible] তমোমূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইলেন।

নাই। তাহা অবশ্যই লাভ করা যায়। পুত্রকন্যাদি থাকিলে তাহার লালন পালন, শরীর রক্ষা, ও জ্ঞান শিক্ষাদির নিমিত্ত কত পরিশ্রম, কত আয়াস, কত দুশ্চিন্তাদি করিতে হয়, অধিকাধিক অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত কত রূপ প্রয়াস করিতে হয়, তাহার অবধি করা যায় না। অপত্যবান্ লোকের রাত্রিতেও সুনিদ্রা হয় না, অহোরাত্র মধ্যে বিশ্রাম করিতে পায় না। সর্ব্বদাই নানাবিধ কর্ম্মে সমাসক্ত থাকিতে হয়। সুতরাং সর্ব্বদা অশান্তি, সর্ব্বদাই ক্লেশ। কিন্তু অনপত্য পুরুষ প্রায় সর্ব্বদাই একরূপ নিশ্চিন্ত, নিষ্প্রয়াস, সুবিশ্রাম ও সাবকাশ অবস্থায় থাকিতে পারেন। পুত্র কন্যাদির নিমিত্ত যত কিছু করিতে হইত তাহার কিছুই তাঁহাকে করিতে হয় না, সুতরাং অপেক্ষাকৃত শান্তি এবং অপেক্ষাকৃত বিশ্রাম হইয়া থাকে। অতএব বৎস! তুমি শান্ত হও গাত্রোত্থান কর। শোক যন্ত্রণা বিমোচন করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। পুত্র বিয়োগ হইয়া তুমি এক প্রকার স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ, এক প্রকার শান্তি পাইয়াছ, একপ্রকার বিশ্রাম ও অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছ। এখন নিশ্চিন্তে, নির্ব্বিঘ্নে বিশ্রামাসনে যাবজ্জীবন অতিবাহিত কর। আর তোমাকে সেই অধিকাধিক চিন্তা, অধিকাধিক পরিশ্রমাদি কিছুই করিতে হইবে না (খ)।" ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশে সান্ত্বনা করিয়া বিবেক মূর্ত্তি জগদম্বা আপনার নিঃস্বার্থ দয়ার মহিমা বিস্তার করিতে থাকেন। ইহা বিবেকের তমোময়ী মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দ্বারা লব্ধাস্পদ হইলে বিবেক ক্রমেই হৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইতে থাকেন, আর ক্রমে তাহার শোকানলের উচ্চ শিখা খর্ব্ব করিতে থাকেন। আবার থাকিয়া থাকিয়া ক্রমে অধিকাধিক ঘন ঘন রূপে উক্ত প্রকারের বিচার তর্ক উত্থাপিত করিতে থাকেন, ক্রমে শোকজ্বালার হ্রাস হইতে থাকে, ক্রমে বিস্মৃতি হইতে থাকে। অবশেষে ক্রমিক ঘন ঘন সমালোড়নের দ্বারা যখন ঐ বিবেক হৃদয় মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন শোক যন্ত্রণা নিঃশেষিত প্রায় হইয়া উঠে। তখন বিবেক দুঃখীর দুঃখ বারণে, মুমূর্ষুর জীবন দানে কৃতকার্য্য হইয়া আপনার নির্ম্মল দয়ার প্রভামালা বিস্তার করিতে করিতে শোকার্ত্তের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়েন। শোকার্ত্ত শোক তাপ বিস্মৃতবৎ হইয়া সমাশ্বস্তভাবে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন।

আবার রজঃ প্রকৃতির মানব যখন প্রাগুক্ত মতে সুদুর্ব্বহ শোকভারে উন্মথিত হইয়া নিমীলিত সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং ম্রিয়মাণাবস্থায় উপস্থিত হয়েন, তখন বিবেকদেব অন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হয়েন। তখন শোকার্ত্তের হৃদয় ক্ষেত্রে এইরূপ উপদেশ চিত্রিত করিয়া সান্ত্বনা করিতে থাকেন। "অয়ে অবোধ! (কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্। অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ?॥) কি নিমিত্ত এখন তোমার এই কশ্মলভাব উপস্থিত হইল! ইহা নিতান্তই অকীর্ত্তিকর, এবং স্বর্গ হইতে অবচ্যুতিকারক বিষয়। আর্য্যগণ কখনই এইরূপ জঘন্য ভাবের সেবা করেন না। (মাক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়! নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ!॥) (গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥) (জাতস্য হি ধ্রুবো-মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্য্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥) বৎস! তুমি এরূপ অকর্ম্মণ্য অবস্থায় পতিত হইও না ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। ক্ষুদ্রাশয়োচিত হৃদয় দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর। পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত লোকের নিমিত্ত দুঃখ সুখে বাধিত হয়েন না। এ সংসারে জাত মাত্রেরই মৃত্যু হওয়া সুনিশ্চিত বিষয়। আবার মৃত ব্যক্তিরও পুনর্ব্বার জন্মলাভ নিতান্ত নিশ্চিত। সুতরাং জন্ম আর মরণ উভয়ই অপরিহার্য্য বিষয়। অতএব এতদ্দ্বারা পরিবাধিত হওয়া তোমার মত লোকের উপযুক্ত কার্য্য নহে। সংসারে আসিলেই সুখ ও দুঃখ উভয়ের দ্বারা পরামৃষ্ট হইতে হয়। উহারা নদীর তরঙ্গ মালার মত পরে পরে থাকিয়া পরস্পরের স্থান অধিকার করে, উহার একটি উন্নত হইয়া দক্ষিণ দিকে সরিয়া যায় অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটি উপস্থিত হইয়া সেই স্থান প্রপূরিত করে, এবং এইরূপেই প্রবহমান হইয়া সকলগুলিই চলিয়া যাইতে থাকে। আজ যেখানে সুখের ঢেউ স্ফীত হইয়া উঠিল অমনি তাহার পশ্চাৎ ভাগে গভীর নিম্ন অর্থাৎ শূন্য হইয়া পড়িল, আর তৎক্ষণাৎ দুঃখের ঢেউ পরিস্ফীত হইয়া সেই খালিস্থান পূর্ণ করিতে আসিল। পরে তাহার সমাক্ষেপ লাগিয়া ঐ সুখের ঢেউটা সম্মুখে সরিয়া গেল। অমনি সেইখানে ঐ দুঃখের ঢেউটি আসিয়া উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিল। আবার তাহার পশ্চাৎ ভাগে গভীর নিম্নতা হইল, অমনি তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী সুখ তরঙ্গটি আসিয়া সেই স্থানটা অধিকার করিল। আবার তাহার সমাক্ষেপে দুঃখের তরঙ্গটা সরিয়া গেল, পুনর্ব্বার সুখের তরঙ্গ আসিয়া সেই স্থান অধিকার করিল। আবার ঐ নিয়মে দুঃখ তরঙ্গ আসিল, আবার সুখ তরঙ্গ আসিল। এইরূপ পর পরবর্ত্তী সুখ দুঃখের তরঙ্গমালা প্রবাহের দ্বারায় প্রাণিগণের হৃদয় ক্ষেত্রগুলি এক একটি অপূর্ব্ব নদীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। হৃদয় নদীর বক্ষের উপর দিয়া আজন্ম এইরূপ অনুকূল প্রতিকূল তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতেছে। এবং যতদিন তোমার অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিনই যাইবে। এইরূপ

(খ) এই বিবেকের অভ্যন্তরে আলস্য অবসাদাদির ভাব মিশ্রিত রহিয়াছে। অলস, অবসন্ন ও অকর্ম্মণ্য লোকেরাই ক্রিয়া তৎপর অবস্থাতে ভীরু হইয়া থাকে, এবং সতত কষ্টানুভব করে। তাহারা সক্রিয়াবস্থা অপেক্ষায় নিষ্ক্রিয়াবস্থাকে সুখ শান্তিজনক মনে করে। সর্ব্বদা বিশ্রাম ও নিশ্চেষ্টতা ভাল বাসে। সেই জন্য আজ পুত্র বিয়োগকেও আপেক্ষিক বিশ্রাম হেতু বলিয়া ক্লেশানুভব খর্ব্ব করিতেছে। সুতরাং আলস্য ও অবসাদ স্বভাবই ইহার কারণ। আলস্য অবসাদাদি গুণগুলি তমোগুণের বিকার, এজন্য এই বিবেককে তামস বলিয়া অবধারিত করা যায়। এইরূপ বিবেক সংবৃত্ত হইয়া যে হৃদয়ে কার্য্যকারী হয়, তাহাতেই তমোগুণের আধিক্য নিশ্চয় করিতে হইবে। তিনিই তামস প্রকৃতির পুরুষ। আলস্য অবসাদাদি না থাকিলে ঐরূপ বিবেক কিছুমাত্র ফলপ্রদ হয় না। যিনি অবসন্ন, ক্লীব ও অকর্ম্মণ্য পুরুষ নহেন, তিনি নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়াবস্থাকে ঘৃণার্হ ও ক্লেশাবহ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। সতত ক্রিয়ানুষ্ঠানের অবস্থাই তাহার প্রিয়তর হয়।

প্রবাহের নিবৃত্তি করা বোধ হয়, স্বয়ং ব্রহ্মার শক্তির ও আয়ত্ত নহে। এ প্রবাহ চলিবেই চলিবে। কোন রূপ বাধা বিঘ্নই ইহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না। "সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥" অতএব তুমি কেমন করিয়া এই অনাদি কাল প্রবাহিত নদীর প্রতিকূলাচরণ করিবে, তাহা কদাপি সম্ভাব্য নহে। সুতরাং এ সমস্তই সহ্য করিতে হইবে। রণ-দুর্ম্মদ বীর পুরুষের মত সুগভীর ধৈর্য্যাবলম্বনে অনন্ত বাধা বিঘ্ন-শরাবলীর অনন্ত আঘাত বক্ষের উপরে গ্রহণ করিয়া অবিচলিত রূপে দণ্ডায়মান থাকিতে হইবে। সুখপ্রবাহের কালে ও ঐ রূপেই স্থির থাকিতে হইবে। যিনি এই সুখ দুঃখের সমবেগ বহন করিতে না পারিয়া এতদ্দ্বারা পরিচালিত হয়েন, তিনি প্রকৃত পুরুষের মধ্যেই পরিগণিত নহেন। তিনি নিতান্ত কাপুরুষ বলিয়া বীর সমাজের বহিষ্কার্য্য পাত্র। তাই বলি, বৎস! তুমি বীর হও, কাপুরুষোচিত জঘন্য ভাব আশ্রয় করিও না। বক্ষের উপর দিয়া সুখ দুঃখের তরঙ্গ মালা চলিয়া যাইতে দেও, তুমি বীরভাবে বক্ষ স্ফীত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া উহাদের অপূর্ব্ব লীলা গতি সন্দর্শন কর। দুঃখের তরঙ্গের দ্বারা পরিচালিত হইও না, সুখের তরঙ্গেও কিছুমাত্র বিক্ষুব্ধ হইও না। দুঃখ-শরের সুতীক্ষ্ণাঘাতে বেগবান হওয়া যেমন ক্লীব পুরুষের কার্য্য, সুখের শরে পরিবাধিত হওয়া তাহার লক্ষগুণাধিক নীচ পুরুষের কার্য্য। কারণ দুঃখের আঘাত বজ্রাঘাতের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ, আর সুখের আঘাত শিরীষ কুসুমস্পর্শের মত সুকোমল। তাই বলি, তুমি, কি সুখ, কি দুঃখ কিছুতেই বিকম্পিত হইও না। সুতীব্র ধৈর্য্যের আশ্রয় লইয়া সমস্ত বহন করিতে থাক।

কএকটা ঘটনা উত্থাপিত করিয়া তোমাকে এই সুখ দুঃখের অনিবার্য্য চক্রবৎ গতি প্রদর্শিত হইতেছে, ইহা দেখিলে বোধ হয়, অবশ্যই তুমি শান্তিলাভ করিবে। ভাবিয়া দেখ, তোমার সেই বিবাহের দিন! ঐ দিন কি অদ্ভুত আনন্দলহরী তোমার হৃদয়-নদীর বক্ষে খেলা করিয়াছিল। সেই তরঙ্গমালা পূর্ব্ব হইতেই তোমার আশা-বাত্যার দ্বারা আধ্মাত হইয়া ঐ দিন কি ভয়ানক অবস্থায় উন্নত হইয়াছিল! যে সময় বিবাহ হয় তখন মনে হইল যেন সেই পর্ব্বতায়মান আনন্দ তরঙ্গ গুলি তোমার নিজের অস্তিত্বটাকে রসাতলে মগ্ন করিয়া ফেলিল, এবং বেলার সহিত সমস্ত হৃদয় নদী বিপ্লাবিত করিয়া আকাশের উর্দ্ধ দেশ স্পর্শ করিতে লাগিল। তখন ঐ মেঘাবলী তোমার আনন্দ তরঙ্গের ফেণার ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে চলিল। সুমেরুর ন্যায় উত্তুঙ্গ হইয়া এক একটা তরঙ্গ আইসে, আবার বহিয়া যায়, আবার আর একটা আইসে আবার বহিয়া যায়, এইরূপ পরে পরে কিছুকাল পর্য্যন্ত অতি অদ্ভুত কএকটা আনন্দের ঢেউ উঠিয়া হইয়া দক্ষিণ সমুদ্রের দিগে প্রসারিত হইল। তৎপর ঐ রাত্রির শেষ না হইতেই যখন তোমার সেই স্ত্রীর [illegible] সার বা বিসূচিকা হইয়া মৃত্যু দশা হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ অমাবস্যার জোয়ারকালে বাণের মত গগনস্পর্শী [illegible] আসিয়া সেই হৃদয় নদী প্লাবিত করিয়া ফেলিল। নৈরাশ্যের চরম দশা হইল। আনন্দের তরঙ্গাবলী নিঃশেষে দক্ষিণ সমুদ্রে চলিয়া গিয়া একবারে অলক্ষিত হইল। তখন আবার কিছুকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া থাকিয়া ধারাবাহী ক্রমে অত্যুত্তুঙ্গ কএকটা দুঃখের লহরী প্রবাহিত হইল। পরে অনেক ক্লেশে অনেক যত্নে স্ত্রীর আরোগ্য হইল। দুঃখের ঢেউগুলিও দক্ষিণ সমুদ্রের দিকে সরিয়া নিঃশেষিত হইল। আবার নিষ্কম্প হৃদয়-নদীতে আশা বায়ুর আধ্মানের দ্বারা আনন্দ লহরী উত্থিত হইতে লাগিল। আবার প্রায় পূর্ব্ববৎ স্ফীত হইয়া উঠিল। আবারও হৃদয় ধাম ভাসাইয়া ফেলিল, দুই কুল বিপ্লাবিত করিল। তোমার অস্তিত্ব পাতাল-মগ্ন করিল। তখন তুমি সস্ত্রীক সপরিকরে যাত্রা করিয়া নৌকারোহণ করিলে। কিয়ৎক্ষণ পর, সেই শ্রাবণ মাসের পদ্মানদীর মধ্য বক্ষে নৌকা খানি উপস্থিত হইল, অমনি মোচার খোলের মত টলমল করিতে লাগিল। পদ্মানদীর সেই পর্ব্বতায়মান তরঙ্গাবলী, একটি খরলা মৎস্যের ন্যায় তোমার নৌকা খানিকে মহাগ্রাহের মত গ্রাস করিয়া ফেলিল। উহা সেই চেরাপুঞ্জীর গহ্বরের ন্যায় সুগভীর তরঙ্গাবলীর গহ্বর মধ্যে নিপতিত হইয়া দর্শকগণের অদৃশ্যতায় পড়িল। তখন চতুর্দ্দিক জলময় দেখিতে লাগিলে, এবং পাতাল পুরী স্মরণ পথে আসিয়া দিঙ্মোহ উপস্থিত করিল। ক্ষণকাল পরে আবার নৌকাখানি ন্যুব্জ ও পার্শ্ব প্রবণ হইতে হইতে, উদরস্থ তোমাদিগকে উত্তান অনুত্তানাদি রূপে বিপর্য্যস্ত করিতে করিতে, সমস্ত দ্রব্যাদি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ভিজাইয়া বিপরিবর্ত্তিত, একত্রিত ও বিশ্লিষ্ট করিতে করিতে, সকলের "হা হতোস্মি" চীৎকারের সহিত যখন পর্ব্বতের মত তরঙ্গের শিরের উপরে উঠিল, আবার তৎক্ষণাৎ উহার এক দিক্ তরঙ্গের গহ্বরে নামিয়া পড়িয়া যখন পোথিত স্তম্ভের ন্যায় সরলভাবে দণ্ডায়মান হইল, তরঙ্গের ঘন গভীর নিনাদে যখন কর্ণকুহর বধির হইয়া পড়িল, বায়ুর প্রবলতর সমাক্ষেপের দ্বারা যখন আসন বসনাদি উড়ীয়া যাইতে লাগিল, এ দিকে জল উঠিয়া নৌকাখানি অর্দ্ধমগ্ন হইল, তখন ঐ তরঙ্গই তোমার দুঃখের তরঙ্গে পরিণত হইয়া পূর্ব্বতন সেই আনন্দের তরঙ্গাবলীকে দক্ষিণ সমুদ্রে সমাক্ষিপ্ত করিল। তখন তোমার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আশাভরসা ডুবাইয়া ফেলিয়া আবার গগনগামী দুঃখতরঙ্গ বহিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে মর-মর হইতে হইতে, কোন মতে জীবিত থাকিয়া যখন সকলের সহিত পদ্মার পার পাইলে তখন আবার সেই ভয়াবহ দুঃখের তরঙ্গগুলি দক্ষিণ সাগরের দিকে চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার আশার সঞ্চারে উজ্জীবিত হইয়া হৃদয় নদীর আনন্দ লহরী উদ্বেলিত হইতে আরম্ভ করিল। আবার পূর্ব্ববৎ প্রধ্মাত হইয়া পূর্ব্ববৎ উৎস্ফীত হইল। আবার তুমি আনন্দের তরঙ্গে ডুবিয়া ডুবিয়া হাবুডুবু করিতে লাগিলে। কিছু কাল আনন্দের ঢেউগুলি প্রবাহিত হইল। আবার থাকিতে থাকিতে অকস্মাৎ পিতৃদেবের লোকান্তর হইল। আবার নিদারুণ শোকজ্বালায় অন্তরাত্মা ভস্মীভূত হইতে লাগিল। এদিকে, পর্ব্বতের মত সংসারভার নিপতিত হইয়া মস্তকটা চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। আবার আনন্দলহরী শুখাইয়া দুঃখের ঢেউ স্ফীত হইয়া উঠিল। আবার অনেক দিনের অনেককষ্টে তৎসমস্ত কাটাইয়া উঠিলে। সংসারের উন্নতিও করিলে। পুনর্ব্বার সুখের দিন সমাগত

হইল। আবার ভ্রাতৃবিয়োগ, ভগিনীবিয়োগ হইয়া দারুণ দুঃখের প্রবাহ সমুপস্থিত হইল। পুনর্ব্বার আশাবায়ুর পরিচালনে দুঃখ-তরঙ্গ অপসারিত করিয়া সুখের প্রবাহ আসিল। সহধর্ম্মিণী গর্ভ-বতী হইলেন। আবার তুমি আনন্দে স্ফীত হইতে লাগিলে। পুনর্ব্বার প্রসব সময়ে সহধর্ম্মিণীর মৃত্যুদশা হইলে তোমার কি দশা হইয়া ছিল, তাহাও স্মরণ করিয়া দেখ। পরে পুত্রের মুখ সন্দর্শন করিলে, সহধর্ম্মিণীও পরিত্রাণ পাইলেন। আবার দুঃখের তরঙ্গ সরিয়া গিয়া সুখের তরঙ্গ হৃদয়ক্ষেত্রে অধিকার করিল।

এই হইল প্রধান প্রধান ঘটনায় প্রবল প্রবল সুখদুঃখ প্রবাহের কথা। কিন্তু মধ্যে প্রতিদিনে, প্রতিদণ্ডে, প্রতি পলে পলে যে, কতরূপ অনুকূল প্রতিকূল প্রবাহ চলিয়া গিয়াছে, তাহার সীমা সঙ্খ্যা নাই। তুমি তাহার স্মরণ করিতে বসিলে বোধ হয় একজন্মেও শেষ করিতে সমর্থ হইবে না। তাহার পার কূল পাইবে না।

এই গেল সেই বিবাহের সময় অবধি মোটে কএক বৎসরের অবস্থা। এতদ্ব্যতীত, ইহার পূর্ব্বে, কত অনন্ত কোটি সুখদুঃখের তরঙ্গমালা বহিয়া গিয়াছে, তাহার স্মরণ করিতে গেলেও হৃদয় তন্ত্র ছিন্ন মূল হইয়া উঠে। একবার সুখ আবার দুঃখ এইরূপে প্রতি নিমেষে যাহার শত সঙ্খ্যা হইয়া যাইতে পারে, পঞ্চাশ বৎসরে তাহার কত কোটি আবির্ভাব তিরোভাব হইয়াছে, তাহা কে বলিবে। যখন ভূমিষ্ঠ হইলে তখনই ত অকস্মাৎ সেই নিদারুণ দুঃখসমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলে। আবার জননীর আশ্রয় লাভ করিয়া আশ্বস্ত হইলে। সেই দুঃখের ঢেউ সরাইয়া সুখের সঞ্চার হইল। এই প্রথমে দুঃখানন্তর সুখ, আবার সুখানন্তর দুঃখ প্রবাহের আরম্ভ হইল। ক্রমেই প্রতি ক্ষণে ক্ষণে দুঃখ সুখের পরম্পরা চলিল। পরম্পরের ভবাভিভবে অনুকূল প্রতিকূল তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতে লাগিল। সেই পরম্পরাক্রমেই, অগণ্য দুঃখ এবং অগণ্য সুখতরঙ্গের পর বিবাহ ঘটনা উপস্থিত হইয়া সুখের ঢেউ উন্নত করিয়াছিল। তাহার পরে কি হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। এখন আবার সেই পরম্পরা মতেই এই সুদারুণ পুত্র বিয়োগের দুঃখবীচি স্ফীত হইয়া গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতেছে। কিয়ৎকাল পরে আবার ইহাও অন্তর্হিত হইবে। আবারও এইরূপ উন্নত সুখতরঙ্গ আসিয়া ইহার স্থান অধিকৃত করিবে। আবার দুঃখের ঢেউ আসিবে, আবার সুখের ঢেউ আসিবে। জীবনের অবশিষ্ট সময়ে, এইরূপ আরো কত লক্ষ অনুকূল প্রতিকূল তরঙ্গমালা আসিবে আর যাইবে, তাহার সীমা সংখ্যা করা যায় না। অতএব তন্নিমিত্ত উৎফুল্ল বা অবসন্ন হওয়া বীরপুরুষের সমুচিত কার্য্য নহে। বক্ষ প্রসারণ করিয়া অনিবার্য্য সুখ দুঃখের তরঙ্গমালা বহিয়া যাইতে দেও। তুমি নির্ভীকরূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া তটস্থভাবে উহাদের অপূর্ব্ব লীলাবলী সন্দর্শন কর। বৎস! ধীর হও, বীর হও, শোক যন্ত্রণা পরাজিত করিয়া গাত্রোত্থান কর। শোকের নিকট বা সুখের নিকট পরাস্ত হইও না। ক্লীব পুরুষের মত ইহাদের অধীন হইও না। স্বকীয় ধৈর্য্য বলের দ্বারা ইহা-দিগকে অধীন করিয়া প্রকৃত পুরুষত্বের পরিচয় দেও (ক)।

আরও বলি, তুমি যদি কথিত বিষয়ের ধারণা করিতে না পারিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার শোকাপনোদনের অনেক-কারণ আছে। স্থূলজ্ঞানে যদি সুখ দুঃখের তুলনার প্রতি এক-বার দৃষ্টিপাত কর তাহাতেও তোমার শোকের জ্বালা বিদূরিত হইবে। এসংসারে, সুখের হানি হইলেই লোকে দুঃখিত হইয়া থাকে, এবং দুঃখের অভাবেই সুখানুভব করে। পুত্র কন্যাদি অপত্যগণকে লোকে যাবৎ প্রকার সুখ শান্তির আশা ভরসার স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়, এনিমিত্ত তাহাদের বিয়োগ হইলেই সুখালম্বনের বিনাশ হইল মনে করিয়া শোক দুঃখে প্রপীড়িত হয়। আবার শত্রুজনের বিনাশ হইলে দুঃখের কারণ বিনষ্ট হইল দেখিয়া আনন্দ লাভ করে। তুমিও এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই আজ পুত্র বিয়োগে ঈদৃশ অধীর অবস্থায় পতিত হইয়াছ। পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সমস্ত আশা ভরসার মূলগ্রন্থিগুলি খুলিয়া গিয়াছে, বাসনা ভূমি চূর্ণ হইয়াছে, সুখের খনি দগ্ধ হইয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়াছে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি তাহাকে স্তম্ভকরিয়া তুমি কত লক্ষ লক্ষ সুখ ভোগের আশা রজ্জু জড়াইয়াছিলে, কত অসঙ্খ্য বাসনা-রসনার অসঙ্খ্যগ্রন্থি বন্ধন করিয়াছিলে, তাই আজ তাহার বিয়োগে তোমার নিজপ্রাণ বিয়োগের ন্যায় যন্ত্রণা হইতেছে। কিন্তু তুমি যদি এইরূপে আশা, ভরসা ও বাসনা-লতার প্রবাহ বৃদ্ধি না করিতে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আজ এরূপ যাতনা উপস্থিত হইত না। আজ তুমি তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় শান্ত ভাবেই অবস্থিতি করিতে। অতএব সুখভোগের আশা ভর-সার ভঙ্গই অপত্যাদি বিয়োগ যন্ত্রণা অনুভবের অদ্বিতীয় হেতু।

এখন ভাবিয়া দেখ, তোমার সেই সকল আশা ভরসার মূলে কোন ভ্রান্তি বা সংশয় ছিল কি না। যদি ভ্রান্তি বা সংশয় থাকা বুঝিতে পার তবে সেই মিথ্যা আশার ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া ব্যথিত হওয়া সমুচিত কার্য্য নহে। তুমি আশা করিয়াছিলে, সেই পুত্র তোমার শ্রাদ্ধ, তর্পণ, পিণ্ডদানাদি করিয়া পারলৌ-কিক মঙ্গল বিধান করিবে। সে সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ হইয়া তোমার মৃত আত্মাকে উন্নীত করিবে। আর ভাবিয়া ছিলে, সে শরীর, মন, ও বাক্যের দ্বারা তোমার সেবা শুশ্রূষা ও আনুকূল্য করিবে, অর্থোপার্জ্জনের দ্বারা তোমার অস-ময়ে সহায়তা করিবে, বার্দ্ধক্যে প্রতিপালন করিবে, তোমার এই কুটীরকে অট্টালিকা করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু সময়কালে ইহার কি হইত তাহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ আছে কি? কিছুইত নাই। কালেতে তোমার সমস্ত আশার বিপরীত ঘটনা হওয়াওত কিছুমাত্র আশ্চর্য্যাবহ নহে। বিশে-

(ক) এই বিবেকের অভ্যন্তরে বীর ভাব, দম্ভ, অহঙ্কার, যশ, খ্যাতির ইচ্ছাদি বিমিশ্রিত আছে। এই সকল গুণগুলি রজোগুণের বিকার, সুতরাং এই বিবেক রজোগুণবিমিশ্রিত হইলেন। এজন্য ইহাঁকে রাজস বিবেক বলা গিয়া থাকে।

ষতঃ, ইদানীং যে সুদারুণ কাল উপস্থিত, আর বিপরীত সংসর্গ, বিপরীত দৃষ্টান্ত এবং বিপরীত শিক্ষাদির যেরূপ প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, ইহাতে প্রায় লক্ষের মধ্যে, একজনকেও পুত্র হইতে আশানুরূপ ফল ভোগ করিতে দেখা যায় না। প্রত্যুত, বিপরীত ফলই প্রত্যেক পিতা মাতা লাভ করিয়া থাকেন। তুমি একটু স্থির হইয়া নিভৃতস্থানে তোমার চারি-দিগের পুত্রবান্ পুত্রবতীদিগকে পুত্রঘটিত সুখের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ। দেখিবে, সকলেই আপনাপন পুত্রগণের চরিত্রা-বলী চিত্রিত করিতে গিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিবেন। আজকাল কত লক্ষ লক্ষ পুত্র আছে যাহারা পৈতৃক আচার, ব্যবহার, আহার, নিয়ম, ও ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া সমাজের মস্তকে বজ্রাঘাত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ পশ্বাচারের অনুষ্ঠানে, জনক জন-নীকে অকূল দুঃখের সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতেছে। পিতা মাতার সেবা শুশ্রূষাও ভরণাচ্ছাদন দান করা তো অতি দূরের কথা, দুই চারি বৎসরের মধ্যে একবার দর্শন দান করাও অপব্যয় মনে করিয়া লক্ষ লক্ষ পুত্র উপেক্ষা করিয়া থাকে। আবার এমত কুল-পাংশুল পুত্রও কত শত শত বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহারা স্ত্রী পক্ষের বশবর্ত্তী হইয়া জনক জননীকে স্বহস্তে প্রহার করিতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। এই সমস্ত পুত্রগণের জনক জননীগণ এখন, অবশ্যই, উহাদের সেই লালন পালনাদির ক্লেশ স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা অনুতপ্ত হইতেছেন। আবার ইহাও মনে করিতেছেন যে, উহারা শিশুকালেই প্রেতলোকে গমন করিলে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলজনক হইত। তাহা হইলে আজ জনক জননীর ঈদৃশ যন্ত্রণা সহিতে হইত না, পূর্ব্বেও সেই লালন পালনের কষ্টভোগ করিতে হইত না।

বৎস! তোমার পুত্র জীবিত থাকিলে, সে যে এই শ্রেণীর পাত্র হইত না তাহার কোন নিশ্চয় প্রমাণ নাই। কাল ও সংসর্গাদির মহিমায় বরং উল্লিখিত মতের কুপুত্র হওয়ারই অধি-কতর সম্ভাবনা বিবেচনা হয়। তাহা হইলে পরিণামে তোমার কিরূপ যাতনা ভোগ করিতে হইত তাহা ভাবিতেও রোমাঞ্চ হয়। তাহা হইলে বোধ হয়, জগদম্বা তোমার মঙ্গল বিধানের নিমিত্তই এই পুত্রটি অপহরণ করিয়াছেন। অতএব তন্নিমিত্ত অধীর হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। এখন ধৈর্য্যের আশ্রয় লও, সেই পুত্রকে বিস্মৃত হইতে চেষ্টা কর, সে তোমার অপকার কারী কুপুত্র হইত বলিয়া বিশ্বাস কর, সে তোমার আশানুরূপ কোন কিছুই করিত না বলিয়া ধরিয়া লও। উঠ! একবার জাগ্রত হও, কাল, অবসাদ ও ম্লানতাদি পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান কর। সংসারের কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে সংপ্রবৃত্ত হও (খ)।" ইত্যাদি নানামতে নানাভাবে উপদেশ

(খ) এই বিবেকের মধ্যে সুখ দুঃখের বিচার বিতর্কাদি সন্নিবিষ্ট আছে। ইহাতে সুখের স্পৃহা এবং দুঃখের ভীতি উভয়েই সমাশ্লিষ্ট রহিয়াছে, এনিমিত্ত ইহা রাজস বিবেক বলিয়া নির্ণীত হয়। সুখানুরাগ ও দুঃখ বিদ্বেষাদি সমস্তই রজোগুণের বিকার। এই বিবেকে যাঁহাদের প্রীতি অনুভব হয়, তাঁহারাই আপনাকে রাজস প্রকৃতির পাত্র বলিয়া অবধারণ করিবেন, এবং তাঁহারাই ইহাঁর সেবা করিবেন।

করিতে করিতে বিবেকদেব, সেই দুঃখীজনের হৃদয় মধ্যে দৃঢ়া-সনে উপবিষ্ট হয়েন। থাকিয়া থাকিয়া সর্ব্বদাই, যখনই শোক-জ্বালা উচ্ছ্বসিত হয় তখনই, ঐ সকল রাজস উপদেশের স্ফুরণ করিতে থাকেন। অমনি এক একটু করিয়া শোক যাতনার লাঘব হইতে থাকে। এইরূপ করিতে করিতে দুঃখার্ত্ত মানব যখন প্রায় প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে, অমনি বিবেকদেব ধীরে ধীরে নিজমূর্ত্তি প্রতিসংহার করিতে আরম্ভ করেন।

আবার বিবেকের প্রিয়পাত্র কোন সাত্ত্বিক প্রকৃতির মহা-পুরুষ যখন সুদারুণ শোকজ্বালায় সন্দহ্যমান হইয়া রোদন করিতে থাকেন, তখন এই মূর্ত্তি পরিগ্রহে বিবেকদেব তাঁহার হৃদয়ে উপ-নীত হইয়া সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হয়েন। "বৎস! এ কি হইল! তোমাতে এ দারুণ মোহের সমাবেশ হইল কেন! ইন্দ্রজাল হইতে এত বিভীষিকা কেন! অমূলক কল্পনাময় পদার্থ হইতে এরূপ ভয়াবহ প্রমাদ আসিল কেন! স্বাপ্ন বিষধরের সন্দংশনে এরূপ মহামূর্চ্ছা কি কারণে হইল! এ যে নিতান্ত আশ্চর্য্য ঘটনা! তুমি কাহাকে লক্ষ্য করিয়া "হা পুত্র, হা বাছা!" বলিয়া ক্রন্দন করিতেছ! কাহার অভাব মনে করিয়া ব্যাকুলতায় অধীর হইয়াছ!। (কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ। কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ!॥) বাবা! একবার জাগ, মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া নয়ন উন্মী-লন কর, একটু অভিনিবিষ্ট হইয়া একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কর, সংসারের প্রকৃত তত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ কর। প্রথমে, তুমি কে, কাহার, এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, তাহার অনুধ্যান করিয়া দেখ। তৎপর তোমার স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদি কেহ হইতে পারে কি না, তদ্বিষয় চিন্তা কর, তাহা হইলেই তোমার এই দিঙ্মোহ বিদূরিত হইবে। এ সংসারে কেহই তোমার পুত্র নহে, কেহই তোমার ভার্য্যা নহে, তোমার পিতা মাতাও কেহকেই বলিতে পারিবে না। ভার্য্যা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু এবং মাতা পিত্রাদি সম্বন্ধ পরিকল্পনা কেবল ঐন্দ্রজালিকী মায়াদেবীর বিচিত্র লীলামাত্র। বাস্তবিক পক্ষে, তুমি কাহারও পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু বা স্বামী, ভার্য্যা নহ। আবার তুমি যাঁহা-দিগকে মনে করিতেছ, তাঁহারাও তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, স্বামী, ভার্য্যাদি নহেন। এ সংসারে তোমারও কেহই কিছু নহেন, তুমিও কাহারও কিছু নহ। সুতরাং কাহারও নিমিত্ত কাহারও কোনরূপ শোক, তাপ, হর্ষাদির উপযুক্ত কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

এ পৃথিবীতে, পৃথিবী কেন, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একজন ব্যতীত জননী নাই। পিতাও সেই একজন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তাও সেই সর্ব্বজনের জনক আর জননী। সেই জনক জননীর ইচ্ছাতেই অনন্ত-রাজ্যের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রতিসংহার সাধিত হইতেছে। একা তিনিই এই বিশ্বসংসারের প্রভু, তিনিই ইহার স্বামী, তিনিই ইহাতে স্বত্ববতী, তিনিই এই যাবৎ বস্তুর যাবৎ শক্তির সমষ্টি ধারিণী, তিনিই যাবৎ বলের সমষ্টিধারিণী, তিনিই যাবৎ বস্তুর যাবৎ ক্রিয়াকারিণী, তিনিই যাবৎ বস্তুর যাবৎ গুণের আধার, তিনি যাবৎ ধর্ম্মের আধার, তিনি যাবৎ কর্ম্মের আধার, যাবৎ

অধ্যবসায়ের আধার, যাবৎ যত্নপ্রবৃত্তির আধার, তিনিই সর্ব্ব কার্য্যে সকলের প্রেরিকা, সকলের পরিচালিকা, এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তনকারিণী। তিনি দেবতা, মনুষ্য, পশু, কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিজ্জাদি পর্য্যন্ত যাবৎ প্রাণী এবং ভূগোল খগোলাদি অপ্রাণী পদার্থের মধ্যে, যথা সময়ে, নিজের সেই সর্ব্বব্যাপক অগাধ অনন্ত পিতৃত্ব মাতৃত্ব শক্তি অর্থাৎ প্রজনন শক্তিকে স্ফুরিত করিয়া দেবতা হইতে দেবতা মনুষ্য হইতে মনুষ্য, পশু হইতে পশু, কীট হইতে কীট, পতঙ্গ হইতে পতঙ্গ এবং উদ্ভিজ্জাদি হইতে উদ্ভিজ্জাদির আবির্ভাব করিয়া জগৎপিতা, জগন্মাতা নামের সার্থক্য করিতেছেন। তিনি তোমার পিতামহ পিতামহীর আত্মা ও দেহের মধ্যে আপন পিতৃত্ব মাতৃত্ব শক্তির প্রকাশ করিয়া ঐ দেহাদি হইতে তোমার পিতাকে প্রাদুর্ভূত করিয়াছেন, সুতরাং তোমার পিতার পিতা মাতা তিনি। আবার তোমার মাতা পিতার দেহাদির মধ্যে আপন মাতৃত্ব পিতৃত্ব শক্তির পরিস্ফুরণ করিয়া তোমার ঐ দেহের প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তোমারও পিতা মাতা তিনিই। আবার সেই তিনিই, তোমার স্ত্রী আর তোমার দেহ প্রাণাদির মধ্যে, আপনার সেই সর্ব্ব পরিব্যাপক পিতৃত্ব মাতৃত্ব শক্তির উদ্দীপনা করিয়া তোমাদের উভয় দেহাদি হইতে ঐ মৃত শিশুটিকে সংসারে আবির্ভূত করিয়াছিলেন। অতএব তিনিই তোমার পিতামহের পিতা মাতা, তিনিই তোমার পিতার পিতা মাতা, তিনিই তোমার পিতা মাতা, আবার ঐ মৃত শিশুর পিতা মাতাও সেই তিনিই। তোমরা ভ্রান্ত হইয়া, তাঁহার সেই পরিব্যাপক প্রজনন শক্তি তোমাদের দেহাদি মধ্যে পরিস্ফুরিত হইয়াছে বলিয়া "আমার-আমার" ভাবিতে ভাবিতে আপনার করিয়া লইয়াছ। সেই জন্য সেই সর্ব্ব জনক জননীর সন্তানকে তোমাদের সন্তান বলিয়া কল্পনা করিয়াছ। তাই আজ, তাহার মৃত্যুতে,—সেই পরের পুত্রের মৃত্যুতে,—জগৎ পিতা মাতার—তোমাদের কুল পরম্পরা সকলের পিতা মাতার পুত্রের মৃত্যুতে আবার তোমাদের পুত্র মরিয়াছে বলিয়া "হা পুত্র! হা বৎস!" ইত্যাদি নানা মতের নানা কথায় বিলাপ করিয়া রোদন করিতেছ! অহো! মোহ-মহিমা! গহন মোহের কি দুরত্যয়া শক্তি! একবারে দিবাকেই রাত্রি করিয়া ফেলিয়াছে, আর রাত্রিকে দিন! সম্পূর্ণ মিথ্যাকেই সত্য করিয়া তুলিয়াছে, এবং সত্যকে একবারেই মিথ্যা! অবিদ্যে! তোমাকে প্রণাম, তোমার শক্তিকে কোটি কোটি প্রণাম। এই জন্যই বুঝি শাস্ত্র তোমাকে সেই সর্ব্বেশ্বরীর অনির্ব্বচনীয় শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। হউক, বৎস! এখন জাগ্রত হও, মোহের কলঙ্ক বিধৌত করিয়া নয়ন উন্মীলন কর। দেখ, ঐ মৃত শিশু তোমার পুত্র নহে। তোমার কেহই নহে। ও তোমার পিতা মাতা অর্থাৎ জগজ্জনক জননীর তনয়। আর তুমি উহাকে "পুত্র পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিও না, রোদনও করিও না।

সেই জগজ্জনক জননী কি নিমিত্ত উহাকে এখানে আনিয়াছিলেন, কি জন্যই বা আবার প্রতিপ্রসব করিলেন তাহা কেহই জানিতে পারে না। তাঁহার ক্রিয়া কলাপের উদ্দেশ্যাদি জীবগণের হৃদয়ে অগম্য। তিনি তোমার আমার কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এ সংসারে কোন ক্রিয়ার আরম্ভ করেন না। নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধিই তাঁহার সমস্ত ক্রিয়া প্রবৃত্তির হেতু। সেই অনির্ব্বচনীয়, অপ্রতর্ক্য উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই তিনি সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি যাবৎ ক্রিয়ার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন। সেই অবিচিন্ত্য উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই ঐ শিশুটিকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্য এখন সম্পন্ন হইয়াছে, তাই উহাকে পুনর্ব্বার আপনার গর্ভে প্রতিপ্রসব করিলেন। সুতরাং এ ঘটনার ইষ্টানিষ্ট সমস্তই তাঁহার। ইহার দ্বারা কি হইল তাহাও তিনিই জানেন। কিন্তু তোমার কোন ফল সাধনের নিমিত্ত তিনি উহাকে প্রেরণ করেন নাই, প্রতিসংহারও সেই জন্য নহে। কারণ তিনি স্বাধীন, স্বতন্ত্র। সুতরাং অন্য কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না। তুমি ভ্রান্ত হইয়া তাঁহার সেই স্বাধীন ক্রিয়াতে তোমার নিজের উদ্দেশ্যাদি কল্পনা করিয়া স্থাপন করিয়াছিলে। তোমাদেরই নানাবিধ ফল সাধনের নিমিত্ত উহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলে। তাই আজ উহার মৃত্যুতে সেই ভ্রম পরিকল্পিত উদ্দেশ্য রাশির ভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া মিছামিছি এই সুতীক্ষ্ণ পরিতাপে দগ্ধ হইতেছ। মরীচিকাময় মরুক্ষেত্রে জলাশা করিয়া আশা ভঙ্গের যন্ত্রণা পাইতেছ। বাস্তবিক এই শিশু কেন, এ সংসারের কিছুই তোমার কোন ফলাফলের নিমিত্ত আসিতে বা যাইতেছে না। তোমার ঐ দেহটাও তোমার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আবির্ভূত হয় নাই, যাইবার সময়েও তোমার ফলাফলের কিছুমাত্র প্রতীক্ষা করিবে না। সেই একজনেরই সেই অনির্ব্বচনীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত এ বিশ্ব সংসারের আবির্ভাব তিরোভাবাদিরূপ বিচিত্র ঘটনাবলী ঘটিয়া যাইতেছে। তবে আর তুমি এত পরিতাপ করিতেছ কেন।

এ জগতের কোন ঘটনার প্রতি তোমাদের কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব, বা প্রভুত্বাদি নাই, কোন শক্তিও নাই, কোন বলও নাই, কোন ক্ষমতাও নাই, কোন চেষ্টাও নাই, কোন ইচ্ছা অধ্যবসায়ও নাই, কিম্বা প্রবৃত্তি যত্নও নাই। সেই এক কর্ত্তার স্বাধীন কর্ত্তৃত্বে, স্বাধীন প্রভুত্বেই এই বিশ্বসংসার প্রতিক্ষণে বিপরিবর্ত্তিত—উলট্ পালট্—হইয়া চলিয়া যাইতেছে। তাঁহারই ইচ্ছা প্রবাহের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। তাঁহারই অনন্ত শক্তির অনন্ত তরঙ্গে হেলিয়া দোলিয়া বহিয়া যাইতেছে। তাঁহারই বলের অধীন হইয়া সংযোগ বিয়োগের বিচিত্রতায় নানা ভাবে পতিত হইতেছে। তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই চালনায়, যাবৎ জড়বস্তুর যাবৎ প্রকার পরিবর্ত্তনাদি সাধিত হইতেছে। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে, তাঁহার প্রভুত্বে, তাঁহার ইচ্ছায়, তাঁহারই প্রযত্নে, তাঁহার শক্তি, তাঁহার বল সমুদ্রের মন্থন সমালোড়নে তাহার ফেণবৎ, এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের উপাদান পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাবস্থা ভাসিয়া উঠিয়াছে। আবার সেইরূপে, সেই শক্তি, সেই বলের মন্থনেই ইহারা পরস্পরে মীলিত হইয়াছে। সেইরূপে, সেই বলের, সেই শক্তির সমালোড়নের দ্বারাই আবার ঘনাকারে উপনীত হইয়া ভূগোল খগোলাদি গোলাকারে পরিণত হইয়াছে। সেইরূপে, সেই বল, সেই শক্তির সমালোড়নেই সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারই

দ্বারা মরু সমুদ্র হইতেছে, সমুদ্র মরু হইতেছে, জল স্থল হইতেছে, স্থল জল হইতেছে, পর্ব্বত মৃত্তিকা হইতেছে, মৃত্তিকা পর্ব্বত হইতেছে। এবং সেইরূপে সেই শক্তি সেই বলের মন্থনেই এই জল, মৃত্তিকা, অগ্নি, বায়ু শস্যরূপে পরিণত হইতেছে, শস্য আবার রক্তরূপে পরিণত হইতেছে, তাহা আবার মাংস, অস্থি, রস, মেদাদি নানাবিধ আকারে সজ্জিত হইয়া কিয়ৎকাল স্থিতি করিতেছে, আবার সেই বল, সেই শক্তির সমালোড়নেই জল মৃত্তিকায় পরিণত হইয়া দৃষ্টিবিষয় অতীত হইতেছে। এইরূপেই আবার ইহা ধান্যাদিরূপে এখানে আসিবে, আবার রক্ত মাংসাদিও হইবে, আবার অন্যরূপের আর একটা দেহের আকারেও কিয়ৎকালের জন্য অবস্থিতি করিবে, আবার জল মৃত্তিকায় পরিণত হইবে। এইরূপে এই বিশ্বসংসারের প্রাণী, অপ্রাণী যাবৎ পদার্থই সেই অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের উপরে, সেই অনন্ত বল, অনন্ত শক্তি, অনন্ত চেষ্টার সমালোড়নে কিছুকালের জন্য আত্মলাভ ও অবস্থিতি করিয়া আবার অগোচর হইতেছে। এইরূপ অপূর্ব্ব ঘটনায়, ইহারা, আমার নিকটে, সেই ইচ্ছা সমুদ্রের শক্তি তরঙ্গের উপরে এক একটা ক্ষুদ্র ফেণার মত প্রতিভাত হইতেছে। অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে অনন্ত শক্তির অনন্ত লহরী, উন্মন অবনমনাদিক্রমে পরস্পরের সঙ্ঘর্ষণে এই জড় রাজ্যের স্থূল, সূক্ষ্ম পদার্থ গুলিকে সমান্দোলিত, বিক্ষুব্ধ, ও প্রমথিত করিতে করিতে, চক্রাকার গতিক্রমে লইয়া যাইতেছে। অমনি সেই প্রাকৃত পদার্থ গুলি নানাকারে, নানাভাবে, নানাবর্ণে, নানা পরিমাণে, ফেণার মত সংযুক্ত বিযুক্ত হইয়া বিচিত্র লীলা দর্শন করাইতেছে। যখন ফেণার মত সংযুক্ত হইতেছে তখন ক্ষুদ্রতম, ক্ষুদ্রতর, ক্ষুদ্র, এবং বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তমাদি নানা পরিমাণে নানাবিধ আকারে উপনীত হইয়া নানা নামে কথিত হইতেছে। ক্ষুদ্রতম অবস্থায় পিপীলিকা ও মশক দংশকাদি নাম, ক্ষুদ্রতর অবস্থায় কীট পতঙ্গাদি নাম, ক্ষুদ্রাবস্থায় "মনুষ্য" পশ্বাদি নাম, বৃহদবস্থায় বৃক্ষাদি নাম, বৃহত্তর অবস্থায় নদী পর্ব্বতাদি নাম, এবং বৃহত্তম অবস্থায় পৃথিবীও গ্রহ নক্ষত্রাদি নাম গ্রহণ করিতেছে। আবার যখন ফেণার মত হেলিয়া দোলিয়া, ডুবিয়া ডুবিয়া খসিয়া খসিয়া ভাসিতে ভাসিতে কতক দূর চলিয়া গিয়া একবারে বিযুক্ত হইতেছে তখন সমস্ত আকার প্রকার নামাদি পরিত্যাগ করিয়া সেই শক্তির তরঙ্গে মীলিয়া যাইতেছে। এই ফেণের আকার অনন্ত, সংখ্যা অনন্ত, পরিমাণাদিও অনন্ত। ইহা প্রতি নিমেষে, কত লক্ষ আকারে, কত লক্ষ গঠিত হইতেছে, কত লক্ষ ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে ভাসিয়া যাইতেছে, কত লক্ষ লীন হইতেছে তাহার অবধি ইয়ত্তা নাই। দশদিকে দৃষ্টি করিয়া যাহা কিছু দেখিতেছ, শুনিতেছ, বা যে কোন রূপে বুঝিতে পাইতেছ সমস্তই সেই অনন্ত শক্তি তরঙ্গ মালায় প্রমথিত জড় পদার্থের সংযোগ বিয়োগে সঞ্জাত, ভাসমান এক একটি ফেণা। কীটাণু কীট হইতে নদনদী, বন, উপবন, এবং প্রস্তরাদির সহিত পৃথিব্যাদি গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যন্ত সমস্তই ঐ শক্তি তরঙ্গের উপরে ভাসমান প্রকৃতি রচিত ফেণা। এই শীত, শীতের পরে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পরে বর্ষা, এবং অন্তরালবর্ত্তী হেমন্ত, বসন্ত, শরৎ ইহাও সেই শক্তি তরঙ্গে ভাসমান ফেণা। আবার দক্ষিণে বায়ু, উত্তরে বায়ু, ঝঞ্ঝাবাত, ঝড়, তুফান, বাত্যা, বিদ্যুৎ, বজ্র, শিলা, বৃষ্টি, মেঘ, অভ্র, শিশির প্রভৃতি সমস্তই সেই শক্তি তরঙ্গের সঙ্ঘর্ষণ জাত ফেণা ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার এই যে প্রতি দেহের মধ্যে, জ্ঞান, ইচ্ছা, অধ্যবসায়, চেষ্টা, প্রবৃত্তি, দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্যাদি যত প্রকার উত্তম অধম মধ্যম প্রবৃত্তির স্ফুরণ হইতেছে ইহারাও সেই ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে, অনন্ত শক্তি তরঙ্গের বিক্ষোভে সঞ্জাত একএকটি ক্ষণ ভঙ্গুর ভাসমান ফেণা। ইহারা ও "পঞ্চপ্রাণ" "দশেন্দ্রিয়" "মন" "বুদ্ধি" অভিমানাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়া, নদী গর্ব্বের শিশুমারের ন্যায় অভ্যুত্থিত ও মগ্ন হইতেছে। যখন অভ্যুত্থিত হইতেছে তখন বিবিধ রঙ্গ ভঙ্গ, ক্রিয়া কর্ম্মাদি করিয়া এই দেহ গুলিকে "জীবিত" সংজ্ঞায় পরিচিত করিতেছে। আবার যখন ক্রিয়া কলাপ পরিত্যাগ করিয়া মগ্ন হইতেছে তখন দেহ গুলিকে "মৃত" নামে খ্যাত করিতেছে। আবার আর একটা দেহের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যুত্থিত হইয়া হেলিয়া দোলিয়া নানারূপ লীলা খেলা করিতে করিতে তাহাদিগকে জীবিত করিতেছে, আবার মগ্ন হইয়া মৃত করিতেছে। এইরূপ অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিতে করিতে সেই অনন্ত শক্তির তরঙ্গমালায় ভাসিয়া যাইতেছে।

তোমার ঐ দেহটাও সেই অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে, সেই অসঙ্খ্য অপরিসীম শক্তি তরঙ্গের সমালোড়নে একটা জড় পদার্থের ঘনীভাবে আত্মলাভ করিয়াছে। এবং ডুবিয়া ডুবিয়া, উঠিয়া, উঠিয়া, খসিতে খসিতে, ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই তরঙ্গের উপর দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। আবার ইহার মধ্যে ঐরূপ ভাবে নির্ম্মিত এই জ্ঞান, ইচ্ছা, অধ্যবসায়, দয়া, দাক্ষিণ্য, কাম, ক্রোধাদি-বৃত্তিগুলি এবং পঞ্চপ্রাণ, দশ ইন্দ্রিয়, ও ভাবনা চিন্তাদি পদার্থ গুলি সেই শিশুমারের মত ক্ষণিক উন্মীলন নিমীলন করিতে করিতে শক্তি তরঙ্গের উপরে ফেণাকারে বহিয়া যাইতেছে। উন্মীলন অবস্থায় নানাবিধ রঙ্গ ভঙ্গ, লীলা খেলা করিতে করিতে ইহাকে জীবিত নাম দান করিতেছ। তদ্দ্বারা উহা ক্ষণে সুপ্ত, ক্ষণে মুগ্ধ, ক্ষণে জাগ্রত,

ক্ষণে উপবিষ্ট, ক্ষণে তিষ্ঠন্ত ইত্যাদি নানাবিধ বিচিত্র ভাব ভঙ্গীর দ্বারা "পুতুল নাচের" লীলা করিতেছে। ইহার মধ্যে আবার ঐ স্বাধীন ভাব, "আমি ভাব" "আমার ভাব" আবির্ভূত হইয়া অধিকতর আশ্চর্য্যাবহ হইয়া উঠিয়াছে। যে দেহের অবয়ব গুলি সেই পর শক্তির সঙ্ক্ষোভের দ্বারা গঙ্গা প্রবাহের মত, নাসা পথ, মুখপথ এবং লক্ষ লক্ষ রোম কূপ পথের দ্বারা সর্ব্বদা বহিয়া যাইতেছে। বাহিরের শাক, পাতা, ডাইল ভাত টানিয়া আনিয়া "খুঁচি" না ভরিলে, দুই তিন দিনের মধ্যে যাহার শেষ হইয়া যায় তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! প্রতিদিন, নিদ্রা স্বপ্নের কালে যাহা ছয় সাত ঘণ্টা পর্য্যন্ত দণ্ডের মত পতিত হইয়া থাকে তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! একটু শর্করা সারের আঘ্রাণে, নিমেষের মধ্যে যাহা শবের ভাবে উপনীত হয় তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! তড়িৎ শক্তির বিপ্রকর্ষণ হইলে যাহা শয়ন করিয়া মরিতেও অবকাশ পায় না তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! শত শত কলবলের গতির উপরে ভর করিয়া যাহা দণ্ডায়মান রহিয়াছে তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! একটু বায়ু, পিত্ত, কফ বাড়িলে কমিলে যাহা লোষ্ট্রের মত পতিত হইয়া থাকে তাহাতে আবার স্বাধীনতায় মাখাইয়া "আমি" ভাব হইল! এক খানি কল বিকল হইলে যাহা ভগ্ন ঘড়ীর দশায় উপনীত হয় তাহাতে আবার স্বাধীনতা বিমিশ্রিত "আমি" ভাব হইল! উৎক্ষেপে অবক্ষেপে যাহা দণ্ডের লীলার অনুকরণ করে সেই দেহ পিণ্ডে আবার স্বাধীনতা বিমিশ্রিত "আমি" ভাব হইল! আবার যে ইন্দ্রিয়, যে মন, যে প্রাণকে শত ব্যগ্রতা, শত শুশ্রূষা করিয়া ও ইচ্ছানুরূপ আগম নির্গম, আর ব্যয়ে যোজিত করা যায় না, লক্ষ লক্ষ উপাসনা করিলেও চল্লিশ বৎসরের পরেই যাহারা আপনাপন দ্বার হইতে তল্পী মোট বাঁধিয়া আসন ওটাইতে থাকে, অবশেষে যাওয়ার কালে না বলিয়াই পলাইয়া যায় সেই নয়ন, সেই শ্রবণ, সেই রসনাদি ইন্দ্রিয়, সেই পঞ্চপ্রাণ এবং সেই মন মহাশয়ের প্রতি আবার স্বাধীনতা বিমিশ্রিত "আমি" ভাব আবির্ভূত হইয়া কত রূপের কত রঙ্গের অভিনয় করিতেছে!। অহোবত! অহোবত! জগন্মোহিনীর মহিমা! এই জন্যই বুঝি তোমার "অঘটন ঘটনা পটীয়সী" নাম!

এইরূপ নানাবিধ বিস্ময়াবহ লীলা করিতে করিতে সেই অনন্তশক্তি তরঙ্গের উপর দিয়া মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদির সহিত ঐ দেহফেণা ভাসিয়া যাইতেছে। যাইতে যাইতে আবার ইহা হইতে আর এক বুদ্‌বুদ্ স্খলিত হইয়া ঐ পুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছিল। উহাও সেই জগজ্জনক জননীর প্রভুত্বে, তাঁহারই কর্ত্তৃত্বে, তাঁহারই অনন্ত ইচ্ছা সমুদ্রের বক্ষে, সেই অনন্ত শক্তি তরঙ্গের সঙ্ক্ষোভ বিক্ষোভে কএকটা জড়দ্রব্যের সম্মীলনে অস্তিত্ববান্ হইয়াছিল, এবং নানাবিধ লীলা খেলা করিতে করিতে, ডুবিয়া ডুবিয়া, খসিতে খসিতে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে হেলিয়া দোলিয়া তরঙ্গের উপরে ভাসিয়া যাইতে ছিল। এখন এক বারেই খসিয়া গিয়াছে, শক্তি তরঙ্গের মধ্যে মিলিয়া তলে তলে ভাসিয়া যাইতেছে। আবার একটু সম্মুখে গিয়াই সেই শক্তি তরঙ্গের সঙ্ক্ষোভে ঐ সকল জড়দ্রব্য আর একটি দেহরূপ ফেণার গঠন করিবে, করিবে নয়, করিয়াছে বলিলেই হয়। আবার তাহাও ঐরূপ খসিতে খসিতে চলিয়া যাইতে থাকিবে। যতদিন সৃষ্টি প্রলয় আছে, যতদিন সেই জগজ্জননীর অস্তিত্ব আছে, ততদিনই এইরূপ প্রবাহ চলিবে। এ প্রবাহ অনাদি এবং অনন্ত। ইহার সীমা সংখ্যা, অবধি ইয়ত্তা নাই। তোমার ঐ দেহ ফেণাও প্রায় খসিয়া আসিল, প্রায় ভাঙ্গিয়া আসিল। উহাও ঐ পুত্র দেহের মত ভাঙ্গিয়া গিয়া সেই শক্তি তরঙ্গের মধ্যে তলাইয়া ভাসিতে ভাসিতে আবার উল্লিখিত নিয়মে একত্রিত হইয়া অন্য আর একটা দেহরূপ ফেণায় পরিণত হইবে। আবার খসিবে, আবার মিলিবে, আবার খসিবে, আবার মিলিবে। যাবৎ সৃষ্টি, যাবৎ প্রলয় এইরূপে চলিবে। তবে আর তোমার "তুমিত্বই বা কোথা, স্বাধীনতাই বা কোথা, স্বত্ব স্বামিত্বই বা কোথা, আমার আমার ভাবই বা কোথা, পুত্র কন্যাই বা কোথা, কর্ত্তৃত্ব, প্রভুত্বই বা কোথা, শক্তি সামর্থ্যই বা কোথা, ইচ্ছা যত্ন চেষ্টাই বা কোথা, আর শোক দুঃখ পরিতাপের কারণই বা কোথা। এ সংসারে তোমার কেহই নাই, তুমিও কাহারো নও। শোক তাপেরও কোনরূপ হেতু যুক্তি নাই। এসংসার যাঁহার তিনিই যাহা করিবার তাহা করিতেছেন। ভাল হউক, মন্দ হউক, ক্ষতি হউক, বৃদ্ধি হউক সমস্তই তাঁহার। তুমি জ্ঞান বলে সমস্ত উপেক্ষা করিয়া তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া থাক। দাঁড়াইয়া তাঁহার অসীম অনন্ত ইচ্ছার বক্ষে, অসীম অনন্ত শক্তির লীলা খেলা সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দের উপভোগে আপনাকে চরিতার্থ কর। আধি ব্যাধি, শোক আহ্লাদাদি অনুকূল প্রতিকূল যত কিছু ঘটনা উপস্থিত হয়, তুমি নয়ন নিমীলন করিয়া তাহার অদ্ভুত ক্রিয়ার উপলব্ধির দ্বারা পরিতৃপ্ত হও। বৎস! গাত্রোত্থান কর, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমার অভয় আকার অবলোকন কর। একাগ্রমনা হইয়া আমার পরম হিতকর সুপথ্য উপদেশাবলীর অনুধ্যান কর, তাহা হইলে দেখিবে এই নিদারুণ শোকই তোমার

আনন্দাবহ হইবে। ইহা তোমার প্রার্থনীয় হইবে (ক)।" এইরূপ নানাবিধ কমনীয় রূপে আবির্ভূত হইয়া বিবেকদেব সত্ত্বময় পুরুষের শোক-প্রতপ্ত হৃদয়ধাম শীতল করিতে থাকেন। পরে কার্য্যের শেষ হইয়া গেলে আপনা হইতেই অলক্ষিত ভাবে অন্তর্হিত হয়েন।

ইহাই বিবেকের, শোক কালীন মূর্ত্তি। পিতৃশোক, মাতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, ভার্য্যাশোক, ও বন্ধু শোকাদি সকল প্রকার শোকের স্থলেই বিবেক এই জাতীয় কোন এক মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া শোক জ্বালা নিবারণ করিয়া থাকেন। কেহ আরাধনা অনুধ্যান করুক আর না করুক, বিবেক আপনা হইতেই, তাহাদের প্রকৃতির অনুযায়ী এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকারে অবতীর্ণ হইয়া শোকাপনোদনে প্রবৃত্ত হয়েন। দারিদ্র্যদুঃখ, অপমান দুঃখ, এবং অনিবার্য্য ব্যাধিজনিত দুঃখাদির প্রপীড়নে অধীর হইয়া পড়িলে ও বিবেক আমাদের আরাধনাদির প্রতীক্ষা করেন না। তখনও আপনা হইতেই আমাদের প্রকৃতির অনুকূল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া দুঃখ যন্ত্রণা বিমোচন করিতে থাকেন।

বিবেক এইরূপ নিঃসার্থ দয়াবান্ না হইলে এসংসারের অতি ঘোরতর অবস্থা উপস্থিত হইত। খরতর অশান্তি অনলে দহ্যমান হইয়া ইহা ছারেখারে যাইত। ইহার একজন মানবও, বোধ হয়, জীবন ধারণে সমর্থ হইত না। ইহা ভয়াবহ শ্মশান ভূমিতে পরিণত হইত। কারণ, পৃথিবীতে এমন একটি লোক দেখা যায় না, যাহাকে অতি ঘোরতর দুই চারিটা প্রতিকূল ঘটনায় প্রপীড়িত করে নাই, অথবা করিতেছে না। পিতৃশোক, মাতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, ভগিনীশোক, ভার্য্যাশোক, স্বামীশোক, প্রিয়শোক, বন্ধুশোকাদি তিন চারিটি বা দুই একটি শোক উপস্থিত হইয়া পরিপীড়িত করে নাই, এমত মনুষ্য বোধ হয় একবারেই বিরল। এই সকল শোকগুলি এত সুদারুণ জ্বালা সম্পন্ন যে, ইহারা হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পাইলে প্রত্যেকেই যমের উৎক্রান্তিদা শক্তির মত দেহ, মন, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তকে নিষ্পিষ্ট করিয়া আত্মাকে নিষ্কাশিত করে। তৎপরে দারিদ্র্য যন্ত্রণা, অপমান তিরস্কারের যন্ত্রণা, নিরপত্যতা, নির্ভার্য্যতাদি অভাব জনিত যন্ত্রণা, কুপুত্রতা কুভার্য্যতাদি জনিত যন্ত্রণা, এবং প্রত্যেক ইন্দ্রিয় বৃত্তির নিষ্পেষণাদিজনিত যন্ত্রণা ইহাদের অসংস্পৃষ্ট মনুষ্য ও নিতান্ত সুদুর্লভ। প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত হইলে ইহারাও সকলেই বুদ্ধীন্দ্রিয় দেহাদিকে ভস্মাভূত করিয়া প্রাণ সংহারে সমর্থ। এই সকল প্রাণসঙ্কট বিপদে একমাত্র বিবেকেই পরিত্রাণের কর্ত্তা। বিবেকের আলম্বন না পাইলে কোন মানবই ঐরূপ সঙ্কট এড়াইতে পারে না। সুতরাং উন্মাদাদিরোগ অথবা আত্ম হত্যাদির দ্বারা যমের আশ্রয় লইতে বাধ্য হইতে হয়। শত শত দৃষ্টান্তই ইহার জলন্ত প্রমাণ রূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অতএব বিবেকের অনুগ্রহ না থাকিলে প্রত্যেক মানবকে অকালে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে হইত। সংসার শবময় হইত। এজন্য ঐ সকল ঘোর সঙ্কটে পড়িলে, পূর্ব্বে কোনদিন আরাধনাদি করুক আর না করুক, বিবেক আপনা হইতেই হৃদয় মধ্যে আবির্ভূত হইয়া জগতের রক্ষা বিধান করেন এবং কৃতকার্য্য হইয়া আবার আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়েন। যদি কোন প্রকৃত কৃতজ্ঞ পুরুষ বিবেকের এইরূপ অপার মহিমা অনুভব করিতে পারিয়া সেই সময় হইতে তাঁহার অভ্যাস অনুধ্যানাদি রূপ যথাবিধি সেবা শুশ্রূষা করিতে থাকেন, তবে তাঁহার নিকট হইতে আর অন্তর্হিত হয়েন না, এবং সেই মূর্ত্তিতেই যাবজ্জীবন অবস্থিতি করিয়া অপূর্ব্ব শান্তিময় প্রভামণ্ডলের দ্বারা হৃদয়ধাম সুশীতল করিয়া রাখেন। পরিণামে বাড়বানল সদৃশ সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও আর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারে না।

কিন্তু এইরূপ সঙ্কটাবস্থা ব্যতীত পূর্ব্বোল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ে বিবেক আপনা হইতে প্রকাশিত হয়েন না। তখন আরাধনানুরূপ দয়া, আরাধনানুরূপ আবির্ভাব। যিনি যে বিষয়ের পার কূল পাইবার নিমিত্ত যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করেন, যেরূপ অভ্যাস, অনুধ্যান, ও অবধানাদি করেন তাঁহার হৃদয়ে ততটুক প্রকাশিত হইয়া ততটুক ফলদান করিয়া থাকেন। কি ধর্ম্ম, কি কর্ম্ম, কি সমাজ, কি সংসার, কি অর্থ, কি খগোল ভূগোলাদি বিজ্ঞেয় বিষয় সর্ব্বত্রই বিবেক দেবের এইরূপ নিয়ম। সর্ব্বত্রই আরাধনানুরূপ প্রকাশিত হইয়া তদনুরূপ ফল দিয়া থাকেন।

এইরূপে বিবেকই আমাদের পদে পদে অকূল সঙ্কটের পরিত্রাণ কর্ত্তা, বিবেকই আমাদের জীবনের সম্বল, বিবেকই আমাদের আশ্রয় ও বল। বিবেক আমাদের সমাজের রক্ষক, বিবেক অর্থের রক্ষক, সংসারের রক্ষক, শরীরের রক্ষক, স্বাস্থ্যের রক্ষক। বিবেক ধর্ম্মের রক্ষক, কর্ম্মের রক্ষক, জ্ঞানের রক্ষক, বুদ্ধির রক্ষক এবং বিবেকই আমাদের মনুষ্যত্ব সঙ্গঠনের অদ্বিতীয় হেতু।

(ক) এই বিবেকের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানাদির পরিদীপক বিশুদ্ধ সত্ত্বভাব নিহিত রহিয়াছে। এই নিমিত্ত ইহার নাম সাত্ত্বিক বিবেক। যে মহাপুরুষের হৃদয় এই মহামূল্য বিবেকের সেবায় অপোয়িত হয় তিনি আপনাকে বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রকৃতির পুরুষ বলিয়া অবধারণ করিবেন।

আমরা ঘোর অপরিণামদর্শী অতি দুর্ভাগ্য কৃতঘ্ন পুরুষাধম। তাই পদে পদে সঙ্কটে সঙ্কটে এই বিবেক মহা পুরুষের নিঃস্বার্থ নির্ম্মল করুণাগুণের ফলোপভোগ করিয়াও একবার তাঁহাকে চিনিতে ইচ্ছা করিলাম না, একবার যত্ন করিতে জানিলাম না, তাঁহার নিকটে গিয়া একবার বসিতে পারিলাম না, তাঁহাকে একটু থাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে উৎসাহী হইলাম না, কিম্বা অবনত মস্তকে একবার প্রণাম করিয়াও আপনাকে ধন্য করিলাম না। এই মাত্র এই ঘোরতর শোক সঙ্কটে প্রাণলাভ করিয়া ও তাঁহার গৌরব বুঝিতে পারিলাম না। দুর্ধর্ষ মোহ! তোমাকে প্রণাম। তুমি সমস্তই করিতে পার। তোমার মহিমাকে শত শত নমস্কার।

শ্রীশশধর শর্ম্মা।

ধর্ম্মমণ্ডলীর বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মমণ্ডলীর নিয়মানুসারে, ধর্ম্মমণ্ডলীর সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং নেতা রূপ একজন আচার্য্য বা গুরু আগামী ১৮১৫ শকের (১৩০০ সনের) বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। নিম্নলিখিত গুণ সম্পন্ন কোন মহাত্মা অনুগ্রহ করিয়া ১৫ দিনের মধ্যে জ্ঞাপন পত্র পাঠাইলে সাদরে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মমণ্ডলী তাঁহাকে উক্তপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। বলা বাহুল্য, যে, ধর্ম্মমণ্ডলীর সর্ব্বাধ্যক্ষ নেতা গুরুদেবের সংসার যাত্রার সমস্ত ভার ধর্ম্মমণ্ডলীই সন্তোষের সহিত নিজ মস্তকে গ্রহণ করিবেন। তাঁহাকে আর সে চিন্তা করিতে হইবে না।

স্বাধীন, স্বতন্ত্রচেতা, সত্যবাক্য প্রয়োগ বা সত্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে কাহারও মুখাপেক্ষা না করেন, এবং মিথ্যা দ্বেষী, সত্যাচার পরায়ণ, স্বতঃসিদ্ধ শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান নিরত, দম্ভ, মাৎসর্য্য ও ঈর্ষ্যাদি প্রবলতর দোষ শূন্য, সরল, সুশান্ত, সুগম্ভীর প্রকৃতি, সুধীর, সুবুদ্ধি, বিবেকবান্, অধ্যাত্মবিদ্যাবিৎ বেদান্তাদি দর্শন উপনিষদ, বেদ, এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ, বিশিষ্ঠ শক্তি অধ্যবসায় সম্পন্ন চত্বারিংশবৎসরের অধিক এবং ৬০ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক, অসৎপরিগ্রহ বিবর্জ্জিত, পর প্রেষ্যাদি জঘন্যবৃত্তি পরিশূন্য, সৎকুলোদ্ভব এবং প্রসিদ্ধ বংশজাত ব্রাহ্মণ হইলে তিনিই ধর্ম্মমণ্ডলীর গুরুপদে অভিষিক্ত হইবেন। বলা অতিরিক্ত যে, যিনি উক্ত সদ্‌গুণ সমষ্টিতে বিভূষিত নহেন তাঁহার আবেদন কেবল আমাদের দুঃখাবহ হইবে। কারণ ধর্ম্মমণ্ডলী তাহার আদর করিতে পারিবেন না।

ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যাধ্যক্ষ,—
নং ৬৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
(এইরূপ ঠিকানা দিয়া পত্র লিখিতে হইবে।)

ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্যারম্ভ।

আগামী বৈশাখের প্রথম দিন হইতে ধর্ম্মমণ্ডলের আর কএকটি কার্য্য আরম্ভ হইবে। ১ম, প্রতিদিন বেলা ৪টা হইতে সন্ধ্যার পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত উপস্থিত সাধুহৃদয় বালক বৃদ্ধদিগকে নীতিশাস্ত্র ও ধর্ম্ম তত্ত্বের উপদেশ দান এবং তাঁহাদের সন্দেহের মীমাংসা। ২য়, সন্ধ্যানুষ্ঠানের পর বেদান্তাদি দর্শন, উপনিষদ্ ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির অধ্যাপনা (ক)। ৩য়, প্রতি রবিবারে ৪টার সময়ে "বাল্যাশ্রমের" অনুষ্ঠান। (এই কার্য্যত্রয় শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার শাস্ত্রী মহাশয় নিষ্পন্ন করিবেন।) ৪র্থ অধ্যাপন সমাপ্তির পর ধর্ম্মমণ্ডলীর উপস্থিত সভ্যদিগকে লইয়া ধর্ম্মমণ্ডলীর কৃত এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের পর্য্যালোচনা, এবং তাহার উন্নতিসাধনোপায়ের চিন্তা। ৫ম, সাধু সন্ন্যাসী বা যতিব্রতী কোন মহাত্মা আসিলে অথবা দূরদেশবাসী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মমণ্ডলীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণাদির নিমিত্ত কিম্বা অন্য কোন কারণে অতিথিভাবে সমাগত হইলে তাঁহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া যথা শক্তি সেবা করা হইবে।

৬ষ্ঠ। অধ্যাত্মবিদ্যা কার্য্যে পরিণত করিয়া শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত পৃথক্ একটি অনুষ্ঠান হইবে। (ইহারও গুরু শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়।)

৭ম। বিবাহ বিড়ম্বনা নিবৃত্তির নিমিত্ত বিবিধ উপায়ের অনুসরণ।

অবশ্য দ্রষ্টব্য।

এবার ১২৯৯ সন সমাপ্ত হইল দুঃখের বিষয় এই যে, এখনও ১২৯৮ ও বর্ত্তমান (১২৯৯) সনের বেদব্যাস পত্রের মূল্য অনেকের নিকটেই বাকী আছে। কিন্তু গ্রাহকগণ এই প্রকারে মূল্য বাকী রাখিলে ধর্ম্মমণ্ডলীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কেননা এখন বেদব্যাস ব্যক্তিবিশেষের কাগজ নহে, বেদব্যাস এখন ধর্ম্মমণ্ডলীর মাসিক পত্র, সুতরাং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির নিকট ধর্ম্মমণ্ডলীর ক্ষতিজনক কার্য্য হওয়া বড়ই আশ্চর্য্যকর। সন্দেহ নাই। অতএব গ্রাহকগণ আর বিলম্ব না করিয়া নিজ নিজ দেয় মূল্য অতি সত্বর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সহ, বেদব্যাস সম্পাদক মহাশয়ের নামে পাঠাইয়া দিবেন। এবং ঐ সঙ্গে আগামী ১৩০০ সালের অগ্রিম মূল্য পাঠাইবেন। মণিঅর্ডার কুপনে নাম ধাম স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। যাঁহারা পত্রিকা লইতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহারাও একখানি পোষ্টকার্ডের দ্বারা (আগামী ১৫ই বৈশাখের মধ্যে) আমাদিগকে একবার জানাইবেন। পত্রের দ্বারায় না জানাইয়া কেবল কাগজ ফেরত দিলে আমরা গ্রাহক শ্রেণী হইতে নাম কর্ত্তন করিতে পারি না। কিন্তু আগামী ১৩০০ সনের প্রথমে যাঁহারা পত্র দ্বারায় আমাদিগকে না জানাইবেন, তাঁহাদিগকে আমরা ১৩০০ সনের গ্রাহক বলিয়া বুঝিব এবং বরাবর কাগজ পাঠাইব।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

(ক) টোলের ছাত্র ব্যতীত, কোন স্কুলের ছাত্র, অথবা উপযুক্ত গৃহস্থ লোক অধ্যয়নার্থী হইয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য অধ্যাপন করা হইবে।